রামায়ণ।

শ্রীমন্মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত

লঙ্কাকাণ্ড।

স্বর্গীয় হিজ্ হাইনেস্ বৰ্দ্ধমানাধিপতি
মহারাজাধিরাজ মহ্‌তাব্‌চন্দ্
বাহাদুরের অনুমত্যনুসারে
হিজ্ হাইনেস্ বৰ্দ্ধমানাধিপতি শ্রীলশ্রীযুক্ত
মহারাজাধিরাজ আফ্‌তাব্‌চন্দ
মহ্‌তাব্ বাহাদুর কর্ত্তৃক

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার বিদ্যারত্ন দ্বারা
বঙ্গভাষায় অনুবাদিত
শ্রীযুক্ত তারকনাথ তত্ত্বরত্ন তথা
শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ তত্ত্বনিধি দ্বারা
পর্য্যালোচিত

বৰ্দ্ধমান
অধিরাজ যন্ত্রে শ্রীপুরুষোত্তমদেবচট্টরাজ দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত
শকাব্দা ১৮০৩।

বিজ্ঞাপন

রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ড প্রকাশিত হইল। এই কাণ্ড অন্যান্য কাণ্ড অপেক্ষা অতিবৃহৎ এবং মধ্যে মধ্যে অপর পুস্তকের সহিত পাঠেরও বহুবিভিন্নতা আছে; বিশেষত, আমি সময়ে সময়ে কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত থাকায় তত্তৎকালে ইহার অনুবাদ-কার্য্যও বন্ধ ছিল, সুতরাং ইহা প্রকাশিত হইতেও বহু বিলম্ব হইয়াছে। এই কাণ্ড বীর-রসে পরিপূর্ণ, ইহাতে শ্রীরামচন্দ্রের সমুদ্রযাত্রা, বানরগণ-কর্ত্তৃক সমুদ্রের উপর সেতু নির্ম্মাণ, কপি-রাক্ষসগণের অসীম পরাক্রম ও যুদ্ধ, পুত্র ও বান্ধবগণের সহিত রাবণের নিধন এবং শ্রীরাম-চন্দ্রের রাজ্যাভিষেক-প্রভৃতি বিষয়গুলি যথাক্রমে বর্ণিত হইয়াছে। যাহাতে সংস্কৃত অনুবাদ সকলের সুবোধ হয়, আমি তদ্বিষয়ে যত্ন করিতে ত্রুটি করি নাই, তবে ভ্রম-প্রমাদ-বশত স্থানবিশেষে যদি কোন দোষ সংঘটিত হইয়া থাকে, বিচক্ষণগণ নিজগুণে তাহা সংশোধন করিয়া লই-বেন। মহাভারতাদি কার্যালয়ের কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত তারক-নাথ তত্ত্বরত্ন ও শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ তত্ত্বনিধি মহাশয় মুদ্রা-ঙ্কনকালে সংস্কৃত অনুবাদের আদ্যন্ত পর্য্যালোচনা এবং দুই এক স্থানে শব্দ-পরিবর্ত্তন-দ্বারা অনুবাদটিকে সুললিত করিতে ত্রুটি করেন নাই ইতি।

শকাব্দা ১৮০৩
১৮ জ্যৈষ্ঠ

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার বিদ্যারত্ন

রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ডের সূচীপত্র।

সূচীপত্র সমাপ্ত।

---

১২৬ পৃষ্ঠা ১০ পংক্তিতে 'হওয়ায়' এই শব্দের পর একটি 'পনস' শব্দ বসিবে এবং ২১১ পৃষ্ঠা ৮ পংক্তিতে 'ধূম্রাক্ষ' এই শব্দের পরিবর্ত্তে 'বজ্রদংষ্ট্র' হইবে।

রামায়ণ।

লঙ্কাকাণ্ড।

রামচন্দ্র হনুমানের যথাবৎ কথিত সেই সকল বাক্য শ্রবণে অতিশয় প্রীত হইয়া এইরূপ উত্তর করিলেন। "হনুমান্ সমস্ত লোকের দুঃসাধ্য যে সুমহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছে, এরূপ কার্য্য পৃথিবীতে অপরের দ্বারা সম্পাদিত হওয়া দূরে থাকুক কেহ মনেও করিতে সমর্থ হয় না। গরুড়, বায়ু এবং হনুমান্ এই তিন ভিন্ন অপর কাহাকেই এরূপ দেখিতে পাই না, যে মহাসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারে। দেব, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও রাক্ষসগণেরও অজেয় সেই রাবণ-পালিত লঙ্কা-পুরীতে বল-পূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া কোন্ ব্যক্তি জীবিত অবস্থায় নিষ্ক্রান্ত হইয়া আসিতে পারে? লঙ্কাপুরী রাক্ষসগণ-রক্ষিত হওয়ায় যেরূপ দুষ্প্রবেশ্য হইয়াছে, বীর্য্যবান্ হনুমান্ ব্যতীত অপর কাহার সাধ্য যে, উহাতে প্রবেশ করিতে পারে? এইরূপে আপনার বিক্রমানুরূপ বল প্রকাশ করিয়া, হনুমান্ সুগ্রীবের সুমহৎ ভৃত্য-কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে। যে ভৃত্য প্রভু-কর্ত্তৃক দুষ্কর কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেও উহা অনুরাগ-সহকারে সম্পাদন করে, পণ্ডিতগণ তাহাকে পুরুষোত্তম বলিয়া থাকেন।

যে ভৃত্য এক কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া, প্রভুর হিতজনক অপর কার্য্য উপস্থিত হইলে সমর্থ হইয়াও তাহা না করে, সে মধ্যম পুরুষ, আর যে ভৃত্য সমর্থ হইয়া আদিষ্ট কার্য্যটিও যত্ন-সহকারে সম্পন্ন না করে, সে পুরুষাধম বলিয়া কীর্ত্তিত হয়; পরন্তু হনুমান্ রাজ-নিয়োগে নিযুক্ত হইয়া নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম যথাবৎ সমাধান করিয়াছে, অধিকন্তু আপনার লাঘব প্রকাশ না করায় সুগ্রীবকে সন্তুষ্ট করিয়াছে। হনুমান্ বৈদেহীকে দর্শন করিয়া আসায় আমি এবং মহাবল লক্ষ্মণ ও অপরাপর রঘুবংশীয়গণও আত্ম-হননাদিরূপ ঘোরতর অধর্ম্ম হইতে পরিরক্ষিত হইয়াছি; কেন না, জানকীর সংবাদ না পাইলে আমি নিশ্চয়ই জীবন বিসর্জ্জন করিতাম, সুতরাং আমার বিরহে লক্ষ্মণ-প্রভৃতি কেহই প্রাণ ধারণ করিতে সমর্থ হইত না; কিন্তু দীন অবস্থায় থাকায় এতাদৃশ প্রিয়-সংবাদ-দাতার যে এ পর্য্যন্ত কার্য্যানুরূপ কোন প্রিয়ানুষ্ঠান করি নাই, ইহাই আমার অন্তঃকরণকে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ করিতেছে। যাহা হউক এই অসময়ে আমার এই আলিঙ্গন দানই সর্ব্বস্ব দান স্বরূপ মহাত্মা হনুমানের কার্য্যানুরূপ পুরস্কার হউক।"

সর্ব্ব-কার্য্য-সমর্থ হনুমান্ সীতার উদ্দেশ করিয়া লঙ্কা হইতে প্রত্যাগত হওয়ায় রঘুসত্তম রাম পূর্ব্বোক্ত বাক্য সকল বলিয়া প্রীতিপুলকিত-কলেবরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং ক্ষণ কাল চিন্তা করিয়া কপীশ্বর সুগ্রীবের সাক্ষাতেই পুনর্ব্বার এই কথা বলিতে লাগিলেন। "আমরা সর্ব্বপ্রযত্নে সীতার অন্বেষণ করিয়া যদিচ তাহাতে কৃতকার্য্য

হইয়াছি, কিন্তু এই সাগর দর্শন করিয়া আমার মন পুনর্ব্বার ভগ্নোৎসাহ হইতেছে। এই সমাগত বানরগণ কি প্রকারে দুষ্পার মহাসাগরের দক্ষিণ-পারে গমন করিবে? যদ্যপি 'সীতা লঙ্কাপুরীতে আছেন' এইরূপ বৃত্তান্ত আমার নিকট কথিত হইয়াছে, কিন্তু 'বানরগণের সমুদ্র-পার গমনের কি হইবে?' এইরূপ জিজ্ঞাসার উত্তর কি?" শত্রুসূদন শোকসন্তপ্ত রাম মহাত্মা হনুমানকে এই কথা বলিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

প্রথম সর্গ সমাপ্ত॥ ১॥

অনন্তর, সুগ্রীব শোকসন্তপ্ত দশরথ-নন্দন রামকে এইরূপ শোকনাশন বাক্য সকল বলিতে লাগিলেন। "হে বীর! আপনি কি নিমিত্ত প্রাকৃত লোকের ন্যায় এরূপ সন্তাপ করিতেছেন? আপনি আর এরূপ সন্তাপ করিবেন না; যেরূপ কৃতঘ্ন ব্যক্তি অপরের সহিত সৌহার্দ্দ পরিত্যাগ করিয়া থাকে, তদ্রূপ এই সন্তাপ পরিত্যাগ করুন। হে রঘু-নন্দন! যখন শত্রুর সমস্ত বৃত্তান্ত ও বাসস্থান জানা গিয়াছে, তখন আর আমি আপনার সন্তাপের কোন কারণ দেখি-তেছি না। আপনি মতিমান্, শাস্ত্রজ্ঞ ও দীর্ঘদর্শী পণ্ডিত, অতএব যোগী পুরুষ যেরূপ অপবর্গ দূষণী বুদ্ধিকে পরি-ত্যাগ করেন, তদ্রূপ আপনিও এই প্রয়োজননাশিনী অশু-ভদায়িনী বুদ্ধি পরিত্যাগ করুন। আমরা সকলেই এই নক্র-সমাকুল মহাসমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কা আক্রমণ করিব এবং আপনার শত্রুকেও বিনাশ করিব। হে বীর! নিরুৎসাহ,

দীনস্বভাব ও শোকাকুল ব্যক্তির সকল প্রয়োজনই বিনষ্ট হয় এবং তাদৃশ ব্যক্তিই বিপদে পতিত হইয়া থাকে। এই রণদক্ষ বানর-যূথপতিগণ আপনার প্রিয়-সাধন বাসনায় অনল-মধ্যে প্রবেশ করিতেও উৎসাহ করিতেছে। আমি তাহাদের প্রফুল্ল বদনাদি দ্বারা তদ্বিষয়ে দৃঢ় নিশ্চয় করিয়াছি। এক্ষণে যেরূপে আমরা বিক্রম প্রকাশ করিয়া আপনার শত্রু সেই পাপকর্ম্মা রাবণকে বিনাশ করত সীতাকে আনয়ন করিতে পারি, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হউন। হে রাঘব! এই সমুদ্রের উপর যেরূপে সেতু নির্ম্মিত হয় এবং আমরা যেরূপে সেই রাক্ষস-রাজের পুরী দর্শন করিতে পারি, আপনি তাহারই অনুষ্ঠান করুন। আপনি ত্রিকূট পর্ব্বতের শিখরস্থিত সেই লঙ্কাপুরীকে দর্শন করিয়াই 'রাবণ বিনষ্ট হইয়াছে' বলিয়া মনে নিশ্চয় করিবেন। মকরালয় সমুদ্রের উপর সেতু বন্ধন না করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ অথবা অসুরগণ কেহই সেই লঙ্কাপুরীতে উপস্থিত হইতে পারিবেন না। ইহা নিশ্চয়ই জানিবেন, লঙ্কা পর্য্যন্ত সমুদ্রের উপর সেতু নির্ম্মিত হইলেই তদ্দ্বারা সমগ্র সৈন্য তথায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে এবং বিজয় লাভও করিবে, সন্দেহ নাই; কারণ এই কামরূপী বানরগণ সকলেই রণ-কুশল। মহারাজ! আপনি এই সর্ব্ববিনাশিনী, বিকল বুদ্ধি পরিত্যাগ করুন, কারণ পৃথিবীতে শোকই মনুষ্যের বীর্য্য নাশ করিয়া থাকে। এ সময়ে মনুষ্যের যেরূপ কর্ত্তব্য, আপনি তেজোবলে তদনুরূপ শৌর্য্য ও ধৈর্য্য অবলম্বন করুন, কারণ বিনষ্ট বা অনুদ্দিষ্ট হইলে আপনার ন্যায়

মহাত্মা শূর পুরুষগণের শোক উপস্থিত হওয়াই সর্ব্বনাশের হেতু। আপনি বুদ্ধিমান্‌গণের অগ্রগণ্য এবং শাস্ত্র সকলের অর্থও বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত আছেন, সুতরাং আপনাকে অধিক বলিতে হইবে না; মাদৃশ সচিবগণ সমভিব্যাহারে থাকিলে আপনি অবশ্যই শত্রুজয়ে কৃতকার্য্য হইবেন। রাম! আমি ত্রিলোক-মধ্যে এরূপ কাহাকেই দেখিতে পাই না যে, আপনি ধনুর্দ্ধারণ-পূর্ব্বক সমরে অবস্থিত হইলে আপনার সম্মুখীন হইতে পারে। আপনি বানরগণের প্রতি যে কার্য্যভার দিবেন, তাহা কদাচ বিনষ্ট হইবে না। আমরা সকলেই এই অক্ষয় সাগর উত্তীর্ণ হইয়া সীতা দেবীকে আনয়ন করিব; অতএব আপনি শোক পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ক্রোধ অবলম্বন করুন, কারণ ক্ষত্রিয় নিরুদ্যম হইলে সৌভাগ্যবান্ হইতে পারে না, কিন্তু নিরতিশয় কোপন-স্বভাব হইলে সকলেই তাহাকে ভয় করিয়া থাকে। আমরা সকল বিষয়েই যত্নবান্ আছি; অতএব আপনি এক্ষণে এই ভয়ঙ্কর নদীপতি সমুদ্র পার হইবার কোন সূক্ষ্ম উপায় অবধারণ করুন। আমার এই সৈন্যগণ সমুদ্র উত্তীর্ণ হইলেই আপনি নিশ্চয়ই বিজয় লাভ করিবেন এবং মনে মনে ইহাও অবধারণ করুন যে সমুদ্র লঙ্ঘিত হইয়াছে এবং আপনিও বিজয়ী হইয়াছেন। এই রণ-বীর, কাম-রূপী বানরগণ শিলা ও বৃক্ষ-বৃষ্টির দ্বারাই সেই শত্রুগণকে বিনষ্ট করিবে। হে সমরপ্রিয়! আমাদের মনে হইতেছে, আমরা কোন রূপে সমুদ্র পার হইয়াছি এবং রাবণও বিনষ্ট হইয়াছে।”

"রাজন্! অধিক বলিবার আবশ্যক কি? আপনি সর্ব্ব-প্রকারেই বিজয় লাভ করিবেন; কারণ ইতস্তত সুনিমিত্ত সকল দর্শন করিতেছি এবং আমার মনে নিরতিশয় হর্ষ উপস্থিত হইতেছে।"

দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত ॥ ২ ॥

অনন্তর, পরমার্থবিৎ কাকুৎস্থ রাম সুগ্রীবের সেই যুক্তি-যুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎ সমস্তই স্বীকার করত হনু-মানকে বলিতে লাগিলেন। "হনুমন্! তপস্যার দ্বারা এই সমুদ্রের উপর সেতু নির্ম্মাণ, ইহার সমস্ত জল শোষণ, অথবা যেরূপে বল, আমি সর্ব্বপ্রকারেই ইহাকে পার হইতে পারি। তোমাকে দেখিয়া অবধি কয়েকটি বিষয় শুনিবার নিমিত্ত আমার বিশেষ ইচ্ছা হইয়াছে, তুমি আমার নিকট সেই সমুদয় বর্ণন কর;—সেই দুর্গম্য লঙ্কা-পুরীর কয়টি দুর্গ আছে? রাক্ষসরাজের সৈন্যসঙ্খ্যা কত? দ্বারদেশের দুর্গ সকল কিরূপ? তথায় কোল খনন, পরিঘ স্থাপন ও ভূমধ্যস্থ অট্টালিকাদি আছে কি না? রাক্ষসদিগের বাসস্থান সকল কিরূপ? তুমি দর্শন ও বর্ণন উভয় বিষয়েই বিশেষ পটু; অতএব লঙ্কায় যাহা যাহা দর্শন করিয়াছ, তাহা নিঃশঙ্কচিত্তে আমার নিকট যথাবৎ বর্ণন কর।"

অনন্তর, বাক্যবিশারদ পবন-নন্দন হনুমান রামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। "রাজন্! সেই লঙ্কাপুরী অনুপলক্ষিত-ভাবে রাক্ষস-বল

কর্ত্তৃক যেরূপে রক্ষিত হইতেছে, রাক্ষসগণ রাবণের তেজঃ-সমাহৃত পরম সমৃদ্ধি লাভ করিয়া স্নিগ্ধচিত্তে যেরূপে লঙ্কা-মধ্যে বাস করিতেছে, সেই ভয়ানক সমুদ্র, বল-সমূহের বিভাগ, তাহাদের বাহনের সংখ্যা এবং দুর্গ-কর্ম্মাদি যথা-বৎ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন।” বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান এই বলিয়া যথাবৎ বলিতে আরম্ভ করিলেন।

“মহারাজ! শত্রুগণ সেই উদ্ধত-স্বভাব রাক্ষসগণ-নিষে-বিত মত্তমাতঙ্গসমাকুল এবং বাজি ও রথ-সঙ্কুল লঙ্কা-পুরীতে গমন করিতে সমর্থ হয় না। সেই পুরীর মহা-পরিঘ-বিশিষ্ট দৃঢ় কপাটবদ্ধ চারিটি বৃহৎ ও বিশাল দ্বার আছে। সেই দ্বার সকলে অভ্যন্তর হইতে বাণ ও শিলাদি নিক্ষেপ করিবার নিমিত্ত দৃঢ় ও বৃহৎ ইষুপল যন্ত্র সকল স্থাপিত আছে; যদ্দ্বারা সমাগত শত্রু-সৈন্যগণকে বহির্দ্দেশ হইতেই নিবারণ করিয়া থাকে। রাক্ষস-বীরগণ তথায় অয়ঃসারময়ী শিলা সকল এবং শত শত শাণিত শতঘ্নী সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। মণি, বিদ্রুম, বৈদূর্য্য ও মুক্তাদি জড়িত তাহার সেই সুবর্ণ-নির্ম্মিত প্রাচীর কেহই ধর্ষণ করিতে সমর্থ হয় না। তাহার চতুর্দ্দিকে পরিখা-বেষ্টিত, মীন-সেবিত, ভয়ঙ্কর নক্র-সমাকুল ও বহুল শীতল-জল-পূর্ণ অগাধ জলাশয় আছে। সেই পুরীর দ্বার-চতুষ্টয়ে পরিখা পার হইবার নিমিত্ত চারিটি সংক্রম আছে এবং তন্নিকটে বহুবিধ যন্ত্র ও বৃহদাকার গৃহপংক্তিও স্থাপিত আছে। শত্রু-সৈন্যেরা সমাগত হইলে সেই সংক্রম চতু-ষ্টয়ই তাহাদিগের আক্রমণ হইতে পুরীকে রক্ষা করে

এবং নিকটস্থ যন্ত্র সকলের দ্বারা চতুর্দ্দিকে পরিখা-বারি বিকীর্ণ হইয়া থাকে। সেই সংক্রম চতুষ্টয়ের মধ্যে একটি সংক্রম, অকম্প্য, বলবান্, দৃঢ় ও অতিবৃহৎ এবং কাঞ্চন-নির্ম্মিত অনেক স্তম্ভ ও বেদিকা-দ্বারা সুশোভিত। হে রাম! রাবণ সমরাভিলাষী হইয়া বল দর্শনের নিমিত্ত প্রমাদ-রহিত ও সতর্কিতভাবে অক্ষোভ্য অন্তঃকরণে সংক্রমের নিকট স্বয়ং অবস্থিত রহিয়াছে। সেই নিরালম্ব ভয়াবহ লঙ্কাপুরীতে নাদেয়, পার্ব্বতীয়, বন্য ও কৃত্রিম, এই চতুর্ব্বিধ দুর্গ থাকায় দেবগণও তথায় গমন করিতে সাহস করেন না। রাঘব! লঙ্কাপুরী দুষ্পার সমুদ্রের পরপারাস্থত এবং তথায় জলদুর্গ নির্ম্মিত থাকায় নৌকা-দ্বারা গমনাগমনেরও পথ নাই, এজন্য এপর্য্যন্ত কেহই সেই পুরীর কোন বিশেষ বার্ত্তা পরিজ্ঞাত নহে। পর্ব্বতের উপর অনেক দুর্গ নির্ম্মিত থাকায় বাজি-বারণ-সম্পূর্ণ অমরাবতী-সদৃশ সেই লঙ্কাপুরীকে দুর্জ্জয় বোধ হইল।”

“মহারাজ! পরিখা শতঘ্নী এবং বহুবিধ যন্ত্র সেই দুরাত্মা রাবণের লঙ্কাপুরীকে পরিশোভিত করিয়া রাখিয়াছে। সেই পুরীর পূর্ব্ব দ্বারে শূলহস্ত দুর্দ্ধর্ষ দশ সহস্র রাক্ষস আছে; তাহারা খড়্গ-যুদ্ধে বিশেষ পারদর্শী। দক্ষিণ দ্বারে দশ লক্ষ রাক্ষস আছে এবং তথায় চতুরঙ্গিণী সেনার সহিত অনেক উৎকৃষ্ট যোদ্ধাও আছেন। পশ্চিম দ্বারে খড়্গ-চর্ম্মধারী, সর্ব্বাস্ত্রকুশল, দশ লক্ষ রাক্ষস আছে; রথী এবং অশ্বারোহী দশ কোটি সৎকুল প্রসূত রাক্ষস রাবণ কর্ত্তৃক সুপূজিত হইয়া উত্তর দ্বারে অবস্থিত রহিয়াছে।

মধ্যম স্কন্ধে যে সকল দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষস-সৈন্য আছে, তাহাদের সংখ্যার শেষ নাই।”

“আমি সেই মহাবল রাক্ষস-সৈন্যের একদেশ নষ্ট করিয়াছি,—সেই সংক্রম সকল ভাঙ্গিয়া দিয়াছি এবং লঙ্কা দগ্ধ করত প্রাচীর সকল ভাঙ্গিয়া পরিখাকে পরিপূরিত করিয়া আসিয়াছি। ইহা নিশ্চয়ই জানিবেন, আমরা যে কোন প্রকারে হউক সমুদ্র পার হইব এবং লঙ্কা নগরীও বানরগণ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইবে। আপনার অধিক সৈন্যের প্রয়োজন কি? হে রাঘব! কেবলমাত্র অঙ্গদ, দ্বিবিদ, মৈন্দ, জাম্ববান্, পনস, নল এবং সেনাপতি নীল আমরা এই কয়েক জনেই সমুদ্র পার হইয়া পর্ব্বত, বন, খাত, ভবন, প্রাকার ও তোরণের সহিত সেই লঙ্কা-পুরীকে ভেদ করিয়া সীতা দেবীকে আপনার নিকট আনয়ন করিব।”

“মহারাজ! আপনি এক্ষণ প্রধান প্রধান সেনাপতিগণকে এইরূপ আজ্ঞা প্রদান করিয়া শীঘ্রই যুদ্ধ-যাত্রায় উদ্যোগী হউন।”

তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

সত্যপরাক্রম রাম হনুমান্-কর্ত্তৃক যথাবৎ কথিত এই সমস্ত বাক্য আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিয়া এইরূপ বলিতে লাগিলেন। “হনুমন্! ‘আমি সেই ভীমরূপ রাক্ষসের লঙ্কা-পুরী অচিরাৎ বিধ্বংসিত করিয়া ফেলিব’ তুমি এইরূপ যাহা বলিতেছ, তাহা সমস্তই আমার সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে। সুগ্রীব! তোমরা এই মুহূর্ত্তেই যুদ্ধ-যাত্রায়

উদ্যোগী হও, কারণ দিবাকর মধ্যগামী হইয়াছেন এবং এতাদৃশ বিজয়প্রদ অভিজিন্নামক মুহূর্ত্তে যাত্রা করাই বিধেয়। আমি এই বিজয়-মুহূর্ত্তে যাত্রা করিলে রাবণ কখনই জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না। যেরূপ বিষপাণ করিয়া আতুর ব্যক্তি মৃত্যুকালে অমৃতবৎ ঔষধ স্পর্শ করিয়াও জীবনাশায় আশ্বাসিত হয়, তদ্রূপ 'আমি যুদ্ধ-যাত্রায় নির্গত হইয়াছি' জানকী এই কথা শ্রবণ করিলেও জীবনের আশা বিসর্জ্জন করিবেন না। চন্দ্রমা অদ্য উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে অবস্থান করায় আমার সাধন-তারা হইয়াছে; কিন্তু আগামি কল্য হস্তার সহিত যোগ হইলে নিধন-তারা হইবে, কারণ পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে আমার জন্ম হইয়াছিল, অতএব হে সুগ্রীব! আমরা সর্ব্বসৈন্য-পরিবৃত হইয়া অদ্যই যুদ্ধযাত্রায় নির্গত হইব। অগ্রে যে সকল সুনিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইতেছে, ইহা দেখিয়া বোধ হয়, আমরা রণভূমিতে রাবণকে বিনষ্ট করিয়া জানকীকে আনয়ন করিব। আমার এই দক্ষিণ নয়নের উপরিভাগ বারম্বার নৃত্য করিয়া যেন 'রামচন্দ্র! তুমি বিজয় লাভ করিয়াছ' ইহাই প্রকাশ করিতেছে।"

তদনন্তর, অর্থবিশারদ ধর্ম্মাত্মা রাম বানররাজ সুগ্রীব এবং লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক সুপূজিত হইয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন। "সেনাপতি নীল বেগশালী শত সহস্র বানর-সেনায় পরিবৃত হইয়া পথ অন্বেষণের নিমিত্ত সেনাগণের অগ্রেই গমন করুন্। হে সেনাপতে সুগ্রীব! যথায় উত্তম ফল, মূল ও সুমধুর শীতল জল এবং কানন আছে, তুমি

নীলকে এতাদৃশ পথ দিয়া সেনাগণকে লইয়া যাইতে আজ্ঞা কর। দুরাত্মা রাক্ষসগণ পথস্থিত ফল, মূল ও পানীয় সকল বিষাদি দ্বারা দূষিত করিয়া রাখিবে, তুমি তাহাতে বিশেষ সাবধান হইবে। বানরগণ উল্লম্ফন করত বৃক্ষাদির উচ্চ-দেশে আরোহণ করিয়া ভূমির নিম্নস্থিত বনদুর্গ ও বন-সকলে নিহিত শত্রু-বল সকল যেন অনুসন্ধান করিয়া যায়। আমাদের এই সেনাগণের মধ্যে বাল্য ও বৃদ্ধত্ব-নিবন্ধন যাহাদিগকে নিঃসার বোধ হইতেছে, তাহাদিগকে এই কিষ্কিন্ধ্যাতেই রাখিয়া যাও; কারণ আমাদের এই লঙ্কা-সমর-কার্য্য ঘোরতর হইবে, বোধ হইতেছে, অতএব কেবল-মাত্র বিক্রমসম্পন্ন বলের সহিতই যাত্রা করা কর্ত্তব্য। শত সহস্র মহাবল বানর-সিংহ-সকল এই মহাসাগর-সদৃশ ভয়ানক বানর-সেনা সঞ্চালন করিয়া লইয়া যাউক। গিরি-সদৃশ গজ, মহাবল গবয় ও গবাক্ষ মদগর্ব্বিত গোবৃষভের ন্যায় সৈন্যাগ্রে গমন করুক। প্লবনকারিগণের অগ্রগণ্য বানরশ্রেষ্ঠ ঋষভ দক্ষিণ দিক্ রক্ষা করত বানর-বাহিনীর সহিত গমন করুক্। গন্ধহস্তীর ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ বেগশালী গন্ধমাদন বানর-বাহিনীর সহিত বামভাগ রক্ষা করত গমন করিবে। যেরূপ দেবরাজ ঐরাবতে আরোহণ করিয়া গমন করেন, তদ্রূপ আমি হনুমানের স্কন্ধাধিরূঢ় হইয়া সমস্ত সৈন্যের হর্ষ উৎ-পাদন করত বল-মধ্যে গমন করিব এবং সার্ব্বভৌমাধিরূঢ় ধনাধিপতি যক্ষরাজ কুবেরের ন্যায় যম-সদৃশ লক্ষ্মণ অঙ্গদ-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আমার নিকটে গমন করিবেন। ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ এবং মহাবাহু সুষেণ ও বেগদর্শী, এই

তিন জনে কুক্ষিদেশ রক্ষা করিবে। যেরূপ তেজস্বী বরুণ লোক-সকলের পশ্চার্দ্ধ রক্ষা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ কপি-রাজ সুগ্রীব জঘনদেশ রক্ষা করিবেন।”

বানর-শ্রেষ্ঠ মহাবল সেনাপতি সুগ্রীব রামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া বানরগণকে তদনুরূপ আদেশ প্রদান করিলে সেই মহাবল বানরগণ লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক আপনাদিগের আশ্রয়ভূত গুহা ও শিখর সকল হইতে বহির্গত হইল।

তদনন্তর, ধর্ম্মাত্মা রাম বানর-রাজ সুগ্রীব এবং লক্ষ্মণ-কর্ত্তৃক সুপূজিত ও অসংখ্য বারণ-সদৃশ বানরগণে পরিবৃত হইয়া সসৈন্যে দক্ষিণাভিমুখে নির্গত হইলেন। তৎকালে হৃষ্ট, কৌতুক-বিশিষ্ট এবং সুগ্রীব-পালিত সেই বানরবাহিনী তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। কোন কোন বানর সেনাগণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে লম্ফ প্রদান করিয়া, কেহ বা অগ্রস্থিত ফল-মূলাদির শুদ্ধাশুদ্ধ পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত অগ্রগামি হইয়া, কেহ সিংহনাদ এবং কেহ বা সামান্য নাদ করিয়া সুগন্ধি ও সুমিষ্ট ফল সকল ভক্ষণ এবং মঞ্জরীপুঞ্জ-শোভিত মহাবৃক্ষ সকল উদ্বহন করত দক্ষিণ দিকে গমন করিতে লাগিল। কেহ কেহ গর্ব্বিত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে বহন ও স্কন্ধ হইতে ভূমিতে ক্ষেপন করিতে লাগিল, কেহ বা ক্রমান্বয়ে গমন করিতে লাগিল এবং কেহ বা উর্দ্ধে গমন করত অপরকে ভূমিতে পাতিত করিতে লাগিল। ‘রাবণ এবং অপর সমস্ত রজনীচরগণকে আমরা বিনাশ করিয়া ফেলিব’ বানরগণ রামচন্দ্রের সম্মুখে বারম্বার এই কথা বলিয়া

গর্জ্জন করিতে লাগিল। মহাবীর ঋষভ, গন্ধমাদন এবং নীল বহুতর বানরের সহিত পথ সকল শোধন করত সেই সেনাগণের অগ্রে গমন করিতে লাগিল।

শত্রু-নিসূদন রাম, লক্ষ্মণ এবং বানর-রাজ সুগ্রীব, বলশালী এবং ভীমমূর্ত্তি অসংখ্য বানরগণে পরিবৃত হইয়া তাহাদের মধ্যভাগে গমন করিতে লাগিলেন। মহাবল বানর শতবলি দশ কোটি বানর-সেনায় পরিবৃত হইয়া একাকীই সেই সমস্ত বানর-বাহিনীকে রক্ষা করিতে লাগিল। শতকোটী বানর-পরিবৃত মহাবল কেসরী, পনস, গজ এবং অর্ক সেই বলের এক পার্শ্ব রক্ষা করিয়া চলিল। সুষেণ এবং জাম্ববান অসংখ্য ঋক্ষগণে পরিবৃত হইয়া সেনামধ্যস্থিত সুগ্রীবকে অগ্রে করত তাহার জঘন-দেশ রক্ষা করিতে লাগিল। পাছে বানর-সেনাগণ চতুঃপার্শ্বস্থ নগরাদিতে উৎপাত করিয়া তাহাদের পীড়াকর হয়, তন্নিমিত্ত প্লবনকারিগণের শ্রেষ্ঠ বানর-পুঙ্গব মহাবল সেনাপতি নীল সর্ব্বতোভাবে তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া যাইতে লাগিল। দরীমুখ, প্রজঙ্ঘ, জঙ্ঘ এবং সরভ, সেনাগণকে সর্ব্বতোভাবে বেগিত করিয়া লইয়া চলিল।

সেই বলদর্পিত বানর-শার্দ্দূলগণ এইরূপে গমন করিতে করিতে দ্রুম-শত-শোভিত গিরিশ্রেষ্ঠ সহ্য, বিকচ-কমলবিশোভিত সরোবর এবং উৎকৃষ্ট তড়াগ সকল দেখিতে পাইল; কিন্তু বানরগণ ভীম-কোপে রামের শাসন জানিতে পারিয়া ভয়ে নগর এবং জনপদের নিকট দিয়াও যাইত না। মহাসাগর-সদৃশ, ভয়ানক, সেই সুমহৎ বানরগণ ভীম-

রব মহাসাগরের ন্যায় ক্রমে সহ্য পর্ব্বতের প্রথম সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই শূর কপিকুঞ্জরগণ সুসারথি-সঞ্চালিত সদশ্বের ন্যায় লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক সত্বরে গমন করিতে লাগিল। তৎকালে হনুমান ও অঙ্গদ কর্ত্তৃক উহ্যমান্ সেই পুরুষ-শ্রেষ্ঠ রাম ও লক্ষ্মণ, রাহু এবং কেতু সংস্পৃষ্ট সূর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। এই-রূপে ধর্ম্মাত্মা রাম, বানর-রাজ সুগ্রীব এবং লক্ষ্মণ-কর্ত্তৃক সুপূজিত হইয়া সসৈন্যে গমন করিলেন।

অনন্তর, ভবিষ্যৎ-কর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ অঙ্গদ-স্কন্ধারূঢ় লক্ষ্মণ, পূর্ণ-প্রয়োজন রামচন্দ্রকে শুভ-সূচক বাক্যে এইরূপ বলিতে লাগিলেন। "রঘুনাথ! আমরা রাবণকে বিনাশ করত রাবণ-হৃতা জানকীর উদ্ধার-সাধন করিয়া পূর্ণমনোরথ হইয়া ধন-জন-পূর্ণা অযোধ্যাতে প্রত্যাগমন করিব। হে রাঘব! আকাশ ও পৃথিবীতে আপনার কার্য্য-সিদ্ধি-সূচক শুভ-জনক সুমহৎ সুনিমিত্ত সকল দেখিতেছি। ঐ দেখুন, সুমন্দ, সুশীতল, সুরভি, অনুকূল সমীরণ সেনাগণকে বীজন করিতেছে। মৃগ এবং পক্ষি সকল বিচ্ছেদ-রহিত শ্রোত্র-সুখকর-স্বরে রব করিতেছে, দিক্ সকল প্রসন্নতা এবং দিবাকর বিশদ কিরণ প্রকাশ করিতেছেন; প্রসন্ন-কিরণ ভৃগু-নন্দন শুক্রও আপনার পশ্চাদ্গামী হইয়াছেন। দেখুন, আকাশ মেঘমালিন্যাদি রহিত হওয়ায় ব্রহ্মর্ষি ও পরমর্ষি-গণ ধ্রুবকে প্রদক্ষিণ করিয়া বিমল কিরণ প্রকাশ করত সমুদিত হইতেছেন। মহাত্মা ইক্ষ্বাকুগণের পিতামহ রাজর্ষি ত্রিশঙ্কু বিশ্বামিত্র সৃষ্ট সপ্তর্ষিমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তি পুরোহিত

বশিষ্ঠের সহিত বিমল দীপ্তি প্রকাশ করিতেছেন এবং আমাদিগের পরম হিতকারী বিমল ও নিরুপদ্রব বিশাখা নক্ষত্রও তদ্রূপ প্রকাশিত হইতেছে। ঐ দেখুন, রাক্ষসগণের হিতকারী নির্ঋতি-দৈবত মূলা নক্ষত্রও দণ্ডকান্তরে অগ্রোত্থিত ধূমকেতু কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হওয়ায় পীড়িত ও সন্তাপিত হইতেছে। মহারাজ! এই সকল দেখিয়া বোধ হইতেছে, রাক্ষসগণের বিনাশের নিমিত্তেই এই সকল উপস্থিত হইতেছে; কারণ যাহাদের মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হয়, তাহাদেরই নক্ষত্র ও গ্রহপীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে। সরোবরস্থিত জল সকল মধুর ও প্রসন্ন এবং বৃক্ষ সকল অকালে ফলবিশিষ্ট হইতেছে। বৃক্ষ সকল অকালে কুসুমিত হওয়ায় তাহাদের গন্ধ ঋতুকাল অপেক্ষা অধিক হইয়াছে। হে প্রভো! এই ব্যূহাকারে বিন্যস্ত কপিসৈন্য সকল তারকাসুর-সংগ্রাম-রত সুর-সেনাগণের ন্যায় সমধিক শোভা ধারণ করিয়াছে। আর্য্য! আপনি এই সকল সুনিমিত্ত দর্শন করিয়া প্রীতি লাভ করুন।" সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে এইরূপ বলিয়া আশ্বাসিত করিলেন।

অনন্তর, সেই বানরী-সেনা সুবিস্তীর্ণ ভূভাগ আবৃত করিয়া গমন করিতে লাগিল। তৎকালে নখ-দন্তায়ুধ সেই ঋক্ষ, বানর ও গোপুচ্ছগণের কর-চরণাগ্র-বিক্ষিপ্ত ধূলি-রাশি সূর্য্যের শোভা আবৃত করিয়া সমুদয় দক্ষিণ দেশ সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। যদ্রূপ মেঘ-মালা আকাশ আচ্ছাদন করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই বানরবাহিনী পর্ব্বত, বন ও আকাশের সহিত দক্ষিণ-দেশকে সমাচ্ছাদিত করিয়া গমন

করিতে লাগিল। বহু যোজন-বিস্তৃত সেই সেনাগণ যৎকালে নদী পার হইত, তৎকালে নদী সকলের স্রোতঃ স্বাভাবিক গতি পরিত্যাগ করিয়া বিপরীত গতি অবলম্বন করিত। এইরূপে সেই মহতী সেনা বিমল-বারিপূর্ণ সরোবর, দ্রুমা-কীর্ণ পর্ব্বত, সমতল ভূমি-প্রদেশ এবং ফলপূর্ণ কানন-সকলে প্রবেশ করত সুবিস্তীর্ণ ভূভাগ আবৃত করিয়া গমন করিতে লাগিল। তৎকালে বায়ুর ন্যায় বেগশালী সেই বানরগণের মুখ হইতে হর্ষ লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছিল এবং তাহারা "রাঘবের নিমিত্ত সমরে নিযুক্ত হইব" বলিয়া বিক্রম ও পথি-মধ্যে পরস্পর হর্ষ, বীর্য্য, বলোদ্রেক এবং যৌবনোচিত নানা প্রকার দর্পচিহ্ন প্রকাশ করিতেছিল। সেই বারণ-সদৃশ বানরগণের মধ্যে কেহ কেহ অতিশয় দ্রুতপদে এবং কেহ বা আকাশমার্গে গমন করিতে লাগিল; কেহ বা হর্ষ-সূচক কিলকিল শব্দ করিতে লাগিল। কেহ লাঙ্গুল-তাড়ন, কেহ পৃথিবীতে পাদ-তাড়ন এবং কেহ বা বাহু প্রসারণ-পূর্ব্বক দ্রুম ও শৈল সকলকে ভগ্ন করিতে লাগিল। গিরি-সদৃশ কতকগুলি বানর সুমহান্ নাদ করত গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল। কেহ হাস্য করত বিক্রম প্রকাশ করিয়া প্রবল বেগে বহুতর লতাজাল ভূতলশায়ী করত শিলা ও বৃক্ষ লইয়া ক্রীড়া আরম্ভ করিল।

তদনন্তর, নানা স্থান হইতে ঘোররূপ অসংখ্য বানর-যূথ সকল সমাগত হওয়ায় পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। হর্ষ-প্রমুদিত, যুদ্ধাভিলাষি এবং সুগ্রীব-পালিত সেই বানর-

সেনাগণ সীতাকে মোচন করিবার অভিলাষে এরূপ দ্রুত-পদে গমন করিতে লাগিল যে, তৎকালে তাহারা কুত্রাপি বিশ্রাম করিল না। অনন্তর, সেই বানরগণ সম্মুখে বিবিধ-বন-শোভিত সহ্য পর্ব্বত দেখিতে পাইয়া তাহাতে আরোহণ করিল এবং রামচন্দ্র বিচিত্র-কানন ও নদী-প্রস্রবণ সকল দেখিতে দেখিতে গমন করিতে লাগিলেন। গমনকালে বানরগণ সেই সহ্য পর্ব্বতস্থিত চম্পক, তিলক, চূত, অশোক সিন্ধুবার, তিমিষ, করবীর, অঙ্কোল, করঞ্জ, প্লক্ষ, বট, তিন্দুক, জম্বুক এবং পুন্নাগ-বৃক্ষ সকল ভগ্ন করিতে লাগিল। পাষাণস্থিত নানাজাতীয় বন-বৃক্ষ সকল বায়ুবেগে সঞ্চালিত হইয়া পুষ্প-সমূহের দ্বারা পৃথিবী বিকীর্ণ করিয়া ফেলিল। সুখস্পর্শ, সুশীতল, চন্দন-গন্ধি বন-বায়ু বহিতে লাগিল এবং ভ্রমরগণ সেই সুরভি বায়ু-গন্ধে মুগ্ধ হইয়া মধু-লাভ-লালসায় শূন্যেই স্বচেষ্টা প্রকাশ করিতে লাগিল। কিন্তু সেই শৈলরাজ সহ্য ধাতুগণের দ্বারাই বিশেষ শোভিত হইয়াছিল। তৎকালে সেই ধাতু সকলের রেণু বায়ুর দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া সেই মহতী বানর সেনাকে সমাচ্ছাদিত করিল। মনোরম ও গন্ধপূর্ণ কেতকী, সিন্ধুবার, নবমল্লিকা, মাধবী, কুন্দ, চিরবিল্ল, মধূক, বঞ্জুল অর্থাৎ স্থলপদ্ম, বকুল, রঞ্জক, তিলক, নাগেশ্বর, চূত, পাটলী অর্থাৎ গোলাব, রক্ত-কাঞ্চন, মুচুলিন্দ, অর্জ্জুন, শিংশপা, কুটজ, হিন্তাল, তিমিষ, চূর্ণক, নীপাক, সরল, অঙ্কোল এবং পদ্ম-প্রভৃতি বৃক্ষ ও লতা সকল পুষ্পিত হইয়াছিল। বানরগণ তদ্দর্শনে সাতিশয় প্রীত হইয়া তৎসমুদয় ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল।

সেই পর্ব্বতে চক্রবাক ও কারণ্ডব নিষেবিত, প্লব অর্থাৎ জলকুক্কুট ও ক্রৌঞ্চ-সংকীর্ণ, ভয়াবহ বরাহ, মৃগ, ঋক্ষ, তরক্ষু, সিংহ, শার্দ্দূল এবং ভীমকায় বহুতর সর্প সেবিত মনোরম বাপী ও পল্বল সকল দেখিতে পাইল। বিকচ ও সুরভি কমল, কুমুদ, উৎপল এবং অপর নানাজাতীয় রম্য জলজ-পুষ্প সুশোভিত অনেক জলাশয়ও ছিল। সেই সকল জলাশয়ের তীরদেশে নানাজাতীয় পক্ষি সকল সুমধুর-রব করিতেছিল। বানরগণ তথায় স্নান ও জলপান করিয়া ক্রীড়া করিতে করিতে শৈলাগ্রে আরোহণ করিয়া সুমধুর ফল, মূল এবং সুগন্ধি-পুষ্প সকলের দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে প্লাবিত করিতে লাগিল এবং মধুপানে মত্ত হইয়া বৃক্ষ সকলের দ্রোণ-প্রমাণ শাখা সকল ভগ্ন করিয়া ফেলিল। মধুর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ সেই বানর-শ্রেষ্ঠগণ মধুপান করত বৃক্ষ সকলকে ভগ্ন, লতা সকলকে আকর্ষণ এবং গিরি-শৃঙ্গ সকলকে কম্পিত করত গমন করিতে লাগিল। কোন কোন বানর মধুপানে পরিতৃপ্ত হইয়া বৃক্ষে আরোহণ করত গর্জ্জন করিতে লাগিল এবং কেহ বা আরোহণ ও কেহ বা অবতরণ করিতেছিল। তৎকালে সেই প্রদেশ বানর-পুঙ্গবগণে পরিপূর্ণ হইয়া কলম-ধান্য-পূর্ণ ক্ষেত্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

অনন্তর, রাজীবলোচন মহাবাহু দশরথ-নন্দন রাম সেই সহ্য ও মলয়-পর্ব্বত অতিক্রম করত শিখর-দ্রুম-ভূষিত মহেন্দ্র পর্ব্বত প্রাপ্ত হইয়া তাহার শিখরদেশে আরোহণ করিয়া, কূর্ম্ম-মীন-সমাকীর্ণ সলিল-নিধিকে দেখিতে পাই-

লেন এবং সেনা-সন্নিবেশ-ক্রমে ক্রমে ক্রমে সেই ভীমরব সমুদ্রের সন্নিহিত হইলেন। তদনন্তর, রমণকারিগণের শ্রেষ্ঠ রাম গিরিবর হইতে অবতীর্ণ হইয়া সুগ্রীব ও লক্ষ্মণের সহিত দ্রুতপদে মহার্ণবের অনুত্তম বেলাবনে গমন করিলেন।

অনন্তর, রাম্ জল-লহরী-পরিধৌত, উপলতল-শোভিত বেলাভূমি প্রাপ্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন। "সুগ্রীব! আমরা সমুদ্র-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছি; কিন্তু পূর্ব্বে সাগর-সন্তরণ বিষয়ে আমাদের যে রূপ চিন্তা উপস্থিত হই-য়াছিল, এক্ষণেও সেই চিন্তা উপস্থিত হইতেছে। অতঃপর কোন উপায় অবলম্বন না করিলে এই অলভ্য-পরতীর সরিৎপতি সাগর কোনরূপে পার হওয়া যাইবে না; অতএব এই স্থানেই সেনাগণ সন্নিবেশিত হউক এবং বানর-বল যে রূপে সমুদ্রের পরপার প্রাপ্ত হয়, তাহার মন্ত্রণা স্থির কর"। সীতা-হরণ-কর্ষিত মহাবাহু রাম মহাসাগর সন্নিহিত হইয়া সুগ্রীবকে এইরূপে সেনা সন্নিবেশের আজ্ঞা প্রদান করি-লেন। "হে বানর-পুঙ্গব! এই বেলাভূমিতেই সেনাগণকে সন্নিবেশিত কর, কারণ সমুদ্র পার হইবার মন্ত্রণাকাল উপ-স্থিত হইয়াছে। কেহ যেন সেনা পরিত্যাগ করিয়া কোথাও না যায়, কারণ এস্থানে রাক্ষস-নিহিত অনেক গুপ্তবল আছে, শূর বানর সকল সন্নিবেশ-বহির্ভাগে পর্য্যটন করত তাদৃশ ভয় হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করুক"।

সুগ্রীব এবং লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই দ্রুমপূর্ণ সমুদ্রতীরে সেনা সকলকে সন্নিবেশিত করিলেন। তৎকালে মহাসাগর-সমীপস্থ সেই বানর বল মধু-পিঙ্গলবর্ণ

জল-পূর্ণ দ্বিতীয় মহাসাগরের ন্যায় শোভা-ধারণ করিল। তদনন্তর, সেই বানর-শ্রেষ্ঠগণ বেলাবন প্রাপ্ত ও সেই স্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়া সমুদ্রের পরপার গমনের বাসনা-করিতে লাগিল। সেই সন্নিবিষ্ট বানর সেনা-সমূহের নিস্বন মহার্ণবের মহানাদকে অন্তর্হিত করিয়া শ্রুত হইতে লাগিল। সুগ্রীব-পালিত সেই বানরবাহিনী ঋক্ষ, বানর ও গোলাঙ্গূল এই তিন শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট হইয়া রামচন্দ্রের প্রয়োজন সাধনে যত্নবান্ হইল। বানরগণ বায়ুবেগ-কম্পিত সেই মহার্ণব দর্শন করিয়া সাতিশয় প্রীত হইল এবং সেই তুষ্পার, শৈলাদি-রহিত, প্রচণ্ড নক্রাদিরূপ জলজন্তু-সমাকুল, দিবা-শেষ এবং নিশাগম সময়ে ফেন-পুঞ্জ ও ঊর্ম্মিদামে সহাস্য ও নৃত্যমানের ন্যায়, চন্দ্রোদয়কালে কম্পিত হওয়ায় প্রতি তরঙ্গভঙ্গে পৃথক্ চন্দ্র বিশিষ্টের ন্যায়, চণ্ডানিল-সদৃশ বেগশালী বৃহৎকায় গ্রাহ এবং তিমি ও তিমিলিঙ্গ-সমাকীর্ণ, বরুণালয় দর্শন করিবার নিমিত্ত কূলে উপবেশন করিল। তৎকালে মহাসাগর যেন তরঙ্গ সকলের অগ্রভাগ-দ্বারা ফেনরূপ-চন্দন পেষণ করিতেছিলেন এবং শশধর নিজ কর-সমূহের দ্বারা তাহা গ্রহণ করত দিগঙ্গনাগণের অঙ্গে লেপন করিতেছিলেন। সেই মহাসাগর পাতালপুরীর ন্যায় অচল-দেহ ভুজঙ্গগণ-সমাকীর্ণ, মহাসত্ত্ব নিষেবিত, বিবিধ শৈল-সমাকুল, লঙ্কাদিরূপ শোভন দুর্গ বিশিষ্ট, দুষ্পার-পরপার এবং অসুরগণের আবাস ভূমি। মকর ও নাগ-বিগাহিত জল-রাশি, বায়ুর দ্বারা সঞ্চালিত হওয়ায় প্রবৃদ্ধ হইয়া কখন উৎ-পতিত ও কখন বা নিপতিত হইতেছিল। সেই রাক্ষস-নিলয়,

পাতাল গোচর এবং ভয়-জনক মহাসাগরে মহাকায় অনেক জল-সর্প ছিল। তাহাদের ফণমণির কিরণ জলোপরি বিস্ফুরিত হওয়ায় বোধ হইতেছিল, কেহ যেন জলোপরি অগ্নি-চূর্ণ সকল বিন্যস্ত করিয়া রাখিয়াছে। সাগর অম্বর-সদৃশ এবং অম্বর সাগর-সদৃশ হওয়ায় সাগর এবং অম্বর নির্ব্বিশেষরূপে এক বলিয়া বোধ হইতেছিল। সাগরে অম্বর-প্রতিমা ও অম্বরে সাগরবারি সংপৃক্ত হওয়ায় এবং উভয়েই তুল্যরূপ নক্ষত্র ও রত্ন-দীপ্তি থাকাতেও উভয়কেই তুল্য বলিয়া বোধ হইতেছিল। সমেঘ অম্বর এবং ঊর্ম্মিমালা সমাকুল সাগরের কোন বিশেষত্ব লক্ষিত হইল না। মহাসাগরের ভীমরব ও নিরন্তর সেই ঊর্ম্মিদাম পরস্পর তাড়িত হওয়ায় রণ-ভেরীর ন্যায় সুমহান্ শব্দ হইতে লাগিল। জলজীব-সমাকুল জলনিধির জল বায়ুর দ্বারা সঞ্চালিত হইলে রত্ন সকল ঊর্ম্মিদামের দ্বারা ঊর্দ্ধে ক্ষিপ্ত হওয়ায় বোধ হইতেছিল, যেন মহাসাগর ক্রুদ্ধ হইয়াই তাহাদিগকে ক্ষেপণ করিতেছিলেন। এইরূপে সেই মহাবল বানরগণ চিন্তিত হইয়া, বারিবিক্রম ও জলশব্দপূর্ণ মহাসাগর এবং অনিল-কম্পিত বীচি-বিহসিত, অম্বর-দর্শন করিতে লাগিল।

চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

সেই সেনা সেনাপতি নীল-কর্ত্তৃক সাগরের উত্তরতীরে সন্নিবেশিত হইয়া বিধিবৎ রক্ষিত হইতে লাগিল। বানর-পুঙ্গব মৈন্দ ও দ্বিবিদ সেই সেনাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

সেনাগণ নদ-নদীপতি সমুদ্রের তীরে এইরূপে সন্নিবেশিত হইলে রামচন্দ্র পার্শ্বস্থিত লক্ষ্মণকে বলিতে লাগিলেন। "লক্ষ্মণ! কাল যত অতীত হয়, তাহার সহিত শোকও অপগত হয়, কিন্তু, আমার পক্ষে তাহা বিপরীত বোধ হইতেছে, কারণ, কান্তার অদর্শন-জনিত শোক আমার দিন দিন বৃদ্ধিই হইতেছে। প্রিয়া দূরে রহিয়াছেন, আমি তজ্জন্য দুঃখিত নহি, রাবণ অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, আমি তজ্জন্যও দুঃখ করি না, কিন্তু তাঁহার যৌবন অতীত হইতেছে, তজ্জন্যই আমার বিশেষ শোক উপস্থিত হইতেছে। সমীরণ! জানকী যথায় আছেন, তুমি তথায় যাও এবং তাঁহার গাত্র-স্পর্শ করিয়া আমাকে স্পর্শ করিবে, তাহা হইলে, যে রূপ নিদাঘ-নষ্ট-লোচন ব্যক্তির চন্দ্র-দর্শনে পুনরায় দৃষ্টি-সমাগম হয়, তদ্রূপ তুমি প্রিয়াকে স্পর্শ করিয়া আমাকে স্পর্শ করিলে আমার সীতা-শোক-সন্তপ্ত গাত্র শীতল হইবে। তিনি যৎকালে রাবণ-কর্ত্তৃক অপহৃতা হন তৎকালে 'হা নাথ!!!' এই বলিয়া আমাকে যে আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহাই এক্ষণে আমার অন্তরে বিষবৎ অবস্থান করত আমার গাত্র দগ্ধ করিতেছে। লক্ষ্মণ! আমার শরীর দিবারাত্রই মদনাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে; প্রিয়াবিরহ, তাহার কষ্ট এবং সেই বিরহ জন্য চিন্তা তাহার শিখা-স্বরূপ হইয়াছে। সৌমিত্রে! তুমি এই স্থানেই অবস্থান কর; আমি একাকী সমুদ্রে অবগাহন করিয়া নিদ্রা যাই; বোধ হয় আমি জল মধ্যে সুপ্ত হইলে প্রজ্বলিত কামানল আমায় তথায় দগ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না। "সেই

বামোরু সীতা এবং আমি আমরা উভয়ে এখন এক ধরণী-তেই রহিয়াছি” লক্ষ্মণ! আমি এই আশাতেই এপর্য্যন্ত জীবন-ধারণ করিয়া আছি। যদ্রূপ বারিপূর্ণ ক্ষেত্র শুষ্ক হইলে তৎস্থিত ধান্য সকল তাহার জলপূর্ণ অবস্থার উপর স্নেহ-বশত কথঞ্চিৎ জীবিত থাকে, তদ্রূপ ‘সীতা জীবিত আছেন’ আমি ইহা শুনিয়াই জীবন-ধারণ করিতেছি। হায়! কত দিনে শত্রু জয় করিয়া কমলায়ত-লোচনা, সমৃদ্ধা রাজলক্ষ্মীর ন্যায় সেই সুশ্রোণী জনক-নন্দিনীকে দর্শন করিব। হায়! আতুর ব্যক্তির রসায়ণ পানের ন্যায় কখন সেই চারুদর্শনার বদন-কমল উন্নমিত করিয়া অধরসুধা পান করিব। কত দিনে সেই সুহাসিনীর তালফল-সদৃশ সোৎ-কম্প ঘন ও পীন স্তন-দ্বয় আমাকে ভজনা করিবে। সেই অসিতাপাঙ্গী জনক-নন্দিনী মৎ-সদৃশ নাথ বর্ত্তমান থাকি-তেও রাক্ষসগণের মধ্যগতা হইয়া অনাথার ন্যায় কাহাকেই পরিতারক প্রাপ্ত হইতেছেন না। কি আক্ষেপের বিষয়!! রাজর্ষি জনকের দুহিতা, মহারাজ দশরথের স্নুষা এবং আমার প্রণয়িনী হইয়াও জানকী কি প্রকারে রাক্ষসীগণ মধ্যে অবস্থান করিতেছেন। যেরূপ শারদী শশিলেখা নীলমেঘ সকল অপসারিত করিয়া উদিত হয়, তদ্রূপ জানকী অচিরাৎ দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসগণকে বিধুনিত করিয়া সমুদিতা হই-বেন। লক্ষ্মণ! সীতা স্বভাবতই কৃশাঙ্গী তাহাতে এই দেশকাল বিপর্য্যয়-সম্ভূত শোক ও অনশনাদির দ্বারা নিশ্চয়ই আরও ক্ষীণাঙ্গী হইয়াছেন। হায়! আমি কত দিনে সেই দুরাত্মা রাক্ষসেন্দ্রের বক্ষঃস্থলে শরনিকর নিক্ষেপ

করিয়া শোক-সন্তপ্তা জানকীকে প্রত্যাহরণ করিব এবং সেই সুরবালা-সদৃশী সাধ্বী জনক-তনয়া উৎকণ্ঠা-সহকারে আমার কণ্ঠ অবলম্বন করিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিবেন। কত দিনে সীতা-বিয়োগ-জনিত এই ঘোর শোক মলিন-বসনের ন্যায় পরিত্যাগ করিব?।

ধীমান্ রামচন্দ্র সীতা-শোকে অধীর হইয়া এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন। এদিকে দিবাশেষ উপস্থিত হওয়ায় ভগবান্ ভাস্কর হীনকান্তি হইয়া অস্তাচলে গমন করিলেন। তদনন্তর, লক্ষ্মণ সীতা-শোক-সন্তপ্ত রামচন্দ্রকে আশ্বাসিত করিলে তিনি সায়ংকালীন সন্ধ্যোপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

এদিকে রাক্ষসেন্দ্র রাবণ লঙ্কামধ্যে মহাবল পুরন্দরের ন্যায় হনুমানের কৃত সেই ঘোরতর ভয়াবহ কার্য্য দর্শন করিয়া, লজ্জায় কিঞ্চিৎ অধোবদন হইয়া রাক্ষসগণকে বলিতে লাগিলেন। ‘একজন মাত্র বানর আসিয়াই এই অজেয় লঙ্কাপুরী আক্রমণ করিয়া পুর মধ্যে প্রবেশ করিল এবং জনক-তনয়া সীতাকেও দেখিয়া গেল। হনুমান্ একাকীই চৈত্য প্রাসাদের ধর্ষণ এবং প্রধান প্রধান রাক্ষসগণের বিনাশ-সাধন-পূর্ব্বক সমগ্র লঙ্কাপুরীকে সংক্ষুভিত করিয়া গিয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণ আমি তোমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত কোন্ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব এবং তোমাদেরই বা এক্ষণ কোন্ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা উচিত? হে রাক্ষসগণ

যে কর্ম্ম পরিণামে শ্লাঘনীয় বলিয়া বোধ হইবে তোমরা এরূপ কোন উপায় বল। এক্ষণ রামের প্রতিকূলাচরণ-বিষয়ে মন্ত্রণা করা বিধেয়, কারণ পণ্ডিতগণ মন্ত্রণাকেই বিজয়-লাভের মূল বলিয়া থাকেন। পৃথিবীতে উত্তম, মধ্যম এবং অধম ভেদে তিন প্রকার পুরুষ আছে; আমি সেই সমবেত পুরুষ-সকলের গুণ ও দোষ বর্ণন করিতেছি। যে পুরুষ হিত-রত ও মন্ত্রনির্ণয়-সমর্থ মন্ত্রিগণের সহিত, অথবা সমসুখ-দুঃখ-ভোগী মিত্র ও বান্ধব-বর্গের সহিত মন্ত্রণা করিয়া এবং দৈব সহায়ে যত্নপর হইয়া কর্ম্মারম্ভে প্রবৃত্ত হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকেই উত্তম পুরুষ বলিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি একাকীই ধর্ম্ম ও অর্থের বিচার করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে মধ্যম এবং যে গুণ-দোষের বিচার ও দৈবের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া "আমি একাকীই এই কর্ম্ম করিব" এই রূপ নিশ্চয় করত কার্য্য করণে প্রবৃত্ত হয় তাহাকে পুরুষাধম বলিয়া থাকেন।'

'যে রূপ পুরুষগণের মধ্যে উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন শ্রেণী কথিত হইল, তদ্রূপ মন্ত্রিগণের মন্ত্র-নির্ণয় বিষয়েও উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিনটি শ্রেণী আছে। নীতি-কুশল মন্ত্রিগণ নয়লোচনে তাবৎ বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া ঐক-মত্য অবলম্বন করত যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, নীতি-শাস্ত্র-বিশারদগণ তাহাকেই উত্তম মন্ত্র বলিয়া থাকেন। যে মন্ত্র-নির্ণয়ে মন্ত্রিগণ প্রথমত বহুতর বিরুদ্ধ মত অবলম্বন করিয়া তদনন্তর পুনর্ব্বার ঐকমত্য অবলম্বন করেন, সেই মন্ত্রকে মধ্যম এবং যে মন্ত্রণাতে পরস্পর ভিন্ন মত অবলম্বন করত মন্ত্রি-

গণ বিরুদ্ধ ভাষী হয়েন ও কথঞ্চিৎ একমত অবলম্বন করিলেও তাহা পরিণামে শ্রেয়স্কর হয় না, তাহাকে অধম মন্ত্র বলিয়া থাকেন। অতএব হে মন্ত্রি-সত্তমগণ! তোমরা মন্ত্রণা করিয়া যাহা সৎকার্য্য বলিয়া স্থির করিবে, আমার তাহাই কর্ত্তব্য ।

'সম্প্রতি রাম অসংখ্য বানরবীরে পরিবৃত হইয়া আমাদিগকে অবরোধ করিবার নিমিত্ত অচিরাৎ লঙ্কাপুরীতে উপস্থিত হইবে। সেই রঘুনন্দন রাম সগর-বংশোদ্ভব; ইহাতে নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, সে তপোবল অথবা দিব্যাস্ত্রবল, যে কোন প্রকারেই হউক অনুজ লক্ষ্মণ এবং অপরাপর সেনাগণের সহিত সাগর পার হইবে। তাহার একমাত্র বানর আসিয়াই এতাদৃশ কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছে কিন্তু, রামচন্দ্র সমুদ্র শোষণ অথবা তদুপরি সেতু নির্ম্মাণ আদি অন্য উপায় অবলম্বন করত সাগর পার হইয়া বানরসমূহের সহিত লঙ্কায় উপস্থিত হইলে তৎকালে আমার পুরী ও সৈন্য-মধ্যে যাহাতে মঙ্গল হইবে তোমরা তদ্বিষয়েরই মন্ত্রণা স্থির কর ।

ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সেই মহাবল রাক্ষসগণ রাক্ষসেন্দ্র রাবণ কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিল। 'মহারাজ! শত্রুপক্ষের বলাবল পরিজ্ঞাত না হইয়া মন্ত্রণা করা নির্ব্বোধের কার্য্য। আপনার পরিঘ, শক্তি, ঋষ্টি, শূল ও পট্টিশধারি সুমহৎ বল রহিয়াছে, তথাপি আপনি কি জন্য

বিষণ্ণ হইতেছেন? আপনি পাতালে গমন করিয়া পন্নগ-গণকে জয় করিয়াছেন; কৈলাস-শিখরবাসী বহু-যক্ষ-পরিবৃত কুবেরের সহিত সুমহৎ সংগ্রাম করিয়া তাঁহাকে বশীভূত করিয়াছেন। মহারাজ! যিনি মহেশ্বরের সখা বলিয়া শ্লাঘা করিয়া থাকেন, আপনি রোষভরে রণভূমিতে সেই লোকপালকেও পরাজিত এবং যক্ষগণকে বিক্ষোভিত ও নিগৃহীত করত তাহাদের অনেকের বিনাশ সাধন করিয়া কৈলাসশিখর হইতে এই বিমান আহরণ করিয়াছেন। হে রাক্ষসেন্দ্র! দানবেন্দ্র ময় আপনা হইতে ভয় আশঙ্কা করিয়া আপনার সহিত সখ্য স্থাপন করিবার বাসনায় নিজ-দুহিতা মন্দোদরীকে ভার্য্যারূপে আপনাকে সমর্পণ করিয়াছেন। কুম্ভীনসীর প্রিয় ভর্ত্তা, বীর্য্যবান্, দুর্জ্জয় দানবেন্দ্র মধুর সহিত যুদ্ধ করিয়া আপনি তাহাকে বশীভূত করিয়াছেন। হে মহাবাহো! আপনি রসাতলে গমন করিয়া নাগগণকে জয় করিয়াছেন এবং বাসুকি, তক্ষক, শঙ্খ এবং জটীপ্রভৃতি নাগগণ আপনার বশীভূত হইয়াছে। হে শত্রুদমন প্রভো রাক্ষসেন্দ্র! আপনি স্ববল আশ্রয় করিয়া সংবৎসর কাল যুদ্ধ করত অক্ষয়, বলবান্, শূর এবং বরসম্বর্দ্ধিত দানবগণকে স্ববশে আনয়ন করিয়াছেন এবং তাহাদের সহিত বহু দিবস সহবাস হওয়ায় অনেক মায়াবলও শিক্ষা করিয়াছেন। হে মহাভাগ! আপনি রণভূমিতে চতুরঙ্গিণী সেনার সহিত শূর এবং মহাবল বরুণ-নন্দন-গণকেও পরাজিত করিয়াছেন। রাজন্! আপনি মৃত্যু-দণ্ডরূপ মহানক্র-সঙ্কুল, যাতনা-রূপ শাল্মলীদ্রুম-মণ্ডিত,

কাল-পাশরূপ মহোর্ম্মি-সমাকুল, যমকিঙ্কররূপ পন্নগপরিপূর্ণ এবং মহাজ্বর, দুর্দ্ধর্ষ যমের বলরূপ সাগরবিশিষ্ট, যমলোক-রূপ মহাসাগরে অবগাহন করিয়া বিপুল জয় প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং মৃত্যুকেও পরাঙ্মুখ করিয়াছেন। মহারাজ! তথায় আপনার সুযুদ্ধ দর্শন করিয়া সকল লোকই সন্তুষ্ট হইয়াছিল। বসুমতী মহৎ পাদপ-সমূহের ন্যায় যে বীর ও শক্র-তুল্য পরাক্রমশালী ক্ষত্রিয়গণে পরিপূর্ণ ছিল, আপনি বাহু-বলে সেই রণদুর্জ্জয় ক্ষত্রিয়গণকেও বিনাশ করিয়াছেন। মহারাজ! রাম রণবিষয়ে তাহাদের ন্যায় বীর্য্য, গুণ ও বলশালী নহে; সুতরাং তাহা হইতে ভয়ের আশঙ্কা কি? মহারাজ! আপনারই বা এতাদৃশ পরিশ্রম স্বীকারের আবশ্যক কি? আপনি বিশ্রাম করুন, এই ইন্দ্রজিৎ একা-কীই বানরগণকে জয় করিবেন। রাজন্! ইন্দ্রজিৎ উত্তম মাহেশ্বর যজ্ঞ-দ্বারা মহাদেবের সন্তোষ জন্মাইয়া দুর্লভ বর লাভ করিয়াছেন। এই বীরই শক্তি-তোমররূপ মীন-সেবিত, বিকীর্ণ অন্ত্ররূপ শৈবালপূর্ণ, গজরূপ কচ্ছপ এবং অশ্বরূপ ভেকসঙ্কুল, রুদ্র ও আদিত্যরূপ মহাগ্রাহ-সমাকুল, বায়ু ও বসুগণরূপ মহোরগবিশিষ্ট, রথ, অশ্ব ও গজ-রূপ জলরাশিপূর্ণ এবং পদাতিরূপ মহৎ পুলিনবিশিষ্ট, দেব-সেনারূপ মহাসাগর প্রাপ্ত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে বন্ধন করিয়া লঙ্কায় আনয়ন করিয়াছিলেন। তদনন্তর, পিতা-মহের নিয়োগানুসারে সেই সর্ব্বদেব-নমস্কৃত, শম্বর ও বৃত্রঘাতীকে মুক্ত করিয়া দেন এবং তিনিও স্বর্গে প্রতিগমন করেন।

'মহারাজ! আপনি পুত্র ইন্দ্রজিৎকেই আদেশ করুন, তিনিই রামের সহিত সেই সমগ্র বানর-সেনাকে বিনাশ করিবেন। রাজন্! আপনি নরবানররূপ প্রাকৃত জন হইতে যে বিপদের আশঙ্কা করিতেছেন, তাহা নিতান্ত অযুক্ত, কারণ, আপনি নিশ্চয়ই রাঘবকে বিনাশ করিবেন'।

সপ্তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭॥

তদনন্তর, নীলমেঘ-সদৃশ বীর সেনাপতি প্রহস্ত নামক রাক্ষস কৃতাঞ্জলি-পুটে বলিতে লাগিল। 'মহারাজ! বানরের ত কথাই নাই, আমি রণভূমিতে দেবতা, দানব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, পতগ এবং পন্নগগণকেও পরাজিত করিতে পারি। আমরা পানভোগ-পরবশ হইয়া প্রমত্ত হইয়াছিলাম এবং বিপৎ উপস্থিত হইবার কোন আশঙ্কাই ছিল না তজ্জন্যই হনুমান কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়াছি, তাহা না হইলে আমি জীবিত থাকিতে সেই বনচারী কখনই জীবিত অবস্থায় প্রতিগমন করিতে পারিত না। মহারাজ! আমায় আজ্ঞা করুন, আমিই শৈল ও কাননের সহিত সাগর-সীমাপর্য্যন্ত তাবৎ ভূমি নির্ব্বানর করত বানর ভয় হইতে রাক্ষসগণকে রক্ষা করিব এবং আপনারও সীতাহরণ রূপ আত্মাপরাধ-জনিত দুঃখ উপস্থিত হইবে না'।

অনন্তর, দুর্ম্মুখ নামক রাক্ষস ক্রোধ-পরবশ হইয়া বলিল, 'মহারাজ! একটা বানর আসিয়াই আমাদের সকলকে অপমানিত করিয়াগিয়াছে, ইহা কোন রূপেই সহ্য হইতে

পারে না; আমরা অবমানিত হইয়াছি তাহাও কথঞ্চিৎ সহ্য হয় কিন্তু নগরী এবং অন্তঃপুর দাহন করিয়া রাক্ষস-রাজের যে অবমাননা করিয়াছে তাহা নিতান্ত অসহ্য। মহারাজ! আপনি অনুমতি করুন আমি এই মুহূর্ত্তেই গমন করিয়া একাকীই সেই বানরগণকে নিবর্ত্তিত করিব; তাহারা ভয়ানক সাগর, অম্বর এবং রসাতলে প্রবেশ করিয়াও আত্মরক্ষণে সমর্থ হইবে না।"

তদনন্তর, মহাবল রাক্ষস বজ্রদংষ্ট্র নিরতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া মাংস-শোণিত-দূষিত সুবৃহৎ পরিঘ গ্রহণ করত বলিতে লাগিল। 'রাম, লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীব জীবিত থাকিতে সেই তপস্বী, দীনস্বভাব হনুমানের প্রাণ বিনাশ করিয়া আমাদের কি ফল হইবে? মহারাজ! অদ্য আমি একাকীই সেই বানরগণকে বিক্ষোভিত করিয়া এই পরিঘ-দ্বারাই রাম, লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীবকে বিনাশ করত প্রত্যাগমন করিব। রাক্ষসরাজ! উপায়কুশল পণ্ডিতই শত্রুগণকে জয় করিতে সমর্থ হয়েন, অতএব আমার এই অপর একটি নিবেদন শ্রবণ করুন;—কামরূপধারী, শূর, ভীমকায়, ভীমদর্শন অসংখ্য রাক্ষস মানুষরূপ ধারণ করিয়া সেই কাকুৎস্থ রঘুসত্তম রামের নিকট গমন করত তাঁহাকে "আমরা আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভরত কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছি" এই কথা বলুক; তাহা হইলে রাম বানর-সেনা পরিত্যাগ করিয়া অবিলম্বেই আমাদের সৈন্যের সহিত মিলিত হইবে। তদনন্তর, আমরা শূল, শক্তি, গদা, ধনু, বাণ এবং খড়্গ প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া সত্বরে তথায় গমন করিব

এবং পৃথক্ পৃথক্ দলে আকাশ-মণ্ডলে অবস্থান করত শিলা ও শস্ত্রাদি বৃষ্টি করত সেই বানর-সেনাগণকে আহত করিয়া মৃত্যুর বশীভূত করিব। মহারাজ! এইরূপ অনুষ্ঠিত হইলে সেই রাম ও লক্ষ্মণ অবশ্যই আমাদের এই অনীতির বশীভূত হইবে এবং বানর-সৈন্য বিনষ্ট হইলে নিশ্চয়ই জীবিত-বিযুক্ত হইবে"।

তদনন্তর, প্রতাপশালী বীর্য্যবান্ কুম্ভকর্ণ-নন্দন নিকুম্ভ সক্রোধে লোকরাবণ রাবণকে বলিল। 'আপনারা সকলেই অবস্থান করুন, আমি একাকীই রাম, লক্ষ্মণ সুগ্রীব ও হনুমান্-প্রভৃতি সকল বানরকে বিনাশ করিব"। অনন্তর, পর্ব্বত-সদৃশ বজ্রহনু নামক রাক্ষস ক্রুদ্ধ হইয়া জিহ্বার দ্বারা ওষ্ঠ-প্রান্ত অবলেহন করত বলিতে লাগিল 'আপনারা বিগতজ্বর হইয়া স্বচ্ছন্দে ইচ্ছানুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন, আমি একাকীই বানর-সেনাগণকে ভক্ষণ করিয়া আসি। আপনারা সুস্থ ও নিশ্চিন্ত হইয়া বারুণ মধু পান করত ক্রীড়া করুন, আমি একাকীই লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীব, অঙ্গদ ও হনুমান্-প্রভৃতি সমস্ত বানরগণকে বিনষ্ট করিতে পারিব"।

অষ্টম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

তদনন্তর, কুম্ভকর্ণ-নন্দন নিকুম্ভ, রভস, মহাবল সূর্য্যশত্রু সুতঘ্ন, যজ্ঞকোপ, মহাপার্শ্ব, মহোদর, দুর্দ্ধর্ষ অগ্নিকেতু, রশ্মিকেতু, ইন্দ্রশত্রু তেজস্বী মহাবল রাবণ-নন্দন ইন্দ্রজিৎ, প্রহস্ত, বিরূপাক্ষ, মহাবল বজ্রদংষ্ট্র এবং ধূম্রাক্ষ প্রভৃতি

তেজঃপ্রদীপ্ত রাক্ষসগণ ক্রোধভরে দণ্ডায়মান হইয়া পরিঘ, পট্টিশ, শূল, প্রাস, শক্তি, কুঠার, সুশাণিত বাণ-যোজিত ধনু এবং বিপুল খড়্গ গ্রহণ করত রাবণকে বলিল ' আমরা অদ্যই রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব এবং সেই লঙ্কা-ধর্ষণকারী দীন-স্বভাব হনুমানের প্রাণ বিনাশ করিব '।

বিভীষণ সেই অস্ত্রধারীগণকে নিবারণ করত নিজ নিজ স্থানে পুনর্ব্বার উপবেশন করাইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন ' প্রভো! সাম, দান এবং ভেদ এই ত্রিবিধ উপায়ের দ্বারা যে কার্য্য সাধন করিতে পারা যায় না, নীতিশাস্ত্র-বিশারদগণ সেই কার্য্য সাধনের নিমিত্ত বিক্রম প্রকাশ করিবার কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শত্রুগণের অবস্থা পরীক্ষা করিয়া, অনবহিত, কার্য্যান্তরাসক্ত এবং রোগাদির দ্বারা দৈবাহত শত্রুর প্রতি বিধিবৎ বিক্রম প্রয়োগ করিলে তাহা সিদ্ধ হইয়া থাকে; কিন্তু, তোমরা সেই প্রমাদ-বিহীন, জয়াভিলাষী, দেব-সহায়, জিতক্রোধ এবং দুর্দ্ধর্ষ রামচন্দ্রকে কি প্রকারে জয় করিতে সাহস করিতেছ? পূর্ব্বে কে জানিতে পারিয়াছিল যে, হনুমান্ নদনদীপতি ঘোর সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কায় উপস্থিত হইবে? কেহ কি ইহা অনুভব করিতে পারিয়াছিল? হে নিশাচরগণ! শত্রুগণের বীর্য্যশালী অসংখ্য সৈন্য আছে; তাহাদের প্রতি সহসা অবজ্ঞা করা উচিত হয় না '।

' সেই যশস্বী রামচন্দ্রই বা পূর্ব্বে রাক্ষসরাজের এরূপ কি গুরুতর অপকার করিয়াছিলেন, যে জন্য তিনি জনস্থান হইতে তাঁহার ভার্য্যাকে অপহরণ করিয়া আনিলেন? যদি

হুল 'রাম খরকে নিহত করিয়াছেন' কিন্তু খরই প্রথমে রামের অপকার করণে প্রবৃত্ত হইয়া, বিনষ্ট হইয়াছে; আমি সেই জন্য খর-বিনাশে রামের কোন দোষ দেখিতে পাই না; কারণ, সাধ্যানুসারে আত্ম-প্রাণ রক্ষা করা প্রাণি-মাত্রেরই কর্ত্তব্য'।

'মহারাজ! খর-দূষণাদির বধ-প্রতিশোধের নিমিত্তই সীতাকে হরণ করা হইয়াছে, কিন্তু আমাদের অচিরাৎ সেই সীতা-হরণ-জনিত সুমহৎ ভয় উপস্থিত হইবে, অতএব উপস্থিত সেই ভাবি-ভয়ের হেতুভূতা সীতাকে পরিত্যাগ করাই বিধেয়; কারণ, যাহাতে পরিণামে কলহ উপস্থিত হইবে, এরূপ কার্য্য করিবার আবশ্যক কি? রাজন্! আপনি রামচন্দ্রকে মৈথিলী প্রতিপ্রদান করুন, কারণ সেই বীর্য্যবান্ ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্রের সহিত নিরর্থক শত্রুতা করা কর্ত্তব্য হয় না। রামচন্দ্র যে পর্য্যন্ত এই গজ-বাজি-পূর্ণ নানারত্ন সমাকুল লঙ্কাপুরীকে শর-নিকর-দ্বারা বিদীর্ণ না করেন, আপনি তাহার পূর্ব্বেই সীতাকে প্রতিদান করুন। যে পর্য্যন্ত সেই ঘোররূপ সুমহৎ দুর্জ্জয় বানরবাহিনী আমাদের এই লঙ্কাপুরীকে ছিন্ন ভিন্ন না করে, তাহার পূর্ব্বেই সীতাকে প্রতিদান করা কর্ত্তব্য। মহারাজ! যদি আপনি স্বয়ং সেই রাম-দয়িতা সীতাকে প্রত্যর্পণ না করেন, তাহা হইলে এই লঙ্কাপুরী এবং বীর্য্যবান্ রাক্ষসগণ সকলেই বিনষ্ট হইবে। আমি আপনার হিতের নিমিত্তই বলিতেছি; আপনি আমার বাক্য রক্ষা করিয়া রামচন্দ্রকে মৈথিলী প্রতিদান করুন। মহারাজ! সেই নৃপনন্দন রাম যে পর্য্যন্ত আপ-

নার বধের নিমিত্ত সূর্য্য-কিরণ-সদৃশ উজ্জ্বল-ফল-পুঙ্খ সুদৃঢ় অমোঘ শর সকল ক্ষেপণ না করেন, আপনি তাহার পূর্ব্বেই দাশরথিকে সীতা প্রদান করুন। রাজন্! আপনি সুখ ও ধর্ম্ম-নাশক ক্রোধ পরিত্যাগ করত ঈশ্বরানুরাগ ও কীর্ত্তি বর্দ্ধন ধর্ম্ম অবলম্বন-পূর্ব্বক সুপ্রসন্নভাবে দাশরথিকে সীতা প্রতি-দান করিয়া পুত্র ও বান্ধবগণের সহিত আমাদের জীবন রক্ষা করুন"।

রাক্ষসেন্দ্র রাবণ বিভীষণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলকে বিদায় প্রদান-পূর্ব্বক নিজ গৃহে প্রবেশ করিলেন।

নবম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

অনন্তর, পর দিবস প্রত্যূষে, মহাতেজস্বী রশ্মিমান্ সূর্য্য যেরূপ অম্বর-তলে প্রকাশিত হয়েন, তদ্রূপ ধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞ ভীমকর্ম্মা মহাদ্যুতি বীরশ্রেষ্ঠ বিভীষণ শৈল-শৃঙ্গ-সমূহ-সদৃশ, শৈলশৃঙ্গের ন্যায় উন্নত, সুবিভক্ত বৃহৎ কক্ষ-বিশিষ্ট, মহা-জন-সম্পূর্ণ, মতিমান্ মহাকায় অনুরক্ত হিতরত ও কার্য্য-সাধনসমর্থ রাক্ষসগণ-কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত ও সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত, মত্ত মাতঙ্গগণের নিঃশ্বাস-দ্বারা ব্যাকুলিত-বায়ু, শঙ্খ শব্দের ন্যায় সুমহান্ শব্দ-সম্পূর্ণ, তূর্য্যনাদ-নিনাদিত, প্রমদাজন-সম্পূর্ণ, নিশা শেষ হওয়ায় সুব্যক্ত রাজপথ, উত্তম-ভূষণ-ভূষিত, তপ্ত-কাঞ্চন-নির্ম্মিত দ্বার-শোভিত, গন্ধর্ব্ব ও দেব-গণের আলয়-সদৃশ, নাগালয়ের ন্যায় রত্ন-সমূহ-সম্পূর্ণ অগ্রজ রাবণের আলয়ে প্রবেশ করিলেন। মহাতেজস্বী বলবান্ বিভীষণ বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণ-সমীরিত ভ্রাতার বিজয়-সূচক

পবিত্র পুণ্যাহ-শব্দ শ্রবণ করিলেন এবং পুষ্প অক্ষত দধি-পাত্র ও ঘৃতহস্ত মন্ত্র-বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণকে দর্শন করিলেন।

অনন্তর, সেই স্বতেজঃ-প্রদীপ্ত, রাক্ষসগণ-পূজিত মহাবাহু বিভীষণ সিংহাসনস্থিত কুবেরানুজ রাবণকে বন্দনা করিলেন এবং রাবণ তাঁহাকে সদাচারানুরূপ আশীর্ব্বাদ করিয়া আসন পরিগ্রহ করিতে অনুমতি করিলে তিনিও রাজ-নির্দ্দিষ্ট হেম-ভূষিত আসনে উপবেশন করিলেন।

তদনন্তর, লোক সকলের উত্তমাধম-বিজ্ঞ বিভীষণ জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা মহাবল রাবণকে যথাবিধি বন্দনাদি করিয়া শ্রবণ ও মনঃপ্রীতিকর সান্ত্বনা বাক্যে প্রসাদিত করত সেই নির্জ্জন প্রদেশে মন্ত্রিগণের সন্নিকটেই দেশকালের উচিত এবং অর্থানুগত হেতু-নিশ্চিত ও হিত-জনক বাক্য সকল বলিতে লাগিলেন।

'হে শক্রতাপন! যে অবধি সীতা লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিয়াছেন, সেই অবধিই নানাবিধ অশুভ-সূচক দুর্নিমিত্ত দৃষ্ট হইতেছে। প্রজ্বালিত করিবার সময় অগ্নি ধূম-কলুষিত হইয়া উত্থিত হয়, তনদন্তর সংস্কারকালেও স্ফুলিঙ্গ ও শিখার সহিত প্রভূত ধূম উত্থিত হইয়া থাকে। মহারাজ! মন্ত্র-সমূহ-দ্বারা বিধিবৎ আহুতি প্রদান করাতেও অগ্নি বিশেষ বর্দ্ধিত হন না। মহানস, অগ্নিহোত্রশালা এবং বেদাধ্যয়নগৃহ সকলে সর্পাদি সরীসৃপ ও হবনীয় দ্রব্য-সকলে পিপীলিকা সকল দৃষ্ট হইতেছে। গাভী সকল দুগ্ধ-বিহীন, উৎকৃষ্ট মাতঙ্গ সকল মদ-বিহীন এবং অশ্বগণ প্রচুর পরিমাণে ভোজন করিয়াও বুভুক্ষিতের ন্যায় নূতন ভক্ষ্য

পাইবার আশায় দীনভাবে শব্দ করিতেছে। মহারাজ! গর্দ্দভ, উষ্ট্র এবং অশ্বতরগণ ঊর্দ্ধরোম হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে এবং চিকিৎসা-শাস্ত্র-দ্বারা যথাবিধি পর্য্যালোচিত হইয়াও প্রকৃতিস্থ হইতেছে না। ক্রূর-স্বভাব বায়সগণ দলবদ্ধ হইয়া চতুর্দ্দিকে রব করে এবং কখন বা উহাদিগকে দলবদ্ধ হইয়া বিমানোপরি উপবিষ্ট থাকিতেও দেখা যায়। গৃধ্র সকল পীড়িত হইয়া পুরীর উপরিভাগে পতিত হইতেছে এবং শিবাগণ দুই সন্ধ্যা নিকটে আগমন করিয়া অশিব চীৎকার করিতেছে। পুরীদ্বারে ব্যাঘ্রাদি মাংসাশী পশুগণের নিপাত শব্দের ন্যায় সুমহৎ শব্দ শ্রুত হইতেছে। হে বীর! উপস্থিত রামচন্দ্রকে সীতা প্রতিদান করাই এই দুর্নিমিত্তশান্তির প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া বোধ হইতেছে। মহারাজ! যদিও মোহ অথবা লোভ-বশত আমি এই সকল বলিয়া থাকি, তথাপি আপনি তাহা অদুষ্টভাবে গ্রহণ করুন। সীতা-হরণ-জনিত এই যে দুর্নিমিত্ত সকল উপস্থিত হইতেছে, ইহা এই জন সকলের এবং রাক্ষস রাক্ষসী অন্তঃপুর ও সমগ্র লঙ্কাপুরীরই অনিষ্টকর বোধ হইতেছে। যদিও আপনার ভয়ে কোন মন্ত্রীই আপনার নিকট এই মন্ত্রণা উত্থাপিত করিতে পারে নাই, তথাপি আমি যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, তাহা অবশ্যই আপনার নিকট ব্যক্ত করা কর্ত্তব্য; এক্ষণে অবধারণ করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন"। ভ্রাতা বিভীষণ রাক্ষসগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণকে মন্ত্রিগণ-সমক্ষে এইরূপ শুভদায়ক বাক্য সকল বলিয়া বিরত হইলেন।

সীতাকামী রাবণ হিত মহার্থ মৃদু হেতুগর্ভ এবং আপাতত ও উত্তরকালে শুভকর এই সকল বাক্য শ্রবণ করত ক্রোধান্বিত হইয়া উত্তর করিলেন ! ‘আমি কাহারই নিকট হইতে ভয়ের কারণ দেখিতেছি না ; রাঘব কখনই মৈথিলী প্রাপ্ত হইতে পারিবে না, কারণ সেই লক্ষ্মণাগ্রজ রাম ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত মিলিত হইলেও রণ-ভূমিতে আমার অগ্রে অবস্থান করিতে পারিবে না।’ রণ ভূমিতে প্রচণ্ড পরাক্রমশালী সুরসৈন্যনাশন মহাবল দশানন হিতবাদী ভ্রাতা বিভীষণকে এই বলিয়া বিদায় প্রদান করিলেন।

দশম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

পাপাচারী রাক্ষস-রাজ রাবণ পরদার হরণরূপ পাপকর্ম্ম এবং বিভীষণাদি সুহৃদ্গণের অসম্মান করিয়া ও মৈথিলী-কামনায় একান্ত মোহিত হইয়া প্রতিদিন কৃশ হইতে লাগিলেন। কাম-মোহিত এবং নিরন্তর জানকী-চিন্তা-পরায়ণ রাবণ সময় অতীত হইতেছে দেখিয়া, তৎকালে বিভীষণ-ভিন্ন অপর মন্ত্রী ও সুহৃদ্গণের সহিত যুদ্ধেই মনোনিবেশ করত তদ্বিষয়ের মন্ত্রণা স্থির করিবার নিমিত্ত সভাসীন হইবার বাসনায় হেমজাল-পরিবৃত, মণি-বিদ্রুম-ভূষিত, সুশিক্ষিত ঘোটকযুক্ত মহারথে আরোহণ করিলেন এবং সেই মেঘ-সদৃশ নিঃস্বনবিশিষ্ট রথ-শ্রেষ্ঠে আরোহণ করিয়া সভাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। তৎকালে সর্ব্বাস্ত্রধারী বহুসংখ্যক রাক্ষস অসি ও চর্ম্ম ধারণ করত রাক্ষসরাজের অগ্রে গমন করিতে লাগিল। বিকৃতবেশ বিবিধভূষণধারী রাক্ষস-

গণ পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করত গমন করিতে লাগিল। অতিরথগণ রথারোহণ এবং অপর রাক্ষসগণের মধ্যে কেহ বা মত্তমাতঙ্গ ও কেহ বা গতিভেদ-ক্রীড়ারত অশ্বে আ-রোহণ করিয়া গদা পরিঘ শক্তি তোমর কুঠার ও শূলাদি অস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া দশাননের পশ্চাদ্গামী হইল।

রাক্ষস-রাজ সভাগমনে নির্গত হইলে, চতুর্দ্দিক্ হইতে সহস্র সহস্র তূর্য্য ও শঙ্খ সকলের সুমহৎ তুমুল শব্দ হইতে লাগিল। অনন্তর, মহারথ রাবণ স্বীয় রথনেমি-শব্দে চতু-র্দ্দিক্ নিনাদিত করত সুশোভিত রাজমার্গে উপস্থিত হই-লেন। রাক্ষসেন্দ্রের মস্তকোপরি পাণ্ডুরবর্ণ আতপত্র বিমল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তাঁহার বাম ও দক্ষিণ উভয় পার্শ্বে সুবর্ণ-মঞ্জরী-গর্ভ শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় শুভ্রবর্ণ চামর-দ্বয় শোভা পাইতে লাগিল। ভূতলস্থিত রাক্ষসগণ কৃতাঞ্জলিপুটে মস্তক অবনত করিয়া সেই রথস্থিত রাক্ষস-শ্রেষ্ঠকে অভিবাদন করিল। অনন্তর, মহাতেজস্বী শত্রু-দমন বিরাজমানবপু রাবণ এইরূপে রাক্ষসগণ-কর্ত্তৃক স্তূয়মান ও জয়াশীর্ব্বাদ-দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইয়া বিশ্বকর্ম্ম-বির-চিত সুবর্ণ ও রজত-নির্ম্মিত আস্তরণ ও বিশুদ্ধ স্ফটিক-শোভিত, সুবর্ণ-খচিত পট্টবস্ত্র সমাচ্ছাদিত এবং ছয়শত পিশাচরক্ষিত সভাগৃহে উপস্থিত হইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন ও মহৎ সোপান সংশ্রিত কোমল প্রিয়ক-মৃগচর্ম্ম সমাচ্ছাদিত সিংহাসনে উপবেশন করিলেন।

অনন্তর, রাক্ষসেশ্বর পরাক্রমশালী দূতগণকে আজ্ঞা করিলেন ' তোমরা লঙ্কা-নিবাসী রাক্ষসগণকে শীঘ্র আমার

নিকট আনয়ন কর; কারণ শত্রুগণের সহিত সুমহৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। রাক্ষসগণ রাক্ষস-রাজের আদেশ শ্রবণ করিয়া লঙ্কাবাসী রাক্ষসগণের আলয়ে প্রবেশ করত বিহার-রত নিদ্রিত ও উদ্যানস্থিত রাক্ষসগণের নিকট রাক্ষস-রাজের আদেশ প্রচার করিয়া নির্ভয়ে লঙ্কা-মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। রাক্ষসগণ রাক্ষস-রাজের শাসন অবগত হইয়া কেহ মনোরথ রথে, কেহ পৃথক্ অশ্বে ও কেহ বা মাতঙ্গে আরোহণ করিয়া এবং কেহ বা পদ-ব্রজেই গমন করিতে লাগিল। তৎকালে লঙ্কাপুরী রথ কুঞ্জর ও অশ্বগণে সমাকীর্ণ হইয়া পতনশীল পক্ষিগণ-সংবৃত অম্বরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তদনন্তর, রাক্ষসগণ সভাদ্বারে উপস্থিত হইয়া নিজ নিজ বাহন পরি-ত্যাগ করত সিংহ যেমন গিরিগুহায় প্রবেশ করে, তদ্রূপ পদব্রজেই সভা-মধ্যে প্রবেশ করিল এবং রাক্ষস-রাজের পদ-দ্বয় বন্দনা করত তৎকর্ত্তৃক প্রতি-পূজিত হইয়া কেহ পীঠোপরি, কেহ বৃষাসনে এবং কেহ বা ভূমিতেই উপবেশন করিল। রাক্ষসগণ রাজ-শাসানানুসারে সভা-মধ্যে উপস্থিত হইয়া যথাযোগ্যরূপে রাক্ষস-রাজকে উপাসনা করিল। মন্ত্র-কুশল মন্ত্রিগণ এবং গুণবান্ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ বুদ্ধি-লোচন শত শত উপমন্ত্রিগণ প্রধানাদি পর্য্যায়ক্রমে আগমন করিল। এইরূপে সেই সুবর্ণবর্ণ সুরম্য রাক্ষস-রাজ-সভাতে মন্ত্র-নিশ্চয়ের নিমিত্ত ক্রমে ক্রমে বহু সংখ্যক বীর ও দলে দলে আসিয়া উপস্থিত হইল।

তদনন্তর, যশস্বী মহাত্মা বিভীষণ শোভনঅশ্ব-যুক্ত সুবর্ণ-

চিত্রিত মঙ্গলচিহ্ন-বিশিষ্ট অতিবৃহৎ উৎকৃষ্ট রথে আ-রোহণ করিয়া অগ্রজের-সভায় আগমন করিলেন এবং প্রথমে আপনার নাম উচ্চারণ করিয়া অগ্রজের চরণ-দ্বয় বন্দনা করিলে, শুক এবং প্রহস্তও তদ্রূপ করিল, রাবণও তাহাদিগকে যথাযোগ্যরূপে পৃথক্ পৃথক্ আসন প্রদান করিলেন। তৎকালে সুবর্ণ এবং বিবিধ মণি-ভূষণধারী সুবসনপরিধায়ী সভাস্থিত সেই সকল রাক্ষসগণের উৎকৃষ্ট অগুরু চন্দন ও মাল্য সকলের মনোহর গন্ধ সভার চতু-র্দ্দিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল। সেই সভাসদ্গণের মধ্যে কেহই কোনরূপ আক্রোশ-সূচক অথবা মিথ্যা বাক্য বলিল না এবং উচ্চৈঃস্বরে কোন বাক্যই কাহারও মুখ হইতে নির্গত হইল না, কারণ সেই উগ্রবীর্য্যগণ সকলেই যেন পূর্ণ-মনোরথ হইয়াই প্রভুর মুখ নিরীক্ষণ করিতেছিল। তৎ-কালে সেই সভাস্থিত শস্ত্রধারী প্রশস্তচিত্ত রাক্ষসগণের মধ্য-স্থিত মনস্বী রাবণ সভা-মধ্যে বসুগণের মধ্যবর্ত্তী বাসবের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।

একাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

অনন্তর, সংগ্রাম-বিজয়ী রাবণ সমগ্র সভা অবলোকন করিয়া সেনাপতি প্রহস্তকে এইরূপ আজ্ঞা করিলেন। ‘হে সেনাপতে! অস্ত্রশাস্ত্রে কৃতবিদ্য, রথ অশ্ব গজ এবং পদাতি এই চতুর্ব্বিধ যোদ্ধাগণ যেরূপে সতর্কতা সহকারে নগর-রক্ষায় নিযুক্ত হয়, তুমি তাহাদিগকে এইরূপ আদেশ

প্রদান কর, কারণ আমি চারমুখে অবগত হইয়াছি, রাম সমুদ্র-তীরে আগমন করিয়াছে"।

সাবধান-চিত্ত প্রহস্ত রাজশাসন প্রতিপালন করিবার বাসনায় রাজপুরীর অন্তর্দ্দেশ ও বহির্ভাগে যথাবিধানে সৈন্যগণকে সংস্থাপিত করিল এবং তদনন্তর, নগর রক্ষার নিমিত্ত পৃথক্ বল নিয়োগ করিয়া পুনর্ব্বার রাজসম্মুখে উপবেশন করত এই কথা বলিল, 'মহারাজ! আপনি যেরূপ বলশালী, পুরীর অন্তর্দ্দেশ ও বহির্ভাগে তদনুরূপ বল সংস্থাপিত হইয়াছে; অতঃপর আপনার যাহা অভি-প্রেত অব্যাকুল-চিত্তে শীঘ্র তাহার অনুষ্ঠান করুন"। সুখা-ভিলাষী রাজা রাবণ রাজ্যহিতাভিলাষী প্রহস্তের বাক্য শ্রবণ করিয়া সুহৃদ্গণকে এইরূপ বলিতে লাগিলেন। 'প্রিয় অপ্রিয় সুখ দুঃখ লাভ অলাভ হিত অহিত এবং ধর্ম্ম কাম ও অর্থ-জনিত কোন কষ্ট উপস্থিত হইলে তদ্বিষয়ের মন্ত্রণানিশ্চয়ে তোমাদেরই অগ্রে প্রস্তাব করা উচিত, কারণ পূর্ব্বে তোমরা মন্ত্রণা করিয়া আমার যে সকল কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলে সেই সকল কার্য্য কখনই বিফল হয় নাই। আমি তোমাদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া চন্দ্রাদি গ্রহ নক্ষত্র ও মরুদ্গণ-পরিবৃত দেবরাজের ন্যায় অসীম সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি পূর্ব্বে তোমাদের নিকট এই বিষয়ের প্রস্তাব করিয়াছিলাম, কিন্তু, কুম্ভকর্ণ নিদ্রিত থাকায় তৎসাধনে প্রবর্ত্তিত করিতে পারি নাই। কারণ, শস্ত্রধারিগণের শ্রেষ্ঠ এই কুম্ভকর্ণ ছয় মাস কাল নিদ্রিত ছিলেন, ইনি অদ্য জাগরিত হইয়া সভায় উপস্থিত

হইয়াছেন, সেই জন্য আমি যে কর্ম্মে নিযোজিত হইয়াছি, অদ্য তাহা তোমাদের নিকট পুনর্ব্বার প্রকাশ করিতেছি। আমি রাক্ষসগণের বিচরণস্থান দণ্ডকারণ্য হইতে রামের প্রিয়মহিষী এই জনকনন্দিনী সীতাকে হরণ করিয়া আনিয়াছি। ত্রৈলোক্যমধ্যে সীতাসদৃশী আমার মনোহারিণী আর কেহই নাই; কিন্তু সেই মন্দগামিনী ক্ষীণমধ্যা স্থূল-নিতম্বা শরচ্চন্দ্র-বদনা, ময়-মায়া-নির্ম্মিত সুবর্ণ-প্রতিমা-সদৃশী, সৌম্য-দর্শনা জানকী আমার শয্যায় আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছে না। যজ্ঞাগ্নিশিখা ও সূর্য্য-প্রভা-সদৃশী সেই জনক-নন্দিনী এবং তাহার তাম্রবর্ণ-নখ-শোভিত সুলোহিত-তল সুগঠিত মনোরম চরণ-দ্বয় দর্শন করিয়া আমার কামানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেছে। আমি ত্রিলোক-মধ্যে কাহারই বশীভূত নহি, কিন্তু সেই সীতার উন্নত-নাসিক চারুলোচন বিমল ও মনোরম মুখ দর্শন করিয়া কন্দর্পের বশীভূত হইয়াছি এবং ক্রোধ ও হর্ষ এই উভয় কালেই সমান কান্তি-নাশক নিত্য-শোক-সন্তাপকারী কাম-কর্ত্তৃক কলুষিত হইয়াছি। সীতা এই নগরমধ্যেই রহিয়াছে, সুতরাং আমি তাহার উপর বল প্রকাশ করিলেও করিতে পারি, কিন্তু সেই বিস্তৃত-লোচনা স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করিবার নিমিত্ত আমার নিকট সংবৎসর-কালের অবসর প্রার্থনা করিয়াছিল; আমিও পাছে বল প্রকাশ করিলে নলকূবরের শাপবশত আমার মৃত্যু হয়, এই ভয়ে সেই চারুলোচনার নিকট তাহাই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, কিন্তু নিরন্তর পথপর্য্যটনকারী অশ্ব যেরূপ পরি-

শ্রান্ত হয় তদ্রূপ আমিও কামবশত দিন দিন পরিশ্রান্ত হইতেছি। অপিচ বনচারী বানরগণ অথবা সেই দশরথ-নন্দন রাম ও লক্ষ্মণই বা কিরূপে এই অক্ষোভ্য সত্ত্বসঙ্কুল সাগর উত্তীর্ণ হইতে পারিবে, ইহা ভাবিয়াও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না; দেখ, একজন মাত্র বানর আসিয়াই আমাদের কতদূর দুরবস্থা করিয়া গিয়াছে'।

'সে যাহা হউক এই সকল দেখিয়া আমি নিশ্চয় বুঝিয়াছি, কার্য্যের গতি অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয়, অতএব তোমরা আপন আপন বুদ্ধি অনুসারে স্ব স্ব অভিপ্রায় প্রকাশ কর। পূর্ব্বে যাহাদের সাহায্যে দেবতা ও অসুরগণের সহিত সংগ্রামে জয় লাভ করিয়াছিলাম, এখনও তোমরা আমার তদ্রূপ সহায়ই রহিয়াছ, সুতরাং যদিও মানুষগণ হইতে ভয়ের কোন আশঙ্কা দেখিতে পাই না, তথাপি তদ্বিষয়ের পরামর্শ স্থির করা উচিত; কারণ, আমি শুনিয়াছি, সেই নৃপ-নন্দন রাম ও লক্ষ্মণ, সীতার উদ্দেশ-সাধনে কৃতকার্য্য হইয়া সুগ্রীব-প্রমুখ বানরগণের সহিত সমুদ্রের পরপারে অবস্থান করিতেছে। এক্ষণ যাহাতে সীতাকে প্রতিপ্রদান করিতে না হয় এবং সেই দাশরথিদ্বয়ও নিহত হয়, তোমরা পরামর্শ করিয়া এরূপ সুনিশ্চিত মন্ত্রণা প্রদান কর। বিশেষত তোমরা ইহা নিশ্চয়ই জানিবে যে, যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তাহাতে আমিই জয় লাভ করিব; কারণ, বানরগণের সহিত সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া আমাকে জয় করিতে সমর্থ হয়, আমি জগন্মধ্যে অপর কাহারও এরূপ শক্তি দেখিতে পাই না।'

কুম্ভকর্ণ কামায়তচিত্ত রাক্ষসরাজের কাম ও শোক-জনিত প্রলাপ শ্রবণ করিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং এইরূপ বলিতে লাগিলেন। 'মহারাজ! আপনি যখন রাম ও লক্ষ্মণের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক জানকীরে হরণ করিয়া আনেন, তখন আমাদিগের সহিত মন্ত্রণা না করিয়া স্বয়ংই তদ্বিষয়ে ক্ষণকাল-মাত্র বিবেচনা করিয়াছিলেন, সুতরাং যমুনা যেরূপ পৃথিবীতে অবতরণ সময়ে অগ্রে স্বীয় হ্রদ পরিপূরণ করত কালান্তরে সমুদ্রকে পরিপূর্ণ করিয়া সমুদ্র-জলের দ্বারা নিজ উন্নতি প্রাপ্ত হয় না, তদ্রূপ আপনি যে অব্যবস্থিতচিত্তের কার্য্য করিয়াছেন, তাহাতে এই পরিণামসময়ে আমাদের মন্ত্রণা-দ্বারা কোন উপকার প্রাপ্ত হইবেন না। রাজন্! এতাদৃশ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই আমাদের সহিত মন্ত্রণা করা উচিত ছিল, কিন্তু আপনি তাহা না করিয়া রাম লক্ষ্মণের অগোচরে বঞ্চনা-পূর্ব্বক সীতাকে যে হরণ করিয়া আনিয়াছেন, তাহা আপনার নিতান্ত অনুচিত কার্য্য হইয়াছে। দশানন! যে নৃপতি কর্ত্তব্য বিষয়ের মন্ত্রণা স্থির করিয়া ন্যায়ানুসারে কার্য্য করণে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাকে কখনই পশ্চাৎ সন্তাপিত হইতে হয় না; কিন্তু সামাদি উপায় অবলম্বন না করিয়া যে সকল কার্য্য করিয়া থাকেন, তাহা পশু হিংসাদি যাগ-প্রযুক্ত হবির ন্যায় দূষিত হয়। যিনি প্রথমকর্ত্তব্য কার্য্য-সকল পরে এবং পশ্চাৎকর্ত্তব্য কার্য্য সকল প্রথমেই করেন, তিনি রাজার নীতি ও অনীতি বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ। মহারাজ! নৃপতির অধিক বল থাকিলেই যে তিনি বিজয়ী

হইয়া থাকেন এরূপ নহে, কিন্তু পক্ষিগণ যেরূপ কুমার-কৃত রন্ধ্রদ্বারা ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতকেও অতিক্রম করিয়াছিল, তদ্রূপ শত্রু নৃপতিগণও তাঁহার কার্য্যে ছিদ্র প্রাপ্ত হইলে তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া থাকেন। আপনি পরিণামফল চিন্তা না করিয়া প্রবল-দারহরণ-রূপ যে মহৎ কার্য্য করিয়াছেন তাহাতে বিষমিশ্র আমিষ যেরূপ ভোজন-মাত্রেই ভোজনকারির প্রাণ বিনাশ করে, তদ্রূপ রামচন্দ্র যে সেই সময়েই আপনার প্রাণ বিনাশ করেন নাই, ইহাই আপনার পরম সৌভাগ্য।

'সে যাহা হউক, আপনি যে অনুচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া, শত্রুগণের সহিত সমরের সূত্রপাত করিয়াছেন, আমি আপনার সেই শত্রুগণকে বিনাশ করিয়া তাহার উপশম করিব। মহারাজ! ইন্দ্র সূর্য্য অগ্নি বায়ু কুবের অথবা বরুণও যদ্যপি আপনার শত্রু হয়, তাহা হইলেও আমি তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া আপনার শত্রুগণকে উৎসন্ন করিব। আমি যৎকালে সমর স্থলে সিংহনাদ করত সুমহৎ পরিঘ লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই, তখন আমার সেই পর্ব্বত-প্রমাণ শরীর এবং তীক্ষ্ণ দন্ত দর্শন করিয়া পুরন্দরও ভয় প্রাপ্ত হয়। মহারাজ! আপনি আশ্বাসিত হউন; আমি নিশ্চয় বলিতেছি, রামের একটি বাণ প্রহারের পর দ্বিতীয় বাণ প্রহার করিবার পূর্ব্বেই আমি তাহাকে বিনষ্ট করিয়া তাহার রুধির পান করিব। আমি দশরথ-নন্দন রামকে বিনাশ করিয়া আপনার প্রীতিজনক বিজয়ের নিমিত্ত যত্ন

করিব এবং লক্ষ্মণের সহিত তাহাকে বিনাশ করিয়া, বানর-দলের দলপতিগণকেও ভক্ষণ করিব।

'সম্প্রতি আপনি সুস্থচিত্তে হিত-কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হউন এবং বারুণী পান করিয়া ইচ্ছানুসারে বিহার করুন। আমি রামচন্দ্রকে বিনাশ করিলে, সীতা চিরকালের নিমিত্ত আপনার বশবর্ত্তিনী হইবে।'

দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

অনন্তর, মহাবল মহাপার্শ্ব, রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়াছেন জানিতে পারিয়া, মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করত কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিল। 'মহারাজ! আপনি যে রামের আশ্রমে প্রবেশ করিয়া তাহার ভার্য্যাকে হরণ করিয়া আনিয়াছেন, ইহা আপনার উচিত কার্য্যই হইয়াছে, কারণ যে ব্যক্তি মৃগ ও সর্প-নিষেবিত অরণ্যে প্রবেশ করত মধু প্রাপ্ত হইয়াও তাহা পান না করে, সে অতীব মূর্খ। যদি বলেন, বল-পূর্ব্বক পর নারী ভোগ করিলে ঈশ্বরাজ্ঞার বিপরীত কার্য্য করা হয় এবং তজ্জন্য অধর্ম্মও হইয়া থাকে, তাহা হইলেও আপনার ভয় কি? কারণ, আপনি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক যমাদি ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর; অতএব এক্ষণে শত্রুগণের মস্তকে পদার্পণ করিয়া সীতার সহিত রমণ করুন। হে মহাবল! যদি রমণকালে সীতা আপনার অনুকূল না হয়, তাহা হইলে আপনি কুক্কুট-বৃত্তি অবলম্বন-পূর্ব্বক বারম্বার আ-ক্রমণ করত তাহাকে উপভোগ ও রমণ করুন। মহা-রাজ! একবার সীতা আপনার বশবর্ত্তিনী হইলে পশ্চাৎ

কোন ভয় উপস্থিত হইবার সম্ভব কি ? যদিই সময়ানুসারে উপস্থিত হয়, তখন তাহার প্রতিবিধান করিবেন। আপনার তাদৃশ বলাবলেরও অভাব নাই ; কারণ এই মহাবল কুম্ভ-কর্ণ এবং ইন্দ্রজিৎ আমাদের সাহায্যে বজ্রপাণি পুরন্দরকেও পরাস্ত করিতে সমর্থ হইবেন। রাজন্ ! নীতিশাস্ত্র-কুশল-গণ সাম দান এবং ভেদ এই ত্রিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া কার্য্য-সিদ্ধি করেন, কিন্তু যখন আমরা শত্রুগণ অপেক্ষা প্রবল, তখন দণ্ড অবলম্বন করিয়া কার্য্য-সিদ্ধি করাই আমার অভিপ্রেত। হে মহাবল ! আপনার শত্রুগণ যখন এই লঙ্কাপুরীতে উপস্থিত হইবে, তখন আমরা যে শস্ত্র প্রতাপের দ্বারা তাহাদিগকে বশীভূত করিতে সমর্থ হইব, তাহাতে কোন সংশয় নাই ।

রাক্ষস-রাজ রাবণ মহাপার্শ্ব-কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া, তাহার বাক্যের অনেক প্রসংশা করত এই কথা বলিলেন। ‘ মহাপার্শ্ব ! তুমি যাহা বলিলে সমস্তই সত্য, কিন্তু আমি যে জন্য জানকীকে বল-পূর্ব্বক উপভোগ করি নাই, তাহার কোন গুপ্ত কারণ আছে ; তদ্বিষয়ে পূর্ব্বে আমার যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা এক্ষণে তোমার নিকট প্রকাশ করিতেছি। আমি প্রদীপ্ত অগ্নি-শিখার ন্যায় রম্ভা নাম্নী কোন অপ্সরাকে লুক্কায়িতভাবে আকাশ-পথে পিতামহ-ভবনে গমন করিতে দেখিয়া বল-পূর্ব্বক তাহাকে বিবস্ত্র করিয়া উপভোগ করিলাম। তদনন্তর, সেই রম্ভা আলোলিত নলিনীর ন্যায় নিতান্ত বিবশা হইয়া ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইল এবং অনুমান হয়, তাঁহার নিকট আপনার দুরবস্থার বিষয়ও,

নিবেদন করিয়াছিল। অনন্তর, পিতামহ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে "যদি তুমি অদ্য হইতে বল-পূর্ব্বক কোন কামিনীকে উপভোগ কর, তাহা হইলে তৎক্ষণেই তোমার মস্তক শতধা-বিদীর্ণ হইয়া যাইবে" এই অভিশাপ প্রদান করিলেন। আমি সেই শাপে ভীত হইয়াই সেই বিদেহ-রাজ-নন্দিনী সীতাকে আমার শুভ শয্যায় বল-পূর্ব্বক আরোহণ করাইতে চেষ্টা করি নাই। সেই দশরথ-নন্দন রাম আমার এই সাগরসদৃশ বেগ এবং বায়ুসদৃশ গতির বিষয় অবগত নহে, এই জন্যই আমাকে আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। আমি গিরিগুহালয়ে প্রসুপ্ত সিংহ এবং সংক্রুদ্ধ যমের ন্যায় সমাসীন থাকিলে তৎকালে কে আমার বিশ্রাম ভঙ্গ করিতে সাহস করিতে পারে? রাম সংগ্রামে দ্বিজিহ্ব পন্নগগণের ন্যায় আমার শরাসননির্গত বাণ সকল দর্শন করে নাই, সেই জন্যই আমার নিকটে আসিতেছে। কিন্তু, যেরূপ উল্কা সমূহদ্বারা কুঞ্জর ভস্মীভূত হয়, তদ্রূপ আমিও শীঘ্রই সেই রামকে মৎকার্ম্মুকনির্গত শরনিকর-দ্বারা শতধা বিদীর্ণ ও ভস্মীভূত করিয়া ফেলিব"।

'মহাপার্শ্ব! অধিক কি, সূর্য্য যেরূপ যথাসময়ে উদিত হইয়া নক্ষত্রগণের প্রভা বিনষ্ট করে, তদ্রূপ আমিও যথা-কালে সুমহৎ বলে পরিবৃত হইয়া তাহার সমস্ত বল অবসন্ন করিব। আমার সহিত যুদ্ধ করিয়া সহস্র-লোচন ইন্দ্র অথবা বরুণ কেহই জয় লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই; অধিকন্তু, পূর্ব্বে এই কুবের-পালিত লঙ্কাপুরীকে নিজ বাহু-বলেই স্বায়ত্ত করিয়াছিলাম।'

ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত॥ ১৩॥

বিভীষণ রাক্ষসেন্দ্র রাবণের বাক্য এবং কুম্ভকর্ণের গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া, রাক্ষস-রাজকে এইরূপ হিত ও অর্থ-যুক্ত বাক্য বলিতে লাগিলেন। 'মহারাজ! আপনি কি নিমিত্ত এই বক্ষঃস্থলরূপ ফণা, চিন্তারূপ বিষ, সুস্মিতরূপ তীক্ষ্ণদন্ত, পঞ্চাঙ্গুলিরূপ পঞ্চশির-বিশিষ্ট বৃহৎকায় সীতারূপ সর্পকে আনয়ন করিলেন? রাজন্! যে পর্য্যন্ত পর্ব্বত-শিখর-সদৃশ ও নখদন্তায়ুধ বানরগণ লঙ্কাতে অভিদ্রুত না হয়, আপনি তাহার পূর্ব্বেই দাশরথিকে সীতা প্রতিদান করুন। যে পর্য্যন্ত রাম-নিক্ষিপ্ত বজ্র-সদৃশ ও বায়ুর ন্যায় বেগশালী বাণ সকল রাক্ষস-শ্রেষ্ঠগণের মস্তক বিভিন্ন না করে, আপনি তাহার পূর্ব্বেই সীতাকে প্রতিদান করুন। মহারাজ! যখন রামচন্দ্র যুদ্ধ করিবেন, তখন কুম্ভকর্ণ ইন্দ্রজিৎ মহা-পার্শ্ব মহোদর অথবা অতিকায় ইহারা কেহই তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে না। যদি রামচন্দ্র লঙ্কায় আসিয়া উপস্থিত হয়েন, তাহা হইলে আপনি সূর্য্য ও সমুদয় দেবগণ-কর্ত্তৃক রক্ষিত হইলে অথবা ইন্দ্র এবং যমের আশ্রয় গ্রহণ করিলে কিম্বা আকাশ ও পাতাল-মধ্যে প্রবেশ করিলেও জীবিত অবস্থায় নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবেন না।'

তদনন্তর, প্রহস্ত বিভীষণের বাক্য শ্রবণ করিয়া, এই কথা বলিল। 'সংগ্রাম উপস্থিত হইলে দেবতা দানব যক্ষ গন্ধর্ব্ব উরগ অথবা পতঙ্গশ্রেষ্ঠগণেরও নিকট হইতে কখনই ভয় প্রাপ্ত হই না, তখন রাম নামক একজন মানুষ-রাজ-পুত্র হইতে আমাদের ভয়ের আশঙ্কা কি?' রাজ-হিতাভি-

লাষী এবং ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ বিভীষণ প্রহস্তের অমঙ্গল-জনক বাক্য শ্রবণ করিয়া এই অর্থযুক্ত বাক্য বলিলেন। 'প্রহস্ত! রাক্ষস-রাজ মহোদর কুম্ভকর্ণ এবং তুমি রামচন্দ্রকে পরাজিত করিব বলিয়া বৃথা প্রগল্ভতা প্রকাশ করিলে; কিন্তু, অধার্ম্মিকের স্বর্গ গমনের ন্যায় তোমরা কেহই তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে সমর্থ হইবে না। প্রহস্ত! যাহার উড়ুপাদি সাহায্য নাই এতাদৃশ ব্যক্তির সমুদ্র-পার গমনের ন্যায় তুমি আমি অথবা সমস্ত রাক্ষসগণ-দ্বারা কিরূপে সেই অর্থ-বিশারদ রামচন্দ্রের বধ সাধন হইতে পারে? অধিকন্তু, সেই ইক্ষ্বাকু-কুল-নন্দন মহারথ রাম অতিশয় ধার্ম্মিক। প্রহস্ত! আমাদের কথা দূরে থাকুক, তাদৃশ কার্য্যক্ষম পুরুষের সংগ্রামে দেবগণও নিতান্ত অনভিজ্ঞের ন্যায় অবস্থান করেন। প্রহস্ত! এখনও রাঘব-বিনির্ম্মুক্ত তীক্ষ্ণ অব্যর্থ বাণ সকল তোমার গাত্র ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করে নাই, সেই জন্যই তুমি রাক্ষস-রাজের সম্মুখে এরূপ বৃথা বিকত্থন করিতেছ। এখনও রাঘব-বাহু-বিনির্ম্মুক্ত প্রাণান্তকারী বজ্র-তুল্য বেগশালী সু-শাণিত শরনিকর তোমার শরীর ভেদ করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহার তূণীর-মধ্যে প্রবেশ করে নাই; প্রহস্ত! তুমি সেই জন্যই এইরূপ বৃথা আত্মশ্লাঘা করিতেছ। প্রহস্ত! বলবান্ রাক্ষস-রাজ রাবণ ত্রিশীর্ষ ইন্দ্রজিৎ তুমি কুম্ভকর্ণ অথবা তাহার পুত্র নিকুম্ভ, তোমরা কেহই রণভূমিতে সেই মহেন্দ্র-সদৃশ বিক্রমশালী রামচন্দ্রের বিক্রম সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না। অপিচ, এই দেবান্তক নরান্তক এবং

অতিরথ অতিকায় ও অকম্পন ইহারাও সেই রামচন্দ্রের সংগ্রামে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে না।'

'রাক্ষসরাজ কামরূপ ব্যসনে একান্ত অভিভূত হইয়াছেন, এই জন্যই ভবাদৃশ মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করত পরিণাম চিন্তা না করিয়াই রাক্ষসকুল নাশের নিমিত্ত এই তীক্ষ্ণ প্রকৃতি অবলম্বন করিয়াছেন। অপরিমিত-বলশালী সহস্র-মুণ্ড মহাবল ভীমদর্শন বাসুকিরূপ রাম-বৈরপাশে বেষ্টিত এই রাক্ষস-রাজকে মুক্ত কর। যেরূপ কোন পুরুষে ভূতা-বেশ হইলে তদীয় সুহৃদ্গণ কেশ-গ্রহণাদিরূপ নিগ্রহ-দ্বারা তাহাকে রক্ষা করে, তদ্রূপ তোমরাও এই রাক্ষস-রাজকে রক্ষা কর। প্রহস্ত! সুচরিত্ররূপ বারিপূর্ণ রাঘবরূপ সাগরের তরঙ্গে আচ্ছাদিত হইয়া কাকুৎস্থরূপ পাতালে মগ্নোন্মুখ এই রাক্ষস-রাজকে তোমাদের রক্ষা করা উচিত। আমি এই লঙ্কাপুরী, রাক্ষস-রাজ, তাঁহার সুহৃদ্গণ ও যাবতীয় রাক্ষসগণের হিতের নিমিত্ত বলিতেছি, রাক্ষস-রাজ রাম-চন্দ্রকে সীতা প্রতিদান করুন।'

'যে মন্ত্রী বিবেচনা-পূর্ব্বক শত্রুপক্ষের এবং আপনাদের বীর্য্য বল ক্ষয় ও বৃদ্ধির বিষয় যথাবৎ পরামর্শ করিয়া স্বামীর হিত-বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন, তিনিই যথার্থ মন্ত্রী।'

চতুর্দ্দশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

তদনন্তর, বৃহস্পতি-তুল্য বুদ্ধিশালী বিভীষণের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাক্ষস-শ্রেষ্ঠ মহাবল ইন্দ্রজিৎ বলিতে লাগিলেন।

'পিতৃব্য! আপনি ভীতের ন্যায় কিজন্য এরূপ অনর্থক বাক্য বলিতেছেন? পৌলস্ত্য-কুল-প্রসূতের কথা দূরে থাকুক, সহজ-দুর্ব্বল মনুষ্যকুল-প্রসূত পুরুষও এরূপ বলে না এবং এরূপ কার্য্যও করে না। এই কুলে একমাত্র পিতৃব্য বিভীষণই বল বীর্য্য পরাক্রম ধৈর্য্য শৌর্য্য ও তেজোবিহীন পুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। হে ভীরু! আপনি এ কি ভয় দেখাইতেছেন; আমাদের একজনমাত্র সামান্য রাক্ষসই সেই দুই মানুষ-রাজ-পুত্রকে বিনাশ করিতে পারিবে। আমি ত্রিলোকনাথ দেবরাজ ইন্দ্রকেও বন্দী করিয়া ভূমি-তলে আনয়ন করিয়াছি। সমগ্র দেবগণও মৎকর্ত্তৃক পরা-জিত হইয়া দিগন্তে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। আমি বল-পূর্ব্বক ঐরাবতের দন্ত-দ্বয় আকর্ষণ করিলে যৎকালে সেই দেব-মাতঙ্গ আর্ত্তনাদ করত ভূমিতে পতিত হয়, তখন আমার সেই পরাক্রম দর্শন করিয়া সমগ্র দেবগণই ভয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। আমি দেবগণের দর্পচূর্ণ করিয়াছি এবং রণ-ভূমিতে দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়া দৈত্য-যুবতীগণের শোক উৎপাদন করিয়াছি; সুতরাং এতাদৃশ বীর্য্যশালী হইয়াও কি জন্য সেই সামান্য মনুষ্য-রাজ-পুত্রদের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইব না?'

অনন্তর, শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ বিভীষণ ইন্দ্র-সদৃশ দুর্জ্জয় মহা-তেজস্বী ইন্দ্রজিতের পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া এইরূপ অর্থ-যুক্ত বাক্য বলিতে লাগিলেন। 'পুত্র! তুমি কার্য্যা-কার্য্য বিচারে নিতান্ত অনভিজ্ঞ; কারণ, তোমার বুদ্ধি এখনও বালকের ন্যায় অপরিপক্ক রহিয়াছে, সুতরাং তুমি

আত্ম-বিনাশের নিমিত্তই বহুবিধ প্রলাপ বাক্য প্রয়োগ করিলে। ইন্দ্রজিৎ! তুমি নামমাত্র রাবণের পুত্র এবং নিতান্ত সুহৃৎ, কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে তুমি তাঁহার পরম শত্রু, কারণ, রাক্ষস-রাজকে ঘোরতর বিপদে পতিত হইতে দেখিয়াও তাঁহাকে নিবারণ করিতেছ না। ইন্দ্রজিৎ! তুমি যেরূপ দুর্ম্মন্ত্রণা-বাক্য সকল বলিলে, তাহাতে আমার মতে তুমি বধার্হ এবং যে এরূপ অব্যবস্থিত-চিত্ত উগ্র-স্বভাব বালককে এখানে আনয়ন করিয়া মন্ত্রিগণের মধ্যে প্রবেশ করাইয়াছে, তাহাকেও বধ করা উচিত। ইন্দ্রজিৎ! তুমি কার্য্যাকার্য্য বিবেক-বিহীন প্রগল্ভ অবিনয়ী তীক্ষ্ন-স্বভাব অদীর্ঘদর্শী মূর্খ দুর্ম্মতি ও দুরাত্মা এই জন্যই বালকের ন্যায় এরূপ বলিতেছ। রামচন্দ্র রণ-ভূমিতে ব্রহ্মদণ্ড-সদৃশ কালাগ্নি-সন্নিভ সুশাণিত শরনিকর ক্ষেপণ করিতে থাকিলে কে সেই সকল সহ্য করিতে সমর্থ হইবে?'

'মহারাজ! আপনি রামচন্দ্রকে ধন রত্ন ভূষণ রুচির-বাস এবং বিচিত্র-মণির সহিত সীতাকে প্রতিদান করিলে, আমরা নিরুদ্বেগ হই।'

পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ এইরূপ অর্থ-যুক্ত হিত বাক্য সকল বলিতে থাকিলে, রাবণ কাল-প্রেরিতের ন্যায় তাঁহাকে এইরূপ পরুষ বাক্য সকল বলিতে লাগিলেন। 'বরং শত্রু অথবা সংক্রুদ্ধ সর্পের সহিতও একত্রে বাস করিবে, কিন্তু নাম-মাত্র মিত্র অথচ শত্রুসেবী এরূপ মিত্রের সহিত

কখনই বাস করিবে না। বিভীষণ! ত্রিলোক-মধ্যে কিছুই আমার অবিদিত নাই, বিশেষত একজনের বিপৎ উপস্থিত হইলে অপরে যে, আনন্দিত হয়, আমি জ্ঞাতিগণের এই স্বভাব উত্তমরূপে জানি। বিভীষণ! জ্ঞাতিগণ তাহাদের মধ্যে প্রধান কার্য্যক্ষম বিদ্বান্ ধার্ম্মিক ও বীর পুরুষের অবমাননা করে এবং তাহাকে পরিভূত করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদাই ছিদ্র অন্বেষণ করে। জ্ঞাতি অপেক্ষা ভয়াবহ আর কি আছে? ইহাদের মনের ভাব অবগত হওয়া দুঃসাধ্য, এই জ্ঞাতিরূপী আততায়িগণ পরস্পরের বিপৎ উপস্থিত হইলে পরস্পর হর্ষ প্রকাশ করিয়া থাকে। বহু-কাল হইল, কতকগুলি হস্তী পদ্মবনে বিচরণ করিতেছিল, তৎকালে তাহারা কতিপয় পাশহস্ত গজারোহী মনুষ্যকে দর্শন করিয়া জ্ঞাতিগণ-সম্বন্ধে যে কয়েকটি শ্লোক বলিয়া-ছিল, আমি তোমাদের নিকট তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। "আমরা অগ্নি পাশ অথবা অন্যান্য শস্ত্র দর্শনে ভীত হই না, কিন্তু এই স্বার্থপর জ্ঞাতিগণকে দর্শন করিয়া আমাদের সাতিশয় ভয় উপস্থিত হইতেছে। ইহারাই হস্তিপকগণের নিকট আমাদিগকে বন্ধন করিবার উপায় দেখাইয়া দিবে। আমরা শত শত বার দেখিয়াছি জগতে যত প্রকার ভয় আছে, তন্মধ্যে জ্ঞাতি হইতে যে ভয় উপ-স্থিত হয়, তাহারই পরিণাম বিশেষ কষ্ট-জনক হইয়া উঠে। যেরূপ গো সকলে হব্য কব্য সাধনরূপ সম্পত্তি, ললনাগণে চাপল্য এবং ব্রাহ্মণে তপস্যা নিয়তই থাকে, তদ্রূপ জ্ঞাতিগণেও নিয়তই ভয় আছে।"

'বিভীষণ! আমি যে শত্রুগণকে পরাস্ত করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করত সর্ব্বলোক-কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়াছি, বোধ হয়, আমার এই সৌভাগ্য তোমার নিরতিশয় অসন্তোষের কারণ হইয়াছে। যেরূপ পদ্মপত্রে বারি-বিন্দু পতিত হইলে তাহা কোনরূপেই পত্রে সংশ্লিষ্ট হয় না, তদ্রূপ ক্রূর স্বভাব-সম্পন্ন লোকের সহিত সৌহৃদ্য করিলে, তাহা কোনরূপেই তাহার অন্তঃকরণে সংশ্লিষ্ট হয় না। যেরূপ শরৎকালে মেঘ সকল গর্জ্জন ও সময়ে সময়ে বারিবর্ষণ করিতে থাকিলেও তাহাতে পৃথিবী জল-সংক্লিন্ন হয় না; কেবল গর্জ্জন ও বর্ষণমাত্রই হয়, তদ্রূপ দুর্জ্জনের সহিত যতই সৌহৃদ্য প্রকাশ কর, তাহা প্রকৃতরূপে কোন ফলোপধায়ক না হইয়া কেমলমাত্র বৃথা গর্জ্জন ও বর্ষণের অনুরূপ হয়। যেরূপ মধুকর তৃষিত হইয়া পুষ্প সকলে ইচ্ছানুরূপ মধুপান করত পরিতৃপ্ত হইলে, আর তন্মধ্যে অবস্থান করে না, তদ্রূপ দুর্জ্জনের সহিত সৌহৃদ্য করিলে সে আপনারই কার্য্য সাধন করিয়া লয়; বিভীষণ! তুমিও তদ্রূপ। যেরূপ তৃষার্ত্ত মধুব্রত কাশ-পুষ্পে উপস্থিত হইয়া বিশেষ চেষ্টা করিলে তাহা হইতেও অভিলাষানুরূপ মধু প্রাপ্ত হয় না, তদ্রূপ দুর্জ্জনের সহিত সৌহৃদ্য করিলে তাহার নিকট হইতে কোন ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যেরূপ হস্তী প্রথমত জলে স্নান করত তৎপরেই কর-দ্বারা ধূলি নিক্ষেপ-পূর্ব্বক স্নান-কৃত নির্ম্মলতা নাশ করিয়া আপনার গাত্র কলুষিত করে, তদ্রূপ দুর্জ্জনের সহিত সৌহৃদ্য করিলে, সে নিজ-কার্য্য সাধনের পর স্বয়ংই

পূর্ব্ব-কৃত স্নেহ বিস্মৃত হইয়া সৌহার্দ্দ নাশ করিয়া থাকে। অরে কুল-পাংশন! তোরে আর অধিক কি বলিব? তোর জীবনে ধিক্! তুই আমার সহোদর, এই জন্যই এরূপ কথা বলিয়া এখনও জীবন ধারণ করিতেছিস্; নচেৎ অন্য কেহ এরূপ কথা বলিলে, এইক্ষণেই তাহাকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিতাম"।

ন্যায়বাদী বিভীষণ রাবণ-কর্ত্তৃক এইরূপ পরুষ-বাক্যে ভর্ৎসিত হইয়া হস্তে গদা গ্রহণ করত আপনার চারিজন সহচরের সহিত আকাশ-পথে উত্থিত হইলেন এবং একান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অন্তরীক্ষ হইতে ভ্রাতা রাক্ষস-রাজকে বলিতে লাগিলেন। 'মহারাজ! আপনি জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা, পিতৃতুল্য এবং মান্য, সুতরাং আপনি যাহা বলিবেন তৎসমস্তই আমার সহ্য করা কর্ত্তব্য, কিন্তু আপনি ধর্ম্ম-পথ পরিত্যাগ করিয়া পরদার হরণাদিরূপ ঘোরতর অধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এই জন্যই আপনি অগ্রজ হইলেও আমি অদ্য আপনার এই পরুষ-বাক্য সকল সহ্য করিলাম না। দশানন! আমি আপনার হিত-সাধন বাসনাতেই এইরূপ নীতি সঙ্গত বাক্য সকল বলিয়াছিলাম, কিন্তু আপনি কাল-বশীভূত হইয়া তাহা গ্রহণ করিলেন না; তদ্বিষয়ে আপনারই বা দোষ কি, ইহা প্রসিদ্ধই আছে, আয়ুঃশেষ হইলে মূঢ় জনগণ হিতকামী সুহৃদ্গণ-সমীরিত সদুপদেশ বাক্য সকল শ্রবণ করে না। মহারাজ! প্রিয়বাদী পুরুষ অনেক আছে, কিন্তু শুনিতে অপ্রিয় অথচ পরিণাম শুভ-দায়ক বাক্যের বক্তা এবং শ্রোতা উভয়ই দুর্ল্লভ। যেরূপ গৃহ

অগ্নি প্রদীপ্ত হইলে, তৎকালে উপেক্ষা করা উচিত হয় না, তদ্রূপ আপনাকে সর্ব্বভূত-বিনাশি কালপাশে বদ্ধ হইয়া বিনষ্ট হইতে দেখিয়াই আমি এরূপ হিত-বাক্য সকল বলিয়াছিলাম। মহারাজ! আমি আপনাকে রামচন্দ্র-কর্তৃক প্রদীপ্ত হুতাশন-সদৃশ কাঞ্চন-ভূষিত সুশাণিত শরনিকর-দ্বারা নিহত দর্শন করিতে ইচ্ছা করি না, সেই জন্যই এইরূপ হিত-বাক্য সকল বলিয়াছিলাম। যেরূপ শৈকত-সেতু যতই দৃঢ় হউক না কেন, প্রাবৃট্‌কাল সমাগত হইলেই ভগ্ন হইয়া যায়, তদ্রূপ পুরুষ যতই বলবান্ অস্ত্রজ্ঞ ও শূর হউক না কেন, কাল উপস্থিত হইলে তাহাকে অবসন্ন হইতে হয়। মহারাজ! সে যাহা হউক, আপনি গুরু আমি আপনার হিত-কামনায় যে সমস্ত বলিয়াছি, যদি তজ্জন্য আমার অপরাধ হইয়া থাকে, তাহা ক্ষমা করিবেন। আমি গমন করিতেছি, আপনি আমাকে বিদায় দিয়া সুখী হউন এবং রাক্ষসগণের সহিত এই লঙ্কাপুরী ও আপনাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন।'

'আমি মঙ্গল-কামনায় আপনাকে নিবারণ করিতেছিলাম, কিন্তু আপনি তাহা গ্রহণ করিলেন না। মহারাজ! আয়ুঃ শেষ হইলে লোকে যখন কাল-বশীভূত হয়, তৎকালে সুহৃদ্গণ-সমীরিত হিত বাক্য সকল কোনরূপেই গ্রহণ করে না। রাক্ষসনাথ! আপনারও সেই দশা উপস্থিত হইয়াছে; নচেৎ, মাদৃশ সুহৃদ্-বাক্যে এরূপ অনাদর প্রকাশ করিবার কারণ কি?'

ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

বিভীষণ রাক্ষসরাজ রাবণকে পূর্ব্বোক্তরূপ পরুষ-বাক্য সকল কহিয়া, যে স্থানে রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন, মুহূর্ত্তকাল-মধ্যে তথায় উপস্থিত হইলেন। বানর-যূথপতিগণ ভূমিতল হইতে সেই গগণস্থিত তেজঃ-প্রদীপ্ত সুমেরু-শিখর-সদৃশ বিভীষণকে দেখিতে পাইল। বুদ্ধিমান্ বানর-রাজ সুগ্রীব এবং অপর বানরগণ বর্ম্ম ও অস্ত্রধারী উত্তম-ভূষণ-ভূষিত পরাক্রমশালী চারিজন অনুচরের সহিত সেই মেঘ ও পর্ব্বত-সদৃশ, বজ্রের ন্যায় প্রদীপ্তাঙ্গ, দিব্যাস্ত্রধারী, দিব্য-ভূষণ-ভূষিত দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসকে দর্শন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। অনন্তর, সুগ্রীব মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া, হনুমান্-প্রভৃতি বানরগণকে বলিলেন। 'ঐ দেখ, আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে এই সর্ব্বাস্ত্রধারী রাক্ষস আমাদিগকে বিনষ্ট করিবার নিমিত্তই অপর চারিজন রাক্ষসের সহিত এস্থানে আসিয়াছে।' বানর-যূথপতিগণ সুগ্রীবের বাক্য শ্রবণ করিয়া শাল-বৃক্ষ এবং বৃহৎ প্রস্তর-খণ্ড সকল উত্তোলন করত এই কথা বলিল। 'মহারাজ! আপনি শীঘ্রই এই দুরাত্মাদিগকে বধ করিবার নিমিত্ত আমাদিগকে আদেশ করুন; আমরা অবিলম্বেই ইহাদিগকে বিনাশ করিয়া ধরণীতলে নিপাতিত করি।'

বানরগণ পরস্পর এইরূপ বলিলে, বিভীষণ সমুদ্রের উত্তর তীরে উত্তীর্ণ হইয়া, ক্ষণকাল বিশ্রাম করত স্বস্থ হইলেন। তদনন্তর, সেই দীর্ঘদর্শী সুগ্রীব এবং অপর বানরগণকে সম্বোধন করত সমুচিত গম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন। 'রাক্ষসগণের অধীশ্বর রাবণ নামক দুর্ব্বৃত্ত রাক্ষস আছে,

আমি তাহার অনুজ ভ্রাতা, আমার নাম বিভীষণ। সেই দুরাত্মাই জটায়ুকে নিহত করিয়া জনস্থান হইতে জনক-নন্দিনীকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। জানকী ক্রূর-স্বভাব রাক্ষসীগণ-কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া, তদীয় অধিকার মধ্যে দীনভাবে বাস করিতেছেন। আমি "রামচন্দ্রকে সীতা প্রতিপ্রদান করুন" ইত্যাদি বহুবিধ নীতি-সঙ্গত বাক্যে রাবণকে বারম্বার অনুরোধ করিয়াছিলাম; কিন্তু, মুমূর্ষু ব্যক্তি যেরূপ ঔষধ সেবন করে না, তদ্রূপ তাহার মৃত্যুকাল সন্নিকট হওয়ায়, সে মদীরিত হিতবাক্য সকল গ্রহণ করিল না, বরং বহুবিধ পরুষ-বাক্য-দ্বারা দাসের ন্যায় আমার অবমাননা করিল'।

'আমি তৎকর্ত্তৃক অবমানিত হইয়া স্ত্রী-পুত্রাদি সমুদয় পরিত্যাগ করত রামচন্দ্রের শরণাগত হইয়াছি। সে যাহা হউক, তোমরা শীঘ্রই সেই সর্ব্বলোক-শরণ্য মহাত্মা রাম-চন্দ্রের নিকট আমার আগমন বার্ত্তা নিবেদন কর'। লঘু-বিক্রম বানর-রাজ সুগ্রীব বিভীষণের বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণের সম্মুখেই রামচন্দ্রকে সক্রোধে এই কথা বলিলেন। 'মহারাজ! কয়েকজন শত্রু সৈন্য অনুপলক্ষিতভাবে আমা-দের সেনা-সন্নিবেশ-মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, বোধ হয় উলূক যেরূপ অবসর প্রাপ্ত হইলে বায়সগণকে নষ্ট করে, তদ্রূপ ইহারাও অবসর পাইলেই আমাদিগকে নিহত করিবে। হে শত্রুতাপন! যাহাতে বানরগণের মঙ্গল হয়, আপনি এই রূপ কার্য্যাকার্য্য বিচার, সেনা-সন্নিবেশ, তাহাদের শিক্ষা-বিধান ও শত্রুগণের বল বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত চর

নিযুক্ত করুন; তাহা হইলেই আপনার মঙ্গল হইবে। এই কামরূপী শূর রাক্ষসগণ সকলেই অনুপলক্ষিতভাবে আকাশ-পথে আগমন করিয়াছে। মহারাজ! ইহাদিগকে বিশ্বাস করা উচিত নহে, কারণ ইহারা কপট উপায় দ্বারা উৎকট অনিষ্ট করিতে পারে। বোধ হয়, রাক্ষসেন্দ্র রাবণের চর এই সমাগত বুদ্ধিমান্ রাক্ষস, আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পরস্পর ভেদ-সাধন করিবে অথবা আপাতত বিশ্বস্তভাবে সৈন্য-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কালক্রমে অবসর প্রাপ্ত হইলে, স্বয়ংই আমাদিগকে বিনাশ করিয়া ফেলিবে। যদি বলেন এই সমাগত রাক্ষস যেই হউক, সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেই আমার বল-বৃদ্ধি হইবে, কিন্তু তাহা নীতি-বিরুদ্ধ; কারণ, পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, যুদ্ধের সময় "স্বকীয় মিত্র-প্রেরিত ও কার্য্যকালে ভৃতি-দ্বারা সংগৃহীত এই ত্রিবিধ বল গ্রহণ করিবে, কিন্তু শত্রু-সৈন্যকে কখনই গ্রহণ করিবে না"। হে প্রভো! এ ত সহজেই রাক্ষস, বিশেষত আপনার শত্রু রাবণের ভ্রাতা এবং শত্রুপক্ষ হইতেই আগমন করিয়াছে, সুতরাং কি প্রকারে ইহাকে বিশ্বাস করা যাইতে পারে? রাক্ষসেন্দ্রের অনুজ-ভ্রাতা এই বিভীষণ অপর চারিজন রাক্ষসের সহিত আপনার শরণাগত হইয়াছে, কিন্তু, আপনি নিশ্চয়ই জানিবেন রাবণই বিভীষণকে পাঠাইয়াছে। হে ক্ষমাশীল! সে যাহা হউক, আমার মতে ইহাকে নিগ্রহ করাই কর্ত্তব্য। এই কুটিলবুদ্ধি মায়াবী প্রথমত বিশ্বস্তভাবে অবস্থান করিয়া সময়ানুসারে আপনাকে প্রহার করিবার নিমিত্তই রাবণ-কর্ত্তৃক সন্দিষ্ট হইয়া

এস্থানে আসিয়াছে। মহারাজ! এই বিভীষণ নৃশংস রাবণের ভ্রাতা, অতএব শীঘ্র তীক্ষ্ণ দণ্ড বিধান করিয়া সচিবগণের সহিত ইহাকে বিনাশ করুন’। বাক্য-বিশারদ সেনাপতি সুগ্রীব ক্রোধভরে বাক্য-কুশল রামকে এই কথা বলিয়া মৌন অবলম্বন করিলেন।

মহাবল রাম সুগ্রীবের বাক্য শ্রবণ করিয়া সমীপস্থিত হনুমান্-প্রভৃতি বানরগণকে এই কথা বলিলেন। ‘বানর-রাজ সুগ্রীব রাবণানুজ বিভীষণের বিষয়ে যে যুক্তিযুক্ত বাক্য-সকল বলিলেন, বোধ হয় তোমরা সকলেই তাহা শ্রবণ করিয়াছ। সুহৃদের কার্য্যাকার্য্য-সন্দেহ উপস্থিত হইলে অখণ্ড মঙ্গলাভিলাষী বুদ্ধিমান্ ও বিচার-সমর্থ মিত্রের এতাদৃশ উপদেশ প্রদান করাই কর্ত্তব্য; অতএব তোমরা এবিষয়ে আপন আপন মত প্রকাশ কর’। অনলস বানরগণ রাঘব-কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া, তাঁহার প্রিয়-কামনায় বিনীতভাবে বলিতে লাগিল। ‘হে রঘু-নন্দন রাম! ত্রিলোক মধ্যে কিছুই আপনার অবিদিত নাই, তথাপি সুহৃদ্ভাবে আমাদিগকে যে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ইহাতেই আত্মাকে চরিতার্থ বোধ করিতেছি। মহারাজ! আপনি সত্যব্রত শূর ধার্ম্মিক দৃঢ়-বিক্রম স্মৃতিমান্ কার্য্যা-কার্য্য-বিচারক এবং সুহৃদ্গণের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া থাকেন; সেই জন্য আপনার কার্য্য-সমর্থ দীর্ঘদর্শী সচিবগণ একে একে আপনার মত প্রকাশ করুন’।

অনন্তর, বানর-যুবরাজ বুদ্ধিমান্ অঙ্গদ বিভীষণের চরিত্র পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত রামচন্দ্রকে বলিতে লাগিলেন।

'মহারাজ! বিভীষণ শত্রুর নিকট হইতে আসিয়াছে, সুতরাং শঙ্কনীয়, অতএব তাহাকে সহসা বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে; কারণ ক্রূর-স্বভাব রাক্ষসগণ সচরাচর আত্ম-ভাব গোপন করত অবসর পাইলে এরূপ প্রহার করে যে, সেই অনর্থ অতীব ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে। প্রথমত হিতাহিত বিবেচনা করিয়া বল-সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য, যাহাদের অধিক গুণ আছে, তাহাদিগকেই সংগ্রহ করিবে এবং দোষভাগ অধিক হইলে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে। মহারাজ! আমি সেই জন্য বলিতেছি, যদ্যপি আপনি সমাগত বিভীষণাদিতে অধিক দোষ দেখিতে পান, তবে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করুন অথবা বিশেষ গুণশালী হয় নিঃশঙ্ক-চিত্তে সংগ্রহ করুন'।

অনন্তর, শরভ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া এই যুক্তিযুক্ত বাক্য বলিল। 'হে নর-শার্দ্দূল! ইহাদের চরিত্র-পরীক্ষার নিমিত্ত শীঘ্র একজন দূত প্রেরণ করুন; তদনন্তর চারমুখে অবগত হইয়া যথাবিধি পরীক্ষা করত সংগ্রহ করিবেন'। তদনন্তর মন্ত্রণা-নিপুণ জাম্ববান্ যথাশাস্ত্র বিচার করত এই সগুণ অথচ দোষ-রহিত-বাক্য বলিলেন। 'রাজন্! বিভীষণ রাক্ষসরাজকে সঙ্কটে পতিত দেখিয়াও যখন অযথাকালে তাঁহার অধিকার হইতে আমাদের অধিকারে আসিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, আপনার সহিত বদ্ধবৈর রাক্ষসেন্দ্র রাবণই ইহাকে প্রেরণ করিয়াছে, সুতরাং ইহা হইতে অনিষ্ট হইবার সম্পূর্ণ আশঙ্কা আছে; অতএব ইহাকে ত্যাগ করাই বিধেয়'। নয়ানয়-পণ্ডিত বাক্য-কুশল

মৈন্দ বিবেচনা করিয়া এই হেতু-যুক্ত বাক্য বলিলেন।
' মহারাজ! রাবণের অনুজ ভ্রাতা এই বিভীষণকে প্রথমত
চারমুখে সমুদয় বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিয়া ইহার মনোগত
ভাব অবগত হউন। হে নর-শার্দ্দূল! তৎপরে ভাল মন্দ
বিবেচনা করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় করিবেন '।

অনন্তর, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ সচিব-শ্রেষ্ঠ হনুমান্ এই অর্থ-সঙ্গত
মিতাক্ষর মধুরসন্দর্ভ ও শ্রবণ-সুখকর বাক্য সকল বলিতে
লাগিলেন। ' হে বাগ্মি-প্রবর! আপনি অসীম ধীশক্তি-
সম্পন্ন এবং শাস্ত্র সকলের অর্থ-তত্ত্ব নিরূপণ-সমর্থ; আমার
বোধ হয়, যদি সুরসচিব বৃহস্পতিও মন্ত্রণাদাতা হয়েন,
তথাপি কেহই আপনাকে অভিভূত করিতে সমর্থ হইবে
না। রাজন্! আমি তর্ক-কুশল মন্ত্রিপদবাচ্য ও অতিশয়
বুদ্ধিমান্ বলিয়া অথবা ইচ্ছা-পূর্ব্বক এরূপ বলিতে প্রবৃত্ত
হই নাই, কিন্তু এই গুরুতর কার্য্য উপস্থিত হওয়ায় আপনি
সম্মান-পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, সেই জন্যই বলিতেছি।
মহারাজ! আপনার অঙ্গদাদি সচিবগণ বিভীষণের দোষ-
গুণ পরীক্ষার বিষয়ে যাহা বলিলেন, তাহাতে অনেক দোষ
আছে, বিশেষত এসময় তাহার চরিত্রাদি পরীক্ষা-কার্য্য
সমাধান হইয়া উঠিবে না। বিভীষণকে এস্থানে আনয়ন
করিয়া তদ্বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসাদিরূপ নিয়োগ ব্যতিরেকে তাহার
আন্তরিক ভাব ও বলবীর্য্যাদির বিষয় কিছুই জানা যাইতেছে
না, কিন্তু সহসা রাজ-সমীপে আনয়ন করাও অনুচিত।
আপনার সচিবগণ চার-প্রেরণের বিষয় যাহা বলিয়াছেন,
কোন প্রয়োজন না থাকায় আমি তাহারও আবশ্যক দেখি-

তেছি না। আর জাম্ববান্ ‘বিভীষণ রাক্ষস-রাজকে শঙ্কটে পতিত দেখিয়াও যখন অযথাকালে তাঁহার অধিকার হইতে আমাদের অধিকারে আসিয়াছে’ ইত্যাদি বলিয়াছেন; কিন্তু বিভীষণ অযথাকালে রাবণকে পরিত্যাগ করিয়া যে জন্য আমাদের অধিকারে আসিয়াছে, আমি তদ্বিষয়ে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি, স্থির-চিত্তে শ্রবণ করুন। বিভীষণ রাবণের অশেষ দোষ দৌরাত্ম্য এবং আপনাকে তাহা হইতে সৎপুরুষ গুণবান্ ও সমধিক-বিক্রম-সম্পন্ন দর্শন করিয়া যে, আপনার নিকট আসিয়াছে, ইহাতে তাহার সমধিক বুদ্ধিমানেরই কার্য্য করা হইয়াছে। অজ্ঞাত-কুলশীল চর-দ্বারা বিভীষণকে তদীয় বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিবার বিষয়ে মৈন্দ যাহা বলিয়াছেন, আমি তদ্বিষয়েও বিচার করিয়া যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছি, শ্রবণ করুন।’

‘মহারাজ! বিভীষণ বুদ্ধিমান্, অতএব অজ্ঞাত-কুলশীল কোন পুরুষ সহসা তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহার মনে আশঙ্কা উপস্থিত হইবে; সুতরাং যে সুখ-লাভ-লালসায় আপনার সহিত মিত্রতা করিতে আসিয়াছে, তাহাও দূষিত হইবে। রাজন্! শত্রুর মনোগত ভাব সহসা অবগত হওয়া দুষ্কর, অতএব কিছুদিন বিভীষণের ব্যবহার দর্শন এবং কাকুক্তি ও বাগ্‌ভঙ্গী শ্রবণ করিলেই তাহার অভিপ্রায় অবগত হইতে পারিবেন। সে যাহা হউক, আমি যতদূর পরীক্ষা করিয়াছি, তাহাতে বিভীষণের বাক্যাদিতে কোন অসদভিপ্রায় জানিতে পারি নাই এবং তাহার মুখেও অপ্রসন্নতার কোন চিহ্ন লক্ষিত হয় নাই;

সুতরাং তাহার চরিত্রের প্রতিও আমার কোন সন্দেহ নাই। মহারাজ! বিভীষণ শঠ-স্বভাব হইলে কখনই শঙ্কা-রহিত হইয়া সুস্থ-চিত্তে আপনার নিকট আগমন করিত না। অপিচ তাহার বাক্যেও কোন দোষ দেখিতে পাই নাই, সুতরাং তাহার প্রতি আমার কোন সন্দেহ হইতেছে না। মনোগত ভাব গোপন করিতে যতই চেষ্টা করুক না কেন, তাহা কোনরূপেই অপ্রকাশিত থাকে না; কারণ অন্তর্ভাব শঠতা-পূর্ণই হউক অথবা ভালই হউক, সহসা প্রকাশ হইয়া পড়ে। হে কার্য্যজ্ঞ! দেশকালের বিষয় বিবেচনা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, তাহা পরিণামে অবশ্যই সফল হয়, সুতরাং বিভীষণ আপনাকে রাবণ-বধে উদ্যোগী, রাবণকে বল-গর্ব্বিত ও পাপরত, বালিকে নিহত এবং সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যা-রাজ্যে অভিষেচিত দেখিয়া, যদ্রূপ বালিকে নিহত করিয়া সুগ্রীবকে রাজ্য প্রদান করিয়াছেন, তদ্রূপ রাবণকে বিনাশ করিয়া তাহাকেই রাজ্য প্রদান করিবেন, এই প্রত্যাশাতেই আপনার শরণাগত হইয়াছে; অতএব তাহাকে সাদরে গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য ’।

‘ হে বুদ্ধিমন্! আমি বিভীষণের চরিত্রের সরলতা-বিষয়ে শক্ত্যনুসারে যাহা বলিলাম, সমস্তই শ্রবণ করিলেন, অতঃপর যাহা কর্ত্তব্য হয়, বিধান করুন ’।

সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অনন্তর, সর্ব্বশাস্ত্রসুপণ্ডিত অজেয় রাম, যত্নশীল বায়ুনন্দন হনুমানের বাক্য শ্রবণে অতিশয় প্রীতি লাভ করত

এইরূপ প্রত্যুত্তর করিলেন। ‘তোমরা আমার হিত-সাধনে যত্নবান্ হইয়াছ, অতএব বিভীষণের বিষয়ে আমার যাহা বক্তব্য আছে, তাহা তোমাদের নিকট বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। যখন বিভীষণ মিত্রতা করিবার নিমিত্ত আমার শরণাগত হইয়াছে, তখন তাহার অশেষ দোষ থাকিলেও আমি তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না; অধিকন্তু এই রূপ আচরণ করিলে সাধুগণের নিকটেও নিন্দনীয় হইব না।’ অনন্তর, বানর-রাজ সুগ্রীব রাঘবের বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে বহুবিধ তর্ক ও পরামর্শ করত পুনর্ব্বার বিভীষণ-চরিত্রের দোষ-বিষয়ক এই শুভ-জনক বাক্য বলিলেন। ‘এই নিশাচর দুশ্চরিত্রই হউক আর সচ্চরিত্রই হউক, যখন ভ্রাতাকে এতাদৃশ ব্যসনে পতিত দেখিয়াও পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, তখন বিপদে পতিত দেখিয়া বিভীষণ যাহাকে পরিত্যাগ না করিবে, আমি কাহাকেই তাহার এরূপ অন্তরঙ্গ দেখিতে পাই না। মহারাজ! বিভীষণ আপাতত আপনার শরণাগত হইতেছে, কিন্তু কোন বিপদে পতিত দেখিলেই তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিবে।’

তদনন্তর, সত্য-পরাক্রম কাকুৎস্থ রাম বানর-রাজ সুগ্রীবের বাক্য শ্রবণ করিয়া, বানরগণের প্রতি দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করত ঈষৎ হাস্য করিয়া পুণ্যলক্ষণ লক্ষ্মণকে বলিলেন। ‘লক্ষ্মণ! বানর-রাজ যাহা বলিলেন, বহুকাল বৃদ্ধগণের উপাসনা করিয়া শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন না করিলে কেহই এরূপ বলিতে সমর্থ হয় না। সুগ্রীব বিভীষণের ভ্রাতৃ-

পরিত্যাগরূপ যে দোষ কীর্ত্তন করিলেন, তদ্বিষয়েও সর্ব্বভূপ-সাধারণ প্রত্যক্ষ সর্ব্বলোক-প্রসিদ্ধ এবং পূর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্মতর আরও কিছু বক্তব্য আছে। পণ্ডিতগণ জ্ঞাতি এবং নিকটবর্ত্তী অপর রাজাকেই রাজার শত্রু বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, কারণ বিপদ্ উপস্থিত হইলে, অবসর প্রাপ্ত হইয়া তাহারাই বিনাশ-সাধনের চেষ্টা করে। লক্ষ্মণ! রাবণের ভ্রাতা বিভীষণও রাক্ষসরাজকে বিপদে পতিত দেখিয়া তাঁহার বিনাশ সাধনের নিমিত্তই আমার নিকটে আসিয়াছে। জ্ঞাতি যতই নিষ্পাপ হউক না কেন, সতত আত্মহিত-সাধনেরই চেষ্টা করে, সুতরাং ইহারা হিতৈষী হইলেও নৃপতির সম্পূর্ণ আশঙ্কার স্থল। অতএব বিভীষণ রাবণ হইতে অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া যে আমার নিকট আসিয়াছে, আমি ইহাতে তাহার কোন দোষ দেখিতে পাই না। অপিচ, তোমরা শত্রুবল-সংগ্রহের যে দোষ উল্লেখ করিয়াছ, আমি তদ্বিষয়েও এই নীতিশাস্ত্র-সঙ্গত উত্তর করিতেছি শ্রবণ কর। আমরা বিভীষণের জ্ঞাতি নহি, সুতরাং সে আমাদিগকে বিনষ্ট করিয়া মদীয় রাজ্য অধিকার করিবার বাসনায় এস্থানে আইসে নাই; কিন্তু ভ্রাতার বিনাশসাধন করিয়া তদীয় রাজ্যলাভ প্রত্যাশাতেই আমার শরণাগত হইয়াছে। আমার বোধ হয়, বিভীষণ কার্য্যাকার্য্য বিচার-সমর্থ, অতএব তাহাকে গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে, ভ্রাতৃগণ পরস্পর মিলিত হইয়া অব্যাকুল-চিত্তে সন্তুষ্ট-মানসে বাস করে; কিন্তু, কালক্রমে সকলেরই রাজ্য-লাভ-লালসা বলবতী হইলে, পরস্পরের

ভেদ উপস্থিত হয়। তদনন্তর, জ্ঞাতিগণের যেরূপ চির-প্রচলিত রীতি আছে, তদনুসারে যুদ্ধ-কোলাহল ও পরস্পর হইতে পরস্পরের ভয় উপস্থিত হয়; সুতরাং বোধ হয়, বিভীষণ এতাবৎকাল রাবণের সহিত সৌভ্রাত্রে বাস করিতেছিল, অধুনা কোন কারণ-বশত শত্রুতা উপস্থিত হওয়ায়, তাহার বিনাশ-সাধন করিয়া তদীয় রাজ্যলাভের প্রত্যাশাতেই আমার শরণাগত হইয়াছে, অতএব তাহাকে গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। বৎস! তোমার এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে, ভরত রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াও কি জন্য তাহা গ্রহণ করিলেন না, কিন্তু লক্ষ্মণ! পৃথিবীতে ভরতের ন্যায় লোভ-রহিত ভ্রাতা, আমার ন্যায় পিতৃ-বাক্য প্রতিপালক পুত্র এবং তোমার ন্যায় সর্ব্বপ্রযত্নে সকল প্রকার সুখ বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক মিত্র-কার্য্য-সাধক সুহৃৎ অতীব দুর্লভ"।

রাম লক্ষ্মণকে এই কথা বলিলে, বুদ্ধিমান্ সুগ্রীব দণ্ডায়মান হইয়া প্রণতি-পুরঃসর এই কথা বলিলেন। 'হে ক্ষমাশীল! বোধ হয়, রাবণই এই রাক্ষসকে প্রেরণ করিয়াছে, অতএব আমার মতে তাহাকে নিগ্রহ করাই শ্রেয়ঃ। হে অনঘ! এই কুটিল-বুদ্ধি রাক্ষস রাবণ-কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া, আপনকার আমার অথবা লক্ষ্মণের বিনাশ-সাধন করিবার নিমিত্তই এস্থানে আসিয়াছে, অতএব নৃশংস রাবণের ভ্রাতা এই বিভীষণকে সচিবগণের সহিত বিনাশ করাই কর্ত্তব্য"। বক্তৃবর সেনাপতি সুগ্রীব বাক্য-বিশারদ রঘু-নন্দন রামকে এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

রাম সুগ্রীবের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, ক্ষণকাল চিন্তা

করত বানর-রাজকে এই কথা বলিলেন। 'সুগ্রীব! এই রাক্ষস বিভীষণ দুষ্টই হউক, আর সচ্চরিত্রই হউক, আমার অণুমাত্র অনিষ্ট করিতে সমর্থ হইবে না। কপীশ্বর! সামান্য বিভীষণের কথা দূরে থাকুক, আমি ইচ্ছা করিলে, ক্ষণকাল-মধ্যেই পৃথিবীস্থ তাবৎ পিশাচ দানব যক্ষ ও রাক্ষসগণকে অঙ্গুলির অগ্রভাগ-দ্বারাই নিহত করিতে পারি। অপিচ, তোমরা শক্রসৈন্য সংগ্রহবিষয়ে যে দোষ কীর্ত্তন করিয়াছ, তদ্বিষয়ে আমি পূর্ব্বে যে একটি ইতিহাস শ্রবণ করিয়াছি, তাহা তোমাদিগের নিকট বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। কোন সময়ে একজন ব্যাধ আপন স্ত্রীকে হত্যা করত গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া কপোতের আবাসভূত এক বৃক্ষের নিম্নভাগে উপস্থিত হইল। কপোত স্বাশ্রয়াগত শক্রকে শীতার্ত্ত দর্শন করিয়া অগ্নি আনয়ন-পূর্ব্বক শীত নিবারণ করত সাধ্যানুসারে তাহার সেবা করিল এবং তদনন্তর স্বীয় মাংস-দ্বারা ক্ষুধা নিবারণ করিতেও অনুরোধ করিল। হে বানর-শ্রেষ্ঠ সুগ্রীব! যখন তির্য্যগ্জাতি হইয়াও ভার্য্যা-হন্তা শরণাগত শক্রর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন না করিয়া বরং যথাবিধি সৎকারই করিয়াছে, তখন আমি ক্ষত্রিয় হইয়া কি প্রকারে শরণাগত শক্রর প্রতি অনাদর প্রকাশ করিব? অপিচ, হে শক্রতাপন সুগ্রীব! এতদ্বিষয়ে মহর্ষি কণ্বের পুত্র সত্যবাদী মহর্ষি কণ্ডু যে কয়েকটি ধর্ম্ম-সঙ্গত গাথা গান করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। "শরণাগত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দীনভাবে আশ্রয় প্রার্থনা করিলে, আশ্রিতরক্ষণ-রূপ ধর্ম্ম প্রতিপালনের অনুরোধে তাদৃশ শক্রকেও বিনাশ

করিবে না। শত্রু আর্ত্তই হউক, অথবা দৃপ্তই হউক, কাতর-ভাবে শত্রুর শরণাগত হইলে প্রাণপর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিয়াও তাহাকে রক্ষা করা উচিত; তাহা হইলেই প্রকৃত ধার্ম্মি-কের কার্য্য করা হয়। কিন্তু যদি ভয় মোহ অথবা স্বেচ্ছা-পূর্ব্বকই হউক, শক্ত্যানুসারে যথাবিধি রক্ষা না করে, তাহা হইলে পাপগ্রস্ত এবং জন-সমাজেও নিন্দা-ভাজন হইতে হয়। এইরূপ আশ্রিত ব্যক্তিকে রক্ষা না করিলে, যদ্যপি সে কোনরূপে বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই নিহত ব্যক্তি তদীয় সুকৃতের ফলভাগী হইয়া স্বর্গে গমন করে”। সুগ্রীব! শরণাগত ব্যক্তিকে রক্ষা না করিলে, আপাতত বীর্য্য-বিহানের ন্যায় দুর্যশোভাগী এবং পরত্র স্বর্গভ্রষ্ট হইতে হয়। অতএব আমি সেই মহর্ষি কণ্ডুর ধর্ম্ম-সঙ্গত যশোবর্দ্ধন ও স্বর্গ-প্রাপক সদুপদেশ বাক্য সকল যথাবৎ প্রতিপালন করিব; তাহা হইলে বিশেষ ফলোদয় হইবে। অপিচ, একবারমাত্র “ আমি আপনার শরণাগত হইলাম ” এই কথা বলিয়া আমার আশ্রয় প্রার্থনা করিলে, সে যেই হউক না কেন, আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে অভয় প্রদান করিব; সুগ্রীব! এই আমার প্রধান সঙ্কল্প। হে বানর-শ্রেষ্ঠ সুগ্রীব! এ ব্যক্তি বিভীষণ অথবা যদ্যপি স্বয়ং রাবণই হয়, তথাপি আমি অভয় প্রদান করিতেছি; তুমি শীঘ্র তাহাকে আমার নিকট আনয়ন কর’।

অনন্তর, বানর রাজ সুগ্রীব কাকুৎস্থ রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া সৌহার্দ্দভাবে পরিপূরিত হইয়া এইরূপ প্রত্যুত্তর করিলেন। ‘হে ধর্ম্মজ্ঞ! আপনি বীর্য্যবান্ ও রাজ-সমূহের

শিরোমণি-স্বরূপ, সুতরাং সাধু-সেবিত পথ অবলম্বন করিয়া যে, এরূপ কল্যাণ-জনক আদেশ প্রদান করিবেন, তাহাতে বিচিত্র কি? পরমচতুর হনুমান্ ভাব, রূপ ও অনুমান-দ্বারা বিভীষণের চরিত্র পরীক্ষা করায়, বিশেষত আপনার বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার অন্তরাত্মাও এক্ষণ বিভীষণকে বিশুদ্ধ-স্বভাব বলিয়া বোধ করিতেছে। অতএব হে রঘু-নন্দন! মহাপ্রাজ্ঞ বিভীষণ আমাদের তুল্য হউক এবং আমাদিগের সহিত তাহার মিত্রতা সংস্থাপিত হউক"।

তদনন্তর, নরেন্দ্র রাম সুগ্রীব-সমীরিত বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবেন্দ্র যেরূপ পক্ষিরাজ গরুড়ের সহিত সঙ্গত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ রাক্ষস-রাজ বিভীষণের সহিত সঙ্গত হইলেন।

অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

রঘু-নন্দন রাম এইরূপে অভয় প্রদান করিলে, রাবণ-কনিষ্ঠ মহাপ্রাজ্ঞ বিভীষণ ভক্তিভাবে তাঁহাকে প্রণাম করত অবরোহণ করিবার বাসনায় পৃথিবীতে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিলেন এবং হৃষ্টান্তঃকরণে সচিবগণের সহিত আকাশ-মার্গ হইতে ভূমিতলে অবরোহণ করত রামের সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর, অপর রাক্ষস-চতুষ্টয়ের সহিত তাঁহার চরণতলে নিপতিত হইয়া ধর্ম্ম ও যুক্তি-সঙ্গত এবং আপাতত প্রীতিকর, এই বাক্য বলিলেন। 'আমি রাবণের অনুজ সহোদর, তৎকর্ত্তৃক অবমানিত হইয়া, লঙ্কা মিত্র ও ধনাদি সমস্ত পরিত্যাগ করত আপনাকে সর্ব্বভূতের

শরণ্য দর্শন করিয়া শরণাগত হইলাম। সম্প্রতি আমার জীবিত সুখ ও রাজ্যলাভ সমস্তই আপনার অধীন"।

রাম বিভীষণের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রসন্ন-লোচনে অবলোকন এবং মধুর-বাক্যে সান্ত্বনা করত তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। 'বিভীষণ! তুমি রাক্ষসগণের বলাবল সমস্ত আমার নিকট প্রকৃতরূপে বর্ণন কর"। অক্লিষ্টকর্ম্মা রাম এই কথা বলিলে, রাক্ষস বিভীষণ রাবণের বল-বিস্তার বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন। 'হে রাজ-নন্দন! ব্রহ্মার বরদান-প্রভাবে দশানন গন্ধর্ব্ব উরগ এবং পক্ষী প্রভৃতি সকল ভূতেরই অবধ্য। রাবণের কনিষ্ঠ বীর্য্যবান্ মহাতেজস্বী ও যুদ্ধে দেবরাজের প্রতিবল কুম্ভকর্ণ নামক আমার আর এক জ্যেষ্ঠ সহোদর আছেন। হে রঘু-নন্দন! কৈলাস-পর্ব্বতে মাণিভদ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া যে তাঁহাকেও পরাজিত করিয়াছিল, সেই প্রহস্ত রাবণের সেনাপতি; বোধ হয়, আপনি তাহার নাম শুনিয়া থাকিবেন। গোধারূপ অঙ্গুলিত্রাণধারী ইন্দ্রজিৎ কবচ-বিহীন হইয়াও ধনুর্ব্বাণ-হস্তে রণভূমিতে অবস্থান করে এবং ইচ্ছামত অদৃশ্যও হইতে পারে। হে রাঘব! ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞ-দ্বারা হুতাশনের তৃপ্তি সাধন করত সুমহৎ ব্যূহ-বিশিষ্ট রণ-ভূমি হইতে অন্তর্হিত হইয়া অন্তরীক্ষ হইতে শত্রুগণকে অদৃশ্যভাবে আঘাত করিয়া থাকে। যুদ্ধে যাহারা লোকপালগণের ন্যায় বিক্রম প্রকাশ করিয়া থাকে, সেই মহোদর, মহাপার্শ্ব ও অকম্পনপ্রভৃতি রাক্ষসগণ তাঁহার সেনাপতি। মহারাজ! রাক্ষসরাজ রাবণ কামরূপী মাংস-শোণিতাশী লঙ্কানিবাসী দশ

সহস্র-কোটি রাক্ষস-সেনায় পরিবৃত হইয়া লোকপালগণের সহিত যুদ্ধ করত দেবগণের সহিত তাহাদের সকলকে পরাজিত করিয়াছে।’

রঘু-সত্তম রাম বিভীষণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, মনে মনে সমস্ত পর্য্যালোচনা করত এই কথা বলিলেন। ‘বিভীষণ! তুমি রাবণের বলবীর্য্যাদির বিষয় যাহা বলিলে, সমস্তই সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে। সে যাহা হউক, তুমি নিশ্চয় জানিবে, আমি প্রহস্ত ও ইন্দ্রজিতের সহিত রাবণকে বিনাশ করিয়া তোমাকে লঙ্কা-রাজ্য প্রদান করিব। রাবণ যদ্যপি রসাতল পাতাল অথবা পিতামহ-নিকেতনেও প্রবেশ করে, তথাপি জীবিত-অবস্থায় আমার নিকট হইতে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। আমি লক্ষ্মণাদি ভ্রাতৃ-ত্রয়ের শপথ করিয়া বলিতেছি, পুত্র ও অপর বান্ধবগণের সহিত রাবণকে বিনাশ না করিয়া, অযোধ্যায় প্রবেশ করিব না।’

অনন্তর, ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ অক্লিষ্ট-কর্ম্মা রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া, বিনম্র-মস্তকে তাঁহার চরণ-দ্বয় বন্দন-পূর্ব্বক পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিলেন। ‘আমি সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, রাক্ষসগণের বধ ও লঙ্কার প্রধর্ষণ বিষয়ে সাধ্যানুসারে আপনার সাহায্য করিব।’ বিভীষণ এই কথা বলিলে, রাম প্রীতি লাভ করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করত লক্ষ্মণকে বলিলেন। ‘হে মানদ! আমি বিভীষণের চরিত্র দর্শনে পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি, অতএব তুমি শীঘ্র

সমুদ্র হইতে জল আনয়ন করিয়া এই মহাপ্রাজ্ঞ বিভীষণকে রাক্ষস-রাজ্যে অভিষেচন কর।'

রাম এইরূপ আদেশ করিলে, সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ তদনুসারে বানর-যূথপতিগণের মধ্যে বিভীষণকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। বানরগণ বিভীষণের প্রতি তাদৃশ প্রসন্নতা দর্শন করিয়া কিল-কিল-শব্দে মহাত্মা বিভীষণকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল। অনন্তর, হনুমান্ ও সুগ্রীব বিভীষণকে সম্বোধন করিয়া এই কথা বলিলেন। 'হে রাক্ষস-রাজ! আমরা কি প্রকারে এই অক্ষোভ্য বরুণালয় মহাসাগর উত্তীর্ণ হইব? যেরূপে সহজ উপায়দ্বারা এই নদ-নদীপতি বরুণালয় সত্বরে উত্তীর্ণ হইতে পারি, তাহার চেষ্টা করুন।' ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ এইরূপ উক্ত হইয়া বলিলেন;—'রঘু-নন্দন মহারাজ রাম সমুদ্রের শরণাগত হউন, তাহা হইলে এই অপ্রমেয় জলরাশি মহামতি সমুদ্র আপনার সগর-বংশ হইতে উৎপত্তিহেতু তাঁহাকে আপন জ্ঞাতি বিবেচনা করিয়া, অবশ্যই তাঁহার কার্য্য সাধন করিবেন।' অনন্তর, পণ্ডিতবর রাক্ষস বিভীষণ-কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া বানর-রাজ সুগ্রীব লক্ষ্মণের সহিত রামচন্দ্রের নিকট গমন করিলেন।

তদনন্তর, বিপুলগ্রীব সুগ্রীব রাম-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া, বিভীষণ-সমীরিত সমুদ্রোপাসনা বিষয়ক সেই শুভজনক বাক্য সকল যথাবৎ নিবেদন করিলে, সহজ-ধার্ম্মিক মহাতেজস্বী রামও তাহাতে অনুমোদন করিলেন এবং ঈষৎ হাস্য-পূর্ব্বক বিভীষণের সম্মান-বর্দ্ধনের নিমিত্ত ক্রিয়া-

দক্ষ লক্ষ্মণ ও বানর-রাজ সুগ্রীবকে এই কথা বলিলেন। 'লক্ষ্মণ! বিভীষণের এই মন্ত্রণা আমার মনোমত। সুগ্রীব! তুমি পণ্ডিত ও মন্ত্রণা-বিচক্ষণ, অতএব উভয়ে পরামর্শ করিয়া তোমাদের যাহা অভিমত হয়, প্রকাশ কর। তদনন্তর, বীরবর লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব এইরূপ উক্ত হইয়া এই উপচার-যুক্ত বাক্য বলিলেন। 'হে নর-শার্দ্দূল রঘু-নন্দন রাম! বিভীষণ যে কালোচিত সুখ-জনক বাক্য বলিয়াছেন, তাহা কি জন্য আমাদের অভিমত না হইবে? মহারাজ! এই ভয়ঙ্কর বরুণালয় সমুদ্রের উপর সেতু নির্ম্মাণ করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ অথবা অসুরগণও লঙ্কা-পুরীতে উপস্থিত হইতে সমর্থ হইবেন না। অতএব আর কালবিলম্বের আবশ্যক নাই, সত্বরে মহাত্মা বিভীষণের বাক্য-পালনে তৎপর হইয়া সাগরের শরণাগত হউন এবং যাহাতে আমরা সসৈন্যে রাবণ-পালিত লঙ্কাপুরীতে উপ-স্থিত হইতে পারি, তাহার চেষ্টা করুন।'

রামচন্দ্র এইরূপে উক্ত হইয়া বেদি-মধ্যগত হুতাশনের ন্যায় নদ-নদীপতি সমুদ্রের তীরে কুশাসন বিস্তীর্ণ করিয়া উপবেশন করিলেন।

ঊনবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

তদনন্তর, দুরাত্মা রাক্ষস-রাজ রাবণের দূত শার্দ্দূল নামক কোন বলশালী রাক্ষস তথায় আগমন করিয়া, সাগর-তীরে সন্নিবিষ্ট সুগ্রীব-পালিত সেই বানরবাহিনী দর্শন করিল এবং ব্যগ্রভাবে সত্বরে লঙ্কায় প্রতিগমন করিয়া রাক্ষস-

রাজকে এই কথা বলিল। ‘হে রাক্ষসেশ্বর! দ্বিতীয় সাগরের ন্যায় অগাধ ও অপ্রমেয় বানর-সমূহ লঙ্কার নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। উত্তমরূপ-সম্পন্ন তেজঃ-প্রদীপ্ত দশরথ-নন্দন রাম ও লক্ষ্মণ উভয় ভ্রাতাতেই সীতার পরিত্রাণে উদ্‌যুক্ত হইয়া সাগর-সন্নিকটে সেনাগণকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। মহারাজ! তদীয় সৈন্যগণ দশ-যোজন পরিমিত ভূভাগ এবং আকাশ-মণ্ডল আবৃত করিয়া অবস্থান করিতেছে; আপনি আমার বাক্য সত্য বিবেচনা করিয়া শীঘ্র তাহার তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হউন। রাজন্! শীঘ্র দূতগণকে প্রেরণ করুন, তাহারা রামের ব্যবসায়াদি পরিজ্ঞাত হইয়া আসুক। তদনন্তর, সীতাকে প্রতিপ্রদান করিয়া রামের সহিত সন্ধি অথবা বিগ্রহ যাহা কর্ত্তব্য হয় করিবেন।’

রাক্ষসেশ্বর রাবণ শার্দ্দূলের বাক্য শ্রবণ করিয়া, আপনার তৎকালোচিত কার্য্য অবধারণ করত শুক নামক একজন কার্য্যজ্ঞ রাক্ষসকে বলিলেন। ‘শুক! তুমি শীঘ্র সুগ্রীবের নিকট গমন কর এবং আমার বাক্যানুসারে, আমি যেরূপ বলিতেছি তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও অতিক্রম না করিয়া অকাতর-চিত্তে এবং মধুর অথচ পুরুষোচিত-বাক্যে সেই বানর-রাজকে এই মদুক্ত সন্দেশ-বাক্য সকল বলিয়া আইস। তাহাকে বলিবে, “হরীশ্বর! তুমি রামের সাহায্য করিলে, তদ্দ্বারা তোমার কোনরূপ সম্পদ্ বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই এবং না করিলেও কোন অনর্থ ঘটিবার আশঙ্কা নাই; বিশেষত তুমি মহারাজকুল-প্রসূত বানর-রাজ ঋক্ষরাজের পুত্র এবং স্বয়ংও অসীম বলশালী, সুতরাং আমার ভ্রাতৃসম,

অতএব রামের সহায় হইয়া আমার বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। সুগ্রীব! আমি ধীমান্ দশরথ-নন্দন রামের ভার্য্যারে হরণ করিয়া আনিয়াছি, তাহাতে তোমার ক্ষতি কি? সে যাহা হউক তুমি সম্প্রতি কিষ্কিন্ধ্যায় প্রতিগমন কর। তুমি নিশ্চয় জানিবে, তোমার বানরগণ কখনই লঙ্কা অধিকার করিতে সমর্থ হইবে না। সুগ্রীব! নর-বানরের ত কথাই নাই, দেবগণ ও গন্ধর্ব্বগণ পরস্পর মিলিত হইলেও লঙ্কায় প্রবেশ করিতে পারিবে না"।

রাক্ষস শুক রাক্ষসেন্দ্র-কর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া, পক্ষিরূপ ধারণ করত সত্বরে আকাশে উত্থিত হইল। অনন্তর, সাগরের উপরিস্থ আকাশ-মার্গে বহুদূর গমন করত আকাশস্থিত হইয়াই সুগ্রীবকে দুরাত্মা রাবণ যেরূপ আদেশ করিয়াছিল, তদনুরূপ সমস্ত বাক্য নিবেদন করিল। রাক্ষস শুক এইরূপ বলিতেছে, এমত সময় বানরগণ তাহাকে লক্ষ্য করত সত্বর আকাশে উত্থিত হইয়া কেহ বা ছেদন করিতে উদ্যত হইল এবং কেহ বা তাহার প্রাণ-বিনাশ-বাসনায় মুষ্টি প্রহার আরম্ভ করিল। বানরগণ নিশাচর শুকের এইরূপ দুরবস্থা করিয়া তাহাকে বল-পূর্ব্বক আকাশ হইতে ভূমিতলে অবতারিত করিলে, সে অতিমাত্র পীড়িত হইয়া বলিতে লাগিল;—'হে কাকুৎস্থ! দূতকে নিহত করা কর্ত্তব্য নহে, অতএব আপনি এই বানরগণকে নিবারণ করুন!! বিশেষত যে দূত শত্রু-হস্তে পতিত হইয়া, আপন পরিত্রাণের নিমিত্ত স্বামি-সন্দেশ গোপন করত কালোচিত

স্বমত-কল্পিত অনুরাগ-জনক বাক্য বলে, মহারাজ! তাদৃশ দূতই বধার্হ ”।

অনন্তর, রাম শুকের বাক্য এবং বিলাপ শ্রবণ করিয়া, বানর-যূথপতিগণকে তাহাকে বধ করিতে নিষেধ করিলেন। রাম-বাক্য শ্রবণে বানরগণ অভয় প্রদান করিলে, শুক পুনর্ব্বার অন্তরীক্ষে উত্থিত হইয়া বলিতে লাগিল। ‘ হে মহাবল পরাক্রম সত্ত্ব-সম্পন্ন সুগ্রীব! আমি প্রতিগমন করিয়া লোকরাবণ রাবণকে কি বলিব, তাহা আমাকে বলিয়া দাও ”।

বানরগণের অধিপতি মহাবল অদীন-সত্ত্ব হরীশ্বর সুগ্রীব এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া, রাক্ষস-রাজ রাবণকে বলিবার নিমিত্ত দীনভাবাপন্ন রাক্ষস-চর শুককে এই কথা বলিলেন। ‘ শুক! তুমি রাবণকে এই কথা বলিবে ;— “ রাবণ! তুমি আমার মিত্র উপকারী প্রিয় অথবা দয়ার পাত্র নহ, প্রত্যুত সপরিবারে রামের শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হওয়ায় আমারও শত্রু হইয়াছ, সুতরাং তোমাকেও বালীর ন্যায় বধ করা কর্ত্তব্য। রাক্ষসেশ্বর! আমি অচিরাৎ সুমহৎ সৈন্যের সহিত লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া পুত্র ভ্রাতৃ এবং বন্ধুবর্গের সহিত তোমাকে বিনাশ করত তোমার লঙ্কাপুরীকেও ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিব। রাবণ! যদ্যপি ইন্দ্রাদি দেবগণও তোমার রক্ষা করেন অথবা তুমি সূর্য্য-পথে গমন, পাতালে প্রবেশ কিম্বা গিরীশ-পদে আশ্রয় গ্রহণ কর, তথাপি রাঘব হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে না ; তুমি অনুজগণের সহিত নিহত হইয়াছ বলিয়াই মনে করিবে। যে তোমাকে

পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হইবে, আমি ত্রিলোক অনুসন্ধান করিয়াও পিশাচ রাক্ষস গন্ধর্ব্ব ও অসুরগণের-মধ্যে এরূপ কাহাকেও দেখিতে পাই না। তুমি জরাযুক্ত বৃদ্ধ গৃধ্রুরাজ জটায়ুকে বধ করিয়া আপনাকে বলশালি-বোধে গর্ব্বিত হইও না। তোমার বল থাকিলে, রঘু-নন্দনের অনুপস্থিতি-কালে চোরের ন্যায় জানকীরে হরণ না করিয়া, তাঁহাদের সম্মুখেই হরণ করিয়া আনিতে। রাবণ! যিনি তোমার প্রাণ হরণ করিবেন তুমি, সেই দেবগণেরও দুর্দ্ধর্ষ মহাত্মা মহাবল রঘু-শ্রেষ্ঠ রামকে জান না, সেই জন্যই এরূপ কার্য্য করিয়াছ”।

অনন্তর, কপি-সত্তম বালি-নন্দন অঙ্গদ বলিলেন ‘হে মহাপ্রাজ্ঞ! এই নিশাচর রাবণের দূত নহে, কিন্তু গুপ্তচর বলিয়া বোধ হইতেছে। এই রাক্ষস এস্থানে আসিয়া আপনার বল-ব্যূহাদি সমস্ত পরীক্ষা করিয়াছে, অতএব ইহাকে লঙ্কায় প্রতিগমন করিতে না দিয়া অবরুদ্ধ করা উচিত’। তদনন্তর, বানর-রাজ সুগ্রীব আদেশ প্রদান করিলে, বানরগণ উৎপতিত হইয়া তাহাকে গ্রহণ ও বন্ধন করিল।

প্রচণ্ড বানরগণ এইরূপ তাড়না করিতে থাকিলে, রাক্ষস শুক অতিমাত্র পীড়িত হইয়া অনাথের ন্যায় বিলাপ করত, দশরথ-নন্দন মহাত্মা রামকে বলিতে লাগিল। ‘হে রঘু-নন্দন! বানরগণ বল-পূর্ব্বক আমার পক্ষচ্ছেদন এবং চক্ষু উৎপাটন করিতে উদ্যত হইয়াছে, আপনি ইহাদিগকে নিবারণ করুন; নচেৎ ইহাতে যদ্যপি আমার জীবন নাশ

হয়, তাহা হইলে আমি জন্মগ্রহণ-সময়াবধি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত যত পাপ করিয়াছি, আপনিই তৎসমস্তের ফলভাগী হইবেন।" রাম তাহার এই বিলাপ-বাক্য শ্রবণ করিয়া, বানরগণকে আঘাত করিতে নিষেধ করত, সেই সমাগত দূতকে পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন।

বিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

অনন্তর, শত্রুসূদন রঘু-নন্দন রাম সাগরের বেলাভূমিতে কুশাসন বিস্তীর্ণ করিয়া, সমুদ্রের নিকট বর-প্রার্থনা করিবার বাসনায় কৃতাঞ্জলি-পুটে পূর্ব্বাভিমুখে উপবেশন করিলেন। তদনন্তর, অরিন্দম রাম ভুজগ ভোগ-সদৃশ, বনবাসের পূর্ব্বে সুবর্ণ ভূষণ-ভূষিত, উত্তম রমণীগণের উৎকৃষ্ট মণি কাঞ্চন কেয়ূর ও মুক্তা-নির্ম্মিত ভূষণ-ভূষিত বাহুযুগল-দ্বারা বহুবার অভিমৃষ্ট, পূর্ব্বে চন্দন ও অগুরু সুবাসিত, বালসূর্য্য-সদৃশ রক্তবর্ণ কুম্‌কুম্‌-সমূহ-শোভিত, গঙ্গাজল নিষেবিত তক্ষক শরীরের ন্যায় মহার্হ শয্যায় জনক-নন্দিনীর উত্তমাঙ্গদ্বারা পরিশোভিত, রণস্থলে শত্রুগণের চিরশোক-বর্দ্ধন, সুহৃদ্‌-গণের আনন্দবর্দ্ধন, সাগরান্ত ভূভাগের প্রতিষ্ঠাভূত, পুনঃ-পুন শরনিক্ষেপ-নিপুণ, জ্যাঘাত-বিহত-ত্বক্‌, মহাপরিঘ-সদৃশ এবং যদ্দ্বারা পূর্ব্বে অসংখ্য গো প্রদত্ত হইয়াছে, এতাদৃশ সুদীর্ঘ দক্ষিণ বাহুকে উপাধান করিয়া শয়ন করত 'অদ্য আমার মরণ অথবা সাগরতরণ এই উভয়ের যাহা হয় হইবে' এই বিবেচনা করিয়া সমুদ্রতীরে শয়ন করত মৌনাবলম্বন করিলেন। রামচন্দ্র এইরূপে নিয়মাবলম্বন

করিয়া কুশাস্তীর্ণ মহীতলে সুপ্তাবস্থায় তিন রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।

নীতি-বিশারদ ধর্ম্ম-বৎসল রাম এইরূপে ত্রিরাত্র বাস করত নদীপতি সমুদ্রের উপাসনা করিলেন। কিন্তু মন্দবুদ্ধি সাগর ব্রতাবলম্বী রাম-কর্ত্তৃক যথাযোগ্যরূপে পূজিত হইয়াও তাঁহার দৃষ্টিগোচর না হওয়ায় তিনি সমুদ্রের উপর এরূপ ক্রুদ্ধ হইলেন যে, তাঁহার চক্ষুর অপাঙ্গদেশ পর্য্যন্তও রক্তবর্ণ হইল। তদনন্তর, সমীপস্থিত শুভলক্ষণ লক্ষ্মণকে বলিলেন, 'সমুদ্র যখন এতাবৎ কালের মধ্যে আমাকে দর্শন দিলেন না, ইহাতে তাঁহার গর্ব্বই প্রকাশ পাইতেছে। লক্ষ্মণ! নির্গুণ লোকসকল চিত্তশান্তি, ক্ষমা, কৌটিল্যরাহিত্য এবং প্রিয়বাদিতা প্রভৃতি সাধুদিগের এই সদ্গুণসকলকে অসামর্থ্যের কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করে। যে কোন গুণ না থাকিলেও লোকের নিকট আপনার শৌর্য্যাদির প্রশংসা করে, আত্মগুণ প্রকাশের নিমিত্ত ইতস্ততঃ ধাবিত হয় এবং সকললোকের উপর তীক্ষ্ণ দণ্ড প্রয়োগ করে, দুশ্চরিত্র ও প্রগল্ভ লোকে তাহারই সৎকার করিয়া থাকে। লক্ষ্মণ! প্রথমোপায় সামদ্বারা যশ বা কীর্ত্তি লাভ হয় না; অধিক কি, শান্তস্বভাব হইলে রণভূমিতেও জয় লাভ করিতে পারা যায় না। তুমি অদ্য মদ্বাণ-নির্ভগ্ন ভাসমান মকর-সমূহদ্বারা এই মকরালয় সমুদ্রের জলরাশিকে সমাচ্ছাদিত হইতে দর্শন করিবে। হে সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ! সর্প এবং মৎস্যগণের সুমহৎ শরীর ও জলকরিগণের কর সকল নির্ভিন্ন হইতে দর্শন কর। আমি

অদ্য সুমহৎ যুদ্ধ করিয়া শঙ্খ শুক্তি মীন এবং মকর-সমূহের সহিত সমুদ্রকে পরিশোষিত করিব। আমায় এবং আমার ক্ষমাকে ধিক্! কারণ আমি ক্ষমাশীল, সেই জন্যই সমুদ্র আমাকে অসমর্থ বিবেচনা করিতেছে। লক্ষ্মণ! আমি সাম অবলম্বন করায় সমুদ্র আমার নিকট আগমন করিল না, অতএব তুমি আমার ধনু এবং আশীবিষ-সদৃশ শরনিকর আনয়ন কর; আমি সমুদ্রকে শোষণ করিয়া ফেলি, তাহা হইলে বানরগণ পদব্রজেই গমন করিতে সমর্থ হইবে। লক্ষ্মণ! অদ্য আমি যখন ক্রুদ্ধ হইয়াছি, তখন কোন ব্যক্তিই যাহাকে সঞ্চালিত করিতে সমর্থ হয় না, সেই সমুদ্রকে স্বীয় শরনিকরদ্বারা এরূপ সঞ্চালিত করিব যে, তাহার সহস্র সহস্র ঊর্ম্মি সকল স্বীয় সীমাভূত বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া উত্থিত হইবে এবং বরুণালয় ও মহাকায় দানবগণও সংক্ষুব্ধ হইবে; অধিক কি, এই মহার্ণবকে মর্য্যাদা-বিহীন করিয়া সর্ব্বতোভাবেই সংক্ষোভিত করিব।'

রঘুনন্দন রাম এই কথা বলিয়া ধনুর্গ্রহণ করিলেন; তৎকালে তাঁহার ক্ষুচর্দ্বয়ে ক্রোধলক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল এবং তিনি প্রজ্বলিত প্রলয়ানলের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিলেন। অনন্তর, সেই বিপুল ধনুতে জ্যারোপণ করত তদীয় নির্ঘাত-ঘোষে নিখিল জগৎ কম্পিত করিয়া, ইন্দ্র যেরূপ বজ্র নিক্ষেপ করেন, তদ্রূপ প্রচণ্ড বিশিখ সকল পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। রাম-কার্ম্মুক-বিনির্গত সেই তেজঃপ্রদীপ্ত সায়কোত্তম সকল মহাবেগে সমুদ্রের শঙ্খ-জাল-সমাবৃত জলমধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ায় মীন এবং মকর-

গণের সহিত সমুদ্রের জলরাশি প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং ভয়ঙ্কর বাত্যা উপস্থিত হইল। শঙ্খজাল-সমাবৃত তরঙ্গ সকল বিশৃঙ্খলভাবে প্রচলিত হইতে লাগিল এবং বাণাগ্নি সমুদ্রজলে প্রবিষ্ট হওয়ায় মহোদধি সহসা ধূম-সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। পাতালতলবাসী দীপ্তাস্য দীপ্ত-লোচন মহাবীর্য্য পন্নগ এবং দানবগণও ব্যথিত হইল। সিন্ধুরাজের বিন্ধ্য ও মন্দর-সদৃশ সহস্র সহস্র ঊর্ম্মি নক্র ও মকর সকল উৎপতিত হইতে লাগিল। এইরূপে তরঙ্গ-মালা আঘূর্ণিত, রাক্ষসগণ সম্ভ্রান্ত এবং মহাকায় গ্রাহ সকল উত্থিত হওয়ায় বরুণালয় সশব্দ হইয়া উঠিল।

তদনন্তর, রঘুনন্দন রাম দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সেই উগ্রবেগ বিপুল ধনুঃ প্রকর্ষণ করিয়া শর নিক্ষেপ করিতে থাকিলে সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণ 'না, না' শব্দে নিষেধ করিয়া তাঁহার ধনু ধারণ-পূর্ব্বক বলিলেন। 'হে বীরশ্রেষ্ঠ! আপনি দীর্ঘদর্শী, সুতরাং আপনার ন্যায় মনু-ষ্যের ক্রোধবশীভূত হওয়া অনুচিত, অতএব সমুদ্রের সত্ত্ব-সকলকে এরূপ সংক্ষুব্ধ না করিয়া সূক্ষ্ম বুদ্ধিদ্বারা অপর কোন উপযুক্ত উপায় অবধারণ করুন। ঐ দেখুন, অন্ত-রীক্ষে অন্তর্হিত ব্রহ্মর্ষি ও সুরর্ষিগণ 'হা কষ্ট!' এই নিদারুণ শব্দে দুঃখ প্রকাশ করত "মা, মা!!" এই শব্দে আপনাকে নিবারণ করিতেছেন।'

একবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

অনন্তর, রঘুশ্রেষ্ঠ রাম সাগরকে লক্ষ্য করিয়া এই নিদা-

রুণ বাক্য বলিলেন। ‘আমি অদ্য পাতালের সহিত মহা-র্ণবকে পরিশোষিত করিব। সমুদ্র! মৎকার্ম্মুক-বিনির্গত শরনিকর-দ্বারা তোমার সত্ত্ব সকল নিহত করিব এবং তুমি স্বয়ং নির্দ্দগ্ধবারি হইয়া পরিশুষ্ক হইলে তোমার গর্ভ হইতে সুমহৎ ধূলিপটল উত্থিত হইবে এবং বানরগণও পদব্রজেই পরপারে গমন করিবে। হে দানবালয়! তুমি আমার পৌরুষ ও বিক্রম জান না, সুতরাং আমা হইতে তোমার যে সন্তাপ উপস্থিত হইবে, তাহাও জানিতে পারিতেছ না।’

মহাবল রাম এই কথা বলিয়া ব্রহ্মদণ্ড নামক শর ব্রাহ্ম্য-মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া বিপুল শরাসনে যোজন করত আকর্ষণ করিলেন। রঘুনন্দন সেই শরাসন সহসা এইরূপ আকর্ষণ করিলে, সমুদ্র উচ্ছলিত ও পর্ব্বত সকল কম্পিত হইল। তদনন্তর, লোক সকল আবৃত, দিক্ সকল অপ্রকাশ এবং সরোবর ও নদী সকল সংক্ষুব্ধ হইল। গ্রহগণের গতি রোধ হওয়ায় নক্ষত্রগণের সহিত চন্দ্র ও দিবাকর পরস্পর সমকালে সঙ্গত হইলে নভোমণ্ডল দিবাকর কর-দীপিত হইয়াও অন্ধকারে আবৃত হইল এবং তন্মধ্যে শত শত প্রদীপ্ত উল্কা সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। অন্তরীক্ষ হইতে অতুলনিস্বন অশনি সকল নিঃসৃত হইতে লাগিল। গগণমণ্ডলে বায়ু প্রস্ফোটিত হইয়া জলদজালকে বারম্বার ইতস্তত সঞ্চালন করত বৃক্ষ সকলকে ভগ্ন করিল এবং শৈলাগ্র হইতে শিখর সকলকে নিপাতিত করিতে লাগিল। মহাবেগ মহাস্বন অশনি সকল অন্তরীক্ষে পরস্পর সংহত হওয়ায় মুহুর্ম্মুহু বৈদ্যুতাগ্নি বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। দৃশ্য-

ভূতমাত্রেই বজ্রের ন্যায় শব্দ করিতে লাগিল এবং অদৃশ্য ভূত সকলও ভয়ে কম্পিত-কলেবর হইয়া ভয়ঙ্কর শব্দ করত ব্যথিত-হৃদয়ে অভিভূতের ন্যায় গাত্রসঞ্চালন-বিহীন হইয়া ইতস্তত শয়ন করিতে লাগিল।

তদনন্তর মহাসাগর, জল উর্ম্মি নাগ রাক্ষস এবং অপর প্রাণিগণের সুমহৎ বেগ-হেতু সহসা এরূপ ভয়ঙ্কর বেগবান্ হইয়া উঠিলেন যে, প্রলয়কাল উপস্থিত না হওয়াতেও স্বীয় সীমাভূত বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া এক যোজন পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইলেন। শত্রুসূদন রঘুনন্দন রাম নদনদীপতি সমুদ্রকে তদ্রূপ বিচলিত হইতে দেখিয়াও স্বীয় অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন না।

অনন্তর, দিবাকর যেরূপ উদয়মহাচল সুমেরুর মধ্যদেশ হইতে উত্থিত হয়েন, তদ্রূপ স্নিগ্ধ বৈদূর্য্য-সদৃশ সুবর্ণ-ভূষণ-ভূষিত রক্তমাল্যাম্বরধারী পদ্মপত্রায়তলোচন মস্তকে সর্ব্ব-পুষ্পময়ী দিব্য-মাল্যধারী বিবিধ ধাতুমণ্ডিত শৈলরাজ হিমবানের ন্যায় স্বোদরজাত-রত্নরাজি-বিরাজিত, জাতরূপ এবং তপ্তকাঞ্চন-নির্ম্মিত উৎকৃষ্ট ভূষণ-বিভূষিত, আঘূর্ণিত তরঙ্গমাল এবং মেঘবায়ু-সঙ্কুল সমুদ্র প্রদীপ্তাস্য পন্নগ ও গঙ্গা-প্রমুখ নদীগণে সমাবৃত হইয়া জলরাশি-মধ্যদেশ হইতে স্বয়ং উত্থিত হইলেন। তদনন্তর, বীর্য্যবান্ সাগর নিকটবর্ত্তী হইয়া সেই বাণ-হস্ত রঘুনন্দন রামকে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন। 'হে সৌম্য রঘুনন্দন! পৃথিবী বায়ু আকাশ জল ও তেজ ইহারা ব্রহ্মসৃষ্ট অনাদি মার্গ আশ্রয় করিয়া স্বনির্দ্দিষ্ট স্বভাবে অবস্থান করে, সুতরাং আমি যে অগাধ

ও দুস্তর, ইহাও আমার সেই স্বভাবের কার্য্য এবং তাহার অভাব হইলেই আমার বিকার উপস্থিত হয়। হে নৃপ-নন্দন! আমি কখনই লোভ ভয় অনুরাগ অথবা স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক আমার স্বরূপভূত এই নক্র-সমাকুল জলকে স্তম্ভিত করি না। সে যাহা হউক তুমি যেরূপে গমন করিতে পারিবে এবং আমিও সহ্য করিতে সমর্থ হইব তাহার উপায় বলিতেছি শ্রবণ কর। আমি বানরগণের তরণের নিমিত্ত এরূপ কোন ছল বাহির করিব যে, তোমার সেনাগণ যৎকালে পরপারে গমন করিবে, তৎকালে জলজন্তুগণ তাহাদের উপর কোন উপদ্রব করিতে পারিবে না।'

অনন্তর, রাম বলিলেন 'হে বরুণালয়! এক্ষণে আমি এই অমোঘ অস্ত্র কাহার উপর নিপাতিত করি?' মহা-তেজস্বী মহোদধি রঘু-নন্দনের বাক্য শ্রবণ এবং তাঁহার হস্তস্থিত সেই ভয়ঙ্কর শর দর্শন করিয়া এই কথা বলিলেন, 'আপনি যেরূপ লোক-বিখ্যাত, তদ্রূপ ইহার উত্তরদিকে দ্রুমকুল্য নামক আমার কোন সুবিখ্যাত পুণ্যতর স্থান আছে। তথায় উগ্র-দর্শন দুষ্কর্ম্মরত পাপাচার অভীর-প্রমুখ বহু সংখ্যক দস্যু বাস করত আমার জল পান করিয়া থাকে; রাম! সেই পাপকর্ম্মিগণ আমার জল স্পর্শ করায় যে পাপ হয়, তাহা আমার অসহ্য হইয়াছে; অতএব এই উৎকৃষ্ট শরকে সেই স্থানে নিক্ষেপ করিয়া অমোঘ কর।'

রঘু-নন্দন রাম সাগরের বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাঁহার উপদেশানুসারে সেই প্রদীপ্ত শর সেই স্থানে নিক্ষেপ করিলেন। সেই বজ্রাগ্নি-সদৃশ প্রদীপ্ত শর যে স্থানে পতিত

হইয়াছিল, সেই স্থান তদবধি পৃথিবীতে ‘মরুকান্তার’ নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। সেই শর পতিত হওয়ায় তত্রত্য ভূভাগ সশব্দ হইল এবং যে স্থানে তাহার ভূগর্ভে প্রবেশ করিল, সেই দ্বার দিয়া রসাতল হইতে সমুদ্র সলিলের ন্যায় প্রভূত সলিল-রাশি উত্থিত হওয়ায় উহা ‘ব্রণ’ নামে প্রসিদ্ধ কূপ হইল। সেই শর নিদারুণশব্দে ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হওয়ায়, তত্রত্য দস্যুগণের জীবিকা-ভূত সরোবর এবং তড়াগাদির তাবৎ জল পরিশুষ্ক হইল। এইরূপে সেই স্থান ‘মরুকান্তার’ নামে প্রসিদ্ধ হইল।

অনন্তর, অমর-বিক্রম দশরথ-নন্দন রাম সেই স্থানের কুক্ষি সকলকে এইরূপে পরিশুষ্ক করিয়া পশ্চাৎ সেই মরুভূমিকে বর প্রদান করিলেন এবং তাঁহার বর-প্রভাবে সেই মরুভূমিও পশুগণের বাসোপযোগী, রোগ-শূন্য, বিবিধ সুরস-ফল-মূলপূর্ণ, বহুস্নেহ বহুক্ষীর এবং সুগন্ধি নানাবিধ ঔষধি-সমাকীর্ণ হওয়ায় তাহার পথ সকলও পথিকগণের সুখ-দায়ক হইল।

তদনন্তর, নদীপতি সমুদ্র সর্ব্বশাস্ত্র-কুশল রঘু-নন্দন রামকে ‘হে সৌম্য রঘু-নন্দন! এই বিশ্বকর্ম্ম-নন্দন নল, স্বীয় পিতার নিকট হইতে ‘সর্ব্ববস্তু-নির্ম্মাণ সামর্থ্য’ রূপ বর প্রাপ্ত হইয়াছে; অতএব পিতার ন্যায় সমর্থশালী এই মহোৎসাহ বানর আমার উপরে সেতু-নির্ম্মাণ করুক, আমি তাহা ধারণ করিব’ এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর, বানর-শ্রেষ্ঠ নল দণ্ডায়মান হইয়া, মহাবল রামকে এই কথা বলিল। ‘মহারাজ! সমুদ্র যাহা বলি-

লেন, তাহা সমস্তই সত্য, আমি পিতার বরদান-প্রভাবে এই বিস্তীর্ণ মকরালয় সমুদ্রের উপর সেতু-নির্ম্মাণ করিব; যে অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিগণকে ক্ষমা বা দান করে এবং তাহা-দিগের সহিত সন্ধি করে, তাহাকে ধিক্! আমার মতে তাদৃশ পুরুষগণের উপর দণ্ড-প্রয়োগ করাই কর্ত্তব্য। এই ভীমরূপ সাগর দণ্ডভয়েই আপনার উপর সেতু-নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত রঘু-নন্দনকে স্থান প্রদান করিলেন। সে যাহা হউক, সমুদ্র যথার্থ বলিয়াছেন, কারণ তাঁহার বাক্যা-নুসারে আমার স্মরণ হইতেছে, পূর্ব্বে মন্দর-পর্ব্বতে বিশ্ব-কর্ম্মা আমার মাতাকে "হে দেবি! তোমার পুত্র আমা-রই সদৃশ হইবে" এই বর-প্রদান করিয়াছিলেন। আমি সেই মহাত্মা বিশ্বকর্ম্মার ঔরস পুত্র এবং তাঁহার সদৃশ নির্ম্মাণ-কুশল। আপনারা কোন কথা জিজ্ঞাসা না করায়, আমি আপনাদের নিকট আত্ম-গুণ প্রকাশ করি নাই। আমি নিশ্চয়ই সমুদ্রের উপর সেতু-নির্ম্মাণ করিতে পারিব, অতএব অদ্যই বানরগণকে তদ্বিষয়ে নিযুক্ত হইতে আদেশ করুন।'

অনন্তর, রামচন্দ্র-কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া, অসংখ্য বানর-শ্রেষ্ঠগণ হৃষ্টান্তঃকরণে উল্লম্ফন করত মহারণ্য মধ্যে প্রবেশ করিল। তদনন্তর, সেই পর্ব্বতপ্রমাণ বানর-যূথপতিগণ গিরিশৃঙ্গ এবং বৃক্ষ সকলকে ভগ্ন করত সমুদ্র-তীরে আনিতে লাগিল এবং শৈল অশ্বকর্ণ ধব কুটজ অর্জ্জুন তাল তিলক তিনিশ বিল্ব পুষ্পিত-সপ্তপর্ণ কর্ণিকার চূত এবং অশোক-প্রভৃতি বৃক্ষ সকল-দ্বারা সাগর-তীর পরিপূরিত

করিয়া ফেলিল। এইরূপে সেই বানর-শ্রেষ্ঠগণ ইন্দ্রধ্বজ-সদৃশ সমূল এবং নির্ম্মূল বৃক্ষ সকলকে চতুর্দ্দিক্ হইতে আহরণ করিতে লাগিল। নানাস্থান হইতে তাল দাড়িম্ব নারিকেল বিভীতক করবীর বকুল ও নিম্ব-প্রভৃতি বৃক্ষ সকল আহরণ করিল। হস্তি-সদৃশ বৃহৎ প্রস্তর-খণ্ড এবং পর্ব্বত সকলকে উৎপাটন করিয়া যন্ত্র-দ্বারা বহন করিতে লাগিল। প্রস্তর-খণ্ড সকল প্রক্ষিপ্ত হইতে থাকিলে, সমুদ্রজল উদ্ধত হইয়া আকাশ পর্য্যন্ত উত্থিত এবং পুনর্ব্বার অধঃপতিত হইতে লাগিল। এইরূপে চতুর্দ্দিক্ হইতে প্রস্তর সকল পতিত হওয়ায় সমুদ্র সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। বহুসংখ্যক বানর সূত্র গ্রহণ করিয়া সেই সেতুর সমবিষমাদি পরীক্ষা করিতে লাগিল। এইরূপে নল সেতু-বন্ধন কার্য্যে নিযুক্ত হইলে, ঘোরকর্ম্মা বানরগণ তাহার অনুবর্ত্তী হইল। কোন কোন বানর দণ্ড গ্রহণ করত আপন অধীন বানরগণকে কার্য্য করাইতে লাগিল এবং কেহ কেহ ইতস্ততঃ বৃক্ষাদি অন্বেষণ করিতে লাগিল। মেঘ এবং পর্ব্বত-সদৃশ অসংখ্য বানরগণ রামের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া, তৃণকাষ্ঠ ও পুষ্পিতাগ্র বৃক্ষাদি-দ্বারা সেতু-বন্ধন করিতে আরম্ভ করিল। বারণ-সদৃশ বহুসংখ্যক বানর পর্ব্বত-প্রমাণ প্রস্তর-খণ্ড এবং গিরি-শিখর সকল গ্রহণ করত সেতুর অভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল। তৎকালে গিরি-শৃঙ্গ এবং প্রস্তর-খণ্ড সকল প্রক্ষিপ্ত হওয়ায়, সমুদ্রে তুমুলশব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। পবন-নন্দন হনুমান্ অবহেলায় যে সকল শৈল বহন করিয়া সেতুর উপর ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন, বিশ্ব-

কর্ম্ম-নন্দন নল অবলীলাক্রমে বামহস্ত-দ্বারা সেই সকল গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে গজ-প্রমাণ ক্ষিপ্রকারী বানরগণ নিরতিশয় আনন্দ-সহকারে প্রথম দিবসে চতুর্দ্দশ-যোজন দীর্ঘ সেতু নির্ম্মাণ করিল। ভীমকায় মহাবল বানরগণ সেইরূপ লঘুহস্ততা প্রকাশ করিয়া দ্বিতীয় দিবসে বিংশতি, তৃতীয় দিবসে একবিংশতি, চতুর্থ দিবসে দ্বাবিংশতি যোজন নির্ম্মাণ করিল। অনন্তর, পঞ্চম দিবসে ত্রয়োবিংশতি যোজন নির্ম্মাণ করিয়া লঙ্কানিম্নস্থ বেলা-ভূমিতে সংযোজিত করিয়া দিল। এইরূপে বিশ্বকর্ম্ম-নন্দন বলশালী বানরশ্রেষ্ঠ নল স্বীয় পিতার ন্যায় নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া সাগরের উপর সেতু-নির্ম্মাণ করিল। মকরালয় সমুদ্রের উপর নল-নির্ম্মিত সেই সুনির্ম্মিত সেতু অম্বরস্থ দেবপথের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

অনন্তর দেবগণ, গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ ও পরমর্ষিগণের সহিত আগমন করিয়া গগণ-মণ্ডলে অবস্থান করত হৃষ্টান্তঃকরণে শত-যোজন দীর্ঘ এবং দশ-যোজন প্রশস্ত, নল-নির্ম্মিত সেই অদ্ভুত ও সুদুষ্কর সেতু দর্শন করিতে লাগিলেন। বানরগণও সেতু-বন্ধন দর্শন করিয়া আনন্দে গর্জ্জন করত তদুপরি লম্ফ প্রদান করিয়া দর্শন করিতে লাগিল। এইরূপে সকল জীবগণই সেই অচিন্ত্য লোমহর্ষণ অসহ্য এবং অদ্ভুত সেতু-দর্শন করিল।

এইরূপে সেতু-নির্ম্মাণ করিয়া মহাতেজস্বী সহস্র কোটি বানর সমুদ্রের পরপারে গমন করিল। তৎকালে সেই সুনির্ম্মিত সুঘটিত সমতল সুশোভিত সুবিস্তীর্ণ সেতু সাগ-

ন্ত্রের কেশবিন্যাসের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর, বিভীষণ রাক্ষসগণকে সংবাদ দিবার নিমিত্ত হস্তে গদা গ্রহণ করিয়া স্বীয় সচিবগণের সহিত সমুদ্রের পরপারে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে বানর-রাজ সুগ্রীব, সত্যপরাক্রম রামকে বলিলেন 'হে বীর! এই মধ্যবর্ত্তী সমুদ্রপথ বহুদূর, অতএব আপনি হনুমানের এবং লক্ষ্মণ অঙ্গদের উপর আরোহণ করুন। আকাশগামী এই দুই বীর আপনাদিগকে বহন করিয়া লইয়া যাইবে।'

অনন্তর, ধর্ম্মাত্মা শ্রীমান্ রাম ধনুর্দ্ধারণ করত লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের সহিত সৈন্যগণের অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন এবং বানরগণের মধ্যে কেহ বা মধ্যে ও কেহ বা পার্শ্বে যাইতে লাগিল। বহুসংখ্যক বানর সন্তরণ করিয়া যাইতে লাগিল। অনেকে যাইতে স্থান না পাইয়া তীরেই অবস্থান করিতে লাগিল। কেহ কেহ সুপর্ণের ন্যায় কৌশল প্রকাশ করিয়া আকাশ-মার্গেই গমন করিতে লাগিল। বানর-সেনাগণ গমনকালে এরূপ চীৎকার করিতে লাগিল, যে আপনাদের সুমহৎ শব্দ-দ্বারা সাগরের ভয়ঙ্কর উচ্ছ্রিত শব্দকেও অন্তর্হিত করিয়া ফেলিল। এইরূপে বানরগণ নল-নির্ম্মিত সেতু-দ্বারা সমুদ্র পার হইলে বানর-রাজ সুগ্রীব তাহাদিগকে বহু ফল-মূলপূর্ণ তীরে সন্নিবেশিত করিলেন। সিদ্ধ এবং দেবগণ রঘু-নন্দনের সেই অদ্ভুত দুষ্কর কর্ম্ম দর্শন করত সহসা আকাশ-মার্গে প্রকাশমান হইয়া মন্দাকিনীর পবিত্র বারি বর্ষণ-দ্বারা তাঁহাকে অভিষিক্ত করত 'হে নরদেব! আপনি শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া সুদীর্ঘকাল এই

সসাগরা বসুন্ধরাকে প্রতিপালন করুন’ এইরূপ বহুবিধ শুভবাক্য-দ্বারা সেই রাজশ্রেষ্ঠ রামকে অভিনন্দিত করিলেন।

দ্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

নিমিত্তজ্ঞ লক্ষ্মণাগ্রজ রাম বহুবিধ সুনিমিত্ত দর্শন করিয়া, সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করত এই কথা বলিলেন। ‘লক্ষ্মণ! যে স্থানে সুশীতল জল এবং ফলবান্ বৃক্ষ সকল আছে, সেই স্থানে এই ঋক্ষ গোলাঙ্গূল এবং বানর সকলকে বিভাগ করত, ব্যূহরচনা করিয়া অবস্থান করিব। ঋক্ষ বানর ও রাক্ষসগণের বিনাশরূপ ঘোরতর লোক-ক্ষয়কর ভয় উপস্থিত দেখিতেছি। ঐ দেখ, বায়ু রজঃ-প্রভৃতি দ্বারা কলুষিত হইয়া বহিতেছে, বসুন্ধরা এবং পর্ব্বতাগ্র সকল কম্পিত ও মহীরুহ সকল পতিত হইতেছে। ক্রব্যাদ-সদৃশ ক্রূর এবং পরুষ-স্বভাব ভীমঘোষ মেঘ সকল ক্রূরভাবে শোণিতমিশ্রিত বিন্দু সকল বর্ষণ করিতেছে। সন্ধ্যা-সময় রক্তচন্দনের ন্যায় নিদারুণ লোহিত বর্ণ হইয়াছে। আদিত্য-মণ্ডল হইতে প্রজ্বলিত অগ্নিখণ্ড সকল পতিত হইতেছে; তদ্দর্শনে ক্রূর-স্বভাব পশু-পক্ষিগণ সূর্য্যাভিমুখ হইয়া দীনভাবে এবং করুণস্বরে বারম্বার শব্দ করিতেছে; লক্ষ্মণ! ইহাদের এইরূপ ভাব দর্শন করিয়া আমার অন্তঃকরণে সুমহৎ ভয় উপস্থিত হইতেছে। চন্দ্রমা পূর্ব্বের ন্যায় সুপ্রকাশ না হইয়া, কৃষ্ণ এবং লোহিত পরিধি-পরিবেষ্টিত প্রলয়কালীন মূর্ত্তিতে উদিত হইয়া সন্তাপিত করিতেছেন।

লক্ষ্মণ! হ্রস্ব রূক্ষ-প্রকাশ এবং লোহিত-পরিধি বিমল আদিত্যমণ্ডলে নীলচিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে। নক্ষত্রগণ সুমহৎ ধূলিপুঞ্জে সমাচ্ছাদিত হইয়াছে। লক্ষ্মণ! এই সকল দর্শনে বোধ হইতেছে যেন যুগান্তকাল উপস্থিত হইয়াছে। কাক শ্যেন ও গৃধ্রগণ সহসা নিম্নে পতিত হইতেছে। শিবাগণ ভয়-জনক অশুভ-সূচক সুমহৎ শব্দ করিতেছে। লক্ষ্মণ! এই সকল ঔৎপাতিক চিহ্ন দর্শন করিয়া, নিশ্চয় বোধ হইতেছে, অত্রত্য ভূভাগ অচিরকালের মধ্যেই বানর ও রাক্ষসগণ বিক্ষিপ্ত শৈল, শূল ও খড়্গ-প্রভৃতি অস্ত্র-দ্বারা সমাবৃত এবং সেই নিহত বীরগণের মাংস ও শোণিতে ধূলি-শূন্য হইয়া কর্দ্দম-পূর্ণ হইবে। অতএব আমরা অদ্যই বানরগণে পরিবৃত হইয়া সত্বরে রাবণপালিত অজেয় লঙ্কাপুরীতে গমন করিব।’

সংগ্রাম-ধর্ষণ লোক-রঞ্জন বিভু রাম এই কথা বলিয়া, হস্তে শরাসন ধারণ করত লঙ্কাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। বিভীষণ সুগ্রীব এবং অপর বানরগণও বিপুল নিনাদ করত তাঁহাদের অনুগামী হইল। রঘু-নন্দন রাম সীতার উদ্ধারের নিমিত্ত বীর্য্যশালী বানরগণের তাদৃশ কার্য্য ও যত্ন দর্শন করিয়া সাতিশয় প্রীতি লাভ করিলেন।

ত্রয়োবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

এইরূপে সেই সমাগত বীরগণ রাজ-নন্দন রাম-কর্ত্তৃক ব্যূহমধ্যে সন্নিবেশিত হইয়া, শোভন নক্ষত্ররাজি-বিরাজিত শরৎকালীন পৌর্ণমাসী নিশার ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

তত্রত্য ভূভাগ সাগর-সদৃশ সেই বল-সমূহের বেগে নিরতি-শয় পীড়িত হইয়া বারম্বার কম্পিত হইতে লাগিল। অনন্তর, বনচারী বানরযূথপতিগণ লঙ্কা হইতে রাক্ষসগণের আক্রোশ-শব্দ এবং ভেরী ও মৃদঙ্গ সকলের সুমহৎ লোমহর্ষণ শব্দ শুনিতে পাইয়া এতাদৃশ হৃষ্টাঙ্গ হইল যে, তাহারা কোনরূপেই তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া এরূপ সুমহৎ শব্দ করিল যে, রাক্ষসেরাও অন্তরীক্ষে শব্দায়মান মেঘ-নির্ঘোষের ন্যায় মদগর্ব্ব বানরগণের সেই গর্জ্জন শুনিতে পাইল।

দাশরথি রাম বিচিত্র-ধ্বজ পতাকা ও শোভিত-লঙ্কানগরী দর্শন করিয়া মনোমধ্যে সীতাকে স্মরণ করত ' এই স্থানেই সেই মৃগশাব-লোচনা জানকী, মঙ্গল-গ্রহাভিভূত রোহিণী নক্ষত্রের ন্যায় রাবণ-কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া আছেন' এই বলিয়া পরিতাপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, উষ্ণ ও দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করত লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিয়া আপনার তৎকালোচিত হিত-জনক এই কথা বলিলেন। ' লক্ষ্মণ! ঐ দেখ, সুমেরু পর্ব্বতের শিখরদেশে নির্ম্মিত লঙ্কানগরীর প্রাসাদ-শিখর সকল আকাশ ভেদ করত উত্থিত হইয়া নভোমণ্ডলকে এরূপ চিত্রিত করিয়াছে যে, সহসা দেখিলেই বোধ হয় যেন, বিশ্বকর্ম্মা মনোমধ্যেই এই পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। দেখ, লঙ্কানগরী সপ্ত-ভূমিক প্রাসাদ বিশিষ্ট বিমান সকলে সঙ্কীর্ণ হইয়া, পাণ্ডুবর্ণ মেঘাচ্ছাদিত বিষ্ণুপদ আকাশের ন্যায় শোভা পাইতেছে। গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথের উপবনের ন্যায় ফলপুষ্পপূর্ণ বনরাজি তাহাকে

সমধিক শোভিত করিয়াছে। ঐ দেখ, নানাজাতি বিহঙ্গগণ তদুপরি উপবিষ্ট হইয়া সুমধুর শব্দ করিতেছে। লক্ষ্মণ! ঐ দেখ, সুশীতল সুরভি সুমন্দ সমীরণ বৃক্ষ সকলকে কম্পিত করিতেছে; বিহঙ্গমগণ প্রমত্তভাবে তদুপরি উপবিষ্ট রহিয়াছে; পাছে বায়ুবেগে সঞ্চালিত হয়, এই ভাবিয়াই যেন ভ্রমর কুল আকুল হইয়া, পুষ্প-মধ্যে লীন হইতেছে। কোকিলগণ 'বসন্তকাল উপস্থিত হইয়াছে' মনে করিয়াই যেন আকুল হইয়া সুস্বর-লহরী বিস্তার করিতেছে।'

বীর্য্যবান্ দাশরথি রাম, লক্ষ্মণকে এইরূপ বলিয়া সেই স্থানেই যুদ্ধ-শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে বল-বিভাগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, সেই বানরবল হইতে স্বীয় সাহায্যক্ষম সেনাগণকে পৃথক্ করিয়া অবশিষ্ট কপি-সৈন্যগণকে এইরূপ আদেশ করিলেন। 'দুর্জ্জয় অঙ্গদ সেনাপতি নীলের সহিত এই সৈন্যগণের উরঃস্থলে অবস্থান করিবে। কপিশ্রেষ্ঠ ঋষভ বানর-সমূহে পরিবৃত হইয়া বানরসেনাগণের সহিত দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থান করিবে। মদস্রাবি মাতঙ্গের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ বেগবান্ বানরশ্রেষ্ঠ গন্ধমাদন বানর সেনাগণের সহিত বামভাগে অবস্থান করিবে। আমি লক্ষ্মণের সহিত সাবধানে সর্ব্বাগ্রে অবস্থান করিব। বানর শ্রেষ্ঠ মহাবল জাম্ববান্ সুষেণ এবং বেগদর্শী এই তিনজনে কুক্ষিদেশ রক্ষা করিবে, বরুণ যেরূপ স্বীয় তেজো-দ্বারা পৃথিবীর পশ্চার্দ্ধ রক্ষা করেন, তদ্রূপ বানর রাজ সুগ্রীব এই সেনাসমূহের জঘনদেশ রক্ষা করিবেন।'

বীরশ্রেষ্ঠ বানরগণ-কর্ত্তৃক রক্ষিতা সেই বানরবাহিনী এইরূপে বিভক্ত এবং ব্যূহ রচনায় বিন্যস্ত হইয়া নিবিড়-ঘনঘটাচ্ছাদিত নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। বানরগণ গিরি-শৃঙ্গ এবং বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সকল গ্রহণ করিয়া যেন মর্দ্দন করিবার অভিলাষেই লঙ্কানগরীকে আক্রমণ করিল। তৎকালে বানরগণ এরূপ উৎসাহান্বিত হইয়া উঠিল যে, তাহারা মনে করিতে লাগিল, এই লঙ্কাপুরীকে গিরি-শিখর বিকিরণ-দ্বারা সমাচ্ছাদিত অথবা মুষ্টি প্রহারেই ইহার প্রাসাদ-সমূহ চূর্ণ করিয়া ফেলিব।

অনন্তর, মহাতেজস্বী রাম বানর-রাজ সুগ্রীবকে বলিলেন 'এক্ষণে সমস্ত সৈন্য বিভাগ করা হইয়াছে, অতএব এই শুককে ছাড়িয়া দাও'। মহাবল বানরেন্দ্র সুগ্রীব রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার আদেশানুসারে রাক্ষস-রাজের দূত সেই শুককে মুক্ত করিয়া দিলে, সেই রাক্ষস বানরগণ-কর্ত্তৃক একান্ত পীড়িত হইয়া সত্বরে রাক্ষস-রাজের নিকটে গমন করিল।

রাবণ শুককে তদবস্থায় সমাগত দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করত 'এ কি? তোমার পক্ষ সকল ছিন্ন দেখিতেছি কেন? কেহ কি তোমার পক্ষ-দ্বয় সংযত করিয়াছিল? অথবা তুমি কি সেই চঞ্চল-চিত্ত বানরগণের বশতাপন্ন হইয়াছিলে?' এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে; রাজ-নন্দন রাম কর্ত্তৃক বিমোচিত ভীত শুক রাক্ষসপতিকে এইরূপ প্রত্যুত্তর করিল। 'মহারাজ! আমি সাগরের উত্তরতীরে গমন করিয়া প্রথমত মধুর-বাক্যে বানরগণকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত

আপনি যেরূপ বলিয়াছিলেন, সেইরূপেই আপনার আদিষ্ট সেই বীরোচিত বাক্য সকল বলিতে আরম্ভ করিলাম। বানরগণ আমাকে দর্শন করিয়াই অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া, উর্দ্ধে লম্ফ প্রদান করত আমাকে গ্রহণ করিল এবং পক্ষ-দ্বয় ছেদন ও মুষ্টি প্রহারদ্বারা আমার প্রাণ পর্য্যন্তও বিনাশ করিতে উদ্যত হইল। রাক্ষসনাথ! আমি যে কি নিমিত্ত তাহাদের নিকট হইতে তাদৃশ পরিভব সহ্য করিয়াও, তাহাদিগকে কিছু বলিতে পারিলাম না, সম্প্রতি তাহার বিচারের আবশ্যক নাই, কারণ সেই বনচারী বানরগণ স্বভাবতই কোপন-স্বভাব এবং পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করি-য়াই সত্বরে কার্য্য করিয়াথাকে। মহারাজ! যে বীর মহাবল বিরাধ কবন্ধ এবং আপনার ভ্রাতা খরকেও বিনাশ করিয়াছেন, তিনি বানররাজ সুগ্রীবের সহিত সীতার অন্বে-ষণে প্রবৃত্ত হওত সেতু-নির্ম্মাণ-দ্বারা লবণসমুদ্র পার হইয়া, যেন রাক্ষস-কুল নির্ম্মূল করিবার বাসনাতেই ধনুর্দ্ধারণ করত লঙ্কায় আসিয়া অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার পার্ব্বতীয় মেঘ-সদৃশ এত বানর এবং ভল্লূক-সৈন্য আসি-য়াছে যে, বোধ হয় তাহারা সমগ্র বসুন্ধরাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। মহারাজ! আপনার এবং বানররাজ সুগ্রীবের সৈন্যগণের মধ্যে দেবগণের সহিত দানবগণের ন্যায় পরস্পর সন্ধি স্থাপন হইবার কোন সম্ভাবনা নাই; অতএব, আপনি শীঘ্র রামকে সীতা-প্রদান অথবা তাঁহার সহিত যুদ্ধ এই উভয়ের অন্যতর অবলম্বন করুন।'

শুকের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে রাবণের চক্ষুর্দ্বয় ঘোরতর

রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল এবং তিনি যেন তদ্দ্বারা শুককে দগ্ধ করিবার বাসনাতেই বলিতে লাগিলেন। ‘যদি দেব দানব এবং গন্ধর্ব্বগণ একত্র মিলিত হইয়া আমার সহিত প্রতিযুদ্ধ করে অথবা ত্রিলোকবাসী যাবতীয় লোক সকলও যদি আমার প্রতিকূল হয়, তথাপি আমি ভীত হইয়া সীতাকে সমর্পণ করিব না। হায়!! কখন এরূপ শুভ সময় উপস্থিত হইবে, যখন বসন্তকালে প্রমত্ত ভ্রমর-কুল যেরূপ কুসুমিত পাদপের অভিমুখে ধাবিত হয়, তদ্রূপ মদীয় শর-নিকর সেই রাঘবের প্রতি ধাবিত হইবে। কখন মৎ-কার্ম্মুক-বিক্ষিপ্ত প্রদীপ্ত শর-নিকর-দ্বারা শোণিতাদিগ্ধাঙ্গ সেই রামকে, উল্কা-দ্বারা যেরূপ হস্তীকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ শর-সমূহ-দ্বারা দগ্ধ করিয়া ফেলিব। শুক! আমি নিশ্চয় বলিতেছি যেরূপ দিবাকর উদিত হইয়া ক্ষুদ্র জ্যোতিঃ-সমূহকে তিরোহিত করিয়া থাকেন, তদ্রূপ আমিও বিপুল বল-পরিবৃত হইয়া তদ্দ্বারা সেই সামান্য বলকে বিলুপ্ত করিয়া ফেলিব। বোধ হয় দশরথের পুত্র সেই রাম আমার সাগর-সদৃশ বেগ এবং বায়ু-সদৃশ বাণ অবগত নহে, সেই জন্যই আমার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছে। রাম এখনও রণভূমিতে মদীয় শরাসন-বিনির্গত সবিষ আশীবিষ-সদৃশ শর-সমূহ দর্শন করে নাই, সেই জন্যই আমার সহিত যুদ্ধ করিতে বাসনা করিতেছে। বোধ হয় রাঘব পূর্ব্বে আমার বীর্য্য এবং আমি রণভূমিতে সেনা-নদীরূপ মহাতরঙ্গে অবগাহন করিয়া যে শররূপ কোণ-সকল-দ্বারা বাদিত, জ্যাশব্দরূপ তুমুল শব্দ-বিশিষ্ট, আর্ত্ত

এবং ভীত সকলের 'হা হতোঽস্মি' ইত্যাদি রূপ গীত-শব্দ-সদৃশ বিবিধ স্বরপূর্ণ এবং প্রক্ষিপ্ত নারাচতলের ন্যায় সন্নাদবিশিষ্ট ধনুর্ম্ময়ী বীণা বাদিত করিব, তাহা জানিতে পারে নাই, সেই জন্যই আমার সহিত সমরাভিলাষী হইয়াছে।'

'শুক! অধিক বলিবার আবশ্যক নাই, সহস্রলোচন ইন্দ্র অথবা বরুণ কেহই আমাকে যুদ্ধে জয় করিতে সমর্থ হইবে না, যম অথবা স্বয়ং কুবেরও আমাকে শরাগ্নি-দ্বারা ধর্ষণ করিতে পারিবে না।'

চতুর্ব্বিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

দশরথ-নন্দন রাম স্বীয় সেনাগণের সহিত মহাসাগর পার হইয়া লঙ্কায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, এই কথা শুনিয়া রাবণ শুক ও সারণ নামক আপন মন্ত্রি-দ্বয়কে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিলেন। 'রাম সমুদ্রের উপর সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছে এবং তদ্দ্বারা সমগ্র বানর-সৈন্য দুস্তর সাগর পার হইয়াছে; হে মন্ত্রিন্! আমি এরূপ কর্ম্ম কাহাকেই কখন করিতে দেখি নাই। রাম সামান্য মনুষ্য হইয়া যে সমুদ্রের উপর সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছে, এ কথা কোন রূপেই শ্রদ্ধা-যোগ্য নহে। সে যাহা হউক এক্ষণ রামের সমভিব্যাহারে কত বানর-সৈন্য আসিয়াছে তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক; অতএব, তোমরা অনুপলক্ষিতভাবে বানর-সৈন্য-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সেই বানর-সৈন্যের সংখ্যা, তাহাদের বীর্য্য এবং যে সকল বানরগণ প্রধান, যাহারা

রামের মন্ত্রী, যে বানরগণ সুগ্রীবের সহচর, যাহারা সৈন্যের অগ্রগামী এবং যে বানরগণ শূর বলিয়া বিখ্যাত, সেই সলিলার্ণব সমুদ্রের উপর যেরূপে সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই মহাবল বানরগণ যেরূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণের কার্য্যপ্রণালী বীর্য্য ও অস্ত্রাদির বিষয় যথার্থরূপে অবগত হইয়া আইস। সেই মহাতেজস্বী বানরগণের সেনাপতিই বা কে? তাহাও যথার্থরূপে অবগত হইয়া শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবে।’

রাক্ষস শুক ও সারণ রাক্ষসরাজ-কর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া বানররূপ ধারণ করত বানর-সৈন্য-মধ্যে প্রবেশ করিল, কিন্তু তাহারা সেই অচিন্ত্য লোমহর্ষণ বানর-সৈন্যগণকে গণনা করিতে সমর্থ হইল না; কারণ তখন অসংখ্য বানর-সৈন্য সমুদ্র পার হইয়া পর্ব্বত-শৃঙ্গ নির্ঝর গুহা সমুদ্রতীর বন এবং উপবন সকলে অবস্থান করিতেছিল, অনেকেই পার হইতেছিল এবং বহু সংখ্যক তখনও পরপারে থাকিয়া পার হইবার নিমিত্ত উদ্‌যোগী হইতেছিল। প্রচ্ছন্নবেশধারী রাক্ষস শুক ও সারণ এইরূপে সন্নিবেশিত এবং সন্নিবেশমধ্যে প্রবেশোন্মুখ সেই ভীমনাদ মহাবল অক্ষোভ্য বানর-বল দর্শন করিতেছে, ইত্যবসরে মহাতেজস্বী বিভীষণ তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন এবং অপর বানরগণদ্বারা তাহাদিগকে রামচন্দ্রের নিকট আনাইয়া বলিতে লাগিলেন। ‘হে শত্রুতাপন! ইহারা উভয়েই সেই রাক্ষসেন্দ্র রাবণের মন্ত্রী, ইহাদের নাম শুক ও সারণ। মহা-

রাজ! ইহারা রাবণ-কর্ত্তৃক চাররূপে প্রেরিত হইয়া আপনার বল পর্য্যবেক্ষণের নিমিত্ত এস্থানে আসিয়াছে।’

অনন্তর, শুক ও সারণ রামকে দর্শন করত ভয়বিহ্বল হইয়া জীবনের আশায় জলাঞ্জলি প্রদান-পূর্ব্বক এই কথা বলিল। ‘হে সৌম্য রঘুনন্দন! আমরা উভয়েই রাবণ-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া আপনার এই সমগ্র বল অবগত হইবার নিমিত্ত এস্থানে আসিয়াছি।’

সর্ব্বভূত-হিতৈষী দশরথ-নন্দন রাম তাহাদের তাদৃশ সকরুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করত এই কথা বলিলেন। ‘যদি তোমরা আমাদের সমস্ত সৈন্য দর্শন করিয়া থাক, সামাত্য সুগ্রীব এবং আমাদের বীর্য্যাদির বিষয় অবগত হইয়া থাক অথবা রাবণ যেরূপ বলিয়া দিয়াছিল, তাহা অতিক্রম করিয়াও যদাপি কোন কর্ম্ম করিয়া থাক, আমি তৎ সমস্তই ক্ষমা করিতেছি, তোমরা ইচ্ছানুসারে প্রতিগমন কর। যদি কিছু দেখিতে অবশিষ্ট থাকে, তাহাও দেখিয়া যাও, অথবা বিভীষণ পুনর্ব্বার সমস্ত দেখাইয়া দিবেন। তোমরা আমার বশীভূত হইয়াছ বলিয়া জীবনের আশা পরিত্যাগ করিও না; কারণ, তোমরা দূত, শস্ত্র বিহীন এবং শরণাগত, সুতরাং অবধ্য। বিভীষণ! রাবণের শক্রপক্ষ সুগ্রীবাদি বীরগণের ভেদসাধনক্ষম এবং প্রচ্ছন্নরূপী এই দুই রাক্ষস-চরকে ছাড়িয়া দাও।’

রঘুনন্দন বিভীষণকে এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার শুক এবং সারণকে বলিতে লাগিলেন। ‘তোমরা লঙ্কা নগরীতে প্রবেশ করিয়া কুবেরের অনুজ সহোদর সেই রাক্ষসরাজ

রাবণকে আমি যেরূপ বলিয়া দিতেছি তদনুরূপেই আমার এই সকল কথা বলিবে। "তুমি যে বল আশ্রয় করিয়া আমার প্রণয়িনী ভার্য্যা সীতাকে হরণ করিয়া আনিয়াছ, এক্ষণ সৈন্য এবং বান্ধবগণের সহিত তাহা দর্শন করাও। তুমি কল্য প্রাতঃকালেই তোরণ-শোভিত এবং প্রাকার-বেষ্টিত লঙ্কানগরী ও সমগ্র রাক্ষস-বলকেই মদীয় শর-সমূহ-দ্বারা বিধ্বংসিত হইতে দর্শন করিবে। বজ্রপাণি দেব-রাজ ইন্দ্র যেরূপ দানবগণের উপর বজ্র নিক্ষেপ করেন, রাবণ! আমি কল্য প্রাতে তোমার উপর সেইরূপ ক্রোধ নিক্ষেপ করিব"।

রাক্ষস শুক ও সারণ এইরূপে প্রত্যাদিষ্ট হইয়া, ধর্ম্মবৎ-সল রঘুনন্দন রামকে 'আপনি বিজয়ী হউন' এই বলিয়া অভিনন্দিত করত লঙ্কা-নগরীতে আগমন করিয়া রাক্ষস-রাজকে বলিতে লাগিল। 'হে রাক্ষসেশ্বর। আমরা বানর-সৈন্য-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বধ করিবার নিমিত্ত বিভীষণ-কর্ত্তৃক গৃহীত হইলে অমিততেজস্বী ধর্ম্মাত্মা রাম তাহা দর্শন করিয়া, আমাদিগকে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। মহা-রাজ! লোকপাল-সদৃশ বীর্য্য সম্পন্ন সর্ব্বাস্ত্র-কুশল ও প্রবল-পরাক্রম দশরথ নন্দন শ্রীমান্ রাম ও লক্ষ্মণ, আপনার অনুজ বিভীষণ এবং মহেন্দ্র-সদৃশ বিক্রমশালী মহাতেজস্বী কিষ্কিন্ধ্যারাজ সুগ্রীব এই পুরুষশ্রেষ্ঠ চতুষ্টয় যখন একত্র মিলিত হইয়াছেন, তখন অপর বানরগণের সাহায্য না লইয়া ইহাঁরা চারি জনেই প্রাকার এবং তোরণের সহিত এই লঙ্কা-পুরীকে স্বস্থান হইতে উৎপাটন করিয়া অপর স্থানে

সংস্থাপিত করিতে পারিবেন। রামের যেরূপ রূপ এবং অস্ত্রাদি দেখিলাম তাহাতে লক্ষ্মণ, বিভীষণ অথবা সুগ্রীব কাহারও সাহায্যের আবশ্যক হইবে না, তিনি একাকীই লঙ্কা-পুরীকে ধ্বংস করিবেন। মহারাজ! যেরূপ দেখিলাম, তাহাতে রাম লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীব-কর্ত্তৃক রক্ষিত সেই বানর-বাহিনীকে সমগ্র অমর এবং অসুরগণেরও অজেয় বলিয়া বোধ হইল।'

'রাজন্! সেই মহাবল বনচারী বানর-সেনাগণ সকলেই রণ-কুশল এবং তাহারা যুদ্ধাভিলাষী হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছে, অতএব তাহাদের সহিত বিরোধের আবশ্যক নাই, আপনি দাশরথিকে জানকী প্রতিপ্রদান করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপন করুন।'

পঞ্চবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

রাক্ষসরাজ রাবণ সারণ-ভাষিত সেই সত্য এবং বীরোচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে বলিলেন। 'যদি দেব দানব এবং গন্ধর্ব্বগণ অথবা ত্রিলোকবাসী লোক-সকলে একত্র মিলিত হইয়া আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, আমি তথাপি ভীত হইয়া সীতাকে প্রতিপ্রদান করিব না। হে সৌম্য! তুমি বানরগণ-কর্ত্তৃক পরিপীড়িত হইয়া নিরতিশয় ভীত হইয়াছ, সুতরাং সীতাকে প্রতিপ্রদান করাই উত্তম বলিয়া বোধ করিতেছ; বিশেষত আমার শত্রুগণের মধ্যে এরূপ সমর্থ কে আছে, যে রণভূমিতে আমাকে জয় করিতে সমর্থ হইবে।'

রাক্ষস-রাজ শ্রীমান্ রাবণ ক্রোধান্ধ হইয়া এইরূপ পরুষ-বাক্য সকল বলিয়া বানরবল দর্শন-বাসনায় সেই চার-দ্বয়ের সহিত হিম-সদৃশ পাণ্ডুরবর্ণ অত্যুচ্চ প্রাসাদের উপর আরোহণ করিলেন। অনন্তর, সমুদ্র পর্ব্বত ও বন সকল বানর-সৈন্যে পরিপূর্ণ হইয়াছে এবং সেই অপার দুঃসহ মহাবল বানরগণ বিশ্রাম করিতেছে দেখিয়া সারণকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'এই বানরগণের মধ্যে কাহারা প্রধান, কাহারা বীর এবং কোন বানরগণই বা মহাবলশালী? কোন্ বানর-গণ নিরতিশয় উৎসাহান্বিত হইয়া সর্ব্বতোভাবে বানর-সৈন্যের অগ্রভাগ রক্ষা করিতেছে? কাহারা সুগ্রীবের মন্ত্রী এবং কোন্ বানরগণই বা যূথপতিগণেরও যূথপতি ও তাহাদের পরাক্রমই বা কি রূপ? হে সারণ! তুমি এই সকল আমার নিকট যথাবৎ বর্ণন কর।'

বানরগণের মুখ্যামুখ্যবিৎ সারণ রাক্ষসেন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করত, প্রধান প্রধান বানরগণের পরিচয় দিতে আরম্ভ করিয়া কহিল। 'ঐ দেখুন, যে বানর শত সহস্র যূথপতি-গণে পরিবৃত হইয়া লঙ্কাভিমুখে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করত সিংহ-নাদ করিতেছে, যাহার তুমুল শব্দে পর্ব্বত জলাশয় ও কানন-সকলের সহিত প্রাকার-বেষ্টিত ও তোরণ-শোভিত লঙ্কা-নগরী প্রতিধ্বনিত হইতেছে এবং যে বানর শাখা-মৃগগণের অধিপতি মহাত্মা সুগ্রীবের সৈন্যাগ্রে অবস্থান করিতেছে, ঐ বীর নীল নামক সেনাপতি। গিরিশৃঙ্গ ও পদ্মকিঞ্জল্ক-সদৃশ যে বানর বাহু-দ্বয় উদ্যত করত মনুষ্যের ন্যায় পৃথিবীতে পদ-সঞ্চালন করিতেছে, ক্রোধভরে লঙ্কা-

ভিমুখে বারম্বার দৃষ্টি নিক্ষেপ এবং মুখ-ভঙ্গি প্রকাশ করিয়া যেন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াই পুনঃ পুনঃ লাঙ্গূল তাড়ন করিতেছে এবং যাহার লাঙ্গূল তাড়ন-শব্দে দশদিক্ প্রতিশব্দিত হইতেছে, মহারাজ! বানর-রাজ সুগ্রীব-কর্ত্তৃক যৌবরাজ্যে অভিষেচিত এই যুবরাজ অঙ্গদ আপনাকে যুদ্ধের নিমিত্ত আহ্বান করিতেছে। মহারাজ! বরুণ যেরূপ ইন্দ্রের নিমিত্ত পরাক্রম প্রকাশ করেন, সুগ্রীবের প্রিয় এবং পিতার-সদৃশ পরাক্রমশালী এই বালি-নন্দন অঙ্গদও রাঘবের নিমিত্ত তদ্রূপ পরাক্রম প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে। রামচন্দ্রের হিতৈষী বেগবান্ হনুমান্ যে জনক-নন্দিনীকে দেখিয়া গিয়াছিল, তাহা এই অঙ্গদের মন্ত্রণানুসারেই ঘটিয়াছিল। মহারাজ! এই বীর্য্যবান্ অঙ্গদ অসংখ্য বানর-যূথপতিগণে পরিবৃত হইয়া আপনাকে মর্দ্দন করিবার অভিপ্রায়েই সসৈন্যে অবস্থান করিতেছে।

যে বীর সমুদ্রের উপর সেতু-নির্ম্মাণ করিয়াছে, ঐ সেই সমরাভিলাষী নল বিপুল-বলে পরিবৃত হইয়া অঙ্গদের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান করিতেছে। মহারাজ! শত্রুগণের দুঃসহপ্রচণ্ড-পরাক্রমশালী এবং বেগবান্ চন্দনবন-নিবাসী সহস্রকোটি অষ্টলক্ষ পরিমিত বানর-যূথপতিগণ গাত্র-স্তম্ভিত করিয়া সিংহনাদ করত লম্ফ প্রদান এবং ক্রোধভরে উৎপতিত হইয়া বিজৃম্ভণ করত যে বীরের অনুগত হইয়াছে এবং যে সেনাগণের হর্ষ বর্দ্ধন করত, বানরসেনাগণকে বিভাগ করিয়া দ্রুতপদে সুগ্রীবের নিকট আসিয়া প্রতিগমন করিতেছে, ঐ রজত-সদৃশ শুক্লবর্ণ চপল-স্বভাব ভীম-

পরাক্রম বুদ্ধিমান্ বীর্য্যবান্ এবং ত্রিলোক-বিশ্রুত শ্বেত নামক বানর স্বীয় সেনা-দ্বারাই লঙ্কাপুরীকে মর্দ্দন করিতে ইচ্ছা করিতেছে। যে পূর্ব্বে গোমতীতীরস্থ রম্য-পর্ব্বতে বাস করিত এবং এক্ষণে বিবিধ-বৃক্ষ-শোভিত বিন্ধ্য-পর্ব্বতের রাজ্য-শাসন করে, ঐ সেই কুমুদ নামক যূথপতি। বহুব্যাম দীর্ঘ তাম্র পীত কৃষ্ণ ও শুক্ল-প্রভৃতি বিবিধবর্ণ প্রকীর্ণ ও ঘোর-দর্শন কেশ-কলাপ যাহার দীর্ঘ লাঙ্গুলকে আশ্রয় করিয়াছে, ঐ সেই চণ্ড নামক বানর ভয়-রহিত হইয়া যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছে; মহারাজ! ঐ বীর কেবলমাত্র স্বীয় সেনাগণের সাহায্যেই লঙ্কাপুরীকে মর্দ্দন করিতে ইচ্ছা করিতেছে। সিংহ-সদৃশ দীর্ঘকেশর এবং পিঙ্গলবর্ণ যে বানর লঙ্কাপুরীকে দগ্ধ করিবার মানসেই যেন একাগ্র-চিত্তে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে এবং প্রচণ্ডপরাক্রম বলবান্ ঘোররূপ ত্রিংশৎ কোটি বানর-পুঙ্গবগণ লঙ্কাকে মর্দ্দন করিবার অভিপ্রায়ে যাহার অনুগামী হইয়াছে, ঐ যূথপতির নাম সরভ; মহারাজ! ঐ বীর বিন্ধ্য কৃষ্ণগিরি সহ্য এবং সুদর্শন এই চারিটি পর্ব্বতের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া সতত সেই সকল স্থানে বাস করে। মহাবল ও ভয় রহিত যে বীর কর্ণ-দ্বয় আবৃত করিয়া জৃম্ভন করিতেছে. মৃত্যু উপস্থিত হইলেও যে উদ্বিগ্ন হয় না এবং স্বীয় সেনাগণেরও সাহায্য প্রার্থনা করে না, ক্রোধে যাহার সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইতেছে এবং যে স্বীয় লাঙ্গূল বিক্ষেপ প্রদর্শন করিয়া সিংহনাদ করিতেছে, ঐ যূথপতির নাম রম্ভ। রাজন্! এই বীর তেজোবলে সাল্বেয় পর্ব্বতের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বদা

সেই স্থানে বাস করে এবং একচত্বারিংশৎ লক্ষ বিহার নামক বলশালী যূথপতিগণ এইবীরের অনুগত হইয়াছে। যথায় ভেরী-সন্নাদের ন্যায় সমরাভিলাষী বানর-সিংহগণের সুমহৎ শব্দ শ্রুত হইতেছে, ঐ স্থানে মেঘ যেরূপ আকাশ আবৃত করিয়া থাকে, তদ্রূপ অমরগণের মধ্যে সমাসীন দেবরাজ বাসবের ন্যায় যে বীর বানরবীরগণের মধ্যে আসীন রহিয়াছে, যুদ্ধে নিয়ত দুঃসহ ঐ যূথপতিশ্রেষ্ঠ পনস, পারিপাত্র নামক পর্ব্বতে বাস করে। মহারাজ! পঞ্চাশলক্ষ পরিমিত বানর-যূথপতিগণ নিজ নিজ সেনাগণের সহিত এই বীরের অনুগত হইয়াছে। যে বীর প্লবমান ভীম পরাক্রম বানরগণের মধ্যে থাকিয়া সমুদ্রের তীরস্থিত দ্বিতীয় ভাস্করের ন্যায় শোভা বিস্তার করিতেছে, ঐ মেঘ-সদৃশ বিনত নামক যূথপতি বিচরণ করত প্রত্যহ নদী-শ্রেষ্ঠ পর্ণাসার জলপান করিয়া থাকে। ষষ্টিলক্ষ পরিমিত বানর এই বীরের সৈনিক কার্য্যে নিযুক্ত আছে। ঐ দেখুন, ক্রথন নামক যূথপতি আপনাকে যুদ্ধের নিমিত্ত আহ্বান করিতেছে; মহারাজ! এই বীরের অধীনে যে সকল বল-বিক্রমশালী যূথপতি আছে, তাহাদের প্রত্যেকের অধীনেই তাদৃশ বলশালী বানর-সৈন্য রহিয়াছে।

'যাহার বপুঃশ্রী গৈরিকবর্ণের ন্যায় ঐ তেজস্বী গবয় নামক বানর ক্রোধভরে আপনার সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে। মহারাজ! ঐ গবয় এরূপ বলদর্পিত যে অপর কোন বানরকেই বীর বলিয়া গণ্য করে না। ইহার যে

সপ্ততি লক্ষ সৈন্য আছে, তাহাদ্বারাই লঙ্কানগরীকে বিধ্বং-সিত করিতে ইচ্ছা করিতেছে ”।

‘ মহারাজ! এই দুঃসহ বানরবীরগণকে গণনা করিয়া শেষ করা যায় না, কারণ ইহাদের মধ্যে যে সকল প্রধান যূথপতি আছে, তাহাদের প্রত্যেকের অধীনে অনেক যূথ-পতি এবং সেই যূথপতিগণের প্রত্যেকের অধীনেও পৃথক্ পৃথক্ সৈন্য আছে ”।

ষড়্‌বিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

‘ মহারাজ! আপনি যে সকল বানরগণকে দেখিতেছেন, তাহাদের মধ্যে যাহারা রাঘবের নিমিত্ত পরাক্রম প্রকাশ করিয়া জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহাদের পরিচয় প্রদান করিতেছি শ্রবণ করুন। যাহার দীর্ঘ-লাঙ্গূলাশ্রিত তাম্র পীত এবং শুক্লবর্ণ প্রকীর্ণ উৎক্ষিপ্ত ও বহুব্যামায়ত কেশ-কলাপ মার্ত্তণ্ডের মরীচি-মালার ন্যায় পৃথিবীকে দীপ্তিমতী করিয়াছে, ঐ কৃষ্ণবর্ণ ঘোরকর্ম্মা বানরের নাম হর। ঐ বীরের পশ্চাদ্ভাগেই বানর-রাজ সুগ্রীবের কিঙ্কর শতসহস্র যূথপতিগণ বল-সহকারে লঙ্কা আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে বৃক্ষহস্তে দণ্ডায়মান রহি-য়াছে। পর্ব্বত গ্রাম এবং নদী সকলে নীলমেঘ ও অসি-তাঞ্জন-সদৃশ, যুদ্ধে সত্যপরাক্রম এবং সমুদ্রতীরস্থিত রেণু সকলের ন্যায় অসংখ্য ও অনির্দ্দেশ্য যে ভয়াবহ ঋক্ষ এবং বানরগণকে দেখিতেছেন, উহারা সকলেই আপনার সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত অগ্রবর্ত্তী হইয়াছে। রাজন্! আকাশ

যেরূপ মেঘ-মালায় সর্ব্বতোভাবে পরিবৃত হইয়া থাকে, তদ্রূপ ঐ বানরদলের মধ্যে ভীমলোচন ও ভীমবিক্রম যে বীর অবস্থিত রহিয়াছে, ঐ বানরগণাধিপতি ধূম্র নামক যূথ-পতি নর্ম্মদার পশ্চাদ্দেশস্থিত ঋক্ষবান্ নামক পর্ব্বত-শ্রেষ্ঠে বাস করে। ভ্রাতার সমান রূপবান্ কিন্তু, তাহা অপেক্ষাও পরাক্রমশালী, ধূম্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঐ পর্ব্বত-প্রমাণ বীরকে দর্শন করুন। মহারাজ! যাহাকে রণ-ভূমিতে মর্ষণ করিতে পারা যায় না, এই সেই শান্তমূর্ত্তি গুরুবশবর্ত্তী এবং যূথপতি-শ্রেষ্ঠ জাম্ববান্; এই ধীমান্ জাম্ববান্ সুর এবং অসুরগণের সমরসময়ে সুররাজ শচীপতির সুমহৎ সাহায্য করিয়া অনেক বর লাভ করিয়াছেন। যাহারা মৃত্যু উপস্থিত হইলেও কম্পিত হয় না, ঐ রাক্ষস এবং পিশাচগণের সদৃশ ক্রূর-স্বভাব যে বানরগণ সিংহনাদ করত পর্ব্বতাগ্রে আরোহণ করিয়া মহামেঘ-সদৃশ বিপুল-শিলা সকল ক্ষেপণ এবং ইতস্তত বিচরণ করিতেছে, উহারা সকলেই এই অমিত-তেজস্বী জাম্ববানের সৈন্য। যে বানর ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত কখন উৎপতিত হইতেছে ও কখন বা ভূমিতলেই ক্রীড়া করি-তেছে এবং বানরগণ সকলেই যাহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রহিয়াছে, ঐ সেনা-পরিবৃত বলশালী যূথপতি-শ্রেষ্ঠের নাম দম্ভ। মহারাজ! এই বানর-পুঙ্গব সহস্র-লোচন বাসবের উপাসনা করিয়া থাকে। যে বানর পর্ব্বতোপরি অবস্থানসময়ে একযোজন গমনকালে পার্শ্ব-দ্বারা একযোজন, অগ্রে পদ-দ্বয়-দ্বারা একযোজন এবং ঊর্দ্ধে স্বীয় শরীর-দ্বারা একযোজন আবৃত করিয়া গমন করে, যে বীর পূর্ব্বে

রণ-ভূমিতে দেবরাজ ধীমান্ ইন্দ্রের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহাতে জয় লাভ করিয়াছিল এবং চতুষ্পাদগণের মধ্যে যাহা হইতে ভয়ঙ্কর রূপ আর নাই, ঐ সেই বিখ্যাত বানরগণের পিতামহ সন্নাদন নামক যূথপতি। যে বীর পূর্ব্বে দেবাসুর-সংগ্রাম-সময়ে ত্রিদশগণের সাহায্যের নিমিত্ত গন্ধর্ব্ব-কন্যাতে অগ্নি হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল এবং যে রণ-ভূমিতে দেবরাজের-সদৃশ পরাক্রম প্রকাশ করিয়া থাকে, এই সেই ক্রথন নামক যূথপতি। হে রাক্ষসনাথ! আপনার ভ্রাতা যে স্থানে বাস করিয়া জম্বুদ্বীপে বসতি এবং বিহার-জনিত পরম সুখ অনুভব করেন, এই বলবান্ শ্রীমান্ বানরোত্তম সেই বহু-কিন্নর-সেবিত শৈলবরে বাস করিয়া পরম সুখ অনুভব করিয়া থাকে; মহারাজ! যুদ্ধে আত্ম-শ্লাঘা-বিরহিত এবং সহস্রকোটি বানরপরিবৃত এই বীর স্বীয় সেনাগণদ্বারাই লঙ্কানগরীকে মর্দ্দন করিতে ইচ্ছা করিতেছে। যে বানর গজরূপী শম্বসাদনের সহিত বানর-বর কেশরীর সংগ্রাম-বিষয়ক হস্তী এবং বানরগণের পূর্ব্ব বৈর স্মরণ করিয়া গঙ্গা-সমীপস্থিত গজযূথগণকে সন্ত্রাসিত করিয়া থাকে, ঐ সেনাপতিকে দর্শন করুন।

মহারাজ! এই যূথপতি যৎকালে গিরিগুহা-মধ্যে শয়ন করিয়া গর্জ্জন করিতে থাকে, তখন গজযূথগণ দূর হইতে ইহার সেই ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণ করিয়া স্তম্ভিত হয় এবং বৃক্ষ সকলও ভগ্ন হইয়া যায়। দেবরাজ যেরূপ অমরাবতীতে বাস করেন তদ্রূপ, এই বানরবাহিণীপতি গঙ্গার নিকটবর্ত্তী উশীরবীজ এবং পর্ব্বত-শ্রেষ্ঠ মন্দরে অবস্থান করিয়া পরম

প্রীতি অনুভব করিয়া থাকে। রাক্ষসেন্দ্র! বীর্য্য-বিক্রম-দৃপ্ত, ঘোররব বলশালী এবং মহাবাহু সহস্রলক্ষ বানর যাহার অনুগত এবং যথায় ক্রুদ্ধ-স্বভাব তরস্বী বানর-সেনা-সমুদ্ভূত অরুণবর্ণ ধূলিদাম চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়াছে, ঐ সেই শত্রু-গণের দুর্দ্ধর প্রমাথী নামক যূথপতি।

মহারাজ! ঘোররূপ শুক্লমুখ মহাবল শত লক্ষ গোলাঙ্গূলগণ সেতুবন্ধের প্রতি দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিয়া যে গোলাঙ্গূল-যূথপতি গবাক্ষের চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট রহিয়াছে, উহারাই লঙ্কাকে মর্দ্দন করিবার নিমিত্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। মহারাজ! ঐ দেখুন, বানর-মুখ্যগণের নায়ক কেসরী নামক যূথপতি অবস্থান করিতেছে। রাজন্! যথায় বৃক্ষ সকল সর্ব্বকালে ফলবান্ হওয়ায় ভ্রমরগণ নিয়তই তৎসন্নিধানে বিচরণ করিয়া থাকে, সূর্য্য যাহাকে আপনার সমানবর্ণ বোধে প্রতিদিন প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন, যাহার কান্তির দ্বারা প্রতিভাত হইয়া তত্রত্য মৃগ-পক্ষিগণকে তৎসমান-বর্ণের ন্যায় বোধ হয়, যে স্থানের বৃক্ষ সকল ফলপুষ্পশালী ও ইচ্ছানুরূপ ফলপ্রদ হওয়ায় মহর্ষিগণ যাহার সান্নিধ্য পরিত্যাগ করেন না এবং যে পর্ব্বত-প্রবরে মহার্হ মধু প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই বীর কেসরী সেই মনোহর কাঞ্চনপর্ব্বতে অবস্থান করিয়া থাকে। হে অনঘ! আপনি যেরূপ রাক্ষসগণের প্রধান তদ্রূপ ষষ্টি-সহস্র সংখ্যক মনোহর কাঞ্চনপর্ব্বতের মধ্যে সাবর্ণিমেরু-নামক যে সর্ব্বপ্রধান পর্ব্বত আছে, তথায় তাম্রাস্য, মধুর-ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ তীক্ষ্ণদন্ত নখায়ুধ সিংহের ন্যায় চতুর্দ্দন্ত

ব্যাঘ্রের ন্যায় দুরাসদ অগ্নির ন্যায় তেজস্বী তীক্ষ্ণবিষ আশীবিষের ন্যায় সুদীর্ঘ এবং আকুঞ্চিত লাঙ্গুল-বিশিষ্ট মত্ত-মাতঙ্গ মহাপর্ব্বত ও মহামেঘ-সদৃশ, পিঙ্গলবর্ণ সুগোল নেত্র-বিশিষ্ট, মহাভীমগতি ও ভীমরব যে বানরগণ বাস করে, ঐ দেখুন, উহারাই যেন লঙ্কাকে মর্দ্দন করিবে বলিয়া আগমন করিয়াছে। রাজন্! যে রাজ্য-কামনায় নিয়ত আদিত্যের উপাসনা করিয়া থাকে, এই বানরগণের অধি-পতি, ঐ সেই শতবলী নামক বীর্য্যবান্ বানর উহাদের মধ্যে উপবিষ্ট রহিয়াছে। মহারাজ! এই বীর শতবলী এরূপ বিক্রান্ত বলবান্ ও পৌরুষশালী যে স্বীয় সৈন্যগণ-দ্বারাই লঙ্কাকে মর্দ্দন করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে।'

'গজ, গবাক্ষ, গবয়, নল ও নীল-প্রভৃতি বানরগণ সকলেই প্রাণের আশা পরিত্যাগ করত দশকোটি সৈন্যে পরিবৃত হইয়া রামের হিত-সাধন বাসনায় সমাগত হইয়াছে। রাজন্! বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে যে লঘু-বিক্রম বানরশ্রেষ্ঠগণ সমাগত হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যার ইয়ত্তা নাই। মহা-রাজ! এই বীরগণের সকলেরই দেহ মহাশৈল-সদৃশ, সক-লেই মহাপ্রভাব এবং সকলেই শিলাবর্ষণ-দ্বারা ক্ষণকাল মধ্যে পৃথিবীকে সমাচ্ছন্ন করিতে পারে।'

সপ্তবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

এইরূপে রামের বল নির্দ্দেশ করিয়া সারণ আপন বাক্যের অবসান করিলে শুক রাক্ষসাধিপ রাবণকে বলি-লেন। মহারাজ! হিমালয়সম্ভূত শালবৃক্ষ, গঙ্গাতীরজাত

বটবৃক্ষ এবং মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ঐ যে কামরূপী বলশালী বীরগণকে দেখিতেছেন, উহারা সকলেই রণ-ভূমিতে দৈত্য ও দানবগণের ন্যায় পরাক্রম প্রকাশ করিয়া থাকে এবং তৎকালে কেহই উহাদের প্রতাপ সহ্য করিতে সমর্থ হয় না। দেবতা এবং গন্ধর্ব্বগণ হইতে উৎপন্ন সহস্র-শঙ্কু শতবৃন্দ একবিংশাধিক সহস্র-কোটি সংখ্যক ঐ কামরূপী কিষ্কিন্ধ্যাবাসী বানরগণ সকলেই সুগ্রীবের সচিব। দেবরূপী ও সমানরূপ ঐ যে দুই বীরকে দেখিতেছেন, রণ-ভূমিতে ঐ মৈন্দ ও দ্বিবিদের ন্যায় কেহই পরাক্রম প্রকাশ করিতে পারে না। মহারাজ! যাহারা ব্রহ্মা-কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া অমৃতপান করিয়া থাকে, ঐ সেই বীর দ্বয় লঙ্কাকে মর্দ্দন করিবার বাসনা করিতেছে। মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ঐ যে বানরকে অবস্থান করিতে দেখিতেছেন, ঐ বীর ক্রুদ্ধ হইয়া বল-সহকারে সমুদ্রকেও ক্ষুব্ধ করিয়াছিল। রাজন্! যে সমুদ্র লঙ্ঘন করত লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া বৈদেহীর এবং আপনারও অনুসন্ধান করিয়াছিল এবং আপনি যাহাকে পূর্ব্বে দেখিয়াছিলেন, ঐ দেখুন কেশরীর জ্যেষ্ঠ-পুত্র বাতাত্মজ সেই বিখ্যাত হনুমান্ পুনর্ব্বার আগমন করিয়াছে। যেরূপ বায়ুর গতি রোধ হয় না, তদ্রূপ কেহই ঐ সর্ব্বকর্ম্ম-সমর্থ কামরূপী রূপবান্ বলশালী বানরশ্রেষ্ঠ হনুমানের গতি রোধ করিতে পারে না। বাল্যকালে এই বীর এক দিবস উদয়শীল আদিত্যকে দর্শন করিয়া ‘আদিত্যকে আহরণ না করিলে ভূলোকবর্ত্তি ফল-দ্বারা আমার ক্ষুধা নিবৃত্তি হইবে না’ মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করত

ত্রিসহস্র যোজন পথ অতিক্রম করিয়া আদিত্য-মণ্ডলে উত্তীর্ণ হইয়াছিল; পরন্তু দেব ঋষি ও রাক্ষসগণেরও অনাধৃষ্য সেই আদিত্যদেবকে প্রাপ্ত না হইয়া উদয়াচলে পতিত হইল। মহারাজ! পূর্ব্বে এই বীরের হনু অতিশয় দৃঢ় ছিল, কিন্তু শিলাতলে পতিত হইবামাত্রই ইহার একটি হনু কিঞ্চিৎ ভগ্ন হওয়ায় এই বীর সেই ভূতপূর্ব্ব বৃত্তান্ত অনুসারে হনুমান্ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এই বীরের বল রূপ এবং প্রভাব বর্ণন করা সকলেরই সাধ্যাতীত, অধিক কি এ একাকীই স্বীয় তেজোবলে লঙ্কাকে মর্দ্দন করিবার নিমিত্ত স্থির-সঙ্কল্প হইয়াছে। রাজন্! পূর্ব্বে যে বীর আপনার প্রতাপ-দ্বারা রুদ্ধ অগ্নিকে প্রজ্জ্বালিত করিয়া তাহাকে লঙ্কা-মধ্যেই নিক্ষেপ করিয়াছিল, আপনি কি নিমিত্ত অদ্য সেই হনুমান্‌কে বিস্মৃত হইতেছেন?'

'হনুমানের সমীপে যে শ্যামবর্ণ কমললোচন বীর উপবিষ্ট রহিয়াছেন, উনিই সেই ইক্ষ্বাকুগণের অতিরথ এবং লোকে ইহাঁরই পৌরুষের কথা কীর্ত্তন করিয়া থাকে। মহারাজ! ধর্ম্ম যাঁহাতে কখনই বিচলিত হয় না এবং যিনি কখনই ধর্ম্মকে অতিক্রম করেন না, বেদবিদ্গণের অগ্রগণ্য যে বীর ব্রাহ্ম্য অস্ত্র ও নিখিল বেদ অবগত হইয়াছেন, যিনি বাণ-দ্বারা মেদিনীকে বিদারণ এবং গগণকেও ভেদ করিতে পারেন, যাঁহার পরাক্রম শক্রের ন্যায় ও ক্রোধ মৃত্যুর ন্যায় এবং জনস্থান হইতে আপনি যাঁহার ভার্য্যাকে অপহরণ করিয়া আনিয়াছেন, ঐ সেই রাম আপনার সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছেন। রামচন্দ্রের

দক্ষিণপার্শ্বে ঐ যে বিশুদ্ধ কাঞ্চনবর্ণ বিশালবক্ষ লোহিত-লোচন আকুঞ্চিত নীল কেশদাম বিভূষিত বীরকে দেখিতেছেন উহাঁরই নাম লক্ষ্মণ। নীতি-বিশারদ যুদ্ধ-কুশল শস্ত্রধারিগণের অগ্রগণ্য অমর্ষী দুর্জ্জয় জয়শীল বিক্রান্ত ও বলদর্পিত রামের দক্ষিণ-বাহু এবং বহিশ্চর প্রাণ-সদৃশ ঐ বীর লক্ষ্মণ ভ্রাতার হিতকর কার্য্যে এরূপ অনুরক্ত যে রাঘবের জন্য আপনার প্রাণ-পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতেও কাতর হয়েন না। মহারাজ! এই বীর একাকীই সকল রাক্ষস বধ করিবার কথা বলিতেছিলেন। রাক্ষস-চতুষ্টয়ে পরিবেষ্টিত হইয়া যে বীর রামের বামপার্শ্বে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, উনিই রাজা বিভীষণ। রাজন্! বিভীষণ রাজরাজ রামচন্দ্র-কর্ত্তৃক লঙ্কা-রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া আপনার সহিত যুদ্ধ-কামনায় ক্রোধভরে অবস্থান করিতেছেন।’

‘শাখা-মৃগগণের অধিপতি অচল গিরিবরের ন্যায় যাহাকে মধ্যে অবস্থান করিতে দেখিতেছেন, ঐ বীর হিমাচলের ন্যায় তেজ যশ বুদ্ধি বল এবং আভিজাত্য-দ্বারা সকল বানরকেই অতিক্রম করিয়াছেন। রাজন্! যে বীর প্রধান যূথপতিগণের সহিত কিষ্কিন্ধ্যায় পর্ব্বতদুর্গস্থ দ্রুম-সমাকুল ও অন্যের দুর্গম গুহা-মধ্যে অবস্থান করেন এবং দেবতা ও মনুষ্যগণের প্রার্থনীয়া লক্ষ্মী যাহাতে নিয়ত প্রতিষ্ঠিত সেই শতপদ্ম-ঘটিত কাঞ্চনীমালা যাঁহার গলদেশে শোভা পাইতেছে, ঐ সেই বীর সুগ্রীব, রাম-সাহায্যে বালিকে নিহত করিয়া ঐ মালা, তারা এবং শাশ্বত কপিরাজ্য লাভ করিয়াছেন।’

'মহারাজ! মনীষিগণ যেরূপ সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে শত গুণিত শত সহস্রে এক কোটি, শত সহস্র কোটিতে শঙ্কু, শত সহস্র শঙ্কুতে মহাশঙ্কু, এক শত মহা-শঙ্কু সহস্রে এক বৃন্দ, শত সহস্র বৃন্দে মহাবৃন্দ, শত মহা-বৃন্দ সহস্রে পদ্ম, শত গুণিত সহস্র পদ্মে মহাপদ্ম, শত সহস্র মহাপদ্মে খর্ব্ব, শত সহস্র খর্ব্বে মহাখর্ব্ব, শত সহস্র মহাখর্ব্বে সমুদ্র এবং শত গুণিত সহস্র সমুদ্রে এক মহৌঘ হইয়া থাকে। মহারাজ! নিয়ত মহাবল পরিবৃত মহাবল-পরাক্রম বানরেন্দ্র সুগ্রীব বীরবর বিভীষণাদি সচিবগণের পরিবৃত হইয়া আপনার সহিত যুদ্ধ করিবার বাসনায় শতা-ধিক কোটি মহৌঘ, শতাধিক কোটি সমুদ্র, শত খর্ব্ব, শত মহাখর্ব্ব, সহস্র মহাপদ্ম, শত পদ্ম, সহস্র মহাবৃন্দ, শত বৃন্দ, সহস্র মহাশঙ্কু, শত শঙ্কু, এবং লক্ষ কোটি বানর সৈন্যের সহিত লঙ্কায় উপস্থিত হইয়াছেন।'

'মহারাজ! প্রজ্বলিত গ্রহ-সদৃশী এই উপস্থিত বানর-বাহিণী দর্শন করিয়া যাহাতে তাহার প্রতীকার হয় এবং শত্রুগণ-কর্ত্তৃক পরাজিত না হইয়া বিজয়ী হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবান্ হউন।'

অষ্টাবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

শুক ও সারণের বাক্য অবসান হইলে রাক্ষসনাথ রাবণ শুক-কর্ত্তৃক সমাদিষ্ট বানরযূথপতিগণ, রামের দক্ষিণ হস্তের স্বরূপ মহাবীর্য্য লক্ষ্মণ, রামের সমীপস্থ ভ্রাতা বিভীষণ, সকল বানরগণের অধিপতি ভীম-বিক্রম সুগ্রীব, বালিনন্দন

বলশালী অঙ্গদ, বিক্রান্ত হনুমান্, দুর্জ্জয় জাম্ববান্, সুষেণ, কুমুদ, নীল, প্লবগ-সত্তম নল, গজ, গবাক্ষ, শরভ, মৈন্দ এবং দ্বিবিদকে দর্শন করিয়া কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন-হৃদয় হইলেন এবং পরক্ষণেই জাতক্রোধ হইয়া সেই দুই বীর শুক ও সারণকে ভর্ৎসন করিতে লাগিলেন। শুক ও সারণ ভর্ৎসিত হইয়া প্রণত ও অধোমুখে দণ্ডায়মান হইলে রাবণ রোষ-গদ্গদ-স্বরে এইরূপ সক্রোধ পরুষ বাক্য সকল বলিতে আরম্ভ করিলেন। রাবণ কহিলেন ‘নিগ্রহানুগ্রহ-সমর্থ নৃপতির সম্মুখে তাঁহার অপ্রিয় নিবেদন করা উপজীবী সচিবগণের কখনই কর্ত্তব্য নহে। তোমরা জিজ্ঞাসিত না হইয়াও যে, যুদ্ধার্থ সমাগত প্রতিকূল শত্রুগণের বলোৎকর্ষ বর্ণন করিলে ইহা কি রাক্ষসরাজের মন্ত্রির কার্য্য হইয়াছে? আচার্য্য গুরু এবং বৃদ্ধগণকে বৃথা উপাসনা করিয়াছিলে, কারণ রাজধর্ম্ম-সকলের সারভূত যে অনুজীবি-ধর্ম্ম তাহাই গ্রহণ করিতে পার নাই; অথবা গ্রহণ করত বিস্মৃত হইয়া এই অজ্ঞানের ভার-বহন করিতেছ। আমি আপন অদৃষ্ট বলেই ঈদৃশ সচিব লইয়া রাজ্য রক্ষা করিতেছি। শুভ এবং অশুভ আমার জিহ্বাগ্রবর্ত্তী ইহা জানিয়াও আমার নিকট এতাদৃশ পরুষ-বাক্য বলিতে তোমাদের কি মৃত্যু-ভয় উপস্থিত হইল না? বন-মধ্যে পাদপগণ দহন-স্পৃষ্ট হইয়াও কথঞ্চিৎ জীবিত থাকিতে পারে, কিন্তু রাজদ্রোহী অপরাধিগণ কখনই জীবিত থাকিতে পারে না। যদি পূর্ব্বকৃত উপকার স্মরণ করিয়া আমার ক্রোধের কিঞ্চিৎ উপশম না হইত, তাহা হইলে এই দণ্ডেই শত্রুপক্ষ-প্রসংশক এই

দুই পাপাত্মাকে বিনাশ করিতাম। তোমরা যেরূপ কৃতঘ্ন ও আমার প্রতি স্নেহ-বিহীন তাহাতে নিশ্চয়ই বধার্হ, কিন্তু তোমাদের পূর্ব্বকৃত উপকার সকল স্মরণ করিয়া বধ করিলাম না; সে যাহা হউক, তোমরা আমার নিকট হইতে দূরীভূত হও এবং আর আমার সভা-মধ্যে প্রবেশ করিও না।' শুক ও সারণ এইরূপে উক্ত হইয়া জয়-শব্দ দ্বারা রাবণকে অভিনন্দিত করত লজ্জিতভাবে উভয়েই সভা হইতে নিঃসৃত হইল।

অনন্তর নিশাচর দশগ্রীব 'চারগণকে শীঘ্র আমার নিকট আনয়ন কর' সমীপস্থ মহোদরকে এইরূপ আদেশ করিলে মহোদর চারগণকে তথায় শীঘ্র উপস্থিত হইতে আদেশ করিল। তদনন্তর, চারগণ রাজশাসনে সত্বরে তথায় উপস্থিত হইয়া জয়সূচক আশীর্ব্বাক্য-দ্বারা রাবণকে অভিনন্দিত করিলে রাক্ষসরাজ রাবণ সেই ভয়বিহীন, শূর বিশ্বাসী চারগণকে বলিলেন, 'তোমরা রাম এবং প্রীতি-সহকারে সমাগত তাঁহার মন্ত্রিবর্গের কার্য্যকলাপ পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত শীঘ্র এস্থান হইতে গমন কর। তাহারা কিরূপে নিদ্রা যায়, জাগরিত অবস্থায় কি করে এবং অদ্যই বা কি করিবে, তোমরা নিপুণতা-সহকারে নিঃশেষ রূপে এই সমস্ত অবগত হইয়া আসিবে; কারণ বিচক্ষণ মহীপতিগণ চার-দ্বারা শত্রুগণের অবস্থা অবগত হইয়া রণ-ভূমিতে স্বল্পায়াসেই তাহাদিগকে নিরস্ত করিয়া থাকেন।'

চারগণ 'যথা আজ্ঞা' বলিয়া শার্দ্দূলকে পুরোবর্ত্তী করত হৃষ্টান্তঃকরণে রাক্ষসেশ্বরকে প্রদক্ষিণ করিল; তদনন্তর

রাক্ষসসত্তম মহাত্মা মহোদরকে প্রদক্ষিণ করিয়া যথায় রাম ও লক্ষ্মণ অবস্থান করিতেছেন, সেই স্থানে গমন করিল। চারগণ গমন করত সুবেলশৈল-সমীপে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিয়া রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীব ও বিভীষণকে দর্শন করিল এবং সেই বানরবাহিণী দর্শন করিয়া ভয়ে একান্ত বিহ্বল হইয়া পড়িল। পরন্তু রাক্ষসেন্দ্র ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ সেই রাক্ষসগণকে দেখিতে পাইয়া বানরগণ-দ্বারা তাহাদিগকে নিগৃহীত করিলেন এবং একান্ত পাপাশয় বলিয়া কেবল প্রধান চর শার্দ্দূলকেই বন্ধন করাইলেন, কিন্তু বানরগণ-কর্ত্তৃক বধ্যমান দেখিয়া রাম তাহাকে মুক্ত করিয়া দিলেন।

এইরূপে সেই চর রাক্ষসগণ, লঘুবিক্রম বিক্রান্ত বানরগণ-কর্ত্তৃক অর্দ্দিত এবং অনৃশংস রামচন্দ্র-কর্ত্তৃক মুক্তি লাভ করিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করত হতচেতনের ন্যায় পুনর্ব্বার লঙ্কা-মধ্যে প্রবেশ করিল। তদনন্তর, মহাবল নিত্যবহিশ্চর নিশাচর সেই চরগণ দশগ্রীব-সমীপে উপস্থিত হইয়া সুবেলশৈলের সমীপবর্ত্তী সেই রাম-বলের কথা নিবেদন করিল।

একোনত্রিংশ সর্গ ॥ ২৯ ॥

চারগণ সুবেলশৈলে নিবিষ্ট অক্ষোভ্যবল রামচন্দ্রের কথা সকল নিবেদন করিলে, রাবণ চারগণের বাক্যে মহাবল রামকে লঙ্কা-মধ্যে উপস্থিত শ্রবণ করত কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন-হৃদয় হইয়া শার্দ্দূলকে বলিলেন, ‘ওহে নিশাচর! তোমাকে

বিবর্ণ এবং দীনের ন্যায় বোধ হইতেছে ইহার কারণ কি? শত্রুগণ ক্রুদ্ধ হইয়া কি তোমাকে বল-পূর্ব্বক তাহাদের বশে আনয়ন করিয়াছিল? যাহা ঘটিয়াছে, তুমি সেই সমস্ত আমার নিকট যথাবৎ বর্ণন কর।'

ভয়বিহ্বল শার্দ্দূল এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া রাক্ষস-শার্দ্দূল রাবণকে মন্দ মন্দ বাক্যে এইরূপ প্রত্যুত্তর প্রদান করিল; 'মহারাজ! রাঘব-পালিত সেই বিক্রান্ত বলবান্ বানরপুঙ্গবগণের বলাবল বিচার করা চারগণের দুঃসাধ্য। রাজন্! পর্ব্বত-সদৃশ বানরগণ চতুর্দ্দিকের পথ সকল এরূপে রক্ষা করিতেছে যে, সেই বানরপুঙ্গবগণের বলাবল বিচার করা দূরে থাকুক তাহাদের সহিত বাক্যালাপও করিতে পারিলাম না। বল-পর্য্যবেক্ষণকালে আমরা প্রবেশ করিবা মাত্রই বিভীষণ-সচিব রাক্ষসগণ আমাকে জানিতে পারিয়া বানরগণ-দ্বারা বন্ধন এবং বিবিধ গতিতে বল-মধ্যে পরিভ্রমণ করাইল। তদনন্তর, বলবান্ বানরগণ ক্রোধভরে জানু মুষ্টি দন্ত ও তল-দ্বারা প্রহার করত ঘোষণা-সহকারে সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করাইয়া পরিশেষে রাম-সন্নিধানে উপস্থিত করিল। মহারাজ! তৎকালে আমি বানরগণ-কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া এরূপ বিহ্বল হইয়াছিলাম যে, আমার সকল ইন্দ্রিয়ই অবশ হইয়াছিল এবং সর্ব্বাঙ্গেই রুধিরধারা বহির্গত হইতেছিল, সুতরাং দীনাঙ্গ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে রাঘব-সন্নিধানে ক্ষমা প্রার্থনা করায় তিনি তৎক্ষণাৎ আমাকে মুক্ত করিয়া দিলেন। রাজন্! সেই তেজস্বী রামচন্দ্র শিলা এবং পর্ব্বতখণ্ড-সকল-দ্বারা মহাসাগরকে পরি-

পূরিত করত সশস্ত্রে লঙ্কার দ্বারদেশে পুরুষ-ব্যূহ-মধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন; সম্প্রতি আমাকে বিসর্জ্জন করত বানরগণে পরিবৃত হইয়া গরুড়-ব্যূহ-মধ্যে অবস্থান করিতেছেন। মহারাজ! বোধ হয়, তিনি শীঘ্রই পুরমধ্যে প্রবেশ করিবেন, অতএব আপনি সত্বরেই সীতা প্রত্যর্পণ অথবা যুদ্ধদান এই উভয়ের একতর পক্ষ অবলম্বন করুন।'

অনন্তর, রাক্ষসাধিপ রাবণ সেই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া মনোমধ্যে ক্ষণকাল চিন্তা করত এই সুমহৎ বাক্য বলিলেন। 'হে সুব্রত! যদি দেব দানব ও গন্ধর্ব্বগণ একত্র হইয়া আমার প্রতিকূলে যুদ্ধ করে, অথবা ত্রিলোকবাসী সকল লোকই আমার প্রতিকূল হয়, তথাপি আমি ভীত হইয়া সীতাকে প্রত্যর্পণ করিব না।' অমিততেজস্বী রাবণ এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার শার্দ্দূলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে সৌম্য! তুমি ত সেই বানরবলের সর্ব্বত্রই পরিভ্রমণ করিয়াছ, সম্প্রতি সেই দুরাসদ বানরগণ কাহার পুত্র, কাহার পৌত্র, তাহাদের শরীরকান্তিই বা কিরূপ, কাহারাই বা শূর বলিয়া বিখ্যাত? তুমি এই সমস্ত আমার নিকট যথাবৎ বর্ণন কর; তাহা হইলে আমি তাহাদের বলাবল জানিতে পারিয়া পশ্চাৎ তাহার প্রতিবিধান করিব; কারণ বিজিগীষু নৃপতির অগ্রে শত্রুর সেনা সংখ্যা করা ও তাহাদের বলাবল জ্ঞাত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

চর-প্রবর শার্দ্দূল এইরূপে উক্ত হইয়া রাবণ-সন্নিধানে এই কথা বলিতে আরম্ভ করিল। 'মহারাজ! সেই বল-

মধ্যে ঋক্ষ রাজার ক্ষেত্র-সম্ভূত বানরবর সুগ্রীব অবস্থান করিতেছেন। গদ্গদের পুত্র লোক-বিশ্রুত জাম্ববান্ এবং যাহার পুত্র একাকীই রাক্ষসগণের মহতী দুর্দ্দশা সম্পাদন করিয়াছিল, সেই গদ্গদের ক্ষেত্রজ পুত্র এবং দেবরাজের গুরু বৃহস্পতির পুত্র কেশরীও তথায় অবস্থান করিতেছে। রাজন্! সেই বানরগণের মধ্যে ধর্ম্মাত্মা বীর্য্যবান্ সুষেণ ধর্ম্মের এবং সৌম্যমূর্ত্তি কপিবর দধিমুখ চন্দ্রের সন্তান। তথায় সুমুখ, দুর্ম্মুখ এবং বেগদর্শী নামক যে তিনটি বানর আছে, তাহাদিগকে দেখিলেই বোধ হয় যেন, বিধাতা বানর-রূপে সাক্ষাৎ মৃত্যুকেই সৃষ্টি করিয়াছেন। অগ্নি-তনয় নীল স্বয়ং সেনাপতি হইয়াছেন। অনিল-তনয় বিখ্যাত হনুমান্ও তথায় অবস্থান করিতেছেন। দেবরাজের নপ্তা বলবান্ দুর্দ্ধর্ষ যুবা অঙ্গদ অশ্বি-তনয় বলশালী মৈন্দ ও দ্বিবিদ এবং কালান্ত-যম-সদৃশ বৈবস্বতাদি যম পঞ্চকের পুত্র গজ, গবাক্ষ, গবয়, শরভ ও গন্ধমাদন এই বীরগণ সকলেই তথায় অবস্থান করিতেছেন। দেব-নন্দন অপর যে দশকোটি শূর শ্রীমান্ বানরগণ যুদ্ধ-কামনায় লঙ্কায় উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদের বিষয় বলিয়া শেষ করিতে পারি না।"

'মহারাজ! যিনি জনস্থানবাসী সকল রাক্ষসকেই বিনাশ করিয়াছেন, যৎকর্ত্তৃক খর দূষণ ত্রিশিরা বিরাধ ও অন্তক-সদৃশ কবন্ধ নিহত হইয়াছে এবং রণ-ভূমিতে কেহই যাঁহার সদৃশ পরাক্রম প্রকাশ করিতে পারে না, পৃথিবীতে কোন মনুষ্যই সেই মৃগ-রাজ-পরাক্রম যুবা রামের গুণ বর্ণন

করিতে সমর্থ নহে। রাজন্! যাঁহার বাণপথে পতিত হইলে দেবরাজও জীবন রক্ষা করিতে পারেন না, সেই গজ-রাজ-সদৃশ ধর্ম্মাত্মা লক্ষ্মণও তথায় রহিয়াছেন। শ্বেত ও জ্যোতির্ম্মুখ নামক ভাস্কর পুত্র-দ্বয়, বরুণ-পুত্র বানর হেমকূট, বিশ্বকর্ম্ম-নন্দন কপি-সত্তম নল এবং বিক্রান্ত বেগবান্ বসু-পুত্র দুর্দ্ধরও তথায় রহিয়াছে। রাঘব হইতে লঙ্কা-রাজ্য লাভ করিয়া তাঁহার হিত-সাধন-বাসনায় আপনার ভ্রাতা রাক্ষস শার্দ্দুল বিভীষণও তথায় অবস্থান করিতেছেন। মহারাজ! এই ত সুবেল শৈলে অধিষ্ঠিত বানরবলের বিষয় কথিত হইল, অতঃপর যাহা কর্ত্তব্য হয়, আপনি বিধান করুন'।

ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

এইরূপে চারগণ লঙ্কা-মধ্যে সুবেল শৈলে অধিষ্ঠিত অক্ষোভ্যবল রাঘবের বিষয় নিবেদন করিলে রাক্ষসপতি রাবণ মহাবল রামকে উপস্থিত জানিতে পারিয়া কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন-হৃদয় হইলেন এবং সচিবগণকে এই কথা বলিলেন। 'ওহে রাক্ষসগণ! সম্প্রতি আমাদের মন্ত্রণাকাল উপস্থিত হইয়াছে, অতএব আমার মন্ত্রিগণকে শীঘ্র সভা-মধ্যে উপস্থিত কর।' তদনন্তর মন্ত্রিগণ রাজ-শাসন অবগত হইয়া সত্বরে সভা-মধ্যে উপস্থিত হইলে, রাবণ সেই রাক্ষস সচিবগণের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন এবং মন্ত্রণা-কার্য্য শেষ হইলে সচিবগণকে বিদায় দিয়া স্বয়ং পুর-মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

তদনন্তর, রাক্ষসনাথ মায়াবী রাবণ মায়া-বিশারদ মহাবল রাক্ষস বিদ্যুজ্জিহ্বকে লইয়া মৈথিলী-সন্নিধানে গমন করিতে মানস করিয়া তাহাকে কহিলেন; ‘ওহে নিশাচর! আমরা উভয়ে মায়াবলে জনকাত্মজাকে মোহিত করিব, অতএব তুমি মায়া-বিরচিত রাঘব-মস্তক এবং একটি সশর শরাসন গ্রহণ করত সীতা-সন্নিধানে আমার নিকট উপস্থিত হইবে’।

নিশাচর বিদ্যুজ্জিহ্ব এইরূপ উক্ত হইয়া তাহাই স্বীকার করত রাবণকে সেই মায়া প্রদর্শন করাইল; রাক্ষসপতি মহাবল রাবণ তাহার সেই মায়া-কার্য্যে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া বিভূষণাদি পারিতোষিক প্রদান করত সীতা-দর্শন-বাসনায় অশোকবন মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কুবেরানুজ রাবণ অশোকবন-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দূর হইতে শোক-কর্ষিতা, ভর্ত্তৃধ্যান-পরায়ণা, ঘোররূপ রাক্ষসীগণ-কর্ত্তৃক উপাস্যমানা এবং অদীনার্হ হইয়াও দীনের ন্যায় অধোমুখে ভূতলে উপবিষ্টা জনক-নন্দিনীকে দেখিতে পাইলেন। তদনন্তর, কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া হর্ষ-সহকারে আপনার নাম কীর্ত্তন করত মৈথিলীকে এই সপ্রগল্‌ভ বাক্য বলিলেন ‘হে ভদ্রে! আমি বহুবিধ সান্ত্বনা-বাক্য কহিলেও তুমি যাহাকে আশ্রয় করিয়া আমার বাক্যে অশ্রদ্ধা করিতে, তোমার সেই খরহন্তা ভর্ত্তা রাঘব সমরে নিহত হইয়াছে সুতরাং সম্প্রতি তোমার মূল ছিন্ন ও দর্প হত হইল। অয়ি! মূঢ়ে জনক-নন্দিনি! এখন সেই মৃত পতিকে লইয়া আর কি করিবে? অতএব এই উপস্থিত বিপদকালে এই দুর্ব্বুদ্ধি পরিত্যাগ

করিয়া আমার ভার্য্যা হও। হে অল্পপুণ্যে পণ্ডিতমানিনি মূঢ়ে জানকি! তুমি এতদিন যে রামের আশায় দিন যাপন করিতেছিলে, তোমার সে আশা ত শেষ হইল, অতএব হে ভদ্রে! সম্প্রতি আমার ভার্য্যাগণের মধ্যে প্রধানা হইয়া কাল যাপন কর। হে সীতে! নিদারুণ বৃত্রবধের ন্যায় তোমার সেই ভর্ত্তা যেরূপে নিহত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ কর;— রাঘব আমাকে বধ করিবার নিমিত্ত বানরেন্দ্র সু-গ্রীব-প্রণীত সুমহৎ বলে পরিবৃত হইয়া সমুদ্রপারে আগ-মন করত দিবাকরের অস্তাচলে গমনকালে সেনাগণকে সমুদ্রের উত্তরতীরে সন্নিবেশিত করিয়া স্বয়ং তথায় অবস্থান করিতেছিল। পরন্তু, বানরবল পথশ্রান্তি নিমিত্ত নিতান্ত কাতর হইয়া সুখে নিদ্রিত হইলে আমার প্রথমযামিক চর-গণ তাহাদের সমস্ত কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আইসে। তদনন্তর, প্রহস্ত আমার সুমহৎ বলে পরিবৃত হইয়া যথায় লক্ষ্মণের সহিত রাম অবস্থান করিতেছিল, সেই স্থানে গমন করত রাত্রি মধ্যেই বানরগণকে আক্রমণ করিল এবং রাক্ষস-গণ পট্টিশ, পরিঘ, চক্র, ঋষ্টি, দণ্ড নামক মহাস্ত্র, বাণ, সু-শানিত শূল, কূট মুদ্গার, যষ্টি, তোমর, পাশ ও মুষল সকল উদ্যত করিয়া বানরগণের উপর পাতিত করায় তাহারা সকলেই বিনষ্ট হইয়াছে। সেই সময় রামও সুখে নিদ্রা যাইতেছিল, তদ্দর্শনে প্রমথনশীল প্রহস্ত হস্ত-লাঘব দর্শন করাইয়া সুমহৎ অসির দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করি-য়াছে। বিভীষণ ও লক্ষ্মণ ইচ্ছানুসারে দিগ্বিভাগে পলায়িত হইলেও অপর বানর-সৈন্যগণের সহিত নিগৃহীত হই-

য়াছে। হে সীতে! বানর-রাজ সুগ্রীব ভগ্নগ্রীব হইয়া শয়ান রহিয়াছে এবং রাক্ষসগণ হনুমান্‌কে হনুহীন করিয়া নিহত করিয়াছে। জাম্ববান্‌ ভয়ে উৎপতিত হইলে রাক্ষস-গণ বহুসংখ্যক পট্টিশের দ্বারা তাহার জানু-দ্বয়ে আঘাত করায় সে নিহত হইয়া ছিন্নমূল-বৃক্ষের ন্যায় পতিত হই-য়াছে। অরি-নিসূদন, হরি-সত্তম মৈন্দ ও দ্বিবিদ রাক্ষস-গণ-কর্ত্তৃক অসি-দ্বারা মধ্যদেশে আহত হইয়া পতিত হইয়াছে; দেখিলাম, তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ রুধিরধারায় পরি-প্লুত হইয়াছে এবং ঘন-নিঃশ্বাস বহিতেছে। মধ্যস্থল বিদীর্ণ হওয়ায় পনসের ন্যায় ভূমিতে পতিত হইয়াছে। বহুসংখ্যক নারাচ-দ্বারা ছিন্ন হইয়া বানর দরীমুখ দরী মধ্যে শয়ান রহিয়াছে। মহাতেজস্বী কুমুদ আহত হইয়া নিঃশব্দেই পতিত হইয়াছে। অঙ্গদ বহুশরে ছিন্ন হইয়া নিহত হইয়াছে; তাহার অঙ্গদ ভূমিতে নিপতিত হই-য়াছে এবং সর্ব্বাঙ্গ হইতে রুধিরধারা বহির্গত হইতেছে, বানরগণ বায়ুবেগ-সঞ্চালিত অম্বুদদামের ন্যায় হস্তী ও রথ সকলের দ্বারা মর্দ্দিত হইয়া ইতস্তত শয়ান হইয়াছে। যে রূপ মহামাতঙ্গগণ সিংহ-কর্ত্তৃক অনুধাবিত হইয়া ইতস্তত পলায়ন করে, তদ্রূপ বানরগণ রাক্ষস সকলের দ্বারা সন্তা-ড়িত ও প্রপীড়িত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিয়াছে। ঋক্ষগণ বানরদলের সহিত মিশ্রিত হইয়া লুক্কায়িতভাবে বৃক্ষোপরি আরোহণ করিয়াছে, কেহ বা, সমুদ্রে পতিত হইয়াছে এবং কেহ বা গগণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। এইরূপে সাগরতীর, শৈল এবং বন-মধ্যে পিঙ্গলাক্ষ ও

বিরূপাক্ষ রাক্ষসগণ-কর্ত্তৃক বহুসংখ্যক বানর বিনষ্ট হইয়াছে। জানকি! এইরূপে আমার সেনাগণ-কর্ত্তৃক তোমার ভর্ত্তা সসৈন্যে নিহত হইয়াছে, তোমার প্রত্যয়ার্থ তাহার রুধিরার্দ্র ছিন্ন মস্তকও আনয়ন করিয়াছি'।

তদনন্তর, পরম দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসনাথ রাবণ সীতার সম্মুখেই সীতা-সমীপবর্ত্তিনী এক রাক্ষসীকে বলিলেন 'যে রণভূমি হইতে স্বয়ং রামের ছিন্ন মস্তক আহরণ করিয়াছে, সেই ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষস বিদ্যুজ্জিহ্বকে শীঘ্র আনয়ন কর।' অনন্তর, বিদ্যুজ্জিহ্ব রাঘবের মস্তক ও সশর শরাসন গ্রহণ করত সত্বরে রাবণ-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া প্রণতি পুরঃসর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। রাবণ সচিব-প্রবর মহাজ্জিহ্ব বিদ্যুজ্জিহ্বকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া বলিলেন;—'দাশরথির ছিন্ন-মস্তক শীঘ্র সীতা সম্মুখে রক্ষা কর; এই কৃপণা সীতা স্বীয় ভর্ত্তার পশ্চিমাবস্থা দর্শন করুক।' রাক্ষস বিদ্যুজ্জিহ্ব এইরূপে উক্ত হইয়া সেই প্রিয়দর্শন মুখ সীতার সম্মুখে রক্ষা করত শীঘ্রই অন্তর্হিত হইল। তদনন্তর, রাবণ বলিলেন 'সীতে! দেখ এই সেই রাঘবের ত্রিলোক-বিখ্যাত দীপ্তিশীল সুমহৎ কার্ম্মুক। প্রহস্ত নিশাকালে তোমার সেই মানুষ রামকে নিহত করিয়া এই জ্যাসমাবৃত সুমহৎ কার্ম্মুক আনয়ন করিয়াছে'।

অনন্তর, রাবণ বিদ্যুজ্জিহ্ব সমাহৃত সেই মস্তক ও শরাসন যশস্বিনী জনক-নন্দিনীর সম্মুখে অবস্থাপিত করিয়া সীতাকে বলিলেন 'যাহা হইবার হইয়াছে, এখন আমার বশীভূত হওয়াই তোমার কর্ত্তব্য'।

এক ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

সীতা সেই উত্তম কার্ম্মুক ও ছিন্ন মস্তক দর্শন করিয়া এবং হনুমান্ যাহাদিগকে সুগ্রীবের সচিব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাহাদের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ক্রোশমানা কুররীর ন্যায়, বহুক্ষণ রোদন করিলেন। তদনন্তর, নয়ন, মুখবর্ণ, কেশ, ললাট, সেই মঙ্গল-জনক চূড়ামণি এবং অপর বহুবিধ অভিজ্ঞান-দ্বারা পরীক্ষা করিয়া যখন তাহাতে ভর্ত্তৃমুখের কোন বৈলক্ষণ্যই দেখিতে পাইলেন না তখন রোদন করিতে করিতে কৈকেয়ীকে নিন্দা করিয়া বলিলেন ;—'রে কলহশীলে কেকয়ি! তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল, কারণ তৎকর্ত্তৃকই কুলনন্দন রাম নিহত হইলেন এবং সুমহৎ রঘুকুলও উৎসাদিত হইল। হায়!!! আর্য্যপুত্র রাম তোর এরূপ কি অহিতাচরণ করিয়াছিলেন যে, তুই চীরবসন পরিধান করাইয়া আমার সহিত তাঁহাকে প্রব্রাজিত করিয়াছিলি!!!' এই কথা বলিয়াই তপস্বিনীবালিকা বিদেহ-নন্দিনীর দেহ কম্পিত হইতে লাগিল এবং তিনি ছিন্নমূল কদলীবৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। তদনন্তর, আয়তলোচনা সীতা আশ্বাসিত হইয়া বহুবিলম্বে চৈতন্য লাভ করিলেন এবং নিকটে সেই ছিন্ন মস্তক রাখিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন।

'হা মহাবাহো! আমি জীবিত থাকিয়াও বিনষ্ট হইলাম, তুমি বীরবরের ন্যায় পিতৃসত্য প্রতিপালন করিলে কিন্তু, আমি বিধবা হইয়া তোমার সেই পশ্চিমদশার অনুবর্ত্তিনী হইলাম। হা নাথ! প্রথমে ভর্ত্তৃমরণ হইলে তাহা নারীর দোষ-বশতই অনুভূত হইয়া থাকে, কিন্তু, আমাকে

সাধ্বী জানিয়াও তুমি কি নিমিত্ত সাধুর ন্যায় অগ্রে গতাসু হইলে। হায়! আমি সুমহৎ দুঃখে পতিত হইয়া শোক-সাগরে নিমগ্ন হওয়ায়, তুমি আমাকে তাহা হইতে পরিত্রাণ করিতে উদ্যত হইয়াই নিহত হইলে। হা নাথ! ভবাদৃশ পুত্র-সত্ত্বেও আমার সেই শ্বশ্রূ কৌশল্যা কি নিমিত্ত বৎসলা ধেনুর ন্যায় বিবৎসা হইলেন। রাঘব! বশিষ্ঠাদি দৈবজ্ঞ মহর্ষিগণ তোমাকে দীর্ঘায়ু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তুমি অল্পায়ুর ন্যায় গতাসু হওয়ায় তাঁহাদের বাক্য মিথ্যা হইল। তুমি প্রাজ্ঞ হইয়াও যে প্রজ্ঞানাশ-বশত সুপ্তাবস্থায় শত্রুর বশীভূত হইয়াছ, বোধ হয়, তাহা কাল-কর্ত্তৃকই হইয়াছে, কারণ কালই সর্ব্বভূতের ঈশ্বর। হা নীতিশাস্ত্র-বিশারদ! তুমি আসন্ন বিপৎ সকলের উপায়জ্ঞ ও তাহার প্রতীকার-সমর্থ হইয়াও কি নিমিত্ত এই অদৃষ্ট মৃত্যুর বশবর্ত্তী হইলে। হা কমললোচন! আমিই কি অতিনৃশংস ঘোররূপা কালরাত্রির স্বরূপ হইয়া তোমাকে আলিঙ্গন করত অভিভূত করিয়া হরণ করিলাম। হা মহাবাহো পুরুষ-পুঙ্গব! তপস্বিনীর ন্যায় আমাকে পরিত্যাগ করত প্রিয়তমা রমণীর ন্যায় পৃথিবীকে আলিঙ্গন করিয়া কোথায় শয়ন করিয়াছ? তুমি আমার সহিত গন্ধ-মাল্যাদির দ্বারা নিয়ত যাহার অর্চ্চনা করিতে এবং যাহা আমার অতিশয় প্রিয় ছিল, তোমার সেই এই কাঞ্চন-ভূষিত ধনুর একি অবস্থা হইয়াছে! হা অনঘ! তুমি নিশ্চয়ই অমরধামে আমার শ্বশুর, পিতৃসম দশরথ এবং অপর পিতৃগণের সহিত সঙ্গত হইয়াছ। যিনি অন্তরীক্ষে নক্ষত্র-

রূপে অবস্থান করিতেছেন, সেই রাজর্ষি ত্রিশঙ্কুর পবিত্রবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া তুমি পিতৃবাক্য পালনরূপ সুমহৎ কার্য্য করিলে ; কিন্তু, এরূপ পুণ্য লাভ করিয়া যে এতাদৃশ মহর্ষি-বংশে উপেক্ষা প্রদর্শন করত সুরধামে গমন করিলে, ইহা নিতান্ত অনুচিত হইল। হা রাজন্! তুমি বাল্যকালেই যে বালিকাকে সহচারিণী ভার্য্যা বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলে, এখন কি নিমিত্ত তাহার কথায় প্রত্যুত্তর দান অথবা তাহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছ না। হা কাকুৎস্থ ! তুমি পাণিগ্রহণকালে 'তোমার সহিত ধর্ম্ম-কর্ম্ম আচরণ করিব' এইরূপ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহা স্মরণ কর এবং আমাকেও তোমার অনুগামিনী কর। হা সদ্গতিমন্ ! আমাকে দুঃখভাগিনী করিবার নিমিত্ত ইহলোকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি কি নিমিত্ত পরলোকবাসী হইলে। হায় !!! তোমার যে মঙ্গলময় মনোহর গাত্র কেবল আমিই আলিঙ্গন করিতাম, অধুনা সেই শরীরই রাক্ষসগণ-কর্ত্তৃক ইতস্তত আকর্ষিত হইবে। তুমি অগ্নিষ্টোমাদি বিবিধ ভূরি-দক্ষিণ যজ্ঞ করিয়া এখন কি নিমিত্ত বৈতান অগ্নিতে সংস্কৃত হইতেছ না ? হায় ! আমরা তিনজনে বনবাসে আগমন করিয়াছিলাম, কিন্তু কৌশল্যা একমাত্র লক্ষ্মণকেই প্রত্যাগত দেখিয়া শোক-সাগরে নিমগ্না হইবেন। অনন্তর, লক্ষ্মণকে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নিশ্চয়ই বানরবলের বধ এবং তুমিও যে রাত্রিকালে রাক্ষসগণ-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছ, তাহাও বলিবেন। হা রাঘব! তৎকালে তোমাকে সুপ্তাবস্থায় নিহত এবং আমাকে রাক্ষসগণের

গৃহগতা শ্রবণ করিয়া তাঁহার হৃদয় কি শতধা বিদীর্ণ হইবে না? হায়! এই দুঃশীলার নিমিত্তই নিষ্পাপ নৃপনন্দন রাঘব সমুদ্র পার হইয়া গোষ্পদে নিহত হইলেন। হায়! আর্য্যপুত্র রাম অজ্ঞান-বশতই এই কুলনাশিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন; কারণ, সেই ভার্য্যাই পরিণামে তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইল। হা আর্য্য! যখন আমি সর্ব্বাতিথিপ্রিয় তোমার ভার্য্যা হইয়াও এই অল্প বয়সেই এখানে শোক করিতে থাকিলাম, তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে আমি পূর্ব্ব জন্মে গো-ভূ-হিরণ্যাদি কোন দানই আচরণ করি নাই। রাবণ! তুমি শীঘ্রই রামের উপর আমাকে বিনাশ করিয়া এই পতিপত্নী-সংযোজনরূপ কল্যাণ-জনক কার্য্যটি সম্পাদন কর। দশানন! তুমি রাঘবের দেহ ও মস্তকের সহিত আমার দেহ ও মস্তককে সংযোজিত কর, তাহা হইলেই মহাত্মা ভর্ত্তার অনুগামিনী হইয়া তদনুরূপ খ্যাতি লাভ করিব"।

আয়ত-লোচনা জনক-নন্দিনী ভর্ত্তার ছিন্ন মস্তক ও সেই সুমহৎ কার্ম্মুক দর্শন করত নিতান্ত দুঃখ-সন্তপ্ত হইয়া এই-রূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন। এই সময় প্রহস্ত-প্রেরিত একজন দ্বার-রক্ষক-রাক্ষস রাবণ-সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অভিবাদন করত 'আর্য্যপুত্র বিজয়ী হউন' এই কথা বলিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে নিবেদন করিল; 'মহারাজ! সেনাপতি প্রহস্ত সচিবগণের সহিত দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছেন এবং আপনার দর্শনাভিলাষী হইয়া আমাকে স্বামি-সন্নিধানে প্রেরণ করিয়াছেন। রাজন্!

বোধ হয় নিশ্চয়ই কোন অত্যাবশ্যক রাজকার্য্য উপস্থিত হইয়াছে, সেই জন্যই তাঁহারা এই অসময়ে উপস্থিত হইয়াছেন, অতএব আপনি তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করুন।"

দশানন রাক্ষস-কথিত সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, অশোক-বন পরিত্যাগ করত সত্বরে মন্ত্রিগণের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাহাদের প্রমুখাৎ রামের পরাক্রম অবগত হইয়া তদ্বিষয়ের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার এবং তদনুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত সভা-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এদিকে রাবণের বহির্গমনের সঙ্গেই মায়াকল্পিত সেই রামমুণ্ড এবং সেই উত্তম কার্ম্মুকও অন্তর্হিত হইল। অনন্তর, রাক্ষসেন্দ্র রাবণ সভা-মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই ভীমবিক্রম রাক্ষসগণের সহিত রাম-বিষয়ে আপনার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের মন্ত্রণা স্থির করিতে লাগিলেন। তদনন্তর, কাল-সদৃশ রাক্ষসনাথ রাবণ নিকটস্থ হিতৈষী সেনা-নায়কগণকে বলিলেন 'তোমরা কোণাহত ভেরী শব্দ-দ্বারা শীঘ্র আমার সেনাগণকে এই স্থানে আনয়ন কর, কিন্তু কাহাকেও আহ্বানের কারণ বলিবে না।' তদনন্তর, সেই যুদ্ধাভিলাষী দূতগণ 'তথাস্তু' বলিয়া রাক্ষসরাজের বাক্য স্বীকার করত সেই সুমহৎ রাক্ষসবলকে তথায় উপস্থিত করিয়া, স্বামি-সন্নিধানে তাহাদের আগমন-বার্ত্তা নিবেদন করিল।

দ্বাত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

এদিকে সরমা-নাম্নী রাক্ষসী সীতাকে মোহিত দেখিয়া প্রণয়িনী সখীর ন্যায় তাঁহার নিকটবর্ত্তিনী হইল এবং মৃদু-

বাক্যে সেই রাবণ-মোহিতা পরম-দুঃখিতা জনক-নন্দিনীকে আশ্বাসিত করিতে লাগিল। সরমা রাবণাদেশে সীতার রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আপনার পরোপকাররূপ দৃঢ়ব্রত ও দুঃখিতের প্রতি সদয়-ব্যবহার-দ্বারা সীতার প্রণয়িনী সখী হইয়াছিল। অনন্তর, সরমা গতচেতনা সুব্রতা সখী সীতাকে ঘোটকীর ন্যায় ধূলিতে লুঠ্যমানা এবং পরক্ষণেই উত্থিতা দেখিয়া স্নেহভরে সমাশ্বাসিত করত বলিল 'হে ভীরু! তুমি রাবণ-কর্ত্তৃক উক্ত হইয়া তাহাকে যে প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছ, আমি সখী-স্নেহ-বশত রাবণ-ভয় বিসর্জ্জন করত এই গহন অশোকবনে অন্তরীক্ষে অবস্থান করিয়া সেই সমস্তই শ্রবণ করিয়াছি। হে বিশাল-লোচনে! আমি তৎকর্ত্তৃকই তোমার রক্ষণ-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছি, সুতরাং তোমার জন্য যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি, তাহাতে রাবণ হইতে ভয়ের আশঙ্কা কি? হে মৈথিলি! সেই রাক্ষসাধিপ রাবণ যে কারণে এস্থান হইতে সসম্ভ্রমে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিল, আমি তাহার পশ্চাতে গমন করিয়া সেই সমস্তই অবগত হইয়া আসিয়াছি। সেই সর্ব্বান্তর্যামী রামের সুপ্তাবস্থায় তাঁহার সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করাও সকলেরই সাধ্যাতীত এবং তাদৃশ অবস্থায় সেই পুরুষ-শার্দ্দূল রামকে বধ করাও যুক্তি-যুক্ত হইতে পারে না। রামের কথা দূরে থাকুক, সুররাজ-রক্ষিত সুরগণের ন্যায় রাঘব-রক্ষিত সেই পাদপযোধী বানরগণকে নিহত করাই দুঃসাধ্য। সখি! যাঁহার সুবৃত্ত ভুজ-দ্বয় জানুদেশ পর্য্যন্ত লম্বিত সেই মহোরস্ক, প্রতাপ-

শালী ধন্বী সন্নাহধারী বিক্রান্ত নিয়ত আত্ম-পর-রক্ষণ-সমর্থ ত্রিলোক বিশ্রুত, নীতিশাস্ত্রবিৎ প্রতাপবান্ শ্রীমান্ রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত কুশলে আছেন। হে সীতে! পরবল-হন্তা অচিন্ত্যবল-পৌরুষ শত্রু-নিবর্হণ শ্রীমান্ রঘু-নন্দন নিহত হয়েন নাই; অযুক্ত-বুদ্ধি ক্রূরকর্ম্মা সর্ব্বভূত-বিরোধী ভীষণ মূর্ত্তি মায়াবী রাবণ তোমার নিকট মায়া-প্রকাশ করিয়াই এইরূপ করিয়াছে। হে সীতে! তোমার শোক বিগত এবং সুমহৎ কল্যাণ উপস্থিত হইয়াছে; হে মান্যে! তুমি অচিরকাল-মধ্যেই মহতী সম্পত্তি লাভ করিবে; কারণ, তোমার নিমিত্ত যে মঙ্গলময় কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছে তাহা শ্রবণ কর।'

'রাম বানরসেনার সহিত সমুদ্র পার হইয়া মহাসাগরের দক্ষিণতীরে সন্নিবিষ্ট হইয়াছেন। আমি অন্তরীক্ষ হইতে দেখিয়াছি, পরিপূর্ণার্থ কাকুৎস্থ রাম সাগরতীরস্থ বানর-বল-দ্বারা রক্ষিত হইয়া লক্ষ্মণের সহিত অবস্থান করি-তেছেন। রাবণ যে লঘুবিক্রম রাক্ষসগণকে প্রেরণ করি-য়াছিল, তাহারা প্রত্যাবৃত্ত হইয়া রাবণ-সন্নিধানে 'রাম সমুদ্রতীরে উত্তীর্ণ হইয়াছেন' এইরূপ সমাচার প্রদান করিয়াছে। হে আয়ত-লোচনে! রাক্ষসনাথ রাবণ সেই কথা শ্রবণ করিয়া সচিবগণের সহিত মন্ত্রণা করিতেছেন।'

সরমা এই কথা বলিতেছে, ইত্যবসরে তাঁহারা সেনাগণের সমরোদ্যোগ-জনিত ভীষণ সিংহনাদ শ্রবণ করিলেন। মধুর-ভাষিণী সরমা সেই দণ্ড-নির্ঘাতবাদিনী ভেরীর সুমহৎ শব্দ শ্রবণ করিয়া সীতাকে বলিলেন;—'হে ভীরু! যে

ভেরীরব শ্রবণে সেনাগণ সন্নাহ-ধারণাদিরূপ সমরোদ্যোগ করিয়া থাকে, মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় ঐ সেই ভীষণ ভেরী-নিনাদ শ্রবণ কর। ঐ দেখ, মদমত্ত মাতঙ্গগণ সমর-সজ্জায় সজ্জিত এবং তুরঙ্গমগণ রথে যোজিত হইতেছে; সন্নাহ-ধারী অসংখ্য বীরগণ প্রাসহস্তে অশ্বে আরোহণ করিতেছে এবং যেরূপ মহাসাগর ঊর্ম্মিমালায় পরিপূর্ণ হয়, তদ্রূপ রাজমার্গ অদ্ভুত-দর্শন বেগবান্ শব্দায়মান সেনাগণে পরি-পূরিত হইয়াছে। ঐ দেখ, রাক্ষসেন্দ্রের অনুযায়ী বেগবান্ রাক্ষসগণ সম্ভ্রান্ত হইয়া সুশাণিত শস্ত্র চর্ম্ম ও বর্ম্ম সকল ইতস্তত ক্ষেপণ করিতেছে এবং তুরঙ্গ মাতঙ্গও রথপ্রভৃতি বাহন সকল নির্গত হইয়াছে। গ্রীষ্মকালে বনদহনকারী বিভাবসুর ন্যায় ঐ নানাবর্ণ-সমুত্থিত প্রভা দর্শন কর। হে সীতে! ঐ ঘণ্টানির্ঘোষ রথ সকলের নেমিনিস্বন এবং তূর্য্যনিনাদ ও তুরঙ্গগণের হ্রেষিত-শব্দ শ্রবণ কর। রাক্ষ-সেন্দ্র রাবণের অনুযায়ী উদ্যতায়ুধ রাক্ষসগণের লোমহর্ষণ-কর তুমুল সম্ভ্রম দর্শন কর। হে কমলদললোচনে! বাসব হইতে দৈত্যগণের ন্যায় রাম হইতে রাক্ষসগণের সুমহৎ ভয় উপস্থিত হইয়াছে, ইহাতে নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তুমি অচিরকাল-মধ্যেই মহতী সম্পত্তি লাভ করিবে। তোমার ভর্ত্তা জিতক্রোধ অচিন্ত্য-পরাক্রম রাম শীঘ্রই রণ-ভূমিতে রাবণকে জয় ও নিহত করিয়া তোমাকে লাভ করিবেন। যেরূপ অরিন্দম ইন্দ্র উপেন্দ্রের সহিত শত্রু-গণের উপর পরাক্রম প্রকাশ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ তোমার ভর্ত্তা রামও লক্ষ্মণের সহিত সুমহৎ পরাক্রম

প্রকাশ করিবেন। তোমার শত্রু নিহত হইলে তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবে এবং তোমাকে সেই সমাগত স্বামীর অঙ্কে অবস্থান করিতে দেখিব। হে জানকি! তুমি শীঘ্রই সেই মহোরস্ক ভর্ত্তা-কর্ত্তৃক গাঢ়রূপে আলিঙ্গিত হইয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিবে। হে সীতে! তুমি এই কয়েক মাস জঘনদেশ-লম্বিত যে একমাত্র বেণী ধারণ করিয়াছ, মহাবল রাম শীঘ্রই সেই বেণী সংযত করিবেন। হে দেবি! যেরূপ পন্নগী নির্ম্মোক ত্যাগ করে, তদ্রূপ তুমি সমুদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সেই ভর্ত্তৃমুখ দর্শন করিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিবে। হে মৈথিলি! সুখার্হ রাম অচিরকাল-মধ্যেই রণ-ভূমিতে রাবণকে নিহত করিয়া তোমার সহিত সুখ লাভ করিবেন। সুবর্ষ পরিতৃপ্ত শস্য-পূর্ণ বসুন্ধরার ন্যায় তুমি রাম-সন্দর্শন লাভে পরিতৃপ্ত হইয়া আনন্দ লাভ করিবে। হে দেবি জানকি! যিনি গিরিবর সুমেরুর চতুর্দ্দিকে অশ্বের ন্যায় বর্ত্তুলগতিতে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন, তুমি সম্প্রতি সেই প্রকৃতিপুঞ্জের মঙ্গলকর তোমাদের কুলদেবতা দিবাকরের শরণাগতা হও।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৩ ॥

সন্তপ্ত মহীতে জল-সেচনের ন্যায় সরমা এইরূপে সেই রাবণবাক্য-মুগ্ধা জনক-নন্দিনীর সন্তাপিত হৃদয় শীতল করিল। তদনন্তর, কালজ্ঞা সখী সরমা সীতার হিতসাধন-বাসনায় ঈষৎ হাস্য-সহকারে বলিল; 'হে অসিতলোচনে!

আমি প্রচ্ছন্নভাবে রাম-সন্নিধানে গমন করত তোমার কুশল-বার্ত্তা নিবেদন করিয়া অদৃশ্যভাবেই প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারি। হে সীতে! অধিক কি, আমি যখন নিরালম্ব আকাশে গমন করি, তখন পবন অথবা গরুড়ও আমার গতি নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হয়েন না।"

সরমা এই কথা বলিলে, সীতা পূর্ব্বশোক বিসর্জ্জন করিয়া কোমলভাবে মধুর-বাক্যে বলিলেন;—'সরমে! তুমি যে, গগণ অথবা রসাতলেও গমন করিতে পার, তাহা আমি জানি; কিন্তু, তুমি আমার জন্য যাহা কর্ত্তব্য বোধ করিতেছ, তাহা আমার বিবেচনায় অকর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইতেছে। অতএব, যদি আমার প্রিয়-কার্য্য করাই তোমার অভিপ্রেত হইয়া থাকে, তবে রাবণ এস্থান হইতে নিবৃত্ত হইয়া এক্ষণে কি করিতেছে তাহাই বল, কারণ আমি তাহাই জানিতে ইচ্ছা করি। যেরূপ লোকে বারুণী পান করিয়া মোহিত হয়, তদ্রূপ মায়াবল ক্রূর শত্রু রাবণ আমাকে মায়া-দ্বারা মোহিত করিতে চেষ্টা করিতেছে। সরমে! রাবণ নিয়ত রাক্ষসীগণ-দ্বারা আমার রক্ষা-বিধান করে এবং তাহাদের দ্বারা আমাকে তর্জ্জন ও ভৎসনা করাইয়া থাকে। আমার মন আমার বশীভূত না থাকিয়া নিয়ত উদ্বিগ্ন ও সশঙ্কিত থাকে; সখি! অধিক কি বলিব, আমি রাবণ-ভয়েই অশোকবনে বাস করিতেছি, কিন্তু, ক্ষণকালের নিমিত্তও আমার মনের উদ্বেগ দূর হয় না। সরমে! রাবণের সভায় আমাকে প্রতিপ্রদান অথবা অপর যে কোন পরামর্শ হয়, যদি তুমি আমার নিকট সেই

সমস্ত প্রকাশ করিয়া বল, তাহা হইলেই আমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করা হয়।'

মৃদুভাষিণী সরমা সীতার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া বসনাঞ্চল-দ্বারা তাঁহার বাষ্পপূর্ণ মুখমণ্ডল মার্জ্জন করত বলিল ;—'জানকি! যদি ইহাই তোমার অভিপ্রেত হয়, তবে আমি এই ক্ষণেই চলিলাম এবং শত্রুর অভিপ্রায় অবগত হইয়া শীঘ্রই প্রত্যাবৃত্ত হইব।' সরমা এই কথা বলিয়া রাবণের সভায় গমন করিল এবং মন্ত্রিগণের সহিত রাবণের যেরূপ পরামর্শ হইতেছিল, তৎসমস্তই শ্রবণ করিল। অনন্তর, সেই নিশ্চয়জ্ঞা সরমা দুরাত্মা রাবণের মন্ত্রণা অবগত হইয়া, সত্বরেই মনোহর অশোকবনে প্রত্যাবৃত্ত হইল। তদনন্তর, বন-মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, জনক-নন্দিনী ভ্রষ্টপদ্মা কমলার ন্যায় তাহার প্রতীক্ষা করিতেছেন।

সীতা প্রিয়ভাষিণী সরমাকে পুনরাগত দেখিয়া প্রেমভরে গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করত স্বয়ংই বসিতে আসন প্রদান করিয়া বলিলেন ;—'সখি! এই আসনে উপবেশন করিয়া সেই ক্রূরকর্ম্মা দুরাত্মা রাবণের মন্ত্রণা সকল আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বল।' সীতা সরমাকে এই কথা বলিলে সরমা মন্ত্রিগণের সহিত রাবণের যেরূপ পরামর্শ হইতেছিল, সেই সমস্ত বলিতে আরম্ভ করিল।

সরমা কহিল 'বৈদেহি! বৃদ্ধ মন্ত্রিগণ এবং রাবণের জননী তোমাকে রাম-সন্নিধানে প্রত্যর্পণ করিবার নিমিত্ত মধুরস্বরে এই সুমহৎ বাক্য বলিলেন 'রাবণ! শীঘ্র রামচন্দ্রকে সৎকার করিয়া তাঁহাকে সীতা প্রদান কর। রাজন্!

হনুমান্ যে সমুদ্র পার হইয়া সীতাকে দর্শন করিয়াছে এবং রামচন্দ্র জনস্থানে যে অদ্ভুত কর্ম্ম করিয়াছেন, তাঁহার পরাক্রম বিষয়ে তাহাই পর্য্যাপ্ত প্রমাণ। রাক্ষসরাজ! রামচন্দ্র সামান্য মনুষ্য নহেন; কারণ, কোন্ মনুষ্য রণ-ভূমিতে রাক্ষসগণকে নিহত করিতে পারে?" সীতে! রাবণ বৃদ্ধ মন্ত্রী ও জননীর উপদেশ-বাক্য শুনিয়া, অর্থপর ব্যক্তির অর্থ পরিত্যাগের ন্যায় তোমার পরিত্যাগ-বিষয়ে কোন রূপেই অনুমোদন করিল না। মৈথিলি! রাবণ এবং তাহার সচিবগণের যেরূপ নিশ্চয় হইয়াছে, তাহাতে তাহারা রণ-ভূমিতে প্রাণ পরিত্যাগ না করিয়া, তোমাকে পরিত্যাগ করিবে না। রাক্ষসগণ এবং স্বয়ংও নিহত না হইলে কেবল মৃত্যু-ভয়ে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া তোমাকে পরিত্যাগ করিবে না, ইহাই তাহার স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে। হে অসিতলোচনে! তুমি চিন্তিত হইও না, রাম শীঘ্রই নিশিত শরনিকরে রাবণকে নিহত করিয়া তোমায় অযোধ্যায় লইয়া যাইবেন।"

সরমা এইরূপ বলিতেছে, ইত্যবসরে সৈন্যগণের শঙ্খ-ভেরী-সমাকুল সুমহৎ শব্দ সমুত্থিত হওয়ায়, বসুমতী কম্পিতা হইতে লাগিল। রাক্ষস-রাজ-ভৃত্য লঙ্কাবাসী রাক্ষসগণ বানর-সেনা-সমূহের সেই সিংহনাদ শ্রবণ করত রাজ-দোষে মঙ্গল না দেখিয়া হতাশ হইল এবং জীবনাশায় বিসর্জ্জন প্রদান করিল।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩৪॥

পরপুর-বিজয়ী মহাবাহু রাম সিংহনাদ-সদৃশ সুমহৎ শঙ্খ এবং ভেরী-রব-সহকারে লঙ্কার অভিমুখীন হইলে, রাক্ষসপতি রাবণ তাহা শ্রবণ করিয়া মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করত সচিবগণের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর, জগৎ সন্তাপন ক্রূর মহাবল রাক্ষসেশ্বর রাবণ প্রতিশব্দে সভা-গৃহ সম্পাদিত করিয়া রামচন্দ্রের প্রশংসাকারী রাক্ষসগণের নিন্দা করত সচিবগণকে এই কথা বলিলেন;— 'তোমরা রামের সমুদ্র-তরণ, বল বিক্রম এবং পৌরুষের বিষয় যাহা বলিয়াছ, আমি তৎসমস্তই শ্রবণ করিয়াছি এবং তোমরা সফল-পরাক্রম হইয়াও যে রামের পরাক্রম অবগত হইয়া নিরুৎসাহে পরস্পরের মুখাবলোকন করিতেছ, আমি তাহাও জানিতে পারিয়াছি।'

অনন্তর, রাবণের মাতামহ, মহাপ্রাজ্ঞ রাক্ষস মাল্যবান্ রাবণের কথিত বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিল। 'মহারাজ! যে রাজা চতুর্দ্দশ বিদ্যার পারদর্শী হইয়া নীতিশাস্ত্র অনুসারে কার্য্য করেন, তিনিই অরাতিগণকে বশীভূত এবং ঐশ্বর্য্য রক্ষা করিতে সমর্থ হয়েন। যিনি সময়ানুসারে শত্রুর সহিত সন্ধি ও বিগ্রহ করিয়া স্বপক্ষ-বর্দ্ধন করেন, তিনিই মহৎ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া থাকেন। নৃপতি কখনই শত্রুর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিবেন না; স্বয়ং শত্রু অপেক্ষা হীনবল অথবা সমানবল হইলেও সন্ধি করিবেন, কিন্তু প্রবলবল হইলে বিগ্রহ করাই কর্ত্তব্য। রাবণ! আমার মতে তুমি যাহার জন্য রামের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছ, সেই সীতাকে প্রদান করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করাই

কর্ত্তব্য। দেবতা গন্ধর্ব্ব এবং ঋষিগণ সকলেই রামের জয় কামনা করিতেছেন, অতএব তাঁহার সহিত বিরোধ না হইয়া সন্ধিই স্থাপিত হউক। ভগবান্ পিতামহ সুর ও অসুরগণের আশ্রয় ভূত ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ দুইটি পক্ষ সৃষ্টি করিয়াছেন। হে নিশাচর! আমি শুনিয়াছি তন্মধ্যে ধর্ম্ম মহাত্মা অমরগণের এবং অধর্ম্ম অসুর ও রাক্ষসগণের পক্ষ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। যখন সত্যযুগ প্রবর্ত্তিত হয়, তখন ধর্ম্ম অধর্ম্মকে গ্রাস করে, কিন্তু, যখন অধর্ম্ম ধর্ম্মকে গ্রাস করে, তখনই কলি প্রবর্ত্তিত হয়। পরন্তু, তুমি দিগ্বিজয়কালে মহদৈশ্বর্য্য-সাধন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করত দেবতা ও দ্বিজাতিগণকে পীড়ন করিয়া অধর্ম্ম আচরণ করিয়াছ, সেই জন্যই তোমার শত্রুগণ এরূপ প্রবল হইয়াছে। তোমার চিত্তদোষ-সমুদ্ভূত সেই অধর্ম্মই সম্প্রতি আমাদিগকে গ্রাস করিতেছে; কিন্তু, সুরগণের নিত্যানুষ্ঠিত ধর্ম্ম তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিতেছে। তুমি যথেচ্ছাচারী এবং বিলাসাসক্ত হইয়া নিরন্তর অগ্নিকল্প ঋষিগণের নিদারুণ ক্রোধ উৎপাদন করিয়াছ। রাবণ! যাঁহারা তপস্যাদ্বারা নিরন্তর ধর্ম্মের উপাসনা করেন, সেই মহর্ষিগণের ক্রোধ প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় অতীব দুঃসহ। সেই দ্বিজাতিগণ বেদ উচ্চারণ করত রাক্ষসগণকে নিবারণ করিয়া বেদাধ্যয়ন, ধ্যানরূপ মুখ্য যজ্ঞের দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা এবং অগ্নিতে বিধিবৎ হোম করিয়া থাকেন। যেরূপ গ্রীষ্মকালে খরকর দিবাকর উত্থিত হইলে, বলাহকগণ ইতস্তত সঞ্চালিত হয়, তদ্রূপ রাক্ষসগণ তাঁহাদের বেদধ্বনি শ্রবণ

করিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিয়াছে। সেই অগ্নিকল্প ঋষিগণের অগ্নিহোত্র-সমুত্থিত ধূম রাক্ষসগণের তেজ বিলুপ্ত করিয়া দশদিক্ ব্যাপ্ত করিয়াছে। সেই ধৃতব্রত ঋষিগণ যে স্থানে তপস্যা করেন, সেই স্থান হইতেই রাক্ষস-গণকে সন্তাপিত করিয়া থাকেন। তুমি প্রজাপতির নিকট বর লাভ করিয়া কেবল দেব দানব ও যক্ষগণের অবধ্য হইয়াছ; কিন্তু, সম্প্রতি বলবান্ দৃঢ়-বিক্রম মহাবল মনুষ্য, বানর, ঋক্ষ ও গোলাঙ্গূলগণ এখানে আসিয়া গর্জ্জন করি-তেছে। এই অসংখ্য দিব্য, আন্তরীক্ষ্য ও ভৌমাদি বিবিধ প্রকার উৎপাত দর্শনে আমার বোধ হইতেছে যে, সমস্ত রাক্ষসই বিনষ্ট হইবে। রাবণ! মেঘগণ দুঃশ্রবশব্দ-সহ-কারে যে উষ্ণ শোণিত বর্ষণ করিতেছে, তাহা দেখিয়া নিরু-তিশয় ভয় উপস্থিত হইতেছে। বাহন সকল রোদন করায় তাহাদের চক্ষু হইতে অশ্রু-বিন্দু সকল পতিত হইতেছে এবং দিক্ সকল ধূলি-ধূসরিত হওয়ায় পূর্ব্বের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে না। গৃধ্র ও গোমায়ু-প্রভৃতি মাংসাশী পক্ষী ও পশুগণ লঙ্কা-নগরস্থ আরাম-মধ্যে প্রবেশ করত দলবদ্ধ হইয়া ভয়-জনক শব্দ করিতেছে। স্বপ্নে মহাকালী-মূর্ত্তি স্ত্রী সকলকে গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করত তত্রত্য দ্রব্যজাত অপ-হরণ, পাণ্ডুরবর্ণ দন্ত বাহির করিয়া বিকট হাস্য এবং আমা-দের প্রতিকূলে সম্ভাষণ করিতে দৃষ্ট ও শ্রুত হইয়া থাকে। গৃহের বলিকর্ম্ম-সকল, কুক্কুরে ভক্ষণ করিতেছে। খর-নিকর গাভীতে এবং মূষকগণ নকুল হইতে উৎপন্ন হই-তেছে। মার্জ্জারগণ দ্বীপী, শূকরগণ কুক্কুর, কিন্নরগণ রাক্ষস

এবং রাক্ষসগণ মনুষ্যের সহিত মিথুনভাবে সঙ্গত হইতেছে। পাণ্ডুরবর্ণ রক্তপাদ কপোতগণ রাক্ষসগণের বিনাশের নিমিত্ত কাল-প্রেরিত হইয়াই যেন গৃহ-মধ্যে বিচরণ করিতেছে। গৃহ-পালিত শারিকাগণ পরস্পর কলহ করত নির্জ্জিত ও একত্রে গৃহ-মধ্যে পতিত হইয়া চিচী-কুচী-প্রভৃতি অস্ফুট শব্দ করিতেছে। পশু ও পক্ষিগণ সূর্য্যাভিমুখ হইয়া রোদন করিতেছে; করাল ও বিকল-মুণ্ড কৃষ্ণপিঙ্গল-বর্ণ কালপুরুষ সন্ধ্যাকালে আমাদের গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করত বিচরণ করিয়া থাকে। মহারাজ! নিয়তই এইরূপ দুর্নিমিত্ত ও উৎপাত সকল উপস্থিত হইতেছে, সুতরাং যিনি সমুদ্র-মধ্যে অদ্ভুত সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তিনি দৃঢ়-বিক্রম; সামান্য মনুষ্য নহেন; বোধ হয়, বিষ্ণুই স্বয়ং মানুষরূপ পরিগ্রহ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। রাবণ! তুমি রামের কর্ম্ম এবং এই দুর্নিমিত্ত সকল অবগত হইয়া যাহাতে উত্তরকালে মঙ্গল হয়, তদনুসারে সেই নররাজ রামের সহিত সন্ধি কর।'

শস্ত্রধারি-প্রবর উত্তম-পৌরুষ বলশালী মাল্যবান্ এই কথা বলিয়া রাক্ষসরাজ রাবণের মন পরীক্ষা করত তাঁহার মুখভঙ্গী অবলোকন করিয়া মৌন অবলম্বন করিল।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥৩৫॥

দুষ্টবুদ্ধি রাবণ মাল্যবৎ কথিত সেই হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়া কালবশীভূত হইয়াই তাহার বাক্যে অনুমোদন করিলেন না; পরন্তু, ক্রোধে তদীয় চক্ষুর্দ্দ্বয় ঘূর্ণিত হইতে

লাগিল। অনন্তর, ক্রোধ-পরবশ হইয়া মুখভঙ্গী-সহকারে মাল্যবান্‌কে বলিলেন ;—'তুমি শত্রুপক্ষকে প্রবল বিবেচনা করিয়া আমার হিতসাধন বাসনায় যে অহিতকর পরুষ-বাক্য বলিলে তাহা আমার শ্রবণগত হয় নাই। যে পিতা-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ও বনবাসী হইয়া বানরগণের শরণাপন্ন হইয়াছে, সেই দীন রামকে সমর্থ এবং যে দেবগণেরও ভয় উৎপাদন করিয়াছে, সেই সর্ব্ব বিক্রম-সম্পন্ন রাক্ষসগণের ঈশ্বর আমাকে অসমর্থ বিবেচনা করিতেছ, ইহার কারণ কি? বোধ হয়, বীরগণের প্রতি বিদ্বেষ, শত্রুগণের পক্ষপাতিতা অথবা আমার উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া আমাকেই প্রোৎসাহিত করিবার নিমিত্তই এরূপ পরুষ-বাক্য সকল বলিলে; কারণ প্রোৎসাহিত করিবার অভিপ্রায় না থাকিলে, কোন্ শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত যুদ্ধ সমর্থ পদস্থ প্রভুকে এরূপ পরুষ-বাক্য বলিতে পারে? আমি পদ্মহীনা লক্ষ্মীর ন্যায় সীতাকে বন হইতে আনয়ন করিয়া কি নিমিত্ত রাঘবের ভয়ে তাহাকে প্রতিপ্রদান করিব? তুমি অল্পদিনের মধ্যেই অসংখ্য বানর, সুগ্রীব ও লক্ষ্মণের সহিত রাঘবকে মৎকর্ত্তৃক নিহত হইতে দর্শন করিবে। রণ-ভূমিতে দেবগণও যাহার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না, সেই রাবণ কি নিমিত্ত যুদ্ধ করিতে ভীত হইবে? 'বরং দ্বিধা ভগ্ন হইব, তথাপি কাহারও নিকট নত হইব না' যদিও এইটি আমার স্বভাবসিদ্ধ দোষ বটে, তথাপি স্বভাব দুরতিক্রম সুতরাং আমি ইহা পরিত্যাগ করিতে পারি না। সমুদ্রে রাঘবের যে সেতু বন্ধন দেখিয়া তোমরা ভীত হইয়াছ,

তাহাতে বিস্ময়ের কারণ কি? সে ত যুণাক্ষরের ন্যায় অনায়াসেই হইয়াছে। রাম বানরসেনার সহিত সমুদ্র পার হইয়া এখানে আসিয়াছে। কিন্তু, আমি তোমার নিকট শপথ-পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিতেছি, সে জীবিত অবস্থায় প্রতিগমন করিতে সমর্থ হইবে

রাবণ ক্রোধভরে এইরূপ বলিলে, মাল্যবান্ লজ্জিত হইয়া আর কোন উত্তর করিল না; পরন্তু, রাবণকে যথোচিত জয়-সূচক আশীর্ব্বাক্য-দ্বারা অভিনন্দিত করত তৎ-কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া স্বগৃহে গমন করিল। রাক্ষসবর রাবণও অমাত্যগণের সহিত লঙ্কার রক্ষণ-বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর, মন্ত্রিগণকে বলিলেন;— 'রাক্ষস প্রহস্ত পূর্ব্ব-দ্বারে এবং মহাবীর্য্য মহাপার্শ্ব ও মহোদর দক্ষিণ-দ্বারে অবস্থান করুক্। মায়াবিশারদ কুমার ইন্দ্রজিৎ রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া পশ্চিম-দ্বার রক্ষা করিবেন এবং শুক ও সারণকে উত্তর দ্বার হইতে অপসারিত করিয়া আমি স্বয়ং তথায় অবস্থান করিব। পরাক্রমশালী মহাবীর্য্য রাক্ষস বিরূপাক্ষ বহুসংখ্যক রাক্ষসগণের সহিত মধ্যম গুল্মে অবস্থান করুক্।' রাক্ষস-পুঙ্গব রাবণ লঙ্কার এইরূপ রক্ষা বিধান করিয়া কাল-প্রেরিতের ন্যায় আপনাকে কৃতকৃত্য জ্ঞান করিলেন। তদনন্তর, লঙ্কার এইরূপ রক্ষা-বিধান করত মন্ত্রিগণকে বিদায় দিয়া এবং স্বয়ং জয়-সূচক আশীর্ব্বাদ-দ্বারা প্রতিপূজিত হইয়া ধনজনপূর্ণ সুমহৎ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৬ ॥

এদিকে নররাজ রাম, বানররাজ সুগ্রীব, কপিবর বায়ু-তনয় হনুমান্, ঋক্ষরাজ জাম্ববান, রাক্ষস বিভীষণ, বালি-নন্দন অঙ্গদ, সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণ, বানরবর শরভ, সবন্ধু সুষেণ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, গজ, গবাক্ষ, কুমুদ, নল এবং পনস শত্রু-রাজ্য লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া একত্রে উপবেশন করত বলিতে লাগিলেন;— 'যথায় রাক্ষস-রাজ রাবণ নিয়ত অব-স্থান করে, এই সেই অসুর উরগ ও গন্ধর্ব্বগণেরও দুর্জ্জয় রাবণ-পালিত লঙ্কাপুরীতে আমরা উপস্থিত হইয়াছি, অত-এব সম্প্রতি শত্রু-বিজয়রূপ কার্য্যের মন্ত্রণা স্থির করা কর্ত্তব্য।'

অনন্তর, রাবণানুজ বিভীষণ তাহাদের কথা শ্রবণ করিয়া, গ্রাম্যাদি দোষ রহিত এই পুষ্কলার্থ বাক্য বলিলেন। 'অনল, পনস, সম্পাতি ও প্রমতি নামক মদীয় অমাত্য-চতুষ্টয় লঙ্কা-মধ্যে গমন করিয়া প্রত্যাগত হইয়াছেন। তাঁহারা পক্ষিরূপ ধারণ করিয়া শত্রুবল-মধ্যে প্রবেশ করত তাহার রক্ষা-বিধান অবগত হইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। রাম! তাঁহারা দুরাত্মা রাবণের পুররক্ষা বিষয়ে যাহা বলিলেন, আমি তৎসমুদয়ই কহিতেছি শ্রবণ করুন। প্রহস্ত বহুলবল-পরিবৃত হইয়া পূর্ব্ব-দ্বারে এবং মহাবীর্য্য মহাপার্শ্ব ও মহোদর দক্ষিণ দ্বারে অবস্থান করিতেছে। পট্টিশ ও খড়্গ প্রভৃতি বিবিধ প্রহরণধারী এবং শূল-মুদ্গর-হস্ত অসংখ্য শূর রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া রাবণ-নন্দন ইন্দ্রজিৎ পশ্চিম দ্বার রক্ষা করিতেছে। মন্ত্রবিৎ রাবণ শুক ও সারণের বাক্য শ্রবণ করিয়া, উদ্বিগ্ন-হৃদয়ে শস্ত্রপাণি হই-

সহস্র রাক্ষসের সহিত নগরের উত্তর দ্বারে অবস্থান করিতেছেন। বিরূপাক্ষ শূল, খড়্গ ও ধনুর্দ্ধারী সুমহৎ রাক্ষসবলের সহিত মধ্যম গুল্মে অবস্থান করিতেছে। আমার মন্ত্রিগণ লঙ্কার গুল্ম সকলে এইরূপ দর্শন করিয়া সত্বরেই আমার নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন। দশসহস্র মাতঙ্গ, অযুত সংখ্যক রথ, দুই অযুত অশ্ব এবং এক কোটি বিক্রান্ত বলবান্ শস্ত্রপাণি রাক্ষসরাজের প্রিয় নিশাচর সমবেত হইয়াছে। হে ধরণিনাথ! সেই প্রত্যেক রাক্ষসের সহিত তাহাদের অসংখ্য পরিবারগণ সংমিলিত হইয়াছে।'

মহাবাহু বিভীষণ মন্ত্রিগণ-সমীরিত এই লঙ্কা-বিবরণ নিবেদন করিয়া সেই রাক্ষস-চতুষ্টয়কে দেখাইয়া দিলেন এবং তাহাদিগের দ্বারা লঙ্কা-সংঘটিত বৃত্তান্ত সকল প্রকটিত করিলেন। তদনন্তর, রাবণানুজ শ্রীমান্ বিভীষণ রামের হিত-সাধন-বাসনায় সেই কমলদল-লোচন রঘু-নন্দনকে বলিলেন, 'রাম! রাবণের ইদনীন্তন বলের কথা কি কহিব, যৎকালে তিনি কুবেরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন, তখনই ষষ্টি লক্ষ রাক্ষস তাঁহার অনুগামী হইয়াছিল। রাজন্! সেই দুরাত্মা রাক্ষসগণ পরাক্রম বীর্য্য তেজ বল ধৈর্য্যাতিশয় ও দর্পে রাবণ অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে। মহারাজ! আপনি ক্রুদ্ধ হইবেন না, আমি আপনাকে ভয় প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত এরূপ বলি নাই, কেবল আপনার ক্রোধ উদ্দীপ্ত করিবার নিমিত্তই বলিলাম; কারণ, আপনি ক্রুদ্ধ হইলে বীর্য্যবলে সুরগণেরও নিগ্রহ সাধন করিতে পারেন। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, আপনি এই মহতী

চতুরঙ্গিণী বানর-বাহিণীকে ব্যূহ-রচনায় বিন্যস্ত করিয়া রাবণকে বিমথিত করিবেন।'

রাবণানুজ বিভীষণ এই কথা বলিলে, রঘুনন্দন শত্রুগণের প্রতিঘাতের নিমিত্ত কহিলেন;—'বানর-পুঙ্গব নীল বানর-গণে পরিবৃত হইয়া লঙ্কার পূর্ব্ব-দ্বারে অবস্থান করত প্রহস্তের সহিত প্রতিযুদ্ধ করুন। বালিপুত্র অঙ্গদ মহদ্বল-পরিবৃত হইয়া দক্ষিণ-দ্বারে মহাপার্শ্ব ও মহোদরের প্রতি-যোদ্ধা হউক। অতুলবল পবন-নন্দন হনুমান্ পশ্চিম-দ্বারে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধ করিতে থাকুন। যে প্রকৃতি-পুঞ্জকে সন্তাপিত করত সকল লোককেই অতিক্রম করিয়াছে এবং দৈত্য, দানব ও মহাত্মা ঋষিগণের সহিত বিরোধ করাই যাহার প্রিয়, সেই ক্ষুদ্রাশয়, বরদান-সমুদ্ধত রাক্ষসেন্দ্র রাব-ণের বধে কৃত-সঙ্কল্প হইয়া আমি স্বয়ংই লক্ষ্মণের সহিত রাবণাশ্রিত সেই উত্তর-দ্বার নিপীড়িত করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিব। বানরেন্দ্র বলবান্ সুগ্রীব, বীর্য্যবান্ ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ এবং রাবণানুজ বিভীষণ মধ্যম গুল্মে অবস্থান করিবেন। রণস্থলে বানরগণ যেন মনুষ্যরূপ ধারণ না করে, কারণ যুদ্ধকালে ইহাদের নিয়ত-বানররূপ-ধারীই আমা-দের অবধ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট থাকিল, তদ্ভিন্ন যদি কোন রাক্ষস যুদ্ধকালে বানররূপ ধারণ করিয়া বানরবলে প্রবেশ করত যুদ্ধ করে, সে তৎক্ষণাৎ বধ্য হইবে। তোমরাও আপনাদের দল-মধ্যে বিশেষ চিহ্নাদি-দ্বারা যাহাকে স্বজন বলিয়া বোধ করিবে, তদ্ভিন্ন সকলেই তোমাদের বধ্য হইবে। পরন্তু, আমি, মহাতেজা ভ্রাতা লক্ষ্মণ, সখা বিভী-

ষণ এবং ইহাঁর সচিব রাক্ষস-চতুষ্টয় আমরা এই সাতজনে মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া যুদ্ধ করিব, এতদ্ভিন্ন মনুষ্যরূপধারী অপর যাহাকে দেখিবে, তাহাকেই বধ করিবে।' সর্ব্বকার্য্য-সমর্থ বুদ্ধিমান্ রাম কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত বিভীষণকে এই কথা বলিয়া রমণীয়তর সুবেল-শৈলতট দর্শন করত তাহাতেই আরোহণ করিতে বাসনা করিলেন।

এইরূপে মহাবল মহাত্মা রাম অরাতি-বধে কৃত-নিশ্চয় হইয়া মহতী বানরসেনা দ্বারা পৃথিবীকে সমাচ্ছাদিত করত হৃষ্টান্তঃকরণে লঙ্কায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

সপ্তত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৭ ॥

রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত সুবেল-শৈলে আরোহণ করিতে অভিলাষী হইয়া সুগ্রীব এবং ধর্ম্মজ্ঞ বিধিবিৎ মন্ত্রকুশল ও অনুরক্ত নিশাচর বিভীষণকে এই মনোজ্ঞ বাক্য বলিলেন। 'চল, আমরা সকলেই দ্রুম ও ধাতু-সমাকুল সুবেল-শৈলে আরোহণ করিয়া অদ্য তথায় নিশা যাপন করিব এবং তথা হইতে যে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত দুঃখ ভোগ করিবার নিমিত্ত আমার ভার্য্যাকে অপহরণ করিয়াছে, সেই দুরাত্মা রাক্ষসের গৃহ দর্শন করিব। সুগ্রীব! যাহার অপরাধে সমস্ত রাক্ষসকেই নিহত বোধ হইতেছে এবং যে ক্রূর রাক্ষসী বুদ্ধির বশীভূত হইয়া ধর্ম্ম, সদাচার ও কুলের প্রতি দৃষ্টি না করিয়াই এই গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছে, সেই রাক্ষসাধমের নাম কীর্ত্তন করিলেও আমার ক্রোধ উপস্থিত হয়। দেখ, এক জন কালপাশ বশীভূত হইয়া পাপাচরণ করে, কিন্তু

সেই দুষ্টাত্মার অপরাধেই তাহার কুল নাশ হইয়া থাকে।' রাম ক্রোধভরে রাবণকে এই কথা বলিয়াই বিচিত্রসানু-শোভিত সুবেল-শৈলে আরোহণ করিলেন। বিক্রমশালী লক্ষ্মণ সশর-শরাসন উদ্যত করিয়া এক মনে তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইলেন। সুগ্রীব, অমাত্যগণের সহিত বিভীষণ, হনুমান্ অঙ্গদ নীল মৈন্দ দ্বিবিদ গজ গবাক্ষ গবয় শরভ গন্ধমাদন পনস কুমুদ তার রম্ভ জাম্ববান্ সুষেণ শতবলি, বানরবর দুর্ম্মুখ এবং অপর বহুসংখ্যক শীঘ্রগামী গিরিচারী বানর বায়ুবেগে সেই সুবেল-শৈলে আরোহণ করিয়া রাঘব-সন্নিধানে উপস্থিত হইল। অনন্তর রাম বানরগণের সহিত সেই সুবেল-শৈলে আরোহণ করিয়া তাহার মনোহর সমতল শৃঙ্গে উপবেশন করিলেন। তদনন্তর, বানরযূথ-পতিগণ আকাশে রচিতার ন্যায় সেই বর-প্রাকার-শোভিত সুমহৎ দ্বারযুক্ত রাক্ষসসম্পূর্ণ মনোহর লঙ্কাপুরী দর্শন করিল। সেই কপিবরগণ দেখিল;— প্রাকার রক্ষায় যে রাক্ষসগণ নিযুক্ত আছে, তাহারা প্রাকারোপরি আরোহণ করায় যেন প্রাকারের উপরি দ্বিতীয় প্রাকার নির্ম্মিত হইয়াছে। সমরাভিলাষী বানরগণ রাক্ষস সকলকে নিরীক্ষণ করিয়া রামের সম্মুখেই সিংহনাদ করিতে লাগিল।

অনন্তর, সন্ধ্যারাগ-রঞ্জিত দিবাকর অস্তগত হইলে, যামিনীর সমাগম হইল। তৎকালে পূর্ণ-শশী সমুদিত হওয়ায় নিশাকেও প্রদীপ্তার ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তদনন্তর, রাম বিভীষণ-কর্ত্তৃক অভিনন্দিত ও সৎকৃত হইয়া সুগ্রীব,

লক্ষ্মণ এবং অপর প্রধান যূথপতিগণের সহিত সেই সুবেল-শৈলে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অষ্টত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩৮॥

বীরবর বানরযূথপতিগণ তথায় সেই রাত্রি বাস করত তথা হইতে লঙ্কা-মধ্যস্থ সুন্দর রমণীয় বিস্তীর্ণ আয়ত ও দৃষ্টিসুখকর বন এবং উপবন সকল দর্শন করিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইল। চম্পক, অশোক, বকুল, শাল, তাল, তমাল, পনস, নাগকেশর, হিন্তাল, অর্জ্জুন, কদম্ব, সপ্তপর্ণ, তিলক, কর্ণিকার ও পলাশ প্রভৃতি লতাপরিগত পুষ্পিতাগ্র বহুবিধ বৃক্ষরাজি-বিরাজিত লঙ্কা নগরী নন্দনজাত-কুসুম-শোভিত দেবরাজের অমরাবতীর ন্যায় শোভা পাইতেছিল। বিচিত্র কুসুম ও কোমল রক্তপল্লব-শোভিত বনরাজি এবং নীলবর্ণ শাদ্বল সকল তাহার অসীম শোভা সম্পাদন করিতেছিল। মানবগণের অলঙ্কার ধারণের ন্যায় তত্রত্য পাদপদাম মনোরম সুরভি-পুষ্প ও ফল সকল ধারণ করিয়াছিল। সেই চৈত্ররথ ও নন্দনবন-সদৃশ সর্ব্বর্ত্তু-মনোহর বনরাজিতে ভ্রমরগণ বিচরণ করায় তাহা পরম রমণীয় বোধ হইতে লাগিল। সেই বননির্ঝরে দাত্যূহ, কোযষ্টিভ ও ময়ূর সকল নৃত্য এবং কোকিলগণ সুমধুর ধ্বনি করিতেছিল। নিত্যমত্ত বিহঙ্গ, ভ্রমর, কোকিল, ভৃঙ্গরাজ, কুরর, কোযষ্টিক এবং সারসগণ নিরন্তর সুমধুর শব্দ করায় সেই বনসকল নিরতিশয় মনোহর হইয়াছিল।

নন্তর, সেই কামরূপী বীর বানরগণ আনন্দিত হইয়া

হৃষ্টান্তঃকরণে সেই বন-মধ্যে প্রবেশ করিল। সেই মহা-তেজস্বী বানরগণের বন-প্রবেশকালে পুষ্প-সংসর্গ-সুরভি প্রাণ-সদৃশ বায়ু বহিতে লাগিল। অপর ভীমরব বানর-যূথপতিগণ সুগ্রীবের অনুমতিক্রমে যূথ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সেই পতাকা-শোভিত লঙ্কায় প্রবেশ করত ভৈরব-রব-দ্বারা মৃগ, পন্নগ ও বিহগগণকে বিত্রাসিত এবং সমগ্রা লঙ্কানগরীকে কম্পিত করিতে লাগিল। সেই মহাবেগ বানরগণ চরণ-দ্বয়ের দ্বারা বসুমতীকে এরূপ পীড়িত করিতে লাগিল যে, তাহাদের চরণ-সমুত্থিত রেণু আকাশে উত্থিত হইল। ঋক্ষ, সিংহ, মহিষ, বারণ ও বিহঙ্গমগণ তাহাদের ভৈরব-রবে ভীত হইয়া দশদিক আশ্রয় গ্রহণ করিল। যাহার মহোচ্চ শিখর গগণ ভেদ করিয়া উত্থিত হইয়াছে, সেই ত্রিকূটপর্ব্বত পুষ্প-সমাচ্ছন্ন হওয়ায়, তাহাকে সুবর্ণময়ের ন্যায় বোধ হইয়া থাকে। সেই শতযোজন-বিস্তীর্ণ বিমল চারু-দর্শন সমতল ও শ্রীমান্ ত্রিকূটপর্ব্বত এতাদৃশ উচ্চ যে, বিহগগণও তাহার শৃঙ্গে আরোহণ করিতে সমর্থ হয় না। পদচারী মনুষ্যগণের কথা দূরে থাকুক, তদুপরি আরোহণ করা মনেরও দুঃসাধ্য। যথায় রাবণ নিয়ত বাস করেন, ত্রিকূট-শিখরে নিবিষ্ট সেই লঙ্কানগরী দশযোজন বিস্তীর্ণ এবং বিংশতি যোজন আয়ত। সেই পুরী পাণ্ডুরবর্ণ অম্বুদ-সদৃশ মহোচ্চ গোপুর এবং কাঞ্চন ও রাজত শৈল সকলের দ্বারা মহতী শোভা ধারণ করিয়াছিল। গ্রীষ্মাবসানে আকাশ যেরূপ ঘনাবলি-দ্বারা শোভিত হয়, তদ্রূপ প্রাসাদ ও বিমানসকল-দ্বারা লঙ্কানগরী নিরন্তর

শোভিত হইয়াছিল। পুর-মধ্যে যে স্তম্ভ-সহস্রশোভিত কৈলাস-শিখর-সদৃশ প্রাসাদ আকাশ ভেদ করিয়া উত্থিত হইয়াছে এবং অসংখ্য রাক্ষসগণ যাহাকে নিয়ত রক্ষা করিতেছে, রাক্ষসেন্দ্র রাবণের সেই চৈত্য নামক প্রাসাদ সমগ্র লঙ্কানগরীর ভূষণ-স্বরূপ হইয়াছিল। মনোজ্ঞ কানন এবং বিবিধ ঋতুরাগ-রঞ্জিত পর্ব্বত ও উদ্যান-শোভিত, বিবিধ বিহগ-নিনাদিত, মৃগগণ-নিষেবিত, নানাকুসুম-সমাচ্ছন্ন, বহুল রাক্ষস-সেবিত ও অমরাবতী-সদৃশ সেই ধন-জনশালিনী লঙ্কানগরী দর্শন করিয়া সমৃদ্ধার্থ বীর্য্যবান্ লক্ষ্মীবান্ লক্ষ্মণাগ্রজ রাম সাতিশয় বিস্মিত হইলেন।

এইরূপে রাম মহতী বানর-বাহিণীর সহিত তথায় অবস্থান করিয়া সেই রত্নপূর্ণ, প্রাসাদমালা-পরিশোভিত, সুমহৎ যন্ত্র ও কবাটযুক্ত লঙ্কানগরী দর্শন করিতে লাগিলেন।

একোনচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩৯॥

অনন্তর রাম, সুগ্রীব ও বানরযূথগণের সহিত সেই যোজন-দ্বয়-বিস্তৃত সুবেলশৃঙ্গে আরোহণ করিলেন। তথায় অবস্থান করত দশদিক্ অবলোকন করিয়া বিশ্বকর্ম্ম-কর্ত্তৃক মনোহর ত্রিকূট-শিখরে নির্ম্মিত, রম্যকানন-শোভিত সুন্যস্ত লঙ্কানগরীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করত গোপুরের উপরিস্থিত নীলমেঘ-সদৃশ, দুরাসদ রাক্ষসেন্দ্রকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার মস্তকোপরি বিজয়-ছত্র ও উভয়পার্শ্বে শ্বেত চামর শোভা পাইতেছিল; উত্তরীয় বস্ত্র সুবর্ণ-সুত্রে চিত্রিত হইয়াছিল। ঐরাবতের বিষাণাগ্র-দ্বারা ছেদিত হওয়ায়

তাঁহার বক্ষঃস্থলে কিণচিহ্ন রহিয়াছিল। শশরুধির-সদৃশ রক্তবস্ত্র পরিধান, রক্ত ভূষণ ধারণ ও সর্ব্বাঙ্গে রক্তচন্দন লেপন করায় তাঁহাকে আকাশ-মধ্যগত সন্ধ্যারাগ-রঞ্জিত মেঘ-সমূহের ন্যায় বোধ হইতেছিল।

রঘুনন্দন ও বানরেন্দ্রগণ এইরূপ দেখিতেছেন, ইত্যবসরে সুগ্রীব সহসা উত্থিত হইয়া ক্রোধবেগ, উৎসাহ ও বল-সহকারে সেই অচলাগ্র হইতে লম্ফ প্রদান করত যেস্থানে রাবণ অবস্থান করিতেছিলেন, সেই গোপুরে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর, মুহূর্ত্তকাল অবস্থান করত রাক্ষস রাবণকে দেখিয়া তৃণের ন্যায় বোধ করিলেন এবং নির্ভয়ান্তঃকরণে বলিতে লাগিলেন। 'রে নিশাচর! আমি লোকনাথ রামের দাস। আমি সেই পৃথিবীপতির অনুগ্রহে যেরূপ তেজঃশালী হইয়াছি, তাহাতে তুই অদ্য কোনরূপেই আমার নিকট মুক্তি লাভ করিতে পারিবি না।' বানররাজ এই কথা বলিয়া লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক সহসা তাঁহার মস্তকে আরোহণ করত বিচিত্র মুকুট আকর্ষণ করিয়া তাহা ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন এবং স্বয়ংও ভূতলে উত্তীর্ণ হইয়া পুনর্ব্বার আগমন করিতে লাগিলেন। নিশাচর রাবণ সুগ্রীবকে বেগ সহকারে পুনর্ব্বার আগমন করিতে দেখিয়া বলিলেন 'সুগ্রীব! তুমি যতক্ষণ আমার দৃষ্টি-পথে পতিত হও নাই, ততক্ষণই সুগ্রীব ছিলে, কিন্তু সম্প্রতি হীনগ্রীব হইবে।'

রাবণ এই কথা বলিয়াই সুগ্রীবের বাহুদ্বয় ধরিয়া তাঁহাকে ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন, সুগ্রীবও জলাহত কন্দুর ন্যায় সহসা উত্থিত হইয়া তাঁহার বাহুদ্বয় আক্রমণ করত

তাঁহাকে ভূতলে পাতিত করিলেন। তাঁহারা পরস্পর এইরূপে যুদ্ধাসক্ত হইলে উভয়েরই স্বেদোদ্গম হইতে লাগিল, রুধির-ধারায় উভয়েরই দেহ রক্তবর্ণ হইল। পরস্পর সংশ্লিষ্ট হওয়ায় উভয়কেই নিশ্চেষ্ট এবং একত্রীভূত শাল্মলী ও কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। মহাবল রাক্ষসেন্দ্র ও বানরেন্দ্র পরস্পর মুষ্টি, তল, অরত্নি এবং করাগ্র প্রহারের দ্বারা এরূপ সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন যে, তাহা ক্রমে উভয়েরই নিরতিশয় অসহ্য হইয়া উঠিল। এইরূপে সেই উগ্রবেগ বীর-দ্বয় গোপুরবেদী-মধ্যে বহুক্ষণ বাহু-যুদ্ধ করত উভয়ে উভয়ের দেহকে বিনমিত করিয়া ঊর্দ্ধে ক্ষেপণ ও পদাঘাত-দ্বারা কখন বা বেদীতলে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর, উভয়েই উভয়কে আক্রমণ করত বিলগ্ন-দেহ হইয়া প্রাকার-পরিখা-মধ্যে পতিত এবং ক্ষণকাল নিশ্চেষ্টভাবে তথায় অবস্থান করত ভূমিতে ভর দিয়া উত্থিত হইলেন; তৎকালে উভয়েরই মুহুর্ম্মুহু দীর্ঘ-নিশ্বাস নির্গত হইতেছিল। ক্রোধ, শিক্ষা ও বল-সহকারে যুদ্ধ-মার্গে বিচরণ করত উভয়ে উভয়কে বারম্বার আলিঙ্গন করায় বোধ হইতে লাগিল, যেন, উভয়ে উভয়কে বাহুরূপ রজ্জু-দ্বারা বন্ধন করিতেছেন।

এইরূপে জাতদন্ত সিংহ ও শার্দ্দূল-শিশুর সহিত সমরাসক্ত করভ যুগলের ন্যায় উভয়ে উভয়কে কর-দ্বয়ের দ্বারা আঘাত ও প্রতিঘাত করত উভয়েই যুগপৎ ধরণীতলে পতিত হইতে লাগিলেন। সেই বীর দ্বয় পরস্পরকে বার-উৎক্ষেপণ এবং উৎসাহ, শিক্ষা ও বল-সহকারে বহু-

রাম এই কথা কহিলে, সুগ্রীব বলিলেন ‘ হে বীর রঘু-নন্দন! আমি স্বীয় পরাক্রম অবগত হইয়াও আপনার ভার্য্যাপহারী রাবণকে দেখিয়া কিরূপে স্থির থাকিতে পারি?’ রঘুনন্দন বীরবর সুগ্রীবের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করত লক্ষ্মী-সম্পন্ন লক্ষ্মণকে এই কথা বলিলেন;— ‘লক্ষ্মণ! সম্প্রতি সেনা-সকলকে বিভাগ করত শীতল জল ও কানন পূর্ণ প্রদেশে ব্যূহ রচনা করিয়া অবস্থান করা কর্ত্তব্য; কারণ, লোকক্ষয়কর ভয়ঙ্কর এবং ঋক্ষ, বানর ও রাক্ষস বীরগণের বধ-সূচক দুর্নিমিত্ত সকল দৃষ্ট হইতেছে। ঐ দেখ, পরুষ বায়ু প্রবাহিত, বসুমতী ও পর্ব্বতাগ্র সকল কম্পিত এবং মহীধর সকল শব্দায়মান হইতেছে। ক্রব্যাদ-সদৃশ একান্ত পরুষস্বর ক্রূর মেঘ সকল শোণিত-বিন্দু বিমিশ্র অশুভ বারি বর্ষণ করিতেছে। সন্ধ্যা, রক্তচন্দন-সদৃশ লোহিতরাগে রঞ্জিত হইয়া নিদারুণ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। আদিত্য-মণ্ডল হইতে প্রজ্বলিত অগ্নিপিণ্ড সকল নিপতিত হইতেছে। দীন-স্বভাব ক্রূর অপ্রশস্ত পশু ও পক্ষিগণ সূর্য্যাভিমুখ হইয়া দীনভাবে যে রোদন করিতেছে, তাহা শুনিয়া নিরতিশয় ভয় উপস্থিত হইতেছে। রজনীতে চন্দ্রমা উদিত হইয়া লোক সকলকে সন্তাপিত করিয়া থাকেন এবং প্রলয়-কালের ন্যায় তাঁহার চতুর্দ্দিকে কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ কিরণ সকল দৃষ্ট হয়; লক্ষ্মণ! নিশানাথের এরূপ বিপরীত ভাব অতিশয় অপ্রশস্ত। লক্ষ্মণ! ঐ দেখ, সূর্য্যমণ্ডলে হ্রস্ব, রুক্ষ ও অপ্রশস্ত পরিবেশ এবং নীল চিহ্ন সকল দৃষ্ট হইতেছে।

লক্ষ্মণ! চন্দ্রমা প্রতিনক্ষত্রে যথাবৎ অবস্থান না করায়, নিশ্চয় বোধ হইতেছে যেন, অচিরাৎ প্রলয়কাল উপস্থিত হইবে। গৃধ্র, শ্যেন ও কাক সকল সহসা গৃহাঙ্গনে নিপতিত হইতেছে। শিবাগণ উচ্চৈঃস্বরে যেন অশুভ সংবাদই প্রকটিত করিতেছে। লক্ষ্মণ! যাহাই হউক, আমরা বানরগণে পরিবৃত হইয়া বল সহকারে অদ্য রাবণপালিত দুর্দ্ধর্ষ লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করি।

বীরবর মহাবল লক্ষ্মণাগ্রজ রাম, লক্ষ্মণকে এই কথা বলিয়া, পর্ব্বতাগ্র হইতে নিম্নে অবরোহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। অনন্তর কালজ্ঞ ধর্ম্মাত্মা রাঘব পর্ব্বতাগ্র হইতে অবতীর্ণ হইয়া শত্রুগণের দুর্দ্ধর্ষ স্বীয় বল পর্য্যবেক্ষণ করত সুগ্রীবের সহিত মিলিত হইয়া সেই বানর-রাজের সৈন্যগণকে ব্যূহ রচনায় বিন্যস্ত করিলেন এবং শুভ সময়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার আদেশ প্রদান করিলেন। তদনন্তর, মহাবাহু রঘুনন্দন সুমহৎ বলে পরিবৃত হইয়া ধনুর্দ্ধারণ করত লঙ্কাপুরীর অভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। তৎকালে বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান্, ঋক্ষরাজ জাম্ববান্, নল, নীল এবং লক্ষ্মণ তাঁহার অনুগামী হইলেন। ঋক্ষ ও বনৌকসগণের মহতী সেনা বিস্তীর্ণ ভূভাগ সমাচ্ছাদিত করিয়া রঘুনন্দনের পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। শত্রু-বিনাশ-সমর্থ কুঞ্জর-সদৃশ বানরগণ গমনকালে অসংখ্য শৈলশৃঙ্গ ও প্রবৃদ্ধ বৃক্ষ সকল গ্রহণ করিল।

রূপে অরিন্দম রাম, ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত অচিরকালমধ্যেই রাক্ষস-রাজের লঙ্কাপুরীতে উপস্থিত হইলেন।

বানরগণও রামের আদেশ অনুসারে সেই পতাকামালিনী উদ্যান-শোভিত বিচিত্র-বপ্র-বেষ্টিত অন্যের দুষ্প্রবেশ্য, উচ্চ প্রাকার ও তোরণ-শোভিত, সুরগণেরও দুর্দ্ধর্ষ এবং মনোহর লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিয়া তাহাকে নিরতিশয় পীড়িত করিতে লাগিল। এইরূপে রাম ধনুর্দ্ধারণ করত অনুজ লক্ষ্মণের সহিত লঙ্কার উত্তর-দ্বার অবরোধ ও স্বীয় সেনাগণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। যথায় রাবণ স্বয়ং অবস্থান করিতেছেন, রাম ভিন্ন অপর কেহই তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না, এই বিবেচনা করিয়াই বীর দাশরথি লক্ষ্মণের সহিত স্বয়ং সেই রাবণ-পালিত লঙ্কাপুরীর উত্তর-দ্বার অবরোধ করিলেন। বরুণাধিষ্ঠিত মহাসাগর এবং দানবদল-রক্ষিত পাতালপুরীর ন্যায় সশস্ত্র ভীমরূপ রাক্ষসগণ-কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত সেই রাবণাধিষ্ঠিত উত্তর-দ্বার দর্শন করিলে, অল্পবীর্য্যগণের নিরতিশয় ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে। অপিচ, বানরগণ তথায় রাক্ষস-যোধগণের বহুবিধ অস্ত্র ও কবচ সকল দর্শন করিল।

বানর-সেনাপতি বীর্য্যবান্ নীল মৈন্দ ও দ্বিবিদের সহিত পূর্ব্ব-দ্বারে উপস্থিত হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাবল অঙ্গদ ঋষভ গজ ও গবাক্ষের সহিত পূর্ব্ব-দ্বার অবরোধ করিলেন। কপিবর মহাবল হনুমান্, প্রজঙ্ঘ তরস ও অপর বীরগণে পরিবৃত হইয়া পশ্চিম-দ্বার রক্ষা করিতে লাগিলেন। স্বয়ং সুগ্রীব গরুড় ও পবন-সদৃশ বানরশ্রেষ্ঠগণের সহিত মধ্যম-গুল্মে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ষট্‌ত্রিংশৎকোটী বানর-যূথপতি সুগ্রীব-সন্নিধানে

অবস্থান করত লঙ্কাকে নিপীড়িত করিতে লাগিল। রামের আদেশ অনুসারে লক্ষ্মণ ও বিভীষণ প্রতিদ্বারে কোটি কোটি বানরসেনা সন্নিবেশিত করিলেন। যথায় রঘুনন্দন অবস্থান করিতেছিলেন তাঁহার অব্যবহিত পশ্চিমে এবং গ্রাম-গুল্মের সন্নিকটেই সুষেণ ও জাম্ববান্ সবলে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এইরূপে তীক্ষ্ণ-দন্ত শার্দ্দূলগণ-সদৃশ সেই বানরশার্দ্দূলগণ দ্রুম ও শৈলাগ্র সকল গ্রহণ করত হৃষ্টান্তঃকরণে সমরে প্রবৃত্ত হইল। নখদন্তায়ুধ ও বিচিত্রদেহ সেই বানরগণ ক্রোধভরে লাঙ্গূল-তাড়ন, অঙ্গ-সঞ্চালন ও মুখভঙ্গি প্রকাশ করিতেছিল। বানরগণের মধ্যে কেহ দশ, কেহ শত ও কেহ বা সহস্র হস্তীর তুল্য বলশালী। তাহাদের মধ্যে কেহ বা অমোঘ-সঙ্খ্য ও কেহ বা শত অমোঘ-সঙ্খ্য হস্তীর ন্যায় বল-শালী এবং কোন কোন যূথপতি এরূপ বলশালী ছিল যে, কাহারও সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে না। শলভ-গণের ন্যায় সেই বানরসেনাগণের এরূপ বিচিত্র সমাগম হইয়াছিল যে, পূর্ব্বে কখনই সেইরূপ হয় নাই। লঙ্কা-মধ্যে উপনিবিষ্ট বানরগণ-দ্বারা তত্রত্য ভূভাগ ও উৎপতিত বানরগণ-দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

এইরূপে দ্বার সকলে বানর-সেনাগণ সন্নিবেশিত হইলে, কোটিসংখ্যক ঋক্ষ ও বানরবাহিণী যুদ্ধাভিলাষে লঙ্কাদ্বারে উপস্থিত হওয়ায় গিরিবর ত্রিকূটকে বানরগণ-দ্বারা আচ্ছা-দিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। প্রতিদ্বারে সন্নিবেশিত সেনাগণের বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত কোটিসংখ্যক

বানর পুরীর চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। লঙ্কা-নগরী দ্রুমপাণি বানরগণ-কর্তৃক সর্ব্বতোভাবে পরিবৃত হইয়া বায়ুরও দুষ্প্রবেশ্য হইয়া উঠিল। মেঘ-সদৃশ ও শক্র-তুল্য পরাক্রমশালী বানরগণ-কর্তৃক নিপীড়িত হইয়া রাক্ষসগণ নিরতিশয় বিস্মিত হইল। তৎকালে বদ্ধসেতু জলনিধির জল-কল্লোলের ন্যায় সেই বলসমূহের সুমহৎ কোলাহল গগন ভেদ করিয়া উত্থিত হইল। সেই সুমহৎ শব্দে শৈল, বন, কানন, প্রাকার ও তোরণের সহিত সমগ্র লঙ্কাদ্বীপ বারম্বার কম্পিত হইতে লাগিল। অধিক কি, তৎকালে রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব রক্ষিত সেই বানরবাহিনীকে সুর ও অসুরগণেরও দুর্দ্ধর্ষ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

অনন্তর, সামাদি-প্রয়োগ-সমর্থ রঘুনন্দন এইরূপে সেনা-সকলকে সন্নিবেশিত করিয়া রাজধর্ম্মের শাস্ত্র স্মরণ করত, অনন্তর-কর্ত্তব্য কার্য্য সকল সম্পাদন করিবার নিমিত্ত বিভীষণ ও অপর মন্ত্রিগণের সহিত বারম্বার মন্ত্রণা করত বালি-নন্দন অঙ্গদকে আহ্বান করিয়া বলিলেন। হে সৌম্য কপে! তুমি আমার নিয়োগানুসারে নির্ভয়ে হৃষ্টান্তঃ-করণে প্রাকার উল্লঙ্ঘন করত লঙ্কাপুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই শ্রীভ্রষ্ট, গতৈশ্বর্য্য, মুমূর্ষু ও নষ্টচেতন দশাননকে পশ্চা-দুক্ত বাক্য সকল বলিয়া আইস;— 'রে রজনীচর! তুমি এতকাল মোহ ও দর্পের বশীভূত হইয়া দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, নাগ, যক্ষ, পার্থিব ভূপতি ও অপ্সরোগণের পীড়ার্থ যে সকল কার্য্য করিয়াছ, অধুনা তাহার নিদারুণ পরিণাম উপ-স্থিত হইয়াছে। রে রাক্ষস! যখন আমি দারহরণরূপ দুর্নি-

দারুণ কর্ম্মে একান্ত ব্যথিত-হৃদয় হইয়া তোমার বধসাধন-বাসনায় দণ্ডপাণি যমের ন্যায় দণ্ডধারণ করত লঙ্কাদ্বারে অবস্থান করিলাম, তখন নিশ্চয়ই তোমার সেই পিতামহ-বর-সম্ভূত দর্প অদ্য বিগত হইল। রে নিশাচর! তুমি রণ-ভূমিতে মৎকর্ত্তৃক নিহত হইয়া দেবতা, মহর্ষি ও রাজর্ষি-গণের ন্যায় পুণ্যলোকে বসতি লাভ করিবে। রে রাক্ষসা-ধম! তুমি যে বল ও মায়া অবলম্বন করত আমাকে কুটীর হইতে অপনীত করিয়া সীতাকে হরণ করিয়াছ, অধুনা সেই বল ও মায়া প্রদর্শন কর। যদি, তুমি সীতার সহিত আমার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া শরণাগত না হও, তাহা হইলে আমি নিশিত-শর-নিকর-দ্বারা সমগ্র ভূমণ্ডলকে রাক্ষস-শূন্য করিয়া এই সমাগত শ্রীমান্ ধর্ম্মাত্মা রাক্ষসশ্রেষ্ঠ বিভীষণকে এই নিষ্কণ্টক লঙ্কা-রাজ্য ও ইহার সমস্ত ঐশ্বর্য্য প্রদান করিব। তুমি যেরূপ পাপাচারী ও সদসদ্বিবেক-বিহীন, তাহাতে এরূপ অধর্ম্মাচরণ করিয়া কয়েকজন মূর্খ মন্ত্রীর সাহায্যে আর অধিককাল রাজ্য ভোগ করিতে পারিবে না। রে রাক্ষস! যদি শরণাগত হওয়া তোমার অভিপ্রেত না হয়, তবে ধৈর্য্য ও শৌর্য্য অবলম্বন করত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে রণ-ভূমিতে আমার বিক্ষিপ্ত শরনিকর-দ্বারা তোমার দেহ পবিত্র হইবে এবং তুমি আজন্ম যে সকল পাপকর্ম্ম করিয়াছ, তাহা হইতে মুক্ত হইবে। রে নিশাচর! তুমি যদি পক্ষিরূপ পরিগ্রহ করিয়া ত্রিলোক-মধ্যে পরিভ্রমণ কর, তথাপি আমার নয়ন-পথা-তীত হইতে অথবা স্বীয় জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে

না। সম্প্রতি তোমার জীবন আমার হস্তেই রহিয়াছে, অতএব তোমার হিতের নিমিত্তই বলিতেছি, তুমি পর-লোকে সদ্গতি লাভের নিমিত্ত দানাদি আচরণ কর এবং তদ্দর্শনে লঙ্কানগরী প্রমুদিত হউক।'

অক্লিষ্টকর্ম্মা রঘুনন্দন-কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া তারা-তনয় অঙ্গদ মূর্ত্তিমান্ হুতাশনের ন্যায় আকাশ-মার্গে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর, মুহূর্ত্ত-কাল-মধ্যে রাবণ-মন্দিরে উপস্থিত হইয়া, সচিবগণের সহিত সমাসীন অবি-চলিত হৃদয় রাবণকে দর্শন করিলেন। তদনন্তর, কন-কাঙ্গদ-ভূষিত দীপ্তাগ্নি-সদৃশ বানর পুঙ্গব অঙ্গদ রাবণের নিকটে নিপতিত হইয়া স্বয়ং আপনার নাম কীর্ত্তন করত সামাত্য রাবণকে সেই রাম-কথিত বাক্য সকল যথাকথিত-রূপে বলিতে লাগিলেন। অঙ্গদ কহিলেন 'বোধ হয় আমার নাম শ্রুত হইয়া থাকিবে, আমি বালিনন্দন অঙ্গদ, সম্প্রতি অক্লিষ্টকর্ম্মা কোশলেন্দ্র রামের দূত হইয়া তোমার নিকট সমাগত হইয়াছি। কৌশল্যানন্দবর্দ্ধন রঘুনন্দন রাম তোমাকে বলিয়াছেন;—"রে পুরুষাধম নৃশংস! তুই পুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে আমি, পুত্র জ্ঞাতি ও বান্ধবগণের সহিত তোর বধ-সাধন করিব। রাবণ! তুই নিহত হইলে ত্রিভুবন উদ্বেগ-বিহীন হইবে। আমি তোকে নিহত করিয়া দেব, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস ও ঋষিগণের কণ্টক উদ্ধার করিব। তুই যদি আমার পাদাবনত হইয়া সসম্মানে আমাকে

বৈদেহী প্রদান না করিস্, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবি এবং তোর সমস্ত ঐশ্বর্য্যই বিভীষণের হইবে।”

বানর-পুঙ্গব অঙ্গদ এই কথা বলিলে নিশাচরগণের ঈশ্বর রাবণ ক্রোধপরবশ হইয়া, নিকটস্থ সচিবগণকে বলিলেন ;- ‘এই দুর্ব্বুদ্ধিকে বন্ধন কর এবং এই মুহূর্ত্তেই ইহার প্রাণ বিনাশ কর।’ রাবণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ঘোররূপ চারিজন নিশাচর সেই প্রদীপ্তাগ্নি-সদৃশ অঙ্গদকে বন্ধন করিতে প্রবৃত্ত হইল। বীরবর বুদ্ধিমান্ তারা-তনয় সমর্থ হইয়াও রাক্ষসগণকে স্বীয় বল প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত স্বয়ংই তাহাদের বশীভূত হইলেন। রাক্ষসগণ বন্ধন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, অঙ্গদ সহসা শৈলশৃঙ্গ-সদৃশ উন্নত প্রাসাদোপরি উৎপতিত হইলেন; তৎকালে তাঁহার বাহু-দ্বয়ে বন্ধনার্থ সমাসক্ত নিশাচরগণ শাখাসক্ত পতগগণের ন্যায় লম্বিত হইতে লাগিল। তাঁহার উৎপতনবেগে রাক্ষসগণ এরূপ ত্রস্ত হইয়া উঠিল যে, তাহারা সকলে রাক্ষসেন্দ্রের সম্মুখেই ভূমিতলে নিপতিত হইল। তদনন্তর, বালি-নন্দন প্রতাপবান্ অঙ্গদ শৈলশৃঙ্গ-সদৃশ সেই প্রাসাদ-শিখরে উপস্থিত হইয়া তাহাতে এরূপ পদাঘাত করিলেন যে, তাহা বজ্র-বিদারিত হিমালয়-শৃঙ্গের ন্যায় ভগ্ন ও দশাননের সম্মুখেই ভূতলশায়ী হইল। এইরূপে অঙ্গদ প্রাসাদ-শিখর ভগ্ন, বারম্বার আপনার নাম কীর্ত্তন ও সুমহৎ সিংহনাদ করত আকাশমার্গে উৎপতিত হইয়া, রাক্ষসগণের ব্যথা ও বানরগণের হর্ষ উৎপাদন করিতে করিতে বানর-মধ্যস্থিত রামের পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন।

প্রাসাদ ভগ্ন হওয়ায় রাবণের নিরতিশয় ক্রোধ উপস্থিত হইল এবং তিনি রাম-দূতের বল ও আপনার ভাবী বিনাশের বিষয় চিন্তা করিয়া, বারম্বার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। এদিকে রামও বলবান্ বানরগণে পরিবৃত হইয়া শত্রু-বিনাশের নিমিত্ত যুদ্ধেই মনোনিবেশ করিলেন। গিরিকূট-সদৃশ মহাবীর্য্য দুর্দ্ধর্ষ সুষেণ সুগ্রীবের আদেশ অনুসারে কামরূপ বানরগণে পরিবৃত হইয়া চন্দ্র যেরূপ অশ্বিনী-প্রভৃতি নক্ষত্রগণে পরিক্রমণ করেন, তদ্রূপ সকল দ্বারেই পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন। লঙ্কা-মধ্যে সাগর-সীমা পর্য্যন্ত উপনিবিষ্ট সেই অসংখ্য অক্ষৌহিণী-পরিমিত বানরবাহিনী দর্শন করিয়া রাক্ষসগণের মধ্যে কেহ বিস্মিত, কেহ ভীত ও কেহ বা রণোৎসাহে হৃষ্ট হইয়া সাতিশয় আনন্দিত হইল। কোন কোন রাক্ষস প্রাকারোপরি আরোহণ করত প্রাকার এবং পরিখা সকলকে বানরগণে পরিপূর্ণ দেখিয়া ভয়ে হাহাকার করিতে লাগিল। এইরূপ মহাভয়-জনক কোলাহল আরম্ভ হইলে, রাক্ষসগণ আয়ুধ গ্রহণ করত প্রলয়বায়ুর ন্যায় রাক্ষস-রাজের রাজধানীর চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল।

একচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪১ ॥

এদিকে রাক্ষসগণ রাবণ-মন্দিরে গমন করিয়া বানরগণের সহিত রামের লঙ্কাবরোধের বিষয় নিবেদন করিল। তচ্ছ্রবণে নিশাচরপতি দ্বার-রক্ষার্থ দ্বিগুণ বল-নিয়োগ করিয়া স্বয়ং প্রাসাদোপরি আরোহণ করিলেন। অনন্তর, অসংখ্য

রাক্ষস ও বানরগণে পরিবৃত, শৈল বন এবং কাননশালিনী লঙ্কার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করত দেখিলেন,সর্ব্বত্র বানরগণ সন্নিবিষ্ট হওয়ায় তত্রত্য ভূভাগ যেন কপিলবর্ণ হইয়াছে। তৎকালে তাঁহার মনোমধ্যে 'কিরূপে এই বানরগণ বিনষ্ট করিব' এই চিন্তাই প্রবল হইয়া উঠিল। বিশাল-লোচন রাবণ বহুক্ষণ এইরূপ চিন্তা করত ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া রঘু-নন্দন রাম, লক্ষ্মণ ও বানরযূথগণকে দর্শন করিতে লাগিলেন।

এথানে রাঘব হৃষ্টান্তঃকরণে সসৈন্যে প্রাকার-সন্নিহিত হইয়া, রাক্ষসগণ-কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত লঙ্কানগরী দর্শন করিতে লাগিলেন। পরন্তু, সেই বিচিত্র ধ্বজ-পতাকা-শালিনী লঙ্কা দর্শন করত মনোমধ্যে সীতাকে চিন্তা করিয়া ক্ষুব্ধ-হৃদয়ে বলিলেন;—'হায়! এই স্থানেই সেই মৃগ-শাব-লোচনা কৃশাঙ্গী জনক-নন্দিনী আমার নিমিত্ত পীড়িত এবং শোক-সন্তপ্ত হইয়া ভূতলে শয়ন করিয়া আছেন।' ধর্ম্মাত্মা রাম এইরূপে ক্ষণকাল রাবণ-নিপীড়িত বৈদেহীকে চিন্তা করত বানরগণকে সত্বরে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে আদেশ করিলেন।

বানরগণ অক্লিষ্টকর্ম্মা রাম-কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া, সকলেই সমকালে অগ্রসর হইবার নিমিত্ত সিংহনাদে চতু-র্দ্দিক্ পরিপূরিত করিল। তৎকালে সেই বানরযূথপতিগণ সকলেই 'আমরা শিখর সকল-দ্বারা এই লঙ্কানগরীকে বিকীর্ণ করিব অথবা মুষ্টি-প্রহারেই ইহাকে চূর্ণ করিয়া ফেলিব' এইরূপ মনে করিতে লাগিল। তাহারা সকলে

গিরিশৃঙ্গ, সুমহৎ শিখর ও বিবিধ বৃক্ষ উৎপাটন করত রাঘবের হিত-সাধন-বাসনায় রাক্ষস-রাজের সাক্ষাতে ক্রমে ক্রমে লঙ্কায় আরোহণ করিল। এইরূপে সেই শিলাশাল-যোধী তাম্রমুখ হেমাভ বানরগণ, রামের নিমিত্ত জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হইয়া সকলেই লঙ্কাভিমুখে ধাবিত হইল। তাহারা পুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দ্রুম পর্ব্বতাগ্র ও মুষ্টিপ্রহার-দ্বারা প্রাকারাগ্র ও অসংখ্য তোরণ সকল ভগ্ন করিতে লাগিল। পাংশু, পর্ব্বতাগ্র, তৃণ ও কাষ্ঠ-দ্বারা প্রসন্ন-সলিল পরিখা সকল পরিপূরিত করিল। সেই সময় আরও কোটি কোটি বানর লঙ্কা-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কাঞ্চন-নির্ম্মিত তোরণ ও কৈলাস-শিখর-সদৃশ তাহার উন্নত অগ্র-ভাগ সকল ভগ্ন করিতে লাগিল। মহাবারণ-সদৃশ অসংখ্য বানর উল্লম্ফন ও গর্জ্জন করত লঙ্কার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। কোন কোন কামরূপী বানর সিংহনাদ করত প্রাকারোপরি আরোহণ করিয়া ‘মহাবল রাম, লক্ষ্মণ ও রাঘব-রক্ষিত বানর রাজ সুগ্রীব বিজয় লাভ করুন।’ এইরূপ ঘোষণা করত বেগে অগ্রসর হইতে লাগিল। বীরবাহু, সুবাহু, নল ও পনস-প্রভৃতি যূথপথিগণ সেনা প্রবেশের নিমিত্ত বহিঃস্থ প্রাকার ভগ্ন করত পুর-মধ্যে প্রবেশ করিল। ইত্যবসরে বানর-সেনাপতিগণ স্কন্ধাবার স্থাপন করিতে আরম্ভ করিলেন;— বলবান্ কুমুদ রণবিজয়ী দশ কোটি বানরে পরিবৃত হইয়া পূর্ব্বদ্বারে সন্নিবিষ্ট হইল। তাহার সাহায্যের নিমিত্ত বানর-পরিবৃত বানরবর প্রসভ ও মহাবাহু পনস সেই স্থানে সন্নিবেশ স্থাপন করিল। বীরবর বলবান্

বানর শতবলি বিংশতি কোটি বানর-সেনার সহিত দক্ষিণ-দ্বারে অবস্থান করিতে লাগিল। তারার পিতা বলবান্ সুষেণ কোটি কোটি বানরগণের সহিত পশ্চিম-দ্বারে সন্নিবিষ্ট হইলেন। বলবান্ রাম, লক্ষ্মণ ও বানর-রাজ সুগ্রীব উত্তর-দ্বারে অবস্থান করিলেন। ভীম-দর্শন মহাবীর্য্য মহাকায় গোলাঙ্গূল গবাক্ষ কোটি সংখ্যক বানরে পরিবৃত হইয়া রামের সন্নিহিত হইলেন। মহাবীর্য্য অরিন্দম ধূম্র কোটি-সংখ্যক ঋক্ষে পরিবৃত হইয়া রাম-সমীপে গমন করিল। বদ্ধ সন্নাহ মহাবীর্য্য গদাপাণি বিভীষণ সচিবগণের সহিত মহাবল রামের নিকটস্থ হইলেন। গজ, গবাক্ষ, গবয়, শরভ ও গন্ধমাদন চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করত বানর-সেনাগণকে রক্ষা করিতে লাগিল।

নিশাচরপতি রাবণ এই সমস্ত অবগত হইয়া নিরতিশয় রোষ পরবশ হইলেন এবং সত্বর স্বীয় সৈন্যগণকে যুদ্ধার্থ নির্গত হইতে আদেশ করিলেন। নিশাচরগণও রাবণমুখ-সমীরিত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভেরী-নির্ঘোষের সহিত সর্ব্বত্র তদীয় আজ্ঞা প্রচার করিল। অনন্তর, চতুর্দ্দিক্ হইতে রাক্ষসগণের স্বুবর্ণ-কোণাভিহত ও চন্দ্র-সদৃশ পাণ্ডুর-বর্ণ মুখাচ্ছাদন-যুক্ত ভেরী সকল বাদিত হইতে লাগিল। ঘোররূপ রাক্ষসগণের মুখ-মারুত-পূরিত মহাঘোষ শঙ্খ-সহস্র একেকালে বিনাদিত হইয়া উঠিল। রত্নাভরণ-ভুষিত শুক-সদৃশ নীলাঙ্গ নিশাচরগণ শঙ্খ ধারণ করায় তৎকালে তাহাদিগকে বিদ্যুদ্দাম-বিরাজিত বলাকা-শোভিত অম্বুদামের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

অনন্তর, রাক্ষসগণ রাবণ-কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া, প্রলয়-কালে ঘূর্ণ্যমান মহোদধির তরঙ্গ-বেগের ন্যায় প্রবলবেগে পুর হইতে নির্গত হইল। তদ্দর্শনে বানর-সেনাগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে এরূপ সিংহনাদ করিয়া উঠিল যে, তাহাতে অতিদূরবর্ত্তী মলয়-পর্ব্বতও সানু, প্রস্থ এবং কন্দরের সহিত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। সেই তরস্বী বানরগণের সিংহনাদ, শঙ্খ দুন্দুভি-নির্ঘোষ, মাতঙ্গগণের বৃংহিত, হয়-গণের হ্রেষিত, রথ সকলের নেমি-নির্ঘোষ ও রাক্ষসগণের পদ-নিস্বনে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং মহাসাগরও অনুনাদিত হইতে লাগিল। তদনন্তর, পূর্ব্বকালীন দেবাসুর সংগ্রামের ন্যায় রাক্ষস ও বানরগণের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। রাক্ষসগণ বারম্বার স্ব স্ব বিক্রম প্রকাশ করত প্রদীপ্ত শক্তি, শূল, পরশু ও গদা-দ্বারা বানরগণকে আঘাত করিতে লাগিল। বেগবান্ মহাকায় বানরগণও বৃক্ষ, পর্ব্বতাগ্র, নখ ও দন্ত-দ্বারা রাক্ষসগণকে আঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইল। তৎকালে সেই বানরসেনা-মধ্য হইতে ‘বানররাজ সুগ্রীব বিজয়ী হউন’ এইরূপ সুমহৎ শব্দ সমুত্থিত হইল। ভীম-কায় রাক্ষসগণও বারম্বার ‘রাক্ষস-রাজ বিজয় লাভ করুন’ এই কথা বলিয়া স্ব স্ব নাম কীর্ত্তন করত প্রাসাদোপরি আরোহণ করিয়া ভিন্দিপাল ও শূল সকলের দ্বারা নিম্নস্থ বানরগণকে বিদারিত করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে ভূতলস্থ বানরগণ ক্রোধে আকাশে উৎপতিত হইয়া বাহু প্রহারে প্রাকারস্থিত রাক্ষসগণকে পাতিত করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে বানর ও রাক্ষসগণের এরূপ তুমুল সংগ্রাম হইল

যে, উভয়পক্ষীয় বীরগণের শরীর-নির্গত মাংস ও শোণিত-দ্বারা রণভূমি কর্দ্দমপূর্ণ হইল এবং তাহা অভূতপূর্ব্বের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪২ ॥

এইরূপে মহাবল বানর ও রাক্ষসগণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, পরস্পর জয়লাভ-বাসনায় সকলেরই নিদারুণ ক্রোধ উপস্থিত হইল। অনন্তর, রাবণের বিজয়াভিলাষী ভীমকর্ম্মা বীর রাক্ষসগণ মনোরম কবচ ধারণ করত, কাঞ্চনমালা-যুক্ত অগ্নিশিখা-সদৃশ ধ্বজ-শোভিত, অশ্ব সঞ্চালিত ও আদিত্য-সদৃশ রথে আরোহণ করিয়া দশদিক্ বিনাদিত করত যুদ্ধার্থ নির্গত হইল। তদ্দর্শনে মহতী বানরসেনাও সেই ঘোরকর্ম্মা রাক্ষসগণের সেনাভিমুখে ধাবিত হইল।

অনন্তর, উভয় সেনা সম্মুখীন হইলে রাক্ষস ও বানরগণের পরস্পর দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অন্ধকাসুরের সহিত যুদ্ধাসক্ত ত্রিলোচনের ন্যায় মহাতেজা বালি-নন্দন অঙ্গদ নিশাচর ইন্দ্রজিতের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। রণ-দুর্জ্জয় সম্পাতি প্রজঙ্ঘের সহিত ও বানরবর হনুমান্ জম্বুমালীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই রণস্থলে রাবণানুজ রাক্ষস বিভীষণ ক্রোধ-সহকারে তীক্ষ্ণবেগ মিত্রঘ্ন নামক রাক্ষসের সহিত যুদ্ধাসক্ত হইলেন। মহাবল গজ, তপনের সহিত এবং মহাতেজা নীল নিকুম্ভের সহিত সঙ্গত হইলেন; বানরেন্দ্র সুগ্রীব রাক্ষস প্রঘসের সহিত দ্বন্দ্ব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। বিরূপাক্ষ নামক রাক্ষসের সহিত শ্রীমান্ লক্ষ্মণের

যুদ্ধ হইতে লাগিল। দুর্জ্জয় অগ্নিকেতু রশ্মিকেতু সুপ্তঘ্ন ও যজ্ঞকোপ নামক রাক্ষস-চতুষ্টয় রামের সহিত সঙ্গত হইল; ঘোররূপ বজ্রমুষ্টি ও অশনিপ্রভ নামক রাক্ষস-দ্বয় মৈন্দ ও দ্বিবিদ নামক বানর-দ্বয়ের সহিত যুদ্ধাসক্ত হইল। ভীমরূপ রণ-দুর্জ্জয় বীর প্রতপন নামক রাক্ষস তীক্ষ্ণবেগ নলের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। ত্রিলোক-বিশ্রুত বলবান্ ধর্ম্মপুত্র মহাকপি সুষেণ বিদ্যুন্মালীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অপর ভীম পরাক্রম বানরগণ অসংখ্য রাক্ষস-গণের সহিত দ্বন্দ্ব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।

এইরূপে সেই রণ-ভূমিতে জয়াভিলাষী বানর ও রাক্ষস-বীরগণের তুমুল রোমহর্ষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বানর ও রাক্ষসগণের পর্ব্বত-প্রমাণ দেহ হইতে আঘাত-জনিত শোণিতধারা নির্গত হওয়ায়, সেই সকলকে নদী ও তাহাদের শরীরসম্ভূত রোমরাজিকে শৈবাল-সদৃশ বোধ হইতে লাগিল। দেবরাজ যেরূপ বজ্র প্রহার করেন, তদ্রূপ ইন্দ্রজিৎ শত্রু-সৈন্য-বিদারণ অঙ্গদকে গদা-দ্বারা প্রহার করিলেন। বেগ-বান্ বানরবর অঙ্গদও তদীয় নিক্ষিপ্ত গদা গ্রহণ করত তাঁহার অশ্ব সারথি ও কাঞ্চন-চিত্রিত রথে প্রহার করিলেন। সম্পাতি, প্রজঙ্ঘ-কর্ত্তৃক বাণ-ত্রয়ে সমাহত হইয়া একটি অশ্ব-কর্ণ বৃক্ষ-দ্বারা তাহার মস্তকে আঘাত করিল। রথস্থিত মহাবল জম্বুমালী ক্রোধভরে রথশক্তি-দ্বারা হনুমানের স্তনান্তরে আঘাত করিলে, পবন-নন্দন হনুমান্ সত্বরে তদীয় রথে আরোহণ করিয়া তল-প্রহার-দ্বারা রথের সহিত সেই রাক্ষসকে ভূতলশায়ী করিলেন। ভীমরূপ প্রতপন

সশব্দে নলের প্রতি ধাবিত হইলে, নল সেই ক্ষিপ্রহস্ত রাক্ষসের শরনিকরে ভিন্ন-গাত্র হইয়া, অল্পায়াসেই তাহার চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটিত করিয়া ফেলিলেন। প্রঘস যেন সৈন্য-গণকে গ্রাস করিতেছে, এই বিবেচনা করিয়াই বানর-রাজ সুগ্রীব একটি সপ্তপর্ণ-দ্বারা সত্বর তাহাকে নিহত করিলেন। লক্ষ্মণ ভীম-দর্শন বিরূপাক্ষকে অসংখ্য শর-দ্বারা পীড়িত করত পরিশেষে একমাত্র শর দ্বারা তাহাকে নিহত করি-লেন। দুর্জ্জয় রাক্ষস অগ্নিকেতু রশ্মিকেতু সুপ্তঘ্ন ও যজ্ঞ-কোপ রামচন্দ্রের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিল। রঘু-নন্দন তাহাতে নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অগ্নিশিখা সদৃশ চারিটি ভয়ঙ্কর শর-দ্বারা তাহাদের চারিজনেরই মস্তক ছেদন করিলেন। সেই রণস্থলে রাক্ষস বজ্র মৈন্দ-কর্ত্তৃক মুষ্টি-পীড়িত হইয়া, পুর-মধ্যবর্ত্তী উচ্চ অট্টালিকার ন্যায় অশ্ব ও রথের সহিত ভূতলে পতিত হইল। যে রূপ দিবা-কর কর-নিকর-দ্বারা জলদ সকলকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া থা-কেন, তদ্রূপ নিশাচর নিকুম্ভ নীলাঞ্জনচয়-সদৃশ সেনাপতি নীলকে শর-সমূহ-দ্বারা আঘাত করিল। তদনন্তর, পুনর্ব্বার শত সংখ্যক শর-দ্বারা তাহার শরীর ভেদ করত উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিল। পরন্তু, নীল তদীয় রথচক্র গ্রহণ করত চক্রহস্ত বিষ্ণুর ন্যায় নিকুম্ভ ও তাহার সারথির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। বজ্রাশনিসম কঠিনস্পর্শ দ্বিবিদ সর্ব্বরাক্ষস-সমক্ষেই গিরিশৃঙ্গ প্রহার-দ্বারা অশনিপ্রভকে নিহত করিল। রাক্ষস অশনিপ্রভও অশনি-সদৃশ শর-নিকর-দ্বারা দ্রুমযোধী বানরেন্দ্র দ্বিবিদকে বিদ্ধ করিল।

পরন্তু, দ্বিবিদ শরবিদ্ধ হইয়া নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইল এবং একটি শালবৃক্ষ-দ্বারা অশ্ব ও রথের সহিত তাহাকে নিহত করিল। রথস্থিত বিদ্যুন্মালী বারম্বার সিংহনাদ করত, অসঙ্খ্য কাঞ্চনভূষণ শর-সমূহ-দ্বারা সুষেণকে আঘাত করিলে বানরোত্তম সুষেণ সুমহৎ গিরিশৃঙ্গ-দ্বারা তদীয় রথ নিপাতিত করিলেন। তখন নিশাচর বিদ্যুন্মালী চতুরতা প্রকাশপূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, গদাহস্তে ভূতলে অবস্থান করিতে লাগিল। তদনন্তর, বানর-পুঙ্গব সুষেণ ক্রুদ্ধ হইয়া মহতী শিলা গ্রহণ করত তাহার প্রতি ধাবিত হইলেন। নিশাচর বিদ্যুন্মালী বানর-পুঙ্গব সুষেণকে সমাগত দেখিয়া সত্বর তাঁহার বক্ষঃস্থলে গদা প্রহার করিলে, বানরবর সুষেণ তাহা লক্ষ্য না করিয়াই তাহার উপর পূর্ব্ব-গৃহীত মহতী শিলা নিক্ষেপ করিলেন। নিশাচর বিদ্যুন্মালী সেই শিলা প্রহারেই নিপীড়িত হৃদয় ও বিগত-জীবিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল।

এইরূপে সেই দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে সুরগণ-নিপীড়িত অসুরগণের ন্যায় শূর নিশাচরগণ বীরবর বানরগণ-কর্ত্তৃক বিমথিত হইতে লাগিল। ভল্ল গদা শক্তি তোমর ও শর সকলের দ্বারা আহত হইয়া, রথ ও সাংগ্রামিক অশ্ব সকল ভূতলে পতিত হইল। সেই ঘোররূপ সংগ্রামে নিহত মত্ত মাতঙ্গ, বানর, রাক্ষস এবং ভগ্নচক্র যুগ ও দণ্ড সকলে রণস্থল সমাপূর্ণ হইলে তাহা গোমায়ুগণের বিচরণ স্থান হইয়া উঠিল। দেবতা ও অসুরগণের সংগ্রাম-সদৃশ সেই তুমুল সংগ্রামে চতুর্দ্দিক্ হইতে বানর ও রাক্ষসগণের কবন্ধ সকল উত্থিত

হইতে লাগিল। পরন্তু, তৎকালে শোণিত-গন্ধ মূর্চ্ছিত নিশাচর সকল বানরগণ-কর্ত্তৃক নিরতিশয় পীড়িত হইয়াও, পুনর্ব্বার বল সহকারে সুযুদ্ধ আরম্ভ করিল এবং দিবাকরের অস্ত ও নিশার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪৩॥

বানর ও রাক্ষসগণের এইরূপ যুদ্ধ হইতেছে, ইত্যবসরে দিবাকর অস্তমিত ও প্রাণহারিণী নিশা সমাগত হইল। তখন পরস্পর বদ্ধবৈর জয়াভিলাষী ও ঘোররূপ সেই বানর ও রাক্ষসগণের নিশা-যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই দারুণ অন্ধকারে বানরগণ 'তুই রাক্ষস' ও রাক্ষসগণ 'তুই বানর' এই বলিয়া পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিল। সেই সৈন্যগণের মধ্য হইতে 'বধ কর, বিদারিত কর, কি জন্য পলায়ন করিতেছ? ফিরিয়া আইস' এইরূপ তুমুল শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। সেই অন্ধকারে কৃষ্ণবর্ণ রাক্ষসগণ কাঞ্চন-নির্ম্মিত কবচ ধারণ করায়, তৎকালে তাহাদিগকে প্রদীপ্ত ওষধিবন-ভূষিত শৈলেন্দ্র সকলের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। সেই দুষ্পার অন্ধকারে ক্রোধ-মূর্চ্ছিত রাক্ষসগণ বানরগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, তাহাদিগকে ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। ভীমকোপ বানরগণ লম্ফ প্রদান করত, তীক্ষ্ণ দন্ত-দ্বারা কাঞ্চনাপীড় অশ্ব ও আশীবিষসদৃশ ধ্বজ সকলকে বিদারিত করিতে লাগিল। সেই রণস্থলে বলবান্ বানরগণ ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া কুঞ্জর, কুঞ্জরারোহী এবং পতাকা ও ধ্বজ-শোভিত রথ সকলকে,

এরূপ আকর্ষণ ও দশন-দ্বারা দংশন করিতে লাগিল যে, তাহাতে, সমগ্র রাক্ষসব্যূহিনীই সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

এদিকে রাম ও লক্ষ্মণ আশীবিষ-সদৃশ শর সমূহ-দ্বারা দৃষ্ট ও অদৃষ্ট রাক্ষস-শ্রেষ্ঠগণকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। তৎকালে তুরঙ্গ-খুর ও রথনেমি-সমুত্থিত ধূলি-পটলে যুদ্ধাসক্ত সেনাগণের কর্ণ এবং নেত্র অবরুদ্ধ হইল।

এইরূপে তুমুল লোমহর্ষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইলে, তথা হইতে ঘোররূপ রুধির-নদী সকল প্রস্রুত হইতে লাগিল। অনন্তর, শঙ্খ ও নেমিস্বনবিমিশ্র ভেরী মৃদঙ্গ এবং পনব সকলের অদ্ভুত শব্দ সমুত্থিত হইল। হত ও তাড়িত রাক্ষসগণের আর্ত্তস্বরে এবং শস্ত্রক্ষেপ ও বাহনগণের শব্দে রণস্থল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। শক্তি শূল ও পরশু প্রভৃতি অস্ত্র-দ্বারা নিহত বানর ও পর্ব্বতাকার কামরূপী রাক্ষসগণ পতিত হওয়ায় সেই রণভূমিকে শস্ত্ররূপ পুষ্প শোভিত উদ্যানের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তাহার সর্ব্বত্র শোণিতস্রাবজনিত কর্দ্দম হওয়ায়, তাহা সকলেরই দুষ্প্রেক্ষ্য ও দুষ্প্রবেশ্য হইয়া উঠিল। হরি-কর্ব্বুরহারিণী সেই তামসী রজনীও কালরাত্রির ন্যায় সর্ব্বভূতের দুরতিক্রম হইল।

অনন্তর, সেই নিদারুণ অন্ধকারে সকল রাক্ষসই রামের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিল। তৎকালে ভীমকোপ রাক্ষসগণ সিংহনাদ করত যুগপৎ রামাভিমুখে ধাবিত হওয়ায় প্রলয়কালীন সপ্ত-সমুদ্রের কোলাহলরূপ সুমহৎ শব্দ সমুত্থিত হইল। পরন্তু, রাম নিমেষ-মধ্যে অগ্নিশিখা-সদৃশ সুশাণিত ছয়টি শর-দ্বারা দুর্দ্ধর্ষ যজ্ঞশক্র, মহাপার্শ্ব, মহোদর,

মহাকায় বজ্রদংষ্ট্র, শুক ও সারণ এই ছয়জন নিশাচরকে বিদ্ধ করিলেন। নিশাচরগণও রাম-বাণে মর্ম্মস্থানে আঘাতিত হইয়া, আপন আপন জীবন লইয়াই রণভূমি হইতে অপসৃত হইল। তৎকালে মহারথ রাম এরূপ অগ্নিশিখা-সদৃশ সুশাণিত শর সকল ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন যে, নিমেষ-মধ্যে দিক্ ও বিদিক্ সকল অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। অপর যে রাক্ষসগণ রামের অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল, তাহারা হুতাশন-সমীপগত পতঙ্গগণের ন্যায় বিনষ্ট হইল। সর্ব্বত্র সুবর্ণ-পুঙ্খ বিশিখ সকল পতিত হওয়ায় সেই রজনীকে খদ্যোতশালিনী শারদী নিশার ন্যায় বিচিত্র বোধ হইতে লাগিল। রাক্ষসগণের নিনাদ ও ভেরীরবে সেই ঘোর-রজনী আরও ঘোরতর হইয়া উঠিল। সর্ব্বতোভাবে প্রবৃদ্ধ সেই সুমহৎ শব্দ ত্রিকূটপর্ব্বতের কন্দর সকলে প্রবিষ্ট হওয়ায়, তাহা প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অন্ধকার-সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ মহাকায় গোলাঙ্গুলগণ বাহু-দ্বারা আক্রমণ করত নিশাচরগণকে ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

অঙ্গদ শত্রু-বিনাশ-বাসনায় রণ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া, রাবণ-নন্দন ইন্দ্রজিৎকে আঘাত এবং তদীয় সারথি ও অশ্বগণকে নিহত করিলেন; পরন্তু মায়াবিশারদ ইন্দ্রজিৎ অঙ্গদ-কর্ত্তৃক হতাশ্ব ও হত-সারথি হইয়া, রথ পরিত্যাগ করত, সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। দেবতা ও ঋষিগণ প্রশংসার্হ বালিনন্দনের তাদৃশ কর্ম্ম দর্শন করিয়া, তাঁহার এবং রাম ও লক্ষ্মণ উভয়েরই অনেক প্রশংসা করিলেন। ইন্দ্রজিতের রণ-পরাক্রম কাহারও অবিদিত নাই, সেই

জন্য তাঁহাকে অঙ্গদ-কর্ত্তৃক প্রধর্ষিত দেখিয়া সকলেই আনন্দিত হইলেন। সুগ্রীব বিভীষণ এবং অপর বানরগণও শত্রুকে পরাজিত দেখিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল ও 'সাধু সাধু' বলিয়া অঙ্গদের অনেক প্রশংসা করিল।

রণস্থলে ভীমকর্ম্মা বালিনন্দন-কর্ত্তৃক পরাজিত হওয়ায় ইন্দ্রজিতের নিরতিশয় ক্রোধ উপস্থিত হইল। তখন, সেই ক্রোধ-মূর্চ্ছিত পিতামহ-বর-দীপ্ত রণ কর্কশ পাপকর্ম্মা বীর রাবণ-নন্দন অন্তর্হিত থাকিয়াই অদৃশ্য ভাবে অশনি-সদৃশ নিশিত বাণ সকল ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর, নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ঘোররূপ নাগময় শর-সমূহ-দ্বারা রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ের সর্ব্বগাত্র বিদ্ধ করিলেন। সেই কূটযোধী নিশাচর ইন্দ্রজিৎ অন্তর্হিত ও সর্ব্বভূতের অদৃশ্য থাকিয়া মায়াবলে রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণকে মোহিত করত, শরবন্ধ-দ্বারা বন্ধন করিলেন। সেই পুরুষ-ব্যাঘ্র রাম ও লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ ইন্দ্রজিৎ-কর্ত্তৃক নাগময় শর-সমূহে বদ্ধ হইলে, বানরগণ বিস্মিত হইয়া তাহা দর্শন করিতে লাগিল।

এইরূপে দুরাত্মা রাক্ষসরাজ-নন্দন সম্মুখ-সংগ্রামে অশক্ত হইয়া, মায়া প্রকাশ-পূর্ব্বক মনুজরাজ নন্দন দ্বয়কে বন্ধন করিল।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৪ ॥

প্রতাপশালী অতিবল অরিন্দম রাজ-নন্দন রাম ইন্দ্রজিতের অবস্থান প্রদেশ অবগত হইবার নিমিত্ত সুষেণের

ভ্রাতৃ যুগল, প্লবগ সত্তম নীল, বালিনন্দন অঙ্গদ, তরস্বী শরভ, দ্বিবিদ, হনুমান্, মহাবল সানুপ্রস্থ, ঋষভ ও ঋষভ-স্কন্ধ এই দশজন বানরকে আদেশ করিলেন। তৎশ্রবণে সেই বানরগণ নিরতিশয় আনন্দিত হইয়া বৃহৎ পাদপদাম উদ্যত করত দশদিক্ অন্বেষণ করিয়া আকাশ-মধ্যে প্রবেশ করিল। অস্ত্রবিৎ ইন্দ্রজিৎ ব্রহ্মাস্ত্র-মন্ত্রিত বেগবান্ বাণ-সমূহে সেই বেগশালিগণের বেগ রোধ করিলেন। সেই বেগবান্ বানরগণ নারাচ-সমূহে ক্ষত বিক্ষত হইয়া, মেঘাবৃত দিবাকরের ন্যায় অন্ধকারে লুক্কায়িত ইন্দ্রজিৎকে দেখিতে পাইল না। ইত্যবসরে রণ-দুর্জ্জয় রাবণ-নন্দন সর্ব্বদেহভেদী শর-সমূহ-দ্বারা রাম ও লক্ষ্মণকে বিদ্ধ করিলেন। সেই ভ্রাতৃ-যুগল ক্রুদ্ধ মেঘনাদ নিক্ষিপ্ত শরনিকরে এরূপ বিদ্ধ হইলেন যে, তাঁহাদের শরীরের কোন স্থানই অক্ষত রহিল না। ক্ষতস্থান সকল হইতে ভূরি-পরিমাণে রুধিরধারা বহির্গত হওয়ায়, তৎকালে তাঁহাদিগকে পুষ্পিত কিংশুক তরু যুগলের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

অনন্তর, লোহিত-লোচন ভিন্নাঞ্জন-সদৃশ রাবণ-নন্দন অন্তর্হিত থাকিয়াই সেই ভ্রাতৃ-যুগলকে এই কথা বলিলেন, 'ওহে শরজালবদ্ধ রাঘব-যুগল! তোমাদের কথা দূরে থাকুক, যখন আমি অলক্ষিত থাকিয়া যুদ্ধ করি, তখন ত্রিদশনাথ ইন্দ্রও আমার দর্শন লাভ করিতে বা আমার নিকটস্থ হইতে পারে না। সে যাহা হউক, আমি অবিলম্বেই কঙ্কপত্র-ভূষিত বাণ-সমূহে আচ্ছন্ন করিয়া তোমাদিগকে শমন সদনে প্রেরণ করিব।' ইন্দ্রজিৎ ধর্ম্মজ্ঞ

ভ্রাতৃ-যুগল রাম ও লক্ষ্মণকে এই কথা বলিয়া, নিশিত শর-নিকরে বিদ্ধ করত হর্ষে বারম্বার সিংহনাদ করিলেন। সেই ঘোররূপ সংগ্রামে ভিন্নাঞ্জনচয়-সদৃশ শ্যামবর্ণ ইন্দ্রজিৎ বিপুল ধনু বিস্ফারিত করত পুনর্ব্বার ঘোরতর শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, সেই ধর্ম্মজ্ঞ বীর রাম ও লক্ষ্মণের মর্ম্মস্থানে সুশাণিত শর-সমূহ নিমজ্জিত করত হর্ষে বারম্বার সিংহনাদ করিলেন। তৎকালে সেই বীর-যুগল রণস্থলে শরবন্ধ-দ্বারা বদ্ধ হইয়া নিমেষান্তরমাত্রেও দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইলেন না, পরন্তু তাঁহারা শর-শল্যপীড়িত ও ভিন্নগাত্র হওয়ায় তাঁহাদিগকে রজ্জুমুক্ত প্রকম্পিত মহেন্দ্রধ্বজ-যুগলের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। সেই বিপুল-ধনুর্ধারী জগতীপতি বলশালী বীর-যুগল মর্ম্ম-স্থানে পীড়িত হইয়া ভূপতিত হইলেন। সেই বীর-দ্বয় সর্ব্বাঙ্গে শরবেষ্টন-পীড়িত হইয়া বীর-শয়নে শয়ন করিলে তাঁহাদের সর্ব্বগাত্র হইতে রুধিরধারা নির্গত হইতে লাগিল। তাঁহাদের দেহে অঙ্গুলীপ্রমাণ স্থানও অবিদ্ধ থাকিল না এবং করাগ্র হইতে কোন স্থানই নাগময় শর-সমূহে অ-ক্ষোভিত বা অবিদারিত রহিল না। তাঁহারা কামরূপী ক্রূর রাক্ষস-কর্ত্তৃক শর-সমাহত হইলে, যেরূপ প্রস্রবণ হইতে জলধারা নিঃসৃত হয়, তদ্রূপ তাঁহাদের সর্ব্বগাত্র হইতে রুধিরধারা নির্গত হইতে লাগিল।

পুরাকালে যৎকর্ত্তৃক দেবরাজও পরাজিত হইয়াছিলেন, সেই ইন্দ্রজিন্নির্ম্মুক্ত শর-সমূহে সমাচ্ছন্ন হইয়া প্রথমত রাম নিপতিত হইলেন। ইন্দ্রজিৎ রুক্মপুঙ্খ সুশাণিত ও ধূলির

ন্যায় পতনশীল নারাচ, অর্দ্ধ-নারাচ, ভল্ল অঞ্জলিক. বৎসদন্ত, সিংহদংষ্ট্র ও ক্ষুর দ্বারা বিদ্ধ করিলে, রাম ত্রিনত রুক্মভূষিত ও মুষ্টিস্থানে ভিন্ন জ্যা-বিহীন ধনু পরিত্যাগ করিয়া বীর-শয্যায় শয়ন করিলেন। লক্ষ্মণ পুরুষ-পুঙ্গব রামকে শর-শয্যায় শয়ান দেখিয়া, জীবনাশায় নিরাশ হইলেন এবং সেই কমলদল-লোচন রণ-তোষণ শরণ্য ভ্রাতাকে ধরণী-তলে পতিত দেখিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। বানর-গণও তাঁহার তাদৃশ অবস্থা দর্শন করিয়া নিরতিশয় সন্তা-পিত হইল এবং শোকে অশ্রুপূর্ণ-লোচন হইয়া বারম্বার আক্রোশ প্রকাশ করিতে লাগিল।

অনন্তর, বায়ু-নন্দনাদি বীরগণ তথায় সমাগত হইয়া নিরতিশয় দুঃখিত ও বিষণ্নমনে সেই বীর শয়নে শয়ান শর-বদ্ধ বীরদ্বয়ের চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৫ ॥

অনন্তর, বানরগণ অন্তরীক্ষ ও ভূতল অন্বেষণ করত শর-বদ্ধ ভ্রাতৃ-যুগল রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিতে পাইল। তদন-ন্তর, ইন্দ্র যেরূপে বারিবর্ষণ করিয়া উপরত হইয়া থাকেন, তদ্রূপ ইন্দ্রজিৎ বীর-যুগলকে শরজালে বদ্ধ করিয়া প্রতি-নিবৃত্ত হইলে, বিভীষণ সুগ্রীবের সহিত সেই স্থানে উপ-স্থিত হইলেন। নীল মৈন্দ দ্বিবিদ সুষেণ কুমুদ ও অঙ্গদ হনুমানের সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের নিমিত্ত শোক প্রকাশ করিতে লাগিল। চেষ্টা-বিরহিত মন্দ-নিশ্বাস রুধির পরিপ্লুত শরজালবদ্ধ স্তব্ধ, শর-শয্যায় শয়ান, আশী-

বিষ যুগলের ন্যায় নিশ্বাস-সম্পন্ন, দীন-বিক্রম সৌরধ্বজ যুগলের ন্যায় রুধির দিগ্ধাঙ্গ পাষ্পব্যাকুল লোচন শরজাল-সমন্বিত ও স্বীয় বানরগণে পরিবৃত সেই রঘুনন্দন-যুগলকে ভূপতিত দর্শন করিয়া বিভীষণ ও বানরগণ নিরতিশয় ব্যথিত-হৃদয় হইলেন।

বানরগণ অন্তরীক্ষ ও দিক্‌সকল অনুসন্ধান করিয়াও কুত্রাপি সেই মায়াচ্ছন্ন রাবণ-নন্দনকে দেখিতে পাইল না। পরন্তু, বিভীষণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই মায়াবলে সেই মায়াচ্ছন্ন ভ্রাতৃ-নন্দনকে দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন, সেই অপ্রতিকর্ম্মা, রণস্থলে অপ্রতিদ্বন্দ্ব ও বরদান-সমুদ্ধত বীর অন্তর্হিত হইয়া সম্মুখেই অবস্থান করিতেছে। তেজ, যশ ও বিক্রম-সম্পন্ন ইন্দ্রজিৎ স্বীয় কর্ম্ম ও রঘুনন্দন যুগলকে শয়ান দর্শন করিয়া প্রীতি-সহকারে রাক্ষসগণের হর্ষ সম্পাদন করত বলিলেন। 'দূষণ ও খরের হন্তা মহাবল ভ্রাতৃ-যুগল রাম ও লক্ষ্মণ মদীয় শর-সমূহে অবসন্ন হইয়াছে। যদি ঋষিগণের সহিত নিখিল সুর ও অসুরগণ সমাগত হয়, তথাপি ইহাদের দুইজনকে এই শরবন্ধ হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ হইবে না। যাহার জন্য চিন্তা করত আমার শোকার্ত্ত পিতা শয্যা স্পর্শ না করিয়া ত্রিযামা শর্ব্বরী অতিবাহিত করিতেছেন এবং যাহার জন্য সমগ্র লঙ্কানগরীই বর্ষানদীর ন্যায় আকুল হইয়াছে, আমি সেই অনর্থের মূলোৎপাটন করিলাম। রাম, লক্ষ্মণ ও অপর বানরগণের বিক্রম শরৎকালীন মেঘের ন্যায় নিষ্ফল হইল।' রাবণ-নন্দন সম্মুখস্থ রাক্ষসগণকে এই কথা বলিয়া যূথ-

পতিগণকেও সন্তাড়িত করিতে লাগিলেন। সেই অমিত্র-ঘাতী বিপুল-ধনুর্দ্ধারী বীর, নীলকে নয় বাণে বিদ্ধ করিয়া, মৈন্দ ও দ্বিবিদকে সুশাণিত তিন তিন বাণে সন্তাপিত করিলেন। অনন্তর, জাম্ববান্‌কে বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ করিয়া, বেগবান্ হনুমানের প্রতি দশটি শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবেগ রাবণ-নন্দন সেই রণভূমিতে অমিত-বিক্রম গবাক্ষ ও শরভকে দুই দুই বাণে বিদ্ধ করত বেগ সহকারে বহু-সংখ্যক শর-দ্বারা গোলাঙ্গূলপতি ও অঙ্গদকে বিদ্ধ করি-লেন। মহাসত্ত্ব বলবান্ রাবণ-নন্দন সেই অগ্নিশিখা-সদৃশ শর-সমূহ-দ্বারা বানরগণকে বিদ্ধ করত সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। এইরূপে সেই মহাবাহু বাণ-সমূহ-দ্বারা বানর-গণকে অর্দ্দিত করত বারম্বার হাস্য করিয়া এই কথা বলি-লেন। 'ওহে রাক্ষসগণ! এই দেখ, এই দুই ভ্রাতা মৎ-কর্ত্তৃক শরবন্ধে বদ্ধ হইয়া রণস্থলে পতিত হইয়াছে।'

অনন্তর, কুটযোধী নিশাচরগণ এইরূপে উক্ত হইয়া, ইন্দ্রজিতের তাদৃশ কর্ম্ম দর্শনে পরম প্রীতি লাভ করিল। জলদ-সদৃশ রাক্ষসগণ, রাম নিহত হইয়াছেন ' এই মনে করিয়া সিংহনাদ করত ইন্দ্রজিতের প্রশংসা করিতে লাগিল এবং সেই ভ্রাতৃ-যুগল রাম ও লক্ষ্মণকে স্পন্দ রহিত ও নিশ্বাস-বিহীন হইয়া ভূতলে পতিত দেখিয়া নিহত বলিয়াই মনে করিল। তদনন্তর, রণ-বিজয়ী ইন্দ্রজিৎ রাক্ষসগণকে আনন্দিত করত লঙ্কাপুর-মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে রাম ও লক্ষ্মণের শরীর ও সকল অঙ্গোপাঙ্গই বাণবিদ্ধ দর্শন করিয়া সুগ্রীবের নিরতিশয় ভয় উপস্থিত

হইল। বিভীষণ ক্রোধে ব্যাকুল-লোচন বাষ্পবদন বানরেন্দ্রকে পরিত্রস্ত ও দীনভাবাপন্ন দর্শন করিয়া বলিলেন ;— 'সুগ্রীব! ত্রাস পরিত্যাগ এবং বাষ্পবেগ রোধ কর; যুদ্ধের ফল এইরূপই হইয়া থাকে, কখনই নিয়ত বিজয় লাভ করিতে পারা যায় না। হে বীর! যদি আমাদের ভাগ্য প্রসন্ন হয়, তাহা হইলে এই মহাত্মা মহাবল ভ্রাতৃযুগলের মোহ অচিরাৎ অপনীত হইবে। হে বানরেন্দ্র! তুমি নিশ্চয় জানিবে, যাঁহারা সত্য ও ধর্ম্মে অনুরক্ত থাকেন তাঁহাদের কখনই মৃত্যুকৃত ভয় উপস্থিত হয় না; অতএব তুমি অনাথের ন্যায় শোক না করিয়া আপনাকে এবং আমাকেও সুস্থ কর।'

বিভীষণ এই কথা বলিয়া প্রথমত স্বীয় জলক্লিন্ন পাণিদ্বারা সুগ্রীবের চক্ষুর্দ্বয় মার্জ্জন করিলেন। অনন্তর, জল লইয়া, তাহাতে তিরস্করণী বিদ্যা জপ করত তদ্দ্বারা পুনর্ব্বার তাঁহার নয়ন-যুগল মার্জ্জন করিলেন। তদনন্তর, ধীমান্ বানর-রাজের মুখ-প্রোঞ্ছন-পূর্ব্বক এই কালোচিত অসম্ভ্রান্ত বাক্য বলিলেন। 'হে কপি-রাজেন্দ্র! এ বিহ্বল হইবার সময় নহে; এতাদৃশ সময়ে স্নেহাতিশয় প্রকাশক রোদনাদিও মৃত্যুর হেতুভূত হইয়া পড়ে, অতএব এই সর্ব্বকার্য্য-বিনাশন বৈক্লব্য পরিত্যাগ করত, যাহাতে রামচন্দ্রের পুরোগামী সেনাগণের মঙ্গল হয়, তাহার চিন্তা কর; অথবা যে পর্য্যন্ত রাম ও লক্ষ্মণ সংজ্ঞা-বিহীন থাকেন, তাবৎকাল ইহাঁদিগকে রক্ষা কর; কারণ ইহাঁরা সংজ্ঞা লাভ করিলেই আমাদের ভয় অপনীত হইবে। সুগ্রীব! ঐ দেখ,

রঘুনন্দনের শরীরে গতায়ুদুর্লভ শোভা দৃষ্ট হইতেছে, অত-এব তুমি নিশ্চয় জানিবে, রামচন্দ্র এরূপ কোন পাপই করেন নাই, যাহাতে ইহাঁর এতাদৃশ আকস্মিক মৃত্যুসংঘটন হইতে পারে। সম্প্রতি তুমি আপনাকে আশ্বাসিত ও স্বীয় বল রক্ষা কর, আমিও সেনাগণকে পুনঃ-সংস্থাপিত করি। হে হরি-সত্তম! ঐ দেখ, বানরগণ নয়ন বিস্ফারিত করত ভীত ও শঙ্কিত হইয়া পরস্পর কর্ণে কর্ণে রাম-বিষয়ক কথার আন্দোলন করিতেছে। সে যাহা হউক, আমি সৈন্যগণকে আশ্বাসিত করিবার নিমিত্ত ইতস্তত ধাবিত হইলে, বানরগণ তদ্দর্শনে ভুক্তপূর্ব্ব মাল্যের ন্যায় ত্রাস পরিত্যাগ করত আনন্দিত হইবে।' তদনন্তর, সেই রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণ এই-রূপে সুগ্রীবকে আশ্বাসিত করিয়া বিদ্রুত বানরবাহিনীকেও পুনর্ব্বার আশ্বাসিত করিলেন।

এদিকে মায়া-বিশারদ ইন্দ্রজিৎ সর্ব্ব-সৈন্যে পরিবৃত হইয়া লঙ্কানগরীতে প্রবেশ করত পিতৃ-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর, রাবণের নিকটবর্ত্তী হইয়া অভিবাদন করত কৃতাঞ্জলিপুটে রাম ও লক্ষ্মণের নিধনরূপ প্রিয়বার্ত্তা নিবেদন করিলেন। রাক্ষস-মণ্ডল-মধ্যস্থ রাবণ শত্রুদ্বয়কে নিপাতিত শ্রবণ করত দণ্ডায়মান হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন। তদনন্তর, প্রীতমনে মস্তকের আঘ্রাণ গ্রহণ করত সংগ্রাম-বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে, ইন্দ্র-জিৎ যেরূপে রাম ও লক্ষ্মণকে শরবন্ধ-দ্বারা বন্ধন করত নিশ্চেষ্ট ও নিষ্প্রভ করিয়াছেন, সেই সমস্ত যথাবৎ নিবে-দন করিলেন। মহারথ ইন্দ্রজিতের বাক্য শ্রবণ করিয়া,

দশাননের দাশরথি-সম্মুখ জয় উপশান্ত হওয়ায়, তাঁহার অন্তরাত্মাও হর্ষে পরিপ্লুত হইল এবং তিনি প্রহৃষ্ট-বাক্যে পুত্রকে অভিনন্দিত করিলেন।

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৬ ॥

রাবণ-নন্দন কৃতার্থ হইয়া লঙ্কা-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, বানর-পুঙ্গবগণ রঘুনন্দনের চতুর্দ্দিকে অবস্থিত হইয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিল। জাম্ববান্, ঋষভ, সুন্দ, রম্ভ, শতবলি ও পৃথু-প্রভৃতি সেনা-নায়কগণ সেনাগণকে ব্যূহ-রচনায় বিন্যস্ত করত সতর্কিতভাবে দ্রুম-হস্তে অবস্থান করিতে লাগিল। তৎকালে রক্ষার্থ নিযুক্ত বানরগণ এরূপ সতর্কতা-সহকারে চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিতে লাগিল যে, কোথাও তৃণশব্দ হইলেও তাহারা 'রাক্ষসগণই আসিয়াছে" এইরূপ অনুমান করিয়া, তৎপ্রতি ধাবিত হইতে লাগিল।

এদিকে রাবণ হৃষ্টান্তঃকরণে প্রিয়পুত্র ইন্দ্রজিতকে বিদায় দিয়া, সীতার রক্ষণ-কার্য্যে নিযুক্ত রাক্ষসীগণকে আহ্বান করিলেন। ত্রিজটা ও অপর রাক্ষসীগণ তদীয় শাসন অবগত হইয়া, তথায় উপস্থিত হইলে রাক্ষসনাথ হৃষ্টান্তঃকরণে তাহাদিগকে বলিলেন। 'তোমরা সীতাকে " ইন্দ্রজিৎ-কর্ত্তৃক রাম ও লক্ষ্মণ নিহত হইয়াছে" এই কথা বলিয়া, পুষ্পক-বিমানে আরোহণ করাইয়া সেই নিহত রাম ও লক্ষ্মণকে দর্শন করাও। যাহার আশ্রয়লাভে গর্ব্বিত হইয়া জনকনন্দিনী আমার বশবর্ত্তিনী হয় নাই, তাহার সেই ভর্ত্তা ভ্রাতার সহিত রণস্থলে নিহত হইয়াছে।

সম্প্রতি সীতা রামের সহিত মিলনের আশা বিসর্জ্জন করিয়া শোক ও শঙ্কা পরিত্যাগ করত সর্ব্বাভরণ-ভূষিত হইয়া আমার বশবর্ত্তিনী হউক। বোধ হয়, আজ সেই বিশালনয়না জনক-নন্দিনী রণস্থলে লক্ষ্মণের সহিত রামকে কালবশীভূত এবং আপনাকে অনন্যগতি দেখিয়া যখন প্রত্যাগত হইবে, তখন স্বয়ংই আমার বশবর্ত্তিনী হইবে।'

রাক্ষসীগণ দুরাত্মা রাবণের সেই বাক্য শ্রবণ করত তথাস্তু' বলিয়া পুষ্পক-সন্নিধানে গমন করিল। অনন্তর, রাক্ষসীগণ রাবণাদেশে সেই পুষ্পক-বিমান লইয়া অশোক বনবাসিনী জানকীর সমীপে উপস্থিত হইল এবং তদুপরি সেই ভর্ত্তৃশোক-পরাজিতা সীতাকে আরোহণ করাইল। তদনন্তর দশানন, ত্রিজটার সহিত সীতাকে পুষ্পকোপরি আরোহণ করাইয়া, ধ্বজ-পতাকা-শালিনী লঙ্কানগরীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করাইতে লাগিলেন। সেই রাক্ষসপতি ভ্রমণ-কালে লঙ্কার চতুর্দ্দিকে 'ইন্দ্রজিৎ-কর্ত্তৃক রাম ও লক্ষ্মণ রণস্থলে নিহত হইয়াছে' এইরূপ ঘোষণাও করাইতে লাগিলেন।

অনন্তর, জনক-নন্দিনী ত্রিজটার সহিত রণস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন;—'প্রায় সমগ্র বানরবাহিনীই নিপাতিত হইয়াছে। মাংসাশী নিশাচরগণ হৃষ্টান্তঃকরণে চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে এবং বানরগণ দুঃখিতান্তঃকরণে রাম ও লক্ষ্মণের পার্শ্বে উপবিষ্ট রহিয়াছে। তদনন্তর, জনক-নন্দিনী দেখিলেন, রাম এবং লক্ষ্মণ শর-পীড়িত ও সংজ্ঞা-বিহীন হইয়া শর শয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। সেই দুই

বীরবর ভ্রাতৃ-যুগল কবচ-বিহীন ভ্রষ্ট-শরাসন ও সর্ব্বাঙ্গে শর-সমাচ্ছন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছেন। দেখিলেন, সেই বীরশ্রেষ্ঠ পুরুষ পুঙ্গব ও পুণ্ডরীক-লোচন ভ্রাতৃ যুগল আগ্নেয় কুমার-যুগলের ন্যায় শর-শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। সেই মনুজ-পুঙ্গব বীর-যুগলকে তাদৃশ অবস্থায় শর-শয্যায় শয়ান দেখিয়া জনক-নন্দিনী দুঃখাতিশয়ে বার-ম্বার বিলাপ করিতে লাগিলেন। অসিত-লোচনা কোমলাঙ্গী জানকী ভর্ত্তা ও লক্ষ্মণকে ধূলি বিলুণ্ঠিত দর্শন করিয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন।

এইরূপে জনক-নন্দিনী সুরসুত-সদৃশ ভ্রাতৃ-যুগলকে তাদৃশ অবস্থায় পতিত দেখিয়া, তাঁহারা নিহত হইয়াছেন বলিয়াই মনে করিলেন এবং শোকভরে তাঁহার মুখ-মণ্ডল বাষ্পবারিতে পরিপূর্ণ হওয়ায়, তিনি সাতিশয় দুঃখ-সহকারে বলিতে লাগিলেন।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৭ ॥

শোক-কর্ষিতা সীতা মহাবল ভর্ত্তা ও লক্ষ্মণকে নিহত দেখিয়া, বিলাপ করত কহিলেন;— ‘হায়! যে সামুদ্রিক-লক্ষণজ্ঞ পণ্ডিতগণ আমাকে পুত্রবতী ও বৈধব্য-বিরহিতা বলিয়াছিলেন, অদ্য রাম নিহত হওয়ায়, তাঁহাদের সেই বাক্য মিথ্যা হইল। যে যাজ্ঞিকগণ আমাকে যজ্ঞশীল ভর্ত্তার প্রিয়মহিষী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, হায়! অদ্য রাম নিহত হওয়ায়, সেই জ্ঞানিগণ মিথ্যাবাদী হইলেন। হায়! যে জ্ঞানিগণ এই স্বামী-সম্মানিতাকে বীর-

রাজ-মহিষীগণের প্রধানা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, অদ্য রাম নিহত হওয়ায়, তাঁহাদের বাক্য মিথ্যা হইল। যে পরলোক-তত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ আমার সমক্ষে আমাকে অবিধবা বলিয়াছিলেন, হায়! অদ্য রাম নিহত হওয়ায়, তাঁহারাও মিথ্যাবাদী হইলেন। হায়! পদ-দ্বয়ে যে পদ্ম-চিহ্ন থাকিলে কুলকামিনীগণ নরেন্দ্র-ভর্ত্তার প্রণয়িনী হইয়া তাঁহার সহিত অধিরাজ্যে অভিষিক্ত হয়েন, এই আমার পদ-দ্বয় ও পাণিতলে সেই পদ্মচিহ্ন রহিয়াছে। কি আশ্চর্য্য! যে সকল অলক্ষণ থাকিলে, দুর্ভাগ্য-লক্ষণা রমণীগণ বৈধব্য দশা প্রাপ্ত হয়, আমি বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াও আমার তাদৃশ কোন অলক্ষণই দেখিতেছি না, প্রত্যুত এতাদৃশ সুলক্ষণ সত্ত্বেও বিধবা হইলাম, ইহাতে নিশ্চয় বোধ হইতেছে, এই পদ্মচিহ্ন আমাতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকিবে। হায়! লক্ষণজ্ঞ পণ্ডিতগণ যে পদ্মচিহ্নকে অমোঘ ফল বলিয়া থাকেন, রাম নিহত হওয়ায়, অদ্য আমার পক্ষে সে সমস্ত মিথ্যা হইল। আমার কেশ সকল সূক্ষ্ম, সম ও নীলবর্ণ, ভ্রূ যুগল পরস্পর অসংশ্লিষ্ট, জঙ্ঘা-দ্বয় সুগোল ও রোম-রহিত, দন্ত-সকল বিরল, অপাঙ্গ, নেত্র, কর-যুগল, পাদ-দ্বয়, গুল্ফ ও ঊরু-দ্বয় পরস্পর সমন্বিত এবং অঙ্গুলি-সকল সমমধ্য অরুক্ষ ও আনুপূর্ব্বিক বর্ত্তুল-নখ-শোভিত। আমার পরস্পর সংসক্ত স্তন-যুগল এরূপ পীন ও উন্নত যে, চূচুক-দ্বয় তাহার মধ্যে নিমগ্ন হইয়াছে। অপিচ, আমার স্তনসমীপবর্ত্তী পার্শ্ব ও উর বিশাল, নাভি উন্নতপার্শ্ব ও সুগভীর, বর্ণ মণির ন্যায় উজ্জ্বল, রোম সকল

মৃদু এবং পদ-দ্বয়বর্ত্তী, অঙ্গুলি ও পদতল সুপ্রতিষ্ঠিত। হায়! এই সকল সুলক্ষণ দৃষ্টে পণ্ডিতগণ আমাকে শুভলক্ষণা বলিতেন। কন্যা-লক্ষণজ্ঞগণ আমার পাণিতল ও পদ-দ্বয়কে সম ও সমগ্র অচ্ছিদ্র যব সম্পন্ন এবং আমাকে মন্দ-স্মিতাদি শুভলক্ষণ-সম্পন্ন বলিতেন। হায়! জ্যোতির্ব্বিদ্ ব্রাহ্মণগণ বলিয়াছিলেন, আমি পতির সহিত অধিরাজ্যে অভিষিক্ত হইব; কিন্তু সে সমস্তই মিথ্যা হইল। হায়! যাঁহারা জনস্থানকে নিষ্কণ্টক করত তথায় রাক্ষসগণের প্রবৃত্তি অবগত হইয়াছিলেন, সেই ভ্রাতৃ-যুগল অক্ষোভ্য মহাসাগর পার হইয়া গোষ্পদে নিহত হইলেন!! হায়! এই বীর-যুগল বারুণ আগ্নেয় ঐন্দ্র বায়ব্য ও ব্রহ্মশির নামক যে অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন, কি নিমিত্ত এ দুঃসময়ে তাহা স্মরণ করিলেন না!! হায়!! এই অনাথার নাথ বাসব-সদৃশ রাম ও লক্ষ্মণ মায়াবলে অদৃশ্য ইন্দ্রজিৎ-কর্ত্তৃক রণ-স্থলে নিহত হইয়াছেন!! হায়! ইন্দ্রজিৎ অদৃশ্য থাকিয়াই এইরূপ করিয়াছে, কিন্তু সম্মুখ সংগ্রামে কখনই এরূপ করিতে পারিত না; কারণ, রণভূমিতে রঘুনন্দনের দৃষ্টি-পথে পতিত শত্রু, মনের ন্যায় বেগবান্ হইলেও জীবিত অবস্থায় প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারে না। হায়! যখন রামও ভ্রাতার সহিত রণস্থলে নিপতিত হইলেন, তখন নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, শুভাশুভফল-প্রাপক কালের অভিজ্ঞতা নাই এবং তদীয় ফল-নিবর্ত্তক দৈবও দুর্জ্জয়। রাম, মহারথ লক্ষ্মণ, জননী অথবা নিজের নিমিত্তও তাদৃশ শোক উপ-স্থিত হইতেছে না, কিন্তু তপস্বিনী শ্বশ্রূর পরিণাম চিন্তা

করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। হায়! তিনি নিয়তই "সমাপ্তব্রত রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে কখন দর্শন করিব" এইরূপ মনে করিতেছেন।'

জনক-নন্দিনী এইরূপ বিলাপ করিতে থাকিলে, রাক্ষসী ত্রিজটা বলিল;—'দেবি! তুমি আর বিলাপ করিও না, কারণ তোমার এই ভর্ত্তা জীবিত আছেন। দেবি! এই ভ্রাতৃ-যুগল রাম ও লক্ষ্মণ যেরূপে জীবিত আছেন, তাহার সুমহৎ কারণ সকল বলিতেছি শ্রবণ কর। ঐ দেখ, বানরগণ সকলেই ক্রোধ প্রকাশ করিতেছে এবং তাহাদের মুখে হর্ষচিহ্নও দৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু রণস্থলে রাজা নিহত হইলে, সেনাগণের মুখে কখনই এরূপ চিহ্ন সকল প্রকাশিত হয় না। বৈদেহি! যদি ইহাঁরা বিগত-জীবিত হইতেন, তাহা হইলে পুষ্পক-নামক এই দিব্য বিমান কখন তোমাকে ধারণ করিত না। অপিচ, রাজা নিহত হইলে সেনাগণ হতোৎসাহ ও নিরুদ্যম হইয়া জল-মধ্যগত কর্ণধার-বিহীন নৌকার ন্যায় রণস্থলে ভ্রমণ করিয়া থাকে। পরন্তু, এই তপস্বিনী বানরবাহিনী অসম্ভ্রান্ত ও নিরুদ্বিগ্ন হইয়া রঘুনন্দন-যুগলকে রক্ষা করিতেছে। সীতে! আমি স্নেহ ও প্রীতি-বশতই তোমাকে এই সমস্ত বলিলাম; অতএব তুমি আমার এই সুখ-জনক অনুমানে বিশ্বস্ত হইয়া অহত কাকুৎস্থ-যুগলকে দর্শন কর। মৈথিলি! আমি পূর্ব্বে কখনই মিথ্যা বলি নাই এবং বলিবও না, বিশেষত চরিত্র ও সুখ-জনক স্বভাবে আমার মন হরণ করিয়াছ, অতএব আমি যাহা বলিতেছি সমস্তই সত্য

বলিয়া বোধ কর। আদৌ ইন্দ্রাদি দেবতা এবং অসুরগণও ইহাঁদিগকে জয় করিতে সমর্থ হয়েন না, বিশেষত আমি পূর্ব্বোক্তরূপ সুলক্ষণ সকল দেখিয়াই তোমাকে এরূপ বলিলাম। মৈথিলি! আরও একটি সুমহৎ আশ্চর্য্য দেখ, গত-সত্ত্ব ও গত-জীবিত পুরুষগণের মুখশ্রী বিকৃত হইয়া থাকে, কিন্তু ইহাঁরা শর-পীড়িত ও বিসংজ্ঞ হইয়া ভূপতিত হইয়াছেন, তথাপি ইহাঁদের দেহ লাবণ্য বিহীন হয় নাই, ইহাতে নিশ্চয় বোধ হইতেছে, ইহাঁরা জীবিত আছেন। জনক-নন্দিনি! আমি সেই জন্য বলিতেছি, তুমি শোক দুঃখ ও মোহ পরিত্যাগ কর, কারণ ইহাঁরা বিগত-জীবিত হইলে, ইহাঁদের শরীর-লাবণ্য কখনই এরূপ থাকিত না।'

মিথিলারাজ-নন্দিনী সুরসুত-সদৃশী সীতা এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, 'তুমি যাহা বলিলে তাহাতে আমার শোক অনেক নিবারণ হইল।' অনন্তর, ত্রিজটা সেই মনোজব পুষ্পক নামক বিমান পরিবর্ত্তিত করিয়া সীতাকে পুনর্ব্বার লঙ্কা-মধ্যে প্রবেশিত করিল। তদনন্তর, জনক-নন্দিনী ত্রিজটার সহিত অশোক বন সমীপে উপস্থিত হইয়া রাক্ষসীগণের সহিত পুনর্ব্বার তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

এইরূপে জানকী রাক্ষসেন্দ্র রাবণের বিহার ভূমি বহু-বৃক্ষ-সমাকুল অশোকবন-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পরন্তু, রাজ-নন্দন-যুগলের যেরূপ অবস্থা দেখিয়াছিলেন, তৎকালে সেই চিন্তা উপস্থিত হওয়ায় সাতিশয় ব্যাকুল-হৃদয় হইলেন।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৮ ॥

ঘোর-শরবন্ধন-বদ্ধ রাজ-নন্দন-যুগল সর্ব্বাঙ্গে রুধিরপ্লুত হইয়া নাগযুগলের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করত ভূতল-শায়ী হইলে, সুগ্রীবপ্রমুখ মহাবল বানরশ্রেষ্ঠগণ নিরতিশয় শোকপীড়িত হইয়া তাঁহাদের চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে শরবদ্ধ বীর্য্যবান্ রাম স্বীয় দৃঢ়-গাত্র ও বলাধিক্যহেতু প্রতিবুদ্ধ হইলেন। অনন্তর, গাঢ়-তর-শরবদ্ধ রুধিরপরিপ্লুত বিষণ্ণ ও দীন-বদন ভ্রাতাকে দর্শন করিয়া আতুরের ন্যায় বিলাপ করত কহিলেন ;— ‘হায়! যদি ভ্রাতাকেই রণভূমিতে নির্জ্জিত ও ভূতলশায়ী দেখিতে হইল, তবে আর সীতাকে উদ্ধার করিয়া কি করিব এবং আমার এ জীবনেই বা ফল কি? হায়! মর্ত্ত্যলোকে অনুসন্ধান করিলে সীতার ন্যায় অনেক রমণী পাইতে পারিব, কিন্তু ত্রিলোক অনুসন্ধান করিয়াও লক্ষ্মণের ন্যায় সংগ্রাম-সচিব ভ্রাতা লাভ করিতে পারিব না। যদি এই সুমিত্রানন্দবর্দ্ধন লক্ষ্মণ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েন, তাহা হইলে আমি এই মুহূর্ত্তেই বানরগণের সম্মুখে প্রাণ বিসর্জ্জন করিব। হায়! আমি অযোধ্যায় প্রতিগমন করিয়া জননী কৌশল্যা, কৈকয়ী এবং পুত্রদর্শন-লালসা মাতা সুমিত্রা-কেই বা কি বলিব? হায়! আমি লক্ষ্মণ বিনা তথায় গমন করত কুররীর ন্যায় কম্পমানা সেই বিবৎসা সুমিত্রাকে কি বলিয়া আশ্বাসিত করিব? হায়! আমি যাহার সহিত বনে আসিয়াছিলাম, সেই লক্ষ্মণ বিনা অযোধ্যায় প্রতি-গমন করিয়া যশস্বী ভরত অথবা শত্রুঘ্নকেই বা কি বলিব? আমি সেই সুমিত্রার উপালম্ভন-বাক্য সকল সহ্য করিতে

পারিব না, অতএব এই স্থানেই জীবন বিসর্জ্জন করিয়া দেহ পরিত্যাগ করিব। আমাকে ধিক্, কারণ এই অনার্য্য দুষ্কৃতকর্ম্মার নিমিত্তই এই লক্ষ্মণ গতাসুর ন্যায় শরশয্যায় শয়ান হইয়াছেন। হা লক্ষ্মণ! আমি যখন বিষণ্ণ হইতাম, তখন নিয়তই তুমি আমাকে আশ্বাসিত করিতে কিন্তু, অদ্য আমি এরূপ পীড়িত হইয়াছি, তথাপি তুমি গতাসুর ন্যায় আমার সহিত বাক্যালাপ করিতেও পারিতেছ না। হায়! অদ্য এই রণভূমিতে যৎকর্ত্তৃক অসংখ্য রাক্ষস নিহত হইয়া ভূতলশায়ী হইয়াছে, সেই শূরবর লক্ষ্মণও শর-সমাহত হইয়া শরশয্যায় শয়ন করিয়াছে। হা লক্ষ্মণ! তুমি রুধির-পরিপ্লুত হইয়া শরশয্যায় শয়ন করিয়া, শররূপ-প্রাপ্ত অস্ত-গামী দিবাকরের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছ। হায়! তোমার মর্ম্মস্থান সকল বাণবিদ্ধ হওয়ায়, তুমি কথা কহিতে সমর্থ হইতেছ না, কিন্তু তুমি কথা না কহিলেও তোমার দৃষ্টিরাগেই আভ্যন্তরীণ ব্যথা-সকল প্রকটিত হইতেছে। হায়! যেরূপ আমার বনাগমনকালে এই মহাদ্যুতি আমার অনুগামী হইয়াছিলেন, তদ্রূপ আমিও অদ্য তোমার অনু-গামী হইয়া যমলোকে গমন করিব। হায়! যিনি নিয়তই বন্ধুগণের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করিতেন এবং আমারও নিয়ত আজ্ঞানুবর্ত্তী ছিলেন, অদ্য এই দুর্ভাগ্য দাশরথির দুর্নীতিতেই সেই লক্ষ্মণের এতাদৃশ অবস্থা হইল। হায়! এই বীর লক্ষ্মণ যখন সাতিশয় কোপ-পরবশ হইতেন, তখনও যে কখন আমাকে পরুষ-বাক্য শ্রবণ করাইয়াছি-লেন, আমার এরূপ স্মরণ হয় না। হায়! যখন লক্ষ্মণ

দ্বিবাহু হইয়াও একবেগে পঞ্চ শত বাণ ক্ষেপণ করিয়াছিলেন, তখন অস্ত্র ক্ষেপণ বিষয়ে ইহাঁকে সহস্র-বাহু কার্ত্তবীর্য্য অপেক্ষাও অধিক বলিয়া বোধ হয়; কারণ, তাঁহার সহস্র-বাহু-সত্ত্বেই তিনি এককালে পঞ্চ শত বাণ ক্ষেপণ করিতে পারিতেন। হায়! যে বীর অস্ত্রবলে মহাবল বলনিসূদনেরও বাণ-সকলকে নিবারণ করিতেন এবং পূর্ব্বে মহার্হ শয্যায় শয়ন করিয়াও যাঁহার নিদ্রা হইত না, সেই লক্ষ্মণ অদ্য রাবণিবাণে নিহত হইয়া ধরা-শয়নে শয়ন করিয়াছেন। হায়! আমি যে, বিভীষণকে রাক্ষসগণের রাজা করিব বলিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলাম না, সম্প্রতি সেই মিথ্যাপ্রলাপই আমার অন্তরাত্মাকে সন্তাপিত করিতেছে। সুগ্রীব! আমার অভাবে রাবণ তোমাকে বলবিহীন বিবেচনা করিয়া, তোমার প্রতি অভিদ্রুত হইবে; অতএব, তুমি এই মুহূর্ত্তেই এস্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হও। সুগ্রীব! তুমি অঙ্গদকে পুরোবর্ত্তী করিয়া নীল, নল এবং অপর সৈন্য ও পরিচ্ছদের সহিত সাগর পার হইয়া সত্বর প্রস্থান কর। হনুমান্ আমার নিমিত্ত রণভূমিতে অন্যের দুঃসাধ্য যে কর্ম্ম করিয়াছে এবং ঋক্ষরাজ ও গোলাঙ্গূলপতিও যাহা করিয়াছেন, আমি তাহাতে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। অঙ্গদ মৈন্দ দ্বিবিদ কেসরী সম্পাতি গবয় গবাক্ষ শরভ গজ এবং অপর বানরগণ রণভূমিতে প্রাণ-পর্য্যন্তও বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হইয়া আমার নিমিত্ত সুমহৎ যুদ্ধ করিয়াছে। সুগ্রীব! বয়স্য এবং সুহৃদের যাহা কর্ত্তব্য, তুমি ধর্ম্ম ও শক্তি অনুসারে

তাহা সম্পাদন করিয়াছ; কিন্তু, আমার দুর্দ্দৈব-বশতই তৎসমস্ত বিফল হইল, কারণ মনুষ্য যতই প্রবল হউক না কেন, কোন রূপেই দৈবকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়না। ওহে বানরশ্রেষ্ঠগণ! তোমরা আমার যথার্থ মিত্রকার্য্য সম্পাদন করিয়াছ; সম্প্রতি, আমি তোমাদিগকে অনুমতি করিতেছি; তোমাদের যাহার যথায় ইচ্ছা হয়, গমন কর।'

রঘুনন্দন এইরূপ বিলাপ করিতে থাকিলে তৎকালে যে বানরগণ তাঁহার সেই বিলাপ-বাক্য সকল শ্রবণ করিল, তাহাদের মুখ অশ্রুজলে প্লাবিত হইতে লাগিল। ইত্যবসরে বিভীষণ গদা গ্রহণ করত বানর সেনাকে পুনঃ-স্থাপিত করিয়া সত্বরে রাঘব-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। পরন্তু নীলাঞ্জনচয়-সদৃশ সেই বীরকে দ্রুতপদে আগমন করিতে দেখিয়া, বানরগণ ইন্দ্রজিৎ মনে করিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

একোন-পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৯ ॥

অনন্তর, বলশালী মহাতেজা বানররাজ সুগ্রীব কহিলেন;—'জলমধ্যগত বাতাহত নৌকার ন্যায় কি নিমিত্ত এই বানরবাহিনী এরূপ বিচলিত হইয়া পড়িল?' সুগ্রীবের বাক্য শ্রবণ করিয়া, অঙ্গদ বলিলেন;—'আপনি কি শরজাল-সমাচ্ছন্ন রুধিরদিগ্ধাঙ্গ শরশয্যায় শয়ান এই মহাত্মা দশরথ নন্দন রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিতেছেন না? যখন ইহাঁরাই এরূপ অবস্থায় পতিত রহিয়াছেন, তখন সেনাগণের এরূপ বিদ্রুত হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিবার

আবশ্যক কি?' তদনন্তর, বানরেন্দ্র সুগ্রীব ভ্রাতৃ-পুত্র অঙ্গদকে কহিলেন ;—'বৎস! বানরগণ যে এরূপ বিদ্রুত হইয়াছে, ইহার কোন বিশেষ কারণ আছে ; বোধ হয় কোন ভয় উপস্থিত হইয়া থাকিবে। ঐ দেখ, বানরগণ বিষণ্ন-বদন হইয়া প্রহরণ সকল পরিত্যাগ করত চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতেছে এবং ভয়ে উহাদের লোচন সকল উৎফুল্ল হইয়াছে। দেখ, ইহারা এরূপ ভীত হইয়াছে যে, পলায়ন করিতেও লজ্জা বোধ করিতেছে না, কেহ সম্মুখে অবস্থান করত গতিরোধ করিলে, তাহাকে আকর্ষণ ও কেহ পতিত হইলে তাহাকে লঙ্ঘন করিয়াই গমন করিতেছে, তথাপি কেহ পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিতেছে না।'

সুগ্রীব এইরূপ বলিতেছেন, ইত্যবসরে বীর বিভীষণ গদাহস্তে তথায় উপস্থিত হইয়া, বিজয়-সূচক আশীর্ব্বাক্য-দ্বারা রঘুনন্দন রাম ও বানররাজ সুগ্রীবকে অভিনন্দিত করিলেন। তখন সুগ্রীব বিভীষণকেই বানরগণের ভয়-হেতু জানিয়া সমীপস্থ ঋক্ষরাজ জাম্ববান্‌কে বলিলেন ;—'ঋক্ষরাজ! রাক্ষসরাজ বিভীষণ আসিয়াছেন ; ইহাঁকে দেখিয়াই রাবণ-নন্দন-ভ্রমে বানরগণ চতুর্দ্দিকে বিদ্রুত হইয়াছে, অতএব আপনি শীঘ্র সন্ত্রস্ত ও চতুর্দ্দিকে পলায়িত এই বানরবাহিণীকে বিভীষণের আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করাইয়া পুনঃ-সংস্থাপিত করুন।' ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ সুগ্রীবের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করত পলায়মান বানরগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। বানরগণও ঋক্ষ-

রাজের বাক্য শ্রবণ এবং বিভীষণকেও উপস্থিত দেখিয়া ভয় পরিত্যাগ করত প্রতিনিবৃত্ত হইল।

অনন্তর, ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ রাম ও লক্ষ্মণ উভয়েরই গাত্র শর-সমাচ্ছন্ন দর্শন করিয়া নিরতিশয় ব্যথিত-হৃদয় হইলেন এবং জলক্লিন্ন পাণি-দ্বারা তাঁহাদের লোচন-যুগল পরিমার্জ্জন করত শোকে অধীর হইয়া বিলাপ ও রোদন করিতে করিতে কহিলেন ;—'হায়! সেই সত্ত্বসম্পন্ন সমরপ্রিয় বিক্রান্ত ভ্রাতৃযুগল, কূটযোধী নিশাচরগণ হইতে এতাদৃশ দুরবস্থায় পতিত হইয়াছেন। হায়! রাবণের দুষ্পুত্র ও আমার ভ্রাতৃপুত্র দুরাত্মা ইন্দ্রজিতের রাক্ষসী কুটিল-বুদ্ধি-কর্ত্তৃক এই ঋজুবুদ্ধি রাজনন্দন-যুগল বঞ্চিত হইয়াছেন। হায়! ইহাঁরা শর-সমাচ্ছন্ন ও রুধিরদিগ্ধাঙ্গ হইয়া ভূতলে পতিত হওয়ায়, ইহাঁদিগকে শল্যক-যুগলের ন্যায় বোধ হইতেছে। হায়! যাঁহাদের বীর্য্যের উপর নির্ভর করিয়াই আমি রাজ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলাম, সেই পুরুষপুঙ্গব রাজনন্দন-যুগল দেহ নাশ করিবার নিমিত্তই শয়ান হইয়াছেন। হায়! ইহাঁদের এরূপ অবস্থা হওয়ায় আমি জীবিত থাকিয়াও বিপন্ন হইলাম এবং আমার মনোমধ্যে রাজ্যলাভ-বিষয়িণী যে বলবতী আশা হইয়াছিল তাহাও বিনষ্ট হইল ; পরন্তু, অরাতি রাবণ পূর্ণপ্রতিজ্ঞ ও সফল-মনোরথ হইল।'

বিভীষণ এইরূপ বিলাপ করিতে থাকিলে বলশালী বানররাজ সুগ্রীব তাঁহাকে আলিঙ্গন করত কহিলেন ;—'হে ধর্ম্মজ্ঞ! আপনি নিশ্চয় জানিবেন, রাবণ অথবা ইন্দ্র-

জিতের মনোরথ কখনই পরিপূর্ণ হইবে না; কারণ, গরু-ড়ের অধিষ্ঠান হইলেই রাম ও লক্ষ্মণ উভয়েই সংজ্ঞা লাভ করত অচিরাৎ রণস্থলে রাবণকে সবংশে বধ করিবেন, আপনি যে এই লঙ্কারাজ্য লাভ করিবেন, তাহাতে কিছু-মাত্র সংশয় নাই।' সুগ্রীব এইরূপে রাক্ষস বিভীষণকে আশ্বাসিত করিয়া পার্শ্বস্থিত শ্বশুর সুষেণকে কহিলেন;— 'তুমি এই ভ্রাতৃযুগল রাম ও লক্ষ্মণ এবং অপর শূর বানর-গণকেও কিষ্কিন্ধ্যায় লইয়া যাও এবং যে পর্য্যন্ত ইহাঁরা সংজ্ঞা লাভ না করেন, তাবৎকাল ইহাঁদিগকে সেই স্থানে রক্ষা কর। এদিকে আমিও পুত্র ও বন্ধুবর্গের সহিত রাবণকে বিনাশ করিয়া, যেরূপ দেবরাজ নষ্টশ্রীর পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ রাবণ-হৃতা জানকীর উদ্ধার সাধন করিয়া গমন করিতেছি।'

বানরেন্দ্রের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সুষেণ কহি-লেন;—'পূর্ব্বে আমি দেবতা ও অসুরগণের সুমহৎ যুদ্ধ দেখিয়াছিলাম; তাহাতে শস্ত্রবিশারদ দানবগণ রণ-চতুর সুরগণকে শর-সমূহে সমাচ্ছাদিত করিলে যখন দেবগণের মধ্যে কেহ সংজ্ঞা-বিহীন ও বহুসংখ্যক গতাসু হইলেন, তখন সুরগুরু মন্ত্রপূত ঔষধি-দ্বারা চিকিৎসা করিয়া তাঁহা-দিগকে সচেতন ও পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন। রাজন্! পূর্ব্বে যথায় দেবগণ অমৃত মন্থন করিয়াছিলেন, সেই স্থানে চন্দ্র ও দ্রোণ নামক পর্ব্বত-দ্বয়ের উপরে সঞ্জীবকরণী ও বিশল্য-করণী নাম্নী যে দুই পরমৌষধী আছে, তাহা বানরগণের অপরিজ্ঞাত নহে; অতএব সম্প্রতি, সেই ঔষধি আনয়ন

করিবার নিমিত্ত সম্পাতি ও পনস-প্রভৃতি বানরগণ সত্বর ক্ষীরোদ সাগরে গমন করুক। অথবা অন্যের যাইবার আবশ্যক নাই, এই পবন-নন্দন হনুমান একাকীই তথায় গমন করুক।' সুষেণ এই কথা বলিতেছেন, ইত্যবসরে তড়িন্মালা-শোভিত মেঘ ও প্রবল বাত্যা সমুত্থিত হইয়া সাগরজল ও পর্ব্বত-সকলকে কম্পিত করিতে লাগিল। প্রবল পক্ষবাতে মহীরুহ সকল ভগ্ন হওয়ায় তাহার শাখা সকল লবণ-মহাসাগরের সলিল-মধ্যে নিমগ্ন হইতে লাগিল। মলয়বাসী মহাকায় নাগগণ ত্রস্ত হইল এবং জলজন্তুগণ সত্বরে লবণ-মহার্ণবের সলিল-মধ্যে নিমগ্ন হইল।

অনন্তর, বানরগণ মুহূর্ত্তকাল-মধ্যে প্রজ্বলিত হুতাশন-সদৃশ বিনতা-নন্দন গরুড়কে দেখিতে পাইল। যে শর-ভূত মহাবল নাগ-সমূহ-দ্বারা পুরুষবর রাঘব-যুগল বদ্ধ হই-য়াছিলেন, বিনতা-নন্দনকে সমাগত দেখিয়া তাহারা সক-লেই দ্রুতগমনে পলায়ন করিল। তদনন্তর, সুপর্ণ কাকুৎস্থ সন্নিধানে উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহাদের গাত্র স্পর্শ করত প্রত্য-ভিনন্দিত করিয়া, পাণি-দ্বারা তাঁহাদের নিশাকরনিভ মুখ মার্জ্জন করিতে লাগিলেন। বিনতা-তনয়-কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হওয়ায় তাঁহাদের শরীর ব্রণশূন্য হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় স্নিগ্ধ ও শোভাশালী হইল। তাঁহাদের তেজ, পরাক্রম, শারী-রিক বল, মহাগুণ উৎসাহ, দর্শনশক্তি বুদ্ধি ও স্মরণশক্তি পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ হইল।

মহাতেজা গরুড় বাসব-সদৃশ সেই রাঘবযুগলকে উত্থা-পিত করত হর্ষসহকারে উভয়কেই আলিঙ্গন করিলে, রাম

তাঁহাকে কহিলেন;—'আপনার প্রসাদেই আমরা রাবণিকৃত সুমহৎ ব্যসন হইতে শীঘ্র মুক্তি লাভ করিলাম এবং আমাদের শরীরও বলশালী হইয়াছে। পিতা দশরথ এবং পিতামহ অজকে দেখিয়া মন যেরূপ প্রসন্ন হয়, আপনার দর্শনেও আমার হৃদয় সেইরূপ প্রসন্নতা লাভ করিতেছে। আপনি স্বর্গীয় মাল্য ও অনুলেপন ধারণ করত দিব্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া রজো-বিহীন বস্ত্র-যুগল পরিধান করিয়াছেন এবং আপনার রূপও দেব-সদৃশ বোধ হইতেছে; অতএব, সত্য করিয়া বলুন আপনি কে?' পতত্রিরাজ মহাতেজা মহাবল বিনতা-নন্দন আনন্দে আকুল-লোচন হইয়া প্রীতি-সহকারে কহিলেন;—'হে কাকুৎস্থ! আমি আপনাদের বহিশ্চর প্রাণরূপ সখা; আমার নাম গরুত্মান্। আপনাদের সাহায্য করিবার নিমিত্তই আমি এস্থানে আসিয়াছি। ক্রূরকর্ম্মা ইন্দ্রজিৎ মায়াবলে আপনাদিগকে যে নিদারুণ শরবন্ধে বদ্ধ করিয়াছিল, মহাবীর্য্য অসুরগণ, মহাবল বানরগণ অথবা গন্ধর্ব্বগণের সহিত শতমখ-প্রমুখ দেবগণও আপনাদিগকে ইহা হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ হইতেন না। তীক্ষ্নদন্ত বিষোল্বণ এই কদ্রু-নন্দন নাগগণ রাক্ষসী মায়ার প্রভাবেই শররূপ হইয়া আপনাদিগকে আশ্রয় করিয়াছিল। হে ধর্ম্মজ্ঞ সত্য-পরাক্রম রাম! সমরে রিপুঘাতী এই ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত আপনি আপনাকে ভাগ্যবান্ বলিয়াই বোধ করিবেন। রাঘব! আপনারা শরবদ্ধ হইয়াছেন, আমি এই বৃত্তান্ত শুনিয়াই স্নেহ-বশত বন্ধুত্বের অনুরোধে সত্বর আপ-

নার নিকট আগমন করত আপনাদিগকে এই মহাঘোর শরবন্ধ হইতে মুক্ত করিয়াছি; সম্প্রতি, আপনারা নিয়তই সাবধান হইয়া থাকিবেন। আপনার ন্যায় বিশুদ্ধ-স্বভাব শূরগণ রণ-ভূমিতে সরলতা-সহকারেই যুদ্ধ করিয়া থাকেন কিন্তু, রাক্ষসগণ স্বভাবতই কূটযোধী; অতএব, আপনারা রণস্থলে এই রাক্ষসগণকে কোনরূপেই বিশ্বাস করিবেন না; কারণ, ইহারা নিয়তই ক্রূরবুদ্ধি হইয়া থাকে।' মহাবল সুপর্ণ এই কথা বলিয়া রামচন্দ্রকে গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করত পুনর্ব্বার কহিলেন;—'হে সখে! অরাতি-বৎসল ধর্ম্মজ্ঞ রঘুনন্দন! সম্প্রতি আমি আপনা-কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া স্বস্থানে গমন করিতে ইচ্ছা করি। হে রাঘব! আমার এতাদৃশ বন্ধুত্বে বিস্মিত হইবেন না; আপনি লঙ্কা সমরে কৃতকার্য্য হইয়া আমাদের এই ভূত-পূর্ব্ব বন্ধুত্বের সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইবেন। হে রঘুনন্দন! আপনি স্বীয় শর-সমূহ-দ্বারা এই লঙ্কা নগরীকে বালবৃদ্ধা-বশিষ্ট করত অরাতি রাবণকে বধ করিয়া সীতাকে পুনঃ প্রাপ্ত হইবেন।' শীঘ্র-বিক্রম বীর্য্যবান্ সুপর্ণ রঘুনন্দন-যুগলকে নীরোগী করত এই কথা বলিয়া বানরগণ-মধ্যস্থ রাঘবকে প্রদক্ষিণ করিয়া পবনের ন্যায় বেগ-সহকারে আকাশ-পথে প্রস্থিত হইলেন।

অনন্তর, বানরযূথপতিগণ রাঘব যুগলকে আরোগ্য লাভ করিতে দেখিয়া আনন্দে নিজ নিজ লাঙ্গুল কম্পিত করত সিংহনাদ করিয়া ভেরী ও মৃদঙ্গ-ধ্বনি-সহকারে শঙ্খ-ধ্বনি করত হৃষ্টান্তঃকরণে পূর্ব্বের ন্যায় ক্রীড়া করিতে লাগিল।

অপর শত সহস্র নগযোধী বিক্রান্ত বানরগণ আস্ফোটন করিয়া বিবিধ দ্রুম সকলকে উৎপাটিত করত প্রস্থিত হইয়া সিংহনাদে নিশাচরগণকে সন্ত্রাসিত করিয়া রণ-কামনায় লঙ্কা-দ্বারে সমাগত হইল। অনন্তর, নিদাঘের অবসানে নিশীথ সময়ে শব্দায়মান ঘনঘটা-সমূহের সুভীম নির্ঘোষের ন্যায় সেই শাখামৃগ-যুথপতিগণের ভয়ঙ্কর তুমুল নিনাদ সমুত্থিত হইল।

পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫০ ॥

এদিকে রাবণ বিভীষণ-প্রমুখ রাক্ষসগণের সহিত শব্দায়মান সেই মহাতেজস্বী বানর-বৃন্দের তুমুল নিনাদ শুনিতে পাইলেন। রাক্ষসপতি সেই স্নিগ্ধ-গম্ভীর-নির্ঘোষ নিদারুণ শব্দ শ্রবণ করিয়া স্বীয় সচিবগণকে কহিলেন;—' শব্দায়মান জীমূত-বৃন্দের ন্যায় বহুসংখ্যক প্রহৃষ্ট বানর-বৃন্দের যেরূপ সুমহৎ শব্দ সমুত্থিত হইয়াছে, তাহাতে নিশ্চয় বোধ হইতেছে, ইহাদের কোন মহতী প্রীতি উপস্থিত হইয়া থাকিবে। ঐ দেখ, উহাদের সুমহৎ শব্দে লবণ-সাগরও সংক্ষুভিত হইতেছে। সেই ভ্রাতৃ-যুগল রাম ও লক্ষ্মণ তীক্ষ্ণ শরসমূহে বদ্ধ হইয়াছিল; পরন্তু, অধুনা বানর-বৃন্দের এই সুমহৎ শব্দ-সমুত্থিত হওয়ায় আমার নিরতিশয় শঙ্কা উপস্থিত হইতেছে।' রাক্ষসনাথ রাবণ মন্ত্রিগণকে এই কথা বলিয়া স্বীয় পার্শ্বচর নিশাচরগণকে কহিলেন;—' এই বনবাসী বানরগণের এতাদৃশ শোক-সময় সমাগত হওয়াতেও কি কারণে উহারা এরূপ

আনন্দিত হইয়াছে, তাহা জানিয়া আইস।' রাক্ষসগণ রাবণ-কর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া প্রাকারোপরি আ-রোহণ করত মহাত্মা সুগ্রীব-কর্ত্তৃক পালিত সেই বানর-বাহিনীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করত মহাভাগ রাম ও লক্ষ্মণ ঘোর শরবন্ধ হইতে মুক্ত হওত সমুত্থিত হইয়াছেন দেখিয়া সাতিশয় বিষণ্ণ হইল। অনন্তর, সেই ঘোররূপ নিশাচর-গণ ভয়ে বিবর্ণ হইয়া ত্রস্ত-হৃদয়ে প্রাকার-শিখর হইতে অবতীর্ণ হওত রাক্ষসপতির সম্মুখে উপস্থিত হইল। সেই বাক্য-বিশারদ নিশাচরগণ ম্লানমুখে রাবণ-সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সেই অপ্রিয় বাক্য সকল যথাবৎ নিবেদন করত কহিল;—'যে রাম ও লক্ষ্মণ রণস্থলে ইন্দ্রজিৎ-কর্ত্তৃক শরবন্ধে বদ্ধ হইয়াছিলেন এবং তৎপরে যাঁহাদের ভুজযুগল নিষ্প্রকম্প হইয়াছিল; আমরা দেখিলাম গজেন্দ্র-সদৃশ বিক্রমশালী সেই ভ্রাতৃ-যুগল গজ-যুগলের ন্যায় পাশ সকল ছেদন করত শরবন্ধ হইতে মুক্ত হইয়া রণভূমিতে অবস্থান করিতেছেন।'

মহাবল রাক্ষসরাজ তাহাদের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া চিন্তা-পরবশ হইলেন এবং তাঁহার মুখও বিবর্ণ হইল। অনন্তর, কিঞ্চিৎ রুষ্ট হইয়া কহিলেন;—'যে রাম ও লক্ষ্মণ রণভূমিতে ইন্দ্রজিৎ-কর্ত্তৃক প্রমথিত হইয়া বরলব্ধ ঘোররূপ আশীবিষ সদৃশ সূর্য্য-প্রতিম অমোঘ শর-সমূহ-দ্বারা বদ্ধ হইয়াছিল, যখন তাহারাও সেই শরবন্ধ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে, তখন এই রাক্ষসবলের দ্বারা আমি যে আর বিজয় লাভ করিতে পারিব, এরূপ বোধ হয়

না। হায়! যাহারা রণভূমিতে শত্রুগণের জীবন হরণ করিয়াছিল, হুতাশন-সদৃশ দীপ্তিশালী সেই শর-সমূহও বিফল হইল।' নিশাচরপতি, এই কথা বলিয়া, ক্রোধে আশীবিষ-সদৃশ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করত রাক্ষসগণ-মধ্যস্থ রাক্ষস ধূম্রাক্ষকে কহিলেন;—হে ভীম-বিক্রম! বানরগণের সহিত রামকে বধ করিবার নিমিত্ত তুমি সুমহৎ রাক্ষসবলে পরিবৃত হইয়া শীঘ্র যুদ্ধযাত্রা কর।' রাক্ষস ধূম্রাক্ষ ধীমান্ রাক্ষসেন্দ্র-কর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া রাবণকে প্রদক্ষিণ করত সত্বর রাজ-ভবন হইতে নির্গত হইল। অনন্তর, রাজদ্বার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বলাধ্যক্ষকে কহিল;—'রণভূমিতে গমনোন্মুখ যোদ্ধার বিলম্ব করা বিধেয় নহে, অতএব সত্বর বল সকলকে সঞ্চালিত কর।' তদনন্তর, বলাধ্যক্ষ ধূম্রাক্ষ-বাক্য শ্রবণ করত রাবণের আদেশানুরূপ বল সকলকে সত্বর সংযোজিত করিলে সেই ঘণ্টাধারী মহাবল ঘোররূপ নিশাচরগণ সিংহনাদ করত হৃষ্টান্তঃকরণে ধূম্রাক্ষের চতুর্দ্দিকে পরিবৃত হইল। তাহাদের মধ্যে বহুসংখ্যক নিশাচর শব্দায়মান জীমূতবৃন্দের ন্যায় সিংহনাদ করত বহুবিধ আয়ুধ শূল মুদ্গর গদা পট্টিশ লৌহদণ্ড মুষল পরিঘ ভিন্দিপাল ভল্ল পাশ ও কুঠারহস্তে নির্গত হইল। অনেকে কবচ ধারণ করত ধ্বজশোভিত সুবর্ণজাল-বিশিষ্ট খর-সঞ্চালিত অলঙ্কৃত রথে এবং দুরাসদ ব্যাঘ্রের ন্যায় বহুসংখ্যক রাক্ষসব্যাঘ্র শীঘ্রগামী অশ্ব ও মদোৎকট মাতঙ্গের উপর আরোহণ করিয়া নির্গত হইল।

অনন্তর, খর-নিস্বন ধূম্রাক্ষ বৃক ও সিংহের ন্যায় ভীষণ-বদন কনক-ভূষিত খর সকলের দ্বারা সঞ্চালিত রথে আ-রোহণ করিল। রাক্ষসগণ-পরিবৃত সেই মহাবীর্য্য ধূম্রাক্ষ হাস্য-বদনে নির্গত হইয়া যথায় হনুমান্ অবস্থান করিতে-ছিল, সেই পশ্চিম-দ্বারে গমন করিল। পরন্তু, সেই মহা-ঘোর ভীমদর্শন নিশাচর খর-নিঃস্বন ও খর-সংযুক্ত উত্তম রথে আরোহণ করত গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলে অন্তরীক্ষ-গত ক্রূর শকুনগণ বিবিধ অরিষ্ট-চিহ্ন-দ্বারা তাহাকে নিবারণ করিতে লাগিল। তাহার রথশীর্ষে মহাভীম গৃধ্র নিপতিত হইল। মাংসাশন পক্ষিগণ গ্রথিত মালার ন্যায় শ্রেণিবদ্ধ হইয়া ধ্বজাগ্রে পতিত হইতে লাগিল। রুধিরার্দ্র শ্বেতবর্ণ কবন্ধ ভৈরব রব করত ধূম্রাক্ষের সমীপস্থ ভূতলে পতিত হইল। পর্জ্জন্যদেব রুধিরবর্ষণ করিতে লাগিলেন; মেদিনী কম্পিত ও নির্ঘাত-সদৃশ স্বন-বিশিষ্ট বায়ু-প্রবাহিত হইতে লাগিল; ঘোর-তিমিরে সমাচ্ছন্ন হইয়া দিক্ সকল অপ্রকাশিত হইল। ধূম্রাক্ষ রাক্ষসগণের ভয়-জনক এই প্রাদুর্ভূত ঘোররূপ উৎপাত সকল দেখিয়া নিরতিশয় ব্যথিত-হৃদয় হইল।

অনন্তর, রণ-সমুৎসুক বলবান্ ভীমরূপ ধূম্রাক্ষ অসংখ্য নিশাচরগণের সহিত পুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া রাঘব-বাহু-রক্ষিত প্রলয়-সমুদ্র-সদৃশ সেই বানরবাহিণীকে দেখিতে পাইল।

এক-পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫১ ॥

সমরোৎসুক বানরগণ ভীম-বিক্রম রাক্ষস ধূম্রাক্ষকে নির্গত হইতে দেখিয়া সিংহনাদ করিয়া উঠিল। অনন্তর, সেই বানর ও নিশাচরগণের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল; তখন তাহারা বৃহৎ বৃক্ষ শূল ও মুদ্গার সকল-দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। নিশাচরগণ-কর্ত্তৃক বানরগণ সর্ব্বতোভাবে আক্রান্ত হইল এবং বানরগণও দ্রুম-সকল দ্বারা নিশাচরগণকে ভূতলশায়ী করিতে লাগিল। রাক্ষসগণ ক্রোধভরে নিশিত শর সমূহ ও অজিস্মগামী ঘোররূপ কঙ্কপত্র-সকল-দ্বারা বানরগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। তখন সেই মহাবল বানরগণ নিশাচরগণ-কর্ত্তৃক ভয়ঙ্কর গদা পট্টিশ ও কূট-মুদ্গার এবং সুগৃহীত বিচিত্র ঘোররূপ পরিঘ সকল-দ্বারা বিদার্য্যমাণ হইয়া ক্রোধভরে ও উৎসাহ-সহকারে ভয়-বিরহিতের ন্যায় কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর, সেই ভীমবেগ বানরযূথপতিগণ শর ও শূল-সমূহ-দ্বারা ভিন্নগাত্র হইয়া বিশাল দ্রুম ও শিলা সকল গ্রহণ করিয়া সিংহনাদ করিতে করিতে স্বস্ব নাম উচ্চারণ করত রাক্ষসগণকে বিলোড়িত করিতে লাগিল। তৎকালে বহুশাখ দ্রুম ও বিবিধ শিলা সকল-দ্বারা সেই বানর ও নিশাচরগণের যে ঘোরতর যুদ্ধ হইল, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তখন কতকগুলি রুধির-ভোজী নিশাচর জিতকাশী বানরগণ কর্ত্তৃক সন্তাড়িত হইয়া রুধির বমন করিতে লাগিল। কেহ পার্শ্বে দারিত, কেহ শিলা-দ্বারা চূর্ণিত, কেহ দন্ত দ্বারা বিদারিত ও কেহ কেহ দ্রুমাঘাতে নিহত হইয়া সেই রণভূমিতে

রাশীকৃত হইয়া পতিত হইল। ধ্বজসকল-দ্বারা বিমথিত, খড়্গ সকল-দ্বারা বিনিপাতিত এবং ভগ্ন রথসকল-দ্বারা বিধ্বংসিত হইয়া কতকগুলি রাক্ষস নিরতিশয় ব্যথিত হইয়া পড়িল। পর্ব্বতাগ্র, গজেন্দ্র-সদৃশ পর্ব্বত-প্রমাণ বানরগণ এবং আরোহীর সহিত বিমথিত বাজিগণে তত্রত্য ভূভাগ আকীর্ণ হইয়া পড়িল। ভীম-বিক্রম বেগবান্ বানরগণ বারম্বার লম্ফ প্রদান করত নখ-দ্বারা নিশাচরগণের মুখ সকল বিদারণ করিতে লাগিল। তখন অনেক রাক্ষস শোণিত-গন্ধে মূর্চ্ছিত হইয়া আলুলায়িতকেশে বিষণ্ণ-বদনে ধরণীতলে পতিত হইতে লাগিল। অপর ভীম-বিক্রম রাক্ষসগণ নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বানরগণকে বজ্র-স্পর্শ তলপ্রহার করিতে লাগিল। পরন্তু বেগবান্ বানরগণ মুষ্টি চরণ দন্ত ও পাদপ সকলের দ্বারা তাহাদিগকে এরূপ প্রহার করিতে লাগিল যে, তাহারা অস্থির হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

পরন্তু, রাক্ষস-পুঙ্গব ধূম্রাক্ষ স্বীয় সৈন্যগণকে বিদ্রুত দেখিয়া, রোষভরে যুযুৎসু বানরগণকে উৎপীড়ন করিতে লাগিল। কতকগুলি বানর প্রাশ-দ্বারা প্রমথিত হওয়ায় তাহাদের শরীর হইতে রুধির স্রাব হইতে লাগিল এবং অনেকে মুদ্গর-দ্বারা সমাহত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। কোন কোন বানর পট্টিশ ও পরিঘ-দ্বারা মথিত এবং ভিন্দিপাল-দ্বারা বিদারিত হওত বিহ্বল ও গতাসু হইয়া রণস্থলে পতিত হইল। বহুসংখ্যক বানর ক্রুদ্ধ রাক্ষস-গণ-কর্ত্তৃক রণভূমিতে বিদ্রাবিত ও নিহত হইয়া রুধির-

পরিপ্লুত দেহে ভূপতিত হইল। কেহ কেহ ভিন্ন-হৃদয় হইয়া একপার্শ্ব অবলম্বন করত ভূতলশায়ী হইল এবং কেহ বা ত্রিশূল-দ্বারা বিদারিত হওয়ায় তাহার অস্ত্র সকল বহির্গত হইয়া পড়িল। এইরূপে বানর ও রাক্ষসগণের শিলা-পাদপ-সঙ্কুল ও শস্ত্র-বহুল তুমুল সঙ্কুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। ধনু ও জ্যারূপ মধুরস্বর তন্ত্রী-বিশিষ্ট, অশ্বগণের হ্রেষারূপ তাল-সমন্বিত এবং মন্দ-নামক মাতঙ্গগণের গর্জ্জনরূপ গীতশব্দ-বিশিষ্ট সেই যুদ্ধকে তৎকালে গান্ধর্ব্ব-সঙ্গীতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। রাক্ষস ধূম্রাক্ষ এইরূপে রণস্থলে ধনুর্ধারণ করিয়া শরবৃষ্টি-দ্বারা দিক্‌সকল সমাচ্ছাদিত করত হাসিতে হাসিতে বানরগণকে বিদ্রাবিত করিল।

বায়ু-নন্দন ধূম্রাক্ষ-কর্ত্তৃক বানরগণকে এইরূপে বিদ্রুত দেখিয়া ক্রোধভরে বিপুল শিলাগ্রহণ করত অগ্রসর হইলেন। পিতৃতুল্য পরাক্রমশালী হনুমান্ ক্রোধে লোহিত-লোচন হইয়া সেই শিলাকে ধূম্রাক্ষের রথোপরি নিক্ষেপ করিলে, ধূম্রাক্ষ সেই প্রস্তরখণ্ডকে পতনোন্মুখ দেখিয়া ভয়-বশত গদা উদ্যত করিয়া রথ হইতে লম্ফ প্রদান করত বেগে ভূতলে পতিত হইল। অনন্তর, সেই শিলা, চক্র কূবর অশ্ব ধ্বজ ও শরাসন সকলের সহিত ধূম্রাক্ষের রথকে বিচূর্ণিত করিয়া ভূতলে পতিত হইল। তখন বায়ু-তনয় হনুমান্ তদীয় রথ পরিত্যাগ করত স্কন্ধ ও বিটপের সহিত দ্রুম সকল-দ্বারা রাক্ষসগণকে উৎপীড়িত করিতে লাগিলেন। রাক্ষসগণ দ্রুম-সন্তাড়িত হওয়ায় তাহাদের মস্তক সকল ভগ্ন

হইয়া গেল এবং তাহা হইতে রুধিরধারা সকল পতিত হইতে লাগিল। অনেকেই গতাসু হইয়া ভূতলে পতিত হইল। মারুতি এইরূপে রাক্ষসসেনাগণকে বিদ্রাবিত করিয়া একটি গিরিশৃঙ্গ গ্রহণ করত ধূম্রাক্ষের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। বীর্য্যবান্ ধূম্রাক্ষ হনুমানকে সমাগত দেখিয়া সিংহনাদ করত গদা উদ্যত করিয়া তাঁহার প্রতি অভিদ্রুত হইল। অনন্তর, ক্রোধভরে সেই বহুকণ্টক গদাকে ক্রুদ্ধ বায়ু-নন্দনের মস্তকে পাতিত করিল। পরন্তু, বায়ুর ন্যায় বলশালী বানর হনুমান্ সেই ভীমবেগ গদা-দ্বারা তাড়িত হইয়া সেই গদাঘাতকে প্রহার বলিয়াই মনে করিলেন না। অনন্তর, সেই পূর্ব্ব-গৃহীত গিরিশৃঙ্গ ধূম্রাক্ষের মস্তকোপরি নিপাতিত করিলে, সে তদ্দ্বারা নিরতিশয় আঘাতিত হইয়া স্বীয় অঙ্গ সকল বিস্ফারিত করত বিকীর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় সহসা ভূতলে পতিত হইল। হতাবশিষ্ট নিশাচরগণ ধূম্রাক্ষকে নিহত দেখিয়া সাতিশয় ত্রস্ত হইল এবং প্লবঙ্গমগণ-কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া সভয়ে সত্বর লঙ্কা-মধ্যে প্রবেশ করিল।

মহাবল পবন নন্দন এইরূপে শত্রুগণকে নিপাতিত করত রণ-ভূমিতে শোণিত-নদী প্রবাহিত করিয়া রিপুবধ-জনিত শ্রমে একান্ত ক্লান্ত হইলেও বানরগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া নিরতিশয় প্রীতি লাভ করিলেন।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫২॥

রাক্ষসেন্দ্র রাবণ ধূম্রাক্ষের নিধন বার্ত্তা শ্রবণে নিরতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আশীবিষ-সদৃশ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, ক্রোধে অধীর হইয়া দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত ক্রূর-স্বভাব মহাবল বজ্রদংষ্ট্র নামক রাক্ষসকে কহিলেন;—'হে বীর! তুমি রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া রণ-ভূমিতে গমন করত দাশরথি রাম ও বানরগণের সহিত সুগ্রীবকে বিনাশ করিয়া আইস। মায়া-বিশারদ নিশাচর ধূম্রাক্ষ রাক্ষসপতির সেই বাক্য স্বীকার করত অসংখ্য তুরঙ্গ মাতঙ্গ উষ্ট্র গর্দ্দভ ও পতাকা-ধ্বজ-শোভিত রথশালিনী মহতী রাক্ষস-সেনা ও সেনানায়কগণে পরিবৃত হইয়া সমাহিতমনে যুদ্ধযাত্রায় নির্গত হইল। সেই বীর নির্যাণকালে বিচিত্র কেয়ূর ও মুকুট ধারণ করত বর্ম্ম পরিধান করিয়া কাঞ্চন-ভূষিত দীপ্ত ও পতাকা-সমলঙ্কৃত রথকে প্রদক্ষিণ করত তদুপরি আরোহণ করিল। বিচিত্র তোমর, শ্লক্ষ্ণ মুষল, নিশিত কুঠার ও ঋষ্টি ভিন্দিপাল চাপ শক্তি পট্টিশ খড়্গ চক্র গদা ও অপর বিবিধ শস্ত্রপাণি পদাতি সৈন্যগণ তাহার অনুগমন করিতে লাগিল। সেই রাক্ষস-পুঙ্গবগণ সকলেই দীপ্ত ও বিচিত্র বসন-পরিধায়ী। তাহাদের পশ্চাতে তোমর ও অঙ্কুশ-পাণি হস্তিপক-সমারূঢ় শূর রণ-কুশল মদমত্ত মাতঙ্গগণ চলনশীল অচলজালের ন্যায় গমন করিতে লাগিল। অনন্তর, সারোহ লক্ষণ-সম্পন্ন রণ-নিপুণ মহাবল তুরঙ্গগণও নির্গত হইল। তৎকালে প্রাবৃট্‌কালের সৌদামিনী-শোভিত গর্জ্জনশালিনী কাদম্বিনীর ন্যায় সেই ঘোররূপ রণগামিনী

রাক্ষস-বাহিণী নির্গত হইয়া, যথায় যুথপতি অঙ্গদ অবস্থান করিতেছিলেন, সেই দক্ষিণ-দ্বারে গমন করিল।

রাক্ষসগণ নির্গত হইলে তাহাদের অশুভ-সূচক অরিষ্ট সকল দৃষ্ট হইতে লাগিল। আকাশ হইতে তীব্র বিদ্যুৎ ও অলাত সকল পতিত হইতে লাগিল; ঘোররূপ শিবাগণ হুতাশ শিখাসকল বমন করত শব্দ করিতে আরম্ভ করিল এবং পশুগণ চীৎকার করত রাক্ষসগণের নিধনবার্ত্তা প্রচার করিতে লাগিল। গমনকালে যোদ্ধাগণের নিদারুণ পাদ-স্খলন হইতে লাগিল। পরন্তু তেজস্বী মহাবল বজ্রদংষ্ট্র এই সকল ঔৎপাতিক লক্ষণ দর্শন করিয়াও ধৈর্য্য অবলম্বন করত সমর-সমুৎসুক হইয়া নির্গত হইল। এদিকে বিজয়ী বানর-বৃন্দ রাক্ষসগণকে সমাগত দেখিয়া এরূপ সিংহনাদ করিতে লাগিল যে, তাহার প্রতিধ্বনিতে দিক্ সকল পরি-পূরিত হইয়া উঠিল। অনন্তর, পরস্পর বধাভিলাষী ভীম-রূপ মহাবল বানর ও রাক্ষসগণের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তখন সেই মহোৎসাহ বীরগণের দেহ মস্তক ও অধর সকল ভিন্ন হওয়ায় তাহারা রক্তাক্ত দেহ হইয়া ভূপতিত হইতে লাগিল। সমরে অপরাঙ্মুখ ও পরিঘের ন্যায় বাহুশালী কোন কোন রাক্ষসবীরগণ পরস্পরকে আক্রমণ করত বিবিধ শস্ত্র সকল ক্ষেপণ করিতে লাগিল। সেই ঘোর রণস্থলে দ্রুম শিলা ও শস্ত্র সকলের হৃদয়-ভেদন সুমহৎ শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। রথনেমি ধনু শঙ্খ ভেরী ও মৃদঙ্গ সকলেরও ঘোরতর তুমুল শব্দ হইতে লাগিল।

অনন্তর, কোন কোন বীর অস্ত্র সকল পরিত্যাগ করত তল চরণ ও মুষ্টি দ্বারা বাহুযুদ্ধ ও কেহ কেহ দ্রুমযুদ্ধও করিতে লাগিল। তখন কোন কোন রাক্ষস যুদ্ধ-দুর্ম্মদ বানরগণ-কর্ত্তৃক জানু-দ্বারা আহত হইয়া ভগ্নদেহ হইল এবং কেহ কেহ শিলাঘাতে চূর্ণিত হইয়া গেল। অনন্তর, বজ্রদংষ্ট্র এই সমস্ত দেখিয়া, বানরগণকে বিত্রাসিত করত লোক সংহারে উদ্যত পাশহস্ত যমের ন্যায় রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিল। তখন বিবিধ প্রহরণধারী অস্ত্রবিৎ বলবান্ নিশাচরগণ ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া বানরসেনাগণকে হনন করিতে আরম্ভ করিল। পরন্তু, বালি-নন্দন রণভূমিতে রাক্ষসগণ-কর্ত্তৃক বানরগণকে নিহত হইতে দেখিয়া প্রলয়কালীন অনলের ন্যায় দ্বিগুণতর ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। অনন্তর, ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী সেই বীর্য্যবান্ অঙ্গদ ক্রোধে লোহিত-লোচন হইয়া সিংহ যেরূপ ক্ষুদ্র মৃগগণকে নাশ করে, তদ্রূপ বৃক্ষ উদ্যত করিয়া সেই রাক্ষসগণের ঘোরতর বিনাশ সাধন করিতে লাগিলেন। তখন সেই ভীম-বিক্রম নিশাচরগণ অঙ্গদ-কর্ত্তৃক আঘাতিত হওয়ায় ভিন্ন-মস্তক হইয়া ছিন্ন পাদপদামের ন্যায় ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। রথ, বিচিত্র-ধ্বজ, অশ্ব, বানর ও রাক্ষসগণের হতদেহ এবং রুধির-সমূহে সমাচ্ছন্ন হওয়ায়, সেই রণভূমি নিরতিশয় ভয়ঙ্করী হইয়া উঠিল। অপিচ, তৎকালে সেই রণভূমি হার কেয়ুর বস্ত্র ও শস্ত্র সকলে সমলঙ্কৃত হইয়া শারদী নিশার ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তৎকালে অঙ্গদের বেগে আলোড়িত হইয়া

সেই সুমহৎ রাক্ষসবল পবন-সঞ্চালিত অম্বুদদামের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিল।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৩ ॥

স্বীয় সেনা-সমূহের নিধন এবং অঙ্গদের পরাক্রম দর্শনে মহাবল রাক্ষস বজ্রদংষ্ট্র নিরতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, শক্রাশনি-সদৃশ স্বীয় বিপুল ধনু বিস্ফারিত করত শরবৃষ্টি-দ্বারা বানরসেনাগণকে বিকীর্ণ করিতে লাগিল। তখন রথারূঢ় বিবিধ প্রহরণধারী শূর নিশাচরমুখ্যগণও যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। প্লবগ-সত্তম শূর বানরগণও সমবেত হইয়া শিলা হস্তে সর্ব্বতোভাবে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সেই রণভূমিতে রাক্ষসগণ কপিশ্রেষ্ঠগণের উপর সহস্র সহস্র নিদারুণ শর সকল পাতিত করিতে লাগিল, মত্ত-মাতঙ্গ-সদৃশ বানরবীরগণও রাক্ষসগণকে লক্ষ্য করিয়া মহান্ বৃক্ষ ও মহতী শিলা সকল ক্ষেপণ করিতে লাগিল। এইরূপ যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ ও সমরাভিলাষী সেই রাক্ষস ও বানরগণের সুযুদ্ধ আরম্ভ হইলে, তাহাদের কাহারও মস্তক ভগ্ন হইল এবং অনেকেরই পদ ও বাহু ছিন্ন হইয়া গেল। তখন বানর ও রাক্ষসগণ শর-পীড়িত হইয়া রুধির পরিপ্লুত-দেহে ভূতলে শয়ন করিতে থাকিলে, তাহাদের শব সকল কঙ্ক গৃধ্র বলাকা ও গোমায়ুগণে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ভীরুগণের ভয়জনক কবন্ধ সকল উৎপতিত হইতে লাগিল। ভুজ পাণি মস্তক এবং দেহ সকল ছিন্ন হওয়ায় বানর ও রাক্ষসগণ ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। অনন্তর, বানর-

সেনাগণ-কর্ত্তৃক হন্যমান সেই নিশাচরের বলসকল বজ্র-দংষ্ট্রের সম্মুখেই ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

প্রতাপশালী রাক্ষস বজ্রদংষ্ট্র প্লবঙ্গমগণ-কর্ত্তৃক হন্যমান ও ভয়বিত্রস্ত নিশাচরগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া রোষে লোহিত-লোচন হইল এবং ধনুর্ধারণ করত বানরবাহিনীকে সন্ত্রাসিত করিয়া রণভূমিতে প্রবেশ করত অজিহ্মগামী কঙ্কপত্র-বিশিষ্ট শর-সমূহ-দ্বারা বানরগণকে বিদারণ করিতে লাগিল। সেই প্রতাপবান্ বজ্রদংষ্ট্র নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া প্রত্যেক শরক্ষেপে একেবারে পাঁচ সাত আট ও নয়জন বানরকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। বানরগণও শর-সমূহে ছিন্নদেহ হইয়া প্রজাগণ যেরূপ প্রজাপতির অভিমুখে ধাবিত হয়, তদ্রূপ ভয়ে অঙ্গদের অভিমুখে ধাবিত হইল। তখন বালি-নন্দন বানরগণকে ভগ্ন দেখিয়া ক্রোধে চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণকারী বজ্রদংষ্ট্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর, বজ্রদংষ্ট্র ও অঙ্গদ উভয়েই নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে তাহাদিগকে মদমত্ত মাতঙ্গ ও কেশরীর ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তদনন্তর, নিশাচর বজ্রদংষ্ট্র অগ্নিশিখা-সদৃশ সহস্র শর-দ্বারা মহাবল বালি-নন্দনকে মর্ম্মদেশে আঘাতিত করিলে, ভীম-পরাক্রম বলশালী বালি-তনয়ের সর্ব্বাঙ্গ রুধির-পরিপ্লুত হওয়ায় তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বজ্রদংষ্ট্রের অভিমুখে একটি বৃক্ষকে ক্ষেপণ করিলেন। পরন্তু, নিশাচর সেই বৃক্ষকে পতিত হইতে দেখিয়া, অসম্ভ্রান্ত-হৃদয়ে তাহাকে বহুধা ছেদন করিয়া ফেলিলে, তাহা খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূতলে পতিত

হইল। প্লবগ-পুঙ্গব অঙ্গদ বজ্রদংষ্ট্রের তাদৃশ বিক্রম দর্শন করিয়া একটি বিপুল শিলা গ্রহণ করত তাহা ক্ষেপণ করিয়া সিংহনাদ করিলেন। পরন্তু, বীর্য্যবান্ নিশাচর সেই শিলা-খণ্ডকে পতিত হইতে দেখিয়া, রথ হইতে লম্ফ প্রদান করত ভ্রম রহিত হইয়া গদাহস্তে ভূতলে অবস্থান করিতে লাগিল। তৎকালে অঙ্গদ-ক্ষিপ্ত সেই শিলা সবলে পতিত হইয়া রণভূমির মধ্যস্থিত চক্র ও কূবরের সহিত সেই রথকে চূর্ণ করিয়া ফেলিল।

অনন্তর, অঙ্গদ অন্য একটি দ্রুম-ভূষিত বিপুল পর্ব্বত-শৃঙ্গ গ্রহণ করত বজ্রদংষ্ট্রের মস্তকে পাতিত করিলে, সেই নিশাচর রুধির বমন করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইল এবং মুহূর্ত্তকালমাত্র হতজ্ঞান থাকিয়া স্বীয় গদাকে অবলম্বন করত নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তদনন্তর, সেই নিশাচর সংজ্ঞা লাভ করত নিরতিশয় রোষভরে সম্মুখে অবস্থিত বালি-সুতের বক্ষঃস্থলে গদা-দ্বারা আঘাত করিল। তৎপরে গদাদি যুদ্ধ পরিত্যাগ করত সেই বানর ও রাক্ষস উভয়ে মুষ্টিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিল। তখন সেই বিক্রমশালী বীর-যুগল পরস্পর পরস্পরের প্রহারে জাতশ্রম ও রুধিরাক্ত-দেহ হওয়ায় তাহাদের উভয়কে মঙ্গল ও বুধ গ্রহের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর, পরমতেজস্বী প্লবগ-পুঙ্গব অঙ্গদ পুষ্প ও ফলশালী একটি বৃক্ষ উৎপাটন করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরন্তু, নিশাচর বজ্রদংষ্ট্র কিঙ্কিণীজাল-সমাচ্ছন্ন পরিষ্কৃত চর্ম্ম ও চর্ম্মকোষ-সমাচ্ছাদিত

খড়্গ গ্রহণ করায়. বালিনন্দনও মৃগচর্ম্মনির্ম্মিত জয়সূচক বিপুল চর্ম্ম ও খড়্গ গ্রহণ করিলেন। তখন, বিজয়াভিলাষী সেই বানর ও রাক্ষস বিচিত্র রুচিরমার্গে বিচরণ করত পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিল। পরস্পর যুধ্যমান সেই বীর-যুগলের সর্ব্বাঙ্গ রুধির-পরিপ্লুত হওয়ায় তাহারা উভয়ে পুষ্পিত কিংশুকতরু-যুগলের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছিল। অনন্তর, তাহারা উভয়েই পরিশ্রান্ত হইয়া ভূমিতে জানু সংলগ্ন করত উপবেশন করিল; পরন্তু, দীপ্তাক্ষ মহাবল কপিকুঞ্জর বালিনন্দন অঙ্গদ দণ্ডাহত উরগের ন্যায় নিমেষান্তরমাত্রে পুনর্ব্বার উত্থিত হইয়া একটি সুধৌত নির্ম্মল খড়্গ দ্বারা বজ্রদংষ্ট্রের সুমহৎ মস্তক হরণ করিলেন। তদনন্তর, সেই রুধিরাক্ত-দেহ নিশাচরের শোভন বিস্তীর্ণ-লোচন-সমন্বিত খড়্গাহত মস্তক দুই খণ্ড হইয়া ভূতলে পতিত হইল।

বজ্রদংষ্ট্রকে নিহত দেখিয়া, ভয়ে রাক্ষসগণের বুদ্ধি লোপ হইল এবং তাহারা প্লবঙ্গম-কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া বিষণ্ণবদনে দীনমনে ও লজ্জায় কিঞ্চিৎ অধোবদন হইয়া, সত্বর লঙ্কা-মধ্যে পলায়ন করিতে লাগিল। এইরূপে ইন্দ্র-সদৃশ প্রতাপবান্ সেই মহাবল বালি-তনয় কপিসৈন্য-মধ্যে সেই নিশাচরকে নিহত করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন এবং ত্রিদশগণ-পরিবৃত সহস্রলোচন বাসবের ন্যায় বানরগণ-কর্ত্তৃক পূজিত হইলেন।

চতুঃ-পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫৪॥

রাবণ, বালিনন্দন-কর্তৃক বজ্রদংষ্ট্রকে নিহত শ্রবণ করিয়া, কৃতাঞ্জলি-পুটে উপস্থিত বলাধ্যক্ষ প্রহস্তকে কহিলেন;—'ভীম-বিক্রম দুর্দ্ধর্ষ নিশাচরগণ সর্ব্বশস্ত্রাস্ত্র বিচক্ষণ অকম্পনকে পুরোবর্ত্তী করিয়া শীঘ্র যুদ্ধযাত্রায় নির্গত হউক। এই বীর অকম্পন রণ-ভূমিতে শত্রুগণের শাস্তা, সেনাগণের রক্ষিতা, যুদ্ধের নায়ক, নিয়ত আমার ঐশ্বর্য্যাভিলাষী ও সতত সমরপ্রিয় বলিয়া সকলের সম্মত হইয়াছে। এই বীরই রাঘব-যুগল ও মহাবল সুগ্রীবকে জয় করত, অপর ঘোররূপ বানরগণকে নিহত করিতে পারিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।'

লঘু-পরাক্রম মহাবল প্রহস্ত রাবণের এতাদৃশ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া বল সকলকে নির্গত হইতে আদেশ করিল। অনন্তর, সেই বিবিধায়ুধধারী ভীমাক্ষ ও ভীম-দর্শন নিশাচর-মুখ্যগণ বলাধ্যক্ষ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া, যুদ্ধযাত্রায় নির্গত হইল। তদনন্তর, মহারণে দেবগণও যাহাকে কম্পিত করিতে সমর্থ হয়েন না, সেই মেঘাভ মেঘবর্ণ ও মহামেঘ-সদৃশ শব্দায়মান অকম্পন, তপ্তকাঞ্চন-ভূষিত বিপুল রথে আরোহণ করত ঘোররূপ রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া নির্গত হইল। তৎকালে, রাক্ষসগণ-মধ্যগত সেই অকম্পনকে তেজোময় দিবাকরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। পরন্তু, তখন সমর-বাসনায় নির্ধাবমান সেই কোপপূর্ণ অকম্পনের রথবাহী বাজিগণের মন অকস্মাৎ অকারণে দীনভাবাপন্ন হইতে লাগিল। সেই সমরোৎসুক বীরেরও বাম-নয়ন বিস্ফুরিত, মুখবর্ণ বিবর্ণ এবং

স্বরও গদ্গদ হইল। সেই সুদিন সময়েও দুর্দ্দিন উপস্থিত হইল; সমীরণ রুক্ষভাবে প্রবাহিত হইতে লাগিলেন এবং ভয়াবহ মৃগ ও পক্ষিগণ ক্রূর রব করিতে আরম্ভ করিল। পরন্তু, সিংহের ন্যায় উন্নত-স্কন্ধ ও শার্দ্দূল-সদৃশ বিক্রমশালী সেই বীর এই উৎপাত সকলের বিষয় কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়াই রণাঙ্গণে প্রস্থিত হইল।

সেই নিশাচর রাক্ষস-সেনাগণের সহিত নির্গত হইলে, তাহাদের এরূপ সুমহৎ শব্দ সমুত্থিত হইল যে, তাহাতে জলনিধিও সংক্ষুব্ধ হইলেন। সেই শব্দে যুদ্ধার্থ সমুপস্থিত দ্রুমশৈলযোধী মহতী বানরবাহিণী বিত্রস্ত হইয়া উঠিল। অনন্তর, রাম ও রাবণের নিমিত্ত প্রাণ পর্য্যন্তও বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত সেই বানর ও রাক্ষসগণের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পরস্পর হননাভিলাষী সেই বানর ও রাক্ষসগণ সকলেই অতিশয় বলশালী ও শূর এবং সকলেরই দেহ পর্ব্বত-প্রমাণ। তখন, রণস্থলে রোষ-বশত পরস্পর গর্জ্জনশীল ও অতিশয় বেগবান্ সেই শব্দায়মান বানর-বৃন্দের সুমহৎ শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। বানর ও রাক্ষস-গণ-কর্ত্তৃক উদ্ধূত সুভীম অরুণবর্ণ ধূলিদাম সমুত্থিত হইয়া দশদিক্ সমাচ্ছাদিত করিল। সেই রণ-ভূমি উদ্ধূত কৌ-শেয়-সদৃশ পাণ্ডুরবর্ণ রজো-দ্বারা সংবৃত হইয়া দৃষ্টি-পথা-তীত হইল; ধ্বজ, পতাকা, তুরঙ্গ, মাতঙ্গ, আয়ুধ অথবা স্যন্দন সকলই অন্তর্হিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তৎকালে পরস্পর শব্দায়মান ও ধাবমান বীর-বৃন্দের তুমুল শব্দমাত্রই শ্রুত হইতেছিল, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে

পাওয়া যায় নাই। সেই ঘোরতর অন্ধকারে সমরাসক্ত বানরগণ বানরগণকে ও নিশাচরগণই নিশাচরগণকে আঘাত করত হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল। বানর ও নিশাচরগণ স্বীয় ও শত্রুপক্ষীয় সেনাগণকে নিহত করত, রণ-ভূমিকে রুধিরার্দ্র করায়, তৎকালে তাহাকে লোহিত-বর্ণ পঙ্ক-দ্বারা লিপ্ত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর, রুধিরধারা-নিকর-দ্বারা ধূলিপটল অপগত হইলে, শবশরীর-সঙ্কীর্ণ সেই রণ-চত্বর দৃষ্ট হইল।

এইরূপে বানর ও রাক্ষসগণ দ্রুম, শক্তি, গদা, প্রাস, শিলা, পরিঘ ও তোমর-দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিল। রণরক্ত ভীমকর্ম্মা বানরগণ পরিঘ-সদৃশ বাহু-দ্বারা পর্ব্বতপ্রতিম রাক্ষসগণকে এবং প্রাস-তোমর-ধারী নিশাচরগণও নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া নিদারুণ শস্ত্র-সকল-দ্বারা বানরগণকে নিহত করিতে লাগিল। রাক্ষস-গণের সেনাপতি অকম্পন, পতিত ভীমবিক্রম নিশাচর-গণকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। বানরগণও মহান্ বৃক্ষ ও মহতী শিলা-সকল-দ্বারা বলসহকারে রাক্ষসগণের শস্ত্রসকল সমাচ্ছাদিত করত তাহাদিগকে বিদারিত করিতে লাগিল। এই অবসরে কুমুদ নল ও মৈন্দপ্রভৃতি হরি-বীরগণ নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সুমহৎ বেগ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। সেই মহাবীর বানরপুঙ্গবগণ সেনামুখে অবস্থান করত, অবলীলাক্রমে রাক্ষসগণের মহতী দুর্দ্দশা করিতে লাগিল। 'অকম্পন-সমাদিষ্ট বিবিধায়ুধ-যোধী

নিশাচরগণও বহুবিধ অস্ত্র-দ্বারা বানরগণকে মুহুর্মুহু মথিত করিতে লাগিল।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৫ ॥

রণভূমিতে বানরসত্তমগণের সেই সুমহৎ কর্ম্ম দর্শন করিয়া, সেনাপতি অকম্পনও একান্ত ক্রুদ্ধ হইল। সেই বীর শত্রুগণের কর্ম্ম দর্শন করিয়া, ক্রোধে মূর্চ্ছিতবৎ হইল এবং স্বীয় বিপুল কার্ম্মুক কম্পিত করত সারথিকে কহিল;—'হে সারথে! এই বলবান্ বানরগণ সমরে অসংখ্য রাক্ষসগণকে নিহত করিতেছে; অতএব, শীঘ্র ঐ স্থানেই রথ লইয়া চল। যাহারা দ্রুম ও শিলারূপ প্রহরণ-সকল ধারণ করত, আমার সম্মুখে অবস্থান করিতেছে, এই সমরশ্লাঘী ভীমকোপ বানরগণ অতিশয় বলবান্; অতএব অগ্রে ইহাদিগকেই নিহত করিতে ইচ্ছা করি; কারণ, দেখিতেছি যে, এই কয়েক-জন-দ্বারাই সমগ্র রাক্ষসবল প্রমথিত হইতেছে।'

অনন্তর, সারথি-কর্ত্তৃক অশ্বগণ সঞ্চালিত হইলে, রথিশ্রেষ্ঠ অকম্পন বানরগণের অভিমুখে প্রস্থিত হইয়া দূর হইতেই তাহাদিগকে শরজাল-দ্বারা সমাচ্ছাদিত করিতে লাগিল। তখন সেই অকম্পনের সহিত যুদ্ধ করা দূরে থাকুক, বানরগণ তাহার সম্মুখেও অবস্থান করিতে পারিল না; প্রত্যুত তদীয় শর-দ্বারা নিতান্ত পীড়িত ও ভগ্ন হইয়া সকলেই পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। পরন্তু, মহাবল হনুমান্ স্বীয় জ্ঞাতিগণকে অকম্পন-শরে নিতান্ত

পীড়িত ও মৃত্যুদশাগ্রস্ত দেখিয়া, তদভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তখন, সেই মহাকপিকে দর্শন করিয়া, সেই বীর প্লবঙ্গমগণ পুনর্ব্বার রণভূমিতে আগমন করত তাহাকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইল। হনুমানকে যুদ্ধার্থ ব্যবস্থিত দেখিয়া সেই পলায়মান বানরশ্রেষ্ঠগণও বলশালী হইল; কারণ, বলবানের সাহায্যে দুর্ব্বলও বলবান্ হইয়া থাকে। অনন্তর, অকম্পন শৈল-সদৃশ হনুমান্‌কে অগ্রে অবস্থান করিতে দেখিয়া, যেরূপ দেবরাজ বারিধারা বর্ষণ করেন, তদ্রূপ তাহার উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিল। পরন্তু, মহাবল বানর হনুমান্ নিজ শরীরে নিপতিত সেই বাণ-সকলের বিষয় চিন্তা না করিয়া, অকম্পনের বধবিষয়েই মনোভিনিবেশ করিলেন।

সেই মহাতেজস্বী পবনতনয় হনুমান্ মেদিনী কম্পিত করত হাসিতে হাসিতে সেই রাক্ষসের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তৎকালে স্বীয় তেজে দীপ্যমান ও শব্দায়মান সেই বীরের রূপ প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ হইল। বীর্য্যবান্ বানরপুঙ্গব মারুতি আপনাকে প্রহরণ-বিহীন দেখিয়া, একটা শৈল উৎপাটন করিলেন এবং এক হস্তে সেই মহাশৈল গ্রহণ করত সিংহনাদ করিয়া তাহা ভ্রামিত করিতে লাগিলেন। তদনন্তর, পুরাকালে দেবরাজ রণস্থলে যেরূপ নমুচির প্রতি অভিদ্রুত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ সেই রাক্ষসশ্রেষ্ঠ অকম্পনের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। পরন্তু, অকম্পন সেই গিরিশৃঙ্গকে সমুদ্যত দেখিয়া, দূর হইতেই সুমহৎ অর্দ্ধচন্দ্র বাণ-দ্বারা তাহাকে বিদারিত

করিয়া ফেলিল। হনুমান্ সেই পর্ব্বতশৃঙ্গকে রাক্ষস-বাণ-কর্ত্তৃক শূন্যমার্গেই বিদারিত এবং, বিকীর্ণ হইয়া ভূতলে পতিত দেখিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া পড়িলেন। তখন, রোষ ও দর্পান্বিত সেই হরিশ্রেষ্ঠ মহা গিরি সদৃশ উন্নত একটি অশ্বকর্ণ বৃক্ষ দেখিয়া, তাহাকে উৎপাটন করিলেন। অনন্তর, সেই মহাদ্যুতি মারুতি সেই মহাস্কন্ধ অশ্বকর্ণকে গ্রহণ করত পরম প্রীতিসহকারে তাহাকে রণস্থলে ভ্রামিত করিতে লাগিলেন। তৎকালে রোষপূর্ণ হনুমানের সুমহৎ বেগভরে বৃক্ষসকল ভগ্ন এবং পদবিন্যাসে বসুমতী বিদারিত হইতে লাগিল। এইরূপে হনুমান্ সারোহ মাতঙ্গ, রথের সহিত রথী ও অপর ভীমরূপ পদাতিক রাক্ষসগণকে নিহত করিতে থাকিলে, তাহারা প্রাণহারী যমের ন্যায় সেই দ্রুমহস্ত ক্রুদ্ধ অঞ্জনা-তনয়কে দেখিয়াই পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। মহাবীর অকম্পন, সেই সমাগত মহাবীর্য্য ক্রুদ্ধ হনুমান্‌কে নিশাচরগণের ভয়োৎপাদন করিতে দেখিয়া অতিশয় ক্ষুব্ধ হইল এবং সিংহনাদ করত দেহবিদারণকারী সুশাণিত চতুর্দ্দশটি শর-দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিল। তৎকালে, সুশাণিত নারাচ ও শক্তি সকল-দ্বারা তাহার শরীর এরূপ বিপ্রকীর্ণ হইয়াছিল যে, তাহাকে পাদপ-সমাকুল গিরিবরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। অপিচ, সেই মহাবল মহাকায় ও মহাবীর্য্য হনুমান্ পুষ্পিত অশোক ও বিধূম পাবকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তদনন্তর, পবন-তনয়, সত্বর অন্য একটি বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া নিরতিশয় বেগ-সহকারে রাক্ষসেন্দ্র অকম্প-

নের মস্তকে আঘাত করিলেন। ক্রোধপূর্ণ মহাবল বানরেন্দ্র-কর্ত্তৃক এইরূপে বৃক্ষ-দ্বারা সমাহত হইয়া, সেই রাক্ষস তৎক্ষণাৎ ভূপাতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

নিশাচরগণ রাক্ষসেন্দ্র অকম্পনকে নিহত ও ভূতলে পতিত দেখিয়া সাতিশয় ব্যথিত হইল এবং ভূকম্পকালীন দ্রুমদামের ন্যায় কাম্পিত হইতে লাগিল। তখন, সেই পরাজিত রজনীচরগণ, বানরগণ-কর্ত্তৃক অভিদ্রুত হইয়া, স্বস্ব প্রহরণ পরিত্যাগ করত লঙ্কাভিমুখে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। সেই পরাজিত ভগ্নমন ও মুক্তকেশ নিশাচরগণ ভয়-বশত সসম্ভ্রমে পলায়ন করিতে থাকিলে, তাহাদের দেহ হইতে স্বেদজল বিগলিত হইতে লাগিল। তৎকালে, তাহাদের এরূপ ভয় উপস্থিত হইয়াছিল যে, তাহারা গমনকালে বারম্বার পশ্চাৎদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল এবং আপনারা পরস্পর পরস্পরকে প্রমথিত করত নগর-মধ্যে প্রবেশ করিল।

এইরূপে রাক্ষসগণ লঙ্কা-মধ্যে প্রবেশ করিলে, মহাবল বানরগণ প্রত্যাবৃত্ত হইয়া হনুমান্‌কে পূজা করিল এবং সেই নীতি-বিশারদ সত্ত্ব-সম্পন্ন হনুমান্‌ও আলিঙ্গন এবং সম্ভাষণাদি-দ্বারা তাহাদের সকলকে যথাযোগ্যরূপে প্রতিপূজিত করিলেন। অনন্তর, সেই বিজয়ী বানর-বৃন্দ যথাশক্তি সিংহনাদ করিয়া, মৃত রাক্ষসগণকে জীবিত বোধেই পুনর্ব্বার আকর্ষণ করিতে লাগিল। যেরূপ অমিত্রঘাতী মহাবল বিষ্ণু রণস্থলে ভীমরূপ মহাবল মধুকৈটভাদি মহাসুরগণকে নিহত করিয়া মহতী শোভা ধারণ করিয়াছিলেন,

তদ্রূপ সেই মহাকপি মারুতিও রাক্ষসগণকে নিহত করিয়া বীর-শোভায় শোভিত হইলেন। তৎকালে, আকাশস্থ দেবগণ, সুগ্রীব-প্রমুখ বানরগণ, মহাবল বিভীষণ, অতিবল লক্ষ্মণ এবং স্বয়ং রামও সেই কপিকে যথাবৎ সম্মানিত করিলেন।

ষট্-পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫৬॥

অকম্পনের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, নিশাচরপতি রাবণ নিরতিশয় কোপাবিষ্ট হইলেন এবং দীন-বদনে সচিব-গণের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া, মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করত, লঙ্কার গুল্ম সকল পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বাহ্ণ-সময়ে পুর-মধ্যে গমন করিলেন এবং নগর-মধ্যে পরিভ্রমণ করত দেখিলেন, পতাকাধ্বজমালিনী ও বহুব্যূহ-সমন্বিত সেই লঙ্কানগরী রাক্ষসগণ-কর্তৃক সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত হই-তেছে। তদনন্তর, রাক্ষসেশ্বর রাবণ সেই লঙ্কানগরীকে বানরগণ-কর্তৃক সর্ব্বতোভাবে রুদ্ধ দেখিয়া, যথাসময়ে যুদ্ধ-বিশারদ প্রহস্তকে এই আত্ম-হিতকর বাক্য কহিলেন। রাবণ কহিলেন;—'হে যুদ্ধবিশারদ! শত্রু সৈন্যগণ চতুর্দ্দিকে সন্নিবিষ্ট হইয়া পুরীকে যেরূপ উৎপীড়িত করি-তেছে, ইহাতে এসময় যুদ্ধ ভিন্ন মোক্ষের অন্য উপায় দেখিতে পাই না। পরন্তু এক্ষণ, আমি, কুম্ভকর্ণ, ইন্দ্র-জিৎ, নিকুম্ভ অথবা আমার সেনাপতি, তুমি ভিন্ন, অন্য কে আর এ ভার বহন করিতে সমর্থ হইবে? অতএব, তুমি

সত্বর রথারোহণ করত বল-পরিবৃত্ত হইয়া, যে স্থানে বানরগণ অবস্থান করিতেছে, সেই স্থানে যুদ্ধযাত্রা কর। বোধ হয় 'তুমি নির্গত হইয়াছ' এই কথা শুনিয়াই সেই বানরবাহিনী বিচলিত হইবে এবং শব্দায়মান রাক্ষসগণের সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া, ইতস্তত পলায়ন করিবে। হে বীর! যেরূপ মাতঙ্গগণ সিংহনাদ সহ্য করিতে পারে না, তদ্রূপ সেই অবিনীত চপল ও চলচিত্ত বানরবাহিণী তোমার ভীমনাদ সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না। হে প্রহস্ত! বল-সকল ইতস্তত বিদ্রুত হইলে, সেই প্রভুশক্তি-বিহীন অসহায় রামও সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের সহিত তোমার বশীভূত হইবে। হে বীর! সেই যুদ্ধস্থলে তোমার বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই, প্রত্যুত তুমিই শ্রেয়োলাভ করিবে; অতএব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াই কর্ত্তব্য। যাহা হউক, সম্প্রতি তুমি যাহা হিত বলিয়া বিবেচনা করিতেছ, তাহা আমার মনের অনুকূল অথবা প্রতিকূলই হউক, প্রকাশ করিয়া বল।'

রাবণ কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া, সেনাপতি প্রহস্ত, ভার্গব যেরূপ দানবেন্দ্রকে বলিয়া থাকেন, তদ্রূপ রাক্ষসেন্দ্রকে কহিলেন;—'মহারাজ! পূর্ব্বে আমরা নীতিনিপুণ মন্ত্রিগণের সহিত এবিষয়ের মন্ত্রণা করিয়াছিলাম; কিন্তু, তৎকালে পরস্পর মতের সমতা না হওয়ায়, আমাদের বিবাদও হইয়াছিল। তখন, আমি সীতাকে প্রতিপ্রদান করাই শ্রেয়স্কর বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছিলাম এবং তাহা না করিলে যে যুদ্ধ ঘটনা হইবে, তাহাও কহিয়াছিলাম।

মহারাজ! সম্প্রতি আমাদের সেই ঘটনাই উপস্থিত হইয়াছে। রাক্ষসনাথ! সে যাহা হউক, আপনি দান, সম্মান ও বিবিধ সান্ত্ব-বাক্য-দ্বারা আমাকে সম্মানিত করিয়া থাকেন, অতএব এসময় আপনার নিমিত্ত কোনরূপ হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে ত্রুটি করিব না।' সেনাপতি রাক্ষসপতি-রাবণকে এই কথা বলিয়া সম্মুখে উপস্থিত বলাধ্যক্ষকে কহিলেন;—'মহতী রাক্ষসবাহিনীকে শীঘ্র আমার নিকট উপস্থিত কর; অদ্য রণস্থলে মদীয় বাণের সুমহৎ বেগ-বশত নিহত বানরগণের মাংস ভক্ষণ করিয়া, কাননবাসী মাংসাদ পক্ষিগণ তৃপ্তি লাভ করুক।' তাঁহার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাবণ-মন্দিরস্থ বলাধ্যক্ষগণ ত্বরা-সহকারে বল-সকলকে উদ্যোজিত করিলে, মুহূর্ত্তকাল-মধ্যে সেই লঙ্কানগরী গজ-প্রমাণ বিবিধায়ুধধারী রাক্ষস-বীরগণে পরিপূর্ণ হইয়া পড়িল। তৎকালে ব্রাহ্মণগণের নিকট প্রণত সেই নিশাচরগণ হবন-দ্বারা হুতাশনের তৃপ্তি সাধন করিলে, সুরভি আজ্যগন্ধবহ গন্ধবহ প্রবাহিত হইল। অনন্তর, তাহারা মন্ত্রপূত বিবিধাকার মাল্য সকল ধারণ করত হৃষ্টান্তঃকরণে রণ-সজ্জায় সজ্জিত হইতে লাগিল। তদনন্তর, কবচ ও ধনুর্ধারী সেই নিশাচরগণ রাক্ষসরাজ রাবণকে দর্শন করিয়া বেগে উল্লম্ফন করত প্রহস্তকে বেষ্টন করিল।

অনন্তর, প্রহস্ত রাক্ষসরাজকে আমন্ত্রণ করিয়া ভৈরব ভেরীরব-সহকারে বিবিধায়ুধপূর্ণ, বেগবান্ তুরঙ্গগণ ও বিচক্ষণ সারথি-কর্ত্তৃক সঞ্চালিত, মহামেঘ সদৃশ শব্দায়মান

ভাস্কর ও নিশাকর-সদৃশ ভাস্বর, ধ্বজোপরি উরগগণ বিরাজ করায় নিরতিশয় দুর্দ্ধর্ষ উত্তম বরূথ ও রথাঙ্গ বিশিষ্ট সুবর্ণ জাল-সংযুক্ত ও শোভায় হাস্য বিশিষ্টের ন্যায় সুঘটিত দিব্য রথে আরোহণ করিলেন। তদনন্তর, রাবণ-কর্ত্তৃক আদিষ্ট সেনাপতি প্রহস্ত সেই রথে আরোহণ করত সুমহৎ রাক্ষস-বলে পরিবৃত হইয়া লঙ্কা হইতে নির্গত হইলে, এরূপ ঘোর-গর্জ্জন-সদৃশ দুন্দুভি-নির্ঘোষ, বাদিত্র নিনাদ ও শঙ্খ-শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল যে, তাহাতে মেদিনী পরিপূরিত হইয়া উঠিল। তৎকালে ঘোরস্বরে শব্দায়মান প্রহস্তের পুরঃসর ভীমরূপ মহাকায় নিশাচরগণ অগ্রে গমন করিতে লাগিল। প্রহস্তের সচিব নরান্তক, কুম্ভহনু, মহানাদ ও সমুন্নত নামক রাক্ষস-চতুষ্টয় তাঁহাকে পরিবৃত করিয়া নির্গত হইল। গজযূথ-সদৃশ সুমহৎ রাক্ষসবলে পরিবৃত সেই প্রহস্ত সুঘোর ব্যূহ রচনা করত পূর্ব্ব-দ্বার হইতে নির্গত হইলেন। তখন, মহাসাগর-সদৃশ বল সকলে পরিবৃত সেই নির্যাত প্রহস্তকে কালান্তক যমের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

প্রহস্ত নির্গত হইলে, শব্দায়মান নিশাচরগণের নির্যাণজনিত এরূপ নিনাদ সমুত্থিত হইল যে, লঙ্কা-নগরস্থ প্রাণিপুঞ্জ বিকৃতস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। মাংসশোণিতভোজী গৃধ্র-প্রভৃতি বিহঙ্গগণ নিরভ্র আকাশে উৎপতিত হইয়া তদীয় রথকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। ঘোররূপ শিবাগণ ভয়ঙ্কর স্বর-সহকারে অগ্নিশিখা সকল বমন করিতে লাগিল। অন্তরীক্ষ হইতে উল্কাপাত ও

পরুষ-বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। পরস্পর সংরব্ধ গ্রহগণের প্রভা লোপ হইল। খর-নির্ঘোষ মেঘগণ সেই নিশাচর প্রহস্তের রথোপরি রুধিরধারা বর্ষণ ও তাহার পুরঃসর সেনাগণকে তদ্দ্বারা অভিষিক্ত করিতে লাগিল। কেতুর উপরি উপবিষ্ট গৃধ্র দক্ষিণমুখ হইয়া শব্দ করত উভয় পার্শ্ব কণ্ডুয়ন করিয়া তাহার সমগ্র প্রভা হরণ করিল। সংগ্রামরূপ সরোবরে অবগাহনশীল প্রহস্তের রথস্থ-সূতবংশীয় অশ্ব-শিক্ষক সারথির হস্ত হইতে তোত্র পতিত হইল এবং সমভূমিতেও অশ্ব সকলের পাদস্খলন হইতে লাগিল। অধিক কি, প্রহস্তের নির্যাণ-সময়ে যে সুদুর্লভ ভাস্বর শোভা হইয়াছিল, তাহা মুহূর্ত্তকাল মধ্যেই অন্তর্হিত হইল।

এইরূপে বিখ্যাত-বল পৌরুষ প্রহস্ত নির্গত হইলে, রণস্থলে নানাপ্রহরণধারী বানরগণ তাঁহার অভিমুখে ধাবিত হইল। তৎকালে সেই বানরগণ গিরিশৃঙ্গ সকলকে ভগ্ন করত বিপুল শিলাখণ্ড ও বৃক্ষ সকলকে গ্রহণ করিতে থাকিলে তজ্জনিত তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। অনন্তর, বানর ও নিশাচর উভয়পক্ষীয় সেনাগণ এরূপ গর্জ্জন ও সিংহনাদ করিতে লাগিল যে, অতি দূর হইতেও সেই রণসঞ্চালিত, পরস্পর বধাকাঙ্ক্ষী ও আহ্বানকারী সমর্থ বীরগণের সুমহৎ শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। তদনন্তর, দুর্ম্মতি প্রহস্ত বানর-রাজের সেনাভিমুখে প্রস্থিত হইয়া, যেরূপ মুমূর্ষু শলভ বিভাবসু-মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ বেগে সেই বাহিনী-মধ্যে প্রবেশ করিল।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৭ ॥

অরিন্দম রাম রণ-সমুদ্যত প্রহস্তকে নির্যাত দেখিয়া, ঈষৎ হাস্য-সহকারে বিভীষণকে কহিলেন;—'হে মহাবাহো! ঐ যে মহাকায় বীর্যবান্ নিশাচর সুমহৎ বলে পরিবৃত হইয়া, বেগ-সহকারে আগমন করিতেছে, উহার নাম কি এবং বল ও পৌরুষই বা কিরূপ? তুমি এই সমস্ত আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বল।'

রঘুনন্দনের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিভীষণ কহিলেন;—'এই প্রহস্ত নামক নিশাচর সেই রাবণের সেনাপতি। লঙ্কাপুর-মধ্যে রাক্ষসেন্দ্রের যে রাক্ষস-বল আছে, এই প্রখ্যাত পরাক্রম অস্ত্রবিৎ বীর্যবান্ ও শূর নিশাচর তাহার তিন ভাগের একভাগ-দ্বারা সংবৃত হইয়া আসিয়াছে।'

এদিকে রাক্ষসগণ-সংবৃত ভীম-পরাক্রম গর্জ্জনশীল মহাকায় ও ভীমরূপ প্রহস্তকে নির্যাত দেখিয়া, বলশালিনী মহতী বানরবাহিনী রোষভরে সিংহনাদ করিতে লাগিল। তৎকালে বানরগণের অভিমুখে ধাবিত বিজয়াভিলাষী নিশাচরগণ-কর্ত্তৃক গৃহীত বিচিত্র ধনু, বিবিধ পরশ্বধ, খড়্গ, শক্তি ও ঋষ্টি-প্রভৃতি বাণ, শূল, মূষল, গদা, পরিঘ ও প্রাস সকল শোভা পাইতে লাগিল। তদ্দর্শনে সমরাভিলাষী প্লবঙ্গমগণও পুষ্পিত পাদপ, গিরিশৃঙ্গ ও বিপুল দীর্ঘ শিলা সকল গ্রহণ করিল। এইরূপে পরস্পর সম্মুখীন হইলে, প্রস্তর ও শরবর্ষণকারী সেই অসংখ্য বানর ও নিশাচরগণের সুমহৎ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। রাক্ষসগণ অসংখ্য বানর-পুঙ্গবগণকে এবং বানরগণও বহুসংখ্যক নিশাচরগণকে হনন করিতে লাগিল। তৎকালে কেহ কেহ চক্র ও শূল-দ্বারা

প্রমথিত, কেহ পরিঘ-দ্বারা আহত, কেহ পরশু-দ্বারা বিচ্ছিন্ন, কেহ বাণ-সমূহ সমাহত হইয়া অবসন্ন ও বিভিন্ন-হৃদয় এবং কেহ বা উচ্ছ্বাস-বিহীন হইয়াই ভূতলে পতিত হইল। কোন কোন বানর শূর নিশাচরগণ-কর্ত্তৃক খড়্গ-দ্বারা দ্বিখণ্ডিত এবং কেহ বা পার্শ্বদেশে বিদারিত হওত ভূতলে পতিত হইয়া বসুমতীর মহতী শোভা সম্পাদন করিতে লাগিল। নিশাচরগণও সংক্রুদ্ধ বানরগণ-কর্ত্তৃক পাদপ ও গিরিশৃঙ্গ-দ্বারা সর্ব্বতোভাবে তাড়িত হইয়া ভূত-লশায়ী হইতে লাগিল। বানরগণের বজ্রস্পর্শ মুষ্টি ও তলাঘাত-দ্বারা আহত হইয়া, সেই বিশীর্ণ-দর্শন ও বিকট-দন্ত নিশাচরগণ শোণিত বমন করিতে লাগিল তখন, আর্ত্তস্বর ও সিংহনাদকারী সেই কপি ও রাক্ষসের তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল।

এইরূপে সেই বিকৃত-বদন ক্রূর নিশাচর ও বানরগণ বীরমার্গের অনুবর্ত্তী হইয়া ক্রোধভরে ভয় পরিত্যাগ করত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। প্রহস্তের সচিব নরান্তক, কুম্ভহনু, মহানাদ ও সমুন্নত নামক রাক্ষস-চতুষ্টয় বানর-গণকে নিহত করিতে লাগিল। পরন্তু, দ্বিবিদ তাহাদিগকে এইরূপে আপতিত ও বানরগণকে নিহত করিতে দেখিয়া একটি গিরিশৃঙ্গ-দ্বারা নরান্তককে আঘাত করিল। কপিবর দুর্ম্মুখ একটি বৃহৎ বৃক্ষ আনয়ন করত তদ্দ্বারা ক্ষিপ্রহস্ত নিশাচর সমুন্নতকে পোথিত করিয়া ফেলিল, মহাতেজা জাম্ববান্ ক্রোধভরে একটি মহতী শিলা গ্রহণ করত, মহানাদের বক্ষঃস্থলে পাতিত করিলেন। তারা-তনয়

অঙ্গদ একটি সুমহৎ বৃক্ষ গ্রহণ করত তদ্দ্বারা কুম্ভহনুকে প্রাণ-বিযোজিত করিলেন। পরন্তু, রথারূঢ় প্রহস্ত তাহাদের তাদৃশ কর্ম্ম সহ্য করিতে না পারিয়া, ধনুর্ধারণ করত বানরগণের সুমহৎ কদন সম্পাদন করিতে লাগিলেন। তৎকালে উভয়পক্ষীয় সেনাগণ বেগে ইতস্তত ভ্রমণ করায়, তাহাদের সেই বিচিত্র গতি সকলকে আবর্ত্তের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল এবং তাহা হইতে ক্ষুব্ধ অপ্রমেয় সাগরের ন্যায় শব্দ সমুত্থিত হইল। সেই রণ-ভূমিতে কোন রণ-দুর্ম্মদ নিশাচর নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সুমহৎ শর-সমূহ-দ্বারা বানরগণকে অর্দ্দিত করিতে লাগিল। তখন সেই রণ-ভূমি বানর ও নিশাচরগণের ঘোররূপ শরীর দ্বারা এরূপ নিচিত হইয়া পড়িল যে, তাহাকে পর্ব্বত সংবৃত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অপিচ, সেই রণমহী রুধির-রাশি-দ্বারা প্রচ্ছন্ন হইয়া, মধুমাসে পলাশ কুসুম সংচ্ছন্নার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তৎকালে গজযূথপতিগণ যেরূপ পদ্মরজঃশালিনী নলিনী সকলকে উত্তীর্ণ হয়, তদ্রূপ সেই রাক্ষস ও কপিমুখ্যগণ হংস-সারসসেবিত মহাসাগর-গামিনী শারদীয়া নদীর ন্যায় কাপুরুষগণের দুস্তর নিহত বীরগণ রূপ বপ্রশালিনী, ভগ্ন আয়ুধরূপ মহাদ্রুম-বিশিষ্ট, শোণিতরাশিরূপ জলশালিনী, যকৃৎ ও প্লীহারূপ সুমহৎ পঙ্ক-বিশিষ্ট, বিনিকীর্ণ অন্ত্ররূপ শৈবালযুক্ত, ছিন্নদেহ ও মস্তকরূপ মীনগণ-দ্বারা বিচরিত, গৃধ্ররূপ হংসগণ-দ্বারা সমাকীর্ণ, কঙ্করূপ সারসগণ-দ্বারা সেবিত, মেদোরূপ ফেন-সমাচ্ছাদিত, আর্ত্তগণের স্তনিতরূপ নিঃস্বন-বিশিষ্ট ও যম-

রূপ সাগরগামিনী রণ-ভূমিময়ী নদী উত্তীর্ণ হইতে লাগিল।

অনন্তর, প্রহস্ত রথে আরোহণ করত বাণবর্ষণ দ্বারা বানরগণকে বিদারিত করিতেছে দেখিয়া নীল বেগসহকারে তাহারই অভিমুখে ধাবিত হইলেন। বাহিনীপতি প্রহস্ত সুমহৎ মেঘ-সদৃশ বলশালী ও আকাশে উদ্ধূত বায়ুর ন্যায় নীলকে রণস্থলে অভিদ্রুত দেখিয়া, স্বীয় সূর্য্যবর্ণ-রথ সঞ্চালিত করত তাঁহারই অভিমুখীন হইলেন। তদনন্তর, ধানুষ্কগণের অগ্রগণ্য সেনানী প্রহস্ত স্বীয় বিপুল ধনু আকর্ষণ করত নীলোপরি বাণক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। সেই মহাবেগ বাণ-সকলও নীলের গাত্রোপরি পতিত হইল এবং সমাহিতভাবে তন্মধ্যে প্রবেশ করত তাহা ভেদ করিয়া, রোষিত পন্নগগণের ন্যায় মহীমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। বীর্য্যবান্ মহাকপি নীলও হুতাশন-সদৃশ নিশিত শর-সমূহ-দ্বারা অভিহত হইয়া, একটি বৃক্ষ উৎপাটন করত সমর-নিরত পরম-দুর্দ্ধর্ষ প্রহস্তকে সন্তাড়িত করিলে, সেই রাক্ষস-পুঙ্গব তদ্দ্বারা নিতান্ত আঘাতিত হইয়া সিংহনাদ করত বানরবাহিনীপতির উপর শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। যেরূপ গোবৃষ শীঘ্রাগত শারদীয় বর্ষণ নিবারণ করিতে অসমর্থ হইয়া, তাহা স্থিরভাবে সহ্য করিয়া থাকে, তদ্রূপ নীলও নিমীলিত-লোচন হইয়া সেই দুরাত্মা রাক্ষস প্রহস্তের দুরাসদ ও সুদারুণ শরবর্ষণ নিবারণ করিতে না পারিয়া সেই বাণ সকলকে অবাধে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, সেই মহাবল নীল তদীয় শরবর্ষণ দর্শনে রোষ-পরবশ হইয়া একটি মহৎ শালবৃক্ষ-দ্বারা প্রহস্তের অশ্ব-

চতুষ্টয়কে নিপাতিত করত, সেই দুরাত্মা প্রহস্তের শরাসন ভগ্ন করিয়া পুনঃপুন সিংহনাদ করিতে থাকিলে, বাহিনী-পতি প্রহস্ত শরাসন-বিহীন হইয়া একটি ঘোর মুষল গ্রহণ করত রথ হইতে অবপ্লুত হইলেন। তখন, পরস্পর বদ্ধবৈর সিংহ-শার্দ্দূল-সদৃশ ও সিংহ-শার্দ্দূল-চেষ্টিত সেই দুই তরস্বী সেনাপতি সুতীক্ষ্ণ দশন-দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে বিলিখিত করিতে থাকিলে, তাহাদিগকে রুধির-দিগ্ধাঙ্গ প্রভিন্ন মাতঙ্গ-যুগলের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। অপিচ, সেই দুই বীর যশোলাভ-বাসনায় সমরে পরাঙ্মুখ না হইয়া বিজয়ার্থ বৃত্র ও বাসবের ন্যায় বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, বিপুল-বলশালী প্রহস্ত মুষল-দ্বারা নীলের ললাটদেশে আঘাত করিলে তাহা হইতে রুধির-স্রাব হইতে লাগিল। তখন, মহাকপি নীল রুধির-দিগ্ধাঙ্গ হইয়া নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং একটি মহাতরু গ্রহণ করত প্রহস্তের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন। পরন্তু, সেই বীর তাদৃশ প্রহারের বিষয় চিন্তা না করিয়াই একটি সুমহৎ মুষল গ্রহণ করত বল-সহকারে বলশালী প্লবগ-সত্তম নীলের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। মহাবেগ মহাকপি নীল ক্রুদ্ধ উগ্রবেগ প্রহস্তকে আপতিত দেখিয়া একটি মহাশিলা গ্রহণ করত, সেই সমরাভিলাষী মুষল-যোধী প্রহস্তের মুষল-প্রহার করিবার পূর্ব্বেই তদীয় মস্তকোপরি নিপাতিত করিলে, কপিশ্রেষ্ঠ নীল-কর্ত্তৃক বিমুক্ত সেই ঘোররূপা মহতী শিলা প্রহস্তের মস্তককে বহুধা ভেদ করিয়া ফেলিল। তখন, সেই প্রহস্তের ইন্দ্রিয় সকল অবশীভূত, বল বিগত

ও দেহ শ্রীবিহীন হইল এবং তিনি গত-জীবিত হইয়া ছিন্ন-মূল তরুবরের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। তৎকালে সেই বীরের মস্তক ভিন্ন হওয়ায় তাহা হইতে, এবং যেরূপ গিরি হইতে প্রস্রবণ সকল নির্গত হয়, তদ্রূপ তাহার শরীর হইতেও রুধিরধারা সকল প্রস্রুত হইতে লাগিল।

এইরূপে নীল-কর্ত্তৃক প্রহস্ত নিহত হইলে, নিশাচর-গণের সেই অবশিষ্ট অকম্পনীয় সুমহৎ বল লঙ্কাভিমুখে প্রস্থিত হইল। যেরূপ সেতুবন্ধ ভগ্ন হইলে সলিল সকল নির্গত হইয়া যায়, তদ্রূপ বাহিনীপতি নিহত হওয়ায়, সেই নিশাচরগণও অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না। অপিচ, সেই বাহিনীপতি নিহত হওয়ায় নিশাচরগণ শোকার্ণবে নিমগ্ন ও সংজ্ঞা-বিহীন হইল এবং পরিশেষে নিরুদ্যম হইয়া রাক্ষসপতির গৃহে প্রতিগমন করত ধ্যান-পরায়ণ ব্যক্তির ন্যায় মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল।

এদিকে যূথপতি মহাবল বিজয়ী নীল রাম ও লক্ষ্মণের নিকটবর্ত্তী হইলেন এবং স্বকৃত সুমহৎ কার্য্য-দ্বারা তৎ-কর্ত্তৃক প্রশংসিত হইয়া পরমা প্রীতি লাভ করিলেন।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৮ ॥

প্লবঙ্গ-পুঙ্গব নীল-কর্ত্তৃক রাক্ষস-সেনাপতি প্রহস্ত রণস্থলে নিহত হইলে, ভীমায়ুধধারী সাগরবেগ-সদৃশ রাক্ষসরাজের সৈন্যগণ বিদ্রুত হইল। অনন্তর, নিশাচরপতির নিকটস্থ হইয়া 'পাবক-তনয়-কর্ত্তৃক সেনাপতি নিহত হইয়াছেন' এই কথা নিবেদন করিলে, রাক্ষসরাজ তাহাদের সেই

বাক্য শ্রবণ করিয়া নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। রণস্থলে প্রহস্তকে নিহত শ্রবণ করিয়া রোষপরবশ ও শোকে বিকলচিত্ত হইয়া, দেবরাজ যেরূপ দেবদলের অধিনায়ক-গণকে কহিয়া থাকেন, তদ্রূপ সেই রাক্ষসদলের দলপতিগণকে কহিলেন; — 'যাহাদিগের দ্বারা ইন্দ্রবল-সূদন আমার সেই সেনাপতি অনুযাত্র ও কুঞ্জরের সহিত নিহত হইয়াছেন, তাদৃশ শত্রুর প্রতি অবজ্ঞা করা বিধেয় নহে; অতএব, রিপুগণের বিনাশ-সাধন করত বিজয় লাভ করিবার নিমিত্ত আমি কোন বিচার না করিয়াই সেই অদ্ভুত রণশীর্ষে গমন করিব। প্রদীপ্ত হুতাশন-দ্বারা বনদাহের ন্যায় আমি অদ্য বাণ-সমূহ-দ্বারা রাম ও লক্ষ্মণের সহিত সেই বানরবাহিণীকে দগ্ধ করিয়া ফেলিব।' স্বীয় জাজ্বল্যমান শরীর-দ্বারা প্রকাশমান অমর-রাজের অরাতি রাবণ এই কথা বলিয়া, জ্বলদগ্নি-সদৃশ প্রভা-বিশিষ্ট উত্তমতুরঙ্গম-রাজি-বি[illegible] রথে আরোহণ করিলেন। এইরূপে সেই রাজসত্তম রাক্ষস রাবণ সুপুণ্য স্তুতি বাক্য সকলের দ্বারা পূজ্যমান হইয়া নির্গত হইলে চতুর্দ্দিক্ হইতে সৈনিকগণের আস্ফোটিত ক্ষ্বেলিত ও সিংহনাদ এবং শঙ্খ ভেরী ও পণব সকলের প্রণাদ শ্রুত হইতে লাগিল। তৎকালে শৈল ও জীমূত-সদৃশ, এবং পাবকের ন্যায় দীপ্তনেত্র মাংসাশন নিশাচরগণ-কর্ত্তৃক পরিবৃত হওয়ায় সেই নিশাচরপতিকে ভূত-পরিবৃত অমরেন্দ্র রুদ্রের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর, সেই মহাতেজস্বী সবলে নগর হইতে নির্গত হইয়া মহার্ণব ও মহামেঘ-সদৃশ শব্দায়মান, শৈল-পাদপ হস্ত, রণ-সমুদ্যত ও উগ্ররূপ বানরগণকে দেখিতে পাইলেন।

এদিকে ভুজগেন্দ্র-সদৃশ বাহুযুগলশালী সেনানুগত সুন্দর-দর্শন রঘুনন্দন সেই পরম-প্রচণ্ড নিশাচর-সৈন্য দর্শন করিয়া, শস্ত্রধারি-প্রবর বিভীষণকে কহিলেন —'নানা-বর্ণ পতাকা ও ধ্বজ-শোভিত, মহেন্দ্র-পর্ব্বত-সদৃশ কুরঙ্গ-গণ-নিষেবিত এবং প্রাস অসি ও শূল-প্রভৃতি বহুবিধ আয়ুধ ও শস্ত্র-সম্পূর্ণ এই সৈন্য কাহার?' রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া বাসব-সদৃশ বীর্য্যবান্ বিভীষণ মহাবল রাক্ষস-পুঙ্গব-গণের সেই উৎকৃষ্ট বলের বিষয় রাম-সমীপে নিবেদন করিতে লাগিলেন। বিভীষণ কহিলেন ;—'রাজন্! নবোদিত দিবাকর-সদৃশ যে মহাবল রাক্ষস গজস্কন্ধে আরোহণ করিয়া তদীয় শিরোদেশ কম্পিত করত আগমন করিতেছে, ইহাকে অকম্পন বলিয়া জানিবেন। যে সিংহ-ধ্বজ রথে আরোহণ করিয়া মহেন্দ্রচাপ-সদৃশ বিপুল ধনু বিধূনিত করত বিরতদন্ত উগ্র করিবরের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে, এই সেই বরদান-সমুদ্ধত ইন্দ্রজিৎ। বিন্ধ্যগিরি অস্তাচল ও মহেন্দ্র-পর্ব্বত-সদৃশ অপ্রমেয়-দেহ যে ধনুর্ধারী অতিরথ ও অতিবীর স্বীয় ধনু বিস্ফারিত করত আগমন করিতেছে, ঐ বিবৃদ্ধকায় বীরের নাম অতিকায়। নবোদিত দিবাকর-সদৃশ লোহিত-লোচন যে মহাবল রাক্ষস ঘণ্টা-নিনাদ-সদৃশ প্রণাদ-বিশিষ্ট ক্রূর-স্বভাব হস্তীর উপরে আ-রোহণ করিয়া গর্জ্জন করিতেছে, ঐ সেই মহোদর নামক বীর। যে সন্ধ্যাকালীন মেঘ ও গিরি-সদৃশ, সুবর্ণালঙ্কার-ভূষিত অশ্বে আরোহণ করত মরীচিকল্প প্রাস সমুদ্যত করিয়া রহিয়াছে, ঐ অশনি-সদৃশ বেগবান্ বীরের নাম

পিশাচ। যে নিশিত শূল গ্রহণ করত বজ্র অপেক্ষা বেগবান্, সুধাকর-সদৃশ প্রকাশমান ও বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাশালী বৃষেন্দ্রের উপরি আরোহণ করিয়া আগমন করিতেছে, ঐ সেই যশস্বী ত্রিশিরা। বিশাল ও সুজাতবক্ষ এবং সৌদামিনী-সদৃশ রূপবান্ যে বীর সমাহিতভাবে স্বীয় ধনু বিস্ফারিত ও কম্পিত করত অগ্রসর হইতেছে এবং যাহার রথধ্বজে পন্নগরাজ-চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে, উহারই নাম কুম্ভ। নিচাশরবলের ধূমকেতু-স্বরূপ যে অদ্ভুতকর্ম্মা বীর সুবর্ণ ও হীরক-খচিত দীপ্ত সধূম পরিঘ গ্রহণ করত আগমন করিতেছে, উহারই নাম নিকুম্ভ। যে মহাকায় বীর পাবকের ন্যায় দীপ্তরূপ, পতাকা-শোভিত এবং চাপ অসি ও শর-সমূহ-সম্পূর্ণ রথে আরোহণ করিয়া শোভা পাইতেছে, উহাকেই নরান্তক কহিয়া থাকে; মহারাজ! এই বীর অন্য প্রতিযোদ্ধা না পাইলে স্বীয় বাহু-কণ্ডূতি নিবারণ করিবার নিমিত্ত গিরিশৃঙ্গের সহিতই যুদ্ধ করিয়া থাকে। যিনি সুরগণেরও দর্পনাশ করিয়াছেন, ঐ সেই নিশাচরপতি ঘোররূপ বিবৃত-নেত্র ব্যাঘ্র উষ্ট্র ও গজেন্দ্র-বদন নানারূপ ভূতগণে পরিবৃত হইয়া, ভূতগণ পরিবৃত রুদ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। যথায় সূক্ষ্ম-শলাকা-রচিত চন্দ্র-প্রতিম ধবলবর্ণ উৎকৃষ্ট আতপত্র লক্ষিত হইতেছে, রাক্ষসগণের অধিপতি রাবণ ঐ স্থানে অবস্থান করিতেছেন। মহারাজ! যিনি মহেন্দ্র এবং বৈবস্বতেরও দর্পনাশ করিয়াছেন এবং যাঁহার বদন-মণ্ডলে দোদুল্যমান কুণ্ডল লক্ষিত হইতেছে, ঐ সেই নাগেন্দ্র ও বিন্ধ্য-পর্ব্বত-

সদৃশ ভীমকায় নিশাচরপতি সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ পাই-তেছেন।'

অরিন্দম রাম বিভীষণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন;- 'অহো! এই মহাতেজা নিশাচরপতি রাবণ কি প্রদীপ্ত!! ইহার দেহ-রশ্মি চতুর্দ্দিকে বিচ্ছুরিত হওয়ায়, আদিত্যের ন্যায় এরূপ দুষ্প্রেক্ষ্য হইয়াছে যে, ইহার তেজঃ-সমাবৃত রূপ লক্ষিত হইতেছে না। এই রাক্ষসেন্দ্রের শরীর যেরূপ প্রকাশ পাইতেছে, দেবতা ও দানব বীরগণের শরীরই এরূপ হইয়া থাকে। মহাবল রাবণের অনুযায়ী যোধগণ সকলেই পর্ব্বত-সদৃশ বৃহৎকায়, দীপ্তায়ুধধারী এবং দেহ-কণ্ডূতি নিবারণ করিবার নিমিত্ত সকলেই পর্ব্বতের সহিত যুদ্ধ করিয়া থাকে। এই রাক্ষসরাজ প্রদীপ্ত ভীম-দর্শন ও তীক্ষ্ণদেহ ভূতগণে পরিবৃত হওয়ায়, ইহাকে ভূতগণ-পরিবৃত অন্তকের ন্যায় বোধ হইতেছে। ভাগ্য-বশতই অদ্য এই পাপাত্মা আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে; সুতরাং আমার মনে সীতা-হরণ-জনিত যে ক্রোধ প্রদীপ্ত হইয়াছে, তাহা অদ্য ইহার উপরেই পরিত্যাগ করিব।'

বীর্য্যবান্ রাম এই কথা বলিয়া ধনুর্ধারণ করিয়া উত্তম শর উদ্ধৃত করত অগ্রসর হইলে, লক্ষ্মণও তাঁহার অনুগামী হইলেন। অনন্তর, মহাত্মা রাক্ষসপতি সেই মহাবল নিশাচরগণকে কহিলেন;—'তোমরা শঙ্কা-শূন্য হইয়া সতর্কতা-সহকারে লঙ্কার দ্বার-চতুষ্টয়, মহামার্গ, প্রধান গৃহ ও বহির্দ্বারস্থ অট্টালিকা সকলে অবস্থান কর; কারণ, সমবেত মহাবল বনবাসী বানরগণ তোমাদিগের

সহিত আমার পুরী হইতে নির্গমনরূপ এই ছিদ্র অবগত হইয়া, দুষ্প্রসহা ও বীর-শূন্যা পুরীকে প্রমথিত ও প্রধর্ষিত করিয়া ফেলিবে। তদনন্তর, নিশাচরগণ নিয়োগ অনুসারে পুর-মধ্যে প্রবেশ করিলে নিশাচরপতি স্বীয় সচিবগণকে বিদায় দিয়া স্বয়ং মহামৎস্যপূর্ণ মহার্ণব-সলিলের ন্যায় সেই সুমহৎ বানর-সৈন্যগণকে বিদারিত করিতে লাগিলেন। তখন, বানররাজ সুগ্রীব প্রদীপ্ত বাণ ও ধনুর্ধারী রাক্ষসেন্দ্রকে সহসা রণস্থলে সমাগত দেখিয়া, একটি সুমহৎ গিরিশৃঙ্গ উৎপাটন করত নিশাচরপতির প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। অনন্তর, বহুবৃক্ষ ও সানু-শোভিত সেই শৈলশৃঙ্গকে রাক্ষসপতির অভিমুখে নিক্ষেপ করিলেন; পরন্তু, দশানন তাহাকে পতনোন্মুখ দেখিয়া প্রদীপ্ত-পুঙ্খ শর-সমূহদ্বারা তাহা সহসা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই প্রবৃদ্ধ ও উত্তম সানু এবং তরুরাজি-বিরাজিত শৃঙ্গ বিদীর্ণ হইয়া ভূতলে পতিত হইলে, নিশাচরনাথ ক্রুদ্ধ হইয়া মহাহি ও অন্তক-সদৃশ একটি শর গ্রহণ করিলেন এবং অনিল ও সুররাজের অশনির ন্যায় বেগবান্ এবং সস্ফুলিঙ্গ প্রজ্বলিত হুতাশন-সদৃশ সেই বাণটিকে সুগ্রীবের বিনাশ-বাসনায় ক্ষেপণ করিলেন। ষড়ানন-সমীরিত উগ্রতরা শক্তি যেরূপ ক্রৌঞ্চ-পর্ব্বতে পতিত হইয়াছিল, তদ্রূপ রাবণের বাহুবিমুক্ত সেই শর, দেবরাজের অশনির ন্যায় সপ্রকাশদেহ হরিরাজ সুগ্রীবের উপর পতিত হইয়া তাহা ভেদ করিয়া ফেলিল। বীরবর বানররাজও সেই বাণ-প্রহারে নিতান্ত আর্ত্ত ও গতচেতন হইয়া অস্ফুট শব্দ করত ভূতলে পতিত

হইলেন এবং নিশাচরগণ তাঁহাকে রণ-মধ্যে বিসংজ্ঞ ও ভূতলে পতিত হইতে দেখিয়া, আনন্দে সিংহনাদ করিতে লাগিল।

অনন্তর, গবাক্ষ, গবয়, সুষেণ, ঋষভ, জ্যোতির্মুখ ও নল-প্রভৃতি বানরগণ স্ব-স্ব শরীর বর্দ্ধন করত প্রস্তরখণ্ড-সকল উদ্যত করিয়া রাক্ষসরাজের অভিমুখে ধাবিত হইল। পরন্তু, রাক্ষসেন্দ্র শিতাগ্র-শর-শত-দ্বারা তাহাদের সেই প্রহারকে ব্যর্থ করিয়া, সুবর্ণপুঙ্খ বাণ-সমূহ-দ্বারা সেই বানরেন্দ্রগণকে প্রহার করিলেন। তখন, সেই ভীমকায় বানরেন্দ্রগণও দেবারি রাবণের বাণে বিভিন্ন-দেহ হইয়া ভূতলে পতিত হইলে, রাক্ষসরাজ শর-সমূহ-দ্বারা সেই উগ্রস্বভাব বানর-সৈন্যগণকে সমাচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন। সেই শাখা-মৃগগণ রাবণ-বাণে নিরতিশয় পীড়িত, বধ্যমান ও ভূপতনোন্মুখ হইয়া শরণ্য রামচন্দ্রের শরণাগত হইল। তদ্দর্শনে ধানুষ্কপ্রবর মহাত্মা রাম ধনুর্ধারণ করত সহসা অগ্রসর হইলে, লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া এই পরমার্থ-যুক্ত বাক্য বলিলেন ;— 'আর্য্য ! আমি একাকীই এইদুরাত্মাকে বধ করিতে পারি ; অতএব, হে বিভো ! আপনি নিশ্চয় জানিবেন, আমিই এই নীচ নিশাচরকে বধ করিয়া ফেলিব।'

তচ্ছ্রবণে সত্য-পরাক্রম মহাতেজা রাম কহিলেন ;— 'লক্ষ্মণ ! যাও, কিন্তু রণস্থলে বিশেষ সাবধান হইবে। সমাহিত হইয়া স্বীয় ছিদ্র সকল গোপন করত, তাহার ছিদ্র অনুসন্ধান করিবে এবং তৎপরে চতুর্দ্দিক্ দর্শন করিয়া স্বীয়

ধনুর দ্বারা আপনাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে; কারণ, এই মহাবীর্য্য রাবণ রণে অদ্ভুত পরাক্রম প্রকাশ করিয়া থাকে এবং এ ক্রুদ্ধ হইলে, ত্রৈলোক্যবাসী সমস্ত লোকও যে ইহার পরাক্রম সহ্য করিতে পারে না তাহাতে কোন সন্দেহই নাই।'

রাঘবের বাক্য শ্রবণ করিয়া, সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণ তাঁহাকে অভিবাদন এবং পূজা করত তৎকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া সমরে যাত্রা করিলেন। অনন্তর, অগ্রসর হইয়া দেখিলেন;—বারণ-সদৃশ বাহু-সম্পন্ন রাবণ, ভীষণ শরাসন উদ্যত করত অজস্র শরবর্ষণ-দ্বারা বানরগণকে সমাচ্ছাদিত করায়, তাহারা ভিন্ন ও বিকীর্ণকায় হইয়া ভূপতিত হইতেছে। ইত্যবসরে বায়ুনন্দন হনুমান্ লক্ষ্মণকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া তাঁহাকে নিবারণ করত, রাবণের শরজাল নিবারণ করিতে করিতে স্বয়ংই তদভিমুখে বিদ্রুত হইলেন। অনন্তর, সেই ধীমান্ হনুমান্ রাবণের রথে আরোহণ করত, দক্ষিণবাহু সমুদ্যত করিয়া রাবণকে সন্ত্রাসিত করত কহিলেন;— 'তুমি বর-প্রভাবে দেবতা, দানব, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসগণেরই অবধ্য হইয়াছ; পরন্তু, বানরগণ হইতে তোমার সম্পূর্ণ ভয়ের সম্ভাবনা আছে। পঞ্চাঙ্গুলিরূপ শাখা-সমন্বিত আমার এই দক্ষিণবাহু, তোমার দেহ এবং তন্মধ্যে চিরোষিত ভূতাত্মাকে বিধমিত করিয়া ফেলিবে।' ভীম-পরাক্রম রাবণ হনুমানের বাক্য শ্রবণ করত ক্রোধে লোহিত-লোচন হইয়া কহিলেন;— 'তুমি শঙ্কা-শূন্য হইয়া শীঘ্র আমাকে প্রহার করত, অচলা কীর্ত্তি লাভ কর; তদনন্তর,

তোমার পরাক্রম অবগত হইয়া, আমি তোমাকে বিনাশ করিব।' রাবণের বাক্য শ্রবণ করিয়া মারুতি কহিলেন ;- 'আমার পরাক্রম আর অবগত হইবার আবশ্যক নাই ; মৎকর্ত্তৃক নিহত তোমার সেই পুত্র অক্ষকে স্মরণ কর, তাহা হইলে জানিতে পারিবে। মহাতেজা বীর্য্যবান্ রাক্ষসেন্দ্র রাবণ এইরূপে অভিহিত হইয়া, অনিল-তনয়ের উরঃস্থলে তলপ্রহার করিলেন। পরন্তু, সেই তেজস্বী মহামতি মারুতি তাদৃশ তলপ্রহারে মুহুর্ম্মুহু বিচলিত হইয়া, মুহূর্ত্তকাল মধ্যে স্থৈর্য্য-সম্পাদন করত ক্রোধভরে সেই অমর-শত্রু রাবণকে তল-দ্বারা আঘাত করিলেন। তখন, দশ-গ্রীব সেই মহাবল বানর-কর্ত্তৃক তল-দ্বারা অভিহত হইয়া, ভূকম্পকালীন অচলের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিলেন। সিদ্ধ, চারণ, ঋষি, সুর ও অসুরগণও রাবণকে রণস্থলে তল-তাড়িত হইয়া তাদৃশভাবে সংজ্ঞাবিহীন হইতে দেখিয়া আনন্দে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, মহাতেজা রাবণ সংজ্ঞা লাভ করত সুস্থির হইয়া কহিলেন ;—'ওহে বানর! তুমি স্বীয় বীর্য্যপ্রভাবে সাধুবাদের যোগ্য হইয়াছ এবং আমার যে শত্রু হইয়াছ, আমি ইহাও শ্লাঘার বিষয় বলিয়া মনে করিতেছি।' রাবণ-কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া মারুতি কহিলেন ;—'রাবণ! আমার বীর্য্যকে ধিক্ ; কারণ, মৎকর্ত্তৃক তলতাড়িত হইয়া তুমি এখনও জীবিত রহিয়াছ। রে দুর্ব্বুদ্ধে! সে যাহা হউক, বৃথা আত্মশ্লাঘা করিবার আবশ্যক নাই ; আর একবার প্রহার করিয়া দেখ, তৎপরে আমার এই মুষ্টি তোমাকে যমালয়ে প্রেরণ করিবে।'

মারুতির বাক্য শ্রবণ করিয়া বীর্য্যবান্ দশাননের ক্রোধা-নল প্রজ্বলিত ও নয়নযুগল লোহিতবর্ণ হইয়া উঠিল; তখন, তিনি স্বীয় দক্ষিণমুষ্টি আবর্ত্তিত করত বানরবর-হনুমানের বক্ষঃস্থলে পাতিত করিলেন। হনুমানও বিশাল বক্ষঃস্থলে সমাহত হইয়া বারম্বার বিচলিত ও সংজ্ঞাবিহীন হইলেন। রাক্ষসগণের অধিপতি প্রতাপশালী অতিরথ রাবণ মহাবল হনুমানকে তাদৃশ বিহ্বল দেখিয়া স্বীয় রথ পরিবর্ত্তিত করত সত্বর নীলের অভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। অনন্তর, পর-মর্ম্মভেদী আশীবিষ-সদৃশ শর-সমূহ-দ্বারা বানর-সেনাগণের নায়ক নীলকে আদীপিত করিতে লাগিলেন। পরন্তু, বানর-সেনানী নীল শর-সমূহ-সমাহত হইয়াও এক হস্ত-দ্বারা একটি পর্ব্বতশৃঙ্গ গ্রহণ করত, রাক্ষসপতির প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। এদিকে, তেজস্বী মহামনা হনুমানও সংজ্ঞা লাভ করত আশ্বাসিত হইয়া, সমর-বাসনায় চতুর্দ্দিক্ নিরী-ক্ষণ করত রাক্ষসেশ্বর রাবণকে নীলের সহিত সংযুগাসক্ত দেখিয়া, ক্রোধভরে কহিলেন;—'দশানন! অন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে পলায়ন করা কর্ত্তব্য নহে।' পরন্তু, অতুলতেজস্বী বলশালী রাক্ষসেন্দ্র রাবণ, তদীয় বাক্যে অব-হেলা করিয়া সেই নীলনিক্ষিপ্ত গিরিশৃঙ্গকে লক্ষ্য করিয়া এরূপ সাতটি শর নিক্ষেপ করিলেন যে, তাহাতেই উহা বিশীর্ণ হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তখন, পরবীরবিজয়ী বানর-সেনাপতি নীল রণস্থলে সেই গিরিশৃঙ্গটিকে বিশীর্ণ ও ভূপতিত দেখিয়া নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং অশ্বকর্ণ, ধব, শাল ও পুষ্পিত চূত-বৃক্ষ-সকল রাবণের প্রতি নিক্ষেপ

করিতে লাগিলেন। রাবণও সেই সকল সমাগত বৃক্ষকে ছেদন করত ঘোরতর শরবর্ষণ-দ্বারা অনল-তনয়কে সমাচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। পরন্তু, নীল আপনাকে মেঘমালা-সদৃশ শর-সমূহে সমাচ্ছাদিত দেখিয়া স্বীয় দেহকে হ্রস্ব করত দশগ্রীবের ধ্বজাগ্রে নিপতিত হইলেন। তখন, দশানন অগ্নিনন্দনকে স্বীয় ধ্বজাগ্রে অবস্থান করিতে দেখিয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন; তদ্দর্শনে, নীল সিংহনাদ করত এরূপ লঘুতা-সহকারে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন যে, হনুমান্, লক্ষ্মণ এবং রামচন্দ্রও তাঁহাকে সমকালেই রাবণের ধ্বজা, ধনু ও কিরীটাগ্রে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। রাবণও বানরের এতাদৃশ সমর-কৌশল দর্শনে নিরতিশয় বিস্মিত হইয়া, একটি অদ্ভুত প্রদীপ্ত আগ্নেয় অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। এদিকে প্লবঙ্গমগণ, রাবণকে নীল-লাঘব দর্শনে সম্ভ্রান্ত দেখিয়া আনন্দে আক্রোশ প্রকাশ করিতে লাগিল। রাবণও বানরদলের এতাদৃশ শব্দ শ্রবণ করিয়া এরূপ ক্রুদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত-হৃদয় হইলেন যে, কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তদনন্তর, সেই মহাতেজা রাক্ষসেশ্বর রাবণ আগ্নেয়াস্ত্র-সংযুক্ত শর গ্রহণ করিয়া, ধ্বজশীর্ষস্থিত নীলের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করত কহিলেন;—'হে কপে! তুমি বারম্বার গতিলাঘব প্রকাশ করিয়া আমাকে বঞ্চনা করিলে বটে, কিন্তু যদি ক্ষমতা থাকে, তবে পুনর্ব্বার সেই সেই রূপ পরিগ্রহ করিয়া স্বীয় জীবন রক্ষার চেষ্টা কর। পরন্তু, তুমি অশেষ চেষ্টায় জীবন রক্ষার্থে যত্নবান্ হইলেও আগ্নেয়াস্ত্রপ্রমুক্ত মদীয় এই শর তোমাকে প্রাণ-বিয়োজিত

করিয়া ফেলিবে।’ মহাবাহু রাক্ষসরাজ রাবণ এই কথা বলিয়া, আগ্নেয়াস্ত্র-দ্বারা শর সন্ধান করত সেনাপতি নীলকে সন্তাড়িত করিলেন। তখন, নীল সেই আগ্নেয়াস্ত্র-দ্বারা বক্ষঃস্থলে সন্তাড়িত ও নির্দহ্যমান হইয়া সহসা মহীতলে পতিত হইলেন। পরন্তু, স্বীয় তেজ এবং পিতা পাবকের মাহাত্ম্যবলে সেই আগ্নেয়াস্ত্রে তাঁহার প্রাণ নাশ হইল না, তিনি কেবলমাত্র জানুদ্বয় আশ্রয় করিয়া ভূতলে পতিত হইলেন।

এদিকে সমর-সমুৎসুক দশানন বানরবর নীলকে বিসংজ্ঞ দেখিয়া স্বীয় অম্বুদনাদী রথ সঞ্চালিত করত সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। অনন্তর, প্রতাপবান্ রাক্ষসেন্দ্র, রণ-মধ্যস্থলে লক্ষ্মণ বানর-বলকে নিবারণ করত অবস্থান করিতেছেন দেখিয়া, ক্রোধে প্রজ্বলিত হওত স্বীয় ধনু বিস্ফারিত করিতে লাগিলেন। প্রবলবলশালী সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণ, তাঁহাকে তাদৃশভাবে সেই অপ্রমেয় ধনু বিস্ফারণ করিতে দেখিয়া কহিলেন;—‘রাক্ষসেন্দ্র! বানর-গণের সহিত যুদ্ধ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে; অগ্রসর হইয়া অদ্য আমার সহিত সমরাসক্ত হও।’ রাক্ষসরাজ দশানন তাঁহার সেই প্রতিশব্দপূর্ণ বাক্য ও উগ্রতর জ্যাশব্দ শ্রবণ করিয়া এবং সুমিত্রানন্দনকে তাদৃশভাবে সম্মুখে অবস্থান করিতে দেখিয়া, রোষপূর্ণ বাক্যে কহিলেন;—‘রাঘব! তোমার কাল পূর্ণ হইয়াছে, সুতরাং বুদ্ধিও বিপরীত পথ অবলম্বন করিয়াছে; এই জন্যই হউক অথবা আমার সৌভাগ্য-বশতই হউক, যখন তুমি অদ্য মদীয় দৃষ্টিপথে

পতিত হইয়াছ, তখন নিশ্চয়ই আমার শরনিকর-দ্বারা অব-সন্ন হইয়া এই মুহূর্ত্তেই যমলোকে গমন করিবে।' রাবণের বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ অবিস্মিতভাবেই কহিলেন ;— 'রাবণ! তুমি পাপিগণের অগ্রগণ্য, সেই জন্যই লজ্জিত না হইয়া এতাদৃশ গর্জ্জন করত স্বীয় শিতাগ্র দন্ত-সকল বহির্গত করিয়া এরূপ বিকত্থন করিতেছ; কিন্তু মহাপ্রভাবগণ কখনই এরূপ করেন না। রাক্ষসেন্দ্র! আমি তোমার বীর্য্য, বল, প্রতাপ ও পরাক্রম সমস্তই অবগত আছি; অতএব, আর এরূপ বিকত্থনের আবশ্যক নাই, আমি ধনু-র্বাণ ধারণ করত অবস্থান করিতেছি, তুমিও অগ্রসর হইয়া আইস।'

রাক্ষসপতি রাবণ এইরূপে উক্ত হইয়া, লক্ষ্মণের উপর সাতটি সুপুঙ্খ শর নিক্ষেপ করিলে, সুমিত্রানন্দন নিশিতাগ্র ও সুপুঙ্খ শর-সমূহ-দ্বারা তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন, লঙ্কাপতি ভিন্নভোগ পন্নগগণের ন্যায় সেই শর-সমূহকে সহসা ছেদিত হইতে দেখিয়া, নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং অপর সুশাণিত শরনিকর বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন; পরন্তু, রামানুজ লক্ষ্মণ তাহাতে ক্ষুব্ধ না হইয়া স্বীয় সুমহৎ কার্ম্মুকের সংযোগে শরবর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ক্ষুর, অর্দ্ধচন্দ্র ও সুশাণিত ফলশালী ভল্ল-সকল-দ্বারা দশা-ননের বাণ সকল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর, স্বীয় ধনুতে দেবেন্দ্রের অশনির ন্যায় বেগবান্ হুতাশন-সদৃশ নিশিতাগ্র শর সকল সন্ধান করত রাক্ষসপতি রাবণের উপর বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। পরন্তু, রাক্ষসেন্দ্র সেই

সকল ছেদন করিয়া, স্বয়ম্ভুদত্ত কালাগ্নি-সদৃশ শর-দ্বারা লক্ষ্মণের ললাটদেশে, আঘাত করিলেন। লক্ষ্মণ রাবণ-শরে নিতান্ত আর্ত্ত হইয়া ক্ষণকাল বিচলিত হইলেন বটে, কিন্তু বহুকষ্টে মুহূর্ত্তকাল মধ্যেই সংজ্ঞা লাভ করত স্বীয় শিথিল চাপ পুনর্গ্রহণ করিয়া, দেবেন্দ্র-বৈরি রাবণের ধনু ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দাশরথি এইরূপে নিশাচরপতির ধনু ছেদন করিয়া তিনটি শিতাগ্র বাণ-দ্বারা রাক্ষসরাজকে আঘাতিত করিলে, তিনি সেই শরে নিতান্ত পীড়িত হইয়া বিচলিত হইলেন এবং বহুকষ্টে পুনর্ব্বার সংজ্ঞা লাভ করিলেন। লক্ষ্মণ-কর্ত্তৃক নিকৃত্ত-চাপ ও শরতাড়িত হইয়া উগ্রশক্তি দেবশত্রু রাবণের গাত্র মেদার্দ্র ও রুধির-পরিপ্লুত হওয়ায়, তিনি তৎকালে উপায়ান্তর না দেখিয়া ব্রহ্মদত্ত অমোঘ শক্তি গ্রহণ করিলেন। রাক্ষসরাজ্যের অধিপতি সুমিত্রা-তনয়কে লক্ষ্য করিয়া রণস্থলে বানরদলের বিত্রাসিনী এবং সধূম হুতাশন-সদৃশ সেই জাজ্বল্যমানা শক্তিকে নিক্ষেপ করিলেন। ভরতানুজ লক্ষ্মণ সেই শক্তিকে আপতিত হইতে দেখিয়া, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া অসংখ্য অগ্নিকল্প বাণ নিক্ষেপ করিলেন বটে, তথাপি সেই শক্তি কিছুতেই প্রতিহতশক্তি না হইয়া দাশরথির বিশাল ভুজান্তরে প্রবেশ করিল। তখন, সেই শক্তিমান্ রঘু-প্রবীর লক্ষ্মণ শক্তি-সমাহত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তাঁহাকে এইরূপ বিকলভাবে পতিত হইতে দেখিয়া রাক্ষসরাজ সহসা তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া, উত্থাপিত করিবার অভিপ্রায়ে, স্বীয় ভুজ-দ্বয়-দ্বারা সবলে গ্রহণ করিলেন।

বরং হিমালয়, মন্দর অথবা অমরগণের সহিত ত্রৈলোক্য-কেও উত্তোলন করিতে পারা যায়, তথাপি ভরতানুজ লক্ষ্মণ রণস্থলে উত্তোলিত হইবার নহেন; কারণ, সুমিত্রা-তনয় সেই অমোঘ ব্রহ্মশক্তি-দ্বারা স্তনান্তরে তাড়িত হইয়াই তাহা হইতে পরিত্রাণের নিমিত্ত স্বকীয় অচিন্ত্য ও অমীমাংস্য বৈষ্ণবভাগকে স্মরণ করিয়াছিলেন। দেবকণ্টক রাবণ ইহা না জানিয়াই সেই দানবদর্পদলন লক্ষ্মণকে উত্তোলন করি-বার নিমিত্ত অনেক পীড়াপীড়ি করিলেন বটে, কিন্তু কিছু-তেই তদীয় মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইলেন না।

অনন্তর, বায়ু-নন্দন ক্রুদ্ধ হইয়া রাবণের অভিমুখে ধাবিত হইলেন এবং বজ্রকল্প মুষ্টি-দ্বারা তাঁহার উরঃস্থলে আঘাত করিলেন। রাক্ষসেশ্বর রাবণ সেই মুষ্টি-প্রহারে সংজ্ঞা-বিহীন ও রথ হইতে পতিত হইয়া জানু দ্বয় দ্বারা অবনীকে আশ্রয় করিলেন। তৎকালে, তাঁহার মুখ, নয়ন ও শ্রবণ হইতে প্রভূত-পরিমাণে রুধিরক্ষরণ হইতে লাগিল। তখন, ভীম-বিক্রম রাবণকে সংজ্ঞা-বিহীন হইতে দেখিয়া বানর, ঋষি, সিদ্ধ ও বাসব-প্রমুখ দেবগণ সিংহনাদ করিতে লাগি-লেন। তদনন্তর, তেজস্বী হনুমান্ রাবণার্দ্দিত লক্ষ্মণকে স্বীয় বাহু-দ্বয়-দ্বারা গ্রহণ করত রামচন্দ্রের সমীপে আনয়ন করিলেন। সুমিত্রানন্দন শত্রুগণের অকম্পনীয় হইয়াও বায়ুনন্দনের সৌহার্দ্দ ও পরমা ভক্তির বাধ্য হইয়াই তাঁহার নিকট লঘুত্ব অবলম্বন করিলেন। অনন্তর, সেই শক্তি রণ-স্থলে নির্জ্জিত সুমিত্রানন্দনকে পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার রাবণের রথে আসিয়া অবস্থান করিল। অতুল-তেজস্বী

রাবণও সেই সুমহৎ রণস্থলে সংজ্ঞা লাভ করিয়া পুনর্ব্বার স্বীয় সুমহৎ ধনু ও নিশিত বাণ সকল গ্রহণ করিলেন। এদিকে শত্রু-নিসূদন লক্ষ্মণও স্বকীয় অমীমাংস্য বৈষ্ণবভাগ স্মরণ করিয়া আশ্বস্ত ও বিশল্য হইলেন।

অনন্তর, রঘুনন্দন রাম মহতী বানরবাহিণীর মহাবীরগণকে নিপাতিত হইতে দেখিয়া সত্বর রাবণের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। তখন, হনুমান্ তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিলেন;—'প্রভো! বিষ্ণু যেরূপ অমর-বৈরি গরুড়ের উপর আরোহণ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ আপনিও আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রাক্ষসগণের শাস্তি বিধান করুন।' মারুতি কথিত সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, মনুজরাজ রঘুনন্দন তৎক্ষণাৎ সেই মহাকপি হনুমানের উপর আরোহণ করিয়া রণমধ্যগত রথাস্থিত রাবণকে দেখিতে পাইলেন। মহাতেজা রাঘব রাবণকে দেখিয়াই বিরোচনের প্রতি অভিদ্রুত উদ্যতায়ুধ বিষ্ণুর ন্যায় রাবণের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন এবং বজ্র-নিষ্পেষ-সদৃশ নিষ্ঠুর ও তীব্র জ্যাশব্দ করিয়া গম্ভীরবাক্যে রাক্ষসেন্দ্রকে কহিলেন;—'হে রাক্ষস-শার্দ্দূল! ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, তুমি আমার এতাদৃশ বিপ্রিয়াচরণ করত কোন্ স্থানে পলায়ন করিয়া নিস্তার লাভ করিবে? তুমি যদি পলায়ন করিয়া ইন্দ্র, যম, সূর্য্য, ব্রহ্মা, অগ্নি অথবা শঙ্করেরও শরণাগত হও কিম্বা দিগন্তে আশ্রয় গ্রহণ কর, তথাপি অদ্য আমার হস্তে নিস্তার লাভ করিতে পারিবে না। রাক্ষসরাজ! লক্ষ্মণ ত্বৎকর্ত্তৃক শক্তি সমাহত হইয়া বিষণ্ণ হইয়াছেন, আমি এই দুঃখেই অদ্য প্রতিজ্ঞা করিয়া

পুত্র ও পৌত্রগণের সহিত তোমার মৃত্যুর স্বরূপ হইয়াই রণস্থলে আসিয়াছি। জনস্থাননিবাসী বরায়ুধধারী ও অদ্ভুত-দর্শন সেই চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস মৎকর্ত্তৃকই নিহত হইয়াছে।

রঘুনন্দনের বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাক্ষসেন্দ্র মহাবল রাবণ হনুমানের সহিত স্বীয় পূর্ব্ব-বৈর স্মরণ করত কালাগ্নিশিখা সদৃশ প্রদীপ্ত শরনিকর-দ্বারা রণস্থলে রাঘবের বাহনভূত সেই মহাবেগ বায়ুপুত্রকে আঘাত করিলেন। পরন্তু রণ-স্থলে রাক্ষস-কর্ত্তৃক শরতাড়িত হইয়া সেই স্বভাব তেজস্বীর তেজ সমধিক বর্দ্ধিতই হইল। অনন্তর, মহাতেজা রাম প্লবগশার্দ্দূল হনুমান্‌কে রাবণ-কর্ত্তৃক কৃতব্রণ দেখিয়া নির-তিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং একান্ত সমাহিত হইয়া শিতাগ্র শর-সমূহ দ্বারা অশ্ব, চক্র, ধ্বজ, ছত্র, পতাকা, সারথি এবং অশনি, শূল ও খড়্গের সহিত তদীয় রথ ছেদন করত, যদ্রূপ ভগবান্ ইন্দ্র বজ্র দ্বারা মেরুকে আঘাত করিয়াছি-লেন, তদ্রূপ বজ্র ও অশনি-সদৃশ বাণ-দ্বারা সেই ইন্দ্র-শত্রু রাবণের বূঢ় ও বিবিধ আভরণ-যুক্ত ভুজান্তরে আঘাত করিলেন। তখন, যিনি পূর্ব্বে বজ্র অথবা অশনির আঘাতে ক্ষুব্ধ বা বিচলিত হয়েন নাই, সেই বীরবর রাবণও রাম-বাণে আহত হইয়া এরূপ আর্ত্ত ও বিচলিত হইলেন যে, তাঁহার হস্তস্থিত ধনু বিস্রংসিত হইয়া পড়িল। মহাবল রাম তাঁহাকে এতাদৃশ বিহ্বল দেখিয়া একটি দীপ্ত অর্দ্ধচন্দ্র গ্রহণ করত তদ্দ্বারা নিশাচরপতির তপনবর্ণ কিরীট ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদনন্তর, রাম নির্ব্বিষ আশীবিষ-সদৃশ

গতশ্রী ছিন্ন-কিরীট ও অপ্রকাশ দিবাকরের ন্যায় তেজো-বিহীন রাক্ষসেন্দ্রকে কহিলেন;—'রাবণ! তুমি সুমহৎ ভয়ঙ্কর কার্য্য করিয়াছ এবং আমিও ত্বৎকর্ত্তৃক হত-প্রবীর হইয়াছি; সুতরাং এতাদৃশ কার্য্যে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া থাকিবে, এই ভাবিয়াই আমি স্বীয় শরনিকর-দ্বারা তোমাকে যম-সদনে প্রেরণ করিলাম না। রাক্ষসরাজ! তুমি রণ-শ্রমে নিরতিশয় কাতর হইয়াছ; অতএব, সম্প্রতি লঙ্কা-মধ্যে প্রবেশ করিয়া আশ্বস্ত হও; তদনন্তর, রথারোহণ করত ধনুর্দ্ধারী হইয়া যখন পুনর্ব্বার রণস্থলে আগমন করিবে, তখনই আমার পরাক্রম জানিতে পারিবে।' তখন, ধনু ছিন্ন, অশ্ব ও সারথি নিহত, মহাকিরীট ভগ্ন এবং স্বয়ংও রাম-শরে নিরতিশয় অর্দ্দিত হওয়ায় রাক্ষসরাজের দর্প ও হর্ষ বিগত হইলে, তিনি সহসা লঙ্কা-মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

দেবতা ও দানবগণের শত্রু মহাবল নিশাচরপতি রাবণ, এইরূপে লঙ্কা-মধ্যে প্রবেশ করিলে, রাম লক্ষ্মণের সহিত রণমধ্যগত বানরগণকে বিশল্য করিতে লাগিলেন। এদিকে ইন্দ্র-শত্রু রাবণকে রণে ভঙ্গ দিয়া লঙ্কা-মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সুর, অসুর, মহর্ষি, উরগ, ভূতগণ, দিক্ ও সাগর সকল এবং ভূচর ও জলচর সকল প্রাণীই প্রহৃষ্ট হইল।

একোন-ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৯ ॥

রাবণ একান্ত আর্ত্ত ও ভগ্ন-দর্প হইয়া পুর-মধ্যে প্রবেশ

করিলে, রামের বাণভয়ে তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল নিতান্ত ব্যথিত হইল এবং যেরূপ সিংহ কর্ত্তৃক গজেন্দ্র ও গরুড়-কর্ত্তৃক পন্নগেন্দ্র অভিভূত হইয়া থাকে, তদ্রূপ মহাবল রাম-কর্ত্তৃক রাক্ষসেন্দ্র রাবণও অভিভূত হইয়া পড়িলেন। বিকসিত সৌদামিনীর ন্যায় তেজঃশালী ও ব্রহ্মদণ্ড-সদৃশ রাঘব-বাণ সকল তাঁহার স্মৃতিপথে পতিত হওয়ায় তিনি আরও ব্যথিত হইতে লাগিলেন।

অনন্তর, দশানন কাঞ্চন-নির্ম্মিত দিব্যাসনে সমাসীন হইয়া রাক্ষসগণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করত কহিলেন ;— 'হায় ! আমি যে নিদারুণ তপস্যাচরণ করিয়াছিলাম, অদ্য আমার সেই সমস্ত বৃথা বলিয়া বোধ হইতেছে ; কারণ, আমি মহেন্দ্রের সমান হইয়াও এক জন মনুষ্য-কর্ত্তৃক নির্জ্জিত হইলাম। হায় ! আমি তপস্যান্তে মনুষ্যগণের কোন কথা উল্লেখ না করিয়া কেবল দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও পন্নগগণ হইতেই অবধ্যত্বরূপ বর প্রার্থনা করিলে, পিতামহ আমার নিকট তাহাই প্রতিশ্রুত হইয়া কহিয়াছিলেন যে ;- 'মনুষ্যগণ হইতেই তোমার ভয় উপস্থিত হইবে।' এই সেই নিদারুণ ব্রহ্ম-বাক্যের ফল অধুনা উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বে ইক্ষ্বাকু-কুলজাত অনরণ্য যে আমাকে বলিয়াছিলেন ;— 'রে দুর্ব্বুদ্ধে কুলাঙ্গার রাক্ষসাধম ! আমার বংশে এরূপ কোন পুরুষ উৎপন্ন হইবে, যে পুত্র, অমাত্য, বল ও সারথির সহিত তোমাকে রণস্থলে বিনাশ করিবে।' এই দশরথ-নন্দন রামকেই সেই মনুষ্য বলিয়া বোধ হইতেছে। যে বেদবতী মৎকর্ত্তৃক ধর্ষিত হইয়া আমাকে শাপ প্রদান,

করিয়াছিলেন, বোধ হয়, সেই বেদবতীই এই মহাভাগা জনক-নন্দিনীরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ঋষিগণের বাক্য মিথ্যা হইবার নহে; কারণ, সেই মহাভাগ ঋষিগণ, উমা, নন্দীশ্বর, রম্ভা ও বরুণ-কন্যা পুঞ্জিকস্থলী যাহা বলিয়াছিলেন, অধুনা আমার সেই দশাই উপস্থিত হইয়াছে। অতএব, তোমরা এই সমস্ত সবিশেষ অবগত হইয়া ইহার প্রতিবিধান সাধনে যত্নবান্ হও এবং চর্য্যা ও গোপুরের উপরে অবস্থান করিবার নিমিত্ত রাক্ষসগণকে নিযুক্ত কর। পিতামহ-শাপে অভিভূত, অপ্রতিম-গাম্ভীর্য্যশালী এবং দেবদানবদলের দর্পদলনকারী কুম্ভকর্ণকে জাগরিত কর।' মহাবল রাবণ সমরে আপনাকে পরাজিত এবং প্রহস্ত ও ভীমপরাক্রম রাক্ষস সকলকে নিসূদিত দেখিয়াই সেই রাক্ষসগণকে বারম্বার এইরূপ আদেশ করিলেন;—'তোমরা যত্ন-সহকারে দ্বার সকল রক্ষা কর; প্রাকারোপরি আরোহণ করিয়া চতুর্দ্দিক্ পর্য্যবেক্ষণ কর; কাম-কর্ত্তৃক উপহতচিত্ত কুম্ভকর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছে, অতএব সেই নিদ্রাতুরকেও জাগরিত কর। পিতামহের নির্দ্দেশ অনুসারে নিশাচর কুম্ভকর্ণ ছয় মাস নিদ্রিত থাকিয়া এক দিবসমাত্র জাগরিত হয়, কিন্তু, সম্প্রতি নয় দিবসমাত্র নিদ্রিত হইয়াছে অতএব তাহাকে যত্ন-পূর্ব্বক জাগরিত করাই কর্ত্তব্য। রাক্ষসগণশ্রেষ্ঠ সেই মহাবাহু কুম্ভকর্ণই রণস্থলে রাজকুমার রাম ও লক্ষ্মণ এবং বানরগণকেও শীঘ্রই বিনাশ করিয়া ফেলিবে। সর্ব্ব-রাক্ষসশ্রেষ্ঠ কুম্ভকর্ণ এতাদৃশ মহাবীর্য্যশালী হইয়াও গ্রাম্যসুখে অনুরক্ত হইয়া নিরন্তর শয়ন করিয়াই

থাকে। আমি সেই সুদারুণ রণস্থলে রাম কর্ত্তৃক নিরস্ত হইয়াছি বটে, কিন্তু, কুম্ভকর্ণ জাগরিত হইলে আমার আর এরূপ শোক উপস্থিত হইবে না। আমার এতাদৃশ ঘোরতর ব্যসন সময়েও যদি সেই শক্র-সদৃশ পরাক্রমশালী কুম্ভকর্ণ আমার কোন সাহায্যেই না আসিল, তবে আর আমি তাহারে লইয়া কি করিব?'

রাবণ-সমাদিষ্ট মাংস-শোণিত-ভোজী নিশাচরগণ কর্ব্বুর-রাজের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করত নিতান্ত সম্ভ্রান্ত হইয়া গন্ধ, মাল্য ও সুমহৎ ভক্ষ্য দ্রব্য সকল গ্রহণ করত সহসা কুম্ভকর্ণের গৃহাভিমুখে গমন করিল। সেই মহাবল নিশাচরগণ সকল দিকে দশ যোজন বিস্তৃত পুষ্প-গন্ধ প্রবাহী রম্য কুম্ভকর্ণ-গুহার দ্বারদেশে উপস্থিত হওত কুম্ভকর্ণের নিশ্বাসভরে বারম্বার কম্পিত হইয়াও বহুকষ্টে স্থৈর্য্যতা সম্পাদন করত যত্ন-সহকারে সেই গুহা-মধ্যে প্রবেশ করিল। অনন্তর, রাক্ষস-শার্দ্দূলগণ রত্ন-কাঞ্চন-নির্ম্মিত কুট্টিম-বিশিষ্ট সেই রম্য গুহা-মধ্যে প্রবেশ করত শয়ান ভীম-বিক্রম কুম্ভকর্ণকে দেখিতে পাইল। তদনন্তর, বিকীর্ণ ধরাধরের ন্যায় বিকৃত-দর্শন ও নিদ্রাভিভূত সুখ-সুপ্ত কুম্ভকর্ণকে জাগরিত করিবার নিমিত্ত সকলে সমবেত হইয়া দেখিল;— সেই শয়ান অরিন্দম ভীম-বিক্রম কুম্ভকর্ণের রোমরাজি উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং তাঁহার নাসিকা হইতে সশ্বাস আশীবিষের ন্যায় নিশ্বাস নির্গত হওয়ায় তন্নিকটস্থ জীবমাত্রেই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। তাঁহার নাসাপুট ভয়ঙ্কর এবং বদন পাতাল-সদৃশ বিপুল বিলাদি-সঙ্কুল। তদীয় কাঞ্চনাঙ্গদ-ভূষিত পর্য্যঙ্ক-বিন্যস্ত

সর্ব্বশরীর হইতে মেদ ও রুধির-গন্ধ নির্গত হইতেছিল এবং শিরোদেশে কিরীট থাকায় তৎকালে তাঁহাকে দিবাকর-সদৃশ তেজঃশালী বলিয়া বোধ হইতেছিল। অনন্তর, সেই মহাবল নিশাচরগণ কুম্ভকর্ণের সম্মুখে তদীয় তৃপ্তিকর মৃগ, মহিষ ও বরাহ-প্রভৃতি জীব এবং মেরু-সদৃশ অন্ন-রাশি সকল স্থাপন করিল। তদনন্তর, সেই অমর-শত্রুগণ শত্রু-তাপন কুম্ভকর্ণের সম্মুখে বহুবিধ মাংস ও শোণিত-কুম্ভ সকল স্থাপন করত, তাঁহার গাত্রে তীব্রগন্ধ চন্দন লেপন করিয়া সুগন্ধি গন্ধদ্রব্য ও মাল্য-দ্বারা আমোদিত করিয়া ফেলিল। নিশাচরগণ সেই অরিন্দম কুম্ভকর্ণের সম্মুখে তীব্রগন্ধ ধূপ সকল স্থাপন করত জলদ-গম্ভীরস্বরে স্তব করিতে লাগিল। শশাঙ্কসদৃশ শঙ্খ সকলকে পরিপূরিত করত ক্রোধভরে যুগপৎ সিংহনাদও করিতে লাগিল।

এইরূপে কুম্ভকর্ণকে জাগরিত করিবার নিমিত্ত নিশাচরগণ সিংহনাদ, আস্ফোটন, কুম্ভকর্ণের অঙ্গ বিলোড়ন এবং বিকৃত শব্দ করিতে আরম্ভ করিল। তখন, শঙ্খ ভেরী ও পণবনাদের সহিত নিশাচরগণের আস্ফোটিত, ক্ষ্বেড়িত ও সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া বিহঙ্গমগণ সহসা চতুর্দ্দিকে ধাবিত, আকাশে উৎপতিত এবং ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। পরন্তু, যখন নিদ্রাভিভূত মহাবল কুম্ভকর্ণ নিশাচরগণের ঘোরতর নিনাদেও জাগরিত হইলেন না, তখন রাক্ষসগণ ক্রুদ্ধ হইয়া ভুশুণ্ডী মুষল ও গদা সকল গ্রহণ করিল। অনন্তর, সেই প্রচণ্ড নিশাচরগণ শৈলশৃঙ্গ, মুষল, গদা ও মুষ্টি-দ্বারা ভূতলে সুখ-সুপ্ত কুম্ভকর্ণের বক্ষঃস্থলে আঘাত

করিতে লাগিল। রাক্ষসগণ বলশালী হইলেও তৎকালে সেই রাক্ষসেন্দ্র কুম্ভকর্ণের প্রবল নিঃশ্বাসের অগ্রে অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না। তদনন্তর, সেই ভীম-বিক্রম পিশিতাশনগণ স্ব স্ব বস্ত্র সংযত করত মৃদঙ্গ, পণব, ভেরী, শঙ্খ ও কুম্ভ নামক বাদ্য যন্ত্র সকল বাদিত করিতে লাগিল। এইরূপে দশ সহস্র নিশাচর, নীলাঞ্জনপুঞ্জ-সদৃশ সেই কুম্ভকর্ণকে প্রবোধিত করিবার নিমিত্ত যুগপৎ যত্ন করিতে লাগিল। পরন্তু, যখন নিশাচরগণ বিবিধ বাদ্য বাদন ও সিংহনাদ করিয়াও তাঁহাকে প্রবোধিত করিতে পারিল না, তখন তাহা অপেক্ষা গুরুতর ও নিদারুণ উপায় অবলম্বন করিল;— তাহারা অশ্ব, উষ্ট্র, গর্দ্দভ ও মাতঙ্গগণকে দণ্ড, কশা ও অঙ্কুশ দ্বারা আঘাত করত তদীয় গাত্রোপরি সঞ্চালন, ভেরী শঙ্খ ও মৃদঙ্গ সকলকে বল-সহকারে বাদিত এবং সবল-সমুদ্যত সুমহৎ কাষ্ঠ, মুদ্গর ও মুষল সকলের দ্বারা তদীয় গাত্রে আঘাত করিতে লাগিল। তৎকালে, তুমুল নিনাদে সমগ্রা লঙ্কা-নগরী পরিপূরিত হইল, তথাপি কুম্ভকর্ণ জাগরিত হইলেন না। অনন্তর, পরস্পর সমাসক্ত সহস্র-সংখ্যক ভেরী কাঞ্চন-কোণ-দ্বারা সমাহত হইয়া চতুর্দ্দিকে যুগপৎ ধ্বনিত হইতে লাগিল। ব্রহ্মশাপ-বশত ঘোর নিদ্রায় অভিভূত কুম্ভকর্ণ যখন ইহাতেও জাগরিত হইলেন না, তখন নিশাচরগণ নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইল। তদনন্তর, সেই কোপাবিষ্ট ভীম-পরাক্রম রাক্ষসগণ, রাক্ষস কুম্ভকর্ণকে জাগরিত করিবার নিমিত্ত কেহ পরাক্রম প্রকাশ, কেহ ভেরী বাদন এবং কেহ বা সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিল।

কেহ তাঁহার কেশ ধরিয়া আকর্ষণ এবং কেহ বা কর্ণে দংশন করিতে লাগিল। বহুসংখ্যক রাক্ষস শত শত পূর্ণ-কুম্ভ লইয়া তদীয় কর্ণ-দ্বয়কে বারিপূর্ণ করিতে থাকিল, তথাপি নিদ্রাভিভূত কুম্ভকর্ণ একবার স্পন্দিতও হইলেন না। অপর কূটমুদ্গার-পাণি বলবান্ নিশাচরগণ মুদ্গর-দ্বারা তদীয় মস্তক, বক্ষঃস্থল এবং সর্ব্বগাত্রেই আঘাত করিতে লাগিল। অপিচ, রজ্জুবন্ধন-বদ্ধ শতঘ্নী-সমূহ-দ্বারা বধ্যমান হইয়াও যখন সেই মহাকায় রাক্ষসবর কুম্ভকর্ণ প্রবুদ্ধ হইলেন না, তখন, নিশাচরগণ তাঁহার শরীরোপরি যুগপৎ অসংখ্য মাতঙ্গগণকে সঞ্চালিত করিতে থাকিলে, করিবরগণের পদ দলন-জনিত সুখময় স্পর্শে তিনি জাগরিত হইয়া উঠিলেন। কুম্ভকর্ণ সেই পাত্যমান গিরিশৃঙ্গ ও বৃক্ষসকল-দ্বারা আঘা-তিত হইয়াও তদ্বিষয়ে কোন চিন্তা না করিয়াই, নিদ্রানাশ-বশত ক্ষুধায় কাতর হইয়া জৃম্ভণ করিতে করিতে সহসা উঠিয়া বসিলেন। অনন্তর, রাক্ষসেন্দ্র কুম্ভকর্ণ বজ্রাপেক্ষা সারবান্ এবং অচলশৃঙ্গ ও নাগভোগ-সদৃশ বাহু-দ্বয় বিক্ষিপ্ত করত, বড়বামুখ-সদৃশ স্বীয় মুখ বিবৃত করিয়া বিকৃতভাবে জৃম্ভণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে সেই নিশাচরবর বারম্বার জৃম্ভণ করিতে থাকিলে, তাঁহার মুখ-বিবরকে পাতালবিল, সেই অচিরপ্রবুদ্ধ জৃম্ভমাণ মহাবল নিশাচরকে মেরুশৃঙ্গাগ্রে সমুদিত দিবসনাথ এবং তদীয় নিশ্বাসকে পার্ব্বতীয় বাতসংঘাত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। উত্থান-কালে কুম্ভকর্ণের সেই রূপ, প্রলয়কালে সর্ব্বভূতদিধক্ষু কালের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। তাঁহার প্রদীপ্ত

হুতাশন ও বিদ্যুৎ-সদৃশ তেজোবিশিষ্ট সুমহৎ লোচন-যুগলকে দেদীপ্যমান গ্রহ-যুগলের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

অনন্তর, সমীপস্থ নিশাচরগণ পূর্ব্ব-সমাহৃত বিবিধ ও বহুপরিমিত বরাহ ও মহিষ-প্রভৃতি আহারীয় প্রদর্শন করিলে, মহাবল কুম্ভকর্ণ সেই সমস্ত ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বুভুক্ষিত ও তৃষিত সেই ইন্দ্র-শত্রু মাংস ভক্ষণ এবং শোণিত, মেদ ও মদ্য কুম্ভ সকল পান করিলে, নিশাচরগণ তাঁহাকে পরিতৃপ্ত বোধ করিয়া তাঁহার নিকটে গমন করিল এবং অবনত-মস্তকে প্রণাম করিয়া চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইল।

অনন্তর, নিদ্রানাশহেতু বিস্মিত এবং উন্মীলিত ও কলুষীকৃত-লোচন রাক্ষস-পুঙ্গব কুম্ভকর্ণ সর্ব্বদিকে দৃষ্টি-নিঃক্ষেপ করত নিকটস্থ নিশাচর-নিবহকে পরিসান্ত্বিত করত কহিলেন;—'তোমরা যে আমাকে এতাদৃশ যত্ন-সহকারে প্রবোধিত করিলে, ইহার কারণ কি? রাক্ষসরাজ ত কুশলে আছেন? তাঁহার ত কোন ভয় উপস্থিত হয় নাই? অথবা, আর জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন কি? তোমরা যখন আমাকে এরূপ সত্বরভাবে জাগরিত করিয়াছ, তখন যে কোন সুমহৎ ভয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমি অদ্য রাক্ষসরাজের সেই ভয়কে উন্মূলন করিবার নিমিত্ত মহেন্দ্রকে বিদারণ অথবা বৈশ্বানরকে পরিসান্ত্বিত করিব। যখন মাদৃশ প্রসুপ্ত বীরকে জাগরিত করা হইয়াছে, তখন ইহার কারণ সামান্য নহে, বোধ হইতেছে; অতএব, আমাকে জাগরিত করিবার কারণ কি, তাহা স্বরূপত প্রকাশ করিয়া বল।'

অরিন্দম কুম্ভকর্ণ ক্রোধভরে এই কথা বলিলে, রাজ-সচিব যূপাক্ষ কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল ;— 'মহারাজ! আমাদের দেবকৃত কোন ভয়ই উপস্থিত হয় নাই ; কিন্তু, মনুষ্যগণ হইতে তুমুল ভয় উপস্থিত হইয়াছে ; হে রাজন্! মনুষ্যগণ হইতে আমাদের যাদৃশ ভয় আপতিত হইয়াছে, দৈত্য অথবা দানবগণ হইতেও কখন এরূপ ভয় উপস্থিত হয় নাই। সীতাহরণ-সন্তপ্ত রামই আমাদের এই সুমহৎ ভয়ের কারণ ;— তদীয় পর্ব্বতাকার বানরগণ-কর্ত্তৃক এই লঙ্কা-নগরী পরিবেষ্টিত হইয়াছে। পূর্ব্বে এক জনমাত্র বানর-কর্ত্তৃক এই মহাপুরী দগ্ধ এবং কুঞ্জর ও অনুযাত্রগণের সহিত কুমার অক্ষ নিহত হইয়াছেন। দেব-কণ্টক পুলস্ত্য-নন্দন নিশাচরপতি স্বয়ংই সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী রামের নিকট পরাস্ত এবং তৎ-কর্ত্তৃক "পলায়ন কর" এইরূপ অভিহিত হইয়া পরিত্যক্ত হইয়াছেন। রাক্ষসরাজ পূর্ব্বে দেব দৈত্য অথবা দানবগণ হইতেও কখনই যেরূপ দুরবস্থায় উপনীত হয়েন নাই, অধুনা রাম-কর্ত্তৃক তাদৃশ প্রাণ-সংশয়কারিণী দশায় উপনীত ও কথঞ্চিৎ জীবিতাবস্থায় পরিত্যক্ত হইয়াছেন।'

কুম্ভকর্ণ, ভ্রাতার পরাভব-সূচক যূপাক্ষবাক্য শ্রবণ করিয়া লোচন-যুগল উন্মীলিত করত কহিলেন ;—'যূপাক্ষ! আমি অদ্যই প্রথমত বানরবাহিনীর সহিত রাম ও লক্ষ্মণকে বিনাশ করিয়া পশ্চাৎ রাবণকে দর্শন করিব। বানরগণের মাংস ও শোণিত-দ্বারা নিশাচরগণকে পরিতৃপ্ত করত স্বয়ং রাম ও লক্ষ্মণের শোণিত পান করিব।' রাক্ষস-সেনাপতি

মহোদর কুম্ভকর্ণের তাদৃশ গর্ব্বিত এবং রোষতুষ্ট বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল;—'হে মহাবাহো! রাবণের বাক্য শ্রবণ এবং তাহার গুণ-দোষ বিচার করত পশ্চাৎ শত্রুগণকে জয় করিবেন।' বিপুল বলশালী মহা-তেজা কুম্ভকর্ণ মহোদরের বাক্য শ্রবণ করত রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া সেই স্থানেই গমন করিতে অভিলাষী হইলেন। তৎকালে কতকগুলি নিশাচর ভীমাক্ষ ভীম-রূপ ও ভীম-পরাক্রম কুম্ভকর্ণকে জাগরিত দেখিয়া, দশ-গ্রীব-গৃহে গমন করত পরমাসনে সমাসীন দশাননের নিকটস্থ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল;—'হে রাক্ষসেশ্বর! আপনার ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ জাগরিত হইয়াছেন; সম্প্রতি, তিনি সেই স্থান হইতেই যুদ্ধযাত্রা করিবেন অথবা এস্থানে আসিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।' ধৃষ্ট দশানন সেই সমাগত নিশাচরগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন;-'আমি তাঁহাকে এই স্থানে দেখিতে ইচ্ছা করি; অতএব, তোমরা তাঁহাকে যথাযোগ্য সৎকারের সহিত লইয়া আইস।' অনন্তর, নিশাচরগণ রাবণের আদেশ অনুসারে তাঁহার বাক্য স্বীকার করত কুম্ভকর্ণের নিকটস্থ হইয়া কহিল;—'রাক্ষসগণের অধীশ্বর রাজা দশানন আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, অতএব তথায় গমন করিতে অভি-লাষী হউন এবং ভ্রাতাকে প্রহর্ষিত করুন।'

মহাবীর্য্য দুর্দ্ধর্ষ কুম্ভকর্ণ ভ্রাতার আদেশ অবগত হইয়া, 'তথাস্তু' বলিয়া শয্যা হইতে উত্থিত হইলেন এবং হৃষ্টান্তঃ-করণে মুখ প্রক্ষালন ও স্নান করত পরম সুখ লাভ করিয়া

বল-বৃদ্ধিকর মদ্য পান করিতে অভিলাষ করিলেন। তখন, রাক্ষসগণ রাবণের আদেশ অনুসারে সত্বর বিবিধ মদ্য ও ভক্ষ্য দ্রব্য সকল আনয়ন করিলে, তেজোবল-সমন্বিত কুম্ভকর্ণ দ্বিসহস্র কলস মদ্য পান করত ঈষৎ পরিমাণে মত্ত ও তীব্র-স্বভাব হইয়া গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহাকে রোষাবিষ্ট কালান্তক যমের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তৎকালে কুম্ভকর্ণ রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া ভ্রাতৃভবনে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহার পদভরে বসুন্ধরা কম্পিত হইতে লাগিল। যেরূপ দিবাকর করজাল-দ্বারা ধরণীকে প্রকাশিত করেন, তদ্রূপ তিনিও স্বীয় কান্তি-দ্বারা রাজমার্গকে আলোকিত করত, দেবরাজের ব্রহ্ম-সদন গমনের ন্যায় রাক্ষসগণের অঞ্জলিমালায় পরিবৃত হইয়া ভ্রাতৃভবনে গমন করিতে লাগিলেন। সেই গিরিশৃঙ্গ-সদৃশ অমিত্রঘাতী অপ্রমেয় বীর রাজমার্গে গমন করিতে থাকিলে, বহিঃস্থিত বনবাসী বানর এবং যূথপতিগণও দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া বিত্রস্ত হইয়া পড়িল। তাহাদের মধ্যে কেহ শরণ্য রামের শরণাগত হইল, কেহ ব্যথিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল এবং কেহ বা দিক্ বিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল; কেহ বা ভয়ার্ত্ত হইয়া ধরাতলে শয়ন করিল। অধিক কি, যিনি স্বীয় তেজো-দ্বারা দিবাকরকেও অতিক্রম করিয়াছেন, সেই গিরিশৃঙ্গ-সদৃশ কিরীটধারী সমুন্নত ও অদ্ভূতদর্শন বীরকে দেখিয়াই, বানরগণের মধ্যে যাহার যে স্থানে সুযোগ হইল সে ভয়ে সেই স্থানেই পলায়ন করিল।

ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬০ ॥

অনন্তর, মহাতেজা বীর্য্যবান্ ধনুর্দ্ধারী রাম সেই কিরীট-ধারী মহাকায় কুম্ভকর্ণকে দেখিতে পাইলেন। পুরাকালে আকাশে ক্রমমাণ নারায়ণের ন্যায় সেই পর্ব্বত-প্রতিম রাক্ষসশ্রেষ্ঠকে দেখিয়া রামচন্দ্র সতর্ক হইলেন। পরন্তু, সজল-জলদ-সদৃশ কাঞ্চনাঙ্গদ-ভূষিত সেই বীরকে ক্রমশ পরিবর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া মহতী বানর-সেনা পুনর্ব্বার বিদ্রুত হইতে লাগিল। রঘুনন্দন বানরবাহিনীকে বিদ্রুত এবং রাক্ষস কুম্ভকর্ণকে পরিবর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া বিস্ময়-সহকারে বিভীষণকে কহিলেন;—'লঙ্কা-মধ্যে পর্ব্বত-প্রতিম ও চঞ্চল অম্বুদের ন্যায় ঐ যে কপিলনেত্র বীর দৃষ্ট হইতেছে, ও কে? উহাকে পৃথিবীর একমাত্র মহান্ কেতু বলিয়াই বোধ হইতেছে; কারণ, উহার দর্শনমাত্রে সকল বানরই পলায়ন করিতেছে। আমি পূর্ব্বে কখনও এরূপ অদ্ভুত প্রাণী দেখি নাই; অতএব, এই মহাপ্রাণী রাক্ষস অথবা অসুর, তাহা তুমি আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বল।'

অক্লিষ্টকর্ম্মা কাকুৎস্থ-রাজ-নন্দন রাম-কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া, মহাপ্রাজ্ঞ বিভীষণ কহিলেন;—'যিনি যুদ্ধস্থলে যম এবং বাসবকেও পরাজিত করিয়াছিলেন, ইনিই সেই বিশ্রবা-নন্দন প্রতাপবান্ কুম্ভকর্ণ। হে রাঘব! ইহাঁ-কর্ত্তৃকই রণস্থলে দানব, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর ও পন্নগগণ সহস্রশ নির্জ্জিত হইয়া পলায়ন করিয়াছিল। রাজন্! এই মহাবল বিরূপাক্ষ কুম্ভকর্ণকে হনন করা দূরে থাকুক, যখন ইনি শূল-হস্তে অবস্থান করিতেন, তখন দেব-গণ ইহাঁকে কাল-স্বরূপ বিবেচনা করিয়া মোহিত হইতেন।

অপর রাক্ষসেন্দ্রগণ বরদানবলেই বলশালী হইয়াছেন, কিন্তু এই মহাবল কুম্ভকর্ণ স্বভাবতই তেজস্বী। এই মহাবল জন্ম গ্রহণ করিয়াই বহু সহস্র প্রজাকে ভক্ষণ করিতে থাকিলে, প্রজাগণ ভয়-বিহ্বল-হৃদয়ে দেবরাজের শরণাগত হইয়া, তাঁহার নিকট সমস্ত বিবরণ নিবেদন করিল। তচ্ছ্রবণে মহেন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া ইহাঁর উপরে বজ্র নিঃক্ষেপ করিলে, এই মহাত্মা তদ্দ্বারা কিঞ্চিৎ আঘাতিত ও বিচলিত হইয়াও বারম্বার সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তৎকালে নানদ্যমান রাক্ষসবর কুম্ভকর্ণের সেই নিনাদ শ্রবণ করিয়া প্রজাগণ পুনর্ব্বার বিত্রস্ত হইয়া পড়িল।'

'অনন্তর, মহাবল কুম্ভকর্ণ ঐরাবতের দন্ত আকর্ষণ করত উৎপাটন করিয়া, তদ্দ্বারা মহেন্দ্রের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। বাসব, কুম্ভকর্ণের প্রহারে একান্ত পীড়িত ও বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তদ্দর্শনে দেব, দানব ও ব্রহ্মর্ষিগণ নিরতিশয় বিষণ্ণ হইয়া বাসব ও প্রজাপুঞ্জের সহিত সহসা প্রজাপতি পিতামহের নিকট গমন করত প্রজাগণের ভক্ষণ, দেবগণের ধর্ষণ, আশ্রম সকলের বিধ্বংসন এবং পরদার সকলের হরণরূপ কুম্ভকর্ণের দৌরাত্ম্য সকল নিবেদন করিলেন। বাসব কহিলেন ;— "এ যদি নিত্য নিত্য এইরূপে প্রজাগণকে ভক্ষণ করে, তাহা হইলে অচিরকালের মধ্যেই লোক সকল শূন্য হইবে।"

'সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা বাসবের বাক্য শ্রবণ করিয়া, গায়ত্র্যাদি মন্ত্র-দ্বারা রাক্ষসগণকে আহ্বান করত কুম্ভকর্ণকে দর্শন করিলেন; পরন্তু, কুম্ভকর্ণকে দেখিয়াই তাঁহার

নিদারুণ ভয় উপস্থিত হইল। অনন্তর, ক্ষণকাল পরে একান্ত সম্ভ্রান্তভাবে কুম্ভকর্ণকে কহিলেন ;— "বোধ হয়, পৌলস্ত্য লোকবিনাশের নিমিত্তই তোমাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন; আমি সেই জন্য তোমাকে এই শাপ প্রদান করিতেছি যে, তুমি অদ্য হইতে মৃতকল্প হইয়া শয়ন করিয়া থাকিবে।" পিতামহ এইরূপ শাপ প্রদান করিলে কুম্ভকর্ণ তাঁহার অগ্রেই অভিভূত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন; তদ্দর্শনে রাবণ নিতান্ত সম্ভ্রান্ত হইয়া কহিলেন ;— "হায়! প্রবৃদ্ধ কাঞ্চন-বৃক্ষ ফলকালে ছেদিত হইল!! হে প্রজাপতে! স্বীয় নপ্তাকে এরূপ শাপ প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে। অপিচ, আপনার বাক্যও যে মিথ্যা হইবার নহে, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই; অতএব, ইহার শয়ন ও জাগরণের কাল অবধারণ করুন।"

'রাবণের বাক্য শ্রবণ করিয়া, পিতামহ কহিলেন ;— "এ ষণ্মাস নিদ্রিত থাকিয়া এক দিনমাত্র জাগরিত হইবে এবং এই বীর সেই এক দিনই বুভুক্ষিতভাবে ব্যাদিতমুখে পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করত প্রবৃদ্ধ পাবকের ন্যায় লোক সকলকে ভক্ষণ করিয়া বেড়াইবে।" রাঘব! রাজা দশানন আপনার পরাক্রম দর্শনে ভীত হইয়া এই বিপৎকালে সেই এই কুম্ভকর্ণকে জাগরিত করিয়াছেন। রঘুনন্দন! আমি নিশ্চয় বলিতেছি, এই ভীম-বিক্রম বীর শিবির হইতে নির্গত হইয়া, ক্রোধভরে বানরগণকে ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইবে।'

রাম কহিলেন ;— 'কুম্ভকর্ণকে দেখিয়াই বানরগণ পলায়ন করিতেছে; পরন্তু, এ যখন ক্রুদ্ধ হইয়া রণস্থলে দণ্ডায়মান

হইবে, তৎকালে তাহাদের মধ্যে কে ইহাকে নিবারণ করিতে পারিবে?' রাম-বাক্য শ্রবণে বিভীষণ কহিলেন;- 'বানরগণকে এইরূপ বলা যাউক যে, রাবণ তোমাদিগকে ভয় প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত এই একটা যন্ত্র সমুচ্ছ্রিত করিয়াছে; তাহা হইলেই উহারা নির্ভয় হইবে।'

বানরগণের হিত-জনক ও যুক্তি-সঙ্গত বিভীষণ-সমীরিত বাক্য শ্রবণ করিয়া, রঘুনন্দন সেনাপতি নীলকে কহিলেন;- 'হে পাবকে! তুমি অপরাপর প্রস্তর-পাণি ও আয়ুধধারী বানরগণের সহিত শৈল-শৃঙ্গ, বৃক্ষ ও শিলা সকল আহরণ করত লঙ্কার দ্বার, চর্য্যা ও সংক্রম সকলে ব্যূহ-বিন্যাস করিয়া অবস্থান কর।' বানর সেনাপতি কপিকুঞ্জর নীল, রাঘব-কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া বানরগণের নিকট সেইরূপ অনুশাসন প্রচার করিলেন। অনন্তর, শৈলসদৃশ সমুন্নত গবাক্ষ, শরভ, হনুমান্ ও অঙ্গদ শৈল-শৃঙ্গ সকল গ্রহণ করত পুরদ্বারে গমন করিলেন। এইরূপে সেই জিতকাশী বানরগণ রামবাক্যে আশ্বস্ত হইয়া শত্রুপক্ষের সৈনিক বীরগণকে প্রহার করিতে লাগিল। তৎকালে সেই দ্রুম-শৈলপাণি ঘোররূপা বানরবাহিনী গিরি-সমীপগতা মহতী মেঘমালার ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল।

এক-ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬১ ॥

এদিকে নিদ্রামদ-সমাকুল বিপুল-বিক্রম রাক্ষস-শার্দ্দূল কুম্ভকর্ণ সুশোভিত রাজমার্গে উপস্থিত হইলেন। সেই পরম-দুর্জ্জয় বীর সহস্র সহস্র রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া

যৎকালে রাজমার্গে গমন করেন, তখন পথের উভয়পার্শ্বস্থ প্রাসাদমালা হইতে তাঁহার উপরে পুষ্পবর্ষণ হইতে লাগিল।

কুম্ভকর্ণ এইরূপে গমন করত অনতিদূরে রাক্ষসেন্দ্র রাবণের সুবর্ণজাল-সমাচ্ছাদিত এবং ভাস্করের ন্যায় ভাস্বর-দর্শন বিপুল ও রম্য গৃহ দেখিতে পাইলেন। যেরূপ দিবাকর কাদম্বিনীর মধ্যে প্রবেশ করেন, তদ্রূপ সেই বীর রাক্ষসপতির আলয়ে প্রবেশ করত দেবরাজের হংসাসন-সমাসীন স্বয়ম্ভু-দর্শনের ন্যায় সিংহাসনে আসীন অগ্রজ রাবণকে দর্শন করিলেন। বীরবর কুম্ভকর্ণ রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া যৎকালে রাবণ-ভবনের মধ্য দিয়া গমন করেন, তখন তাঁহার প্রতিপদন্যাসেই মেদিনী কম্পিত হইতেছিল। সেই বীর গমন করত কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া উদ্বিগ্নমনে পুষ্পক-বিমানে সমাসীন ভ্রাতাকে দেখিতে পাইলেন। দশগ্রীবও সমাগত কুম্ভকর্ণের দর্শনমাত্রেই সত্বর হৃষ্টান্তঃকরণে উত্থিত হইয়া সমীপে আনয়ন করিলেন।

অনন্তর, দশানন পর্য্যঙ্কে উপবেশন করিলে, মহাবল কুম্ভকর্ণ ভ্রাতার চরণ-যুগল বন্দন করত, জিজ্ঞাসা করিলেন ;—'আমাকে কি করিতে হইবে ?' রাবণ কুম্ভকর্ণকে প্রণত দেখিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে পুনর্ব্বার গাত্রোত্থান করত আলিঙ্গন করিলেন। কুম্ভকর্ণও ভ্রাতা-কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত ও যথাযোগ্যরূপে অভিনন্দিত হইয়া উৎকৃষ্ট অমরোচিত শুভাসনে উপবেশন করিলেন। তখন সেই মহাবল কুম্ভকর্ণ আসনে উপবেশন করত ক্রোধে লোহিত-লোচন হইয়া রাবণকে কহিলেন ;—'মহারাজ! কি জন্য এরূপ যত্ন সহ-

কারে আমাকে জাগরিত করিয়াছেন? কাহা হইতে আপনার ভয় উপস্থিত হইয়াছে এবং কাহাকেই বা অদ্য প্রেত-রাজ-ভবনে প্রেরণ করিতে হইবে? এই সমস্ত আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন!' কুম্ভকর্ণ ক্রোধে এই কথা বলিয়াই মৌনাবলম্বন করিলেন। ভ্রাতার বাক্য শ্রবণ করিয়া রাবণও ক্রোধে লোচন-যুগল পরিবর্ত্তিত করত কহিলেন;— 'হে মহাবল! তুমি চিরকাল শয়ন করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছিলে; সুতরাং রাম হইতে আমার যে ভয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহার কিছুমাত্র অবগত নহ। বলশালী শ্রীমান্ দাশরথি রাম, সুগ্রীবের সহিত সমুদ্র পার হইয়া আমাদের কুল নাশ করিতেছে। লঙ্কার বন ও উপবন সকলের প্রতি দৃষ্টিনিঃক্ষেপ করিয়া দেখ;—বানরগণ সেতু-যোগে সুখে সমুদ্র পার হইয়া, সেই সকলকে বানর-সাগরের ন্যায় করিয়াছে। যে রাক্ষসগণ প্রধানতম বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, তাহারাই রণস্থলে বানরগণ-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে; কিন্তু, এক দিনও বানরগণের বিনাশ শ্রবণ করি নাই। হে মহাবল! আমি এই জন্যই তোমাকে জাগরিত করিয়াছি; তুমি অদ্য ইহাদিগকে বিনাশ করিয়া আমাকে পরিত্রাণ কর। আমার কোষ-সমস্ত শূন্য হইয়াছে; অতএব, তুমি আমাকে পরিত্রাণ কর এবং বালবৃদ্ধাবশেষিতা এই পুরী-কেও রক্ষা কর। হে অরিন্দম মহাবাহো! আমি পূর্ব্বে কখনও কোন ভ্রাতাকেই এরূপ অনুরোধ করি নাই, কিন্তু অদ্য তুমি মৎকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া ভ্রাতার নিমিত্ত দুষ্কর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও। হে রাক্ষসপুঙ্গব! তুমি দেবাসুর সংগ্রাম-

সময়ে প্রতিব্যূহ নির্ম্মাণ করত বহুবার অমরগণকে রণস্থলে পরাজিত করিয়াছিলে, এই জন্য তোমাতে আমার মহতী আশা আছে এবং তোমাকে সমধিক স্নেহও করিয়া থাকি। হে ভীমপরাক্রম! আমি ত্রিলোক-মধ্যে কাহাকেও তোমার সদৃশ বলশালী দেখিতে পাই না, অতএব, তুমিই আমার নিমিত্ত সমধিক বীর্য্য প্রকাশ কর। হে সমরপ্রিয়! হে বন্ধু-বান্ধব! যেরূপ পবন শারদীয় ঘনাবলিকে তিরোহিত করে, তদ্রূপ তুমি ইচ্ছানুসারে এই অরাতিবাহিনীকে সন্তাপিত করত আমার সুমহৎ প্রিয়কার্য্যের অনুষ্ঠান কর।’

দ্বিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬২ ॥

রাক্ষস-রাজের এতাদৃশ বিলাপ-বাক্য শ্রবণ করিয়া, কুম্ভকর্ণ হাস্য করত কহিলেন;—‘আমরা মন্ত্র-নির্ণয়কালে যে দোষের আশঙ্কা করিয়াছিলাম, আপনি হিতবাক্যে শ্রদ্ধা করেন নাই বলিয়া অধুনা আপনার সেই দোষ উপস্থিত হইয়াছে। দুষ্কৃতকারীর নিরয়পতনের ন্যায় আপনার পাপকর্ম্মের ফল শীঘ্রই ফলিয়াছে। মহারাজ! আপনি কেবল বীর্য্যদর্পের বশীভূত হইয়াই পূর্ব্বে এবিষয়ের কিছুমাত্র চিন্তা করেন নাই এবং এতাদৃশ গর্হিত কার্য্যের সদসদ্বিচারও করেন নাই। যিনি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া পূর্ব্বের কার্য্য সকল পশ্চাতে এবং পশ্চাৎ-কর্ত্তব্য সকল পূর্ব্বেই সম্পন্ন করেন, তিনি নীতি ও অনীতির কিছুমাত্র অবগত নহেন। যেরূপ অসংস্কৃত অগ্নিতে হুত হবি বিফল হয়, তদ্রূপ দেশকালের বিষয় বিবেচনা না করিয়া কার্য্য করিলে সেই

সমস্তও বিপরীত এবং দোষাবহ হইয়া থাকে। যে নৃপতি বিচারানন্তরকর্ত্তব্য ক্ষয় বৃদ্ধি স্থান ও সামাদির বিষয় চিন্তা করত সচিবগণের সহিত কর্ম্ম সকলের আরম্ভোপায়, পুরুষ-দ্রব্যসম্পৎ, দেশকাল-বিভাগ, বিপত্তি-প্রতীকার ও কার্য্যসিদ্ধি এই পঞ্চধা মন্ত্রণা করত কার্য্য করেন, তিনি নীতিমার্গ হইতে বিচলিত হয়েন না। যে রাজা সচিবগণের সহিত সামাদির কার্য্যাকার্য্য বিচারে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনি বুদ্ধিবলে সচিব-গণের মনোভাব এবং তাহাদের মধ্যে কে প্রকৃত সুহৃৎ ও কেই বা কেবলমাত্র তাঁহার মনোরঞ্জন করিয়া থাকে, সেই সমস্ত জানিতে পারেন। হে রাক্ষসপতে! লোক সকলের মধ্যে কেহ প্রাতঃ, অপরাহ্ণ ও রাত্রি এই ত্রিকালে যথাক্রমে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামকে সেবা করেন; কেহ সেই সেই কালে ধর্ম্মকামাদিরূপ দ্বন্দ্ব এবং কেহ বা এককালে তিনকেই সেবা করিয়া থাকেন। এই তিনের মধ্যে কি শ্রেষ্ঠ ইহা যিনি শ্রবণ করিয়াও জানিতে না পারেন, তিনি রাজাই হউন অথবা রাজ-পুত্রই হউন, তাঁহার সমস্তই বিফল হয় এবং তিনি বহুশ্রুত বলিয়া অভিহিত হয়েন না। হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! যে বুদ্ধিমান্ নরপতি যথাসময়ে সচিবগণের সহিত সাম, দান, ভেদ, বিক্রম-প্রকাশ. পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিধ যোগ, নীতি ও অনীতি এবং ধর্ম্ম. অর্থ ও কাম-বিষয়ক মন্ত্রণা স্থির করিয়া কার্য্য করেন. তিনি কখনই বিপদাপন্ন হয়েন না। রাজা, সর্ব্বার্থতত্ত্বজ্ঞ ও বুদ্ধিজীবী সচিবগণের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহাতে আপনার মঙ্গল হইবে, এইরূপ কার্য্য করি-বেন। মন্ত্রণা-নিরত যে পশু-বুদ্ধি পুরুষগণ শাস্ত্রের অর্থ

অবগত না হইয়া, প্রাগল্‌ভ্য-বশত যে কথা কহিয়া থাকে, অর্থশাস্ত্রানভিজ্ঞ ও বিপুল-ধনাভিলাষী মহীপতিগণের পক্ষে তাদৃশ অশাস্ত্রবিৎ মন্ত্রীর বাক্যানুসারে কার্য্য করা সমুচিত নহে। যে কার্য্য-দূষক ব্যক্তিগণ ধৃষ্টতা-বশত অহিতকেও হিত বলিয়া বর্ণন করে, তাহাদিগকে মন্ত্রণা-কার্য্য হইতে বহিষ্কৃত করা কর্ত্তব্য। মহারাজ! এরূপ অনেক মন্ত্রী আছে, যাহারা সর্ব্বজ্ঞ শত্রুগণের সহিত পরামর্শ করত বিপরীত কার্য্য-দ্বারা স্বামীকে বিনাশ করিয়া থাকে। অতএব, রাজার মন্ত্র-নির্ণয়কালে মিত্রবৎ প্রতীয়মান সেই শত্রু-বশীভূত অমিত্র সচিবগণকে অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। যেরূপ পক্ষিগণ কুমার-বিদারিত ক্রৌঞ্চপর্ব্বতের রন্ধ্র মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ শত্রুগণও চপল এবং ক্ষিপ্রকারী নৃপতির রন্ধ্র প্রাপ্ত হইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে। যিনি শত্রুকে অবজ্ঞা করিয়া আপনাকে রক্ষা না করেন, তিনি সুমহান্ অনর্থ প্রাপ্ত হয়েন এবং স্থান হইতেও পরিভ্রষ্ট হইয়া থাকেন। প্রিয়া মন্দোদরী এবং মদীয় অনুজ ভ্রাতা বিভীষণ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই আমাদিগের হিতকর; তবে, আপনার যাহা অভিমত হয়, তাহাই করুন।'

কুম্ভকর্ণের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, দশানন ক্রোধে নয়ন-যুগল বিস্ফারিত করত কহিলেন;—'মান্য গুরু এবং আচার্য্যের ন্যায় কি নিমিত্ত তুমি আমাকে এরূপ অনুশাসন করিতেছ? এরূপ বাক্যশ্রমের আবশ্যক কি? অধুনা যেরূপ করা কর্ত্তব্য তাহাই কর। অপিচ, আমি বিভ্রম, চিত্তমোহ ও বলবীর্য্যদর্পের বশীভূত হইয়া পূর্ব্বে তোমা-

দের যে উপদেশ শ্রবণ করি নাই, অধুনা তাহার পুনরুক্তির আবশ্যক কি? গত কর্ম্মের নিমিত্ত অনুশোচনা করা কর্ত্তব্য নহে; কারণ, যাহা হইয়াছে, তাহা ত অতীতই হইয়াছে; অতএব, হে বীর! এ সময়ে যাহা কর্ত্তব্য তাহাই চিন্তা কর। যদি, তোমার বিক্রম ও আমার প্রতি স্নেহ থাকে এবং আমার হিতকর কার্য্য করা তোমার অভিপ্রেত হয়, তবে আমার বিবেচনায় ইহাই কর্ত্তব্যতম বলিয়া বোধ হয় যে, তুমি মদীয় অনীতিজনিত এই দুঃখকে স্বীয় বিক্রম-দ্বারা তিরোহিত কর। যিনি বিপন্ন ও দীনভাবাপন্নগণের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করেন, তিনি সুহৃৎ; পরন্তু নীতিমার্গ হইতে বিচলিত হইলেও যিনি সাহায্য করিয়া থাকেন, তিনিই বন্ধু বলিয়া অভিহিত হয়েন।'

দশানন এইরূপ ধীর অথচ নিদারুণ বাক্যসকল কহিলে, কুম্ভকর্ণ 'ইনি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন' এই বিবেচনা করিয়াই শনৈঃ মধুর বাক্য কহিতে অভিলাষ করিলেন। মহাবীর কুম্ভকর্ণ ভ্রাতাকে অতীব বিকলেন্দ্রিয় দেখিয়া উত্তরোত্তর পরিসান্ত্বিত করত কহিলেন;—'হে রাক্ষস-রাজেন্দ্র! এরূপ সন্তপ্ত হইবার আবশ্যক নাই; ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া স্বস্থ হউন। হে পার্থিব! আমি জীবিত থাকিতে আপনি মনোমধ্যে এরূপ সন্তাপকে স্থান দিবেন না; আমি নিশ্চয় বলিতেছি;—যাহার জন্য আপনাকে এতাদৃশ সন্তাপিত হইতে হইয়াছে, আমি তাহাকে বিনাশ করিব। মহারাজ! আপনি যে অবস্থাতেই থাকুন, সকল সময়েই হিতবাক্য বলা কর্ত্তব্য, এই জন্যই বন্ধুভাব ও ভ্রাতৃস্নেহ-

বশত আমি আপনাকে এরূপ বলিয়াছি। সে যাহা হউক, এ সময় স্নিগ্ধ বন্ধুর যেরূপ কার্য্য করা কর্ত্তব্য, আপনি রণ-ভূমিতে মৎকৃত শত্রুগণের কদনরূপ কার্য্য-দ্বারা তাহা প্রত্যক্ষ করুন। হে মহাবাহো! অদ্য আমি রণস্থলে ভ্রাতার সহিত রামকে নিহত করিলে, আপনি বানরবা-হিণীকে বিদ্রুত হইতে দর্শন করিবেন। হে মহাভুজ! অদ্য মৎকর্ত্তৃক রণভূমি হইতে আনীত রামের মস্তক দর্শন করিয়া আপনি সুখী ও জানকী দুঃখিতা হইবেন। যাহা-দের বান্ধবগণ বিনষ্ট হইয়াছে, অদ্য লঙ্কাবাসী সেই নিশা-চরগণও সুমহৎ সুখজনক রামের নিধন দর্শন করুক। বান্ধবগণের বিনাশ-হেতু যাহারা শোকাকুল হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে, অদ্য রণস্থলে শত্রুগণকে বিনাশ করিয়া তাহাদের নয়ন-জল মার্জ্জিত করিব। মহারাজ! অদ্য পর্ব্বত-সদৃশ সুগ্রীবকে সম্পূর্য্য অম্বুদদামের ন্যায় বিকীর্ণ ও রুধিরাক্ত দর্শন করুন। হে অনঘ! রাঘব-জিঘাংসু এই রাক্ষসগণ এবং আপনি মৎকর্ত্তৃক পরিসান্ত্বিত হইয়াও কি নিমিত্ত ব্যথিত হইতেছেন? হে রাক্ষসাধিপ! যদি রাম অগ্রে আমাকে নিহত করিয়া পশ্চাৎ আপনাকে নিহত করে, তাহাতে আমার কিছুমাত্র সন্তাপ নাই। হে অরি-ন্দম! হে অতুলবিক্রম! আপনাকে আর কাহারই প্রত্যাশা করিতে হইবে না, আপনি আমাকে আদেশ করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকুন; আমিই আপনার অরাতিকুলকে উৎসাদিত করিব। যদি, ইন্দ্র, যম, অগ্নি, বায়ু, কুবের অথবা বরুণও যুদ্ধ করেন, তথাপি আমি তাহাদিগের সহিত প্রতিযুদ্ধ

করিব। যুদ্ধের কথা দূরে থাকুক, আমি যখন নিশিত শূল ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান হইব, তৎকালে আমার সেই গিরিপ্রমাণ শরীর ও তীক্ষ্ণ দন্ত দর্শন এবং সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া পুরন্দরও ভীত হইবে। অথবা অধিক কথার আবশ্যক কি? আমি যখন অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করত শত্রু-কুল মর্দ্দন করিতে থাকিব, তৎকালে যাহার বাঁচিবার আশা আছে, এরূপ কেহই আমার সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে না। শক্তি, গদা, অসি অথবা নিশিত শর এ সকলের কিছুমাত্র আবশ্যক নাই, আমি ক্রুদ্ধ হইলে কেবলমাত্র হস্ত-দ্বারাই বজ্রধারী ইন্দ্রকে নিহত করিব। যদি, রাঘব অদ্য আমার মুষ্টিবেগ সহ্য করিয়া জীবিত থাকে, তাহা হইলে মদীয় শরনিকর তদীয় শোণিত পান করিবে। অতএব, হে মহারাজ! আমি জীবিত থাকিতে আপনি কি নিমিত্ত পরিতাপ করিতেছেন। আমি আপনার শত্রুবিনা-শার্থে গমন করিতে উদ্যত হইয়াছি; অতএব আপনি রামজনিত এই নিদারুণ ভয় পরিত্যাগ করুন। আমি রণস্থলে রাম, লক্ষ্মণ, মহাবল সুগ্রীব এবং যে লঙ্কা দগ্ধ করিয়াছিল, সেই রাক্ষসঘাতী হনুমান্‌কেও বিনাশ করিব এবং তথায় যে বানরগণ আসিয়াছে, তাহাদিগকেও ভক্ষণ করিয়া ফেলিব। মহারাজ! আমি আপনার সুমহৎ যশ কামনা করিয়া অসাধারণ কার্য্য করিতে অভিলাষ করিয়াছি। হে রাজন্! যদি ইন্দ্র অথবা স্বয়ম্ভু হইতেও আপনার ভয় উপস্থিত হয়, আমি তাহা হইলেও দিবাকর যেরূপ নৈশ অন্ধকার নাশ করেন, তদ্রূপ তাহাদের সকলকেই বিনাশ

করিয়া ফেলিব। মহারাজ! আমার ক্রোধ উপস্থিত হইলে আমি দেবগণকে ভূতলে শায়িত, যমকে উপশান্ত, হুতাশনকে ভক্ষণ, নক্ষত্রগণের সহিত আদিত্যকে ভূতলে পাতিত, দেবরাজকে বধ, বরুণালয়কে পান, পর্ব্বতসকলকে চূর্ণ এবং মেদিনীকে বিদারিত করিতে পারি। আমি দীর্ঘকাল প্রসুপ্ত ছিলাম, কিন্তু অদ্য জীবসকল এই কুম্ভকর্ণকর্তৃক ভক্ষিত হইয়া তাহার বিক্রম দর্শন করুক। অন্য বিষয়ের কথা দূরে থাকুক, এই ত্রিভুবনও আমার আহারে পর্য্যাপ্ত হয় না। রাজন্! আমি দাশরথিকে বধ করিয়া অসীম সুখ আহরণ করিবার নিমিত্ত চলিলাম; লক্ষ্মণের সহিত রামকে বিনাশ করিয়া সমস্ত বানরগণকে ভক্ষণ করিয়া আসিব। মহারাজ! আমি অদ্য রামকে যমনিকেতনে প্রেরণ করিলে সীতা চিরকালের নিমিত্ত আপনার বশীভূতা হইবে, অতএব আপনি সকল দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া বারুণী পান ও যথা-সুখে রমণ করুন।'

ত্রিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৩ ॥

বিশালবাহু বিপুলদেহ মহাবল কুম্ভকর্ণের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহোদর কহিলেন;—'কুম্ভকর্ণ! তুমি মহাকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ বটে, কিন্তু প্রাগল্ভ্য ও গর্ব্বনিবন্ধন প্রকৃত অবস্থা দেখিতে পাও না; সুতরাং কোন্ সময় কি করা কর্ত্তব্য তাহা জানিতে পার না। রাজার কি নয়ানয় বোধ নাই? তুমি কৈশোরকাল হইতেই দুষ্ট, সেই জন্যই এইরূপ বলিয়া থাক। রাক্ষস-রাজ আপন

এবং শক্র-পক্ষের স্থান, বৃদ্ধি, ক্ষয় এবং দেশ-কালের বিভাগাদি সমস্তই অবগত আছেন। যে কখনও বৃদ্ধগণের উপাসনা করে নাই, এতাদৃশ প্রাকৃতবুদ্ধি ও বল-দর্পিত লোক সকল যে কার্য্য করিয়া থাকে, নীতিজ্ঞগণ কি তাদৃশ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারেন? তুমি যে, পৃথগাশ্রয় ধর্ম্ম অর্থ ও কামের কথা বলিলে, তাহা অন্যকে উপদেশ দেওয়া দূরে থাকুক, তুমি স্বভাবত সে সমস্ত অবগত নহ। কর্ম্মই সুখ-সাধনভূত ত্রিবর্গ-লক্ষণ কারণ-সকলের প্রয়োজন; কারণ, সংসারে কর্ম্ম দ্বারা পাপকার্য্যের ফলও শ্রেয়স্কর হইয়া থাকে। ধর্ম্ম ও অর্থের ফল নিঃশ্রেয়স হইলেও, কামনা বিশেষ থাকিলে তদ্দ্বারা স্বর্গ ও অভ্যুদয়াদিরূপ ভাবী দুঃখ-কারণ সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে; সুতরাং, যখন ধর্ম্ম ও অর্থ-দ্বারা অধর্ম্ম এবং অনর্থও হইয়া থাকে, তখন তাহাদের অনুষ্ঠান না করিলেও প্রত্যবায় হইতে পারে। লোকে ধর্ম্ম ও কর্ম্ম-দ্বারা ইহলোকে দারিদ্র্য এবং পরলোকে নরক যাতনা ভোগ করিয়া থাকে; কিন্তু কামের আশ্রয় গ্রহণ করিলে আপাততই সুমহৎ সুখ লাভ করিতে পারে। অতএব, আমার মতে রাক্ষস-রাজের মনে যাহা নিশ্চিত হইয়াছে, তাহারই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য; কারণ, শক্রগণের প্রতি সাহস প্রকাশ করায় কিছুমাত্র অনীতি দৃষ্ট হয় না। অপিচ, তুমি যে অভিমান-বশত অন্য-সাহায্য ব্যতিরেকে একাকীই শক্রগণকে জয় করিবার কথা কহিলে, তাহাও আমার বিবেচনায় অনুপপন্ন এবং অসাধু; কারণ, যে রাম পূর্ব্বে একাকীই জনস্থানে অসংখ্য অতিবল রাক্ষস-

গণকে নিহত করিয়াছেন, তুমি কাহারও সাহায্য না লইয়া একাকী তাহাকে কিরূপে বিনাশ করিবে? তৎকালে জন-স্থানে যে মহাতেজস্বী রাক্ষসগণ তৎকর্ত্তৃক নির্জ্জিত হইয়া পলায়ন করিয়াছিল, তাহারা রাম-ভয়ে ভীত হইয়া এরূপ লুক্কায়িত হইয়াছে যে, তুমি অদ্যও তাহাদিগকে উপস্থিত দেখিতে পাইবে না। অহো! কি আশ্চর্য্যের বিষয়!! তুমি জানিয়া শুনিয়াও নিয়ত-ক্রুদ্ধ প্রসুপ্ত কেশরী এবং ফণিবরের ন্যায় সেই দশরথ-নন্দন রামকে জাগরিত করিতে চেষ্টা করিতেছ? যিনি ক্রুদ্ধ হইলে সর্ব্বভূতের দুরাসদ, কে সেই তেজঃ-প্রদীপ্ত এবং মৃত্যুর ন্যায় অসহ্য রামের নিকটস্থ হইতে পারে? হে তাত! এই রাক্ষসগণ সকলে সমবেত হইয়া রামের সম্মুখে অবস্থান করত জীবিত থাকিতে পারে কি না সন্দেহ; অতএব, তোমার একাকী রাম-যুদ্ধে গমন আমার অভিমত হয় না। স্বয়ং হীনবল হইয়াও কোন্ ব্যক্তি জীবন পরিত্যাগের নিমিত্তই অপর প্রাকৃত শত্রুর ন্যায় সমৃদ্ধার্থ শত্রুকে স্ববলে আনিবার ইচ্ছা করিতে পারে? হে রাক্ষসোত্তম! ত্রিভুবনে যাহার সদৃশ কেহই নাই, কি জন্য তুমি সূর্য্য ও ইন্দ্রের সমকক্ষ সেই ইক্ষ্বাকুনন্দন রামের সহিত একাকী যুদ্ধ করিতে অভিলাষ করিতেছ?’

মহোদর ক্রোধভরে কুম্ভকর্ণকে এই কথা বলিয়া রাক্ষস-গণ-মধ্যস্থ লোক-রাবণ রাবণকে কহিলেন;—‘আপনি সীতাকে লাভ করিয়াও কি জন্য বিলম্ব করিতেছেন? যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে সীতাও আপনার বশীভূত হইবে। হে রাক্ষসেন্দ্র! আমি সীতার উপস্থানকারক কোন

সদুপায় স্থির করিয়াছি; যদি আপনার বুদ্ধিতেও তাহা ভাল বলিয়া বোধ হয়, তবে শ্রবণ করুন;— আপনি এইরূপ ঘোষণা করুন যে দ্বিজিহ্ব, সংহ্রাদী, কুম্ভকর্ণ, বিতর্দ্দন ও মহোদর এই পাঁচজনে যুদ্ধার্থ নির্গত হইয়াছে। এদিকে আমরাও রণস্থলে গমন করত যত্ন-সহকারে যুদ্ধ করিয়া যদি আপনার শত্রুকে জয় করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের আর এ উপায়ের আবশ্যক হইবে না। পরন্তু, যদি আমরা সুমহৎ যুদ্ধ করিলেও আপনার শত্রুগণ জীবিত থাকে, তাহা হইলে আমরা মনে মনে যে উপায় অবধারণ করিয়াছি, তাহাই অবলম্বন করা যাইবে। আমরা রাম-নামাঙ্কিত বাণ-দ্বারা স্ব স্ব দেহ বিদারিত করত রুধির-পরিপ্লুতদেহে এই স্থানে আগমন করিব এবং "আমরা রাম ও লক্ষ্মণকে ভক্ষণ করিয়াছি; অতএব, আপনি আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ করুন" এইরূপ কহিব। হে পার্থিব! তদনন্তর, আপনি নগরের সর্ব্বত্র গজস্কন্ধে এইরূপ ঘোষিত করিবেন যে, ভ্রাতা ও সৈন্যগণের সহিত রাম নিহত হইয়াছে। হে অরিন্দম! তৎপরে, প্রীতের ন্যায় হইয়া ভৃত্য ও দাস দাসীগণকে বহুবিধ ভোগ্য বস্তু প্রদান করত তাহাদের মনস্কামনা পূর্ণ করিবেন এবং যোধগণকে মালা, বসন, ভূষণ ও বহুবিধ পানীয় প্রদান করত স্বয়ংও পানাদি করিবেন। অনন্তর;- "সুহৃদ্বর্গের সহিত রাম রাক্ষসগণ-কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়াছে" এইরূপ কিংবদন্তী যখন সর্ব্বদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া সীতার শ্রুতিগত হইবে, তখন আপনি অশোকবনে প্রবেশ করিয়া নির্জ্জনে সীতাকে আশ্বস্ত ও পরিসান্ত্বিত করত ধন-

ধান্য, রত্ন ও কমনীয় বস্তু-দ্বারা প্রলোভিত করিবেন। রাজন্! হৃতনাথা সীতার অভিলাষ না থাকিলেও এতাদৃশ শোকো-দ্দীপক বঞ্চনা-দ্বারা সে আপনার বশীভূত হইবে। জানকী রমণীয় ভর্ত্তাকে নিহত শ্রবণ করিয়া নৈরাশ্য এবং অবলা-সুলভ লঘুত্ব বশত আপনারই বশীভূত হইবে। সীতা পূর্ব্বে পরমসুখে সম্বর্দ্ধিত হইয়া অধুনা এতাদৃশ দুঃখ ভোগ করত স্বীয় সুখলাভকে আপনার অধীন বোধ করিয়া সর্ব্ব-তোভাবে আপনার বশে আগমন করিবে। মহারাজ! আমার বিবেচনায় ইহাই ভাল বলিয়া বোধ হইতেছে এবং ইহাতেই আপনার অভিলাষ পূর্ণ হইবে; অতএব, আপনি রণাঙ্গনে রামের সহিত সম্মিলিত হইবার অভিলাষ করি-বেন না, কারণ তাহাতে সুখ লাভ না হইয়া সুমহান্ অনর্থই ঘটিবার সম্ভব। হে জনাধিপ! যে মহান্ মহীপতি স্বয়ং সংশয়স্থ না হইয়া এবং সৈন্যগণকে বিনষ্ট না করিয়া বিনা যুদ্ধে শত্রুগণকে জয় করেন, তিনি বিপুল যশ, সুখ-সম্পত্তি ও কীর্ত্তি লাভ করিতে পারেন।'

চতুঃষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৪ ॥

কুম্ভকর্ণ, এইরূপ উক্ত হইয়া, মহোদরকে ভর্ৎসনা করত অগ্রজ রাক্ষস-রাজ রাবণকে কহিলেন;—'হে মহারাজ! আপনি যথাসুখে বিচরণ করুন, আমি সেই দুরাত্মা রামকে বধ করত আপনার ঘোরতর ভয় অপনীত করিয়া আপনাকে নির্ব্বৈর করিব। শূরগণ কখনই নির্জ্জল জলদের ন্যায় বৃথা গর্জ্জন করেন না; আমি যে গর্জ্জন করিয়াছি, আপনি

কার্য্যেও রণস্থলে তাহাই সম্পন্ন হইতে দর্শন করুন। বীর পুরুষগণ বৃথা আত্মশ্লাঘা করিতে অভিলাষ করেন না এবং বাক্যে প্রকাশ না করিয়াই দুষ্করকর্ম্ম করিয়া থাকেন। ওহে মহোদর! তুমি যে কথা কহিলে, এরূপ বাক্য উদ্ধত, অবুদ্ধি ও পণ্ডিতাভিমানী ভূপতিরই অভিমত হইয়া থাকে। যুদ্ধকালে তোমার ন্যায় কাপুরুষগণই রাজার মনোমত চাটুবাক্য বলিয়া সকল কার্য্যই নষ্ট করিয়াছে। তোমরা এই ঋজুবুদ্ধি রাজাকে প্রাপ্ত হইয়া সুহৃচ্চিহ্নধারী অমিত্রের ন্যায় কার্য্য করত কোশ সকলকে শূন্য, বল সকলকে হত এবং লঙ্কাকে রাজাবশিষ্ট করিয়াছ। আমি তোমাদের সেই দুর্নয়কে যুদ্ধ-দ্বারা অপনীত করিবার নিমিত্ত শত্রুজয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া নির্গত হইতেছি।'

ধীমান্ কুম্ভকর্ণ এই কথা বলিলে, রাক্ষস-রাজ হাস্য-সহকারে কহিলেন;—'হে বৎস যুদ্ধ-বিশারদ! আমি নিশ্চয় বলিতেছি, মহোদর রামকে দেখিয়া ভীত হইয়া থাকিবে, সেই জন্যই ইহার যুদ্ধ করিতে অভিলাষ হইতেছে না। কুম্ভকর্ণ! সৌহৃদ্য অথবা বল-বিষয়ে তোমার সমান আমার কেহই নাই, অতএব তুমি শত্রুগণের বধ-সাধন করত বিজয় লাভার্থে শীঘ্র নির্গত হও। হে অরিন্দম! নিশাচরগণের এই নিদারুণ দুঃসময় উপস্থিত দেখিয়াই তুমি নিদ্রিত থাকিলেও আমি তোমাকে জাগরিত করিয়াছি; অতএব পাশহস্ত যমের ন্যায় শূলহস্তে নির্গত হইয়া আদিত্যের ন্যায় তেজস্বী রাজনন্দন-যুগল এবং বানরগণকে ভক্ষণ কর। তোমার রূপ দেখিয়াই বানরগণ বিদ্রুত হইবে এবং রাম-

লক্ষ্মণেরও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবে।' মহাতেজা রাক্ষস-পুঙ্গব রাজা দশানন মহাবল কুম্ভকর্ণের বল এবং পরাক্রম অবগত ছিলেন, সুতরাং, তাঁহাকে এই কথা বলিয়া নির্ম্মল শশধরের ন্যায় মুদিত হইলেন এবং আপনাকে পুনর্জ্জাত বলিয়া মনে করিলেন। কুম্ভকর্ণও রাক্ষস-রাজ-সমীরিত এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন এবং যুদ্ধ-যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। সেই শত্রু-নিসূদন বীর বেগে কালায়স-নির্ম্মিত, তপ্তকাঞ্চন-ভূষিত, দেবরাজের অশনি-সদৃশ, বজ্রের ন্যায় গৌরবশালী, দেব দানব গন্ধর্ব্ব যক্ষ ও পন্নগগণের নিসূদন-সমর্থ প্রদীপ্ত ও নিশিত শূল গ্রহণ করিলেন। মহতী রত্নমালায় শোভিত হওয়ায় যাহা হইতে অগ্নি নির্গত হইতেছিল, মহাতেজা কুম্ভকর্ণ তাদৃশ শত্রু-শোণিত-রঞ্জিত নিশিত শূল গ্রহণ করত রাবণকে কহিলেন; —'বল-সকল এই স্থানেই অবস্থান করুক, অদ্য আমি একাকী যাইয়া বানরগণকে ভক্ষণ করিয়া আসি।'

কুম্ভকর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাবণ কহিলেন —'কুম্ভ-কর্ণ! তুমি শূল-মুদ্গর-পাণি সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া গমন কর; কারণ, সেই বানরগণ মহাবল শূর এবং নিয়ত যুদ্ধ-ব্যবসায় করিয়া থাকে। তুমি নিয়তই প্রমত্ত থাক, সুতরাং তোমাকে একাকী দেখিলে তাহারা তৎক্ষণাৎ বিনাশ করিয়া ফেলিবে। আমি সেই জন্য বলিতেছি, তুমি পরম-দুর্দ্ধর্ষ সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া গমন করত রাক্ষসগণের অহিত-কারী শত্রুপক্ষ সকলকে বিনাশ কর।' অনন্তর, মহাতেজা

রাবণ আসন হইতে সমুত্থিত হইয়া মহাবল কুম্ভকর্ণের গল-দেশে মণি-শোভিত মালা প্রদান করত অঙ্গদ, অঙ্গু-রীয়ক, চন্দ্রহার এবং অপর উৎকৃষ্ট আভরণ সকল যথা-স্থানে বন্ধন করিয়া দিলেন। কর্ণ-যুগলে দুইটী কুণ্ডল পরাইয়া দিলেন এবং সুগন্ধ দিব্য মাল্যদামে তাঁহার শরী-রকে সুশোভিত করিলেন। তৎকালে বৃহৎকর্ণ কুম্ভকর্ণ কাঞ্চন-নির্ম্মিত অঙ্গদ, কেয়ূর ও নিষ্কাদি আভরণে ভূষিত হইয়া সুহুত অগ্নির ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। অপিচ, তিনি মেচকদাম-বিরাজিত কটিসূত্র ধারণ করায় তাঁহাকে অমৃত-মন্থনকালীন ভুজগনদ্ধ মন্দরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। সেই বীর কাঞ্চন-নির্ম্মিত বিদ্যুৎপ্রভ ভারসহ কবচ বন্ধন করিয়া স্বীয় কান্তি-দ্বারা সায়ংকালীন নিবাত-মেঘসম্বীত অদ্রিরাজের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। সেই রাক্ষসবর সর্ব্বাঙ্গে সর্ব্বপ্রকার আভরণ ধারণ করিয়া ত্রিপদ-ন্যাসে কৃতোৎসাহ নারায়ণের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগি-লেন।

অনন্তর, মহাবল কুম্ভকর্ণ ভ্রাতা রাবণকে দণ্ডবৎ প্রণাম, প্রদক্ষিণ ও আলিঙ্গন করত প্রস্থানোদ্যত হইলে, রাবণ প্রশস্ত আশীর্ব্বাক্য-দ্বারা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন; মহাবল রাক্ষসগণ, বরায়ুধধারী সৈন্য, মেঘের ন্যায় শব্দায়-মান স্যন্দন, গজ, তুরঙ্গ এবং শঙ্খ ও দুন্দুভি-নির্ঘোষের সহিত সেই রথিবরের অনুগামী হইল। কতকগুলি রাক্ষস, সর্প উষ্ট্র খর দ্বিপ মৃগ ও পক্ষীর উপর আরোহণ করিয়া সেই ঘোররূপ মহাবল কুম্ভকর্ণের পশ্চাৎ গমন করিতে

লাগিল। এইরূপে, সেই মহোৎকট, শোণিতগন্ধমত্ত ও শিতশূলধারী দেব-দানব-শত্রু কুম্ভকর্ণ নির্গত হইলেন; তৎকালে, তাঁহার মস্তকোপরি আতপত্র ধৃত হইয়াছিল এবং চতুর্দ্দিক্ হইতে পুষ্পবর্ষণ হইতেছিল। তৎপরে, নীলাঞ্জনচয়-সদৃশ বহুব্যাম-দীর্ঘ মহানাদ ভীমরূপ ভীমাক্ষ লোহিত-লোচন মহাবল পদাতিগণ নিশিত-শূল, খড়্গ, পরশু, ভিন্দিপাল, পরিঘ, গদা, মুষল, বিপুল তালস্কন্ধ ও দুরাসদ ক্ষেপণীয় সকল উদ্যত করত তাঁহার অনুগামী হইল। অনন্তর, মহাতেজা মহাবল কুম্ভকর্ণ অন্য ঘোর-দর্শন দারুণ দেহ ধারণ করত নির্গত হইলেন। শকটচক্রের ন্যায় লোচন-সমন্বিত ও মহাপর্ব্বত সদৃশ সেই ভয়ঙ্কর দেহের আয়তন ঊর্দ্ধে ছয় শত এবং পরিধিতে এক শত ধনু। দগ্ধশৈল-সদৃশ সেই মহাবক্ত্র মহারাক্ষস কুম্ভকর্ণ হাসিতে হাসিতে রাক্ষসগণকে কহিলেন;—'যেরূপ হুতাশন পতঙ্গগণকে দহন করে, তদ্রূপ আমিও অদ্য বানরগণের যে সকল পৃথক্ পৃথক্ দল আছে, তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া ফেলিব। অথবা, আমাদিগের পুরী ও উদ্যানাদির ভূষণ-ভূত সেই বানরগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ত আমাদের কোন অপরাধ করে নাই; লক্ষ্মণের সহিত রামই এই পুররোধের মূল, অতএব তাহাকেই রণস্থলে বধ করিব; কারণ, রাম মরিলে সকলেই বিনষ্ট হইবে।'

রাক্ষস কুম্ভকর্ণ এই কথা বলিলে, মহাবল যোধগণ এরূপ সিংহনাদ করিল যে, মহার্ণবও কম্পিত হইয়া উঠিল। ধীমান্ কুম্ভকর্ণ এইরূপে নির্গত হইতেছেন, ইত্যবসরে চতু-

র্দ্দিক্ হইতে ঘোররূপ দুর্নিমিত্ত সকল প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল; উল্কাশনিযুক্ত মেঘ সকল গর্দ্দভের ন্যায় অরুণবর্ণ হইল এবং সাগর ও বন সকলের সহিত বসুধা কম্পিত হইতে লাগিল। ঘোররূপ শিবাগণ অঙ্গার-কবল করিতে করিতে শব্দ করিল এবং বিহঙ্গমগণ অপসব্য-মণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। তিনি যখন পথ-মধ্যে গমন করেন, তৎকালে তাঁহার শূলোপরি গৃধ্র নিপতিত হইল এবং বাম-নয়ন স্ফুরিত ও বামহস্ত কম্পিত হইতে লাগিল। সম্মুখে ভীম-নিঃস্বন জ্বলন্তী উল্কা নিপতিত হইল; দিবাকর প্রভা-বিহীন হইলেন এবং যাহাতে সুখ লাভ হয় এরূপ বায়ু প্রবাহিত হইল না। পরন্তু, কালবল-চোদিত কুম্ভকর্ণ সেই রোমহর্ষণ মহোৎপাত সকলের বিষয় চিন্তা না করিয়াই নির্গত হইলেন। পর্ব্বত-প্রমাণ কুম্ভকর্ণ বহির্গত হইয়াই পদ-দ্বয় দ্বারা প্রাকার উল্লঙ্ঘন করত কাদম্বিনী-সদৃশ সেই অদ্ভুত বানরবাহিণীকে দেখিতে পাইলেন। পরন্তু, বানরগণ সেই পর্ব্বত-সদৃশ রাক্ষস-শ্রেষ্ঠকে দেখিয়াই বায়ুবিদলিত পাদপদামের ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। মেঘ-সদৃশ কুম্ভকর্ণ মেঘমালার ন্যায় সেই প্রচণ্ড বানরবাহিণীকে প্রভিন্ন মেঘজালের ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিদ্রুত হইতে দেখিয়া হর্ষে পুনর্ব্বার সিংহনাদ করিলেন। শূন্যমার্গে শব্দায়মান ঘনঘটার নিদারুণ নির্ঘোষের ন্যায় সেই ঘোর নিনাদ শ্রবণ করিয়া, অনেক বানর ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। এইরূপে রিপু বিনাশার্থে নির্গত বিপুল-পরিঘশালী মহাবল কুম্ভকর্ণ কিঙ্করগণ-

পরিবেষ্টিত প্রলয়কালীন দণ্ডপাণি শঙ্করের ন্যায় বানর-গণের ভীম-ভয় উৎপাদন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৫ ॥

গিরিকূট-সদৃশ মহাবল কুম্ভকর্ণ প্রাকার উল্লঙ্ঘন করত সত্বর নগর হইতে নির্গত হইয়া এরূপ সিংহনাদ করিলেন যে, তাহাতে সমুদ্র অনুনাদিত, পর্ব্বত সকল বিধমিত এবং অশনির ন্যায় শব্দ-সমুত্থিত হইল। যম, বরুণ অথবা দেবরাজও যাঁহাকে বধ করিতে অসমর্থ, সেই ভীমাক্ষ কুম্ভ-কর্ণকে সমাগত দেখিয়া বানরগণ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে বালি-নন্দন অঙ্গদ মহাবল নীল নল গবাক্ষ ও কুমুদকে কহিলেন;—'এ কি! অন্য প্রাকৃত বানরের ন্যায় তোমরাও ভয়-বিহ্বল হইয়া কোথায় পলায়ন করিতেছ? তোমরা কি স্ব স্ব বীর্য্য এবং আভিজাত্যাদি বিস্মৃত হইয়াছ? হে সৌম্যগণ! পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিবার আবশ্যক কি? বিশেষত এই যে রাক্ষসকে দেখিতেছ ইহা একটা মহতী বিভীষিকামাত্র, ইহার যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা নাই; অতএব তোমরা নির্ভয়ে প্রতিনিবৃত্ত হও। ওহে বানরগণ! তোমরা নিবৃত্ত হইলে আমরা সকলে সমবেত হইয়া বিক্রম-দ্বারা রাক্ষসগণ-কর্ত্তৃক সমুত্থাপিত এই মহতী বিভীষিকাকে বিধমিত করিব।'

অঙ্গদের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে বানরগণ আশ্বস্ত হইয়া বহুকষ্টে নিবৃত্ত হইল এবং পাদপদাম গ্রহণ করত রণ-চত্বরের অভিমুখীন হইল। মদমত্ত মাতঙ্গগণের ন্যায়

সেই প্লবঙ্গগণ উৎসাহ-সহকারে নিবৃত্ত হইয়াই ক্রোধভরে কুম্ভকর্ণকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। পরন্তু, সেই মহাবল উন্নত গিরিশৃঙ্গ, শিলা এবং পুষ্পিতাগ্র পাদপদাম-দ্বারা সন্তাড়িত হইয়াও ক্ষণমাত্র বিচলিত হইলেন না। অধিকন্তু, শিলা ও পুষ্পিতাগ্র বৃক্ষ সকল তদীয় গাত্রে পতিত হইয়াই ভগ্ন হইতে লাগিল। কুম্ভকর্ণও হুতাশনের কানন দহনের ন্যায় ক্রোধে মহাতেজা বানরগণের সেই সৈন্যগণকে যত্ন-সহকারে মন্থন করিতে লাগিলেন। তৎকালে বানরগণ নিরস্ত হইয়া তাম্রবর্ণ পুষ্প-শোভিত দ্রুম সকলের ন্যায় রুধির-পরিপ্লুতদেহে ভূমিতে পতিত হইতে ও শয়ন করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ কোন দিকে দৃষ্টি-নিঃক্ষেপ না করিয়াই প্রধাবিত হওত লঙ্ঘন করিবার অভি-প্রায়ে সমুদ্রে পতিত হইল এবং কেহ বা গহন-মধ্যে লুক্কা-য়িত হইল। বলিতে কি, তৎকালে অনেক বীর বানর সেই রাক্ষস-কর্ত্তৃক অবলীলাক্রমে বধ্যমান হইয়া যে পথে সমুদ্র পার হইয়াছিল, সেই পথেই পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। ঋক্ষগণ ভয়ে বিবর্ণ-বদন হইয়া গুহা-মধ্যে প্রবেশ করিল এবং কেহ বৃক্ষোপরি আরোহণ ও কেহ বা পর্ব্বতোপরি উত্থিত হইল। বানরগণের মধ্যে কেহ সমরাভিলাষে গমন করিতে লাগিল এবং কেহ বা রণস্থলে অবস্থান করিতেই সমর্থ হইল না। কোন কোন বানর ভূমিতে নিপতিত হইল এবং কেহ বা মৃতবৎ নিদ্রা যাইতে লাগিল।

অঙ্গদ বানরগণকে ভগ্ন হইতে দেখিয়া কহিলেন;—'ওহে বানরগণ! তোমরা নিবৃত্ত হইয়া যুদ্ধার্থ অবস্থান কর;

তোমরা যদি এরূপে ভগ্ন দিয়া পলায়ন করত সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন কর, তথাপি কোথাও এরূপ স্থান প্রাপ্ত হইবে না যে, তথায় স্ব স্ব প্রাণ রক্ষা করিতে পারিবে; অতএব শীঘ্র নিবৃত্ত হও, এরূপে প্রাণ রক্ষা করিয়া কি হইবে? হে অতুল গতি-পৌরুষগণ! তোমরা যদি নিজ নিজ আয়ুধ সকল পরিত্যাগ করত এরূপে পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা কর, তাহা হইলে তোমাদের রমণীগণ যে উপহাস করিবে, তাহাই মৃত্যুর স্বরূপ হইবে। আমরা সকলেই সুমহৎ বিশাল বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি; পরন্তু, তোমরা কি নিমিত্ত প্রাকৃত বানরগণের ন্যায় ভয়-বিহ্বল হইয়া পলায়ন করিতেছ? অধিকন্তু, তোমরা সকলে ভয়-বশত স্ব স্ব পরাক্রম পরিত্যাগ করত এরূপে পলায়ন করিলে রাজদ্রোহী হইবে। নিজ নিজ উগ্রতা প্রতিপাদন ও বানররাজের হিত-সাধন করিবার নিমিত্ত তোমরা তৎকালে যে বিকত্থন করিয়াছিলে, তৎসমস্ত কোথায় অন্তর্হিত হইল? হে বানরগণ! এইরূপ প্রবাদ শ্রুত আছে যে, ভীরুগণ বীরগণ-কর্ত্তৃক ধিক্কৃত হইয়া জীবন ধারণ করে, অতএব তোমরা ভয়-পরিত্যাগ করিয়া সৎপুরুষ-সেবিত রণমার্গের অনুসরণ কর। যদি আয়ুঃশেষ-বশত আমরা অরাতিগণ-কর্ত্তৃক দৈবাৎ নিহত হইয়া ধরাশায়ী হই, তাহা হইলে কুযোধগণের দুষ্প্রাপ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইব এবং বীরগণের সুখলভ্য ধন সকল লাভ করিব। পরন্তু, যদি সমরে শত্রুগণকে বিনাশ করিতে পারি, তাহা হইলে ইহলোকে অতুল কীর্ত্তি লাভ করিতে পারিব। যেরূপ পতঙ্গ দীপ্যমান হুতাশনের

নিকটবর্ত্তী হইয়া জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ কুম্ভকর্ণও রঘুনন্দনের নিকটবর্ত্তী হইয়া জীবিত অবস্থায় প্রতিগমন করিতে পারিবে না। বিশেষত, আমরা মহাবীর ও বহুসংখ্যক হইয়াও যদি এক জন-কর্ত্তৃক ভগ্ন হইয়া পলায়ন-দ্বারা জীবন রক্ষা করি, তাহা হইলে আমাদের যশ নষ্ট হইবে।'

কনকাঙ্গদ-ভূষিত শূরবর অঙ্গদ এই কথা বলিলে, পলায়মান বানরগণ শূর-বিগর্হিত-বাক্যে উত্তর করিল ;- 'আমরা রাক্ষস কুম্ভকর্ণ-কর্ত্তৃক ঘোরতর পীড়িত হইয়াছি, সুতরাং আর অবস্থান করিতে পারি না মনে করিতেছি, কারণ প্রাণই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম।' বানর-যূথপতিগণ ভীমাক্ষ ভীমরূপ কুম্ভকর্ণকে সমাগত দেখিয়া এতাবন্মাত্র বলিয়াই চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। পরন্তু, অঙ্গদের সান্ত্ব ও প্রলোভন বাক্য দ্বারা সেই পলায়মান বানর-যূথপতিগণ পুনর্ব্বার নিবর্ত্তিত হইল। তখন, বুদ্ধিমান্ অঙ্গদ তাহাদিগকে প্রহর্ষিত করিলেন এবং সেই যূথপতিগণও যুদ্ধাজ্ঞার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। অনন্তর, ঋষভ, সরভ, মৈন্দ ধূম্র নীল কুমুদ সুষেণ গবাক্ষ রম্ভ তার দ্বিবিদ পনস ও বায়ুপুত্র-প্রমুখ বানরগণ সত্বর সমরাভিমুখে প্রস্থিত হইল।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৬ ॥

অঙ্গদের বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলেই নিবৃত্ত হইল এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত সঙ্কল্প করিয়া যুদ্ধ করিবার অভিলাষ করিল।

অনন্তর, বলবান্ অঙ্গদের বাক্য-দ্বারা তাহারা সর্ব্বতোভাবে অবস্থিত হইল এবং তাহাদের বীর্য্য উদীরিত হওয়ায় পুনর্ব্বার পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল। সেই বানরগণ সকলেই জীবনের আশা পরিত্যাগ করত মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া তুমুল যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। তৎপরে সেই মহাকায় কপিগণ বৃক্ষ ও সুমহৎ সানু সকল উদ্যত করত কুম্ভকর্ণের অভিমুখে ধাবিত হইল। পরন্তু, বীর্য্যবান্ মহাকায় কুম্ভকর্ণ ক্রোধভরে গদা উদ্যত করত শত্রুগণকে ধর্ষিত ও চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত করিতে লাগিলেন। তখন অসংখ্য বানর কুম্ভকর্ণ-কর্ত্তৃক সন্তাড়িত হইয়া প্রকীর্ণভাবে ভূমিতে শয়ন করিল। যেরূপ সুপর্ণ পন্নগগণকে ভক্ষণ করেন, তদ্রূপ নিরতিশয় ক্রুদ্ধ কুম্ভকর্ণ এককালে ষোড়শ অষ্টাদশ বিংশতি এবং ত্রিংশৎ পরিমিত বানরগণকে বাহুযুগল-দ্বারা গ্রহণ করত মুখ-মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। বানরগণও বহুকষ্টে আশ্বস্ত হইয়া একত্র সমবেত হইল এবং বৃক্ষ ও শৈল-হস্তে রণাগ্রে অবস্থান করিতে লাগিল।

অনন্তর, বিলম্ব বারিদের ন্যায় প্লবগ-পুঙ্গব দ্বিবিদ একটি পর্ব্বত উৎপাটন করত গিরিশৃঙ্গ-সদৃশ কুম্ভকর্ণের প্রতি অভিদ্রুত হইল। সেই বানর শৈলশিখর উৎপাটন করিয়াই কুম্ভকর্ণোদ্দেশে নিক্ষেপ করিল; পরন্তু, তাহা তাঁহার উপর পতিত না হইয়া তদীয় সৈন্যের উপর পতিত হইল। সেই গিরিশৃঙ্গ পতিত হওয়ায় অশ্ব, গজ এবং রথ সকল চূর্ণ হইয়া গেল। তখন, দ্বিবিদ সেই সকল রাক্ষস ও অন্যান্য নিশা-

চরগণকে লক্ষ্য করিয়া অন্য একটি গিরিশৃঙ্গ ক্ষেপণ করিলে তদীয় বেগে অভিহত হইয়া অনেক অশ্ব ও সারথি নিহত হওয়ায় নিশাচরগণের রুধির-বহুল তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। রথারূঢ় ভীম-নিস্বন নিশাচরগণ কালান্তক-সদৃশ শর-সমূহ-দ্বারা শব্দায়মান বানরগণের মস্তক হরণ করিতে লাগিল। মহাবল বানরগণও বৃহৎ বৃক্ষ সকল উৎপাটন করত রথ অশ্ব গজ উষ্ট্র ও রাক্ষসগণকে বিধ্বংসিত করিতে লাগিল। হনুমান্ আকাশে উত্থিত হইয়া কুম্ভকর্ণের মস্তকে শৈলশৃঙ্গ শিলা ও বিবিধ দ্রুম সকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পরন্তু, বিপুল-বলশালী কুম্ভকর্ণ স্বীয় শূলের অগ্র-ভাগ-দ্বারা সেই সমস্ত শৈলশৃঙ্গকে ভগ্ন ও বৃক্ষ সকলকে ছেদন করিলেন। অনন্তর, নিশিত শূল উদ্যত করত বানর-বাহিনীর প্রতি অভিদ্রুত হইলে, হনুমান্ একটি পর্ব্বতশৃঙ্গ গ্রহণ করত তাঁহার অগ্রে অবস্থিত হইয়া তদ্দ্বারা বেগে রোষভরে সেই শৈলোত্তম-সদৃশ নিশাচরকে আঘাত করি-লেন; তাহাতে তিনি নিতান্ত ক্ষুব্ধ ও অভিভূত হইলেন এবং তাঁহার গাত্র রুধির ও মেদে প্লাবিত হইয়া গেল। পরন্তু, কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া কুমার যেরূপ উগ্র শক্তি-দ্বারা ক্রৌঞ্চ-পর্ব্বতকে ভেদ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ গিরি-মধ্যগত প্রজ্বলিত হুতাশন-সদৃশ বিদ্যুতের ন্যায় প্রকাশমান শূল-দ্বারা মারুতির বাহু-মধ্যে আঘাত করিলেন। হনুমান্ রণস্থলে সুমহৎ শূল-দ্বারা ভুজান্তরে আঘাতিত হওয়ায় অতিশয় বিহ্বল হইয়া প্রলয়কালীন মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার মুখ হইতে

উদ্বান্ত শোণিত নির্গত হইতে লাগিল। নিশাচরগণ তাঁহাকে সহসা এরূপ ব্যথিত দেখিয়া হর্ষে সিংহনাদ করিয়া উঠিল এবং বানরগণ ভয়ে ব্যথিত-হৃদয় হইয়া কুম্ভকর্ণের নিকট হইতে পলায়ন করিতে লাগিল।

অনন্তর, বলশালী নীল সৈন্যগণকে সংস্থাপিত করত ধীমান্ কুম্ভকর্ণের উদ্দেশে একটি শৈলশৃঙ্গ ক্ষেপণ করিলে, কুম্ভকর্ণ তাহাকে আপতিত দেখিয়াই তদুপরি মুষ্ট্যাঘাত করিলেন এবং সেই গিরিশৃঙ্গও তাদৃশ মুষ্টিপ্রহারে বিশীর্ণ হইয়া জ্বালা ও স্ফুলিঙ্গের সহিত ধরণীতলে পতিত হইল। তখন, ঋষভ শরভ নীল গবাক্ষ ও গন্ধমাদন এই পাঁচজন মহাবল বানর-পুঙ্গব রণস্থলে মহাকায় কুম্ভকর্ণের প্রতি অভিদ্রুত হইয়া, শৈল, তল, পাদ ও মুষ্টি-দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিতে লাগিল। পরন্তু, কুম্ভকর্ণ সেই সকল প্রহারকে সুখস্পর্শ বোধ করিয়া কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না; অধিকন্তু, মহাবেগ ঋষভকে বাহু-দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন। ভীমরূপ বানরর্ষভ ঋষভ কুম্ভকর্ণের ভুজ-যুগল-দ্বারা পীড়িত হইয়া ভূপতিত হইল এবং তাহার মুখ হইতে শোণিত নির্গত হইতে লাগিল। অনন্তর, ইন্দ্রশত্রু কুম্ভকর্ণ রণ-মধ্যে মুষ্টি-দ্বারা শরভকে, জানু-দ্বারা নীলকে এবং গবাক্ষকে তল-দ্বারা আঘাত করিলেন; তাহাতে সেই বীর-গণ নিতান্ত ব্যথিত ও রুধিরে পরিপ্লুত হইয়া ছিন্ন কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় ধরণীতলে পতিত হইল।

সেই মহাবল বানর-মুখ্যগণ পতিত হইলে, সহস্র সহস্র বানর কুম্ভকর্ণের অভিমুখে ধাবিত হইল। শৈল-সদৃশ সেই

প্লবগ-পুঙ্গবগণ সেই শৈলাকার নিশাচরের উপর আরোহণ করিয়া তাঁহাকে দংশন করিতে লাগিল। সেই বানর-পুঙ্গব-গণ নখ, দন্ত, মুষ্টি ও বাহু-দ্বারা মহাবাহু কুম্ভকর্ণকে আঘাত করিতে লাগিল। তৎকালে, পর্ব্বত-সদৃশ রাক্ষস-শার্দ্দূল কুম্ভকর্ণ বানরসহস্রে বিচিত হইয়া তরুরাজি-বিরাজিত গিরিবরের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর, গরুড় যেরূপ পন্নগগণকে ভক্ষণ করেন, তদ্রূপ সেই মহাবল ক্রোধ ভরে বাহু দ্বারা বানরগণকে আক্রমণ করিয়া ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। পরন্তু, বানরগণ কুম্ভকর্ণ-কর্ত্তৃক তদীয় পাতাল-সদৃশ মুখ-বিবরে নিক্ষিপ্ত হইয়া নাসাপুট ও কর্ণ-যুগল দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইতে লাগিল। সেই পর্ব্বত-সদৃশ রাক্ষসবর নিদারুণ রুষ্ট হইয়া বানরগণকে ভক্ষণ করত সমগ্র বানরবাহিনীকে ভগ্ন করিলেন। এইরূপে রাক্ষস কুম্ভকর্ণ রণভূমিকে মাংস ও শোণিতে ক্লেদিত করত প্রলয়কালীন প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় বানর সৈন্য-মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। অপিচ, সেই মহাবল শূল ধারণ করিয়া বজ্রপাণি দেবরাজ এবং পাশহস্ত যমের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। যেরূপ হুতাশন নিদাঘকালে শুষ্ক অরণ্য দগ্ধ করেন, তদ্রূপ তিনিও বানর-সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন, হতযূথ প্লবঙ্গমগণ তৎকর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া ভয়োদ্বিগ্নমনে বিকৃতস্বরে নিনাদ করিতে লাগিল। এইরূপে বানরগণ কুম্ভকর্ণ-কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া ভগ্নোৎসাহ হইল এবং ভয়ে ব্যথিত মনে রাঘবের শরণাগত হইতে লাগিল।

বালি-নন্দন কুম্ভকর্ণ-কর্ত্তৃক মহারণে বানরগণকে প্রভগ্ন

দেখিয়া বেগে তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। সেই বীর একটি সুমহৎ শৈলশৃঙ্গ গ্রহণ করিয়া বারম্বার সিংহনাদ-দ্বারা কুম্ভকর্ণের পদানুগ নিশাচরগণকে সন্ত্রাসিত করত সেই গিরিশিখরকে কুম্ভকর্ণের মস্তকোদ্দেশে ক্ষেপণ করিলেন। ইন্দ্রশত্রু কুম্ভকর্ণ সেই শিখর দ্বারা আহত হইয়া নিদারুণ ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং বেগে বালিনন্দনের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। অনন্তর, মহানাদ মহাবল কুম্ভকর্ণ বানরগণকে সন্ত্রাসিত করত স্বীয় শূল নিক্ষেপ করিলে, যুদ্ধমার্গবিশারদ বলবান্ প্লবঙ্গপুঙ্গব অঙ্গদ তাহা বেগে পতিত হইতে হইতেই লাঘব-দ্বারা আপনাকে তাহা হইতে মুক্ত করিলেন এবং বেগে উৎপতিত হইয়া তল দ্বারা কুম্ভকর্ণের বক্ষঃস্থলে এরূপে সন্তাড়িত করিলেন যে, অচল-সদৃশ কুম্ভকর্ণও সেই আঘাতে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। বিপুলবলশালী কুম্ভকর্ণ ক্ষণকাল পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া অঙ্গদের বক্ষঃস্থলে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন এবং অঙ্গদও তাহাতে বিসংজ্ঞ হইয়া পতিত হইলেন। প্লবগ-শার্দ্দূল অঙ্গদ ভূপতিত হইলে, কুম্ভকর্ণ শূল গ্রহণ করত সুগ্রীবের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। বীরবর বানররাজ সুগ্রীব মহাবল কুম্ভকর্ণকে আপতিত দেখিয়া, স্বয়ং উৎপতিত হইলেন। সেই মহাবল একটি পর্ব্বতাগ্র উৎপাটন করত মহাবল কুম্ভকর্ণের উদ্দেশে ক্ষেপণ করিয়া স্বয়ং বেগে অভিমুখে ধাবিত হইলেন। পরন্তু, কুম্ভকর্ণ বানররাজকে আগমন করিতে দেখিয়া সর্ব্বাঙ্গ পরিমার্জ্জিত করত তাঁহার সম্মুখে গমন করিলেন।

মহাকপিগণকে ভক্ষণ করায় যাহার সর্ব্বশরীর বানর-শোণিতে পরিপ্লুত হইয়াছিল, সেই কুম্ভকর্ণকে সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া সুগ্রীব কহিলেন;—'ওহে রাক্ষস! তুমি বানর-সৈন্যগণকে ভক্ষণ এবং বীরগণকে পাতিত করিয়া দুষ্কর কর্ম্ম সম্পন্ন এবং পরম যশ লাভ করিয়াছ। যে যাহা হউক, প্রাকৃত বানরগণকে মারিয়া কি ফল হইবে? তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আমার এই পর্ব্বতের এক আঘাত সহ্য কর।'

বানর-রাজের বীর্য্য ও ধৈর্য্য-সমন্বিত তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাক্ষস-শার্দ্দূল কুম্ভকর্ণ কহিলেন;—'তুমি প্রজাপতির পৌত্র এবং ঋক্ষ-রজার পুত্র; বিশেষত, তোমার ধৈর্য্য ও পৌরুষ আছে, সেই জন্যই এরূপ গর্জ্জন করিতেছ।' কুম্ভকর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া, বজ্রাশনি-সদৃশ সেই শৈল-শিখর সবলে পরিত্যাগ করত কুম্ভকর্ণের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। পরন্তু, সেই শৈলশৃঙ্গ কুম্ভকর্ণের বিশাল ভুজান্তরে পতিত হইয়াই সহসা ভগ্ন হইয়া গেল; তাহাতে বানরগণ বিষণ্ণ হইল এবং রাক্ষসগণ আনন্দে সিংহনাদ করিতে লাগিল। কুম্ভকর্ণ সেই শৈল-শৃঙ্গ-দ্বারা অভিহত হইয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বদন পরিবর্ত্তিত করত সিংহনাদ করিয়া বানর-রাজের নিধন-কামনায় বিদ্যুতের ন্যায় প্রকাশমান শূল নিক্ষেপ করিলেন। পরন্তু, বায়ুনন্দন বেগে সত্বর উৎপতিত হইয়া কুম্ভকর্ণের ভুজ-প্রেরিত কাঞ্চন দাম-শোভিত সেই নিশিত শূলকে বাহু-যুগল-দ্বারা গ্রহণ করত ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। বীরবর হনুমান্ সহস্রভার

কালায়স-দ্বারা নির্ম্মিত সেই সুমহৎ শূলকেও জানুতে আ-রোপিত করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন।

হনুমান্-কর্ত্তৃক শূল ভগ্ন হইল দেখিয়া বানর-সেনাগণ আনন্দে সিংহনাদ করিতে ও ইতস্তত ধাবিত হইতে লাগিল। সেই বনচরগণ শূলকে দ্বিখণ্ডিত দেখিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইল এবং সিংহনাদ-সহকারে মারুতিকে পূজা করিল। রাক্ষসপতি মহাবল কুম্ভকর্ণ শূলকে তাদৃশভাবে ভগ্ন হইতে দেখিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং লঙ্কা-সমীপস্থ মলয়া-চলের একটী শৃঙ্গ উৎপাটন করত সুগ্রীবের নিকটে আসিয়া তদ্দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিলেন। বানরেন্দ্র সুগ্রীব রণ-মধ্যে সেই শৈল শৃঙ্গ-দ্বারা নিতান্ত অভিহত হইয়া সংজ্ঞা-বিহীন ও ভূতলে পতিত হইলেন এবং তাঁহাকে বিসংজ্ঞ হইয়া ভূপতিত হইতে দেখিয়া নিশাচরগণ আনন্দে সিংহ-নাদ করিতে লাগিল।

অনন্তর, প্রচণ্ড-বায়ু যেরূপ মেঘসকলকে অন্তর্হিত করে, তদ্রূপ কুম্ভকর্ণ অদ্ভুতবীর্য্য ঘোররূপ বানরেন্দ্র সুগ্রীবের সমীপে সমাগত হইয়া তাঁহাকে কক্ষপুটে গ্রহণ করত প্রস্থান করিতে লাগিলেন। তৎকালে সুমেরু-প্রতিম কুম্ভকর্ণ মহা-মেঘ-সদৃশ সুগ্রীবকে গ্রহণ করিয়া গমন করত, উত্তুঙ্গ শিখর-সমন্বিত গমনশীল মেরু-মহীধরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অপিচ, বানর-রাজ গৃহীত হইয়াছেন দেখিয়া দেবগণ অতিশয় বিস্মিত হইয়া নানা প্রকার শোক-সূচক শব্দ করিতে লাগিলেন এবং বীরবর রাক্ষসেন্দ্র কুম্ভকর্ণ সেই সমস্ত শ্রবণ করিতে করিতে নিশাচরগণ-কর্ত্তৃক স্তূয়মান

হইয়া প্রস্থিত হইলেন। ইন্দ্রের ন্যায় বীর্য্য-সম্পন্ন ইন্দ্র-শত্রু কুম্ভকর্ণ তৎকালে সেই ইন্দ্র-সদৃশ হরীন্দ্রকে গ্রহণ করিয়া মনে করিলেন যে, এই সুগ্রীব নিহত হইলে রাঘব-যুগলের সহিত সমস্ত বানরবাহিণীই নিহত হইবে।

এদিকে, বুদ্ধিমান্ পবন-নন্দন হনুমান্, কুম্ভকর্ণ-কর্ত্তৃক হরীশ্বর সুগ্রীবকে গৃহীত এবং বানরবাহিণীকে ইতস্তত বিদ্রুত দেখিয়া ভাবিলেন;—'সম্প্রতি কি করা কর্ত্তব্য? এসময় যাহা করা উচিত, আমি সেই সমস্ত সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত পর্ব্বতাকার দেহ ধারণ করিয়া নিশ্চয়ই এই নিশাচর কুম্ভকর্ণকে বিনাশ করিব। অথবা আমার সাহায্যের আবশ্যক নাই; এই বানর যদি অসুর ও উরগগণের সহিত দেবগণ-কর্ত্তৃকও গৃহীত হয়েন, তথাপি আপনিই আপনাকে মুক্ত করিতে পারিবেন। বোধ হয়, শৈলাঘাতে একান্ত আঘাতিত হওয়ায়, ইহাঁর জ্ঞান লোপ হইয়া থাকিবে, সেই জন্যই স্বয়ং যে, কুম্ভকর্ণ-কর্ত্তৃক রণস্থলে গৃহীত হইয়াছেন, তাহা এখনও জানিতে পারেন নাই। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, ইনি এই মুহূর্ত্তেই সংজ্ঞা লাভ করিয়া আপনার ও বানরগণের যাহাতে মঙ্গল হইবে, তাহার চেষ্টা করিবেন বিশেষত, আমি যদি এই মহাবল সুগ্রীবকে এতাদৃশ কষ্ট হইতে মুক্ত করি, তাহা হইলে ইহাঁর শাশ্বতী কীর্ত্তি বিনষ্ট হইবে; সুতরাং, আমার সহিত অপ্রীতি ঘটিবারও সম্ভব। অতএব, ক্ষণকাল প্রতীক্ষা করিয়া এই শত্রু-মুক্ত বীরের পরাক্রম দর্শন করি এবং ইহার মধ্যে এই ভগ্ন বানর-সৈন্যগণকেও আশ্বাসিত করি। বায়ু-নন্দন হনুমান্ এইরূপ

চিন্তা করিয়া সুমহৎ বানর-সৈন্যগণকে পুনঃস্থাপিত করিতে লাগিলেন।

এদিকে কুম্ভকর্ণ সেই দীপ্তিমান্-মহাবানরকে গ্রহণ করত বিমান, পথ, গৃহ ও গোপুরস্থিত নিশাচরগণ-কর্ত্তৃক উত্তম পুষ্পবর্ষ-দ্বারা সর্ব্বতোভাবে পূজিত হইয়া লঙ্কা-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই সময় দৈবাধীন লাজগন্ধি বারিবর্ষণ-দ্বারা অভিষেচিত হওয়ায় এবং রাজমার্গের শৈত্য-নিবন্ধন মহা-বল সুগ্রীব শনৈঃ শনৈঃ সংজ্ঞা লাভ করিলেন। এইরূপে সেই মহাবল বহুকষ্টে সংজ্ঞা লাভ করত আপনাকে রাজ-পুরের পথ-মধ্যে সেই বলশালীর ভুজ-মধ্যগত দেখিয়া ভাবিলেন;—'এরূপ গৃহীত অবস্থায় কীদৃশ প্রতীকার করা যাইতে পারে? যাহা হউক, অদ্য এ অবস্থাতেও আমি এরূপ কার্য্য করিব যে, তাহাতে বানরগণেরও মঙ্গল ও অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।' বানর-রাজ এই ভাবিয়াই সহসা আক্রমণ করত স্বীয় তীক্ষ্ণ কর-নখর দ্বারা ইন্দ্রশত্রু কুম্ভ-কর্ণের শ্রবণ-যুগল ও দন্ত দ্বারা নাসিকা ছেদন করত পদ-নখ দ্বারা তদীয় পার্শ্ব-দ্বয় বিদারিত করিলেন। তখন, নাসিকা ও কর্ণ ছেদিত, নখ ও দন্ত দ্বারা সর্ব্বতোভাবে বিদা-রিত এবং সর্ব্বাঙ্গ রুধিরে আর্দ্র হওয়ায় কুম্ভকর্ণ নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, সুগ্রীবকে ভূতলে পেষণ করিতে লাগিলেন। পরন্তু, বানর-রাজ সেই ভীমবল-কর্ত্তৃক ভূতলে পেষিত এবং অন্য নিশাচরগণ-কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে হন্যমান হইয়াও বেগে কন্দুকের ন্যায় উৎপতিত হইয়া পুনর্ব্বার রামের নিকট সমাগত হইলেন।

তৎকালে, মহাবল কুম্ভকর্ণ নাসা-কর্ণ-বিহীন হইয়া শোণিত উদ্গীরণ করত, প্রস্রবণরাজি-বিরাজিত গিরিরাজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অপিচ, সেই নীলাঞ্জন-চয়-সদৃশ শোণিতার্দ্র মহাকায় ভীম-দর্শন রাবণানুজ নিশাচর কুম্ভকর্ণ ক্রোধে অধিকতর শোণিত উদ্গীরণ করত সন্ধ্যাকালীন মেঘের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধযাত্রা করিবার অভিলাষ করিলেন। বানর-রাজ সুগ্রীব গমন করিলে রৌদ্রমূর্ত্তি ইন্দ্রশত্রু কুম্ভকর্ণ পুনর্ব্বার রণভূমির অভিমুখে ধাবিত হইলেন এবং আপনাকে নিরস্ত্র বিবেচনা করিয়া একটি ঘোর মুদ্গার গ্রহণ করিলেন। অনন্তর, সেই মহাবল রাক্ষস সহসা পুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া রণস্থলে গমন করত, প্রলয়কালীন হুতাশন যেরূপ প্রজাগণকে দহন করেন, তদ্রূপ বানর-সৈন্যগণকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। মাংস-শোণিত-লোলুপ কুম্ভকর্ণ বুভুক্ষিত হইয়াছিলেন, সুতরাং, মোহ-বশত বিবেক বিহীন হইয়া উগ্র বানর-সৈন্য-মধ্যে প্রবেশ করত বানর, রাক্ষস, পিশাচ বা ঋক্ষগণের মধ্যে যাহাকে পাইলেন, তাহাকেই ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই বীর ক্রোধে এক হস্ত-দ্বারা রাক্ষসগণের সহিত দুই তিন বানরকে আক্রমণ করিয়া ত্বরা-সহকারে মুখ-মধ্যে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তিনি নগাগ্র-দ্বারা বধ্যমান হইয়াও বানরগণকে ভক্ষণ করিতে থাকিলেন এবং সেই মহাবলের মুখাদি হইতে মেদ ও শোণিত-স্রাব হইতে লাগিল।

এইরূপে কুম্ভকর্ণ ক্রোধভরে বানরগণকে ভক্ষণ করিতে করিতে ধাবিত হইলে, কপিগণ তৎকর্ত্তৃক ভক্ষ্যমাণ হইয়া রামের শরণাগত হইল। পরন্তু, কুম্ভকর্ণ ক্ষান্ত না হইয়া সপ্ত, অষ্ট, বিংশতি, ত্রিংশৎ এবং কোন কোন বারে এক শত পর্য্যন্ত বানরগণকে বাহু-দ্বারা আক্রমণ করত ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, মেদ, বসা ও শোণিত-দ্বারা দিগ্ধগাত্র তীক্ষ্নদন্ত কুম্ভকর্ণ কর্ণ-যুগলে অন্ত্র-রচিত মালা ধারণ করত যুগান্তকালীন প্রবৃদ্ধ যমের ন্যায় শূল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই সময় সমগ্র গোধা ও অঙ্গুলিত্রধারী পরবল-নিসূদন সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণ যুদ্ধার্থ আগমন করিলেন। বীর্য্যবান্ লক্ষ্মণ কুম্ভকর্ণের শরীরে সাতটি শর নিখানিত করত পুনর্ব্বার অন্য বাণ সকল গ্রহণ করিয়া ক্ষেপণ করিলেন। পরন্তু, কুম্ভকর্ণ অস্ত্রান্তর-দ্বারা তাহা ব্যর্থ করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সুমিত্রানন্দবর্দ্ধন লক্ষ্মণ নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বায়ু যেরূপ সন্ধ্যাভ্রকে তিরোহিত করে, তদ্রূপ কুম্ভকর্ণের সুবর্ণময় শুভ শুভ্র কবচ শর-দ্বারা প্রচ্ছাদিত করিলেন। তৎকালে নীলাঞ্জন-চয়-সদৃশ কুম্ভকর্ণ কাঞ্চন-ভূষণ শর-সমূহ-দ্বারা পীড়িত হইয়া কাদম্বিনী-পরিবেষ্টিত অংশুমান্ সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

অনন্তর, মেঘের ন্যায় শব্দায়মান সেই ভীমরূপ রাক্ষস যেন অবজ্ঞা-সহকারেই এই কথা বলিলেন;— 'যে রণস্থলে যমকেও অনায়াসে জয় করিয়াছে, সেই কুম্ভকর্ণের সহিত নির্ভয়ে যুদ্ধ করিয়া, তুমি অদ্য সুমহৎ বীরত্ব প্রকাশ করিলে। যৎকালে আমি, আয়ুধ-ধারণ করত সাক্ষাৎ

মৃত্যুর ন্যায় রণ-মধ্যে বিচরণ করি, তখন আমার সহিত যুদ্ধকারীর কথা দূরে থাকুক, যে আমার সম্মুখে অবস্থান করিতেও সমর্থ হয়, সেও পূজ্য হইতে পারে; কারণ, অমরগণ-পরিবেষ্টিত ঐরাবত-সমারূঢ় দেবরাজ ইন্দ্রও পূর্ব্বে কখন রণস্থলে আমার সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় নাই। পরন্তু, হে সৌমিত্রে! অদ্য তুমি স্বীয় বল ও পরাক্রম-দ্বারা আমাকে পরিতুষ্ট করিয়াছ; অতএব, আমি তোমার অনুজ্ঞা লইয়া রাম-সমীপে গমন করিতে অভিলাষ করি। আমি রণস্থলে তোমার বীর্য্য, বল ও উৎসাহ-দ্বারা পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়াছি; অতএব, তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া অধুনা রামকেই হনন করিতে ইচ্ছা করিতেছি; কারণ সে হত হইলে সকলেই নিহত হইবে। রাম নিহত হইলে অবশিষ্ট যাহারা সমরে অবস্থান করিবে, আমি স্বীয় প্রমথনশীল বল দ্বারা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিব।'

কুম্ভকর্ণ এই কথা বলিলে, সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণ হাসিতে হাসিতে এই স্তুতি-সংহিত ঘোরতর বাক্য বলিলেন;—'হে বীর! তুমি যে ইন্দ্রাদি দেবগণ হইতে অসহ্য পরাক্রম প্রাপ্ত হইয়াছ তাহা সত্য এবং আমি অদ্য তোমার সেই পরাক্রম প্রত্যক্ষ করিলাম। ঐ দাশরথি রাম অচল পর্ব্বতের ন্যায় অবস্থিত রহিয়াছেন।'

মহাবল রাক্ষস কুম্ভকর্ণ এই কথা শুনিয়া লক্ষ্মণকে অনাদর করত তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া মেদিনীকে কম্পিত করত রামের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। অনন্তর, দশরথ-

নন্দন রাম রৌদ্র অস্ত্র প্রয়োগ করত কুম্ভকর্ণের হৃদয়কে লক্ষ্য করিয়া নিশিত শর সকল ক্ষেপণ করিলেন। যৎ-কালে রাম-কর্ত্তৃক বিদ্ধ কুম্ভকর্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া তদভিমুখে ধাবিত হয়েন, তখন তাঁহার মুখ হইতে অঙ্গারমিশ্র স্ফুলিঙ্গ সকল নির্গত হইতে লাগিল। রাক্ষস-পুঙ্গব কুম্ভকর্ণ রণ-মধ্যে রামাস্ত্র-দ্বারা ঘোররূপে বিদ্ধ হইয়া রামকে পরিত্যাগ করিয়া ক্রোধে বানরগণকে বিদ্রাবিত করত ধাবিত হইলেন। রাম-নিক্ষিপ্ত ময়ূর-পুচ্ছ-শোভিত সেই সমস্ত শর তদীয় বক্ষঃস্থলে প্রবিষ্ট হওয়ায়, তাঁহার হস্ত হইতে গদা প্রভ্রষ্ট হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইল এবং অন্যান্য আয়ুধ সকল ভূতলে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। এইরূপে যখন সেই মহাবল আপনাকে নিরায়ুধ দেখিলেন তখন, মুষ্টি ও কর-দ্বারা সুমহৎ যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। যেরূপ পর্ব্বত হইতে প্রস্রবণ সকল নির্গত হয়, তদ্রূপ কুম্ভকর্ণের রক্তাক্ত শরীর বাণ-দ্বারা অতি বিদ্ধ হওয়ায়, তাহা হইতে রুধির ধারা সকল নির্গত হইতে লাগিল। তখন, সেই বীর তীব্র কোপে ও রুধির-গন্ধে মূর্চ্ছিত হইয়া বানর রাক্ষস ও ঋক্ষগণকে ভক্ষণ করত ধাবিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর, অন্তক-সদৃশ ভীম-পরাক্রম বলবান্ কুম্ভকর্ণ একটি গিরিশৃঙ্গ উৎ-পাটন করত রামের উদ্দেশে ক্ষেপণ করিলেন। পরন্তু, রঘুনন্দন পুনর্ব্বার সায়ক সন্ধান করত অজিহ্মগামী সপ্তশর-দ্বারা পথ-মধ্যেই সেই গিরিশিখরকে ছিন্ন করিয়া ফেলি-লেন। তদনন্তর, ধর্ম্মাত্মা ভরতাগ্রজ রাম কাঞ্চন-চিত্রিত শর-দ্বারা তদীয় সুমহৎ বর্ম্ম ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

স্বীয় কান্তি-দ্বারা মেরু-শিখরের ন্যায় দ্যোতমান সেই বর্ম্ম পতিত হইয়া দুই শত বানরকে পাতিত করিল।

সেই সময়, ধর্ম্মাত্মা লক্ষ্মণ সমাহিতমনে কুম্ভকর্ণের বধ-বিষয়ে বহু পরামর্শ করত রামচন্দ্রকে কহিলেন;—'মহা-রাজ! কুম্ভকর্ণের বানর ও রাক্ষস-বিষয়ক ভেদ জ্ঞান নাই; ঐ দেখুন, এ শোণিত-গন্ধে মত্ত হইয়া স্ব পর উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণকেই ভক্ষণ করিতেছে। রাজন্! বানর-পুঙ্গবগণ ইহার উপর আরোহণ করুক এবং প্রধান যূথপতিগণও ইহার উপর আরোহণ করিয়া চতুর্দ্দিকে অবস্থান করুক। তাহা হইলেই এই দুর্ম্মতি রাক্ষস বানর-ভারে একান্ত পীড়িত হইয়া ভূতলে পর্য্যটন করত আর বানরগণকে হনন করিতে পারিবে না।' ধীমান্ রাজনন্দন লক্ষ্মণের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাবল বানরগণ কুম্ভকর্ণের উপর আরোহণ করিল। পরন্তু, প্লবঙ্গমগণ আরোহণ করিলে কুম্ভকর্ণ নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া হস্তী যেরূপ হস্তিপককে বিধূনিত করিয়া ফেলে, তদ্রূপ গ্রীবাদেশ কম্পিত করত বানর-গণকে ফেলিয়া দিলেন। বানরগণকে বিধূত দেখিয়া রাম 'কুম্ভকর্ণ রুষ্ট হইয়াছে' এইরূপ বিবেচনা করত উত্তম ধনু ধারণ করিয়া সহসা উত্থিত হইলেন। অনন্তর, ক্রোধে লোহিত-লোচন বীর রঘুনন্দন কুম্ভকর্ণ-বল-পীড়িত যূথপতি-গণকে হর্ষিত করত যেন স্বীয় চক্ষুর্দ্বারা দহন করিবার অভি-প্রায়েই বেগে সেই রাক্ষস কুম্ভকর্ণের অভিমুখে গমন করি-লেন। রাম উত্তম তূণ ও বাণ বন্ধন করত সমুজ্জ্বল চিত্র ও দৃঢ় জ্যা-সমন্বিত ভুজঙ্গ-সদৃশ ধনু ধারণ করিয়া বানরগণকে

আশ্বাসিত করত উত্থিত হইলেন। মহাবল বীর রাম প্রস্থিত হইলে লক্ষ্মণ তাঁহার অনুগামী হইলেন এবং পরম দুর্জ্জয় বানরগণ তাঁহার চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টিত করত গমন করিতে লাগিল।

এইরূপে গমন করত দাশরথি সেই রুধিরাক্তদেহ মহাবল মহাবীর্য্য কিরীটধারী অরিন্দম কুম্ভকর্ণকে দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন, সেই বিন্ধ্য ও মন্দর-সদৃশ সুবর্ণ-বলয়-ভূষিত বীর রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া রুষ্ট দিগ্গজের ন্যায় ক্রোধে চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করত বানরগণের অনুসন্ধান করিতেছেন। তৎকালে, বর্ষণশীল মেঘের ন্যায় তাঁহার বক্ত্র হইতে রুধিরস্রাব হইতেছিল। কালান্তক যমের ন্যায় সেই বীর জিহ্বা-দ্বারা স্বীয় রুধিরপরিপ্লুত সৃক্কণি-দ্বয় পরিলেহন করত বানর-সৈন্যগণকে মর্দ্দন করিতেছিলেন। পুরুষ-পুঙ্গব রাম প্রদীপ্ত হুতাশন সদৃশ সেই রাক্ষসশ্রেষ্ঠকে দেখিয়াই ধনু বিস্ফারিত করিলেন। পরন্তু, রাক্ষস-পুঙ্গব কুম্ভকর্ণ সেই ধনুর্ধ্বনি সহ্য করিতে পারিলেন না; অধিকন্তু দ্বিগুণতর ক্রুদ্ধ হইয়া রাঘবের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। অনন্তর, ভুজগরাজ-সদৃশ বাহুযুগলশালী রাম, মহীধর-সদৃশ কুম্ভ-কর্ণকে বাতসমীরিত মেঘের ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া কহিলেন;—'হে রাক্ষসপতে! তুমি বিষণ্ণ হইও না, এই আমি চাপহস্তে অবস্থান করিতেছি; আমাকেই সেই রাক্ষস-কুলান্তক রাম বলিয়া জানিবে। হে বীর! তুমিও এই মুহূর্ত্তে জীবন-বিহীন হইবে।'

রামের বাক্যানুসারে 'এই রাম' এইরূপ বিবেচনা করিয়া মহাতেজা কুম্ভকর্ণ বিকৃতস্বরে হাস্য করত ক্রোধে বানর-বাহিনীকে বিদ্রাবিত করিয়া তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। অনন্তর, বনচরগণের হৃদয় বিদারণ করত মেঘ-নির্ঘোষের ন্যায় বিকৃতস্বরে হাস্য করিয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন;- 'আমাকে বিরাধ, কবন্ধ, খর, বালী অথবা মারীচ মনে করিও না; আমি কুম্ভকর্ণ আসিয়াছি। আমার এই কালায়স-নির্ম্মিত সুমহৎ মুদ্গার দর্শন কর; আমি ইহা-দ্বারাই পূর্ব্বে দেবতা এবং দানবগণকেও জয় করিয়াছি। আমি নাসা-কর্ণ-বিহীন হইয়াছি বলিয়া তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিও না; কারণ, নাসিকা ও কর্ণ ছেদিত হওয়ায় আমার কিছুমাত্র পীড়া উপস্থিত হয় নাই। হে অনঘ ইক্ষ্বাকু-শার্দ্দূল! তুমি অগ্রে আমার গাত্রে স্বীয় বীর্য্য প্রদর্শন কর, তৎপরে আমি তোমার পৌরুষ ও বিক্রম দেখিয়া তোমাকে ভক্ষণ করিব।'

কুম্ভকর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া রঘুনন্দন সুপুঙ্খ বাণ সকল ক্ষেপণ করিলেন; পরন্তু, বজ্রের ন্যায় বেগবান্ সেই সকল বাণ-দ্বারা আঘাতিত হইয়াও সুরশত্রু কুম্ভকর্ণ কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ বা ব্যথিত হইলেন না। যে সকল সায়ক দ্বারা অপর রাক্ষসগণ ছেদিত হইয়াছে এবং বানর-পুঙ্গব বালী নিহত হইয়াছেন, সেই বজ্রোপম শর সকলও কুম্ভকর্ণের শরীরে কিছুমাত্র ব্যথা সম্পাদন করিতে সমর্থ হইল না। ইন্দ্র-শত্রু কুম্ভকর্ণ বারিধারার ন্যায় সেই সকল শর স্বীয় শরীরে ধারণ করত উগ্রবেগ মুদ্গারের আঘাতে রাঘবের শরবেগ

নিবারণ করিলেন। অনন্তর, যদ্দ্বারা অমর-বাহিণীও বিত্রা-সিত হইয়াছিল, সেই রক্তলিপ্ত উগ্রবেগ মুদ্গরের আঘাতে মহতী বানরবাহিণীকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে রাম বায়ব্য নামক উৎকৃষ্ট অস্ত্র গ্রহণ করত নিক্ষেপ করিয়া তদ্দ্বারা মুদ্গরের সহিত তদীয় বাহু ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং তিনিও ছিন্ন-বাহু হইয়া তুমুল শব্দ করিতে লাগিলেন। গিরিশৃঙ্গ-সদৃশ মুদ্গর-সমন্বিত রামবাণছিন্ন সেই বাহু বানর-রাজের সৈন্য-মধ্যে পতিত হইল এবং বহুল বানর সৈন্যকে বিনষ্ট করিল। ভগ্ন ও হতাবশিষ্ট পীড়িতদেহ বানরগণ বিষণ্ণ-বদনে এক-পার্শ্বে অবস্থিত হইয়া মনুজেন্দ্র ও রাক্ষসেন্দ্রের সুঘোর সংগ্রাম দর্শন করিতে লাগিল।

অনন্তর, মহাসিদ্বারা ছিন্নাগ্র গিরীন্দ্রের ন্যায়, রাম-বাণ-দ্বারা ছিন্নবাহু কুম্ভকর্ণ অন্য হস্ত-দ্বারা একটী বৃক্ষ উৎপাটন করত নরেন্দ্র রামের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। পরন্তু, রাম স্বর্ণ-চিত্রিত ঐন্দ্রাস্ত্র-প্রযুক্ত বাণ-দ্বারা শালবৃক্ষের সহিত সমুদ্যত ভুজগভোগ-সদৃশ তদীয় বাহু ছেদন করিয়া ফেলিলেন। কুম্ভকর্ণের পর্ব্বত-সদৃশ সেই ছিন্ন বাহু চেষ্টা-বিহীন হইয়া ভূতলে পতিত হওত বৃক্ষ শৈল ও বানর-গণকে চূর্ণ করিয়া ফেলিল। তৎপরে, রামচন্দ্র সেই ছিন্ন-বাহু রাক্ষসকে সিংহনাদ সহকারে পুনর্ব্বার আগমন করিতে দেখিয়া দুইটী নিশিত অর্দ্ধচন্দ্র গ্রহণ করত তদীয় পদ-যুগল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার সেই পাদ-যুগল দিগ্বিদিক্, গিরি-গুহা, মহার্ণব, লঙ্কা এবং বানর ও

রাক্ষস-সৈন্যগণকে অনুনাদিত করত পতিত হইল। তখন, যেরূপ অন্তরীক্ষে রাহু নিশাকরকে গ্রাস করিতে ধাবিত হয়, তদ্রূপ ছিন্নবাহু ও ছিন্নপাদ কুম্ভকর্ণ বড়বামুখ-সদৃশ স্বীয় মুখ ব্যাদান করত সশব্দে সহসা রামচন্দ্রের অভিমুখে ধাবিত হইল। তদ্দর্শনে রঘুনন্দন সুবর্ণপুঙ্খ-বিশিষ্ট বাণ-সমূহ-দ্বারা তদীয় মুখ পরিপূরিত করিলেন এবং বাণ-দ্বারা বদন-বিবর পূর্ণ হওয়ায় কুম্ভকর্ণও কিছুমাত্র বলিতে না পারিয়া অস্ফুট-ধ্বনি-সহকারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

অনন্তর, দাশরথি সূর্য্য-মরীচি, ব্রহ্মদণ্ড ও কালান্তক যম, মহেন্দ্রের বজ্র ও অশনি এবং প্রদীপ্ত দিবাকরের জ্বলন-সদৃশ, বায়ুর ন্যায় বেগশালী, সুবর্ণ ও হীরকাদি রচিত শোভন-পুঙ্খ-বিশিষ্ট এবং শত্রুগণের অরিষ্ট-সূচক নিশিত শর গ্রহণ করত নিশাচর কুম্ভকর্ণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। বিধূম বৈশ্বানরের ন্যায় ভীমদর্শন এবং মহেন্দ্রের অশনির ন্যায় বিক্রমশালী রাঘববাহু-বিক্ষিপ্ত সেই শর স্বীয় দীপ্তি-দ্বারা দশ দিক্ প্রকাশিত করত রাক্ষসপতি কুম্ভকর্ণের নিকট গমন করিয়া, যেরূপ পূর্ব্বকালে পুরন্দর বৃত্রাসুরের মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ দোদুল্যমান কুণ্ডল-যুগল-শোভিত, মহাপর্ব্বতের কূট-সদৃশ বিবৃত্ত-দন্ত তদীয় মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিল। তৎকালে কুম্ভকর্ণের কুণ্ডলবিহীন সুমহৎ মস্তক আদিত্যের উদয়-বশত মলিন গগনমধ্যগত চন্দ্রমার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। রাক্ষস কুম্ভকর্ণের রামবাণাভিহত পর্ব্বত-সদৃশ মস্তক পতিত হওয়ায় চর্য্যা গৃহ ও গোপুর ভগ্ন এবং লঙ্কার উচ্চ প্রাকারও

পতিত হইল। হিমালয়-সদৃশ সেই অতিকায় নিশাচরও সমুদ্রে পতিত হইল এবং বৃহৎ বৃহৎ গ্রাহ মীন ও ভুজঙ্গমগণ এবং ভূমিকেও মর্দ্দিত করত জলমধ্যে মগ্ন হইল।

দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের শত্রু সেই মহাবল কুম্ভকর্ণ রণমধ্যে নিহত হইলে ভূমি ও ভূধর সকল কম্পিত হইল এবং দেবগণ হর্ষে তুমুল সিংহনাদ করিলেন। অন্তরীক্ষস্থিত দেব, দেবর্ষি, মহর্ষি, পন্নগ, সুপর্ণ, গুহ্যক, যক্ষ ও গন্ধর্ব্বগণের সহিত সমস্ত ভূতগণই রামের পরাক্রম দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইল। রাক্ষসরাজের মনস্বী বান্ধবগণ কুম্ভকর্ণের তাদৃশ নিদারুণ বধে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া, যেরূপ মৃগরাজকে দেখিয়া মাতঙ্গগণ পলায়ন করে, তদ্রূপ রাঘব ও বানরগণকে দেখিয়া সশব্দে পলায়ন করিতে লাগিল। তৎকালে রামচন্দ্র দেবগণের কালস্বরূপ কুম্ভকর্ণকে সমরে নিহত করিয়া, রাহুমুখবিমুক্ত দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। সেই ভীমবল শত্রু নিহত হওয়ায় হর্ষে বানরগণের মুখ পদ্মের ন্যায় প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল এবং তাহারা ইষ্টভাগী নৃপনন্দন রাঘবকে পূজা করিতে লাগিল।

এইরূপে, অমররাজ মহাসুর বৃত্রকে বিনাশ করিয়া যেরূপ আনন্দিত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ ভরতাগ্রজ রাম, যে কখনও কোন মহারণে পরাজিত হয় নাই, সেই সুরসৈন্যমর্দ্দন কুম্ভকর্ণকে বিনাশ করিয়া পরম হর্ষ লাভ করিলেন।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৬৭॥

কুম্ভকর্ণকে মহাবল রামকর্ত্তৃক নিহত দেখিয়া রাক্ষসগণ রাক্ষসেন্দ্র রাবণের সমীপে গমন করিয়া তাহা নিবেদন করত কহিল;—'মহারাজ! কালসদৃশ আপনার ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ মুহূর্ত্তকাল বিক্রম প্রকাশ করিয়া বানরবাহিণীকে বিদ্রাবিত এবং বানরগণকে ভক্ষণ করত রামের তেজে প্রশান্ত হইয়া কালধর্ম্মে সংযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার মস্তক-বিহীন দেহ ভীমদর্শন সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইয়াছে। তাঁহার নাসাকর্ণবিহীন রুধিরপরিপ্লুত পর্ব্বত-সদৃশ মস্তক দ্বারা লঙ্কার দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে। রাজন্! তিনি দাবদগ্ধ দ্রুমের ন্যায়, রাম-শরে নিতান্ত পীড়িত হওত হস্ত পদ ও মস্তকবিহীন হইয়া শয়ন করিয়াছেন।'

মহাবল কুম্ভকর্ণকে রণ-মধ্যে নিহত শ্রবণ করিয়া, রাবণ শোকসন্তপ্ত হইয়া মুগ্ধ ও পতিত হইলেন। দেবান্তক, নরান্তক, ত্রিশিরা ও অতিকায় প্রভৃতি রাবণ-পুত্রগণ পিতৃব্যকে নিহত শ্রবণ করত শোকে অধীর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। মহোদর এবং মহাপার্শ্ব বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকে অক্লিষ্টকর্ম্মা রামকর্ত্তৃক নিহত শ্রবণ করিয়া শোকাভিভূত হইল। অনন্তর, রাক্ষসপুঙ্গব রাবণ বহুকষ্টে সংজ্ঞা লাভ করত, কুম্ভকর্ণের নিধন-বশত বিকলেন্দ্রিয় হইয়া দীন-ভাবে বিলাপ করত কহিলেন;—'হা বীর! হা অরাতি-দর্পনাশন! হা মহাবল! হা কুম্ভকর্ণ! দৈববশত তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যমনিকেতনে গমন করিয়াছ!! হা মহাবল! তুমি কেবলমাত্র শত্রুসৈন্যগণকে প্রতাপিত করত, আমার এবং বান্ধবগণের শল্য উদ্ধরণ না করিয়াই

কোথায় গমন করিতেছ? হা বীর! তুমি আমার দক্ষিণ বাহুর স্বরূপ ছিলে বলিয়াই আমি সুর অথবা অসুরগণকে ভয় করিতাম না; পরন্তু, অদ্য আমার সেই ভুজ পতিত হওয়ায় আমিও লুপ্তপ্রায় হইলাম। হায়! যে কালাগ্নি-সদৃশ বীর দেবতা এবং দানবগণেরও দর্প চূর্ণ করিয়াছিলেন, একজন রঘুনন্দন কি প্রকারে তাঁহাকে রণ-মধ্যে নিহত করিতে সমর্থ হইল? হায়! বজ্র-দ্বারা আঘাতিত হইয়াও যাঁহার কিছুমাত্র পীড়া বোধ হইত না, সেই বীর অদ্য কি প্রকারে রাঘব-শরে পীড়িত হইয়া মহীতলে শয়ন করিলেন। হায়! ঐ দেখ, ঋষিগণের সহিত গগন-মধ্যস্থ দেবগণ তোমাকে রণ-মধ্যে নিহত দেখিয়া হর্ষে সিংহনাদ করিতেছে!! আমি নিশ্চয় জানিতেছি, বানরগণ অবসর পাইয়া অদ্যই লঙ্কার দ্বার ও দুর্গের উপর আরোহণ করিবে। আমার আর রাজ্যে প্রয়োজন কি এবং সীতাকে লইয়াই বা আর কি করিব? কারণ, কুম্ভকর্ণ বিহীন হইয়া আর জীবন ধারণ করিতে অভিলাষ করি না। আমি যদি সেই ভ্রাতৃহন্তা রামকে রণ-মধ্যে নিহত করিতে না পারি, তাহা হইলে নিরর্থক এই জীবনভার বহন করা অপেক্ষা আমার মরণই শ্রেয়স্কর। আমি ভ্রাতৃ-বিহীন হইয়া ক্ষণমাত্রও জীবণ ধারণ করিতে পারিব না; অতএব, যে স্থানে অনুজ কুম্ভকর্ণ শয়ন করিয়াছেন, আমি অদ্যই সেই স্থানে গমন করিব। হা কুম্ভকর্ণ! আমি পূর্ব্বে দেবগণের অনেক অপকার করিয়াছি, পরন্তু অদ্য তুমি নিহত হওয়ায় আমি ইন্দ্রকে জয় করিতে না পারিলে দেবগণ আমাকে উপহাস

করিবে। হায়! আমি অজ্ঞান-বশত মহাত্মা বিভীষণের যে শুভ বাক্য সকল গ্রহণ করি নাই, অদ্য তাহার পরিণাম উপস্থিত হইয়াছে। হায়! কুম্ভকর্ণ ও প্রহস্তের বিনাশ-বশত সমুদীরিত সেই বিভীষণ বাক্য অদ্য আমাকে নির-তিশয় লজ্জিত করিতেছে। হায়! আমি ধার্ম্মিক শ্রীমান্ বিভীষণকে যে, নিরাকৃত করিয়াছি, অদ্য সেই নিদারুণ কর্ম্মের শোকপ্রদ পরিণাম উপস্থিত হইয়াছে।'

ইন্দ্রশত্রু অনুজ কুম্ভকর্ণ নিহত হইলে দশানন শোক-পীড়িত হইয়া ব্যাকুল মনে এইরূপ বহুবিধ সকরুণ বিলাপ করত ভূতলে পতিত হইলেন।

অষ্ট-ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৮ ॥

শোকাভিভূত দুরাত্মা দশাননের এইরূপ বিলাপ-বাক্য সকল শ্রবণ করত ত্রিশিরা কহিলেন;—'মহারাজ! আ-পনি যেরূপ বলিলেন, আমাদের তাদৃশ গুণ-সম্পন্ন মধ্যম তাত নিহত হইয়াছেন বটে কিন্তু, কোন বীর পুরুষই আপ-নার ন্যায় বিলাপ করেন না। হে প্রভো! আপনি কি নিমিত্ত প্রাকৃতের ন্যায় আপনা আপনিই এরূপ শোক-সন্তপ্ত হইতেছেন? আমরা নিশ্চয় জানি, এই ত্রিভুবনও আপনার নিকট পর্য্যাপ্ত নহে। আপনার পিতামহ-দত্ত শক্তি, কবচ, বাণ, ধনু এবং মেঘের ন্যায় শব্দায়মান সহস্র-খর-সঞ্চালিত রথ রহিয়াছে। আপনি কোন শস্ত্র গ্রহণ না করিয়াই অনেকবার দেবগণকে দমন করিয়াছেন; অত-এব, অধুনা সর্ব্বপ্রকার আয়ুধ-ধারণ করিলে, নিশ্চয়ই

রাঘবকে জয় করিতে সমর্থ হইবেন। মহারাজ! অথবা আপনি যথাসুখে বিশ্রাম করুন; আমি একাকীই সমরে গমন করিয়া, গরুড় যেরূপ ভুজঙ্গগণকে বিনাশ করে, তদ্রূপ আপনার শত্রুগণকে বিনাশ করিব। যেরূপ দেবরাজ-কর্ত্তৃক শম্বর এবং বিষ্ণু-কর্ত্তৃক নরকাসুর নিপাতিত হইয়াছিল, তদ্রূপ আমিও রণস্থলে রামকে নিপাতিত ও ভূতলশায়ী করিব।'

কাল চোদিত রাক্ষসরাজ রাবণ ত্রিশিরার বাক্য শ্রবণ করিয়া, আপনাকে পুনর্জ্জাত বলিয়াই মনে করিলেন এবং তেজস্বী অতিকায়, দেবান্তক ও নরান্তক যুদ্ধার্থ হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমশালী রাক্ষস-পুঙ্গব বীরবর রাবণ পুত্রগণ 'আমি যাইব, আমি যাইব' এইরূপ গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা সকলেই অন্তরীক্ষগামী মায়া-বিশারদ বলশালী বিস্তীর্ণ-কীর্ত্তি সমর-দুর্জ্জয় এবং দেবদর্পনাশন। তাঁহাদের কাহা-কেও কখন রণস্থলে কিন্নর মহোরগ এবং গন্ধর্ব্বগণের সহিত দেবগণ-কর্ত্তৃকও পরাজিত হইতে শ্রবণ করা যায় নাই। তাঁহারা সকলেই বিদ্বান্ বীর যুদ্ধ-বিশারদ সুবিজ্ঞ এবং লব্ধবর।

তৎকালে, সেই ভাস্করদর্শন শত্রুবলবিমর্দ্দন বীরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া রাক্ষসরাজ, দানবদর্পনাশন অমরগণে পরিবেষ্টিত দেবরাজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর, দশানন স্বীয় পুত্রগণকে আলিঙ্গন করত উত্তম ভূষণে ভূষিত করিয়া প্রশস্ত আশীর্ব্বাদ-সহকারে সমরে

প্রেরণ করিলেন। রণমধ্যে কুমারগণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত মত্ত ও উন্মত্ত নামক ভ্রাতৃযুগলকে প্রেরণ করিলেন। তখন সেই মহাকায় মহাবল রাক্ষসশ্রেষ্ঠগণও মহাবল লোকরাবণ রাবণকে প্রদক্ষিণ করত সর্ব্বৌষধি ও মন্ত্র দ্বারা অভিরক্ষিত হইয়া যুদ্ধাভিলাষে প্রস্থিত হইলেন। ত্রিশিরা, অতিকায়, দেবান্তক, নরান্তক, মহোদর ও মহাপার্শ্ব প্রভৃতি নিশাচরগণ যেন কালপ্রেরিত হইয়াই সমরে গমন করিলেন। মহোদর নীলজীমূত-সদৃশ ঐরাবতকুলজাত একটি হস্তীর উপর আরোহণ করিলেন। তূণ ও বাণ সকলে সমলঙ্কৃত সর্ব্বায়ুধধারী সেই বীর গজোপরি আরোহণ করিয়া অস্তাচলচূড়াবলম্বী সবিতার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। রাবণ-নন্দন ত্রিশিরা বাজিরাজি-কর্ত্তৃক সঞ্চালিত এবং সর্ব্বায়ুধশালী এক উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ করিলেন। ধনুর্দ্ধারী ত্রিশিরা রথোপরি আরোহণ করিয়া বিদ্যুৎ উল্কা জ্বালা এবং ইন্দ্রচাপ-সমন্বিত অম্বুদের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। ধনুর্দ্ধরগণের অগ্রগণ্য রাবণনন্দন তেজস্বী অতিকায় তূণ ও ধনুর্দ্দারা প্রদীপ্ত, প্রাস ও অসিদ্বারা পরিপূরিত, শোভন চক্র অক্ষ অনুকর্ষ ও কূবরসমন্বিত এক উত্তমাশ্ব-সংযোজিত রথে আরোহণ করিলেন। সেই বীর কাঞ্চনচিত্রিত বিরাজমান কিরীট ও ভূষণদামে চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত করত মেরুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। রাক্ষসশার্দ্দূলগণ সেই মহাবল রাজকুমারের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করায় তাঁহাকে অমরগণ-পরিবেষ্টিত পুরন্দরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। নিশাচর নরান্তক উচ্চৈঃশ্রবার

অনুরূপ একটী শ্বেতবর্ণ কনকভূষিত মনোজব মহাকায় হস্তে আরোহণ করিলেন। তেজস্বী নরান্তক উল্কাসদৃশ প্রাস গ্রহণ করত শিখিসমারূঢ় শক্তিহস্ত কুমারের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। দেবান্তক একটী হেম-ভূষণ পরিঘ গ্রহণ করত যেন সমুদ্র-মন্থনকালীন মন্দর-হস্ত বিষ্ণুর রূপকে বিড়ম্বিত করিয়াই প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। মহাতেজা বীর্য্যবান্ মহাপার্শ্ব গদা গ্রহণ করত রণ-মধ্যে গদাপাণি কুবেরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। যেরূপ দেবগণ অমরাবতী হইতে নির্গত হয়েন, তদ্রূপ সেই বীর-গণও পুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রস্থিত হইলেন। উৎকৃষ্ট অস্ত্রধারী মহাবল নিশাচরগণ তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও মেঘের ন্যায় শব্দায়মান রথ সকলের সহিত সেই কুমারগণের অনুগামী হইল। তৎকালে, সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ সেই কিরীটি-ধারী মহাবল শ্রীমান্ রাজ-কুমারগণ অম্বর-মধ্যস্থ প্রদীপ্ত গ্রহগণের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। সেই কুমার-গণ-কর্ত্তৃক প্রগৃহীত শরদভ্র-সদৃশ শুভ্র অস্ত্রসকলকে গগন-মধ্যস্থ হংসাবলির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

এইরূপে যুদ্ধাভিলাষী সেই বীরগণ "আমরা শত্রুগণকে পরাজিত করিব অথবা স্বয়ংই সমরে প্রাণ পরিত্যাগ করিব" এইরূপ নিশ্চয় করত নির্গত হইলেন। সেই যুদ্ধ দুর্ম্মদ বীর-গণ নির্গত হইয়া গর্জ্জন সিংহনাদ এবং আক্রোশ প্রকাশ করত বাণ গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদিগের ক্ষ্বেড়িত, আ-স্ফোটিত ও নিনাদ এবং অন্যান্য রাক্ষসগণের সিংহনাদে বসুমতী বিচলিত এবং মহার্ণব উচ্ছ্বলিত হইলেন। সেই

সিংহনাদ করিতে লাগিল। যেরূপ দ্রুম হইতে নির্য্যাস নির্গত হয়, তদ্রূপ বানরগণ-কর্ত্তৃক হত ছিন্নবর্ম্ম ও ভগ্নধনু নিশাচরগণের গাত্র হইতে রুধিরস্রাব হইতে লাগিল। কোন কোন বানর সেই রণস্থলে রথদ্বারা রথ, বারণ-দ্বারা বারণ এবং তুরঙ্গ-দ্বারা তুরঙ্গগণকে নিহত করিতে লাগিল।

অনন্তর, বানর ও রাক্ষসগণের ঘোরতর সঙ্কুল-যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বানরগণ শিলা-বৃক্ষদ্বারা রাক্ষসগণকে আঘাত করিতে থাকিল এবং নিশাচরগণ বানরেন্দ্রগণের সেই শিলা ও বৃক্ষ সকলকে নিশিত ক্ষুরপ্র, অর্দ্ধচন্দ্র ও ভল্লদ্বারা ছেদন করিতে লাগিল। সেই সময়ে বিকীর্ণ পর্ব্বত ও অস্ত্র, ছিন্ন দ্রুম এবং নিহত বানর ও রাক্ষসগণের শরীরে রণভূমি দুর্গম হইয়া পড়িল। গর্ব্বিত ও হৃষ্টচিত্ত অদীনসত্ত্ব সমরাসক্ত বানরগণ ভয় পরিত্যাগ করত বিবিধ আয়ুধ ধারণ করিয়া রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। এইরূপে সেই তুমুল যুদ্ধে বানরগণ প্রহৃষ্ট হইয়া নিশাচরগণকে নিহত করিতে থাকিলে, মহর্ষি ও দেবগণ আনন্দ-ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

অনন্তর, মীন যেরূপ মহার্ণব-মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ নরান্তক বায়ুর ন্যায় বেগশালী একটী অশ্বে আরোহণ করত নিশিত শক্তি গ্রহণ করিয়া উগ্র বানরসৈন্য-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই মহাবল বীর প্রদীপ্ত প্রাস-দ্বারা সপ্তশত বানরকে ভেদ করত অনেক বানর সৈন্যকে নিহত করিলেন এবং বিদ্যাধর ও মহর্ষিগণ সেই অশ্বারূঢ় মহাবল রাক্ষসকে সেইরূপে বানর-সৈন্য-মধ্যে বিচরণ করিতে দেখিলেন। তিনি

যে দিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন, সেই দিকের পথ সকল মাংস ও শোণিতে কর্দ্দমিত এবং পতিত পর্ব্বতাকার বানর-গণদ্বারা পরিবৃত হইতে লাগিল। বানরগণ যে যে স্থানে পলায়ন করিতে লাগিল, নরান্তক সেই সেই স্থানেই তাহা-দিগকে বধ করিতে লাগিলেন।

বিভাবসুর বন-দহনের ন্যায় নিশাচর নরান্তক যখন বানর সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন, তখন সেই বনচরগণও বৃক্ষ উৎপাটন করিতে আরম্ভ করিল; পরন্তু, প্রাসদ্বারা আহত হইয়া মুহূর্ত্তকালমধ্যে বজ্র-বিদারিত অচলের ন্যায় পতিত হইল। এইরূপে নর-বিনাশন নরান্তক জাজ্বল্যমান প্রাস উদ্যত করিয়া রণভূমির চতুর্দ্দিকে বিচরণ করত বানর-গণকে সর্ব্বতোভাবে মর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। তৎকালে সেই বানরগণের মধ্যে কেহই সমরে স্থির থাকিতে বা পলা-য়ন করিতে সমর্থ হইল না; কারণ, সেই বীর্য্যবান্ নরান্তক উৎপতিত স্থিত এবং গমনশীল-প্রভৃতি সকল বানরকেই বধ করিতে লাগিলেন। আদিত্যের ন্যায় তেজো-বিশিষ্ট সেই একমাত্র প্রাস-দ্বারা সমগ্র বানর-সৈন্য ভগ্ন ও ভূপতিত হইল। বানরগণ বজ্র-নিষ্পেষ-সদৃশ সেই প্রাসের আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া নিদারুণ চীৎকার করিতে লাগিল। তৎকালে, পতিত বানরবীরগণের দেহসকল, বজ্র-দ্বারা ভিন্নাগ্র ভূপতিত শৈলসকলের শোভা পাইতে লাগিল।

অনন্তর, যে মহাবীর বানরশ্রেষ্ঠগণ পূর্ব্বে কুম্ভকর্ণ-কর্ত্তৃক নিপাতিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা স্বস্থ হইয়া সুগ্রীবের-সমীপে গমন করিলেন এবং সুগ্রীবও নরান্তক-ভয়ে বিত্রস্ত

বানরবাহিণীকে ইতস্তত বিদ্রুত হইতে দেখিলেন। বানর-রাজ বাহিনীকে বিদ্রুত দর্শনে দূরে দৃষ্টি-নিঃক্ষেপ করত দেখিলেন, প্রাসধারী অশ্বারূঢ় নরান্তক আগমন করিতেছে। তাঁহাকে দেখিয়াই মহাতেজা বানর-রাজ সুগ্রীব, ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমশালী বীরবর কুমার অঙ্গদকে কহিলেন ;— ‘ যে অশ্বারূঢ় নিশাচর বানর-সৈন্যগণকে সংক্ষোভিত করিতেছে ; যাও, শীঘ্র ঐ বীর রাক্ষসকে বিনাশ কর।’ বীর্য্যবান্ অঙ্গদ রাজ-বাক্য শ্রবণ করিয়া, যেরূপ দিবাকর মেঘ-পটল হইতে নির্গত হয়েন, তদ্রূপ বানর সৈন্য হইতে নির্গত হইলেন। তৎকালে, শৈলসঙ্ঘাত-সদৃশ সেই বানরবর অঙ্গদ অঙ্গদ-যুগল ধারণ করত ধাতুমান্ পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। কেবল নখ ও দন্ত ভিন্ন অন্য আয়ুধ-বিহীন মহাতেজা বালি-নন্দন অঙ্গদ নরান্তকের নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন ;— ‘ স্থির হও, এই প্রাকৃত বানর-গণকে মারিয়া কি হইবে ? ঐ বজ্র স্পর্শ প্রাস-দ্বারা আমার বক্ষঃস্থলে আঘাত কর।’ অঙ্গদের বাক্য শ্রবণ করিয়া নরান্তক অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ক্রোধে ভুজঙ্গমবৎ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ ও দন্ত-দ্বারা ওষ্ঠ দংশন করত বালি-নন্দন অঙ্গদের নিকটবর্ত্তী হইলেন। অনন্তর, সমুজ্জ্বল প্রাস উদ্যত করত নিঃক্ষেপ করিলেন ; পরন্তু, সেই অস্ত্র বালি-পুত্রের বজ্রকল্প বক্ষঃস্থলে পতিত হইয়া ভগ্ন ও ভূপতিত হইল। সুপর্ণকৃত সর্পফণার ন্যায় সেই প্রাসকে ভগ্ন হইতে দেখিয়া বালি-নন্দন নরান্তকের অশ্ব-মস্তকে তল প্রহার করিলে, সেই অচল-সদৃশ অশ্বের পদ-চতুষ্টয় ভগ্ন, নয়ন-

তারা স্ফুটিত, জিহ্বা নিষ্ক্রান্ত এবং মূর্দ্ধা বিকীর্ণ হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তুরঙ্গকে নিহত ও ভূপতিত দেখিয়া মহাপ্রভাব নরান্তক নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং মুষ্টি উদ্যত করত বালিনন্দনের মস্তকে আঘাত করিলেন। সেই প্রহারে অঙ্গদের মস্তক বিশীর্ণ হওয়ায় তাহা হইতে উষ্ণ শোণিত নির্গত হইতে লাগিল এবং তিনিও মূর্চ্ছিত হইলেন, পরন্তু ক্ষণকাল পরেই সংজ্ঞা লাভ করত একান্ত বিস্মিত ও ক্রোধে দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। অনন্তর, সেই মহাবল বালি-নন্দন অঙ্গদ নরান্তকের বক্ষঃস্থলে মৃত্যুর ন্যায় মহাবেগ ও গিরিশৃঙ্গ-সদৃশ মুষ্টিদ্বারা আঘাত করিলেন। সেই মুষ্টিপ্রহারে বক্ষঃস্থল ভিন্ন ও নিমগ্ন হওয়ায় নিশাচর নরান্তকও অভিঘাতোত্থ জ্বালা বমন করত বজ্র-বিদারিত গিরিবরের ন্যায় রুধির-পরিপ্লুতদেহে ভূতলে পতিত হইলেন।

সেই যুদ্ধস্থলে বালিনন্দন-কর্তৃক উগ্রবীর্য্য নিশাচর নরান্তক নিহত হইলে, অন্তরীক্ষে দেবগণের এবং রণস্থলে বনচরগণের সুমহৎ শব্দ সমুত্থিত হইল। এইরূপে ভীমকর্ম্মা অঙ্গদ রামের হর্ষ-জনক তাদৃশ দুষ্কর বিক্রম প্রকাশ করিয়া রাঘবকে হর্ষিত এবং স্বয়ংও পুনর্ব্বার সমরার্থ উৎসাহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

একোন সপ্ততি সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৯ ॥

নরান্তককে নিহত দেখিয়া দেবান্তক, ত্রিমূর্দ্ধা এবং পৌলস্ত্য মহোদর-প্রভৃতি নিশাচরগণ নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন;

বেগবান্ মহোদর মেঘ-সদৃশ বারণবরে সমারূঢ় হইয়া বালি-নন্দন বীর্য্যবান্ অঙ্গদের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। বলবান্ দেবান্তক ভ্রাতৃবধে একান্ত সন্তপ্ত হইয়া ঘোরতর পরিঘ গ্রহণ করত অঙ্গদাভিমুখে ধাবিত হইলেন। বীর ত্রিশিরা উত্তমাশ্ব-সঞ্চালিত আদিত্য-সদৃশ রথে আরোহণ করিয়া বালি-তনয়ের অভিমুখে গমন করিলেন। অঙ্গদ, সেই দেব-দর্পনাশন রাক্ষসেন্দ্রগণ-কর্ত্তৃক এইরূপে অভিদ্রুত হইয়া একটী বিটপশালী সুমহৎ বৃক্ষ উৎপাটন করিলেন। অনন্তর, দেবরাজ যেরূপ অশনি ক্ষেপণ করেন, তদ্রূপ অঙ্গদও দেবান্তককে লক্ষ্য করিয়া সেই মহাশাখ মহাবৃক্ষকে নিঃক্ষেপ করিলেন। পরন্তু, ত্রিশিরা আশীবিষ-সদৃশ শর-সমূহ-দ্বারা তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং অঙ্গদও বৃক্ষকে ছেদিত দেখিয়া উৎপতিত হইলেন। অনন্তর, সেই কপিকুঞ্জর পর্ব্বত ও বৃক্ষ বর্ষণ করিতে থাকিলে, ত্রিশিরা ক্রুদ্ধ হইয়া শাণিত শর দ্বারা সেই সমস্ত ছেদন করিলেন। অন্য দিক্ হইতে মহোদরও সেই বৃক্ষসকল ছেদন করিতে প্রবৃত্ত হওয়ায় ত্রিশিরা অবসর পাইয়া শর-হস্তে বীর বালি-নন্দনের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। গজারূঢ় মহোদরও তদভিমুখে ধাবিত হইয়া বজ্র-সন্নিভ তোমর দ্বারা তদীয় বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। বেগবান্ দেবান্তক ক্রোধভরে সমাগত হইয়া পরিঘ-দ্বারা সত্বর অঙ্গদকে আঘাত করত পলায়ন করিল। পরন্তু, সেই মহাতেজস্বী প্রতাপবান্ পরম দুর্জ্জয় বালিনন্দন তিনজন নিশাচরশ্রেষ্ঠ-কর্ত্তৃক যুগপৎ অভিদ্রুত হইয়াও কিছু-মাত্র ব্যথিত হইলেন না; অধিকন্তু, সুমহৎ বেগ-সহকারে

মহোদরের গজমস্তকে তলপ্রহার করিলেন। সেই তল-প্রহারেই নাগরাজের লোচন-যুগল পতিত হইল এবং সেই কুঞ্জর নিদারুণ শব্দ করিতে লাগিল।

অনন্তর, মহাবল বালিনন্দন তদীয় বিষাণ উৎপাটিত করত দেবান্তকের প্রতি অভিদ্রুত হইয়া তদ্দ্বারা তাঁহাকে রণ-মধ্যে সন্তাড়িত করিলেন। তাহাতে সেই তেজস্বী বাতোদ্ধূত বৃক্ষের ন্যায় বিহ্বল হইয়া লাক্ষারস-সদৃশ রুধির বমন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর, সেই মহাতেজস্বী বলশালী বহুকষ্টে আশ্বস্ত হইয়া অঙ্গদের বক্ষঃস্থলে গদা-দ্বারা আঘাত করিলেন। বানরেন্দ্রনন্দন পরিঘ-দ্বারা আ-হত হইয়া জানুযুগল-দ্বারা ভূতল আশ্রয় করত পুনর্ব্বার উৎপতিত হইলেন। হরিরাজ-কুমার উৎপতিত হইলে, ত্রিশিরা তিনটি কুটিলগামী শর-দ্বারা তাঁহার ললাটদেশে আঘাত করিলেন।

অঙ্গদকে তিনজন রাক্ষস-পুঙ্গব-কর্ত্তৃক আক্রান্ত দেখিয়া হনুমান্ এবং নীল তাঁহার নিকটস্থ হইলেন। নীল ত্রিশি-রাকে লক্ষ্য করিয়া একটি গিরিশিখর-ক্ষেপণ করিলেন; পরন্তু, ধীমান্ রাবণ-নন্দন শাণিত শর-সমূহ-দ্বারা তাহা ছেদন করিলেন। তৎকালে, বাণশত-দ্বারা সেই গিরি-শিখরের শিলাতল সকল বিদারিত হওয়ায়, তাহা স্ফুলিঙ্গ ও জ্বালা-মালার সহিত নিপতিত হইল। বলশালী দেবান্তক রণ-মধ্যে ত্রিশিরার এতাদৃশ বিচেষ্টিত দর্শন করিয়া পরিঘ-হস্তে বায়ু-নন্দনের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া কপি-কুঞ্জর হনুমান্ উৎপতিত হওত বজ্র-

কল্প মুষ্টি-দ্বারা তদীয় মস্তকে আঘাত করিলেন। তখন, সেই মহাকপি বলশালী বীর বায়ুতনয় তদীয় মস্তকে প্রহার করত এরূপ সিংহনাদ করিলেন যে, তাহাতে নিশাচরগণ সন্ত্রাসিত হইয়া পড়িল। সেই মুষ্ট্যাঘাতে রাক্ষস-রাজ-নন্দন দেবান্তকের মস্তক পিষ্ট ও ভগ্ন, দন্ত ও অক্ষি নির্গত এবং জিহ্বা বিলম্বিত হইয়া পড়িল এবং তিনিও বিগত-জীবিত হইয়া সহসা ভূতলে পতিত হইলেন।

সেই রাক্ষস-যোধ-প্রধান মহাবল দেবশত্রু দেবান্তক রণ-মধ্যে নিহত হইলে ত্রিশিরা ক্রুদ্ধ হইয়া নীলের বক্ষঃস্থলে উগ্র ও শাণিত বাণ সকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহোদর নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, যেরূপ দিবাকর মন্দরোপরি আরোহণ করেন, তদ্রূপ স্বীয় পর্ব্বত-সদৃশ কুঞ্জরের উপর পুনর্ব্বার আরোহণ করত, শক্রধনু-সমন্বিত মেঘের পর্ব্বতোপরি সৌদামিনী-বর্ষণের ন্যায় নীলের বক্ষঃস্থলে বাণ-বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই মহাবল-কর্ত্তৃক বিষ্টম্ভিত, শ্লথগাত্র এবং শর-সমূহ-দ্বারা বারিত ও ভিন্নদেহ হইয়া উগ্রবেগ বানর-সেনাপতি নীল নিরতিশয় ব্যথিত হইলেন। পরন্তু, ক্ষণকাল পরে বৃক্ষখণ্ডের সহিত একটি শৈল উৎপাটন করত উৎপতিত হইয়া তদ্দ্বারা মহোদরের মস্তকে আঘাত করিলেন। মহোদরও সেই শৈলনিপাত-দ্বারা কুঞ্জরের সহিত বিচূর্ণিত ও গতাসু হইয়া বজ্র-বিদারিত মহীধরের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন।

পিতৃব্য মহোদরকে নিহত দেখিয়া ত্রিশিরা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ধনুর্ব্বাণ ধারণ করত শাণিত শরসমূহ-দ্বারা

হনুমান্‌কে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন, বায়ু-নন্দনও ক্রুদ্ধ হইয়া একটী গিরিশিখর ক্ষেপণ করিলে, বলশালী ত্রিশিরা তীক্ষ্ন শর-সমূহ-দ্বারা তাহাকে বহুধা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই সময়-মধ্যে কপিবর হনুমান্ গিরি-শিখরকে ব্যর্থ দেখিয়া রাবণ-নন্দনকে লক্ষ্য করত বৃক্ষ সকল বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। পরন্তু, প্রতাপশালী ত্রিশিরা সেই বৃক্ষ সকলকে শাণিত শর-সমূহ-দ্বারা আকাশমার্গেই ছেদন করত সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। তদ্দর্শনে হনুমান্ উৎপতিত হইয়া ত্রিশিরার অশ্বোপরি আরোহণ করত মৃগরাজ যেরূপ মাতঙ্গকে বিদারিত করে, তদ্রূপ নখ-দ্বারা তাহাকে বিদারিত করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর, রাবণ-নন্দন ত্রিশিরা যমের কালরাত্রি-সমাশ্রয়ের ন্যায় শক্তি গ্রহণ করিয়া বায়ু-পুত্রের প্রতি ক্ষেপণ করিলেন। হরি-শার্দ্দূল হনুমান্ আকাশ হইতে নির্গত উল্কার ন্যায় সেই অসঙ্গতা শক্তিকে ধারণ করত ভগ্ন করিয়া সিংহনাদ করিলেন। সেই ভয়ঙ্করী শক্তিকে হনুমান্-কর্ত্তৃক ভগ্ন হইতে দেখিয়া বানরগণ হর্ষে মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

অনন্তর, রাক্ষসোত্তম ত্রিশিরা খড়্গ সমুদ্যত করত তদ্দ্বারা বানরেন্দ্র হনুমানের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। বীর্য্যবান্ বায়ু-নন্দন হনুমান্‌ও খড়্গপ্রহারে আঘাতিত হইয়া ত্রিশিরার বক্ষঃস্থলে তলপ্রহার করিলেন এবং মহাতেজা ত্রিশিরাও সেই তলপ্রহারে স্খলিতায়ুধ ও গতচেতন হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। সেই নিশাচর পতিত হইবামাত্র পর্ব্বত-সদৃশ কপিবর হনুমান্ তদীয় খড়্গ গ্রহণ করিয়া

নিশাচরগণকে সন্ত্রাসিত করত সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। পরন্তু, রাক্ষস ত্রিশিরা সেই শব্দ সহ্য না করিয়া সত্বর উত্থিত ও উৎপতিত হইয়া হনুমান্‌কে মুষ্টি-দ্বারা আঘাতিত করিলেন। মহাকপি হনুমান্ সেই মুষ্টিপ্রহারে নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ক্রোধভরে সেই রাক্ষস-পুঙ্গবের কিরীটে আঘাত করিলেন। অনন্তর, যেরূপ দেবরাজ বৃত্রাসুরের মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ বায়ু-নন্দনও ক্রোধে সেই শাণিত অসিদ্বারা তদীয় কুণ্ডলালঙ্কৃত ও কিরীট-শোভিত মস্তকত্রয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন, যেরূপ আকাশমার্গ হইতে জ্যোতিঃপিণ্ড সকল নিপতিত হয়, তদ্রূপ সেই ইন্দ্রশত্রু নিশাচরের প্রদীপ্ত হুতাশন-সদৃশ লোচন-বিশিষ্ট, আয়তাক্ষ ও পর্ব্বত-সদৃশ মস্তক সকল পৃথিবীতে পতিত হইল। এইরূপে ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমশালী হনুমান্-কর্ত্তৃক সেই দেবশত্রু ত্রিশিরা নিহত হইলে বসুমতী বিচলিত হইলেন এবং বানরগণ সিংহনাদ ও রাক্ষসগণ চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

ত্রিশিরা, যুদ্ধোন্মত্ত এবং দুরাধর্ষ দেবান্তক ও নরান্তককে নিহত দেখিয়া অমর্ষশালী রাক্ষস-পুঙ্গব মত্ত নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং একটী সর্ব্বায়সী দীপ্তিমতী গদা গ্রহণ করিলেন। যুগান্তকালীন প্রজ্বলিত হুতাশন-সদৃশ ক্রুদ্ধ রাক্ষসপুঙ্গব মত্ত সেই হেমপট্ট-সমাচ্ছাদিত, মাংসশোণিত-ফেনিল, শত্রুশোণিত-তর্পিত, ঐরাবত মহাপদ্ম ও সার্ব্বভৌম নামক বানরগণের ভয়াবহ, রক্তমাল্যভূষিত ও তেজঃ-প্রদীপ্ত বিরাজমান বিপুল গদা গ্রহণ করত বানরগণের

প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। অনন্তর, বানরবর ঋষভ উৎপতিত হইয়া মহাপার্শ্বের সমীপে আগমন করত সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিল। মহাপার্শ্ব সেই পর্ব্বত-সদৃশ ঋষভকে সম্মুখে অবস্থান করিতে দেখিয়া বজ্রকল্প গদা-দ্বারা তদীয় বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। তৎকর্ত্তৃক তাদৃশ গদাদ্বারা আঘাতিত হইয়া সেই বানর-পুঙ্গব কম্পিত হইল এবং তদীয় বক্ষঃস্থল ভিন্ন হওয়ায় তাহা হইতে বহু রুধির-স্রাব হইতে লাগিল। অনন্তর, বানরযূথপতি ঋষভ বহু-বিলম্বে সংজ্ঞা লাভ করত ক্রোধে ওষ্ঠ বিস্ফুরিত করিয়া মহা-পার্শ্বের প্রতি দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিল। পর্ব্বতসদৃশ সেই বেগবান্ বানরবীরশ্রেষ্ঠ বেগ-সহকারে সহসা সমাগত হইয়া মুষ্টি সমুদ্যত করত রাক্ষস মহাপার্শ্বের বাহুমধ্যে আঘাত করিল। তাহাতে সেই নিশাচর রুধির-পরিপ্লুতদেহে ছিন্ন-মূল তরুর ন্যায় সহসা ভূতলে পতিত হইলেন। তখন, ঋষভ তদীয় যমদণ্ড-সদৃশ ঘোর গদা গ্রহণ করত সিংহনাদ করিয়া উঠিল। পরন্তু, সেই সন্ধ্যাভ্রবর্ণ সুরশত্রু মুহূর্ত্ত-কাল মৃতবৎ অবস্থান করত সংজ্ঞা লাভ করিয়া উৎপতিত হইলেন এবং বরুণ-নন্দন ঋষভকে এরূপ আঘাত করিলেন যে, তাহাতে সেই বীর মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। অনন্তর, মুহূর্ত্তকাল পরেই সংজ্ঞা লাভ করত পুনর্ব্বার উৎ-পতিত হইয়াই অদ্রিবর সদৃশ তদীয় গদা গ্রহণ করত তাঁহাকেই রণ-মধ্যে আঘাতিত করিল। সেই গদা দেবতা যজ্ঞ ও ব্রাহ্মণগণের শত্রু সেই রৌদ্রমূর্ত্তি নিশাচরের গাত্রে ভয়ঙ্কররূপে পতিত হইলে তাহা হইতে শৈলরাজের ধাতু-

জল নিঃসরণের ন্যায় ভূরি রুধিরস্রাব হইতে লাগিল। অনন্তর, রণমত্ত বীর ঋষভ বেগ-সহকারে সেই মহাবল নিশাচরের তাদৃশী ভয়ঙ্করী গদা গ্রহণ করত বারম্বার সঞ্চালন করিয়া রণ-মধ্যে মহাপার্শ্বকে আঘাত করিল। স্বীয় গদা-দ্বারাই আঘাতিত হওয়ায় তদীয় লোচন-যুগল নিমীলিত ও দশনদাম বিশীর্ণ হইয়া পড়িল এবং তিনিও আয়ুধ ও জীবন-বিহীন হইয়া বজ্রাহত অচলের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন এবং তাঁহাকে নিহত দেখিয়া রাক্ষসবলও বিদ্রুত হইল।

এইরূপে সেই রাবণভ্রাতা মহাপার্শ্ব নিহত হইলে সেই অর্ণব-সদৃশ নিশাচরবল আয়ুধ সকল পরিত্যাগ করত কেবলমাত্র জীবন রক্ষার নিমিত্তই উচ্ছলিত মহার্ণবের ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল।

সপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭০ ॥

দেবতা ও দানবগণের দর্প-নিসূদন ব্রহ্মবর-দীপ্ত পর্ব্বত-সদৃশ মহাতেজস্বী অতিকায় স্বীয় তুমুল লোমহর্ষণ বল-সকলকে ব্যথিত, ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমশালী ভ্রাতৃগণকে নিহত, রাক্ষসশ্রেষ্ঠ মহোদর যুদ্ধোন্মত্ত ও মত্ত এবং পিতৃব্য-যুগলকে রণ-মধ্যে বিনিপাতিত দেখিয়া, অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। অনন্তর, সেই ইন্দ্রশত্রু দিবাকরসহস্রের সংঘাত-রূপ দীপ্তিমান্ রথে আরোহণ করিয়া বানরগণের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। সেই কুণ্ডলালঙ্কৃত কিরীটধারী বীর ধনুর্বিস্ফারিত করত স্বীয় নাম উল্লেখ করিয়া ঘোররবে

সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। তখন, তদীয় সিংহনাদ জ্যা-শব্দ ও নাম শ্রবণ করিয়া বানরগণ নিরতিশয় ত্রাসযুক্ত হইল এবং দেহমাহাত্ম্য দর্শনে 'এই এক দ্বিতীয় কুম্ভকর্ণ উত্থিত হইয়াছে' এইরূপ বোধ করিয়া ভয়ে পরস্পর পরস্পরের আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। বলিদলনকালীন বিষ্ণুর ত্রিবিক্রমমূর্ত্তির ন্যায় তদীয় রূপ দর্শন করিয়াই বানর-যুথপতিগণ ইতস্তত পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। সেই মূঢ়-চিত্ত বানরগণ অতিকায়কে রণস্থলে আগমন করিতে দেখিয়াই শরণ্য লক্ষ্মণাগ্রজ রামের শরণাগত হইল।

কাকুৎস্থ রাম দূর হইতে কাল-মেঘের ন্যায় শব্দায়মান সেই পর্ব্বত-প্রতিম ধনুর্ধারী অতিকায়কে দেখিতে পাই-লেন। রঘুনন্দন সেই মহাকায়কে দেখিয়াই একান্ত বিস্মিত হইলেন এবং বানরগণকে পরিসান্ত্বিত করত বিভীষণকে কহিলেন;—'সিংহের ন্যায় লোচনশালী যে পর্ব্বত-প্রতিম ধনুর্দ্ধারী বীর হয়সহস্র-সঞ্চালিত বিশাল রথে আরোহণ করিয়া আগমন করিতেছে, এ কে? শাণিত শূল ও সুতীক্ষ্ণ প্রাস-মুদ্গরাদি দ্বারা পরিবৃত হওয়ায় যাহাকে ভূতগণপরি-বেষ্টিত মহেশ্বরের ন্যায় বোধ হইতেছে, ঐ বীরের নাম কি? যে কাল-জিহ্বার ন্যায় প্রকাশমান রথ-শক্তি সকল-দ্বারা পরিবৃত হইয়া বিদ্যুদ্দামবিরাজিত বারিদের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে, যেরূপ ইন্দ্রধনু আকাশকে শো-ভিত করে, তদ্রূপ যাহার হেমপৃষ্ঠ-বিশিষ্ট সজ্জিত ধনুসকল রথকে শোভিত করিয়াছে এবং যে রথিশ্রেষ্ঠ রাক্ষস-শার্দ্দূল আদিত্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ রথে আরোহণ করিয়া ভূমিকে

বিরাজিত করত আগমন করিতেছে, এ কে? মিত্র! ঐ নিশাচর ধ্বজ-শৃঙ্গে প্রতিষ্ঠিত রাহুলাঞ্ছন রথে আরোহণ করিয়া সূর্য্য-রশ্মির ন্যায় প্রদীপ্ত শরজাল দ্বারা দশদিক্ বিরাজিত করত শোভা পাইতেছে। ঐ নিশাচরের মেঘের ন্যায় শব্দায়মান ত্রিনত হেমপৃষ্ঠ ও অলঙ্কৃত ধনু ইন্দ্রধনুর ন্যায় শোভা পাইতেছে। ইহার মেঘের ন্যায় শব্দায়মান এবং ধ্বজ পতাকা ও অনুকর্ষ-শোভিত রথ সারথি-চতুষ্টয়-কর্তৃক সঞ্চালিত হইতেছে। ঐ রথে অষ্টত্রিংশৎ তূণ, ভয়ঙ্কর কার্ম্মুক এবং কাঞ্চনের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ জ্যা-সকল লম্বিত রহিয়াছে। যে দুই খানি খড়্গ উহার উভয়-পার্শ্বকে শোভিত করিতেছে, উহার চতুর্হস্ত পরিমিত মুষ্টি দেখিয়াই বোধ হইতেছে যে, ঐ খড়্গযুগলও প্রত্যেকে দীর্ঘে দশ-হস্ত-পরিমিত হইবে। যাহার কণ্ঠদেশে রক্তবর্ণ মাল্য শোভা পাইতেছে এবং যাহার বদন কাল সদৃশ ঐ মহা-পর্ব্বত-সদৃশ ঘোররূপ কৃষ্ণবর্ণ রাক্ষস মেঘ-মধ্যগত সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতেছে। যেরূপ গিরিরাজ হিমবান্ অত্যুচ্চ শিখর-যুগল-দ্বারা পরিশোভিত হয়েন, এই নিশাচরও কনকাঙ্গদ-নদ্ধ ভুজ-যুগল-দ্বারা তদনুরূপ শোভা ধারণ করিয়াছে। ইহার চারু-লোচন-সমন্বিত মুখ কুণ্ডল-যুগল-দ্বারা এরূপ শোভিত হইয়াছে যে, উহাকে পুনর্ব্বসুর মধ্যগত পরিপূর্ণ নিশাকরের ন্যায় বোধ হইতেছে। হে মহাবাহো! যাহাকে দেখিয়া বানরগণ ভয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতেছে ঐ রাক্ষসশ্রেষ্ঠ কে? ইহা আমার নিকট প্রকাশ কর।"

অমিত-তেজস্বী রঘুবংশাবতংস রাজ-নন্দন রাম-কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া মহাতেজা বিভীষণ কহিলেন ;—
'কুবেরের কনিষ্ঠ ভীমকর্ম্মা রাক্ষসপতি দশকন্ধর রাজা রাবণ মহাত্মা। ধান্যমালিনীর গর্ভ-সম্ভূত এই বীর্য্যবান্ তাঁহার পুত্র; ইহার নাম অতিকায়। রাবণের ন্যায় বলশালী এই বীর বৃদ্ধসেবী শ্রুতধর এবং শস্ত্রধারিগণের অগ্রগণ্য। এই বীর অশ্বপৃষ্ঠে রথে অথবা মাতঙ্গোপরি আরোহণ করিয়া, খড়্গ ধনু অথবা পাশাদি-দ্বারা যুদ্ধ করিতে এবং সাম দান ও ভেদ-বিষয়ক রাজনীতি ও মন্ত্রণাতে সুনিপুণ। রাজন্! ইহার বাহুবল আশ্রয় করিয়াই লঙ্কানিবাসিগণ নির্ভয়ে কালাতিপাত করিতেছে। এই নিশাচর সুমহৎ তপস্যায় নিরত হইয়া পিতামহের আরাধনা করত অরাতিগণের পরাজয়কর অস্ত্র সকল লাভ করিয়াছে। ব্রহ্মা ইহাকে সুর ও অসুরগণ হইতে অবধ্যত্বরূপ বর এবং এই দিব্য কবচ ও সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ রথ প্রদান করিয়াছেন। এই নিশাচর-কর্ত্তৃক দেবতা ও দানবগণের শত শত বীর পরাজিত, যক্ষগণ বিদূষিত এবং রাক্ষসগণ রক্ষিত হইয়াছে। যে রণস্থলে শরজাল দ্বারা ধীমান্ দেবরাজের বজ্রকে বিষ্টম্ভিত এবং সলিলরাজ বরুণের পাশকে প্রতিহত করিয়াছিল, দেবতা ও দানবগণের দর্পনাশক এই সেই রাক্ষস-পুঙ্গব রাবণনন্দন বলবান্ অতিকায়। হে পুরুষ-পুঙ্গব! সত্বর ইহার বিনাশ সাধনে যত্নবান্ হউন; কারণ, এ সর্ব্বাগ্রে বানর সৈন্যগণকেই নিঃশেষ করিতেছে।'

অনন্তর, বলবান্ অতিকায় বানরবাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ধনুর্বিস্ফারিত করত বারম্বার সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তৎকালে সেই রথিশ্রেষ্ঠ ভীমকায় নিশাচরকে রথোপরি অবস্থান করিতে দেখিয়া, কুমুদ, দ্বিবিদ, মৈন্দ, নীল ও শরভ-প্রভৃতি প্রধানতম বনচরগণ পাদপ ও গিরিশৃঙ্গ-হস্তে যুগপৎ তাঁহার প্রতি অভিদ্রুত হইল। পরন্তু অস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ মহাতেজস্বী অতিকায় কনকভূষিত শরসমূহ-দ্বারা তাহাদের বৃক্ষ ও শৈল সকলকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরেই সেই শস্ত্র-বিশারদ বলশালী নিশাচর সর্ব্বায়স শর-সমূহ-দ্বারা সম্মুখাগত সেই বানরগণকে সন্তাড়িত করিলেন। বানরগণও অতিকায়ের বাণ-বর্ষণ-দ্বারা ভিন্নগাত্র ও পরাজিত হইয়া, কিছুমাত্র প্রতিকার করিতে সমর্থ হইল না। তখন, যৌবন-দর্পিত মৃগরাজ যেরূপ মৃগযূথকে সন্ত্রাসিত করে, তদ্রূপ সেই নিশাচরও বানর-সেনাগণকে সন্ত্রাসিত করিতে লাগিলেন। পরন্তু, ধনুস্তূণ-সমন্বিত সেই রাক্ষসেন্দ্র বানর-সৈন্যমধ্যে অযুধ্যমান কোন বানরকে আঘাত করিলেন না, কেবলমাত্র রামচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া সগর্ব্বে এই কথা বলিলেন;—'আমি কোন প্রাকৃত যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষ করি না; এই আমি ধনুর্ব্বাণ-হস্তে রথোপরি অবস্থান করিতেছি, যদি কাহারও যুদ্ধব্যবসায় বা শক্তি থাকে, সে সত্বর সমাগত হইয়া আমার সহিত যুদ্ধ করুক।'

তাঁহার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, অরিন্দম সুমিত্রানন্দন নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাহা সহ্য না করিয়া

ঈষৎ হাস্য করত ধনুর্ব্বাণ-হস্তে উত্থিত হইলেন। লক্ষ্মণ উত্থিত হইয়াই তূণ হইতে বাণ গ্রহণ করত অতিকায়ের সম্মুখেই মহৎ ধনু আকর্ষণ করিলেন। তদীয় জ্যা-শব্দে সমগ্রা বসুন্ধরা, সাগর ও দিক্ সকল পরিপূরিত এবং রজনী-চরগণ সন্ত্রাসিত হইয়া পড়িল। সুমিত্রানন্দনের তাদৃশ ভয়ঙ্কর চাপ-নির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া মহাতেজস্বী বলবান্ রাবণ-নন্দনও একান্ত বিস্মিত হইলেন। অতিকায় লক্ষ্মণকে উত্থিত হইতে দেখিয়া ক্রোধে নিশিত শর গ্রহণ করত কহিলেন;— 'ওহে সুমিত্রানন্দন! তুমি বালক, সুতরাং সমরকার্য্যেও অবিচক্ষণ; আমি তোমার পক্ষে কাল-সদৃশ, অতএব আমার সহিত যুদ্ধাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্র পলায়ন কর। তোমার কথা দূরে থাকুক, মহী, অন্তরীক্ষ অথবা হিমালয়ও মদ্বাহু বিসৃষ্ট এই বাণ সকলের বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হয় না। সুখ প্রসুপ্ত কালাগ্নিকে কি নিমিত্ত জাগরিত করিতে ইচ্ছা করিতেছ? কেন আমার হস্তে প্রাণ হারাইবে? ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করিয়া সত্বর নিবর্ত্তিত হও। অথবা, যদি অহঙ্কার-বশত নিবর্ত্তিত হইতে অভিলাষ না হয়, তবে ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, প্রাণ পরি-ত্যাগ করিয়াই একবারে যম নিকেতনে গমন করিবে। অরাতিদলের দর্পদলনকারী ঈশ্বরায়ুধ-সদৃশ ও তপ্তকাঞ্চন-ভূষিত এই মদীয় শাণিত বাণ সকল দর্শন কর। যেরূপ মৃগরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া গজরাজের শোণিত পান করে, তদ্রূপ শৈবাস্ত্র-সদৃশ এই বাণ তদীয় রুধির পান করিবে।'

বলশালী মনস্বী শ্রীমান্ রাজ-নন্দন লক্ষ্মণ রণ-মধ্যে অতিকায়ের এতাদৃশ সরোষ ও সগর্ব্ব বাক্য শ্রবণ করত, অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন;—'রে দুরাত্মন্! তুমি বাক্যমাত্রে প্রধান হইতে পারিবে না; কারণ, কেবলমাত্র আত্মশ্লাঘা-দ্বারা লোকে গুণবান্ বলিয়া বিখ্যাত হয় না; এই আমি ধনুর্ব্বাণ-হস্তে অবস্থান করিতেছি, তুমি সাধ্যানুসারে স্বীয় শক্তি প্রদর্শন কর। যাহার পৌরুষ থাকে, লোকে তাহাকেই শূর বলে; অতএব, তুমি বৃথা আত্মশ্লাঘা না করিয়া কার্য্য-দ্বারা আপনাকে প্রকাশিত কর। তুমি সর্ব্বপ্রকার আয়ুধ ধারণ করত ধনুর্হস্তে রথোপরি অবস্থান করিতেছ; অতএব, শর অথবা অস্ত্র ইহার অন্যতর যদ্দ্বারা তোমার অভিপ্রায় হয়, তদ্দ্বারাই অগ্রে স্বীয় পরাক্রম প্রদর্শন কর। তৎপরে, সমীরণ যেরূপ কালপক্ক তালফলকে বৃন্ত হইতে পাতিত করে, তদ্রূপ শাণিত শরনিকর দ্বারা তোমার মস্তক পাতিত করিব। অদ্য তপ্তকাঞ্চন-ভূষিত মদীয় বাণসকল বাণ-দ্বারা কৃতচ্ছিদ্র তদীয় গাত্র হইতে বিনির্গত রুধির পান করিবে। বালক বলিয়া অবজ্ঞা করা উচিত নহে, কারণ বালরূপী বিষ্ণু-কর্ত্তৃক ত্রিপদদ্বারা ত্রিলোক আক্রান্ত হইয়াছিল। বিশেষত, আমি বালক অথবা বৃদ্ধই হই, আমার হস্তেই তোমার মৃত্যু হইবে, ইহা নিশ্চয় জানিবে।'

লক্ষ্মণের এতাদৃশ হেতুযুক্ত ও পরমার্থ-সমন্বিত বাক্য শ্রবণ করত অতিকায় নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উৎকৃষ্ট বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তৎকালে, তাঁহাদের সেই যুদ্ধ দর্শন

করিবার নিমিত্ত মহাত্মা বিদ্যাধর, ভূত, দেব, দৈত্য, মহর্ষি ও গুহ্যকগণ সমাগত হইলেন। অনন্তর, অতিকায় ক্রোধভরে ধনুতে শর সন্ধান করিয়া, যেন আকাশকে গ্রাস করিবার অভিপ্রায়েই লক্ষ্মণাভিমুখে নিঃক্ষেপ করিলেন। পরন্তু, পরবীরনিসূদন লক্ষ্মণ সেই আশীবিষ-সদৃশ শাণিত শরকে একটি অর্দ্ধচন্দ্র নামক বাণ-দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। নিশাচর অতিকায় কৃত্তভোগ উরগের ন্যায় সেই শরকে ছিন্ন দেখিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং অন্য পাঁচটি শর গ্রহণ করত লক্ষ্মণাভিমুখে নিক্ষেপ করিলেন; পরন্তু, ভরতানুজ নিকটাগত হইতে না হইতেই সেই সকল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পরবীর-বিনাশন বীর্য্যবান্ লক্ষ্মণ নিশিত শর-নিকর দ্বারা সেই সমস্ত ছেদন করত, একটী তেজঃ-প্রদীপ্ত শাণিত বাণ গ্রহণ-পূর্ব্বক শ্রেষ্ঠধনুতে যোজনা করিয়া আকর্ষণ ও বেগে বিসর্জ্জন করিলেন। আকর্ণপূরিত সেই আনত-পর্ব্ব শর রাক্ষসশ্রেষ্ঠ অতিকায়ের ললাটদেশ বিদ্ধ করিলে ভীমরূপ নিশাচরের ললাটে মগ্ন সেই রুধির-পরিপ্লুত শরকে অচল পন্নগরাজের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। সেই নিশাচরও রুদ্র-শর-সমাহত ঘোর ত্রিপুরাসুরের গোপুরের ন্যায় লক্ষ্মণ শরে একান্ত পীড়িত হইয়া পড়িলেন। অনন্তর, মহাবল অতিকায় ক্ষণকাল পরে আশ্বস্ত হইয়া মনোমধ্যে বিচার করত কহিলেন;—'সাধু লক্ষ্মণ! তোমার বাণ-সন্ধান দর্শনে তোমাকে শ্লাঘনীয় শত্রু বলিয়া বোধ হই-তেছে।' তৎপরে, বদন বিদারিত ও ভুজ-যুগল বিনমিত করত রথনীড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রণস্থলে বিচরণ করিতে

লাগিলেন। তৎকালে, তিনি ধনু আকর্ষণ করত এককালে এক তিন পাঁচ এবং সাতটি পর্য্যন্ত শর সন্ধান ও বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। যেরূপ দিবাকর নভোমণ্ডলকে প্রদীপ্ত করেন, তদ্রূপ রাক্ষসেন্দ্র অতিকায়ের ধনুর্ব্বিনির্ম্মুক্ত সেই কাল-সদৃশ হেমপুঙ্খ বাণ সকল আকাশকে বিদীপিত করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে রাঘবানুজ লক্ষ্মণ অসম্ভ্রান্তচিত্তে শাণিত শর-সমূহ-দ্বারা রাক্ষস-বিসৃষ্ট সেই সমস্ত শর ছেদন করিয়া ফেলিলেন॥

মহাতেজা ইন্দ্রশত্রু রাবণনন্দন সেই শরনিকরকে ছেদিত দেখিয়া নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং অন্য একটি শাণিত শর গ্রহণ করিয়া সন্ধান ও সবলে পরিত্যাগ করত তদ্দ্বারা লক্ষ্মণের স্তনান্তরে বিদ্ধ করিলেন। সুমিত্রানন্দন রণ-মধ্যে অতিকায়-কর্ত্তৃক বক্ষঃস্থলে আঘাতিত হওয়ায়, যেরূপ মত্ত-মাতঙ্গের মদস্রাব হয়, তদ্রূপ তাঁহার রুধিরস্রাব হইতে লাগিল। অনন্তর, সেই মহাবল সর্ব্বশক্তিমান্ আপনাকে বিশল্য করত অন্য একটি বাণকে আগ্নেয় মন্ত্রে অনুমন্ত্রিত করিয়া ধনুতে যোজিত করিলে তদীয় বাণ ও ধনু প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। মহাতেজস্বী অতিকায়ও ভুজঙ্গ-সদৃশ হেমপুঙ্খ রৌদ্র বাণ গ্রহণ ও সংযোজিত করত অভিমন্ত্রিত করিলেন। যেরূপ যম কালদণ্ড ক্ষেপণ করেন, তদ্রূপ লক্ষ্মণ সেই দিব্যাস্ত্রে অনুমন্ত্রিত শর অতিকায়ের অভি-মুখে নিক্ষেপ করিলেন। নিশাচর অতিকায়ও আগ্নেয়াস্ত্রে অভিমন্ত্রিত সেই বাণ দর্শন করিয়া সূর্য্যাস্ত্রে অভিমন্ত্রিত রৌদ্র বাণ ক্ষেপণ করিলেন। ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গ-যুগল-সদৃশ সেই

তেজঃ-প্রদীপ্ত বাণ-যুগল আকাশমার্গে পরস্পর পরস্পরকে সমাহত করিল। সেই দুই উত্তম বিশিখ পরস্পরকে দগ্ধ করত বিশিখ দীপ্তিহীন ও ভস্মাবশেষ হইয়া ভূতলে পতিত হইল। অনন্তর, অতিকায় ত্বাষ্ট্র ঐষিকাস্ত্র ক্ষেপণ করিলে বীর্য্যবান্ লক্ষ্মণ ঐন্দ্র অস্ত্র-দ্বারা তাহা ছেদন করিয়া ফেলি-লেন।

ঐষিক অস্ত্রকে প্রতিহত দেখিয়া নিশাচরবর রাবণ-নন্দন কুমার অতিকায় ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় সায়কে যাম্য অস্ত্র সংযো-জিত করত লক্ষ্মণাভিমুখে নিঃক্ষেপ করিলে, লক্ষ্মণ বায়ব্য অস্ত্র-দ্বারা তাহা নিহত করিলেন। অনন্তর, বারিদের বারি-ধারা বর্ষণের ন্যায় শরধারা বর্ষণ-দ্বারা রাবণ-নন্দনকে অভিবর্ষিত করিতে লাগিলেন। সেই বাণসকল অতি-কায়ের বজ্রভূষিত কবচে পতিত হওয়ায়, তাহাদের ফল-সকল ভগ্ন ও তাহারা ভূতলে পতিত হইল। পরবীর-নিসূদন মহাযশা লক্ষ্মণ সেই সমস্ত অস্ত্রকে ব্যর্থ দেখিয়া বাণসহস্র-দ্বারা অতিকায়কে সমাচ্ছাদিত করিলেন। পরন্তু বদ্ধবর্ম্ম নিশাচরবর মহাবল অতিকায় রণ-মধ্যে শরনিকরে পরিবর্ষিত হইয়াও কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। এইরূপে যখন, নরোত্তম লক্ষ্মণ কোনরূপেই নিশাচরকে পীড়িত করিতে পারিলেন না, তখন বায়ু তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিলেন;—'এই নিশাচর ব্রহ্মার নিকট বর লাভ করি-য়াছে এবং সম্প্রতি অবধ্য কবচে আবৃত রহিয়াছে, অতএব ইহাকে ব্রাহ্ম অস্ত্র-দ্বারা নিহত কর; কারণ, ইহা ভিন্ন অন্য

অস্ত্র দ্বারা ইহাকে বধ করিতে সমর্থ হইবে না। এই নিশাচর অন্য অস্ত্রের অবধ্য।”

ইন্দ্রের ন্যায় বীর্য্য-সম্পন্ন সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ বায়ুর বাক্য শ্রবণ করিয়া, ব্রাহ্মমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করত একটী উগ্রবেগ বাণ লইয়া ধনুতে যোজনা করিলেন। সুমিত্রা-নন্দন-কর্তৃক সেই বরাস্ত্রাভিমন্ত্রিত শিতাগ্র বাণশ্রেষ্ঠ প্রযো-জিত হইলে দিক্, দিবাকর ও নিশাকর-প্রভৃতি মহাগ্রহ সকল, অন্তরীক্ষ এবং বসুন্ধরা সন্ত্রাসিত ও শব্দায়মান হইল। লক্ষ্মণ রণস্থলে যমদূত ও বজ্র-সদৃশ সেই সুপুঙ্খ বাণকে ব্রহ্মাস্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া ইন্দ্রারিনন্দন অতিকায়ের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। অতিকায়ও উত্তম সুবর্ণ ও বজ্র দ্বারা চিত্রিতপুঙ্খ এবং বায়ুর ন্যায় বিবৃদ্ধবেগ সেই লক্ষ্মণ-বিসৃষ্ট বাণকে সহসা আপতিত হইতে দেখিয়া, তাহাকে নিবারণ করিবার নিমিত্ত অসংখ্য শাণিত সায়ক নিক্ষেপ করিলেন বটে কিন্তু সুপর্ণের ন্যায় বেগশালী সেই শর কিছুতেই নিবৃত্ত না হইয়া তাঁহার সমীপে সমাগত হইল। রাবণ-নন্দন প্রদীপ্ত কালান্তক-সদৃশ সেই শরকে সমাগত দর্শনে চেষ্টা-বিহীন না হইয়া শক্তি, ঋষ্টি, গদা, কুঠার, শূল ও অন্যান্য শর নিক্ষেপ করিলেন। পরন্তু, সেই অগ্নি-প্রদীপ্ত শর সেই সমস্ত আয়ুধ বিফল করত সকল অতিকায়ের কিরীট-শোভিত মস্তক হরণ করিল। তখন, লক্ষ্মণ-বাণ-মর্দ্দিত ও শিরস্ত্রাণ-শোভিত তদীয় মস্তক হিমালয় শৃঙ্গের ন্যায় সহসা ভূতলে পতিত হইল।

হতাবশিষ্ট নিশাচরগণ বিবসন ও ভূষণ-বিহীন সেই বীরকে ভূতলে পতিত দেখিয়া নিরতিশয় ব্যথিত হইল। বানরগণের প্রহারে জাতশ্রম বিষণ্ণমুখ ও দীন-ভাবাপন্ন সেই নিশাচরগণ সহসা মহাশব্দে বিকৃতস্বরে রোদন করিতে লাগিল। অনন্তর, সেই হতনায়ক নিশাচরগণ নিরাশ হইয়া ভয়-বশত সত্বর পুরীর অভিমুখে প্রস্থান করিল। ভীমবল ও দুরাসদ শত্রু নিহত হওয়ায় প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় প্রফুল্ল-মুখ বানরগণ হর্ষিত হইয়া ইষ্টভাগী লক্ষ্মণকে পূজা করিতে লাগিল।

একসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭১ ॥

মহাত্মা লক্ষ্মণ-কর্ত্তৃক অতিকায় নিহত হইয়াছেন, এই কথা শ্রবণে রাক্ষসরাজ অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া কহিলেন ;—
'শস্ত্রধারিগণের অগ্রগণ্য এবং নিদারুণ ক্রোধসম্পন্ন ধূম্রাক্ষ, অকম্পন, প্রহস্ত ও কুম্ভকর্ণ-প্রভৃতি মহাবল বীর নিশাচর-গণ নিয়ত যুদ্ধাভিলাষী, রণস্থলে শত্রুসৈন্য-বিজয়ী এবং অরাতিবর্গ কর্ত্তৃক নিয়ত অপরাজিত হইয়াও অক্লিষ্টকর্ম্মা রাম-কর্ত্তৃক সসৈন্যে নিহত হইয়াছে। নানাশস্ত্রবিশারদ মহাকায় ও মহাবল অন্যান্য অনেক নিশাচরও নিপাতিত হইয়াছে। প্রখ্যাত-বলবীর্য্য মদীয় পুত্র ইন্দ্রজিৎ-কর্ত্তৃক বরলব্ধ শরসমূহ-দ্বারা ভ্রাতৃযুগল রাম ও লক্ষ্মণ বদ্ধ হইয়া-ছিল ; পরন্তু, মহাবল সুর, অসুর, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব বা পন্নগগণও যে ঘোর বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে না, ভ্রাতৃ-যুগল রাম ও লক্ষ্মণ যে, কোন্ প্রভাব মায়া বা মোহিনী

বিদ্যার প্রভাবে তাহা হইতে বিমুক্ত হইয়াছে, বলিতে পারি না। আমার আদেশ অনুসারে যে শূর রাক্ষসগণ নির্গত হইয়াছিল, তাহারা সকলেই মহাবল বানরগণ-কর্ত্তৃক যুদ্ধে নিহত হইয়াছে। যে অদ্য সুগ্রীব ও বিভীষণের সহিত সসৈন্য বীরবর রাম ও লক্ষ্মণকে সমরে শাসন করিতে সমর্থ হইবে, আমি এরূপ কাহাকেও দেখিতেছি না। অহো! যাহার বিক্রমে নিশাচরগণ নিহত হইয়াছে, সেই রাম অতিশয় বলবান্ এবং তদীয় অস্ত্রবলকেও ধন্যবাদ। আমার বোধ হয়, সেই অনাময় বীর রঘুনন্দন নারায়ণই হইবেন; কারণ, তাঁহার ভয়েই এই লঙ্কাপুরীর দ্বার ও গোপুর সকল রুদ্ধ হইয়াছে। সে যাহা হউক, তোমরা সকলে যে স্থানে সীতা রক্ষিত হইয়াছে, সেই অশোকবন এবং গুল্মের সহিত এই পুরীকেও অপ্রমত্তভাবে রক্ষা কর। অশোকবন, রাজপুর বা অন্যান্য গুল্মমধ্যে যে কেহ প্রবেশ করিবে অথবা তাহা হইতে নির্গত হইবে, তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে বারম্বার পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। হে নিশাচরগণ! তোমরা সকলে সর্ব্বত্র সসৈন্যে অবস্থান করত বানরগণের গতি পর্য্যবেক্ষণ কর। তোমরা সেই বানরগণের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া প্রদোষ, অর্দ্ধরাত্র অথবা প্রত্যূষ সময়ে কোন রূপেই নিরুদ্বেগে অবস্থান করিবে না; অপিচ, শত্রুপক্ষীয় সৈন্যগণ পূর্ব্বমত সেনা-নিবেশে অবস্থান করিতেছে অথবা উদ্যমযুক্ত হইয়া লঙ্কাভিমুখে আগমন করিতেছে, তাহাও পর্য্যবেক্ষণ করিবে।'

লঙ্কাপতির বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাবল নিশাচরগণ আদেশানুরূপ কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল। রাক্ষসরাজও তাহাদের সকলকে এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়া হৃদয়-মধ্যে শোকরূপ প্রদীপ্ত শল্য বহন করত স্বীয় আলয়ে প্রবেশ করিলেন। শোকপীড়িত নিশাচরপতি স্বীয় পুত্র-গণের বিপন্নদশার বিষয় চিন্তা করায় তাঁহার কোপানল সন্দীপিত হইয়া উঠিল এবং তিনি মুহুর্ম্মুহু দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭২ ॥

এইরূপে হতাবশিষ্ট নিশাচরগণ দেবান্তক, ত্রিশিরা ও অতিকায়প্রভৃতি রাক্ষসপুঙ্গবগণের নিধনবৃত্তান্ত নিবেদন করিলে, রাক্ষসরাজ রাবণ মুগ্ধ হইলেন এবং অশ্রুপরিপ্লুত-লোচনে পুত্র ও ভ্রাতৃগণের নিদারুণ নিধনবিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

রাক্ষসরাজকে এতাদৃশ শোকার্ণবে মগ্ন ও দীনভাবাপন্ন দেখিয়া রথিশ্রেষ্ঠ রাজনন্দন ইন্দ্রজিৎ কহিলেন;—'হে পিতঃ! হে রাক্ষসনাথ! ইন্দ্রজিৎ জীবিত থাকিতে আপনি এরূপ মুগ্ধ হইবেন না; আপনি নিশ্চয় জানিবেন রণমধ্যে এই ইন্দ্রজিতের বাণ-দ্বারা আঘাতিত হইয়া কেহই প্রাণ ধারণ করিতে সমর্থ হয় না। অদ্য আপনি দেখিবেন যে, মদীয় বাণে তাহাদের দেহ ভিন্ন ও বিকীর্ণ এবং তাহারা সর্ব্বগাত্রে শর-সমাচিত হইয়া ভূতলে শয়ন করিবে। ইন্দ্র-জিতের দৈব ও পৌরুষসংযুক্ত এই সুনিশ্চিত প্রতিজ্ঞা

শ্রবণ কর ;—আমি অদ্যই লক্ষ্মণের সহিত রামকে অমোঘ শরসমূহ-দ্বারা সন্তর্পিত করিব। অদ্য ইন্দ্র, যম, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য ও সাধ্যগণ বলিযজ্ঞগত বিষ্ণুর ন্যায় আমার অপ্রমেয় বিক্রম দর্শন করুক।'

অদীনসত্ত্ব দেবরাজশত্রু মহাতেজস্বী অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ এই বলিয়া রাক্ষসরাজের অনুজ্ঞা গ্রহণ করত সুরশ্রেষ্ঠগণ-কর্ত্তৃক ব্যবহৃত ধনু ও খড়্গাদি সমন্বিত এবং বায়ুর ন্যায় বেগশালী ইন্দ্র-রথ-সদৃশ রথে আরোহণ করিয়া রণস্থলের অভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। তখন, ধনুঃপ্রবরধারী অনেক ভীমবিক্রম মহাবল নিশাচর হর্ষসহকারে সেই মহাত্মার অনুগামী হইল। তাহাদের মধ্যে কেহ গজস্কন্ধে, কেহ উত্তম অশ্বে, কেহ কেহ ব্যাঘ্র বৃশ্চিক মার্জ্জার অশ্বতর উষ্ট্র বরাহ ও ভুজঙ্গের উপরি, কেহ পর্ব্বত-সদৃশ সিংহ ও জম্বুকের উপরি এবং কেহ কেহ বা কাক হংস ও ময়ূরাদি পক্ষীর উপর আরোহণ করত প্রাস মুদ্গর নিস্ত্রিংশ পরশু গদা ভুষুণ্ডী মুদ্গর যষ্টি শতঘ্নী ও পরিঘপ্রভৃতি আয়ুধদামে সজ্জিত হইয়া গমন করিতে লাগিল। এইরূপে শত্রুনিসূদন বীর্য্যবান্ ইন্দ্রজিৎ পরিপূর্ণ শঙ্খ ও ভেরীশব্দের সহিত প্রস্থিত হইয়া শশি-সবর্ণ শঙ্খ ও ছত্র-দ্বারা পূর্ণচন্দ্র-শোভিত নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ধনুর্দ্ধারিগণের অগ্রগণ্য সেই বীর হেমভূষিত ও হেমদণ্ড-সমন্বিত সুচারু চামর-দ্বারা বীজিত হইতে লাগিলেন। তৎকালে সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী সেই অপ্রতিবীর্য্য ইন্দ্রজিতের রূপে লঙ্কা-

নগরী তেজঃপ্রদীপ্ত দিবাকর-শোভিত নভোমণ্ডলের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল।

অনন্তর, সেই অগ্নিপ্রতিম অরিন্দম মহাতেজস্বী রাক্ষস-শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধজয়-সাধনভূত নিকুম্ভিলাস্থিত রণভূমিতে উপস্থিত হইয়া স্বীয় রথের চতুর্দ্দিকে রাক্ষসগণকে সংস্থা-পিত করত মন্ত্র-সকল-দ্বারা অগ্নিতে যথাবিধি হোম করি-লেন। সেই প্রতাপশালী রাক্ষসেন্দ্র অগ্রে অগ্নিতে মাল্য ও গন্ধ প্রদান করিয়া তৎপরে লাজাদি-দ্বারা তদীয় সংস্কার সম্পাদন করত হবন-কার্য্য আরম্ভ করিলেন। তাহাতে শস্ত্র-সকলই আস্তরণভূত শরপত্র-স্বরূপ হইল। সেই যজ্ঞ সম্পাদন করিবার নিমিত্ত বিভীতক কাষ্ঠ, রক্তবর্ণ বস্ত্র এবং কৃষ্ণায়স-নির্ম্মিত স্রুব সমাহৃত হইলে, ইন্দ্রজিৎ তোমররূপ শরপত্র-দ্বারা অগ্নি প্রজ্বালিত করত সজীব কৃষ্ণবর্ণ ছাগের গলদেশ গ্রহণ করিয়া সেই প্রজ্বলিত হুতাশনে একবার হোম করিবামাত্র হুতাশন বিধূম হইলেন এবং তদীয় উদ্দাত্ত শিখা-সকলে বিজয়-সূচক চিহ্ন-সকল প্রকাশিত হইল। অপিচ, তপ্তকাঞ্চন-সদৃশ হুতাশন প্রদক্ষিণাবর্ত্ত শিখা-সক-লের সহিত স্বয়ং সমুত্থিত হইয়া তদীয় আহুতি গ্রহণ করি-লেন। অনন্তর, অস্ত্রবিশারদ ইন্দ্রজিৎ স্বীয় অস্ত্র, ধনু, রথ ও কবচকে ব্রাহ্মমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিলেন। যখন সেই বীর হুতাশনে আহুতি প্রদান এবং অস্ত্রসকলকে ব্রাহ্মমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করেন, তখন সূর্য্যচন্দ্র-প্রভৃতি গ্রহ ও নক্ষত্র-গণের সহিত নভোমণ্ডল সন্ত্রাসিত হইল। ইন্দ্রের ন্যায় প্রভাবশালী এবং হুতাশনের ন্যায় তেজঃপ্রদীপ্ত সেই

অচিন্ত্যবীর্য্য ইন্দ্রজিৎ এইরূপে হুতাশনে আহুতি প্রদান করত ধনু বাণ ও শূল এবং অশ্ব ও রথের সহিত অন্তরীক্ষে অন্তর্হিত হইলেন। তৎপরে ধ্বজ-পতাকা-শোভিত এবং অশ্বরথ-সমাকীর্ণ সেই রাক্ষসবলও যুদ্ধবাসনায় সিংহনাদ করিতে করিতে নির্গত হইল।

রাক্ষস-সেনাগণ নিকুম্ভিলা হইতে নির্গত হইয়াই তীক্ষ্ণ-বেগ ও অলঙ্কৃত অসংখ্য শর, তোমর ও অঙ্কুশ সকল-দ্বারা বানরগণকে আঘাত করিতে আরম্ভ করিল। রাবণ-নন্দনও নিশাচর-সেনাগণকে সমরাসক্ত দেখিয়া ক্রোধভরে কহিলেন ;—'তোমরা বানর-জিঘাংসু হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে যুদ্ধ করিতে থাক।' বিজয়াভিলাষী নিশাচরগণ এই কথা শুনিয়াই ঘোররূপ বানরগণের উপর শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। রাক্ষস-সৈন্যগণের উপরিস্থিত ইন্দ্রজিৎও নালীক নারাচ গদা ও মুষলপ্রভৃতি আয়ুধদাম-দ্বারা বানর-গণকে ছেদন করিতে লাগিলেন। পাদপায়ুধ বানরগণও তৎকর্ত্তৃক সমরে বধ্যমান হইয়া তদুপরি শৈল ও পাদপ বর্ষণ করিতে লাগিল। মহাতেজা মহাবল রাবণ-নন্দন ইহাতে নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বানরগণের দেহ সকলকে বিধ্বস্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি সেই রণস্থলে নিশাচরগণকে হর্ষিত করত এক এক বাণে পাঁচ, সাত অথবা নয় জন বানরকে আঘাতিত করিতে লাগিলেন। সেই সুদুর্জ্জয় বীর এইরূপে রণস্থলে সুবর্ণবিভূষিত সূর্য্য-প্রতিম শরসমূহ-দ্বারা বানরগণকে প্রমথিত করিতে থাকিলে, সেই শরপীড়িত ও ভিন্নগাত্র বানরগণ সুরগণ-মথিত মহা-

সুরগণের ন্যায় রণ-বাসনা পরিত্যাগ করত পতিত হইতে লাগিল। অনেক বানরপুঙ্গব ক্রোধভরে বাণরূপ মরীচি-মালায় অলঙ্কৃত পতনশীল প্রভাকরের ন্যায় সেই ইন্দ্র-জিতের অভিমুখে ধাবিত হইল। অনেকেই ভিন্নগাত্র, পীড়িত, রুধির-সমুক্ষিত ও জ্ঞানহীন হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। পরন্তু, তাহারা রঘুনন্দনের নিমিত্ত পরা-ক্রম প্রকাশ করত জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইয়া শিলাদি আয়ুধ গ্রহণ করত সিংহনাদ করিতে করিতে পুনর্ব্বার সমরে প্রবৃত্ত হইয়া রণভূমি হইতে রাবণ-নন্দনকে লক্ষ্য করিয়া দ্রুম, পর্ব্বতাগ্র ও শিলা-সকল বর্ষণ করিতে লাগিল। পরন্তু, সমর-দুর্জ্জয় মহাপ্রভাব মহাতেজস্বী ইন্দ্রজিৎ সেই দ্রুম ও শৈলবর্ষণকে স্বীয় বাণ-বর্ষণ-দ্বারা নিবারিত করিয়া আশীবিষ ও পাবক-সদৃশ শর-সমূহ-দ্বারা সেই বানরসৈন্যগণকে বিভিন্ন করিতে লাগি-লেন। সেই মহাবীর্য্য সাতটি মর্ম্মবিদারণ শরদ্বারা মৈন্দকে এবং পাঁচটি বাণ-দ্বারা গজকে রণমধ্যে বিদ্ধ করিলেন। সম্মূর্চ্ছিত কালাগ্নি-সদৃশ সেই বীর ক্রোধভরে দশবাণে জাম্ব-বান্‌কে এবং বরলব্ধ ঘোররূপ ত্রিংশৎ ত্রিংশৎ বাণ-দ্বারা সুগ্রীব ঋষভ অঙ্গদ ও দ্বিবিদকে বলবিহীন করিয়া অপর বহুসংখ্যক শর-দ্বারা অন্য প্রধান বানরগণকে পীড়িত করি-লেন। এইরূপে ইন্দ্রজিৎ শীঘ্রগামী সুমুক্ত ও সূর্য্যপ্রতিম শরনিকর-দ্বারা বানরসৈন্যগণকে নির্ম্মথিত করিয়া হর্ষ ও পরম প্রীতি-সহকারে রুধিরধারা-পরিপ্লুত ও শর নিকর-পীড়িত সেই আকুল বানরবাহিনীকে দেখিতে লাগিলেন। ১

অনন্তর, মহাতেজস্বী ও মহাবল রাক্ষসরাজ-কুমার ইন্দ্র-জিৎ পুনর্ব্বার নিদারুণ শস্ত্র ও বাণবর্ষণ-দ্বারা বানরসৈন্য-গণকে সর্ব্বতোভাবে মর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। যেরূপ নীলমেঘ বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ তিনিও সেই মহা-সমরে অন্তরীক্ষে অন্তর্হিত থাকিয়া স্বীয় সৈন্যগণের উপরি-ভাগ পরিত্যাগ করত সত্বর বানরগণের উপরি অধিষ্ঠিত হইয়া উগ্র শরজাল বর্ষণ করিতে থাকিলে সেই পর্ব্বত-প্রমাণ মায়ামোহিত বানরগণ ইন্দ্রজিদ্বাণে বিশীর্ণদেহ হইয়া বিকৃতস্বরে চীৎকার করত মহেন্দ্র-বজ্র-বিদারিত নগেন্দ্রগণের ন্যায় ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। তৎ-কালে বানরগণ সৈন্যমধ্যে কেবলমাত্র ইন্দ্রজিৎ-কর্ত্তৃক নি-ক্ষিপ্ত শাণিতাগ্র বাণ-সকলই দেখিতে লাগিল; কিন্তু, মায়াবলে লুক্কায়িত সেই সুররাজশত্রু রাক্ষসকে তথায় দেখিতে পাইল না। তদনন্তর, রাক্ষসপতি মহাবল ইন্দ্র-জিৎ সূর্য্যপ্রতিম শিতাগ্র বাণগণ-দ্বারা দিক্ সকলকে প্রচ্ছা-দিত করত বানরেন্দ্রগণকে বিদারিত করিতে লাগিলেন। অপিচ, প্রদীপ্ত হুতাশন-সদৃশ এবং স্ফুলিঙ্গ ও অগ্নিকণা-সম্বলিত শূল নিস্ত্রিংশ ও পরশু-সকল গ্রহণ করত বানর-রাজ সুগ্রীবের সৈন্যোপরি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন, বানরযূথপতিগণ ইন্দ্রজিতের জ্বলন-সদৃশ শরনিকর-দ্বারা তাড়িত হইয়া পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। সেই বানরপুঙ্গবগণ রাক্ষসেন্দ্র ইন্দ্রজিতের বাণে ভিন্নদেহ হওয়ায় তাহারা ভৈরবরবে পরস্পরের নিকটস্থ হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। কেহ কেহ নেত্র-

দেশে তাড়িত হইয়া অন্যের দেহে আশ্রয় গ্রহণ করিল এবং কেহ বা পৃথিবীতে পতিত হইতে লাগিল। রাক্ষস-শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিৎ মন্ত্রপূত শাণিত প্রাস শূল এবং অন্যান্য বাণ-দ্বারা হনুমান্ সুগ্রীব অঙ্গদ গন্ধমাদন জাম্ববান্ সুষেণ বেগদর্শী মৈন্দ দ্বিবিদ নীল গবাক্ষ গবয় কেশরী হরিলোম ও বিদ্যুদ্দংষ্ট্র-প্রভৃতি হরিশার্দ্দূলগণকে বিদ্ধ করিলেন।

ইন্দ্রজিৎ সূর্য্যসবর্ণ শর ও গদা-সকল-দ্বারা বানরযূথপতিগণকে এইরূপে বিদ্ধ করত রাম ও লক্ষ্মণের উপর সূর্য্যরশ্মিসদৃশ শর-নিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অদ্ভুত-শ্রীসম্পন্ন রামচন্দ্র সেই বাণবর্ষে সর্ব্বতোভাবে অভিবর্ষিত হইয়াও সেই সকলকে বারিধারার ন্যায় বিবেচনা করত লক্ষ্মণকে কহিলেন;—'লক্ষ্মণ! ঐ দেখ, সেই ইন্দ্রশত্রু রাক্ষসেন্দ্র ইন্দ্রজিৎ মহাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া উগ্র বানরবলকে নিপাতিত করত ব্রহ্মবর-লব্ধ শর-সমূহ-দ্বারা পুনর্ব্বার আমাদিগকে পীড়িত করিতেছে। এই ভীমকায় উদ্যতাস্ত্র মহাবল ইন্দ্রজিৎ পিতামহ হইতে বর লাভ করিয়া অন্তরীক্ষে অন্তর্হিত হইয়াছে; অতএব, এ এরূপ লুক্কায়িত থাকিয়া যুদ্ধ করিলে আমরা কি উপায়ে অদ্য ইহার বধ-সাধন করিতে সমর্থ হইব? হে ধীমন্! যিনি এই বিশ্ব সৃজন করিয়াছেন, এই অস্ত্র সকলকেও সেই অচিন্ত্য-বৈভব স্বয়ম্ভূর প্রভাব-সম্ভূত বলিয়াই বোধ হইতেছে; অতএব পিতামহের সম্মান-রক্ষার্থ যেরূপে আমি অদ্য এই বাণ-পাতকে সহ্য করিব, সেইরূপ তুমিও অব্যাকুলচিত্তে এই সমস্ত সহ্য কর। ঐ দেখ, ঐ রাক্ষসেন্দ্র শরজাল-বর্ষণে

দশদিক্ প্রচ্ছাদিত করিতেছে এবং বানর-রাজের সেনাপতি-গণ নিপাতিত হওয়ায় এই সমগ্র বানরবলও শ্রীবিহীন হইয়াছে। অতএব, আমরা এইরূপ করিলে ইন্দ্রজিৎ আমাদিগকে হর্ষরোষ-শূন্য যুদ্ধ-নিবৃত্ত ও হতচেতন হইয়া ভূতলে পতিত হইতে দেখিয়া সমরের অগ্রে লক্ষ্মী লাভ করত নিশ্চয়ই পুর-মধ্যে প্রবেশ করিবে।'

রাঘব-যুগল এইরূপ পরামর্শ করত ইন্দ্রজিতের বাণজালে বিশস্ত হইলে, রাক্ষসেন্দ্রও তাহাদিগকে সেই সময়ে বিষণ্ণ দেখিয়া হর্ষে সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। এইরূপে রাক্ষস-রাজ-নন্দন রাম ও লক্ষ্মণের সহিত বানর-সৈন্যগণকে সমরে নিসূদিত করত সহসা দশগ্রীব বাহুপালিত পুর-মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় নিশাচরগণ-কর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া হর্ষ-সহকারে পিতৃ-সমীপে সমস্ত নিবেদন করিলেন।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৩ ॥

রাঘব-যুগল রণ-মধ্যে এইরূপ অবসন্ন হইলে, সুগ্রীব অঙ্গদ নীল ও জাম্ববান্ এবং অন্যান্য বানর-যূথপতিগণের সৈন্যগণ নিরুপায় ও নিশ্চেষ্ট হইয়া মোহ প্রাপ্ত হইল। তখন, বুদ্ধিমান্‌গণের অগ্রগণ্য বিভীষণ সকলকে এতাদৃশ বিষণ্ণ দেখিয়া বানর-রাজ সুগ্রীবের বীরগণকে অপ্রতিম বাক্য-দ্বারা আশ্বাসিত করত কহিলেন;—'আর্য্যপুত্র-যুগলকে অবশ বা বিষণ্ণ দেখিয়া তোমরা ভীত বা অবসন্ন হইও না; কারণ, বিধাতার বাক্য প্রতিপালন করিবার নিমিত্তই, ইহাঁরা ইন্দ্রজিতের বাণজালে এরূপ অবসাদিত

হইয়াছেন। স্বয়ম্ভু ইন্দ্রজিৎকে এই সুমহৎ অমোঘবীর্য্য ব্রাহ্ম অস্ত্র প্রদান করিয়াছেন বলিয়া, এই রাজ-কুমার-যুগল তদীয় সম্মান রক্ষা করিবার নিমিত্তই নিপতিত হইয়াছেন, অতএব ইহাতে অবসন্ন হইবার অবসর কোথায়?'

বায়ুনন্দন হনুমান্ বিভীষণের বাক্য শ্রবণ করত তৎ-কথিত ব্রহ্মাস্ত্রের সম্মান রক্ষণ বিষয়ে অনুমোদন করিয়া কহিলেন;—'তরস্বী বানরগণের অস্ত্রহত সৈন্য-মধ্যে যে যে এক্ষণ জীবিত আছে, চলুন আমরা তাহাদিগকে আ-শ্বাসিত করি।' অনন্তর, রাক্ষসবর বিভীষণ ও হনুমান্ উভয়েই সেই রাত্রিতে উল্কা গ্রহণ করত রণভূমিতে বিচরণ করিতে করিতে দেখিলেন, নিপাতিত প্রস্রাবশীল পর্ব্বতা-কার বানর ও প্রদীপ্ত শস্ত্র সমূহে রণভূমি পরিপূরিত হই-য়াছে এবং নিপতিত বানরগণের ছিন্ন লাঙ্গুল, হস্ত, ঊরু, পাদ, অঙ্গুলি, মস্তক ও অধর সকল হইতে রুধিরধারা প্রবা-হিত হইতেছে। দেখিলেন, সুগ্রীব অঙ্গদ নীল শরভ গন্ধ-মাদন জাম্ববান্ সুষেণ বেগদর্শী মৈন্দ নল জ্যোতির্ম্মুখ ও দ্বিবিদ-প্রভৃতি বানরগণ সেই সমরে নিহত হইয়াছেন। হনু-মান্ ও বিভীষণ ব্রহ্মার প্রিয়পাত্র ইন্দ্রজিৎ-কর্ত্তৃক দিবসের শেষার্দ্ধ-মধ্যে নিহত সপ্তষষ্টি কোটি তরস্বী বানরকে পর্য্য-বেক্ষণ করত সেই সাগরৌঘ-সদৃশ বাণার্দ্দিত ভীমরূপ বানর-বলের মধ্যে জাম্ববান্‌কে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর নির্ব্বাণোন্মুখ হুতাশনের ন্যায় সেই শরশত-সমাচ্ছাদিত ও স্বভাব-জরাযুক্ত প্রজাপতিপুত্র বীর জাম্ববান্‌কে দেখিয়া পৌলস্ত্য বিভীষণ তাঁহার সমীপে

গমন করত কহিলেন ;—'আর্য্য! এই নিদারুণ তীক্ষ্ণ শর-বর্ষণে ত আপনার প্রাণ বিযোজিত হয় নাই ?' ঋক্ষ পুঙ্গব জাম্ববান্ বিভীষণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বহুকষ্টে বাক্য নিঃসারণ করত কহিলেন ;—'হে মহাবীর্য্য! শাণিত শর-নিকর-দ্বারা আমার গাত্র এরূপ বিদ্ধ হইয়াছে যে, আমি আপনাকে চক্ষুর্দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছি না, কেবল-মাত্র আপনার-স্বর শ্রবণেই আপনাকে রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণ বলিয়া অনুভব করিতেছি। সে যাহা হউক, হে সুব্রত! যাহাকে পুত্র লাভ করিয়া অঞ্জনা সুপ্রজা হইয়াছেন, সেই বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ কি জীবিত আছেন ?'

জাম্ববানের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিভীষণ কহিলেন ;—হে আর্য্য! আপনি আর্য্যপুত্র-যুগলকে অতিক্রম করিয়া কি নিমিত্ত মারুতির কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন? আপনি রঘুনন্দন, বানর-রাজ সুগ্রীব অথবা অঙ্গদের প্রতি স্নেহানু-বন্ধ প্রদর্শন না করিয়া কেবলমাত্র বায়ুনন্দন হনুমানের প্রতি যে এরূপ স্নেহ প্রকাশ করিলেন, ইহার কারণ কি ?' বিভীষণের বাক্য শুনিয়া জাম্ববান্ কহিলেন ;—'হে রাক্ষস-শার্দ্দূল! আমি যে জন্য অপর সকলকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল মারুতির কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, তদ্বিবরণ শ্রবণ করুন ;—যদিও এই বানরবল নিহত হইয়াছে বটে, কিন্তু বীরবর হনুমান্ জীবিত থাকায় কাহাকেও হত বলিয়া বোধ হইতেছে না; পরন্তু, মারুতি নিহত হইলে আমরা জীবিত থাকিয়াও মৃতবৎ হইতাম। হে তাত! বৈশ্বানরের ন্যায়

বীর্য্যবান্ পবন-প্রতিম হনুমান্ জীবিত আছেন শুনিয়া আমার এক্ষণে জীবনের প্রতি আশা হইতেছে।"

অনন্তর, পবন-তনয় হনুমান্ বৃদ্ধ জাম্ববানের নিকটস্থ হইয়া তদীয় পদদ্বয় গ্রহণ করত বিনয় সহকারে নিজ নাম উচ্চারণ করিয়া স্বীয় প্রণাম নিবেদন করিলে, ব্যথিতেন্দ্রিয় মহাতেজস্বী ঋক্ষপুঙ্গব জাম্ববান্ আপনাকে পুনর্জ্জাত বলিয়া বোধ করত কহিলেন ;—"হে বানর-শার্দ্দূল! আইস. সম্প্রতি এই বানরগণকে পরিত্রাণ করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে। হে বীর! এসময় অন্য কাহাকেও দেখিতেছি না ; কেবল-মাত্র তুমিই ইহাদিগের পরম সখা এবং তোমার পরাক্রমই ইহাদিগের উদ্ধার-সাধনে পর্য্যাপ্ত হইবে ; বিশেষত সেই পরাক্রম প্রকাশের কাল অধুনা উপস্থিত হইয়াছে। ঋক্ষ ও বানর-বীরগণের এই সমস্ত সৈন্যকে প্রহর্ষিত এবং এই পীড়িত রাম ও লক্ষ্মণকে বিশল্য কর। হে শক্রনিসূদন হনুমন্! তুমি সমুদ্রের উপর দিয়া বহুদূর পথ গমন করত পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিয়া, তথায় কাঞ্চনময় অত্যুচ্চ পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ ঋষভ ও কৈলাস পর্ব্বত দেখিতে পাইবে। তথায় সেই শিখরদ্বয়ের মধ্যে সর্ব্বৌষধি-সমন্বিত অতুলপ্রভ ও প্রদীপ্ত ঔষধি পর্ব্বত তোমার দৃষ্টি-গোচর হইবে। হে বানরশার্দূল! সেই পর্ব্বতের উপরে উৎপন্ন দশদিক্-প্রকাশক প্রদীপ্ত মৃত-সঞ্জীবনী, বিশল্য-করণী, সুবর্ণকরণী ও সন্ধানকরণী নামক ঔষধি-চতুষ্টয় দেখিতে পাইবে। হে গন্ধবহনন্দন হনুমন্! সেই সমস্ত

ঔষধ লইয়া সত্বর প্রত্যাগমন করত বানরগণকে জীবিত ও আশ্বাসিত কর।”

জাম্ববানের বাক্য শ্রবণ করিয়া বায়ুনন্দন হনুমান্ বায়ু-বেগপূরিত মহার্ণবের ন্যায় বলোদ্রেকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন। অনন্তর, উৎপতিত হইবার নিমিত্ত পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ ত্রিকূটের তটাগ্রে আরোহণ করায় তাঁহাকে দ্বিতীয় পর্ব্বতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তৎকালে সেই বানরবরের পদভরে নিতান্ত পীড়িত হওয়ায় সেই পর্ব্বত স্বস্থানে অব-স্থানে অসমর্থ হইয়া ভগ্ন ও ভূমিনিবিষ্ট হইয়া পড়িল। বানরবর হনুমানের বেগে পীড়িত সেই শৈলের বৃক্ষ সকল ভূপতিত হইল এবং শৃঙ্গ সকল বিকীর্ণ হওয়ায় অগ্নি প্রজ্ব-লিত হইল। এইরূপে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ ত্রিকূটের দ্রুম সকল ভগ্ন, শিলাতল সকল বিকীর্ণ এবং সেই পর্ব্বত স্বয়ং পীড়িত ও ঘূর্ণমান হইতে থাকিলে বানরগণ তদুপরি অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না। সেই নিশাকালে সুমহৎ দ্বার সকল ঘূর্ণিত এবং গৃহ ও গোপুর সকল ভগ্ন হওয়ায় লঙ্কা-নগরী বিত্রস্ত ও চমকিত হইয়া উঠিল। মহীধর সদৃশ মারুতি সেই মহীধরকে পীড়িত করত অর্ণবের সহিত পৃথি-বীকেও সংক্ষুব্ধ করিলেন। তৎপরে, পদ-দ্বয়-দ্বারা সেই শৈলে ভর করিয়া বড়বামুখ সদৃশ মুখ-বিবৃত করত এরূপ উচ্চৈঃ সিংহনাদ করিলেন যে, তাহাতে নিশাচরগণ সন্ত্রাসিত হইয়া পড়িল। সেই শব্দায়মান বানরের নিদারুণ নিনাদ শ্রবণ করিয়া লঙ্কানিবাসী নিশাচরগণ ভয়ে নিস্পন্দ হইয়া রহিল। অনন্তর, ভীমবিক্রম প্রচণ্ডবেগ শত্রুতাপন মারুতি

রঘুনন্দনকে নমস্কার করত রাঘবের নিমিত্ত দুষ্কর কর্ম্ম করিতে উদ্যত হইয়া স্বীয় ভুজঙ্গ-সদৃশ লাঙ্গুল উচ্ছ্রিত, পৃষ্ঠ বিনমিত. শ্রবণযুগল আকুঞ্চিত এবং বড়বামুখ-সদৃশ মুখ বিবৃত করত আকাশে উৎপতিত হইলেন। সেই বীর উৎপতনবেগে বৃক্ষ শৈল ও শিলাসকলকে নিপাতিত করিলেন। তদীয় বাহু ও উরুর বেগে সেই সকলও উৎপতিত হইয়া তীক্ষ্ণবেগে সাগর-সলিলে নিপতিত হইল।

এদিকে গরুড়ের ন্যায় বীর্য্যবান্ বায়ুনন্দন হনুমান্ ভুজগ-ভোগ-সদৃশ বাহুযুগল প্রসারিত করত যেন দিক্ সকলকে আকর্ষণ করিতে করিতেই সেই পর্ব্বতরাজের অভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। তৎকালে পিতার ন্যায় বেগশালী সেই বীর ঘূর্ণিত বীচিমালা-সমাকুল মহাসাগর এবং তদীয় জল-ভ্রমিতে ঘূর্ণায়মান জলজীব-সমূহকে দেখিতে দেখিতে বিষ্ণু-করবিমুক্ত চক্রের ন্যায় সবলে গমন করিতে লাগিলেন। অসংখ্য পর্ব্বত, বৃক্ষ, সরোবর, নদী, তট এবং বহুজন-সমাকুল জনপদ সকল তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। পিতার ন্যায় পরাক্রমশালী বীর হনুমান্ আদিত্যপথ আশ্রয় করত গমন করিতে থাকিলে, তাঁহার কিছুমাত্র শ্রম বোধ হইল না। বানরশার্দ্দূল মারুতি মারুতের ন্যায় সুমহৎ বেগ-সহকারে গমন করত স্বীয় শব্দ দ্বারা দিক্ সকলকে অনু-নাদিত করিতে লাগিলেন।

ভীমপরাক্রম মহাকপি মারুতি জাম্ববানের বাক্য স্মরণ করত সবলে গমন করিতে করিতে হিমবান্‌কে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর, অসংখ্য প্রস্রবণ কন্দর ও নির্ঝর-

সমন্বিত এবং শ্বেতাভ্ররাশি-সদৃশ চারুদর্শন শিখর ও বিবিধ দ্রুমদামে শোভিত সেই পর্ব্বতশ্রেষ্ঠে গমন করিলেন। মারুতি অত্যুচ্চ হেমশৃঙ্গ-সমন্বিত সেই মহাপর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া দেবর্ষিগণ-সেবিত উত্তম পবিত্র মহাশ্রম সকল দর্শন করিলেন। ব্রহ্মকোশ, রজতালয়, ইন্দ্রালয় এবং ত্রিপুর-সংহারকালে যে স্থান হইতে রুদ্র অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, যথায় ভগবান্ হয়গ্রীব অবস্থান করিতেন ও যে স্থানে ব্রহ্মাস্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অবস্থান করেন, সেই সকল আশ্রম ও যমকিঙ্করগণ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। বহ্নি ও কুবেরের আলয়, সূর্য্যের ন্যায় প্রভাশালী সূর্য্যগণের সম্মিলনস্থান, ব্রহ্মালয়, শঙ্করের পিনাক নামক ধনু এবং বসুন্ধরার নাভি অর্থাৎ প্রাজাপত্য স্থানসকল দেখিলেন। মহাবীর্য্য মারুতি সেই হিমালয়ে বিঘ্নেশ্বর, নন্দিকেশ্বর, দেবগণ-পরিবৃত কুমার কার্ত্তিকেয় এবং কন্যাগণ পরিবৃতা দীপ্তিমতী হৈমবতী দুর্গাকে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর, হিমবৎ-শিখর, কৈলাস, জাম্ববৎ-কথিত বৃষ, পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ কাঞ্চনশৈল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সর্ব্বৌষধি প্রদীপ্ত সুমহৎ ঔষধিপর্ব্বত দর্শন করিলেন। ইন্দ্রনন্দন সুগ্রীবের দূত হনুমান্ লম্ফ প্রদান করত অনলরাশির ন্যায় প্রদীপ্ত সেই ঔষধিপর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া জাম্ববৎ কথিত মহৌষধি-সকলের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহাকপি মারুতি যোজন সহস্র অতিক্রম করত সেই সর্ব্বৌষধি-সমন্বিত শৈলে উপস্থিত হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। পরন্তু, সেই পর্ব্বতসত্তমে যে সমস্ত মহৌষধি ছিল, অর্থী উপস্থিত হইয়াছে জানিয়াই তাহারা সকলে অন্তর্হিত হইল।

পরন্তু, সেই মহৌষধি সকলকে দেখিতে না পাইয়া রোষে মারুতির লোচনযুগল অগ্নিবর্ণ হইয়া উঠিল এবং তিনি তাহাদিগের তাদৃশ কার্য্য সহ্য করিতে না পারিয়া বারম্বার সিংহনাদ করত সেই শৈলেন্দ্রকে কহিলেন ;—'ওহে নগেন্দ্র! তুমি যে রাঘবের প্রতিও অনুকম্পা প্রকাশ করিতেছ না, এ কিরূপ কার্য্য হইতেছে? যদি স্বীয় সামর্থ্যের উপর নির্ভর করিয়া এতাদৃশ ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া থাক, তবে অদ্য মদীয় বাহুবলে অভিভূত হইয়া আপনাকে বিকীর্ণ হইতে দর্শন করিবে।' হনুমান্ এই কথা বলিয়াই শৃঙ্গ, প্রস্তর-খণ্ড, মাতঙ্গ ও কাঞ্চন সকলের সহিত সেই বিকীর্ণকূট এবং ধাতু-সহস্র ও প্রজ্বলিত-শৃঙ্গ সানু-সমন্বিত শৈলকে সহসা গ্রহণ করত বেগে উৎপাটন করিলেন। গরুড়ের ন্যায় উগ্রবেগ মারুতি সেই শৈলশৃঙ্গকে উৎপাটন করত আকাশে উৎপতিত হইলেন এবং সুরেন্দ্র ও অসুরেন্দ্রগণের সহিত লোকসকলকে সন্ত্রাসিত করিতে করিতে অসংখ্য আকাশচরগণ-কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া বেগে গমন করিতে লাগিলেন। ভাস্করের ন্যায় রূপ-সম্পন্ন সেই বীর ভাস্কর-সদৃশ শিখর গ্রহণ করত ভাস্কর-পথে উপস্থিত হইয়া ভাস্কর-সমীপে প্রতিভাস্করের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। শৈল সদৃশ বায়ুনন্দন সেই শৈল গ্রহণ করত অগ্নিজ্বালা-সমন্বিত সহস্রধার চক্র-দ্বারা শোভিত-পাণি বিষ্ণুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎকালে লঙ্কাস্থিত বানরগণ তাঁহাকে দেখিয়া সিংহনাদ করিয়া উঠিল এবং তিনিও তাহাদিগকে দেখিয়া হর্ষে সিংহনাদ করিলেন; সেই নিনা-

রুণ শব্দ শ্রবণ করিয়া লঙ্কানিবাসী নিশাচরগণও ভীমরবে সিংহনাদ করিল।

অনন্তর, মহাবল হনুমান্ শৈলোত্তম ত্রিকূটের উপরি বানর-সৈন্য-মধ্যে নিপতিত হইয়া প্রধান বানরগণকে অভি-বাদন করত বিভীষণকে আলিঙ্গন করিলেন। এদিকে মনুষ্যরাজনন্দন রাম ও লক্ষ্মণ মহৌষধি সকলের গন্ধ আ-ঘ্রাণ করত তৎক্ষণাৎ বিশল্য হইলেন এবং অন্য হরিপ্রবীর-গণও বিশল্য হইয়া উত্থিত হইল। যেরূপ সুপ্ত-ব্যক্তি নিশাবসানে জাগরিত হয়, তদ্রূপ সেই সময়ে যে যে বানর-বীর নিহত হইয়াছিল, তাহারা সকলেই সেই মহৌষধির গন্ধে ক্ষণকাল-মধ্যে বিশল্য ও ব্রণ বিহীন হইয়া উত্থিত হইল। পরন্তু, সেই মহৌষধির গন্ধে কোন নিশাচরই পুন-র্জীবিত হইল না; কারণ, যখন হইতে কপি-রাক্ষসগণের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল, সেই সময় হইতেই রাবণের আদেশ অনুসারে হত সৈন্যগণের পরিমাণ অবগত হইবার নিমিত্ত রণ-মধ্যে কপিকুঞ্জরগণ-কর্ত্তৃক নিহত নিশাচরগণ সাগর-মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইতেছিল।

অনন্তর, সুমহৎ বেগ-সম্পন্ন গন্ধবহ-নন্দন বানরবর হনু-মান্ সেই মহৌষধি-শৈলকে গ্রহণ করিয়া বেগে হিমালয়ে উপনীত করত পুনর্ব্বার রামের নিকট আগমন করিলেন।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৭৪॥

অনন্তর, মহাতেজস্বী বানররাজ সুগ্রীব স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করত হনুমান্‌কে কহিলেন;—'যখন, কুম্ভকর্ণ ও

কুমারগণ নিহত হইয়াছে, তখন রাবণ যে আর পুর রক্ষায় সমর্থ হইবে, এরূপ বোধ হয় না; অতএব, বানরবল-মধ্যে যে সকল লঘু-বিক্রম মহাবল বানর আছে, সেই বানরপুঙ্গব-গণ সত্বর উল্কাহস্তে লঙ্কা-মধ্যে প্রবিষ্ট হউক।"

বানররাজ এইরূপ আদেশ করিলে সেই দিবস সূর্য্যাস্তের পর রৌদ্র নিশামুখ সময়ে বানরপুঙ্গবগণ উল্কাহস্তে লঙ্কা-ভিমুখে গমন করিল। তখন, সেই উল্কাহস্ত বানরগণ-কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে অভিদ্রুত হইয়া দ্বারস্থিত বিরূপাক্ষ নিশাচরগণ সহসা পলায়ন করিলে বানরগণ হৃষ্টান্তঃকরণে বহির্দ্বার, ঊর্দ্ধতন-গৃহ, প্রতোলী, বিবিধ চর্য্যা ও প্রাসাদ সকলে অগ্নি প্রদান করিল। তৎকালে হুতাশন তাহাদের সহস্র সহস্র গৃহ দগ্ধ করিলেন এবং পর্ব্বতাকার প্রাসাদ সকল ধরণীতলে পতিত হইল। অগুরু, পরম সুগন্ধি চন্দন, মুক্তা, মণি, সুস্নিগ্ধ হীরক, প্রবাল এবং সুবর্ণভাণ্ড সকল দগ্ধ হইল। বহুবিধ ক্ষৌম, কৌশেয়, রাঙ্কব এবং পশুলোমজ বস্ত্রাদি ভস্মসাৎ হইয়া গেল। তৎকালে সশব্দ হুতাশন বিচিত্ররূপে বিন্যস্ত বাজিগণের পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার, সুসংস্কৃত রথ-ভূষণ, মাতঙ্গগণের গ্রৈবেয়কাদি অলঙ্কার-সম্বলিত গৃহ সকল, যোধগণের তনুত্র, তুরঙ্গ ও মাতঙ্গগণের বর্ম্ম, খড়্গ, ধনু, মৌর্ব্বী, বাণ, তোমর, অঙ্কুশ, শক্তি, রোমজাত কম্বলাদি, বাল-সম্ভূত চামরাদি, অসংখ্য ব্যাঘ্র-চর্ম্ম, অণ্ডজাত মৃগমদাদি, মুক্তামণি-দ্বারা চিত্রিত প্রাসাদ-সমূহ, বিবিধ বিচিত্র গৃহ ও অস্ত্র সকলকে দগ্ধ করিয়া ফেলি-লেন। অপিচ গৃহ-মধ্যে অবস্থিত, সুবর্ণ-চিত্রিত তনুত্র-

বিশিষ্ট, মাল্য ও ভূষণদামে বিভূষিত, সীধুপান-বশত চলিত-লোচন, মদভরে বিকৃত গতি-বিশিষ্ট, কান্তা-দ্বারা বিধৃত-বসন, রিপু-বিনাশার্থ জাতরোষ, গদা শূল ও অসিধারী, ভোজন ও স্পর্দ্ধনশীল, কান্তাগণের সহিত মহার্হ শয্যায় প্রসুপ্ত এবং অগ্নিদাহ ভয়ে স্ব স্ব পুত্রগণকে গ্রহণ করত চতুর্দ্দিকে সত্বর গমনশীল-প্রভৃতি বিবিধাবস্থ লঙ্কা-নিবাসী নিশাচরকে দগ্ধ করত বারম্বার প্রজ্বলিত হইতে লাগিলেন। অনেক কক্ষা প্রাকার অন্তর্গৃহ প্রধানগৃহ ও দুর্গম গৃহাদি-সমন্বিত গাম্ভীর্য্যগুণ-বিশিষ্ট মহার্হ ও সারবান্ গৃহ, সুবর্ণ-নির্ম্মিত পূর্ণচন্দ্র ও অর্দ্ধচন্দ্র-সমন্বিত উত্তম চন্দ্রশালা এবং সৌধ-হর্ম্ম্যাদি পঞ্চবিধ অধিষ্ঠান-সমন্বিত, লোহিত রাগ-রঞ্জিত গবাক্ষ-শোভিত, মণি ও বিদ্রুমদামে বিচিত্রিত এবং যাহারা দিবাকরকে স্পর্শ করিবার নিমিত্তই নির্ম্মিত হইয়াছিল, এতাদৃশ উচ্চতম প্রাসাদ সকল ভস্মসাৎ হইয়া গেল। এইরূপে হুতাশন ক্রৌঞ্চ ও বর্হির ন্যায় শোভনবর্ণ ভূষণ-দামের নিনাদে অনুনাদিত পর্ব্বত-সদৃশ গৃহ সকলকে দগ্ধ করিলেন। তৎকালে অগ্নি-সন্দীপিত তোরণ সকল আ-তপকালীন বিদ্যুদ্দাম-বিরাজিত কাদম্বিনীর ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। হুতাশন-পরীত গৃহ সকল দাবাগ্নি-সন্দীপিত মহাগিরির শিখর সকলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। বিমান সকলে প্রসুপ্ত শ্রেষ্ঠা রমণীগণ অগ্নি-কর্ত্তৃক দহ্যমান হইয়া সর্ব্বাঙ্গ হইতে আভরণ সকল বিমোচন করত উচ্চৈঃস্বরে হাহা শব্দে রোদন করিতে লাগিল। বহ্নি-সন্দীপিত ভবন সকল ইন্দ্র-বজ্রাভিহত মহাগিরির

শিখর সকলের ন্যায় নিপতিত হইতে লাগিল। সেই দহ্যমান প্রাসাদ সকল দূর হইতে দহ্যমান হিমালয়-শিখর সকলের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। সেই নিশাকালে প্রজ্বলিত শিখা-সম্বলিত দহ্যমান হর্ম্ম্যাগ্র সকল-দ্বারা লঙ্কা নগরীকে পুষ্পিত কিংশুক তরু-পরিপূর্ণার ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তৎকালে অগ্নিদাহ ভয়ে ভীত হস্তিপক ও গজ-রক্ষকগণ-কর্ত্তৃক বিমুক্ত মাতঙ্গ ও তুরঙ্গগণ-দ্বারা সেই লঙ্কা নগরী প্রলয়কালে ঘূর্ণমান গ্রাহগণ-সমাকীর্ণ অর্ণবের ন্যায় হইয়া পড়িল। কোথাও মুক্ত অশ্বকে দেখিয়া ভয়-বশত মাতঙ্গ পলায়ন করিতে লাগিল এবং কোথাও বা ভীত মাতঙ্গকে দেখিয়া তুরঙ্গও ভয়ে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। যখন লঙ্কা নগরী এইরূপে দগ্ধ হয়, তখন হুতাশনের শিখা-বিম্ব সকল মহার্ণব-জলে পতিত হওয়ায় তাহাকে লোহিত-সমুদ্র বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। বলিতে কি, বানরগণ-কর্ত্তৃক দীপিতা সেই পুরী মুহূর্ত্তকাল-মধ্যে প্রলয়-কালীন প্রদীপ্ত বসুন্ধরার ন্যায় হইয়া পড়িল। তৎকালে অগ্নি-সন্তপ্ত ধূমব্যাপ্ত ও রোরুদ্যমান রাক্ষস-রমণীগণের শব্দ শত-যোজন হইতে শ্রুত হইতে লাগিল। সেই সময়, যে সকল দগ্ধকায় রাক্ষস বাহিরে নির্গত হইতেছিল, যুযুৎসু বানরবৃন্দ তাহাদের অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। তদানীন্তন, বানরগণের উদ্ঘোষ ও নিশাচরগণের নিস্বনে দশদিক্, সমুদ্র এবং সমগ্রা বসুন্ধরা অনুনাদিত হইতে লাগিল।

এদিকে ভ্রাতৃ-যুগল মহাত্মা রাম ও লক্ষ্মণ বিশল্য হইয়া অসম্ভ্রান্ত চিত্তে উভয়েই শ্রেষ্ঠ ধনু গ্রহণ করিলেন। অনন্তর, রাম সেই উত্তম ধনু বিস্ফারিত করিলে, রাক্ষসগণের ভয়াবহ তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। যৎকালে, রঘুনন্দন সেই সুমহৎ ধনু বিস্ফারিত করেন, তখন তাঁহাকে সংহারকালে শব্দ-ব্রহ্মাত্মক বেদময় ধনু বিস্ফারণকারী ভগবান্ ভবানী-পতির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তৎকালে বানরগণের উদ্‌ঘুষ্ট এবং রাক্ষসগণের নিস্বন এই উভয়বিধ শব্দকে অতিক্রম করিয়া রঘুনন্দনের জ্যাঘাত-জনিত শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। অপিচ, বানরবৃন্দের উদ্‌ঘোষ, নিশাচর-গণের নিস্বন এবং রামচন্দ্রের জ্যা-শব্দ এই শব্দ-ত্রয়ে দশ-দিক্ ব্যাপ্ত হইল। রামচন্দ্রের ধনুর্নিক্ষিপ্ত শরনিকরে সেই পুরীর কৈলাস-শিখর-সদৃশ গোপুর বিকীর্ণ হইয়া ভূতলে পতিত হইল।

এদিকে বিমান ও গৃহ সকলে পতিত রঘুনন্দনের শর-সমূহ দর্শন করিয়া, রাক্ষসেন্দ্রগণের তুমুল যুদ্ধোদ্যোগ আরম্ভ হইল। রাক্ষসেন্দ্রগণ সিংহনাদ-সহকারে সমর-সজ্জায় সজ্জিত হইতে থাকিলে, সেই শর্ব্বরী কালরাত্রির ন্যায় হইয়া উঠিল।

ইত্যবসরে মহাবল. বানররাজ বানরেন্দ্রগণকে এইরূপ আদেশ করিলেন ;—' ওহে বানরগণ ! তোমাদের মধ্যে যে দ্বার যাহার নিকট হইবে, সে সেই দ্বারেই যুদ্ধ করিবে। গুল্মে উপস্থিত থাকিয়াও যে মদীয় আদেশে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিবে, রাজাজ্ঞায় অবজ্ঞাকারী সেই বানরকে

আক্রমণ করিয়া বিনাশ করিবে।' অনন্তর, সেই বানর-মুখ্যগণ প্রদীপ্ত উল্কাহস্তে দ্বার সকল অবরোধ করত অবস্থান করিলে, রাবণের নিরতিশয় ক্রোধ উপস্থিত হইল। তদীয় জৃম্ভিত-বিক্ষোভে দশদিক্ কলুষিত হইল এবং প্রলয়-কালীন রুদ্রের রূপবান্ ক্রোধের ন্যায় তাঁহার শরীরেও রোষ-চিহ্ন সকল দৃষ্ট হইতে লাগিল। তৎপরে নিশাচর-পতি ক্রোধভরে কুম্ভকর্ণ-নন্দন কুম্ভ ও নিকুম্ভকে বহুসংখ্যক নিশাচরের সহিত প্রেরণ করিলেন। তাঁহার আদেশ অনুসারে যূপাক্ষ, শোণিতাক্ষ, প্রজঙ্ঘ ও কম্পননামক রাক্ষস চতুষ্টয় কুম্ভকর্ণ-নন্দন-যুগলের সহিত নির্গত হইল। তখন, রাবণ বানরগণের ভয় উৎপাদিত করিবার নিমিত্ত সিংহনাদ করত সেই মহাবল রাক্ষসগণকে কহিলেন;—'ওহে নিশাচরগণ! তোমরা এই রাত্রিতেই নির্গত হও।'

রাক্ষসগণ রাক্ষস-রাজ-কর্তৃক এইরূপে প্রেরিত হইয়া প্রজ্বলিত আয়ুধহস্তে বারম্বার সিংহনাদ করত লঙ্কা হইতে নির্গত হইল। তৎকালে, রাক্ষসগণ নিজ নিজ দেহকান্তি ও ভূষণ-দীপ্তিতে এবং বানরগণ অগ্নি সহকারে নভোমণ্ডলকে প্রদীপিত করিল। উপরে তারাপতি ও তারাগণের এবং নিম্নে কপি-রাক্ষসগণের ভূষণদামের প্রকাশমান কান্তিতে উভয়বলের মধ্যগত নভোমণ্ডল প্রদীপিত হইল। চন্দ্রালোক, ভূষণ-কান্তি এবং প্রজ্বলিত গৃহ সকলের অগ্নি বানর ও রাক্ষসগণকে প্রকাশিত করিতে লাগিল। অগ্নি-প্রদীপ্ত গৃহ সকলের দীপ্তি সাগর সলিলে সংসক্ত হওয়ায় চঞ্চল ঊর্ম্মিমালা-সমাকুল সমুদ্র অধিকতর শোভিত হইল। অন-

স্থর, পতাকা ও ধ্বজসংযুক্ত, উত্তম অসি ও পরশুধারী, ভীমরূপ অশ্ব রথ মাতঙ্গ ও অসংখ্য পত্তি-সমাকুল, প্রদীপ্ত শূল গদা খড্গ প্রাস তোমর ও কার্ম্মুক-সমন্বিত, শত শত কিঙ্কিনী-নিনাদিত, প্রচলিত কুঠার ও সুবর্ণ ভূষণে ভূষিত-বাহু এবং প্রজ্বলিত প্রাস সমন্বিত সেই ঘোররূপ বিক্রান্ত ও পৌরুষশালী রাক্ষসবল দৃষ্ট হইল। মহামেঘের ন্যায় শব্দায়মান এবং শূর-জনাকীর্ণ ঘোররূপ নিশাচরবল ধনুতে বাণ যোজিত করত মহাশস্ত্র সকলকে ঘূর্ণন করিতে করিতে নির্গত হইলে, তাহাদের দেহস্থিত গন্ধ ও মাল্য এবং পীত মদ্যের গন্ধাধিক্যহেতু তত্রত্য বায়ু আমোদিত হইয়া উঠিল।

সেই দুরাসদ রাক্ষস-বলকে আগমন করিতে দেখিয়া বানর-সৈন্যগণ বিচলিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিল এবং বেগ সহকারে লম্ফ প্রদান করত যেরূপ পতঙ্গগণ অগ্নির অভিমুখে গমন করে, তদ্রূপ সেই শত্রু-সৈন্যের অভিমুখে ধাবিত হইল। তৎকালে রাক্ষসগণের ভুজ-সমীপে পরিঘ ও অশনি সকল ঘূর্ণিত হওয়ায়, সেই শ্রেষ্ঠ রাক্ষসবল সমধিক শোভিত হইল। অনন্তর, যুযুৎসু বানরগণ উন্মত্তের ন্যায় উৎপতিত হইয়া তরু শৈল ও মুষ্টি দ্বারা নিশাচর-গণকে আঘাত করিতে থাকিলে, ভীম-বিক্রম রাক্ষসগণও শাণিত শর-সমূহ-দ্বারা সেই আপতিত বানরগণের মস্তক হরণ করিতে লাগিল। নিশাচরগণ বানরগণের দশন-দ্বারা হৃতকর্ণ, মুষ্টি-দ্বারা ভিন্ন-মস্তক এবং শিলা-প্রহারে ভগ্নাঙ্গ হইয়া সেই রণভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিল এবং অপর ঘোররূপ নিশাচরগণ শাণিত অসি-দ্বারা প্রধান বানরগণকে

নিহত করিতে আরম্ভ করিল। বানরগণও বেগবান্ প্রধান নিশাচরগণকে নিহত করিল। তখন, কেহ কাহাকে আঘাতিত বা পাতিত করিলে অন্যে তাহাকে আঘাতিত বা পাতিত করিতে লাগিল। কেহ কাহাকে নিন্দা বা দংশন করিলে, সেও তাহাকে নিন্দা বা দংশন করিতে লাগিল। কেহ '(যুদ্ধ) দাও' এইরূপ বলিলে, কেহ বারম্বার 'দিতেছি' এইরূপ বলিতে এবং কেহ বা (যুদ্ধ) প্রদান করিতে লাগিল। তৎকালে, পরস্পর 'স্থির হও; কি জন্য আপনাকে ক্লেশ দিতেছ?' এইরূপ বলাবলি করিতে লাগিল। কাহার শস্ত্র ব্যর্থ হইতে এবং কাহার কবচ ও আয়ুধ স্খলিত হইতে লাগিল। এইরূপে বানর ও নিশাচরগণের সমুদ্যত প্রাস এবং মুষ্টি শূল অসি ও কুন্তল-সমন্বিত সুমহৎ রৌদ্র সমর আরম্ভ হইলে, নিশাচরগণ এককালে সপ্তদশ বানরকে এবং বানরগণও এককালে সপ্তদশ নিশাচরকে নিহত করিতে লাগিল। সেই যুদ্ধে বানরগণ রাক্ষসগণের সমতুল্য বল অবলম্বন করিয়া নিশাচরগণকে নিবারিত করিতে লাগিল।

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৫ ॥

সেই বীরজন-ক্ষয়কারী ঘোরতর সঙ্কুল-যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, সমর-সমুৎসুক অঙ্গদ কম্পনের সহিত যুদ্ধাসক্ত হইলেন। বেগবান্ কম্পন প্রথমত অঙ্গদকে আহ্বান করত গদা-দ্বারা সন্তাড়িত করিলে, তিনি নিরতিশয় আঘাতিত হইয়া বিচলিত হইলেন। পরন্তু, তেজস্বী অঙ্গদ ক্ষণকাল-মধ্যে

সংজ্ঞা লাভ করিয়া একটী গিরিশিখর ক্ষেপণ করিলে, কম্পন সেই প্রহারেই অর্দ্দিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল।

কম্পনকে রণ-মধ্যে নিহত দেখিয়া শোণিতাক্ষ স্বীয় রথ সঞ্চালিত করত সত্বর নির্ভয়ে অঙ্গদ-সমীপে আগমন করিয়া বেগ-সহকারে শরীর-বিদারণ ও কালাগ্নি-সদৃশ ক্ষুর, ক্ষুরপ্র নারাচ বৎস-দন্ত শিলীমুখ কর্ণী শল্য ও বিপাট-প্রভৃতি বহুবিধ তীক্ষ্ণ শাণিত বাণদাম-দ্বারা অঙ্গদকে বিদ্ধ করিলেন। প্রতাপবান্ বলশালী বালিনন্দন অঙ্গদ সেই শর-সমূহে বিদ্ধ-গাত্র হইয়া বেগ-সহকারে তদীয় উগ্র ধনু ও বাণ সকলকে ভগ্ন করত ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর, শোণি-তাক্ষ ক্রোধভরে সত্বর অসিচর্ম্ম গ্রহণ করত কোন বিচার না করিয়া বেগে উৎপতিত হইলে, বলশালী কপি-কুঞ্জর অঙ্গদ সত্বর লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক নিশাচরকে ধারণ করিয়া সিংহনাদ সহকারে হস্ত দ্বারা তদীয় খড়্গ গ্রহণ করিলেন এবং স্কন্ধ-দেশে আঘাত করত যজ্ঞোপবীতবৎ ছেদন করিয়া ফেলি-লেন।

বালিনন্দন রণ-মধ্যে শোণিতাক্ষকে নিহত করত বারম্বার সিংহনাদ করিয়া অপর অরাতিগণের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তদ্দর্শনে বলশালী যূপাক্ষ প্রজঙ্ঘের সহিত স্বীয় রথ সঞ্চালিত করত ক্রোধভরে মহাবল বালিনন্দনের অভি-মুখীন হইল। এদিকে, কনকাঙ্গদ-ভূষিত বীর শোণিতাক্ষও সেই অসি-প্রহারে গতাসু না হইয়া পুনর্ব্বার আশ্বস্ত ও উত্থিত হইল এবং একটা আয়সী গদা গ্রহণ করত পুনর্ব্বার তদভিমুখে ধাবিত হইল। তৎকালে, কপিশ্রেষ্ঠ বালিনন্দন

ইন্দ্র ও অগ্নির মধ্যগত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অঙ্গদকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত জিঘাংসু মৈন্দ ও দ্বিবিদ তাঁহার সমীপে গমন করিলেন। অসি বাণ ও গদা-ধারী মহাকায় মহাবল নিশাচরগণ রোষভরে সাবধানে সেই বানরগণের অভিমুখে গমন করিল। তৎকালে, পরস্পর সমাসক্ত মৈন্দ দ্বিবিদ ও অঙ্গদ এই তিন বানরেন্দ্রের সহিত প্রজঙ্ঘ যূপাক্ষ ও শোণিতাক্ষ এই তিন জন রাক্ষস-পুঙ্গবের সুমহৎ রোমহর্ষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই রণস্থলে বানর-গণ বৃক্ষ সকলকে গ্রহণ করত নিক্ষেপ করিলে, মহাবল প্রজঙ্ঘ খড়্গ-দ্বারা সেই সমস্ত ছেদন করিয়া ফেলিল। কপিবরগণ রথ অশ্ব দ্রুম ও শৈলখণ্ড-প্রভৃতি যাহা যাহা নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, মহাবল যূপাক্ষ শর-সমূহ-দ্বারা সেই সমস্ত ছেদন করিল। মৈন্দ ও দ্বিবিদ-কর্ত্তৃক উৎপা-টিত ও ক্ষিপ্ত দ্রুমদামকে বীর্য্যবান্ প্রতাপশালী শোণি-তাক্ষ গদা-দ্বারা ভগ্ন করিতে লাগিল।

অনন্তর, প্রজঙ্ঘ পরমর্ম্ম-বিদারণ বিপুল খড়্গ উদ্যত করত বালিনন্দনের অভিমুখে ধাবিত হইলে, বিপুল বল-শালী বানরেন্দ্র বালিনন্দন তাহাকে নিকটাগত দেখিয়া একটী অশ্বকর্ণবৃক্ষ-দ্বারা আঘাত করিলেন। অপিচ, সেই নিশাচরের নিস্ত্রিংশ-সমন্বিত বাহুতে মুষ্ট্যাঘাত করায়, সেই আঘাতে তদীয় অসি ভূতলে পতিত হইল। সেই মুষল-সদৃশ খড়্গকে ভূতলে পতিত হইতে দেখিয়া মহাবল মহাতেজস্বী প্রজঙ্ঘ বজ্র-সদৃশ মুষ্টি পরিবর্ত্তিত করত মহা-বীর্য্য বানর-পুঙ্গব অঙ্গদের ললাটে আঘাত করিলে, তিনি

মুহূর্ত্তকালের নিমিত্ত বিচলিত হইলেন। পরন্তু, প্রতাপবান্ তেজস্বী বালিনন্দন পুনর্ব্বার সংজ্ঞা লাভ করত মুষ্টি দ্বারা প্রজঙ্ঘের মস্তক শরীর হইতে পৃথক্ করিয়া ফেলিলেন।

পিতৃব্য প্রজঙ্ঘকে রণ-মধ্যে নিহত হইতে দেখিয়া যূপাক্ষ অশ্রুপূর্ণ-লোচনে ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করত খড়্গ-হস্তে রথ হইতে অবতীর্ণ হইল। পরন্তু, বলশালী দ্বিবিদ যূপাক্ষকে আপতিত হইতে দেখিয়া ক্রোধভরে সত্বর তদীয় বক্ষঃস্থলে আঘাত করত তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। ভ্রাতাকে গৃহীত দেখিয়া মহাতেজস্বী মহাবল শোণিতাক্ষ দ্বিবিদের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। মহাবল দ্বিবিদ সেই আঘাতে বিচলিত হইয়াও পরক্ষণেই তদীয় উদ্যত গদা গ্রহণ করিলেন। এই অবসরে মৈন্দ ভ্রাতার সাহায্য করিবার নিমিত্ত দ্বিবিদের নিকট আগমন করিলেন এবং দ্বিবিদও নখ দ্বারা শোণিতাক্ষের মুখ বিদারিত করিয়া ফেলিলেন। তখন, তরস্বী শোণিতাক্ষ ও যূপাক্ষ, মৈন্দ ও দ্বিবিদ নামক বানর-দ্বয়ের সহিত বারম্বার আকর্ষণ ও উৎপাটনরূপ তীব্র সমরে প্রবৃত্ত হইল। বানর-পুঙ্গব বীর্য্যবান্ মৈন্দ নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বাহু-দ্বয়-দ্বারা যূপাক্ষকে ভূমিতে পাতিত করত বল-সহকারে পেষণ করিলে, সে নিতান্ত পীড়িত ও নিহত হইয়া ভূতলে পতিত হইল।

রাক্ষসরাজের সৈন্যগণ এইরূপে নিহত হইতে থাকিলে, তদীয় সৈন্যগণ ব্যথিত হইয়া যে স্থানে কুম্ভকর্ণনন্দন অবস্থান করিতেছিলেন, তদভিমুখে ধাবিত হইল এবং কুম্ভও সেই সমীপাগত সেনাগণকে পরিসান্ত্বিত করিলেন। রাক্ষস-

শ্রেষ্ঠ তেজস্বী কুম্ভ লব্ধলক্ষ প্লবঙ্গম-কর্ত্তৃক রাক্ষস-বাহিনীর মহাবীরগণকে নিহত দেখিয়া দুষ্করকর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই ধানুষ্কবর সমাহিতমনে ধনুর্ধারণ করত আশীবিষ-সদৃশ দেহ-বিদারণ শরনিকর ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে, তদীয় সশর ধনু বিদ্যুৎ ও ঐরাবত-সম্বলিত ইন্দ্রধনুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। সেই বীর সুবর্ণপুঙ্খ-বিশিষ্ট পত্র-শোভিত বাণ সকলকে আকর্ণ আকর্ষণ করত তদ্দ্বারা দ্বিবিদকে আঘাত করিলেন। অদ্রি-কূট-সদৃশ হরি-সত্তম দ্বিবিদ সেই আঘাতে নিতান্ত আহত হইয়া মুখব্যাদান ও পদ-দ্বয় বিস্তৃত করত বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। মৈন্দ ভ্রাতাকে সেই মহারণে বিহ্বল হইতে দেখিয়া একটী বিপুল শিলা গ্রহণ করত কুম্ভাভিমুখে ধাবিত হইলেন। মহাবল মৈন্দ রাক্ষস কুম্ভের অভিমুখে সেই শিলা ক্ষেপণ করিলে, মহাতেজস্বী কুম্ভ হাসিতে হাসিতে পাঁচটি শর দ্বারা তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং আশীবিষ-সদৃশ সুমুখ অন্য একটি শর ধনুতে সন্ধান করিয়া দ্বিবিদাগ্রজ মৈন্দের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। বানর-যূথপতি মৈন্দ সেই প্রহারে মর্ম্মস্থানে আঘাতিত হইয়া মূর্চ্ছিত ও ভূপতিত হইলেন।

অঙ্গদ মহাবল মাতুলযুগলকে ব্যথিত দেখিয়া উদ্যত-কার্ম্মুক কুম্ভের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। তাঁহাকে আপতিত হইতে দেখিয়া যেরূপ মাতঙ্গকে তোমর দ্বারা বিদ্ধ করে তদ্রূপ বীর্য্যবান্ কুম্ভ প্রথমত পাঁচটি এবং তৎপরে তিনটি শাণিত আয়স-বাণ এবং অন্য অসংখ্য শর-দ্বারা

বিদ্ধ করিলেন। পরন্তু, সেই কনকভূষিত তীক্ষ্ণ শাণিত ও অকুণ্ঠধার শর-সমূহ-দ্বারা বিদ্ধাঙ্গ হইয়াও অঙ্গদ কম্পিত হইলেন না। অধিকন্তু, সেই নিশাচরের মস্তকে শিলা ও পাদপ সকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। শ্রীমান্ কুম্ভকর্ণ-নন্দন বালিনন্দন-সমীরিত সেই বৃক্ষসকলকে ছেদন এবং শিলাখণ্ডসকলকে ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর, সেই বানর-যূথপতিকে আপতিত হইতে দেখিয়া যেরূপ অঙ্কুশ-দ্বারা মাতঙ্গকে বিদ্ধ করে, তদ্রূপ কুম্ভ বাণযুগল-দ্বারা অঙ্গদের ভ্রূযুগলের মধ্যস্থলে বিদ্ধ করিলে, তাহা হইতে এরূপ রুধিরস্রাব হইতে লাগিল যে, তাঁহার লোচনযুগল আচ্ছাদিত হইয়া গেল। অঙ্গদ সেই মহারণে এক হস্তে রুধিরপরিপ্লুত নয়নযুগল সমাচ্ছাদিত করত অন্য পাণি-দ্বারা নিকটস্থ একটি শালবৃক্ষ গ্রহণ করিয়া সেই সস্কন্ধ বৃক্ষকে স্বীয় বক্ষঃস্থলে সন্নিবেশিত ও পাণি-দ্বারা পীড়িত করত কিঞ্চিৎ বিনমিত ও ক্ষুদ্রশাখা-বিহীন করিলেন। অনন্তর, মন্দরগিরি ও ইন্দ্রধ্বজ-সদৃশ সেই বৃক্ষকে রাক্ষসগণের সম্মুখেই বেগসহকারে ক্ষেপণ করিলে, কুম্ভকর্ণ-নন্দন সাতটি দেহভেদী শাণিত বাণ-দ্বারা বালি-নন্দন-সমীরিত সেই বৃক্ষকে ছেদন করত অন্য একটি বাণ-দ্বারা সত্বর অঙ্গদের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন এবং অঙ্গদও সেই আঘাতে নিরতিশয় ব্যথিত ও মুগ্ধ হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। সাগর-সলিলে নিমগ্ন হওয়ার ন্যায় দুরাসদ অঙ্গদকে সেই মহারণে অবসন্ন হইতে দেখিয়া বানরশ্রেষ্ঠগণ রাম-সমীপে সেই সংবাদ নিবেদন করিল।

রামচন্দ্র মহারণে বালিনন্দনকে অবসন্ন শ্রবণ করিয়া, জাম্ববৎপ্রমুখ বানরগণকে তদীয় সাহায্যার্থ আদেশ করিলেন। বানর-শার্দ্দূলগণও রামের শাসন অবগত হইয়া ক্রোধভরে উদ্যতকার্ম্মুক কুম্ভের অভিমুখে ধাবিত হইল। ক্রোধে লোহিতলোচন শিলাপাদপ-হস্ত জাম্ববান্, সুষেণ ও বেগদর্শীপ্রভৃতি বানর-পুঙ্গবগণ অঙ্গদকে রক্ষা করিবার অভিলাষে ধাবিত হইয়া বীরবর কুম্ভকর্ণ-নন্দনের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। যেরূপ পর্ব্বতখণ্ড-দ্বারা জলপ্রপাতকে রুদ্ধ করে, তদ্রূপ কুম্ভ সেই মহাবল বানরেন্দ্রগণকে আপতিত হইতে দেখিয়া শর-সমূহ-দ্বারা তাঁহাদিগকে রুদ্ধ করিলেন। যেরূপ মহাসাগর বেলাভূমি অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ সেই মহাবল বানরেন্দ্রগণও তদীয় বাণ-সমূহকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না। বানর-রাজ সুগ্রীব সেই হরিশ্রেষ্ঠগণকে রণ-মধ্যে শর-বৃষ্টি দ্বারা অর্দ্দিত দর্শনে ভ্রাতৃপুত্র অঙ্গদকে পশ্চাতে রাখিয়া, যেরূপ বেগবান্ কেশরী শৈল সানুচর মাতঙ্গের প্রতি অভিদ্রুত হয়, তদ্রূপ, কুম্ভকর্ণনন্দনের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। সেই মহাকপি অশ্বকর্ণাদি বহুবিধ বৃক্ষ উৎপাটন করত কুম্ভাভিমুখে ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। পরন্তু, কুম্ভকর্ণ-নন্দন সেই আকাশ-সমাচ্ছাদিনী দুরাসদ শর-বৃষ্টিকে শাণিত শর-সমূহ দ্বারা সত্বর ছেদন করিয়া ফেলিলে, সেই অর্দ্দিত দুর্জ্জয় দ্রুম সকল ঘোররূপ শতঘ্নী সকলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। বীর্য্যবান্ মহাসত্ত্ব শ্রীমান্ বানর-রাজ সেই দ্রুম সকলকে কুম্ভ-কর্ত্তৃক ছেদিত দেখিয়া কিছু-

মাত্র ব্যথিত হইলেন না। তিনি কুম্ভ-কর্তৃক সহসা বিধ্যমান হইয়া সেই সমস্ত শর সহ্য করত তদীয় ইন্দ্রধনু-সদৃশ ধনু গ্রহণ করিয়া ভগ্ন করিলেন। বানর-রাজ এতাদৃশ দুষ্কর কর্ম্ম সাধন করত সত্বর লম্ফ প্রদান করিয়া ভগ্নশৃঙ্গ দ্বিপের ন্যায় কুপিত কুম্ভকে কহিলেন;— 'হে নিকুম্ভাগ্রজ! তুমি প্রহ্লাদ বলি ইন্দ্র কুবের অথবা বরুণের সহিত উপমিত হইতে পার; কারণ, রাক্ষস-মধ্যে রাবণ এবং তুমি সমধিক স্বজন-প্রবণ ও প্রতাপশালী। একমাত্র তুমিই তোমার বলবত্তর পিতা কুম্ভকর্ণের অনুরূপ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। হে মহা-বাহো অরিন্দম! তুমি একাকী শূলহস্তে দণ্ডায়মান হইলে, যেরূপ আধিগণ জিতেন্দ্রিয়কে অতিক্রম করিতে পারে না, তদ্রূপ দেবগণও তোমাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়েন না; সে যাহা হউক, তুমি অদ্য এই মহাযুদ্ধে স্বীয় পরাক্রম প্রকাশ কর এবং আমারও কর্ম্ম দর্শন কর। তোমার পিতৃব্য রাবণ পিতামহের বর-প্রভাবেই দেবতা ও দানব-গণকে অতিক্রম করিয়াছেন, কিন্তু কুম্ভকর্ণ স্বীয় বীর্য্য-প্রভাবেই সমরে সুরাসুরগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন। তুমি প্রতাপে রাবণ এবং ধনুর্ব্বিদ্যায় ইন্দ্রজিতের সদৃশ; সুতরাং, এক্ষণ রাক্ষসগণের মধ্যে তোমাকেই বলবীর্য্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হইতেছে। অদ্য লোক সকল এই মহাসমরে শক্র-শম্বর-সমররূপ আমার সহিত তোমার অদ্ভুত যুদ্ধ দর্শন করুক। তুমি অস্ত্রকৌশল প্রদর্শন করত ভীম-বিক্রম বানর-বীরগণকে নিপাতিত করিয়া অপ্রতিম কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছ। একাকী অনেকের সহিত যুদ্ধ করিয়া

পরিশ্রান্ত হইয়াছ, সুতরাং এ সময় বল-প্রকাশ করিয়া তোমাকে বধ করিলে, পাছে লোকে আমাকে নিন্দা করে, আমি এই ভয়েই অধুনা তোমাকে নিহত করিতেছি না, ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া আমার পরাক্রম দর্শন কর।

সুগ্রীবের এতাদৃশ সাবমান সম্মান বাক্যে ঘৃতাহুত হুতাশনের ন্যায় কুম্ভের তেজ আরও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। অনন্তর, সেই বীর বাহু-যুগল-দ্বারা সুগ্রীবকে গ্রহণ করিলেন। তৎকালে, তাঁহারা উভয়েই মদমত্ত-মাতঙ্গ-যুগলের ন্যায় মুহুর্ম্মুহু নিশ্বাস পরিত্যাগ করত উভয়ে উভয়ের গাত্র ধারণ করিয়া পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে থাকিলে, পরিশ্রম-বশত উভয়ের মুখ হইতেই সধূম জ্বালা নির্গত হইতে লাগিল। তাঁহাদের পদাঘাতে রণ-ভূমি নিমগ্ন এবং তরঙ্গ-সকল ঘূর্ণিত হওয়ায় সাগরজলও সংক্ষুব্ধ হইল। তদনন্তর, সুগ্রীব কুম্ভকে গ্রহণ করত যেন উদধির তল দর্শন করাইবার নিমিত্তই বেগ-সহকারে লবণ-সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন। তখন, কুম্ভের পতন-বশত জলরাশি বিন্ধ্য ও মন্দর পর্ব্বতের ন্যায় ঊর্দ্ধে উত্থিত হওয়ায় চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। কুম্ভ ক্ষণকাল পরেই উত্থিত হইয়া সুগ্রীবের নিকট গমন করত ক্রোধভরে তাঁহার বক্ষঃস্থলে বজ্রকল্প মুষ্টি প্রহার করিলেন। সেই বেগ-প্রহৃত মুষ্টি সুগ্রীবের চর্ম্ম ভেদ করিয়া অস্থিমণ্ডলে প্রতিহত হওয়ায়, তাহা হইতে শোণিত নির্গত হইতে লাগিল। সেই মুষ্টির বেগে সুমেরু পর্ব্বতের বজ্রনিষ্পেষ-জনিত জ্বালার ন্যায় সুমহৎ তেজ প্রজ্বলিত হইল। মহাবল বীর্য্যবান্ বানর-পুঙ্গব

সুগ্রীব তৎকর্ত্তৃক এইরূপে আঘাতিত হইয়া সহস্রকর-সমুজ্জ্বল রবিমণ্ডলের ন্যায় দীপ্তিশালী বজ্রকল্প মুষ্টি পরিবর্ত্তিত করত কুম্ভের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন। তখন, সেই প্রহারে কুম্ভ নিরতিশয় তাড়িত ও বিহ্বল হইয়া শিখা-বিহীন হুতাশনের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। অপিচ, সেই নিশাচর মুষ্টি-দ্বারা অভিহত হইয়া, আকাশ হইতে যদৃচ্ছাক্রমে পতিত দীপ্তরশ্মি মঙ্গলগ্রহের ন্যায় নিপতিত হইলেন। তৎকালে, মুষ্টি-দ্বারা বক্ষঃস্থলে ভগ্ন নিপতিত কুম্ভের রূপ রুদ্রাভিভূত সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। এইরূপে ভীম-পরাক্রম বানররাজ-কর্ত্তৃক রণ-মধ্যে কুম্ভ নিহত হইলে, শৈল ও কানন সকলের সহিত বসুমতী বিচলিত এবং নিশাচরগণ সমধিক ভীত হইল।

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৬ ॥

নিকুম্ভ ভ্রাতাকে সুগ্রীব-কর্ত্তৃক নিপাতিত দেখিয়া যেন, দগ্ধ করিবার নিমিত্তই কোপে বানরেন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর, সেই বীর কালায়স-নির্ম্মিত পঞ্চাঙ্গুল প্রমাণ পট্টবন্ধ-বিশিষ্ট ও জ্বালামালা-শোভিত নগেন্দ্র-শিখর-সদৃশ একটি পরিঘ গ্রহণ করিলেন। ভীম-বিক্রম মহাতেজস্বী নিকুম্ভ হেমপট্ট-বিভূষিত, হীরক ও বিদ্রুম-জড়িত, ইন্দ্রধনুর ন্যায় তেজো-বিশিষ্ট এবং রাক্ষসগণের ভয়-নাশন যমদণ্ড-সদৃশ ভয়ঙ্কর পরিঘ গ্রহণ করত বদন-বিবর বিবৃত করিয়া সিংহনাদ করিলেন। তৎকালে, উরঃ-স্থিত নিষ্ক, ভুজ-যুগলস্থিত অঙ্গদ, মনোহর কুণ্ডল-যুগল,

বিচিত্র মাল্য এবং অন্যান্য ভূষণ-শোভিত পরিঘ-হস্ত নিকুম্ভকে বিদ্যুৎ ধ্বনি ও ইন্দ্রধনু-সমন্বিত মেঘের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। সশব্দ বিধূম পাবকের ন্যায় প্রজ্বলিত সেই পরিঘের অগ্রভাগ-দ্বারা মহাবল নিকুম্ভের বাতগ্রন্থি স্ফুটিত হইল। সেই বীর পরিঘকে ঘূর্ণিত করিতে থাকিলে বোধ হইতে লাগিল যেন, গন্ধর্ব্বগণের উত্তম ভবন-সমন্বিত বিটপাবতী নগরী, সুরগৃহ-সমন্বিত অমরাবতী, তারাগণ, নক্ষত্র, চন্দ্র ও অপর মহাগ্রহ সকলের সহিত নভোমণ্ডলই ঘূর্ণিত হইতেছে। পরিঘস্থিত আভরণ সকলের এরূপ প্রভা সমুত্থিত হইল যে, ক্রোধরূপ কাষ্ঠ-দ্বারা সন্দীপিত নিকুম্ভরূপ অগ্নি প্রলয়কালীন অনলের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন, রাক্ষস অথবা বানরগণের মধ্যে ভয়-বশত কেহই অঙ্গ-সঞ্চালন করিতে সমর্থ হইল না; পরন্তু, বলশালী হনুমান্ বক্ষঃস্থল বিবৃত করিয়া অগ্রে গমন করিলেন। পরিঘ-সদৃশ বাহু-সমন্বিত বলবান্ নিকুম্ভ সেই ভাস্করপ্রভ পরিঘকে বলশালী হনুমানের বক্ষঃস্থলে পাতিত করিলে, তদীয় পৃথুল বক্ষঃস্থলে পতিত সেই পরিঘ শতধা ভগ্ন হইল এবং শত শত উল্কার ন্যায় অন্তরীক্ষে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল।

বায়ুর ন্যায় বিক্রমশালী বেগবান্ মহাবল মহাতেজস্বী বীর্য্যবান্ প্লবগ-সত্তম হনুমান্ পরিঘ-দ্বারা আঘাতিত হইয়া ভূকম্পকালীন অচলের ন্যায় বিচলিত হইলেন। পরন্তু, মহাকপি মারুতি তৎকর্ত্তৃক তাদৃশরূপে অভিহত হইয়াও বল-সহকারে মুষ্টি সম্বর্ত্তিত ও উদ্যত করত নিকুম্ভের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। সেই মুষ্টি প্রহারে নিকুম্ভের চর্ম্ম

স্ফুটিত হওয়ায়, তাহা হইতে রুধিরধারা সকল নির্গত হইতে থাকিলে, বোধ হইতে লাগিল যেন, মেঘ হইতে সৌদামিনী সমুত্থিত হইতেছে। নিকুম্ভ সেই প্রহারে বিচলিত হইলেন বটে, পরন্তু ক্ষণকাল মধ্যে স্বস্থ হইয়াই মহাবল হনুমান্‌কে গ্রহণ করিলেন। লঙ্কা-নিবাসি নিশাচরগণ নিকুম্ভ-কর্ত্তৃক মহাবল হনুমান্‌কে গৃহীত দেখিয়া ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া উঠিল।

বায়ুনন্দন হনুমান্ সেই নিশাচর-কর্ত্তৃক হ্রিয়মাণ হইয়াও বজ্রকল্প মুষ্টি-দ্বারা তাঁহাকে আঘাতিত করত আপনাকে মুক্ত করিয়া লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক ভূমিতে পতিত হইলেন এবং নিকুম্ভকে উন্মথিত করিতে লাগিলেন। সেই বেগবান্ বীর ক্রোধভরে নিকুম্ভকে ভূমিতে নিক্ষেপ করত বারম্বার পেষণ করিয়া স্বয়ং উৎপতিত এবং তদীয় বক্ষঃস্থলে নিপতিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর, বাহু-দ্বয় দ্বারা গ্রহণ করত তদীয় গ্রীবা পরিবর্ত্তিত করিয়া ভৈরবরবকারী সুমহৎ মস্তক উৎপাটন করিয়া ফেলিলেন।

এইরূপে পবন-তনয় কর্ত্তৃক রণ-মধ্যে নিনাদকারী নিকুম্ভ নিহত হইলে, নিরতিশয় রোষপূর্ণ দশরথ-নন্দন রাম এবং রাক্ষসেন্দ্র খরের নন্দন মকরাক্ষের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। নিকুম্ভ নিহত হইলে বানরগণের আনন্দপূর্ণ সিংহনাদে দিক্ সকল সশব্দ, বসুমতী বিচলিতা এবং আকাশ যেন ভূপতিত হইল। নিকুম্ভকে নিহত দেখিয়া এবং বানরগণের ভৈরবরব শ্রবণ করিয়া রাক্ষস সৈন্যগণেরও মনে নিদারুণ ভয়সঞ্চার হইল।

নিকুম্ভকে নিহত এবং কুম্ভকে বিনিপাতিত শ্রবণ করিয়া রাবণ নিদারুণ ক্রোধে অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। রাক্ষসরাজ ক্রোধ ও শোকে ব্যাকুল হইয়া বিশাললোচন খরনন্দন মকরাক্ষকে কহিলেন;— 'বৎস! আমি তোমাকে অনুমতি করিতেছি; তুমি বিপুলবলে পরিবৃত হইয়া রণস্থলে গমন করত বনচরগণের সহিত সেই রাম ও লক্ষ্মণকে বিনাশ কর।' রাবণের বাক্য শ্রবণ করিয়া, শূরাভিমানী বলশালী প্রগল্ভ খরনন্দন রাক্ষস মকরাক্ষ 'বাঢং' এই বলিয়া তদ্বাক্য স্বীকার করিল। অনন্তর, দশাননকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করত তদীয় আদেশ অনুসারে শুভ্রবর্ণ গৃহ হইতে নির্গত হইয়া সমীপস্থ বলাধ্যক্ষকে কহিল;— 'সত্বর আমার রথ ও সৈন্যগণকে উপস্থিত কর।'

বলাধ্যক্ষ তাহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, তদীয় রথ ও সৈন্যগণ সমীপে উপস্থিত করিলে নিশাচর মকরাক্ষ স্বীয় রথকে প্রদক্ষিণ করত আরোহণ করিয়া সারথিকে সত্বর রথ সঞ্চালন করিতে আদেশ করিল। অনন্তর, মকরাক্ষ সেই রাক্ষসগণকে সম্বোধন করিয়া কহিল;— 'ওহে নিশাচরগণ! তোমরা আমার অগ্রে থাকিয়া বানরগণের সহিত যুদ্ধ করিবে। আমি মহাত্মা রাক্ষসরাজ রাবণ-কর্ত্তৃক রণমধ্যে সেই রাম ও লক্ষ্মণ উভয়কেই নিহত করিবার নিমিত্ত আদিষ্ট হইয়াছি; অতএব, হে রাক্ষসগণ! আমি অদ্য উত্তম শর-সমূহ-দ্বারা রাম লক্ষ্মণ এবং শাখামৃগ সুগ্রীবকেও বিনাশ করিব। যেরূপ হুতাশন শুষ্ক কাষ্ঠ সকলকে দগ্ধ

করেন, তদ্রূপ আমিও অদ্য শূলনিপাত-দ্বারা মহতী বানর-বাহিণীকে দগ্ধ করিয়া ফেলিব।' মকরাক্ষের এই কথা শুনিয়া, সেই নানায়ুধধারী কামরূপী যত্ন-পরায়ণ বলশালী ক্রূর-স্বভাব বিকটদশন পিঙ্গল-লোচন বিকীর্ণ-কুন্তল মহাকায় ভয়াবহ নিশাচরগণ হর্ষে মাতঙ্গগণের ন্যায় শব্দ-সহকারে বসুমতীকে বিচলিত করত মহাকায় খরনন্দন মকরাক্ষকে পরিবৃত করিয়া গমন করিতে লাগিল। তৎকালে, ক্ষ্বেলিত আস্ফোটিত এবং বাদিত সহস্র সহস্র শঙ্খ ও ভেরীর সু-মহৎ শব্দ সমুত্থিত হইল। গমনকালে সহসা তদীয় সারথির হস্ত হইতে প্রতোদ ভ্রষ্ট হইয়া পড়িল এবং দৈবাৎ রথধ্বজও ভূতলে পতিত হইল। তদীয় রথ-সংযুক্ত দীনদশাপন্ন তুরঙ্গমগণ বিক্রম-বর্জ্জিত হইয়া আকুলগমনে অশ্রুমুখে গমন করিতে লাগিল। সেই দুর্ম্মতি রৌদ্র রাক্ষস মকরা-ক্ষের নির্য্যাণকালে ধূলিপটল সংযুক্ত নিদারুণ পরুষ বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। পরন্তু, নিরতিশয় বীর্য্যবান্ নিশাচরগণ সেই দুর্নিমিত্ত সকল দেখিয়াও তাহার বিষয় কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়াই যে স্থানে রাম-লক্ষ্মণ অবস্থান করিতেছিলেন, তদভিমুখে গমন করিল। মেঘ, মহিষ ও মাতঙ্গের সমানবর্ণ এবং রণস্থলে অনেকবার অরাতিগণের গদা ও অসি-দ্বারা ভিন্ন-দেহ রণনিপুণ নিশাচরগণ বারম্বার সিংহনাদ করত 'অহমহং' এইরূপ রব করত ভ্রমণ করিতে লাগিল।

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৭৮॥

বানর-পুঙ্গবগণ মকরাক্ষকে নির্গত দেখিয়া সবলে লম্ফ প্রদান করত যুদ্ধাভিলাষে অবস্থান করিতে লাগিল। অনন্তর, দেবগণের সহিত দানবগণের ন্যায় নিশাচরগণের সহিত বানরগণের সুমহৎ রোমহর্ষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তখন, বানর ও নিশাচরগণ বৃক্ষ শূল গদা ও পরিঘাদি নিপাতন-দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে মর্দ্দিত করিতে লাগিল। নিশাচরগণ শক্তি খড়্গ গদা কুন্ত তোমর পট্টিশ ভিন্দিপাল ও অন্যান্য বাণের নিপাতন এবং পাশ মুদ্গর দণ্ড ও অপর আয়ুধের নির্ঘাত দ্বারা সর্ব্বতোভাবে বানর-সিংহগণের সুমহৎ কদন সম্পাদন করিতে লাগিল। খর-পুত্র-কর্ত্তৃক শর-সমূহ-দ্বারা এইরূপে পীড়িত হওয়ায় বানরগণ ভয়-পীড়িত হইয়া সম্ভ্রান্ত মনে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। রণ-বিজয়ী নিশাচরগণ বনচরগণকে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে দেখিয়া অহঙ্কারে সিংহনাদ করিতে লাগিল।

বানরগণ এইরূপে চতুর্দ্দিকে বিদ্রুত হইলে রামচন্দ্র শর-বর্ষণ-দ্বারা রাক্ষসগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। নিশাচরগণকে নিবারিত দর্শনে রাক্ষস মকরাক্ষ কোপানলে প্রজ্বলিত হইয়া কহিল;—'রাম! ক্ষণকাল অবস্থান করিয়া আমার সহিত দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ কর; আমি ধনুর্ম্মুক্ত শাণিত শর-সমূহ-দ্বারা তোমাকে প্রাণ-বিয়োজিত করিব। তুমি যখন পূর্ব্বে দণ্ডকারণ্যে আমার পিতাকে বধ করিয়াছিলে, তদবধি তোমার উপর আমার ক্রোধ-সঞ্চার হইয়াছিল, অধুনা তোমাকে অগ্রে অবস্থান করিয়া স্বকর্ম্ম সাধনে তৎপর দর্শনে আমার সেই ক্রোধ আরও পরিবর্দ্ধিত হইতেছে।

রে দুরাত্মন্! তুমি যে তৎকালে সেই মহাবনে মৎকর্ত্তৃক দৃষ্ট হও নাই, এই জন্য আমার অঙ্গ সকল নিরন্তর দগ্ধ হইতেছে। রাম! ক্ষুধার্ত্ত সিংহের সমীপে অভিলষিত মৃগের আপনা হইতে উপস্থিত হওনের ন্যায়, ভাগ্য-বশতই তুমি অদ্য আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছ। তুমি যে শূরগণকে নিহত করিয়াছ, অদ্য আমার বাণবেগে যমসদনে গমন করত তুমিও তাহাদিগের সহিত মিলিত হইবে। ওহে রাম! অধিক কথার প্রয়োজন নাই; আমি এইমাত্র বলিতেছি যে, অদ্য লোক সকল তোমাকে এবং আমাকে রণচত্বরে দর্শন করুক। দাশরথে! অস্ত্র গদা বাহু অথবা অন্য যে প্রকার যুদ্ধে তোমার বিশেষ অভ্যাস আছে, অদ্য তদ্দ্বারাই যুদ্ধ কর।

দাশরথি রাম মকরাক্ষের বাক্য শ্রবণ করিয়া, হাসিতে হাসিতে সেই বহুপ্রলাপী রাক্ষসকে কহিলেন,—'ওহে নিশাচর! কি জন্য এরূপ বহু অসদৃশ বাক্য খ্যাপন করিয়া বৃথা আত্মশ্লাঘা করিতেছ? তুমি যুদ্ধ না করিয়া কেবল বাক্য-দ্বারা জয় লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। আমি একাকীই দণ্ডকারণ্যে তোমার পিতা খর, ত্রিশিরা দূষণ এবং তাহাদের অনুচর অপর চতুর্দ্দশ-সহস্র নিশাচরকে বিনাশ করিয়াছি। রে পাপ! অদ্য তীক্ষ্ণতুণ্ড ও অঙ্কুশ-সদৃশ নখ-বিশিষ্ট গৃধ্র গোমায়ু ও বায়সগণ মাংস ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইবে এবং অন্যান্য ক্রব্যাদ্ পক্ষিগণের পক্ষ ও তুণ্ড রুধির-পরিপ্লুত হইলে তাহারা হৃষ্টান্তঃকরণে বসুধা এবং অন্তরীক্ষের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে থাকিবে।'

রঘুনন্দন এই কথা বলিলে, মহাবল মকরাক্ষ সমরে প্রবৃত্ত হইয়া এককালে রাঘবের প্রতি অসংখ্য বাণ ক্ষেপণ করিল; পরন্তু, রাম শরবর্ষণ-দ্বারা সেই শর-সমুদয়কে ছেদন করিয়া ফেলিলে, সেই সুবর্ণপুঙ্খ ও সুপত্র পত্রি-সকল বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল। এইরূপে রাক্ষস খর এবং দশরথ এই উভয়ের পুত্র পরস্পর তেজঃ-সহকারে সম্মিলিত হইলে, উভয়ের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তৎকালে, সেই রণস্থলে অন্তরীক্ষে শব্দায়মান জীমূত-যুগলের ন্যায় উভয়ের জ্যা ও করতলের কর্ষণ-জনিত ধনুর্ম্মুক্ত শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। দেব দানব গন্ধর্ব্ব কিন্নর ও মহোরগগণ সেই অদ্ভুত যুদ্ধ দর্শন করিবার নিমিত্ত অন্তরীক্ষে অবস্থিত হইলেন। সেই সময়ে উভয়ের শরীর যত বিদ্ধ হইল, উভয়ের সামর্থ্য তদনুরূপ পরিবর্দ্ধিত হইল এবং পরস্পর কৃত-প্রহার হইয়া প্রতিপ্রহার করিতে লাগি-লেন। রঘুনন্দন যে সমস্ত বাণ ক্ষেপণ করিলেন, মকরাক্ষ সে সমস্ত ছেদন করিল এবং রামচন্দ্রও রাক্ষস মকরাক্ষ-কর্ত্তৃক বিমুক্ত শর সমূহকে বাণবর্ষণ-দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। উভয়ের বিতত বাণ-সমূহ-দ্বারা দিক্ ও বিদিক্ সকল সমাচ্ছাদিত এবং ভূভাগ ও অন্তরীক্ষ উভয়ই অপ্র-কাশ হইল।

অনন্তর, মহাবাহু রাম ক্রুদ্ধ হইয়া নিশাচর মকরাক্ষের ধনু ছেদন করত অষ্টসংখ্য নারাচ দ্বারা তদীয় সারথিকে বিদ্ধ করিলেন এবং শরসমূহ-দ্বারা রথকে ভেদ করিয়া, তাহা হইতে অশ্বগণকে নিপাতিত করিলেন। তখন, নিশা-

চর মকরাক্ষ বিরথ হইয়া ভূতলে অবস্থান করত, যুগান্ত-কালীন অনলের ন্যায় প্রভা-বিশিষ্ট সর্ব্বভূত-বিত্রাসন শূল গ্রহণ করিলে, আকাশে জাজ্বল্যমান দ্বিতীয় সংহারাস্ত্রের ন্যায় সেই রুদ্রদত্ত দুরাবাপ মহাশূল দর্শন করিয়া দেব-গণও ভয়ে চতুর্দ্দিকে বিদ্রুত হইলেন। নিশাচর সেই মহাশূলকে বারম্বার ভ্রামিত করত ক্রোধভরে মহাত্মা রাঘবের প্রতি নিক্ষেপ করিল। পরন্তু, রঘুনন্দন খরপুত্রের কর-বিমুক্ত সেই প্রজ্বলিত শূলকে আপতিত হইতে দেখিয়া শূন্যমার্গেই বাণ-চতুষ্টয়-দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলে, তপ্ত সুবর্ণ-মণ্ডিত সেই শূল রামবাণে অর্দ্দিত ও বহুধা ছিন্ন হওয়ায়, মহোল্কার ন্যায় বিশীর্ণ হইয়া পড়িল। তখন, অক্লিষ্টকর্ম্মা রাম-কর্ত্তৃক সেই শূলকে প্রতিহত হইতে দেখিয়া আকাশস্থিত ভূত সকল সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

নিশাচর মকরাক্ষ শূলকে প্রতিহত দেখিয়া মুষ্টি সমুদ্যত করত 'থাক্ থাক্' বলিয়া কাকুৎস্থের অভিমুখে ধাবিত হইল। রঘুনন্দন রামও তাহাকে সমাগত দর্শনে হাস্য করত শরাসনে আগ্নেয় অস্ত্র সন্ধান করিলে, সেই অস্ত্র-দ্বারাই নিশাচর মকরাক্ষ বিদীর্ণ-হৃদয় হইয়া রণস্থলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তখন, অন্যান্য নিশাচরগণ মকরা-ক্ষকে নিহত দর্শনে রাম-বাণ-ভয়ে নিতান্ত পীড়িত হইয়া লঙ্কাভিমুখে ধাবিত হইল। এদিকে দেবগণ রাজা দশরথের পুত্র রাম-কর্ত্তৃক খরনন্দন নিশাচর মকরাক্ষকে নিহত এবং বজ্র-বিদারিত গিরির ন্যায় বিকীর্ণ দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

একোন অশীতিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৭৯॥

মকরাক্ষকে নিহত শ্রবণ করিয়া, সমর-বিজয়ী রাবণ নিদারুণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, দন্ত কট্‌কট্‌ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, ক্ষণকাল 'কি করা কর্ত্তব্য' এই বিষয় চিন্তা করত ক্রোধ-সহকারে পুত্র ইন্দ্রজিৎকে রণ-গমনে আদেশ করিলেন। রাবণ কহিলেন ;—'হে বীর! তুমি সর্ব্বপ্রকারেই বলাধিক, অতএব অদৃশ্য অথবা দৃশ্য হইয়াই হউক, ভ্রাতৃ-যুগল মহাবীর্য্য রাম ও লক্ষ্মণকে নিহত কর। তুমি রণ-স্থলে অপ্রতিমকর্ম্মা ইন্দ্রকেও জয় করিয়াছ, সুতরাং দুইজন মনুষ্যকে যে দর্শনমাত্রেই বধ করিতে পারিবে, তাহাতে সন্দেহ কি?'

ইন্দ্রজিৎ রাক্ষসেন্দ্র-কর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া তদীয় আদেশ স্বীকার করত যজ্ঞ-ভূমিতে গমন করিয়া হুতাশনে যথাবিধি হোম করিতে আরম্ভ করিলেন। ইন্দ্রজিৎ হোম করিতে আরম্ভ করিলে, হোম-পরিচারিকা রক্তোষ্ণীশধারিণী কামিনীগণ সম্ভ্রান্ত হইয়া সেই স্থানে আগমন করিল। সেই যজ্ঞে শস্ত্র সকলই আস্তরণ-ভূত শরপত্র-স্বরূপ হইল এবং তাহা সম্পাদন করিবার নিমিত্ত বিভীতক কাষ্ঠ, রক্ত-বর্ণ বস্ত্র ও কৃষ্ণায়স-নির্ম্মিত স্রুব সমাহৃত হইলে, ইন্দ্রজিৎ তোমর-স্বরূপ শরপত্র-দ্বারা অগ্নি প্রজ্বালিত করত সজীব কৃষ্ণবর্ণ ছাগের গলদেশ গ্রহণ করিয়া, হোম করিবামাত্র সেই শরপত্র-সমিদ্ধ হুতাশন বিধূম হইলেন এবং তদীয় উদ্গত শিখা সকলে বিজয়-সূচক চিহ্ন প্রকাশিত হইল। অপিচ, তপ্ত-কাঞ্চন-সদৃশ হুতাশন প্রদক্ষিণাবর্ত্তে শিখা সকলের সহিত স্বয়ং সমুত্থিত হইয়া, তদীয় আহুতি গ্রহণ করিলেন।

রাবণনন্দন এইরূপে অগ্নিতে হোম এবং দেব দানব ও রাক্ষসগণের তৃপ্তি সাধন করত অদৃশ্য শুভলক্ষণ রথশ্রেষ্ঠে আরোহণ করিলেন। তৎকালে, হয়-চতুষ্টয়-সঞ্চালিত উত্তম রথে আরূঢ় সেই বীর সুমহৎ ধনু ও শাণিত বাণ-সমূহ ধারণ করত মহতী শোভা ধারণ করিলেন। স্বীয় গঠন-দ্বারা জাজ্বল্যমান এবং প্রদীপ্ত পরিচ্ছদ-বিশিষ্ট তদীয় রথও অঙ্কিত মৃগ ও অর্দ্ধচন্দ্রাদি-দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছিল। সুবর্ণ-বলয়-সমন্বিত এবং প্রদীপ্ত হুতাশন-সদৃশ তদীয় কেতুও বৈদূর্য্য দ্বারা সর্ব্বতোভাবে অলঙ্কৃত হইয়াছিল। সেই আদিত্যকল্প রথ ও ব্রহ্মাস্ত্র-দ্বারা রক্ষিত হওয়ায় মহাবল রাবণনন্দন সমধিক দুর্দ্ধর্ষ হইলেন। সমর-বিজয়ী ইন্দ্রজিৎ এইরূপে অগ্নিতে হোম করত নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত ও রাক্ষস-মন্ত্র-দ্বারা অন্তর্হিত হইয়া কহিলেন ;— 'অদ্য মিথ্যা-প্রব্রজিত রাম ও লক্ষ্মণকে রণ-মধ্যে নিহত করিয়া পিতা রাবণকে সমরার্জ্জিত জয় প্রদান করিব। অদ্য লক্ষ্মণের সহিত রামকে বিনাশ করিয়া বসুমতীকে বানর-বিহীন এবং পিতাকে পরম প্রীত করিব।'

দশগ্রীব-কর্ত্তৃক আদিষ্ট তীক্ষ্ণ-স্বভাব ইন্দ্রজিৎ এই কথা বলিয়াই তীক্ষ্ণ কার্ম্মুক ও নারাচ সকলের সহিত অদৃশ্যভাবে অন্তরীক্ষে উত্থিত হইয়া গমন করত বানরগণের মধ্যে ত্রিমূর্দ্ধ নাগ-যুগলের ন্যায় সেই শরজাল-বর্ষণকারী মহাবীর্য্য বীর-যুগলকে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর 'এই সেই রাম-লক্ষ্মণ' এইরূপ চিন্তা করত ধনুতে জ্যা-রোপণ করিয়া বর্ষণশীল পর্জ্জন্যের ন্যায় শরধারা-দ্বারা চতুর্দ্দিক পরিপূরিত করিলেন।

আকাশগামী রথে আরূঢ় সেই বীর দৃষ্টির অগোচরে অবস্থান করত শাণিত শর-সমূহ-দ্বারা রণ-মধ্যে রাম ও লক্ষ্মণকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবল দাশরথি-যুগল তদীয় শরে সর্ব্বতোভাবে বেষ্টিত হইয়া ধনুতে বাণ যোজন করত দিব্যাস্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া সূর্য্য-সদৃশ প্রকাশমান শর-সমূহ-দ্বারা সুরপথ সমাচ্ছাদিত করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের কোন অস্ত্রই সেই অন্তর্হিত ইন্দ্রজিৎকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হইল না। ইত্যবসরে ইন্দ্রজিৎ ধূমান্ধকার-দ্বারা নভোমণ্ডলকে প্রচ্ছাদিত এবং নীহারান্ধকারে দিক্ সকলকে এরূপ অন্তর্হিত করিলেন যে, তৎকালে তদীয় রূপ প্রকাশিত হওয়া দূরে থাকুক, সেই অন্তরীক্ষ-চরের জ্যা-তল রথনেমি বা অশ্বক্ষুরের শব্দ পর্য্যন্তও শ্রুত হইল না। সেই নিবিড়ান্ধকারে দিক্ সকল তিমিরাবৃত হইলে, মহাবহু ইন্দ্রজিৎ শিলাবর্ষণের ন্যায় অদ্ভুত নারাচ ও শরবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। তিনি ক্রোধভরে সূর্য্য-সদৃশ প্রদীপ্ত শর-সমূহ-দ্বারা রণ-মধ্যে রামকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

যেরূপ বারিধারা-দ্বারা পর্ব্বত প্লাবিত হয়, তদ্রূপ সেই দুই নরশার্দ্দূল নারাচ-সকল-দ্বারা হন্যমান হইয়া ঘোররূপ হেমপুঙ্খ শর-সমূহ ক্ষেপণ করিতে থাকিলে, সেই কঙ্কপত্র শর সকল অন্তরীক্ষে রাবণি-সমীপে উপস্থিত হইয়া তদীয় দেহ ভেদ করত রুধির-পরিপ্লুত হইয়া পতিত হইতে লাগিল। তৎকালে ইন্দ্রজিৎ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত শর-সমূহ-দ্বারা অতিমাত্র দীপ্যমান সেই দুই নরশ্রেষ্ঠ পতনোন্মুখ শর সকলকে অসংখ্য ভল্ল-দ্বারা ছেদন করত যে স্থান হইতে শাণিত বাণ

সকলকে পতিত হইতে দেখিলেন, তদভিমুখেই বাণ ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। অতিরথ ইন্দ্রজিৎও সর্ব্বদিকে রথ সঞ্চালিত করত শাণিত বাণ-সমূহ-দ্বারা সেই লব্ধাস্ত্র দাশ-রথি-যুগলকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন, বীর-বর দাশরথি-যুগল সুবর্ণপুঙ্খ সুক্ষিপ্ত শর-সমূহ-দ্বারা অতি-মাত্র বিদ্ধ হওয়ায়, তাঁহাদিগকে পুষ্পিত কিংশুক-বৃক্ষ-যুগ-লের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। যেরূপ মেঘাচ্ছন্ন সূর্য্যের গতি অবগত হইতে পারা যায় না, তদ্রূপ কেহই ইন্দ্রজিতের গতি রূপ ধনু অথবা শর কিছুই লক্ষ্য করিতে পারিল না। সেই যুদ্ধে শত শত বানর আঘাতিত ও গতাসু হইয়া ভূতলে পতিত হইল।

অনন্তর, লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া ভ্রাতাকে কহিলেন;—'হে মহাবল! আমি রাক্ষসগণের বধের নিমিত্ত ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া এই ভূ-লোককে রাক্ষস-বিহীন করিতে ইচ্ছা করি।' এই কথা শুনিয়া রামচন্দ্র শুভলক্ষ্মণ লক্ষ্মণকে কহিলেন;—'এক জনের নিমিত্ত পৃথিবীর সমস্ত রাক্ষসকে নিহত করা কর্ত্তব্য নহে। হে মহাভুজ! যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত, লুক্কায়িত, কৃতাঞ্জলিপুটে শরণাগত, পলায়মান অথবা মত্ত শত্রুকে নিহত করা অবিধেয়; অতএব, অদ্য আমরা ইহাকে বধ করিবার নিমিত্তই যত্নবান্ হইয়া আশীবিষ-সদৃশ মহাবেগ শর সকল বিসর্জ্জন করিব। হে বীর! মায়াবলে অন্তর্হিত এই মায়াবী রাক্ষস যদি কোনরূপে বানরগণের দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তাহা হইলে সেই বানরযূথপতিগণই ইহাকে নিহত করিবে। অধিক কি, যদি ইন্দ্রজিৎ স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল

অথবা নভস্তল-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া লুক্কায়িত হয়, তথাপি মদীয় অস্ত্রে দগ্ধ ও গতজীবিত হইয়া ভূতলে পতিত হইবে।'

অশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮০ ॥

ইন্দ্রজিৎ মহাত্মা রঘুনন্দনের এতাদৃশ অভিসন্ধি জানিতে পারিলেন এবং তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া পুর-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পরন্তু সেই শূর রাবণি কুম্ভকর্ণ-প্রভৃতি তরস্বী নিশাচরগণের বধের বিষয় চিন্তা করত ক্রোধে লোহিত-লোচন হইয়া পুনর্ব্বার পুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। পৌলস্ত্যবংশ-সম্ভূত দেবকণ্টক মহাবীর্য্য ইন্দ্রজিৎ রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া পশ্চিম-দ্বার দিয়া নির্গত হইলেন এবং বীর-বর ভ্রাতৃ-যুগল রাম ও লক্ষ্মণকে যুদ্ধার্থ সমুদ্যত দেখিয়া, মায়া প্রকাশ করত একটা মায়াময়ী সীতা স্বীয় রথে স্থাপন করিয়া বল-সহকারে তাহাকে বধ করিতে অভিলাষ করিলেন। সেই দুর্ম্মতি সকলকে সম্মোহিত করিবার অভিপ্রায়ে সেই মায়াময়ী সীতাকে বধ করিবার নিমিত্ত বানরগণের অভিমুখে গমন করিল।

ইন্দ্রজিৎকে পুনর্ব্বার নির্গত হইতে দেখিয়া যুযুৎসু বনচর বানরগণ ক্রোধভরে শিলাহস্তে উৎপতিত হইল। কপি-কুঞ্জর হনুমান্ একটি দুরাসদ সুমহৎ গিরিশৃঙ্গ গ্রহণ করিয়া তাহাদের অগ্রে গমন করত দেখিলেন ;— নিরন্তর উপবাস-বশত যাঁহার মুখ-মণ্ডল কৃশ হইয়াছে, সেই একমাত্র মলিন-বসন-পরিধায়িনী একবেণীধারিণী ধূলিধূষরিতা মলদিগ্ধাঙ্গী

রমণীরত্ন রাম-রমণী দীনভাবে ও দুঃখিতান্তঃকরণে ইন্দ্র-জিতের রথে অবস্থান করিতেছেন। মারুতি কিছু দিন পূর্ব্বে জনক-নন্দিনীকে দেখিয়াছিলেন, সুতরাং মুহূর্ত্তকাল পর্য্যবেক্ষণ করিয়াই তাঁহাকে মৈথিলী বলিয়া অবধারণ করিলেন। দীনভাবাপন্ন মলদিগ্ধাঙ্গী জানকীকে রথ-মধ্যে দর্শন করিয়া বায়ুনন্দন নিরতিশয় ব্যথিত হইলেন এবং তাঁহার মুখ-মণ্ডল বাষ্পজলে আকুল হইয়া পড়িল। তখন, আনন্দ-বিরহিতা শোক-সন্তপ্তা তপস্বিনী জনক-নন্দিনী রাক্ষসেন্দ্রনন্দন ইন্দ্রজিতের অধীনে রথ-মধ্যে দীনভাবে অবস্থান করিতেছেন দেখিয়া, মারুতি রাবণির চেষ্টিত-বিষয়ে ক্ষণকাল চিন্তা করত বানরগণকে তদ্বিবরণ জিজ্ঞাসা করি-লেন এবং সেই বানরশ্রেষ্ঠগণের সহিত ইন্দ্রজিতের অভি-মুখে ধাবিত হইলেন।

সেই বানরবল পর্য্যবেক্ষণ করত রাবণনন্দন রাক্ষস ইন্দ্র-জিৎ ক্রোধে অধীর হইয়া অসি নিষ্কাশিত করিলেন এবং বানরগণের সম্মুখেই রথ-মধ্যে রাম-রাম রবে চীৎকার-কারিণী সেই মায়া-নির্ম্মিতা সীতার কেশ-পাশ গ্রহণ করত পীড়ন করিতে লাগিলেন। সীতা এইরূপে কেশ-পাশে গৃহীত হইয়াছেন দেখিয়া, বায়ুনন্দন হনুমান্ অতিশয় কাতর হইলেন এবং দুঃখে তাঁহার লোচন-যুগল হইতে অশ্রু বহি-র্গত হইতে লাগিল। রামের প্রিয়-মহিষী সেই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী জানকীর এতাদৃশী অবস্থা দর্শনে মারুতি পরুষ-বাক্যে ইন্দ্রজিৎকে কহিলেন;—'রে দুরাত্মন্! তুই আত্ম-বিনাশের নিমিত্তই সীতার কেশ-কলাপ এরূপ আকর্ষণ

করিতেছিস্। রে পাপ-পরাক্রম! রে অনার্য্য! রে নৃশংস! রে ক্ষুদ্রাশয় দুর্বৃত্ত! তোরে ধিক্; কারণ, তুই ব্রহ্মর্ষিগণের কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও রাক্ষস-স্বভাব-বশতই এরূপ পাপীয়সী বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিস্। রে নির্ঘৃণ! এরূপ আর্য্য-বিগর্হিত কার্য্য করিতে কি তোর কিছুমাত্র ঘৃণা উপস্থিত হইতেছে না? রে নির্দ্দয়! গৃহ রাজ্য এবং রাম-হস্ত হইতেও বিচ্যুত এই জনক-নন্দিনী তোর্ কি অপরাধ করিয়াছেন যে, তুই ইহাঁকে বধ করিতেছিস্? রে বধার্হ! তুই যখন আমার হস্তে পতিত হইয়াছিস্, তখন সীতাকে বধ করিয়া কোনরূপেই বহুকাল জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইবি না। স্ত্রী-ঘাতিগণ যে স্থানে গমন অথবা নরঘাতক চৌরগণ যে স্থানকে কলুষিত করিয়া থাকে তুই এই স্থানে জীবন পরিত্যাগ করিয়া সেই সকল লোকে গমন করিবি।' হনুমান্ এই কথা বলিয়াই আয়ুধধারী বানরগণে পরিবৃত্ত হইয়া ক্রোধভরে রাক্ষস-রাজ-কুমারের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন।

সেই মহাবীর্য্য বানর-সৈন্যগণকে আপতিত হইতে দেখিয়া ইন্দ্রজিৎ রাক্ষস-সৈন্য-দ্বারা তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন এবং বাণসহস্র দ্বারা বানর-সৈন্যগণকে বিক্ষোভিত করত হরিশ্রেষ্ঠ হনুমানকে কহিলেন;—'রাম সুগ্রীব অথবা তুমি যেজন্য এস্থানে আগমন করিয়াছ, অদ্য তোমার সম্মুখেই সেই বৈদেহীকে বধ করিব। ওরে বানর! অগ্রে ইহাকে বধ করিয়া তৎপরে রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীব, অনার্য্য বিভীষণ এবং তোকেও বধ করিব। রে কপে! তুই 'স্ত্রী-

বধ করা কর্ত্তব্য নহে ' কহিতেছিস্‌, কিন্তু পূর্ব্বে রাম কিরূপে তাড়কাকে বধ করিয়াছিল? বিশেষত, যাহা শত্রুগণের পীড়াকর হয়, তাহাই করা কর্ত্তব্য; অতএব, আমি এই রাম-মহিষী জনক নন্দিনীকে বধ করিব।' ইন্দ্রজিৎ এই কথা বলিয়াই শিতধার খড়্গ-দ্বারা স্বয়ং সেই রোরুদ্যমানা মায়াময়ী সীতাকে আঘাত করত যজ্ঞোপবীতবৎ ছেদন করিলেন এবং সেই নিরপরাধা পৃথুশ্রোণি প্রিয়দর্শনা মায়াময়ী জানকীও ভূতলে পতিত হইলেন। তখন, ইন্দ্রজিৎ সেই স্ত্রীকে বধ করত হনুমান্‌কে কহিলেন ;— ' এই দেখ, আমি অস্ত্রাঘাতে রাম-প্রিয়া বৈদেহীকে নিহত করিলাম; সুতরাং যখন সীতাই নিহত হইল, তখন তোমাদের আর বৃথা পরিশ্রমের ফল কি ?'

ইন্দ্রজিৎ এইরূপে সেই মায়াময়ী সীতাকে নিহত করত হৃষ্টান্তঃকরণে স্বীয় রথে আরোহণ করিয়া ঘোররবে সিংহনাদ করিলেন। অদূরে অবস্থিত বানরগণ আকাশ-দুর্গে লুক্কায়িত ব্যাদিত-বদন শব্দায়মান ইন্দ্রজিতের সিংহনাদ শুনিতে পাইল। দুর্ম্মতি রাবণনন্দন এইরূপে মায়া-সীতাকে নিহত করিলে, বানরগণ সেই হৃষ্টরূপ বীরকে দেখিয়া বিষণ্ণ-বদনে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

একাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮১ ॥

ইন্দ্রের অশনি-নিঃস্বন-সদৃশ ইন্দ্রজিতের সেই ভয়ঙ্কর সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া বানরগণ চতুর্দ্দিক্‌ নিরীক্ষণ করত পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। পরন্তু, বায়ুনন্দন হনুমান্‌

তাহাদিগকে ভয়-বশত বিষণ্ণ-বদনে ও দীনভাবে বিদ্রুত হইতে দেখিয়া সকলকেই পৃথক্ পৃথক্‌রূপে কহিলেন;—'ওহে প্লবঙ্গমগণ! তোমরা কি নিমিত্ত রণোৎসাহ পরিত্যাগ করিয়া বিষণ্ণ-বদনে পলায়ন করিতেছ? তোমাদের তাদৃশ শূরত্ব কোথায় গেল? খ্যাতনামা শূরগণের পলায়ন করা কর্ত্তব্য নহে; অতএব, আমি অগ্রে গমন করিতেছি, তোমরা আমার পশ্চাদ্গামী হও।' ধীমান্ বায়ুনন্দন-কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া বানরগণের ক্রোধোদয় হইল এবং তাহারা সকলেই উৎসাহ সহকারে শিলা ও বৃক্ষ সকল গ্রহণ করিতে লাগিল। অনন্তর, সেই বানর-পুঙ্গবগণ হনুমানকে পরিবৃত করত গর্জ্জন করিতে করিতে মহাসমরের অভিমুখীন হইল। তৎকালে, মারুতি সেই বানরমুখ্যগণে পরিবৃত হইয়া অর্চ্চিষ্মান্ হুতাশনের ন্যায় শত্রু-সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। কালান্তক যম-সদৃশ মহাকপি মারুতি হনুমান্ বানর-সৈন্যগণের সাহায্যে রাক্ষসগণকে পীড়িত করত শোক ও কোপে অধীর হইয়া একটী মহতী শিলা গ্রহণ করিয়া রাবণনন্দনের রথে নিক্ষেপ করিলেন। পরন্তু, শিলা আপতিত হইতেছে দেখিয়াই সারথি শিক্ষিতাশ্ব-সংযুক্ত রথ দূরে অপবাহিত করিলে সেই শিলা সারথির সহিত রথস্থিত ইন্দ্রজিৎকে প্রাপ্ত না হওয়ায় ব্যর্থ হইয়া ধরণীগর্ভে প্রবেশ করিল। সেই শিলা এরূপ বেগে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল যে, তাহা পতনকালেও অসংখ্য রাক্ষস-সৈন্যকে ব্যথিত ও মথিত করিল।

অনন্তর, শত শত মহাকায় ভীম-বিক্রম বনচর বানর সিংহনাদ-সহকারে ইন্দ্রজিতের অভিমুখে ধাবিত হইয়া সমুদ্যত গিরিশৃঙ্গ ও পাদপ সকল গ্রহণ করিল এবং ইন্দ্রজিৎকে তিরস্কার করত সেই সুমহৎ বৃক্ষবর্ষণ-দ্বারা শত্রুগণকে উৎপীড়িত করিয়া বিবিধস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিল। তৎকালে, ভীমরূপ বানরগণ কর্ত্তৃক বল-সহকারে বৃক্ষ-দ্বারা অভিহত ঘোররূপ নিশাচরগণ রণভূমিতে পতিত হইতে লাগিল। বানরগণ কর্ত্তৃক স্বীয় সৈন্যগণ অর্দ্দিত হইতেছে দেখিয়া ইন্দ্রজিৎ আয়ুধ ধারণ করত ক্রোধভরে বানরবলের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। সেই দৃঢ়বিক্রম বীর স্বীয় সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া শূল অশনি খড়্গ পট্টিশ ও কূট-মুদ্গার-প্রভৃতি শর-সমূহ ক্ষেপণ করত বানরশার্দ্দূল-গণকে নিহত করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে বানরগণও তদীয় অনুচরগণকে নিহত করিতে লাগিল। মহাবল হনুমান্‌ও স্কন্ধ ও বিটপ-সমন্বিত শাল-বৃক্ষ এবং শিলা-সমূহ দ্বারা ভীমকর্ম্মা নিশাচরগণকে মর্দ্দিত ও শত্রুসৈন্য-গণকে নিবারিত করত স্বীয় সৈন্যগণকে কহিলেন;—'ওহে বানরগণ! নিবৃত্ত হও, আর ইঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার আবশ্যক নাই। তোমরা রামের প্রিয়-সাধন বাসনায় প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হইয়া পরাক্রম প্রকাশ করিতেছ; কিন্তু যাঁহার জন্য যুদ্ধ করা হইতেছে, সেই জনক-নন্দিনীই নিহত হইয়াছেন। চল, রামচন্দ্র এবং সুগ্রীবকে এই কথা বিজ্ঞাপিত করিলে, তাঁহারা যাহা আ-দেশ করিবেন, তাহাই করিব।' বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ ত্রস্ত-

ভাবে এই কথা বলিয়াই বানরগণকে নিবারিত করত শনৈঃ শনৈঃ সবলে সমর হইতে নিবৃত্ত হইলেন।

হনুমান্ রাঘব-সন্নিধানে গমন করিতেছে দেখিয়া, দুষ্টাত্মা রাক্ষস ইন্দ্রজিৎ হোম করিবার নিমিত্ত প্রথমে নিকুম্ভিলার চৈত্যবৃক্ষ-সমীপে গমন করত অগ্নিতে হোম করিলেন। অনন্তর, যজ্ঞভূমিতে গমন করত অগ্নিতে হোম আরম্ভ করিলে হোম-শোণিতভোজী হুতাশন সমধিক প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তৎকালে জ্বালা-সমন্বিত ও হোম-শোণিত-তর্পিত সেই সমুত্থিত তীব্র হুতাশনকে সন্ধ্যাকালীন আদিত্যের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। এইরূপে রাক্ষসগণের অভ্যুদয়ের হেতুভূত বিধানজ্ঞ ইন্দ্রজিৎ যথাবিধি হোম করিতে থাকিলে, মহারণের নয়ানয়কুশল নিশাচরগণ স্থির-ভাবে উপবেশন করত তাহা দর্শন করিতে লাগিল।

দ্ব্যশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮২ ॥

এদিকে, রঘুনন্দন হরিরাক্ষসগণের বিপুল সমর-শব্দ শ্রবণ করিয়া জাম্ববান্‌কে কহিলেন ;—'হে সৌম্য! বোধ হয়, হনুমান্ দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছে, কারণ সুমহৎ ভয়ঙ্কর আয়ুধশব্দ শ্রুত হইতেছে। অতএব হে ঋক্ষপতে! এই যুধ্যমান বানরশ্রেষ্ঠকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত স্ববল-পরিবৃত হইয়া সত্বর গমন কর।'

ঋক্ষরাজ 'তথাস্তু' বলিয়া, যে স্থানে হরিবর হনুমান্ অবস্থান করিতেন, স্বীয় সৈন্যগণের সহিত সেই পশ্চিম-দ্বারের অভিমুখে গমন করত দেখিলেন ;—দীর্ঘ-নিঃশ্বাস-

শালী কৃতসংগ্রাম বানরগণে পরিবৃত হইয়া হনুমান্ আসিতেছেন। মহাযশা হনুমান্ পথমধ্যে সেই নীলমেঘ সদৃশ সমর-সমুদ্যত ভয়ঙ্কর ঋক্ষবল দর্শন করত নিবারণ করিলেন এবং তাহাদিগের সহিত সত্বর দুঃখিতান্তঃকরণে রাম-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন;—'আমরা রণস্থলে যুদ্ধ করিতে করিতে দেখিলাম, রাবণ-নন্দন ইন্দ্রজিৎ আমাদের সম্মুখেই রোরুদ্যমানা জনকনন্দিনীকে নিহত করিল!! হে অরিন্দম! তাঁহার এতাদৃশী অবস্থা দেখিয়া আমার চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত ও অবসন্ন হওয়ায় আমি আপনাকে এই বিবরণ নিবেদন করিবার নিমিত্ত আসিয়াছি।'

হনুমানের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করত রামচন্দ্র শোকে মূর্চ্ছিত হইয়া ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। দেবসদৃশ রঘুনন্দনকে তাদৃশ অবস্থায় ভূতলে পতিত হইতে দেখিয়া, বানরসত্তমগণ লম্ফ প্রদান করত সত্বর তাঁহার সমীপে সমাগত হইল এবং সীতার বিনাশ-জনিত শোকে প্রজ্বলিত অনিবার্য্য হুতাশনের ন্যায় প্রদীপ্ত রঘুনন্দনকে পদ্মপত্র-সুগন্ধি সলিল-দ্বারা অভিষিক্ত করিতে লাগিল। অনন্তর, লক্ষ্মণ দুঃখিতান্তঃকরণে শোকপীড়িত রামচন্দ্রকে বাহুদ্বয় দ্বারা গ্রহণ করত এই হেতু ও অর্থসঙ্গত বাক্য কহিলেন;—'আর্য্য! ধর্ম্মকে নিরর্থক বলিয়া বোধ হইতেছে; কারণ, আপনি ইন্দ্রিয়গণকে নিগৃহীত করত রাজ্যত্যাগ ও পিতৃবাক্যপালনরূপ যে ধর্ম্ম আচরণ করিয়াছেন, সেই ধর্ম্ম ত আপনাকে অনর্থ হইতে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হইলেন না। স্থাবর অথবা জঙ্গম পশ্বাদি প্রাণিপুঞ্জের দর্শন-বশত যেরূপ

তাহাদের অস্তিত্ব অবগত হইতে পারা যায়, ধর্ম্মের তাদৃশ প্রত্যক্ষদর্শন না থাকায় আমার বোধ হয় ধর্ম্মই নাই। ধর্ম্ম-প্রসক্তিরহিত স্থাবর এবং তাদৃশ স্থাবরধর্ম্ম-বিরোধী জঙ্গম পশ্বাদি প্রাণিপুঞ্জকে যেরূপ সুখী দেখিতে পাওয়া যায়, ধর্ম্মাশ্রিতকে তাদৃশ সুখী দেখা যায় না; কারণ, তাহা হইলে আপনার ন্যায় ধার্ম্মিক মনুষ্য কখনই এরূপ বিপন্ন হইতেন না। যদি অধর্ম্ম-দ্বারা দুঃখ এবং ধর্ম্ম-দ্বারা সুখ লাভ হইত, তাহা হইলে রাবণ নরকে যাইত এবং আপনিও এরূপ দুঃখে পতিত হইতেন না। আপনার দুঃখ এবং রাবণের দুঃখাভাব দর্শনে বোধ হইতেছে যে, পরস্পর বিরোধী ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম শ্রুত-বিরুদ্ধ ফল প্রদান করে; কারণ, যেরূপ ধর্ম্ম-দ্বারা শ্রুত-বিরুদ্ধ দুঃখরূপ ফল লাভ হয় সেইরূপ অধর্ম্ম-দ্বারাও সুখরূপ ফল লাভ হইয়া থাকে; অথবা, যদি 'ধর্ম্ম-দ্বারা সুখ এবং অধর্ম্ম দ্বারা দুঃখ লাভ হইবে' এইরূপই নিয়ম হইত, তাহা হইলে রাবণ-প্রভৃতি অধার্ম্মিকগণও দুঃখে পতিত হইত। যদি, ধার্ম্মিকগণ দুঃখে পতিত না হইয়া স্বীয় আচরিত ধর্ম্মের সুখ স্বরূপ ফল লাভ করিতেন, তাহা হইলেই ইহাদিগকে বিরুদ্ধ-ফল-রহিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইত। হে বীর! যাহারা নিয়ত অধর্ম্মাচরণ করে, তাহাদের শ্রীবৃদ্ধি এবং ধার্ম্মিক-গণের ব্যসন দর্শনে ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম এই উভয়কেই নিরর্থক বলিয়া বোধ হয়। রাঘব! অধর্ম্ম পাপকর্ম্মশীল পুরুষকে নষ্ট করিতে সমর্থ হয় না; কারণ, ক্রিয়া-শরীররূপ ত্রিক্ষণ-স্থায়ী অধর্ম্ম স্বয়ং ক্রিয়ার সহিত চতুর্থক্ষণে নষ্ট হইয়া, তৎপরে

আর কাহাকে নষ্ট করিতে পারিবে? যদি, কর্ম্ম জন্য অদৃষ্ট স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও কর্ম্মানুষ্ঠাতা পুরুষ সেই পাপে লিপ্ত হইতে পারে না; কারণ, যে বিহিত বিধি-দ্বারা শ্যেনাদি আভিচারিক যজ্ঞে হিংসাদি কার্য্য হইয়া থাকে, সেই বিধি অথবা তৎপ্রণেতাই তজ্জন্য পাপে লিপ্ত হইতে পারে। হে অরিন্দম! ধর্ম্ম বর্ত্তমান থাকিলেও সে বধজন্যাদি পাপে লিপ্ত হইতে পারে না; কারণ, স্বীয় চিৎশক্তি-দ্বারা অনুভূয়মান অসৎকল্প অপ্রত্যক্ষরূপ ধর্ম্ম স্বয়ং অচেতন, সুতরাং সে স্বকর্ত্তব্য শত্রু-প্রতীকারাদি কার্য্যের সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। হে সাধুশ্রেষ্ঠ! যদি সৎকর্ম্ম জন্য অদৃষ্ট শুভই হইত, তাহা হইলে আপনি কিছুমাত্র দুঃখ প্রাপ্ত হইতেন না; পরন্তু, আপনিও যখন এরূপ ব্যসনে পতিত হইয়াছেন, তখন সেই ধর্ম্ম বিদ্যমান বলিয়া উপপন্ন হইতে পারে না। অথবা, স্বভাবত স্বার্থ-সাধনে অসমর্থ অকিঞ্চিৎকর ধর্ম্ম স্বীয় দৌর্ব্বল্য-প্রযুক্ত পৌরুষের অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে; সুতরাং, আমার বিবেচনায় সেই দুর্ব্বল মর্য্যাদা-বিহীন ধর্ম্মের উপাসনা করা কর্ত্তব্য নহে। যদি, ধর্ম্ম পৌরুষেরই সহকারী হইল, তবে আর তাহার উপাসনায় প্রয়োজন কি? আপনি যে ধর্ম্মের উপাসনা করিতেছেন, সেই ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া, যেরূপ ধর্ম্মের উপাসনা করিতেছেন, সেইরূপেই যত্ন-সহকারে পৌরুষের অনুবর্ত্তী হউন। হে শত্রুতাপন! যদি, সত্য-বচনই আপনার বিবেচনায় ধর্ম্ম বলিয়া অনুমত হয়, তাহা হইলেও পিতা দশরথ আপনাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে চাহিলে, আপনি

তাহা অঙ্গীকার করত, পশ্চাৎ প্রতিপালন না করিয়া কি নিমিত্ত তজ্জন্য অধর্ম্মে আবদ্ধ হইলেন না? হে অরিন্দম! যদি ধর্ম্ম অথবা অধর্ম্ম এই উভয়ের মধ্যে কেহ প্রধান হইত, তাহা হইলে বাসব, বিশ্বরূপ মুনির বধরূপ অধর্ম্ম এবং তৎ-পরে, যজ্ঞরূপ ধর্ম্ম এই উভয়ের অনুষ্ঠান করিতেন না। হে রাঘব! পৌরুষাশ্রিত ধর্ম্মই শত্রু-বিনাশাদিতে সমর্থ, সেই জন্যই লোকে উভয়ের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। রঘু-নন্দন! দেশ কাল ও পাত্র অনুসারে কার্য্য করাই পরম ধর্ম্ম বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু, আপনি তৎকালে রাজ্য পরি-ত্যাগ করিয়াই সেই অর্থ-মূল ধর্ম্মের মূল ছিন্ন করিয়াছেন। যেরূপ পর্ব্বত হইতে নদী সকল নির্গত হয়, তদ্রূপ নানাদেশ হইতে সমাহৃত প্রবৃদ্ধ অর্থ হইতেই ক্রিয়া সকল প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। অন্যথা, যেরূপ ক্ষুদ্র নদী সকল গ্রীষ্মে শুষ্ক হয়, তদ্রূপ অল্প-বুদ্ধি অর্থ-বিহীন পুরুষের সকল ক্রিয়াই বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। অনেক স্থলে দেখা যায়, পুরুষ প্রথমে সুখ-সাধন অর্থ পরিত্যাগ করত পশ্চাৎ সুখাভিলাষী হয় এবং কালক্রমে সেই অভিলাষ পরিবর্দ্ধিত হইলে, পাপাচরণ করিতে আরম্ভ করে; সুতরাং, দোষ ঘটিয়া থাকে। এই সংসারে যাহার অর্থ আছে, সেই পুরুষ এবং মিত্র ও বান্ধবগণ তাহারই; অর্থশালী ব্যক্তিই পণ্ডিত বিক্রান্ত বুদ্ধিমান্ মহাবাহু ও গুণবান্। হে ধীর! যাহা কহি-লাম, অর্থ-পরিত্যাগ করিলে এই সমস্ত দোষই ঘটিয়া থাকে; পরন্তু, আপনি কোন্ বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছেন, বলিতে পারি না। যাহার অর্থ আছে, তাহার

সকলই প্রদক্ষিণ এবং সে অনায়াসেই ধর্ম্ম-কামাদি সাধন করিতে পারে; পরন্তু, নির্ধন ব্যক্তি অশেষ চেষ্টা করিলেও তাহার কোন প্রয়োজনই সিদ্ধ হয় না। হে নরনাথ! হর্ষ কাম দর্প ধর্ম্ম ক্রোধ শম ও দম এই সমস্ত অর্থ হইতেই হইয়া থাকে। অর্থাভাব-বশত ধর্ম্মচারী তপস্বিগণও ইহলোকে পুরুষার্থ-বিহীন হইয়া থাকেন; পরন্তু, যেরূপ মেঘাচ্ছন্ন দিবসে গ্রহগণ দৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ ইহলোকে সুখ-সাধন-ভূত সেই অর্থ সকল আপনাতে দৃষ্ট হইতেছে না। হে বীর! আপনি পিতৃ-বাক্য অনুসারে বনবাসী হইয়াছেন বলিয়াই, রাক্ষসে আপনার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তরা ভার্য্যাকে অপহরণ করিয়াছে। হে বীর রঘুনন্দন! আপনি উত্থিত হউন; ইন্দ্রজিৎ যে দুঃখ-জনক বিপুল কার্য্য করিয়াছে, আমি কার্য্য-দ্বারা তাহা অপনীত করিব। হে দীর্ঘবাহো নরশার্দ্দূল! আপনি ব্রতচারী ও মহাত্মা হইয়াও কি নিমিত্ত পরমাত্মভূত আপনাকে বিস্মৃত হইতেছেন? হে অনঘ! জনক-নন্দিনীর নিধন শ্রবণে রোষ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়াই, আমি আপনার প্রিয়-কামনায় এই সমস্ত কহিলাম; সে যাহা হউক, আপনি উত্থিত হউন, আমি শর-সমূহ-দ্বারা রথ, তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও রাক্ষসেন্দ্রের সহিত সমগ্রা লঙ্কা-নগরীকে নিপাতিত করিব।

ত্র্যশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৩ ॥

ভ্রাতৃ-বৎসল লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে এইরূপে আশ্বাসিত করিতেছেন, ইত্যবসরে বিভীষণ সেনাগণকে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট দ্বারে

সংস্থাপিত করত সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। যেরূপ গজযূথপতি মাতঙ্গগণে পরিবেষ্টিত হইয়া আগমন করে, তদ্রূপ নীলাঞ্জন-পুঞ্জের ন্যায় দেহ-বিশিষ্ট নানা-প্রহরণধারী বীর নিশাচর-চতুষ্টয়ে পরিবৃত সেই রাক্ষসেন্দ্রও তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন; ইক্ষ্বাকু-কুলতিলক মহাত্মা রাম সংজ্ঞা-বিহীন হইয়া লক্ষ্মণের ক্রোড়ে শয়ান রহিয়াছেন; লক্ষ্মণ শোকে অভিভূত হইয়া পরিতাপ করিতেছেন এবং বানরগণ বাষ্পপর্য্যাকুল-লোচনে রোদন করিতেছে। রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণ রামচন্দ্রকে শোক-সন্তপ্ত ও মোহাভিভূত দেখিয়া ব্যথিতান্তঃকরণে দীনভাবে কহিলেন;—'একি?' তখন, বিভীষণ এবং সুগ্রীব-প্রমুখ বানরগণকে দীন-বদন দেখিয়া, লক্ষ্মণ বাষ্পাকুল লোচনে এই অশুভ-সম্বাদ কহিলেন;—'হে সৌম্য! "ইন্দ্রজিৎ-কর্ত্তৃক জনক-নন্দিনী নিহত হইয়াছেন" হনুমানের নিকট এই কথা শুনিয়াই, রঘুনন্দন মোহাভিভূত হইয়াছেন।'

লক্ষ্মণ এইরূপ কহিতে থাকিলে, বিভীষণ তাঁহাকে নিবারণ করিয়া রামচন্দ্রকে এই পুষ্কলার্থ বাক্য কহিলেন;—'হে মনুজেন্দ্র! হনুমান্ দীনভাবে আপনাকে যে কথা বলিয়াছে, তাহা সাগর-শোষণের ন্যায় নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতেছে। হে মহাবাহো! আমি দুরাত্মা রাবণের সীতা-বিষয়ক অভিপ্রায় অবগত আছি, সে কখনই সীতাকে নিহত করিতে দিবে না। তাঁহাকে নিহত করা দূরে থাকুক, আমি তাহারই হিত-কামনায় 'সীতাকে পরিত্যাগ কর' বলিয়া বারম্বার অনুনয় করিলেও সে তাহা

রক্ষা করে নাই। মহারাজ! যখন, সাম দান অথবা ভেদ এই ত্রিবিধ উপায়-দ্বারাও কেহই সীতার দর্শন লাভ করিতে পায় না, তখন ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধের ছলে কিরূপে তাঁহার দর্শন লাভে সমর্থ হইবে? হে মহাবাহো! সেই সীতাকে মায়া-ময়ী বলিয়া জানিবেন; আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, রাক্ষস ইন্দ্রজিৎ এই উপায়-দ্বারা বানরগণকে মোহিত করত প্রতিগমন করিয়াছে। রাবণ-নন্দন অদ্য পুণ্য-ভূমি নিকু-ম্ভিলায় গমন করত হোম করিয়া পুনঃ-সমাগত হইলে, সমরে বাসব-প্রমুখ দেবগণেরও অজেয় হইবে। আমি নিশ্চয় কহিতেছি যে, স্বীয় অভিলাষ সিদ্ধি করিবার নিমিত্ত বানরগণকে পরাক্রম-বিহীন করিবার জন্যই এই মায়া প্রকাশ করিয়াছে। হে নরশার্দ্দূল! আপনি আর বৃথা সন্তপ্ত হইবেন না; কারণ, আপনাকে শোক-কর্ষিত দর্শনে সমগ্র বানরবলই অবসন্ন হইতেছে; অতএব, আপনি ধৈর্য্য অবলম্বন করত স্বস্থচিত্ত হইয়া এই স্থানে অবস্থান করুন, আমরা তাহার হোম-সমাপ্তির পূর্ব্বেই সসৈন্যে তথায় গমন করিতেছি। এই নরশার্দ্দূল লক্ষ্মণকে আমাদিগের সহিত প্রেরণ করুন; ইনি শাণিত বাণসমূহ-দ্বারা তাহাকে সেই হোমকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিলেই, সে আমাদের বধ্য হইবে। এই পতত্রিপত্র-সদৃশ বেগশালী তীক্ষ্ণ শাণিত বাণ সকল অশুভ কঙ্ক-প্রভৃতি পক্ষিগণের ন্যায় তদীয় শোণিত পান করিবে। অতএব, হে মহাবাহো! যেরূপ বজ্রধর বজ্র প্রেরণ করেন, তদ্রূপ আপনি শুভলক্ষণ লক্ষ্মণকে আমা-দিগের সহিত যাইতে অনুমতি করুন। হে মনুজবর!

শত্রু বধ করিতে বিলম্ব করা বিধেয় নহে ; অতএব, যেরূপ সুরপতি দৈত্যবধের নিমিত্ত বজ্র পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ লক্ষ্মণকে আমাদের সঙ্গে প্রেরণ করুন। মহারাজ! সেই রাক্ষস-পুঙ্গব সমাপ্ত-কার্য্য হইলে সুর এবং অসুর-গণেরও অদৃশ্য হইয়া থাকে, সুতরাং সে হোম-কার্য্য সমাপ্ত করিয়া সমরে প্রবৃত্ত হইলে, দেবগণেরও সুমহান্ সংশয় উপস্থিত হইবে।'

চতুরশীতিতম সর্গ সমাপ্ত। ৮৪॥

রঘুনন্দনের হৃদয় শোকে বিকল হইয়াছিল, সুতরাং রাক্ষসবর বিভীষণ যাহা কহিলেন, তাহা তাঁহার মনোমধ্যে স্থান প্রাপ্ত না হওয়ায়, পরপুরঞ্জয় রাম ধৈর্য্য অবলম্বন করত কিছুক্ষণ পরে বানরগণের সম্মুখে সমীপে আসীন বিভীষণকে কহিলেন ;--'হে রাক্ষসপতে বিভীষণ! তুমি যে কথা বলিলে, আমি পুনর্ব্বার তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি ; অতএব, তোমার যাহা বক্তব্য পুনর্ব্বার বল।'

রাঘবের বাক্য শ্রবণ করিয়া বাক্য-বিশারদ বিভীষণ যাহা বলিয়াছিলেন, পুনর্ব্বার তাহাই কহিতে আরম্ভ করিয়া কহিলেন ;—'হে বীর মহাবাহো! আপনি যেরূপে সেনা সকলকে সন্নিবেশিত করিতে অনুমতি করিয়াছিলেন, আপনার আদেশের পরক্ষণেই তাহা তদনুরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সেনা সকলকে সর্ব্বতোভাবে বিভক্ত করিয়া বিভাগানুসারে যথাযোগ্য যূথপতি সকল নিযুক্ত করা হই-য়াছে। হে মহাপ্রভো! আমার আরও কিছু বক্তব্য আছে

শ্রবণ করুন;— হে রাজন্! আপনি অকারণ এরূপ সন্তপ্ত হওয়ায়, আমাদের হৃদয়ও সন্তাপিত হইতেছে; অতএব, আপনি এই উপস্থিত মিথ্যা-সন্তাপ পরিত্যাগ করুন; কারণ, আপনাকে এরূপ চিন্তিত দর্শনে শত্রুগণের হর্ষ পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। হে বীর! যদি রাক্ষসগণকে বিনাশ করা এবং সীতাকে পুনঃ প্রাপ্ত হওয়া আপনার অভিপ্রেত হয়, তবে আপনি হর্ষ-সহকারে স্বকার্য্য সাধনে তৎপর হউন। হে রঘুনন্দন! আমি একটি হিত-বাক্য বলিতেছি শ্রবণ করুন; — ধনুর্ম্মণ্ডল-মুক্ত আশীবিষ-সদৃশ শর-সমূহ-দ্বারা নিকুম্ভিলাস্থিত রাবণ-নন্দন ইন্দ্রজিৎকে মহাসমরে বিনাশ করিবার নিমিত্ত সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ সুমহৎ বলে পরিবৃত হইয়া তথায় চলুন। বীর ইন্দ্রজিৎ তপঃ-প্রভাবে পিতামহের নিকট বর লাভ করত ব্রহ্মশির নামক অস্ত্র এবং কামগামী তুরঙ্গম সকল প্রাপ্ত হইয়াছে। অধুনা সে যদি, নিকুম্ভিলায় কৃতকার্য্য হইয়া সসৈন্যে প্রত্যাবৃত্ত হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে নিহত বলিয়াই অবধারণ করিবেন। অধিকন্তু, লোক সকলের ঈশ্বর পিতামহ বরদানকালে কহিয়াছিলেন যে;— ‘হে ইন্দ্রশত্রো! তুমি নিকুম্ভিলাস্থিত মহাকালীক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া আভিচারিক হোম করিবার পূর্ব্বে যে তোমাকে আততায়িভাবে আক্রমণ করিবে, সেই তোমাকে বধ করিতে সমর্থ হইবে।’ হে মহাবাহো রাম! ধীমান্ ইন্দ্রজিতের নিধন এইরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; অতএব, তাহাকে বধ করিবার নিমিত্ত মহাবল লক্ষ্মণকে

আদেশ করুন; কারণ, ইন্দ্রজিৎ নিহত হইলেই সুহৃদ্বর্গের সহিত রাবণকেও নিহত বলিয়া অবধারণ করিবেন।'

বিভীষণের বাক্য শ্রবণে রামচন্দ্র কহিলেন;— 'হে সত্য-পরাক্রম! আমি সেই রৌদ্র নিশাচরের মায়ার বিষয় বিশেষ অবগত আছি; সেই প্রাজ্ঞ ব্রহ্মাস্ত্রবিৎ মহাবল মায়াবী বীর সমরে বরুণ-প্রমুখ দেবগণকেও সংজ্ঞা-বিহীন করিতে পারে। হে মহাযশা বীর! যেরূপ মেঘ-মধ্যে সূর্য্যের গতি অবগত হওয়া যায় না, তদ্রূপ সেই বীর রথারূঢ় হইয়া অন্তরীক্ষে বিচরণ করিতে থাকিলে, তাহারও গতি অবগত হওয়া সুকঠিন।' অনন্তর, সেই দুরাত্মার মায়া ও বীর্য্যের বিষয় চিন্তা করিয়া কীর্ত্তি-সম্পন্ন লক্ষ্মণকে কহিলেন;— 'লক্ষ্মণ! জাম্ববান্ ও হনুমৎ-প্রমুখ যূথপতি এবং ঋক্ষরাজ ও বানর-রাজ সুগ্রীবের সমগ্র-বলে পরিবৃত হইয়া সেই মায়াবল-সমন্বিত রাক্ষসেন্দ্রনন্দনকে নিহত কর; মহাত্মা নিশাচরবর বিভীষণ তাহার সমস্ত মায়াই অবগত আছেন, ইনি সচিবগণের সহিত তোমার পশ্চাৎ গমন করিবেন।'

রামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া, ভীম-পরাক্রম লক্ষ্মণ এবং বিভীষণও করস্থিত কার্ম্মুক পরিত্যাগ করত অন্য ধনুঃশ্রেষ্ঠ ধারণ করিলেন। অনন্তর, সুমিত্রানন্দন বর্ম্ম কবচ খড়্গ ও অন্যান্য আয়ুধ সকল ধারণ করত রঘুনন্দনের পাদস্পর্শ-পূর্ব্বক হর্ষ-সহকারে কহিলেন;— 'যেরূপ হংস-গণ পুষ্করিণীতে পতিত হয়, তদ্রূপ অদ্য মদীয় ধনুর্ম্মুক্ত শর সকল রাবণির শরীর ভেদ করিয়া লঙ্কা-মধ্যে পতিত

হইবে। আমার সুমহৎ ধনুর্গুণ-বিচ্যুত শর সকল অদ্যই সেই রৌদ্র রাক্ষসের শরীর ভেদ ও বিদারিত করিয়া ফেলিবে।” সুন্দর-দর্শন লক্ষ্মণ ভ্রাতার সম্মুখে এই কথা বলিয়া রঘুনন্দনের চরণে অভিবাদন ও তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করত ইন্দ্রজিৎকে বধ করিবার অভিলাষে তৎকর্ত্তৃক সুরক্ষিত পুণ্যভূমি নিকুম্ভিলার অভিমুখে সত্বর প্রস্থিত হইলেন। এইরূপে রাজপুত্র প্রতাপবান্ লক্ষ্মণ ভ্রাতা-কর্ত্তৃক কৃত-স্বস্ত্যয়ন হইয়া বিভীষণের সহিত সত্বর গমন করিতে লাগিলেন। বহু-সহস্র বানরে পরিবৃত হনুমান্ এবং সামাত্য বিভীষণ সত্বর তাঁহার অনুগামী হইলেন।

তাঁহারা গমন করিতে করিতে পথ-মধ্যে দ্বার রক্ষার নিমিত্ত সংস্থাপিত উদ্বিগ্ন সুমহৎ বানর-সৈন্য এবং ঋক্ষরাজ জাম্ববানের বল সকলকে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর, অরিন্দম ধনুষ্পাণি সুমিত্রানন্দন বহুদূরে গমন করত দূর হইতে রাক্ষসেন্দ্রের ব্যূহাশ্রিত সৈন্যগণকে দর্শন করিয়া, পিতামহ যেরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, সেইরূপেই সেই মায়া-বিশারদ ইন্দ্রজিৎকে বধ করিবার অভিলাষ করিলেন। তৎপরে সেই প্রতাপশালী রাজনন্দন লক্ষ্মণ, বিভীষণ অঙ্গদ এবং বীরবর বায়ুনন্দন হনুমানের সহিত সেই বহুবিধ নির্ম্মল শস্ত্র-দ্বারা ভাস্বর, বৃহৎ রথ ও ধ্বজসকল-দ্বারা দুর্গম এবং ঘোরান্ধকার-সদৃশ অতিশয় ভয়ঙ্কর অপ্রমেয় শত্রু-সৈন্য-মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পঞ্চাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৫ ॥

সেই সময় রাবণানুজ বিভীষণ স্বীয় অভীষ্ট-সাধক অথচ শত্রুগণের অহিত-জনক এই কথা বলিলেন। বিভীষণ কহিলেন ;—'ঐ যে মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ রাক্ষস-সৈন্য দৃষ্ট হইতেছে, বানরগণ সত্বর উহাদিগের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হউক। লক্ষ্মণ! আপনি সত্বর এই রাক্ষস-সৈন্যের ভেদ সাধনে যত্নবান্ হউন ; কারণ, নিশাচরবল ভিন্ন হইলে এই স্থলেই রাক্ষসেন্দ্র-নন্দন ইন্দ্রজিৎও দৃষ্টিগোচর হইবে। হে বীর! যে পর্য্যন্ত ইন্দ্রজিতের হোম সমাপ্ত না হয়, আপনি তাহার পূর্ব্বেই ইন্দ্রাশনি-সদৃশ শরনিকর দ্বারা এই শত্রু-সৈন্যগণকে বিকীর্ণ ও বিদ্রাবিত করত, সেই সর্ব্ব-লোকভয়াবহ ক্রূরকর্ম্মা অধার্ম্মিক এবং মায়াবী দুরাত্মা রাবণ নন্দনকে বিনাশ করুন।'

বিভীষণের বাক্য শ্রবণ করিয়া শুভলক্ষণ লক্ষ্মণ যাহাতে ইন্দ্রজিৎ জানিতে পারে এইরূপে শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। দ্রুমযোধী ঋক্ষ ও প্লবঙ্গমগণ সমবেত হইয়া সেই সন্নিবেশিত নিশাচর সেনার অভিমুখে ধাবিত হইল। রাক্ষসগণও বানর-বধবাসনায় শাণিত বাণ শক্তি ও তোমর-সমূহের সহিত বানরসেনার অভিমুখীন হইল। এইরূপে বানর ও রাক্ষসগণের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইলে, তাহাদের সুমহৎ শব্দে লঙ্কানগরী সর্ব্বতোভাবে প্রতিশব্দিত হইতে লাগিল। বিবিধাকার শস্ত্র, শাণিত বাণ এবং উদ্যত ঘোররূপ গিরিশৃঙ্গ ও পাদপদামে নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইল। বিকৃত-বদন ও বাহুসমন্বিত নিশাচরগণ বানরেন্দ্র-গণের শরীরে শস্ত্রসকল সন্নিবেশিত করত নিদারুণ ভয়

উৎপাদন করিতে লাগিল। বানরগণও শিলাখণ্ড হস্তে রাক্ষসগণের নিকট গমন করত রণস্থলে তাহাদিগকে নিপাতিত করিতে লাগিল। তৎকালে ঋক্ষ ও বানরযূথপতিগণ হইতে যুধ্যমান নিশাচরগণের সুমহৎ ভয় উপস্থিত হইল।

এদিকে দুৰ্দ্ধৰ্ষ রাবণ-নন্দন স্বীয় সেনাগণকে শত্রুগণ-কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে অর্দ্দিত ও বিষণ্ন দেখিয়া স্বীয় কার্য্য শেষ হইতে না হইতেই উত্থিত হইলেন এবং ক্রোধভরে বৃক্ষান্ধকার হইতে নির্গত হইয়া পূর্ব্বযুক্ত সুসংযত সজ্জিত রথে আরোহণ করিলেন। তৎকালে কৃষ্ণাঞ্জনচয়-সদৃশ রক্তবদন ও লোহিতলোচন সেই বীর ভয়ঙ্কর কার্ম্মুক ধারণ করত সর্ব্বভূতান্তকারী মৃত্যুর ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। তাঁহাকে রথোপরি অবস্থিত দেখিয়াই লক্ষ্মণের সহিত যুযুৎসু ভীমবেগ নিশাচরবলও পরিবর্ত্তিত হইল। তখন, ধরণীধর-সদৃশ অরিন্দম বানরবর হনুমান্ দুরাসদ বৃক্ষ উদ্যত করত অগ্রসর হইয়া যেরূপ প্রলয়ানল লোকসকলকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ অসংখ্য পাদপদাম-দ্বারা রাক্ষসসৈন্যগণকে সংজ্ঞা-বিহীন করিতে লাগিলেন। পবন-নন্দন হনুমান্ রাক্ষসবল বিধ্বংসিত করিতেছেন দেখিয়া সহস্র সহস্র রাক্ষস তাঁহার উপর বাণ-বর্ষণ করিতে লাগিল। শাণিত শূলধারী নিশাচরগণ শূল-দ্বারা, খড়্গপাণিগণ খড়্গ, শক্তিহস্তগণ শক্তি, পট্টিশধারিগণ পট্টিশ এবং অন্যান্য নিশাচরগণ পরিঘ, গদা, শুভদর্শন কুন্ত, শত শত শতঘ্নী, আয়স মুদ্গর, ঘোররূপ পরশু ও ভিন্দিপাল, বজ্র-

বেগ মুষ্টি ও অশনিপাত-সদৃশ তলাঘাত-দ্বারা সেই পর্ব্বত-প্রতিম বীরকে আঘাত করিতে থাকিলে, তিনিও ক্রোধভরে তাহাদের সুমহৎ কদন সম্পাদন করিতে লাগিলেন। তখন, ইন্দ্রজিৎ অচল সদৃশ অমিত্রদমন পবন-নন্দনকে শক্র-নিধন করিতে দেখিয়া সারথিকে কহিলেন;—'যথায় ঐ বানর রহিয়াছে, ঐ স্থানে চল; কারণ, উপেক্ষা করিলে, আমাদের বলক্ষয়ই করিতে থাকিবে।'

সারথি এইরূপে অভিহিত হইয়াই, রণমধ্যস্থিত পরম-দুর্দ্ধর্ষ ইন্দ্রজিৎকে মারুতি-সন্নিধানে উপনীত করিল। সেই দুরাধর্ষ নিশাচর কপিবর হনুমানের নিকট উপস্থিত হইয়া তদীয় মস্তকে খড়্গ পরশু পট্টিশ ও অন্যান্য বহুবিধ শর-বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পরন্তু, মারুতি অনায়াসে সেই ঘোর শর-সমূহ সহ্য করত নিরতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া কহিলেন;—'রে দুর্ম্মতি রাবণ-নন্দন! তুমি যদি শৌর্য্য-সমন্বিত হও, তাহা হইলে কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে; কিন্তু, বায়ু-নন্দনের হস্তে পতিত হইয়া জীবিত অবস্থায় প্রতিগমন করিতে সমর্থ হইবে না। তোমার যদি দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করিবার অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে আমার সহিত বাহুযুদ্ধে সমাসক্ত হইয়া মদীয় বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হইলে, তোমাকে রাক্ষসগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিব।' এদিকে বিভীষণ হনুমজ্জিঘাংসু উদ্যত-শরাসন রাবণ-নন্দনকে নির্দ্দেশ করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন;—'ঐ দেখুন, রাবণের যে পুত্র সুর এবং অসুরগণকেও জয় করিয়াছে; সেই ইন্দ্রজিৎ পুনর্ব্বার রথারূঢ় হইয়া হনুমান্‌কে বিনাশ

করিবার অভিলাষ করিতেছে। অতএব, হে সৌমিত্রে! আপনি জীবিতান্তকারী শত্রু-নিবারণ ঘোররূপ অনুপম শর-সমূহ-দ্বারা ঐ রাবণ নন্দনকে নিহত করুন।' শত্রু-বিভীষণ বিভীষণ-কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া মহাত্মা লক্ষ্মণ সেই পর্ব্বত-সদৃশ রথস্থিত ভীমবল দুরাসদ ইন্দ্রজিৎকে দর্শন করিলেন।

ষড়শীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৬ ॥

রাবণানুজ বিভীষণ ক্রোধভরে ধনুষ্পাণি লক্ষ্মণকে এই কথা বলিয়া, তাঁহার সহিত সত্বর প্রস্থিত হইলেন এবং কিয়দ্দূর গমন করত নিবিড় বনে প্রবেশ করিয়া লক্ষ্মণকে ইন্দ্রজিতের সেই আভিচারিক কার্য্যের অনুষ্ঠান সকল প্রদর্শন করিলেন। অনন্তর, সেই তেজস্বী নীলজীমূত-সদৃশ ভীমদর্শন বটবৃক্ষ প্রদর্শন করত কহিলেন;—'বলবান্ রাবণ নন্দন এই স্থানে ভূতগণকে বলি প্রদান করত পশ্চাৎ সমরে গমন করে, সেই জন্যই সেই নিশাচর রণস্থলে সকলের অদৃশ্য হইয়া উত্তম শর-সমূহ-দ্বারা শত্রুগণকে বন্ধন এবং বিনাশও করিয়া থাকে। অতএব, যে পর্য্যন্ত বলশালী রাবণ-নন্দন পুনর্ব্বার ন্যগ্রোধমূলে প্রবেশ না করে, আপনি তাহার পূর্ব্বেই প্রদীপ্ত শরনিকর-দ্বারা রথ ও সারথির সহিত ইহাকে বিনাশ করুন।'

মিত্রনন্দন সুমিত্রানন্দন 'তাহাই হইবে' এই কথা বলিয়া, বিচিত্র ধনু বিস্ফারিত করত অবস্থিত হইলেন। এদিকে, বলশালী রাবণ-নন্দন ইন্দ্রজিৎও কবচ ও খড়্গ

ধারণ করত ধ্বজ-শোভিত অগ্নি-সবর্ণ রথে আরূঢ় হইয়া দৃষ্ট হইলেন। তদ্দর্শনে মহাতেজস্বী লক্ষ্মণ সেই অপরাজিত পৌলস্ত্য-নন্দনকে কহিলেন;—'আমি তোমাকে আহ্বান করিতেছি, তুমি সর্ব্বতোভাবে আমার সহিত সমরে আসক্ত হও।'

মহাতেজস্বী মনস্বী রাবণ-নন্দন এইরূপে উক্ত হইয়া, সেই স্থানে বিভীষণকে দর্শন করত পরুষ স্বরে কহিলেন;-'হে নিশাচর! তুমি পিতার সাক্ষাৎ ভ্রাতা এবং আমার পিতৃব্য; বিশেষত, এই রাক্ষসকুলে জন্ম পরিগ্রহ করত সম্বর্দ্ধিত হইয়াও পুত্রের প্রতি এরূপ বিদ্রোহাচরণ করিতেছ কেন? হে দুর্ম্মতে! তোমা-দ্বারা ধর্ম্ম দূষিত হইতেছে; কারণ, তোমার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা এবং সোদর্য্য সৌহার্দ্দ্য অথবা জাতি ও জ্ঞাতিভাব কিছুমাত্র নাই। হে দুর্ব্বুদ্ধে! তুমি স্বজনগণকে পরিত্যাগ করত শত্রুর ভৃত্য হইয়া সাধুগণের নিকট নিন্দনীয় এবং শোচনীয় হইয়াছ। স্বজন-সহবাস কোথায় এবং নীচ শত্রুর আশ্রয় গ্রহণই বা কোথায়? পরন্তু, তোমার বুদ্ধি কার্য্যাকার্য্য-বিবেকে অসমর্থ, সুতরাং তুমি এ উভয়ের সুমহৎ অন্তর অবগত হইতে পারিতেছ না। স্বজন নির্গুণ এবং শত্রু গুণবান্ হইলেও গুণ-বিহীন স্বজনই আশ্রয়ণীয়; কারণ, শত্রু মিত্র হইবার নহে, সে চিরকাল শত্রুই থাকে। বিশেষত, যে স্বপক্ষপরিত্যাগ করিয়া পরপক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করে, সে স্বপক্ষক্ষয়ের পর তাহাদিগের দ্বারাই নিহত হইয়া থাকে। হে নিশাচর! তুমি রাবণের অনুজ-সহোদর হইয়া যেরূপ নির্দ্দ-

য়ের কার্য্য করিলে, স্বজন হইয়া আর কেহই এরূপ করিতে পারে না।’

ভ্রাতুষ্পুত্র কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া বিভীষণ কহিলেন;- ‘ইন্দ্রজিৎ! তুমি আমার স্বভাব না জানিয়াই কি নিমিত্ত এরূপ বৃথা আত্মশ্লাঘা করিতেছ? হে অসাধো রাক্ষসেন্দ্র-নন্দন! তোমার যদি আমাকে পিতৃব্য বলিয়া গৌরব থাকে, তবে এরূপ পরুষভাব পরিত্যাগ কর। আমি ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষসগণের কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি বটে, কিন্তু তোমার ন্যায় আমার মন কখনই নিদারুণ আভিচারিক অথবা অধর্ম্ম-কর্ম্মে অনুরক্ত হয় নাই। তুমি স্বজন-পরিত্যাগে দোষ কীর্ত্তন করিলে বটে, কিন্তু সমস্বভাব না হইলেও ভ্রাতার অন্য ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করা কি কর্ত্তব্য হইয়াছে? আমি যদি ধর্ম্মত্যাগী বা পাপাচারী হইতাম, তাহা হইলে রাবণ আমাকে হস্তস্থিত আশীবিষের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া সুখী হইতে পারিতেন। পরস্বাপহরণে অনুরক্ত ও পর-দারাপহারী দুরাত্মাকে প্রজ্বলিত গৃহের ন্যায় পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য বলিয়া, আমি রাবণকে পরিত্যাগ করিয়াছি। যেরূপ, বারিদবৃন্দ ভূধরকে সমাচ্ছাদিত করে, তদ্রূপ আমার ভ্রাতার জীবিত ও ঐশ্বর্য্যনাশন পরস্ব ও পরদার হরণ, সুহৃদ্গণের অনিষ্ট চিন্তা, মহর্ষিগণের ঘোররূপ বধ, সুরগণের সহিত বিগ্রহ এবং অভিমান, রোষ, বৈরতা ও প্রতিকূলতা-প্রভৃতি ক্ষয়াবহ দোষদাম তদীয় গুণগ্রামকে প্রচ্ছাদিত করিয়াছে। এই সকল দোষ দেখিয়াই ত আমি তোমার পিতা জ্যেষ্ঠ রাবণকে পরিত্যাগ করিয়াছি; অধুনা তোমার

পিতা তুমি অথবা লঙ্কা নগরী কিছুই থাকিবে না। ওহে রাক্ষস! তুমি বালক এবং অতিশয় গর্ব্বিত ও দুর্ব্বিনীত, সেই জন্য এরূপ কালপাশে বদ্ধ হইয়াছ, এসময় যাহা অভিলাষ হয় বলিয়া লও। রাক্ষসাধম! তুমি আমাকে পূর্ব্বে পরুষ-বাক্য বলিয়াছ বলিয়াই এরূপ ব্যসন প্রাপ্ত হইলে। সে যাহা হউক, তুমি আর ন্যগ্রোধ-সমীপে গমন করিতে অথবা কাকুৎস্থকে পরাজিত করিয়া জীবিত অবস্থায় প্রতিগমন করিতে সমর্থ হইবে না। তুমি রণ-মধ্যে নরদেব লক্ষ্মণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হওত, তাঁহার হস্তে নিহত হইয়া যম গৃহে গমন করিয়া দেবগণের সন্তোষ-রূপ সুমহৎ কার্য্য সম্পাদন করিবে। ইন্দ্রজিৎ! তুমি সর্ব্ব-প্রকার সমুদ্যত আয়ুধ ও শায়ক ক্ষেপণ করত স্বীয় সামর্থ্য প্রদর্শন কর, কিন্তু, লক্ষ্মণের বাণ-পথে পতিত হইয়া অদ্য জীবিত অবস্থায় সবলে প্রতিগমন করিতে পারিবে না।

সপ্তাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৭ ॥

বিভীষণের বাক্য শ্রবণ করিয়া, ভীমবল রাবণ নন্দন ক্রোধে প্রজ্বলিত ও রাগভরে উত্থিত হইয়া অনেক পরুষ-বাক্য কহিলেন। অনন্তর, নিস্ত্রিংশ উদ্যত করত কৃষ্ণবর্ণ-অশ্ব-সঞ্চালিত অলঙ্কৃত সুমহৎ রথে আরোহণ করিয়া বেগ-শালী সুবৃহৎ বিপুল ও ভয়ঙ্কর ধনু এবং শত্রু বিদারণ শর সকল গ্রহণ করিলেন। অনন্তর, সেই বিপুল-ধনুর্ধারী সমলঙ্কৃত অমিত্রঘাতী বলশালী ইন্দ্রজিৎ স্বীয় তেজো দ্বারা অলঙ্কৃত হনুমানের পৃষ্ঠে আরূঢ় লক্ষ্মণ তাঁহার

সমভিব্যাহারী বিভীষণ এবং অপর বানর-শার্দ্দূলগণকে লক্ষ্য করিয়া ক্রোধভরে কহিলেন ;—'আমার পরাক্রম দেখ; মেঘ বিনির্গত বারিধারার ন্যায় অদ্য তোমরা মদীয় শরাসন-বিসৃষ্ট দুরাসদ শরবর্ষণ সহ্য কর। যেরূপ বিভাবসু তূলরাশিকে ভস্মসাৎ করেন, তদ্রূপ অদ্য মদীয় সুমহৎ কার্ম্মুক হইতে বিনিঃসৃত শর-সমূহ তোমাদের দেহ সকলকে বিদীর্ণ করিবে। অদ্য তীক্ষ্ণ শূল শক্তি ঋষ্টি পট্টিশ ও অপর শায়ক-সমূহ দ্বারা তোমাদিগকে যমলোকে উপনীত করিব। যখন, আমি রণ-মধ্যে জীমূতের ন্যায় শব্দ করত ক্ষিপ্রহস্তে শরবর্ষণ করিতে থাকিব, তখন কে আমার সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে? পূর্ব্বে রাত্রিযুদ্ধে তুমি এবং আর এক দিবস তোমরা উভয় ভ্রাতাতেই অনুচরবর্গের সহিত যে, মদীয় বজ্রাশনি-সদৃশ শর-সমূহ-দ্বারা সমরে শায়িত হইয়াছিলে, বোধ হয়, তাহা তোমার স্মরণ নাই; কারণ, তাহা হইলে ক্রুদ্ধ আশীবিষ-সদৃশ ইন্দ্রজিতের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিতে না; অথবা তোমার মৃত্যুই তোমাকে এস্থানে আনিয়া থাকিবে।'

অভীত বদন রঘুনন্দন রাক্ষসেন্দ্র ইন্দ্রজিতের এতাদৃশ গর্ব্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া, ক্রোধভরে কহিলেন ;—'ওহে নিশাচর! তুমি বাক্য-দ্বারা কার্য্যের দুর্গমপারে গমন করিলে বটে, কিন্তু যিনি কার্য্য-দ্বারা কার্য্যের দুর্গমপারে গমন করিতে পারেন, তিনিই বুদ্ধিমান্ বলিয়া অভিহিত হয়েন। হে দুর্ম্মতে! কোন ব্যক্তিই যাহা সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না, তুমি হীনার্থ হইয়াও বাক্য-দ্বারা মদীয় পরা-

জয়রূপ সেই কার্য্য সম্পাদন করত আপনাকে কৃতার্থ বলিয়া মনে করিতেছ। তুমি তৎকালে রণ-মধ্যে অন্তর্হিত থাকিয়া যে কার্য্য করিয়াছ, তাহা বীরগণের অনুমোদিত নহে; তস্করগণই তাদৃশ কার্য্য করিয়া থাকে। ওহে নিশাচর! বৃথা আত্মশ্লাঘা করিতেছ কেন? যেরূপ আমি তোমার বাণমুখে অবস্থান করিতেছি, সেইরূপ তুমিও সম্মুখ-সমরে অবস্থিত হইয়া স্বীয় পরাক্রম প্রদর্শন কর।'

মহাবল সমর-বিজয়ী ইন্দ্রজিৎ এইরূপে উক্ত হইয়া, ভয়ঙ্কর ধনু বিস্ফারিত করত শাণিত বাণ সকল ক্ষেপণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে, তৎকর্ত্তৃক বিসৃষ্ট সর্পবিষ-সদৃশ মহাবেগ শর-সমূহ সুমিত্রা-নন্দনের গাত্রে পতিত হইয়াই নিঃশ্বাসশীল পন্নগগণের ন্যায় ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। এইরূপে বেগবান্ রাবণনন্দন ইন্দ্রজিৎ মহাবেগ শর-সমূহ-দ্বারা সুমিত্রানন্দন শুভ-লক্ষণ লক্ষ্মণকে বিদ্ধ করিলে, শরনিকর-দ্বারা অতিবিদ্ধাঙ্গ রুধির-সমুক্ষিত লক্ষ্মণ বিধূম হুতাশনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন, ইন্দ্রজিৎ স্বীয় কর্ম্ম দর্শন করত সুমহৎ সিংহনাদ করিয়া গর্ব্বিতভাবে কহিলেন;—'সৌমিত্রে! অদ্য মৎ-কার্ম্মুক-বিনির্গত জীবিতান্তকারী শিতধার শরনিকর তোমার জীবন গ্রহণ করিবে। লক্ষ্মণ! অদ্য মৎকর্ত্তৃক তুমি নিহত ও গতজীবিত হইলে, গোমায়ু গৃধ্র ও শ্যেনগণ তোমার উপর নিপতিত হইবে। পরম-দুর্ম্মতি ক্ষত্রিয়াধম অনার্য্য রাম, অদ্যই তোমার ন্যায় ভক্ত ভ্রাতাকে মৎকর্ত্তৃক নিহত দর্শন করিবে। হে সৌমিত্রে! অদ্য তুমি মৎকর্ত্তৃক নিহত

হইলে, রাম তোমার কবচ বিধ্বস্ত, শরাসন ছিন্ন এবং উত্ত-মাঙ্গ অপহৃত হইতে দেখিবে।' রাবণনন্দন পরুষভাবে এই কথা বলিলে, অর্থজ্ঞ লক্ষ্মণ ক্রোধভরে উত্তর করিলেন; 'রে ক্রূরকর্ম্মা দুর্ব্বুদ্ধি নিশাচর! এরূপ বলিবার আবশ্যক কি? বাগ্বল পরিত্যাগ করত কার্য্য-দ্বারা কথিত-বিষয় সম্পাদন করিয়া দেখাও। রে নিশাচর! কার্য্য না করিয়াই এরূপ আত্মশ্লাঘা করিতেছ কেন? যাহাতে তোমার আত্ম-শ্লাঘায় আমার শ্রদ্ধা হইতে পারে, এরূপ কার্য্য কর। রে পুরুষাদন! এই দেখ, আমি বৃথা আত্মশ্লাঘা অথবা কাহা-রও নিন্দা না করিয়া এবং কোন পরুষ বাক্য না বলিয়াই তোমাকে বধ করিতেছি।'

লক্ষ্মণ এই কথা বলিয়া, আকর্ণপূর্ণ বেগশালী শাণিত পাঁচটী নারাচ-দ্বারা ইন্দ্রজিতের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। তৎকালে, কঙ্কাদি পত্র-সংযোগে সঞ্জাতবেগ ও জাজ্বল্যমান পন্নগগণের ন্যায় সেই বাণ-সমূহ রাক্ষস ইন্দ্রজিতের উরঃ-স্থলে সবিতার কিরণমালার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। সেই শর-সমূহে আহত হইয়া ইন্দ্রজিৎ তিনটি সুপ্রযুক্ত শর-দ্বারা লক্ষ্মণকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। এইরূপে রণস্থলে পরস্পর বিজয়াভিলাষী সেই নর রাক্ষস-সিংহের ভয়ঙ্কর তুমুল সংঘর্ষ হইতে লাগিল। তাঁহারা উভয়েই বল-সম্পন্ন বিক্রমশালী দুর্জ্জয় অতুল্যবল ও অমিত-তেজস্বী; সুতরাং, সেই বীর-যুগল পরস্পর সমরাসক্ত হওয়ায়, তাঁহাদের উভয়-কেই বৃত্র-বাসব ও নভোগত গ্রহ যুগলের ন্যায় দুরাধর্ষ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। মহাবল কেশরি-যুগলের

ন্যায় সেই মহাত্মা নর-রাক্ষস রাজ-নন্দন-যুগল রণ-মধ্যে অবস্থিত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে অসংখ্য বাণজাল ক্ষেপণ করত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎকালে, বাসব ও শম্বরাসুরের ন্যায় মহাবল বীর-যুগল বলাহক-যুগলের ন্যায় শর-বর্ষণ-দ্বারা পরস্পরকে প্রতিবর্ষিত করিতে আরম্ভ করিলেন।

অষ্টাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৮ ॥

অনন্তর, অমিত্রকর্ষণ দাশরথি ক্রুদ্ধ ফণিবরের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করত রাক্ষসেন্দ্র ইন্দ্রজিতের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন, তদীয় জ্যাতল-নির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া রাক্ষসেন্দ্র ইন্দ্রজিৎ বিবর্ণ-বদন হইয়া লক্ষ্মণের প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিলেন। বিভীষণ রাক্ষসবর রাবণনন্দনকে বিবর্ণ-বদন এবং সুমিত্রানন্দনকে সমরাসক্ত দেখিয়া কহিলেন ;—'হে মহাবাহো ! রাবণনন্দনের মুখ-বৈবর্ণ্যাদিরূপ যে দুর্নিমিত্ত সকল দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে নিশ্চয় বোধ হয়, উহার উদ্যম ভঙ্গ হইয়াছে ; অতএব, আপনি সত্বর উহার বধে যত্নবান্ হউন।'

বিভীষণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সুমিত্রানন্দন বিষোল্বণ আশীবিষ-সদৃশ শর-সমূহ সন্ধান ও ক্ষেপণ করিতে থাকিলে বাসবের অশনির ন্যায় কঠিন-স্পর্শ সেই শরনিকরে আহত হইয়া রাবণনন্দন মুহূর্ত্তকাল মুগ্ধ হইলেন এবং তাঁহার ইন্দ্রিয় সকলও বিকল হইল। পরন্তু, মুহূর্ত্তকালপরেই সুস্থেন্দ্রিয় হইয়া সংজ্ঞা লাভ করত দেখিলেন ;—বীরবর দাশরথি রণ-মধ্যে অবস্থিত রহিয়াছেন। তখন, ক্রোধে লোহিত-

লোচন হইয়া সুমিত্রানন্দনের নিকটে গমন করত পুনর্ব্বার পরুষস্বরে কহিলেন ;—'প্রথম যুদ্ধে তুমি যে, ভ্রাতার সহিত মদীয় বাহুবলে রণ-মধ্যে বদ্ধ হইয়াছিলে, তাহা কি তোমার স্মরণ নাই ? যে দিবস আমার সহিত প্রথম যুদ্ধ হয়, সে দিবস আমি শাণিত শর-সমূহ-দ্বারা অনুযাত্রগণের সহিত তোমাদের উভয়কেই যে, রণভূমিতে অবশায়িত করিয়াছিলাম, বোধ হয় তাহা তুমি বিস্মৃত হইয়া থাকিবে ? সে যাহা হউক, তুমি যখন আমাকে বিনাশ করিবার অভিলাষ করিয়াছ, তখন নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, তোমার যম-নিকেতনে গমন করিবারই অভিলাষ হইয়াছে। অথবা যদি তুমি প্রথম-যুদ্ধে মদীয় পরাক্রম দর্শন না করিয়া থাক, তবে ক্ষণকাল অবস্থান কর, আমি তোমাকে এই ক্ষণেই স্বীয় সামর্থ্য প্রদর্শন করিতেছি ? বীর্য্যবান্ রাবণনন্দন এই কথা বলিয়াই সপ্ত শরে লক্ষ্মণকে এবং তীক্ষ্ণধার দশটি শরোত্তম দ্বারা হনুমান্‌কে বিদ্ধ করত, ক্রোধে দ্বিগুণ উৎসাহান্বিত হইয়া সুপ্রযুক্ত শত শর-দ্বারা বিভীষণকে বিদ্ধ করিলেন। নরপুঙ্গব রামানুজ লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের তাদৃশ কার্য্য দর্শনে, তদ্বিষয়ে কোন চিন্তা না করিয়াই হাসিতে হাসিতে 'এরূপ শস্ত্রাঘাতে আর কি হইতে পারে ?' এইরূপ কহিয়া অভীত-বদনে ধনুর্দ্ধারণ করত ক্রোধভরে ইন্দ্রজিতের প্রতি ঘোর শরক্ষেপণ করত কহিলেন ;—'ওহে নিশাচর ! তোমার এই অল্পবীর্য্য ও লাঘব-সম্পন্ন শরসকল আমার ক্লেশকর না হইয়া সুখদায়কই হইল। তুমি যেরূপ প্রহার করিলে, সমরাভিলাষী রণ-মধ্যগত শূরগণ

যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া কখনই এরূপ প্রহার করেন না।” লক্ষ্মণ এই কথা বলিয়াই শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। যেরূপ, তারাজাল অন্তরীক্ষ হইতে ভূতলে পতিত হয়, তদ্রূপ তদীয় শর দ্বারা ইন্দ্রজিতের কাঞ্চন-নির্ম্মিত কবচ ছেদিত ও বিশীর্ণ হইয়া রথনীড়ে পতিত হইল। তৎকালে, সেই বীর রাবণ-নন্দন রণ-মধ্যে নারাচ-নিচয় দ্বারা ছিন্নবর্ম্ম ও কৃতব্রণ হইয়া প্রত্যূষকালীন দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগি-লেন। তখন, ভীম-বিক্রম বীরবর রাবণনন্দন ক্রুদ্ধ হইয়া শর সহস্র-দ্বারা রণ-মধ্যে লক্ষ্মণকে বিদ্ধ করিলে, তদীয় সুমহৎ দিব্য কবচ বিশীর্ণ হইয়া পড়িল। এইরূপে সেই বীর-যুগল পরস্পর অভিদ্রুত হইয়া উভয়ে উভয়ের শর নিবারণ করত মুহুর্ম্মুহু নিশ্বাস-সহকারে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা দীর্ঘকাল শাণিত শর-দ্বারা সর্ব্বতো-ভাবে পরস্পরের শরীর বিদ্ধ করায় উভয়ের সর্ব্বাঙ্গ ছেদিত ও রুধির-পরিপ্লুত হইল। সমর-বিশারদ ভীম-পরাক্রম সেই দুই মহাত্মা বিজয় লাভের নিমিত্ত যত্নবান্ হইয়া পর-স্পরের দেহ বিদারণ করিতে লাগিলেন। যেরূপ প্রস্রবণ হইতে বারি বহির্গত হয়, তদ্রূপ উভয়ের ধ্বজ-কবচ ছেদিত এবং উভয়ের শরীর শর-সমূহে সমাকীর্ণ হওয়ায়, তাহা হইতে উষ্ণ শোণিত নির্গত হইতে লাগিল। ধারাসম্পাত-সমন্বিত নীলবর্ণ কালমেঘ-যুগলের ন্যায় তাঁহারা উভয়ে ভীম-নিস্বন ঘোর শরবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। এইরূপ যুদ্ধে তাঁহাদের বহুকাল অতিবাহিত হইল বটে, কিন্তু কেহই ক্লান্ত বা রণ-বিমুখ হইলেন না। অস্ত্রধারিগণের অগ্রগণ্য সেই

নর-রাক্ষস অস্ত্র-কৌশল প্রদর্শন করত উভয়ের উচ্চাবচ শর-সমূহকে অন্তরীক্ষে বন্ধন এবং দোষ-বিহীন লাঘব-সম্পন্ন বিচিত্র ও উত্তম শর-ক্ষেপণ করত ঘোর তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। তৎকালে, বাত্তসংঘাত-জনিত নিদারুণ নিস্বনের ন্যায় উভয়ের ভয়ঙ্কর প্রকম্প-জনক তুমুল শব্দ পৃথক্ পৃথক্ শ্রুত হইতে লাগিল এবং সেই রণমত্ত বীর-যুগলের নিনাদকে অন্তরীক্ষে শব্দায়মান জীমূত-যুগলের ধ্বনির ন্যায় বোধ হইল। বিজয় ও কীর্ত্তির নিমিত্ত যত্ন-পরায়ণ সেই দুই বলশালীর শরীর সুবর্ণপুঙ্খ নারাচ-নিচয়-দ্বারা ব্রণাঙ্কিত হওয়ায়, তাহা হইতে রুধিরধারা নির্গত হইতে লাগিল। উভয়ের রুক্মপুঙ্খ শরসকল উভয়ের গাত্রে প্রবেশ করত রুধিরদিগ্ধ হইয়া ধরণীগর্ভে প্রবেশ করিতে লাগিল। অন্য নিশাচরগণ নিশিত শস্ত্র-সমূহ-দ্বারা শূন্য-মার্গে তাহাদের শরসকলকে সহস্রশ ভগ্ন, ছিন্ন ও সংঘটিত করিতে আরম্ভ করিল। যেরূপ যজ্ঞভূমিতে প্রদীপ্ত অগ্নি-দ্বয়ের চতুষ্পার্শ্বে কুশ সকলের রাশি হইয়া থাকে, তদ্রূপ সেই উভয় বীরের ঘোরতর যুদ্ধে বাণ সকলের রাশি হইল। তৎকালে, সেই মহাবল-যুগলের দেহ ব্রণাঙ্কিত হওয়ায়, তাঁহাদিগকে বনমধ্যস্থিত পত্র-বিহীন ও পুষ্প-সমাচ্ছাদিত কিংশুক ও শাল্মলী তরুর ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

এইরূপে পরস্পর বিজয়াভিলাষী লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিৎ মুহু-র্মুহু ঘোরতর তুমুল সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। কখন লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে এবং কখন বা ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণকে আঘাত করিতেছিলেন বটে, কিন্তু কেহই পরিশ্রান্ত হয়েন নাই।

সেই মহাবীর্য্য তরস্বী বীর-যুগল শরীর-প্রবিষ্ট শর-সমূহে সমাচ্ছাদিত হইয়া পাদপদাম-সমাচ্ছাদিত পর্ব্বত-যুগলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের শর-সংবৃত রুধিরসিক্ত সর্ব্বগাত্র জ্বলন্ত হুতাশনের ন্যায় প্রকাশিত হইল। এইরূপ যুদ্ধে তাঁহাদের অনেক কাল অতিবাহিত হইল বটে, কিন্তু কেহই শ্রান্ত বা রণ-বিমুখ হইলেন না। ইত্যবসরে মহাত্মা বিভীষণ সমর-মধ্যে অপরাজিত লক্ষ্মণের রণ-শ্রম অপনোদন করিবার নিমিত্ত তদীয় প্রিয় ও হিতসাধন বাসনায় রণ-মধ্যে আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

একোননবতিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৮৯॥

রাবণ-ভ্রাতা বলশালী শূরবর বিভীষণ, প্রভিন্ন মাতঙ্গ-যুগলের ন্যায় পরস্পর বিজয়াভিলাষী সেই দুই নর-রাক্ষসকে পরস্পর সমরাসক্ত দর্শনে তাঁহাদিগের যুদ্ধ দর্শন করিবার নিমিত্ত উৎকৃষ্ট ধনু ধারণ করিয়া রণ-মধ্যে আগমন করত ভূতলে অবস্থিত হইয়াই ধনুর্বিস্ফারণ-সহকারে নিশাচরগণের প্রতি তীক্ষ্ণাগ্র সুমহৎ শর সকল সন্ধান করিতে লাগিলেন। যেরূপ বজ্র মহাগিরি সকলকে বিদারিত করে, তদ্রূপ, তদীয় শিখি-সদৃশ শর সকল সমাহিত-ভাবে পতিত হইয়া পিশিতাশনগণের দেহ সকলকে বিদীর্ণ করিতে লাগিল। বিভীষণের অনুচর রাক্ষসশ্রেষ্ঠগণও শূল অসি ও পট্টিশ-দ্বারা নিশাচরগণকে ছেদন করিতে লাগিল। তৎকালে, বিভীষণ সেই সচিব নিশাচরগণে পরি

বৃত হইয়া স্পর্দ্ধাবান্ কলভগণে পরিবেষ্টিত মহামাতঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

অনন্তর, কালজ্ঞ রাক্ষসশ্রেষ্ঠ বিভীষণ রাক্ষস-বধাভিলাষী বানরগণকে সম্বোধন করত সময়ানুরূপ এই কথা বলিলেন;—'হে হরীশ্বরগণ! এই একমাত্র ইন্দ্রজিৎই রাক্ষসেন্দ্রের একমাত্র অবলম্বন অবশিষ্ট আছে এবং যে সৈন্যগণকে দেখিতেছ, ইহাই রাবণের শেষ বল; অতএব তোমরা আর বিলম্ব করিতেছ কেন? এই পাপ রাক্ষস রণমধ্যে নিহত হইলে, রাবণ ভিন্ন আর সকলকেই নিহত করা হইল। মহাবল বীর্য্যবান্ দুর্দ্ধর্ষ বীরবর প্রহস্ত নিকুম্ভ কুম্ভ কুম্ভকর্ণ ধূম্রাক্ষ জম্বুমালী মহামালী তীক্ষ্নবেগ অশনিপ্রভ সুপ্তঘ্ন যজ্ঞকোপ বজ্রদংষ্ট্র সংহ্রাদ বিকট অরিঘ্ন তপন মন্দ প্রয়াস প্রঘস প্রজঙ্ঘ জঙ্ঘ অগ্নিকেতু রশ্মিকেতু বিদ্যুজ্জিহ্ব দ্বিজিহ্ব সূর্য্যশত্রু অকম্পন সুপার্শ্ব বক্রমালী কম্পন সত্ত্ববন্ত দেবান্তক ও নরান্তক-প্রভৃতি অতিবল রাক্ষস-সত্তমগণকে নিহত করত বাহু-দ্বারা সাগর পার হইয়াছ; সম্প্রতি সত্বর এই গোষ্পদ লঙ্ঘন কর। হে বানরগণ! বলদর্পিত অপর নিশাচরগণ নিহত হইয়াছে; তোমাদের জেতব্যের মধ্যে কেবল এই মাত্র অবশিষ্ট আছে। পিতৃস্থানীয় হইয়া পুত্র সদৃশ ইন্দ্রজিৎকে নিহত করা অকর্ত্তব্য হইলেও, আমি রামচন্দ্রের নিমিত্ত ঘৃণা পরিত্যাগ করিয়া ভ্রাতৃপুত্রকে বিনাশ করিব। হে কপিবরগণ! আমি ইহাকে বধ করিবার অভিলাষ করিতেছি; কিন্তু বাষ্পবারি নয়ন-যুগলকে অবরুদ্ধ করিতেছে; অতএব, মহাবাহু লক্ষ্মণ ইহাকে বধ করুন এবং তোমরা ইহার পার্শ্বচর ভৃত্যগণকে নিহত কর।'

যশস্বিবর রাক্ষস বিভীষণ-কর্ত্তৃক এইরূপে উৎসাহিত হইয়া বানরেন্দ্রগণ হৃষ্টান্তঃকরণে লাঙ্গুল সঞ্চালন করিতে লাগিল। অনন্তর, মেঘ-দর্শনে ময়ূরগণ যেরূপ শব্দ করে, সেই বানরশার্দ্দূলগণও তদনুরূপ সিংহনাদ ও বহুবিধ শব্দ করিতে লাগিল। ইত্যবসরে ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ স্বদলে পরিবৃত হইয়া অগ্রসর হইলেন এবং তদীয় সৈন্যগণ নখ দন্ত ও প্রস্তর বর্ষণ-দ্বারা রাক্ষসগণকে সন্তাড়িত করিতে আরম্ভ করিল। ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ রণ-মধ্যে নিশাচর-সেনাগণকে বিনাশ করিতেছেন দেখিয়া বিবিধায়ুধধারী রজনীচরগণ নির্ভয়ে জাম্ববান্‌কে ভর্ৎসনা করত তীক্ষ্ণাগ্র শর পরশু পট্টিশ যষ্টি ও তোমর সকল-দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিতে লাগিল। পূর্ব্বে দেবতা ও অসুরগণের যেরূপ সুমহৎ নাদ-সমন্বিত ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল, রোষ-পূর্ণ বানর ও রাক্ষসগণেরও সেইরূপ তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। মহামনা অজেয় হনুমান্‌ও পৃষ্ঠারূঢ় লক্ষ্মণকে বিশ্রামার্থ ভূমিতে অবতারিত করত ক্রোধভরে পর্ব্বত হইতে একটি শৃঙ্গ উৎপাটন করিয়া রাক্ষসগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন।

এদিকে পরবীর-নিসূদন বলশালী ইন্দ্রজিৎ পিতৃব্যের সহিত তুমুল যুদ্ধ করত লক্ষ্মণের অভিমুখে ধাবিত হইলে, পুনর্ব্বার সেই বীরবর নর-রাক্ষসের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই মহাবল তরস্বী বীর-যুগল শর-সমূহ বর্ষণ করত পরস্পরকে আঘাতিত এবং মুহুর্ম্মুহু বর্ষাকালীন চন্দ্র-সূর্য্যের ন্যায় অন্তর্হিত করিতে লাগিলেন; তৎকালে, তাঁহারা কোন্

সময়, আদান, সন্ধান, সব্যাসব্যে ধনুগ্রহণ, বাণ-ক্ষেপণ, সেই সকলের বিভাগ ও বিকর্ষণ এবং মুষ্টি সন্ধান করিতে লাগিলেন, তাহা কেহই লক্ষ্য করিতে পারিল না। এইরূপে অদৃশ্য থাকিয়া হস্ত-লাঘব প্রদর্শন করত যুদ্ধ করিতে থাকিলে, তাঁহাদের ধনুর্বেগ-বিমুক্ত বাণজালে নভোমণ্ডল ব্যাপ্ত হওয়ায়, তত্রত্য তেজঃশালি বস্তু সকল অপ্রকাশ হইয়া পড়িল। লক্ষ্মণ রাবণ-নন্দনকে এবং রাবণি লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিয়া বাণ-ক্ষেপণ করিতে থাকিলে, তাঁহাদের সেই যুদ্ধে বানর-রাক্ষস-বধরূপ নিদারুণ অব্যবস্থা ঘটিয়া উঠিল। তাঁহারা উভয়ে বেগ-সহকারে যে, শাণিত বাণ-ক্ষেপণ করিতেছিলেন, তদ্দ্বারা আকাশ নিরন্তর ও ঘোর অন্ধকারে আবৃত হইল। তাঁহাদের উভয়ের পতিত শাণিত শরশত-দ্বারা দিক্ ও বিদিক্ সকল শর-সমাকুল হইল। ইত্যবসরে দিবাকর অস্ত হইলে, সেই শর-সংবৃত দিক্ সকল আরও ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হওয়ায়, রণভূমিতে প্রবাহিত শত শত শোণিত-বাহিনী নদীর তীরে ক্রব্যাদগণ দারুণস্বরে ভয়ঙ্কর রব করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে, বায়ু প্রবাহিত অথবা হুতাশন প্রজ্বলিত হইলেন না। তদ্দর্শনে মহর্ষিগণ এবং চারণগণের সহিত সিদ্ধগণও 'লোক সকলের মঙ্গল হউক' এই কথা বলিতে বলিতে সেই স্থানে আগমন করিলেন।

অনন্তর, সুমিত্রানন্দন চারিটি শর দ্বারা রাক্ষস-সিংহ ইন্দ্রজিতের কণক-ভূষিত কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব-চতুষ্টয়কে বিদ্ধ করত হস্ত লাঘব-সহকারে তল-শব্দ দ্বারা অনুনাদিত ও দেবেন্দ্রের

অশনি-সদৃশ একটি সম্পূর্ণায়তনমুক্ত শোভন-পত্র-সমন্বিত তেজো-বিশিষ্ট পীতবর্ণ শাণিত ভল্ল-দ্বারা রণ-মধ্যে বিচরণ-কারী সারথির সুশোভিত মস্তক দেহ হইতে পৃথক্ করিয়া ফেলিলেন। সারথি নিহত হইলে, মন্দোদরী-নন্দন স্বয়ং সারথ্য এবং ধনুঃ-সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তৎকালে, যাহারা তাঁহার সেই সারথ্য কর্ম্ম দর্শন করিল, তাহাদিগ-কেই অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইল। সেই সময় লক্ষ্মণ, তিনি অশ্ব-সঞ্চালনে ব্যগ্রহস্ত হইলে তাঁহাকে এবং ধনুর্ধারণ করত সমরাসক্ত হইলে, তদীয় অশ্বগণকে শাণিত বাণ-নিচয় দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। শীঘ্রকারিগণের অগ্রগণ্য সুমিত্রানন্দন এইরূপে ছিদ্রানুসন্ধান করত রণ-মধ্যে নির্ভীকচিত্তে বিচরণকারী ইন্দ্রজিৎকে পরিপীড়িত করিতে লাগিলেন। সারথি নিহত হওয়ায় এবং স্বয়ংও এইরূপে শরপীড়িত হইয়া রাবণ-নন্দন বিষণ্ণ হইলেন এবং তাঁহার রণহর্ষ অন্তর্হিত হইল। বানর-যূথপতিগণ সেই নিশাচরকে বিষণ্ণ-বদন দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া লক্ষ্মণের ভূয়সী প্রশংসা করিল। অনন্তর, প্রমাথী, রভস, শরভ, ও গন্ধমাদন এই মহাবীর্য্য ভীম-বিক্রম হরীশ্বর-চতুষ্টয় ক্রোধভরে ও বেগ-সহকারে ইন্দ্রজিতের উৎকৃষ্ট অশ্ব-চতুষ্টয়ের উপর পতিত হইলে, সেই পর্ব্বত-সদৃশ বানরেন্দ্র-গণের অধিষ্ঠান-বশত তুরঙ্গগণের মুখ হইতে রুধিরধারা নির্গত হইতে লাগিল এবং তাহারাও মথিত ভগ্নদেহ ও বিগত-জীবিত হইয়া ধরণী-পৃষ্ঠে পতিত হইল। হরীশ্বর-গণও হয়-চতুষ্টয়কে নিহত এবং রথকে প্রমথিত করত

পুনর্ব্বার উৎপতিত হইয়া লক্ষ্মণের পার্শ্বে গমন করিল। অনন্তর, ইন্দ্রজিৎ হতাশ্ব ও সারথি-বিহীন রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া শরবর্ষণ করিতে করিতে সুমিত্রানন্দনের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তদ্দর্শনে মহেন্দ্র-প্রতিম লক্ষ্মণ সেই সুশাণিত শর-সমূহ-সন্ধানকারী হতাশ্ব পাদচারী ইন্দ্রজিৎকে বাণ-সমূহ-দ্বারা বারম্বার বিদারিত করিতে লাগিলেন।

নবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯০ ॥

অশ্ব চতুষ্টয় নিহত হইলে, ভূমিতে বিচরণ করিতে হওয়ায়, নিশাচর ইন্দ্রজিৎ নিরতিশয় ক্রুদ্ধ ও তেজে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। গজশ্রেষ্ঠ-যুগলের ন্যায় সেই দুই ধানুষ্কপ্রবর বিজয়াভিলাষী হইয়া পরস্পরকে শরাঘাত করিতে লাগিলেন। বানর এবং নিশাচরগণও স্ব স্ব স্বামীকে পরিত্যাগ না করিয়া তাঁহাদিগের নিকটে অবস্থান করত পরস্পরকে নিহত করিতে আরম্ভ করিল।

অনন্তর, রাবণ-নন্দন হর্ষ-সহকারে রাক্ষসগণকে হর্ষিত ও পরিসান্ত্বিত করত কহিলেন ;— ' হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠগণ ! দিক্ সকল ঘোরতর অন্ধকারে সমাচ্ছাদিত হওয়ায়, এই রণভূমিতে স্ব-পর কিছুই জানা যাইতেছে না ; অতএব বানরগণকে সম্মোহিত করিবার নিমিত্ত তোমরা নির্ভয়ে যুদ্ধ কর, ইত্যবসরে আমিও রথারূঢ় হইয়া আসি। তোমরা বানরগণের সহিত এরূপ যুদ্ধ করিবে যে, আমার নগর-প্রবেশকালীন ইহারা যেন যুদ্ধ-দ্বারা মদীয় গতিরোধ করিতে না

পারে।' অরিন্দম সমর-বিজয়ী মহাতেজস্বী মন্দোদরী-নন্দন ইন্দ্রজিৎ এই কথা বলিয়াই বানরগণকে বঞ্চনা করিয়া রথের নিমিত্ত পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন ও অশ্বশাস্ত্রজ্ঞ সুশিক্ষিত সারথি-কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত, উত্তম অশ্বগণ কর্ত্তৃক সঞ্চালিত এবং প্রাসাসি-সমন্বিত হেম-ভূষিত রুচির রথে আরোহণ করত প্রধান রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া যেন কাল-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই সত্বর নগর হইতে নির্গত হইলেন। রাবণ-নন্দন এইরূপে তেজঃ-সহকারে নগর হইতে নির্গত হইয়া যে স্থানে বিভীষণ ও লক্ষ্মণ অবস্থান করিতেছিলেন, তদভিমুখে গমন করিলেন। তখন, সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ, রাক্ষস বিভীষণ এবং মহাবীর্য্য বানরগণ তাঁহাকে রথারূঢ় দর্শনে তদীয় কার্য্য-লাঘবের বিষয় চিন্তা করিয়া নিরতিশয় বিস্মিত হইলেন।

রাবণ-নন্দন নির্গত হইয়াই ক্রোধভরে শর-সমূহ-দ্বারা শত-সহস্র বানরকে নিপাতিত করিলেন। সেই সমর-বিজয়ী বীর রোষে পরম লাঘব অবলম্বন করিয়া স্বীয় ধনু মণ্ডলাকারে ভ্রামিত করত বানরগণকে বধ করিতে থাকিলে, যেরূপ প্রজাগণ প্রজাপতির শরণাগত হয়, তদ্রূপ ভীম-বিক্রম নারাচ-নিচয়-দ্বারা বধ্যমান সেই বানরগণও সুমিত্রা-নন্দনের শরণাগত হইল। তদ্দর্শনে রঘুনন্দন রণ রোষে প্রজ্বলিত হইয়া হস্ত-লাঘব প্রদর্শন করত তদীয় ধনু ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর, ইন্দ্রজিৎ সত্বর অন্য ধনু গ্রহণ করত জ্যারোপণ করিবার পূর্ব্বেই, লক্ষ্মণ তিন বাণে তাহাও ছেদন করিলেন। এইরূপে রাবণ-নন্দনের ধনু

ছিন্ন হওয়ায়, সুমিত্রানন্দন আশীবিষ সদৃশ পাঁচটি শর-দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলে, তদীয় সুমহৎ কার্ম্মুক হইতে বিনির্গত বাণ-সকল নিশাচরের দেহ-মধ্যে প্রবেশ করত রুধিরদিগ্ধ হইয়া লোহিতবর্ণ ভুজঙ্গমগণের ন্যায় ধরণীপৃষ্ঠে নিপতিত হইল। তখন, ছিন্নধন্বা রাবণ-নন্দন মুখে শোণিত বমন করিতে করিতে, সুদৃঢ় জ্যা-সমন্বিত অন্য একটি বলবত্তর ধনু গ্রহণ করত, যেরূপ দেবরাজ বারিবর্ষণ করেন, তদ্রূপ লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিয়া লাঘব-সহকারে শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। পরন্তু, মহাতেজস্বী অরিন্দম রঘুনন্দন লক্ষ্মণ অসম্ভ্রান্তচিত্তে ইন্দ্রজিদ্বিমুক্ত সেই দুরাসদ শরবর্ষণ নিবারণ করত, রাবণ-নন্দনকে স্বীয় পরাক্রম প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তৎকালে, তাঁহার সেই কার্য্যকে অদ্ভুতের ন্যায় বোধ হইল। সেই সময়ে সুমিত্রানন্দন শীঘ্রাস্ত্রতা প্রদর্শন করত ক্রোধভরে প্রত্যেক রাক্ষসকে তিন তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া অসংখ্য শর-দ্বারা রাক্ষসেন্দ্র-নন্দনকে সন্তাড়িত করিলেন। রাবণ-নন্দনও সেই বলবান্ শত্রুঘাতী শত্রু-কর্ত্তৃক অতিবিদ্ধ হইয়া লক্ষ্মণের প্রতি অবিরত বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। পরন্তু, পরবীর-নিসূদন ধর্ম্মাত্মা রঘূত্তম লক্ষ্মণ সেই সমস্ত তাঁহার নিকট আসিতে না আসিতেই, শাণিত, বাণ-দ্বারা ছেদন করত আনতপর্ব্ব ভল্ল-দ্বারা রণ-মধ্যে তদীয় সারথির মস্তক হরণ করিলেন। তৎকালে, ইন্দ্রজিতের অশ্ব সকল সারথি-বিহীন হইয়াও বিহ্বল না হইয়া এরূপ মণ্ডলাকার গতিতে বিচরণ করিতে লাগিল যে, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল। তদ্দর্শনে দৃঢ়-

বিক্রম সুমিত্রানন্দন ক্রোধ-বশীভূত হইয়া সকলকে সন্ত্রাসিত করত তদীয় অশ্বগণকে শর বিদ্ধ করিলেন। পরন্তু, বলশালী রাবণ-নন্দন তাঁহার সেই কর্ম্ম সহ্য করিতে না পারিয়া, দশ বাণে রোমহর্ষণ সুমিত্রানন্দনকে বিদ্ধ করিলে, সেই সর্পবিষ-সদৃশ বজ্র প্রতিম শর-সকল তদীয় কাঞ্চনপ্রভ কবচে পতিত হইয়াই লয় প্রাপ্ত হইল। তখন, রাবণ-নন্দন তাঁহার কবচকে অভেদ্য বোধ করিয়া শীঘ্রাস্ত্রতা প্রদর্শন করত ক্রোধভরে তিনটি সুপুঙ্খ শর-দ্বারা তদীয় ললাটদেশ বিদ্ধ করিলেন। সেই শর সকল সমরশ্লাঘী রঘুনন্দনের ললাটদেশে পতিত হওয়ায়, তিনি রণ-মধ্যে ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

রাক্ষস ইন্দ্রজিৎ কর্ত্তৃক রণ মধ্যে এইরূপে আঘাতিত হইয়া লক্ষ্মণ সত্বর পাঁচটি শর আকর্ষণ করত ইন্দ্রজিতের কুণ্ডল শোভিত বদন বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে ভীম বিক্রম সুমহৎ শরাসনশালী বীরবর লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিৎ পরস্পরকে শর-দ্বারা আঘাতিত করিতে লাগিলেন। তৎকালে, সেই বীর যুগলের দেহ রুধিরাদিগ্ধ হওয়ায়, উভয়েই পুষ্পিত কিংশুক-বৃক্ষ-যুগলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়েই বিজয়াভিলাষী হইয়া ধনুঃকৌশল প্রদর্শন করত ঘোররূপ বাণ-নিচয়-দ্বারা পরস্পরের সর্ব্বগাত্রে আঘাত করত ব্যথিত করিলেন। তদনন্তর, রাবণ নন্দন রোষপূর্ণ হইয়া তিনটি তীক্ষ্ণাগ্র বাণ-দ্বারা রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণের সুশোভিত বদনমণ্ডল বিদ্ধ করত বানর-যূথপতিগণকে একে একে বিদ্ধ করিলেন। তখন, মহাতেজস্বী বিভীষণ নিরতি-

শয় ক্রুদ্ধ হইয়া গদাঘাতে দুরাত্মা ইন্দ্রজিতের অশ্ব-চতুষ্টয়কে নিপাতিত করিলে, রাবণ-নন্দন হতাশ্ব ও সারথি-বিহীন রথ হইতে অবপ্লুত হইয়া একটী শক্তি গ্রহণ করত পিতৃব্যের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। পরন্তু, সুমিত্রানন্দবর্দ্ধন লক্ষ্মণ সেই শক্তিকে আপতিত হইতে দেখিয়াই শাণিত বাণ-দ্বারা দশভাগে ছেদন করত ভূতলে পাতিত করিলেন। ধানুষ্কবর বিভীষণও সেই অশ্ব-বিহীন বীরের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া বজ্রের ন্যায় দারুণস্পর্শ পাঁচটি বাণ ক্ষেপণ করিলেন। সেই লক্ষ্যভেদী সুবর্ণপুঙ্খ শর-সকল তদীয় দেহ ভেদ করত রক্তবর্ণ মহোরগগণের ন্যায় লোহিতবর্ণ হইল। তখন, ইন্দ্রজিৎ পিতৃব্যের উপর নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া যমদত্ত মহাবল উত্তম শর গ্রহণ করিলেন। ভীম-পরাক্রম মহাতেজস্বী লক্ষ্মণও ইন্দ্রজিৎ-কর্ত্তৃক সন্ধিত সেই সুমহৎ শর দর্শন করিয়া, অমিত-মাহাত্ম্য কুবের-কর্ত্তৃক স্বপ্নে প্রদত্ত এবং ইন্দ্রাদি সুরাসুরগণেরও দুর্বিসহ ও দুর্জ্জয় একটি শর গ্রহণ করিলেন। তৎকালে, তাঁহাদের পরিঘ-সদৃশ বাহু যুগল-দ্বারা সবলে আকৃষ্ট শরাসন-যুগল ক্রৌঞ্চ-যুগলের ন্যায় শব্দ করিতে লাগিল। সেই বীর যুগল-কর্ত্তৃক উৎকৃষ্ট ধনুতে যোজিত সেই উত্তম তেজঃ-প্রদীপ্ত শর-যুগল আকৃষ্ট হইয়া আকাশকেও উদ্ভাসিত করিল। অনন্তর, তাঁহারা শর ক্ষেপণ করিলে, সেই শর-যুগলের অগ্রভাগ তেজে পরস্পর সমাহত হইল। তখন, সেই ঘোররূপ শর-যুগলের ঘর্ষণ-বশতঃ, তাহা হইতে স্ফুলিঙ্গ ও ধূম-সমন্বিত নিদারুণ অগ্নি সমুত্থিত হইল এবং পরস্পর সমাহত মহা-

গ্রহ সদৃশ সেই শর-যুগল রণ-মধ্যে শতধা বিদীর্ণ হইয়া ভূতলে পতিত হইল। শর-যুগল রণ-মধ্যে প্রতিহত হইল দেখিয়া লক্ষ্মণ এবং ইন্দ্রজিৎ উভয়েই লজ্জিত ও রুষ্ট হইলেন।

অনন্তর, সুমিত্রানন্দন ক্রোধভরে বারুণাস্ত্র গ্রহণ করিলেন; তদ্দর্শনে সমর-প্রিয় মহেন্দ্র-বিজেতা ইন্দ্রজিৎও রৌদ্র অস্ত্র ক্ষেপণ করত, তদ্দ্বারা সেই পরমাদ্ভুত বারুণাস্ত্রকে উপশান্ত করিলেন। তখন, সমর-বিজয়ী মহাতেজস্বী ইন্দ্রজিৎ যেন, লোক সকলকে নাশ করিবার নিমিত্তই, আগ্নেয় অস্ত্র গ্রহণ করিলেন; পরন্তু, বীর লক্ষ্মণ সৌর অস্ত্র-দ্বারা তাহা নিবারণ করিয়া ফেলিলেন। অস্ত্র নিবারিত হইল দেখিয়া, রাবণ-নন্দন নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং একটি শত্রু বিদারণ শাণিত আসুরিক শর গ্রহণ করিলেন। তিনি সেই শর গ্রহণ করিবামাত্রই তদীয় চাপ হইতে প্রভা-বিশিষ্ট কূট-মুদ্গার, শূল, ভুশুণ্ডী গদা, খড়্গ ও পরশু সকল নির্গত হইতে লাগিল। দ্যুতিমান্ লক্ষ্মণ রণমধ্যে সর্ব্বশস্ত্র বিদারণ এবং সর্ব্বভূতের অবার্য্য সেই সুদারুণ ঘোররূপ অস্ত্র দর্শন করিয়া, মাহেশ্বর অস্ত্র-দ্বারা তাহা নিবারণ করিলেন। এইরূপে তাঁহাদের অদ্ভুত লোম হর্ষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল।

সেই সময় বানর ও রাক্ষসগণের ভৈরবরব-সমাকুল যুদ্ধ দর্শন করিবার নিমিত্ত সমাগত অসংখ্য বিস্মিত ভূতগণে নভোমণ্ডল আবৃত হইল এবং সেই গগনস্থিত ভূতগণ লক্ষ্মণের চতুর্দ্দিকে সমবেত হইলেন। গরুড় পিতৃলোক সকল

এবং ঋষি দেব গন্ধর্ব্ব ও উরগগণ দেবরাজকে অগ্রে করিয়া রণ-মধ্যে লক্ষ্মণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর, বীরবর রাঘবানুজ দেবগণ-কর্ত্তৃক প্রপূজিত, রাক্ষসগণের ভয়াবহ, আশীবিষ-সদৃশ, রাবণ-নন্দন-বিদারণ, শোভনপত্র-সমন্বিত, আনুপূর্ব্বিক তনুত্বগুণ-বিশিষ্ট, উত্তম্ পর্ব্বসংযোজিত, সুবর্ণভূষিত, অস্ত্রান্তর-দ্বারা অনিবার্য্য এবং শরীরান্তকারী অগ্নি-স্পর্শ সুসংস্থিত দুর্ব্বিসহ অন্য একটি উত্তম শর গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্বকালে দেবাসুর-সমরে নিগ্রহানুগ্রহ-সমর্থ বীর্য্যবান্ মহাতেজস্বী হরিবাহণ বাসব যদ্দ্বারা দানব-দলকে বিদলিত করিয়াছিলেন, সংগ্রাম-মধ্যে অপরাজিত লক্ষ্মীবান্ নরশ্রেষ্ঠ সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ স্বীয় ধনুঃশ্রেষ্ঠে সেই অমিত্র-বিদারণ শরশ্রেষ্ঠকে সন্ধান করত আপনার অর্থ-সাধক এই কথা বলিলেন;— 'দাশরথি রাম যদি ধার্ম্মিক এবং সত্যবাদী হয়েন এবং তাঁহার পৌরুষ যদি প্রতিযোগি-বিরহিত হয়, তাহা হইলে তুমি এই রাবণ-নন্দনকে বিনাশ কর।' পরবীর-নিসূদন বীর লক্ষ্মণ এই কথা বলিয়াই সেই অজিহ্মগামী ঐন্দ্র অস্ত্রকে রণ-মধ্যে ইন্দ্রজিতের প্রতি ক্ষেপণ করত তদ্দ্বারা কুণ্ডল-যুগল-দ্বারা জাজ্বল্যমান্ ও শিরস্ত্রাণ-শোভিত তদীয় শোভা-সমন্বিত মস্তককে প্রমথিত ও শরীর হইতে পৃথক্ করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন। তৎকালে, রাক্ষস-রাজ-নন্দনের সেই ভিন্ন-স্কন্ধ ও রুধির-সমুক্ষিত সুমহৎ মস্তক ভূতলে পতিত হইয়া তেজঃ-প্রদীপ্তের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। এইরূপে কবচ শিরঃস্ত্রাণ ও শরাসন-সমন্বিত রাবণ-নন্দন নিহত হইয়া ধরণীতলে পতিত হইল।

যেরূপ দেবগণ বৃত্র-বধে আনন্দিত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ সেই ইন্দ্রজিৎ নিহত হইলে, বিভীষণ-প্রমুখ বানরগণ আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল এবং অন্তরীক্ষে মহাত্মা দেব দানব গন্ধর্ব্ব মহর্ষি ও অপ্সরোগণের জয় শব্দ সমুত্থিত হইল।

এইরূপে রাবণ-নন্দন নিহত হইলে, মহতী রাক্ষস-বাহিনী বিজয়ী বানরবৃন্দগণ-কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা বানরগণ-কর্ত্তৃক তাড়িত হওয়ায়, কিঙ্কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া শস্ত্র পরিত্যাগ করত বেগে লঙ্কার অভিমুখে ধাবিত হইল। অসংখ্য নিশাচর ভয়ে পট্টিশ ও পরশু-প্রভৃতি স্ব স্ব প্রহরণ পরিত্যাগ করত যাহার যে দিকে অভিলাষ হইল, সে সেই দিকেই পলায়ন করিতে লাগিল। বানরগণ-কর্ত্তৃক অর্দ্দিত হইয়া তাহাদের মধ্যে কেহ লঙ্কা-মধ্যে প্রবেশ করিল, কেহ সাগর-জলে পতিত হইল এবং কেহ বা ভয়ে পর্ব্বতোপরি আশ্রয় গ্রহণ করিল। বলিতে কি, তৎকালে ইন্দ্রজিৎকে হত এবং রণ-ভূমিতে শয়ান দেখিয়া, সহস্র সহস্র রাক্ষসের মধ্যে কেহ রণ-ভূমির দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপও করিল না। যেরূপ আদিত্য অস্তগত হইলে, তদীয় রশ্মি সকলও তাঁহার অনুগামী হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রজিৎ নিহত হইলে, নিশাচরগণও দিগন্তে লুক্কায়িত হইল। তৎকালে, ঐন্দ্রাস্ত্র-দ্বারা বিগত-জীবিত সেই মহাবাহু ইন্দ্রজিৎকে নির্ব্বাণ হুতাশন এবং প্রশান্তরশ্মি দিবাকরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। সেই পাপকর্ম্মা অরাতি রাক্ষসেন্দ্র-নন্দন নিহত হওয়ায়, লোক সকল সুস্থ ও হর্ষিত হইল এবং মহর্ষিগণের সহিত দেবরাজও পরমা প্রীতি লাভ

করিলেন। নভোমণ্ডলে সদাশয় দেব গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরো-গণের দুন্দুভি-ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল এবং তাঁহারা নৃত্য-সহকারে পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই ক্রূরকর্ম্মা নিশা-চর নিহত হইলে, দেবতা ও দানবগণ হৃষ্ট এবং নভোমণ্ডল ও জল সকল প্রশান্ত এবং প্রসন্ন হইল। সেই সর্ব্বলোক-ভয়াবহ বীর পতিত হইলে, দেব দানব ও গন্ধর্ব্বগণ সেই স্থানে সমাগত হইয়া কহিলেন;—'নিরপরাধ ব্রাহ্মণগণ সম্প্রতি বিজ্বর হইয়া, বিচরণ করুন।'

অনন্তর, বানরযূথপতিগণ সেই অপ্রতিবল রাক্ষসপুঙ্গবকে নিহত দেখিয়া, হৃষ্টান্তঃকরণে লক্ষ্মণকে অভিনন্দিত করিল। বিভীষণ হনুমান্ এবং ঋক্ষ-যূথপতি জাম্ববান্ জয় শব্দ-দ্বারা লক্ষ্মণকে অভিনন্দিত করত তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করি-লেন। লব্ধ-লক্ষ প্লবঙ্গমগণ ক্ষ্বেড়িত সিংহনাদ ও গর্জ্জন-সহকারে রঘুনন্দনের চতুর্দ্দিকে সমবেত হইয়া লাঙ্গুল সঞ্চালন ও আস্ফোটন্ করত 'লক্ষ্মণ চির-বিজয়ী হউন' এইরূপ বাক্য শ্রবণ করাইতে লাগিল। তাহারা হৃষ্টান্তঃ-করণে পরস্পরকে আলিঙ্গন করত রঘুনন্দন-বিষয়ক বহুবিধ সংকথার আলাপ করিতে লাগিল। লক্ষ্মণের প্রিয়-সুহৃৎ দেবগণ রণস্থলে লক্ষ্মণের দুষ্কর কর্ম্ম এবং ইন্দ্র-শত্রুকে নিহত দেখিয়া, নিরতিশয় হৃষ্ট হইলেন এবং তাঁহাদের মন আনন্দে প্রফুল্ল হইল।

একনবতিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৯১॥

যিনি পূর্ব্বে দেবরাজকেও পরাজিত করিয়াছিলেন, রুধির-পরিপ্লুতদেহ শুভ-লক্ষণ লক্ষ্মণ সেই ইন্দ্রজিৎকে বধ করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। অনন্তর, সেই বীর্য্যবান্ মহা-তেজস্বী সুমিত্রানন্দন বিভীষণ এবং হনুমান্কে আলিঙ্গন করত জাম্ববান্ ও অন্যান্য বানরগণের সহিত, যথায় রাম-চন্দ্র এবং সুগ্রীব অবস্থান করিতেছিলেন, সেই স্থানে আ-গমন করিলেন। লক্ষ্মণ তথায় উপস্থিত হুইয়া রামচন্দ্রকে প্রদক্ষিণ ও অভিবাদন করত, উপেন্দ্র যেরূপ ইন্দ্রের সমী-পস্থ হয়েন, তদ্রূপ ভ্রাতার সমীপে গমন করিলেন। বীর বিভীষণ যেন, ইন্দ্রজিতের ঘোরতর বধ-বার্ত্তা ঘোষণা করিতে করিতে আগমন করিয়া মহাত্মা রঘুনন্দনের নিকট তাহা নিবেদন করিলেন। বিভীষণ হৃষ্টান্তঃকরণে রাম-চন্দ্রের সমীপস্থ হইয়া কহিলেন;—‘ মহাবল লক্ষ্মণ-কর্ত্তৃক রাবণ-নন্দন ইন্দ্রজিতের মস্তক ছিন্ন হইয়াছে।’

লক্ষ্মণ-কর্ত্তৃক ইন্দ্রজিতের বধ-বিষয়ক শুভসম্বাদ শ্রবণে রামচন্দ্র অতুল আনন্দ লাভ করত কহিলেন; —‘ সাধু লক্ষ্মণ! তোমার দুষ্কর কর্ম্ম দর্শনে আমি পরম পরিতুষ্ট হইলাম; কারণ, যখন রাবণ-নন্দন নিহত হইয়াছে, তখন আমাদের যে, জয় হইবে, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।’ বীর্য্যবান্ রাম এই কথা বলিয়াই কীর্ত্তিবর্দ্ধন ভ্রাতা লক্ষ্মণের মস্তক আঘ্রাণ করত, তিনি লজ্জিত হইলেও, স্নেহ-বশত বল-পূর্ব্বক তাঁহাকে স্বীয় ক্রোড়ে উপবেশন করাইয়া গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিলেন এবং বারম্বার সস্নেহ অবলোকন করত দেখিলেন;— তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ব্রণাঙ্কিত

ও শল্য-দ্বারা পীড়িত হইয়াছে এবং ঘননিশ্বাস বহিতেছে। পুরুষ-পুঙ্গব রাম লক্ষ্মণকে দুঃখ-সন্তপ্ত ও নিশ্বাস-পীড়িত দেখিয়া সত্বর পুনর্ব্বার তদীয় মস্তক আঘ্রাণ করত আশ্বাসিত করিবার নিমিত্ত কহিলেন ;— 'তুমি অন্যের দুঃসাধ্য পরম কল্যাণকর কার্য্য-সম্পাদন করিয়াছ ; কারণ, রাবণ-নন্দন নিহত হওয়ায়, রাবণকেও নিহত বলিয়া বোধ হইতেছে। হে বীর ! সেই দুরাত্মা নিহত হওয়ায়, অদ্য আমি আপনাকে বিজয়ী বলিয়া বোধ করিতেছি। লক্ষ্মণ ! ইন্দ্রজিৎই রাবণের একমাত্র অবলম্বন হইয়াছিল, কিন্তু অদ্য তুমি ভাগ্য-বশত তাহাকে রণ-মধ্যে নিহত করিয়া নৃশংস রাক্ষস-রাজের দক্ষিণ বাহুকে ছেদন করিয়াছ। যখন, তিন অহোরাত্রে সেই বীর কোনরূপে নিপাতিত হইয়াছে, তখন বিভীষণ এবং হনুমান্ যে, রণ-মধ্যে সুমহৎ কর্ম্ম করিয়াছে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অদ্য, তোমরা আমাকে শত্রু-বিহীন করিলে ; কারণ, পুত্রের নিধন-সম্বাদ শ্রবণ করিয়া রাক্ষসরাজ সুমহৎ বলে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধার্থ নির্গত হইবে। পুত্রবধ-সন্তপ্ত দুর্জ্জয় রাক্ষস-রাজ নির্গত হইলে, আমি মহতী বানর বাহিনীতে পরিবৃত হইয়া তাহাকে বিনাশ করিব। হে ইন্দ্রজিদ্বিজয়িন্ লক্ষ্মণ ! রণ-মধ্যে তুমি আমার সহায় থাকিলে, সীতা অথবা বসুমতী এ উভয়ের কিছুই আমার দুর্লভ হইবে না।' রঘুনন্দন এইরূপে আলিঙ্গন ও আশ্বাসিত করত সুষেণকে কহিলেন ;— মহাপ্রাজ্ঞ মিত্র-বৎসল সুমিত্রানন্দন যাহাতে সত্বর বিশল্য ও স্বস্থ হয়েন, এইরূপ ঔষধাদি প্রদান কর। হে বীর ! বিভীষণ

এবং লক্ষ্মণকে সত্বর বিশল্য করত, এই শূর ক্রমযোধী ঋক্ষ ও বানর-সৈন্যগণের মধ্যে যাহারা ব্রণাঙ্কিত ও শল্য পীড়িত হইয়াছে, তাহাদিগকেও যত্ন-সহকারে সত্বর সুস্থ কর।'

রঘুনন্দন-কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া মহাত্মা বানর-যূথ-পতি সুষেণ লক্ষ্মণের নাসিকায় পরমৌষধ প্রদান করিলে, সেই ঔষধের আঘ্রাণমাত্রেই লক্ষ্মণ বিশল্য ও বেদনা-বিহীন হইলেন এবং তাঁহার ব্রণ-সকলও বিরূঢ় হইল। অনন্তর, সুষেণ রাঘবের আদেশ অনুসারে বিভীষণ প্রমুখ সুহৃদ্বর্গ এবং অপর বানর-যূথপতিগণের চিকিৎসা করিলেন। এই-রূপ সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ক্ষণকাল-মধ্যে প্রকৃতিস্থ বিশল্য গতক্লম এবং বিজ্বর হইয়া আনন্দিত হইলেন। সুমিত্রা-নন্দনকে রোগ-বিহীন এবং উত্থিত হইতে দেখিয়া রঘুনন্দন রাম, বানর-রাজ সুগ্রীব, রাক্ষসপতি বিভীষণ এবং বীর্য্যবান্ ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ স্ব স্ব সৈন্যের সহিত পরম প্রীতি লাভ করিলেন। মহাত্মা দাশরথি রাম লক্ষ্মণের সেই দুষ্কর-কর্ম্মের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন এবং ইন্দ্রজিৎ নিহত হওয়ায়, বানরেন্দ্র সুগ্রীবও প্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন।

দ্বিনবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯২ ॥

রাক্ষসেন্দ্রের সুপার্শ্ব-প্রভৃতি অবশিষ্ট সচিবগণ ইন্দ্রজিতের নিধন-বার্ত্তা শ্রবণ এবং তদনন্তর রণভূমিতে তদীয় শর দর্শন করত পুত্রবধ-বৃত্তান্তের অনভিজ্ঞ দশগ্রীবের সমীপে গমন করিয়া কহিল;—'মহারাজ! আমরা দেখিলাম, লক্ষ্মণ বিভীষণের সাহায্যে রণ-মধ্যে আপনার সেই তেজস্বী

আত্মজ ইন্দ্রজিৎকে বিনাশ করিয়াছে। রাজন্! যে বীর রণ-মধ্যে কখনই কোন বীর-কর্ত্তৃক পরাজিত হয়েন নাই, আপনার সেই শূরবর সুরেন্দ্র-বিজেতা পুত্র লক্ষ্মণকে শর-সমূহ-দ্বারা পরিতৃপ্ত করত তৎকর্ত্তৃক নিহত হইয়া, বীর-লভ্য লোকে গমন করিয়াছেন।'

রাক্ষস-পুঙ্গব রাজা দশানন পুত্র ইন্দ্রজিতের রণ-মধ্যে সেই ঘোরতর ভয়ঙ্কর নিদারুণ নিধন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, এককালে মূর্চ্ছিত হইলেন। অনন্তর, বহু-বিলম্বে সংজ্ঞা লাভ করত পুত্র-শোকে আকুল ও বিকলেন্দ্রিয় হইয়া দীন-ভাবে বিলাপ করত কহিলেন;—'হা বৎস! হা রাক্ষস-সেনাপতে! হা মহাবল! তুমি দেবেন্দ্রকেও পরাজিত করত সম্প্রতি, কি প্রকারে লক্ষ্মণের বশীভূত হইলে!! হা বীর! লক্ষ্মণের কথা দূরে থাকুক, তুমি ক্রুদ্ধ হইলে, শর-সমূহ-দ্বারা কালান্তক-যুগল অথবা মন্দরগিরির শৃঙ্গ সকলকেও ভেদ করিতে পারিতে। হা মহাবাহো! যৎকর্ত্তৃক তুমি কালধর্ম্মে সংযোজিত হইয়াছ, অদ্য আমি সেই বৈবস্বতরাজকে পুনর্ব্বার শ্লাঘনীয় বোধ করিতেছি। তুমি যে পথের পথিক হইয়াছ, যোদ্ধৃবর্গ এবং অমরগণও এই পথের অভিলাষী হইয়া থাকেন; কারণ, যে পুরুষ স্বামীর নিমিত্ত প্রাণ পরিত্যাগ করে, সে নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। হায়! অদ্য ইন্দ্রজিৎকে নিহত দেখিয়া দেবতা, মহর্ষি এবং লোক-পালগণ ভয়-বিহীন হইয়া সুখে নিদ্রা যাইবে। হায়! ইন্দ্রজিৎ না থাকায়, অদ্য এই কানন-সমন্বিতা বসুমতী অথবা ত্রৈলোক্যকেও শূন্য বলিয়া বোধ হইতেছে। যেরূপ

করেণুগণ গিরিগহ্বরে ক্রন্দন করে, তদ্রূপ অদ্য অন্তঃপুরে রাক্ষস-রমণীগণের রোদনধ্বনি শ্রবণ করিতে হইবে। হা শত্রুতাপন! তুমি যৌবরাজ্য, লঙ্কা, রাক্ষসকুল, পিতা, মাতা এবং ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করত কোথায় গমন করিয়াছ!! হা বীর! কোথায় আমি পরলোকগত হইলে, তুমি আমার প্রেতকার্য্য করিবে, না তদ্বিপরীতে আমাকেই তোমার প্রেতকার্য্য করিতে হইল!! হা পুত্র! সুগ্রীব রাম এবং লক্ষ্মণ জীবিত থাকিতে তুমি আমার শল্য উদ্ধার না করিয়াই কোথায় গমন করিলে!!”

এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে রাক্ষস-রাজ রাবণের পুত্র-বধ-জনিত সুমহৎ ক্রোধের উদয় হইল। যেরূপ নিদাঘকালে রশ্মি সকল স্বতঃ-প্রদীপ্ত দিবাকরের তেজকে সমধিক বর্দ্ধিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ পুত্র-বধ-জনিত নিদারুণ মনোব্যথা সেই স্বতঃক্রুদ্ধ প্রদীপ্ত দশাননকে অধিকতর সন্দীপিত করিতে লাগিল। যেরূপ বৃত্রের মুখ হইতে অগ্নি নির্গত হইয়াছিল, তদ্রূপ ক্রোধে বিজৃম্ভমাণ দশাননের বদন হইতে সধূম প্রজ্বলিত অগ্নি নির্গত হইতে লাগিল। অনন্তর, পুত্র-বধ-সন্তপ্ত শূরবর রাবণ ক্রোধ-বশীভূত হইয়া বহুক্ষণ চিন্তা করত বৈদেহীকে বধ করিবার অভিলাষ করিলেন। তাঁহার ঘোরতর সহজ রক্ত লোচন-যুগল রোষানলে দ্বিগুণতর রক্তবর্ণ হওয়ায়, সমধিক প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। একে তাঁহার রূপ স্বভাবতই ঘোরতর, তাহাতে ক্রোধাগ্নি-দ্বারা মূর্চ্ছিত হইয়া লোক-সংহারে উদ্যত ক্রুদ্ধ রুদ্রের ন্যায় হইয়া উঠিল। যেরূপ প্রদীপ্ত দীপ-যুগল

হইতে সজ্বাল তৈলবিন্দু-যুগল নিপতিত হয়, তদ্রূপ সেই ক্রুদ্ধ দশগ্রীবের নেত্র হইতে অশ্রুবিন্দু সকল পতিত হইতে লাগিল। তিনি স্বীয় দশন সকলকে দংশন করিতে থাকিলে, তাহা হইতে সমুদ্র-মন্থনকালে দানবদল-কর্ত্তৃক কৃষ্যমাণ মন্দররূপ যন্ত্র হইতে সমুদ্ভূত শব্দের ন্যায় নিদারুণ শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। তৎকালে, সেই সর্ব্বলোক-ভয়াবহ বীরকে কালান্তক যমের ন্যায় ক্রুদ্ধ দেখিয়া, সকলেই চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিতে লাগিল; পরন্তু, কেহই তাঁহার নিকটে গমন করিল না। অনন্তর, রাক্ষসাধিপতি রাবণ নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া রাক্ষসগণকে সমরে পাঠাইবার অভিলাষে কহিলেন;—'আমি, বহুসহস্র বৎসর সুমহৎ তপস্যা করিয়াছি এবং সেই সেই অবকাশে পিতামহকেও পরিতুষ্ট করিয়া তপস্যার ফল-স্বরূপ তাঁহার নিকট এরূপ বর লাভ করিয়াছি যে, দেবতা অথবা অসুরগণ হইতে আমার কখনই ভয় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই। পিতামহ আমাকে আদিত্যের ন্যায় প্রভা-বিশিষ্ট যে কবচ প্রদান করিয়াছেন, দেবাসুর-সংগ্রামকালে বজ্রশক্তি-দ্বারাও তাহা ছিন্ন হয় নাই। আমি সেই কবচ ধারণ করত রথারূঢ় হইয়া রণ-মধ্যে গমন করিলে, সাক্ষাৎ পুরন্দর-সদৃশ হইলেও অদ্য কে আমার সম্মুখীন হইতে পারিবে? পূর্ব্বে দেবতা ও অসুরগণের সহিত যুদ্ধ করিবার সময় পিতামহ প্রীত হইয়া আমাকে সুমহৎ সশর শরাসন প্রদান করিয়াছিলেন; মহাসমরে রাম-লক্ষ্মণকে বধ করিবার নিমিত্ত অদ্য শত শত তূর্য্যাদি মঙ্গল-বাদ্যের সহিত আমার সেই

ধনুকে উত্থাপিত কর।' পুত্রবধ-সন্তপ্ত ক্রূর রাবণ এই কথা বলিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করত ক্রোধবশীভূত হইয়া সীতাকেই বধ করিতে অভিলাষ করিলেন। সেই দীন-দশাপন্ন ঘোরদর্শন দুরাশয় বীর ক্রোধে লোহিত-লোচন হইয়া নিশাচরগণকে কহিলেন ;— 'বৎস ইন্দ্রজিৎ বানর-গণকে বঞ্চনা করিবার নিমিত্ত মায়াময়ী সীতাকে বধ করত প্রদর্শন করিয়াছিল ; পরন্তু, অদ্য আমি সত্য সত্যই ক্ষত্র-বন্ধু রামের অনুরাগিণী সেই বৈদেহীকে বধ করিয়া আপ-নার হিত-সাধন করিব।'

পুত্র-শোকাভিভূত আকুল-চিত্ত দশানন এই কথা বলি-য়াই সত্বর শুভ্রবসন-সদৃশ ও সদ্গুণ-সমন্বিত খড়্গ উত্তো-লিত করত ভার্য্যা এবং সচিবগণে পরিবৃত হইয়া, যে স্থানে বৈদেহী অবস্থান করিতেন, ক্রোধভরে বেগে তদভি-মুখে প্রস্থিত হইলেন। তৎকালে, তাঁহাকে তাদৃশভাবে প্রস্থিত দেখিয়া সচিবগণ সিংহনাদ ও পরস্পর আলি-ঙ্গন করত এইরূপ কহিতে লাগিল যে ;— 'ইনি যখন ক্রুদ্ধ হইয়া পূর্ব্বে লোকপাল-চতুষ্টয়কে পরাজিত এবং অপর অসংখ্য শত্রুকে রণ-মধ্যে নিপাতিত করিয়াছেন, তখন অদ্য ইহাঁর এতাদৃশ রূপ দর্শন করিয়া সেই ভ্রাতৃ-যুগল রাম ও লক্ষ্মণ নিশ্চয়ই ব্যথিত হইবে। ত্রিলোক-মধ্যে কেহই ইহাঁর সদৃশ বিক্রান্ত বা বলশালী নাই ; কারণ ইনিই ত্রিভুবনের সমস্ত রত্ন আহরণ করত ভোগ করিতে-ছেন।' তাহারা এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে অশোক বনে উপস্থিত হইলে, দশানন ক্রোধে মূর্চ্ছিত

হইয়া বৈদেহীর অভিমুখে ধাবিত হইলেন। হিত-বুদ্ধি সুহৃদ্গণ-কর্ত্তৃক বারম্বার নিবারিত হইয়াও, তিনি অন্তরীক্ষে রোহিণীর অভিমুখে ধাবিত অঙ্গারকাদি গ্রহের ন্যায় ক্রোধ-ভরে গমন করিতে থাকিলে, রাক্ষসীগণ-কর্ত্তৃক রক্ষ্যমাণা অনিন্দিতা জনক-নন্দিনীও সেই খড়্গবরধারী ক্রুদ্ধ বীরকে দেখিতে পাইলেন। জানকী, সুহৃদ্গণ-কর্ত্তৃক বারম্বার নিবারিত হইয়াও অনিবর্ত্তিত সেই খড়্গহস্ত রাবণকে দেখিয়া নিরতিশয় ব্যথিত হইলেন এবং দুঃখ-সহকারে বিলাপ করিতে করিতে কহিলেন;—'যখন এই দুর্ম্মতি ক্রোধ-ভরে আমার দিকে আসিতেছে, তখন বোধ হয়, আমি সনাথা হইলেও অদ্য আমাকে অনাথার ন্যায় বধ করিবে। হায়! আমি স্বামীর অনুব্রতা হইলেও এ আমাকে বার-ম্বার 'আমার ভার্য্যা হও' এইরূপ প্রার্থনা করত প্রত্যা-খ্যাত হইয়াছে; বোধ হয়, আমি অঙ্গীকার না করায় নিরাশ ও ক্রোধ-বশীভূত হইয়া নিশ্চয়ই আমাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছে। অথবা, সেই নরব্যাঘ্র ভ্রাতৃ-যুগল রাম ও লক্ষ্মণ আমার নিমিত্ত অদ্য রণ-মধ্যে নিপ-তিত হইয়া থাকিবেন; কারণ, অসংখ্য প্রহৃষ্ট নিশাচর-গণের শুভশংসী সুমহৎ ভৈরব সিংহনাদ শ্রুত হইতেছিল। হা ধিক্! আমার নিমিত্তই সেই রাজকুমার-যুগল বিনষ্ট হইলেন। অথবা এই পাপাশয় রৌদ্র নিশাচর পুত্রশোক-বশত রাম-লক্ষ্মণকে বিনাশ না করিয়া আমাকেই বধ করিতে আসিয়াছে। হায়! আমি কি জন্য মারুতির বাক্যানুরূপ কার্য্য করি নাই। আমি যদি রঘুনন্দন-কর্ত্তৃক

নির্জ্জিত না হইয়াই হনুমানের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গমন করিতাম, তাহা হইলে, স্বামীর ক্রোড়ে থাকিয়া অদ্য আমাকে এরূপ শোক করিতে হইত না। হায়! একপুত্রা কৌশল্যা যখন পুত্রকে রণ-মধ্যে নিহত শ্রবণ করিবেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, পুত্র নিহত হইয়াছেন, এই কথা শুনিয়াই তিনি নিরাশ ও জ্ঞানহীন হইয়া তদীয় শ্রাদ্ধ প্রদান করত অগ্নি অথবা জল-মধ্যে প্রবেশ করিবেন। হায়! যাহার নিমিত্ত কৌশল্যা এতাদৃশ শোক প্রাপ্ত হইলেন, সেই অসতী পাপীয়সী কুব্জা মন্থরাকে ধিক্!'

চন্দ্র ভিন্ন অন্য গ্রহের অঙ্কগতা রোহিণীর ন্যায় তপস্বিনী জনক-নন্দিনীকে এইরূপ বিলাপ করিতে দেখিয়া, শুদ্ধব্রত শীল-সম্পন্ন ও মেধাবী সুপার্শ্ব নামক অমাত্য অপর সচিবগণ-কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণকে কহিলেন;—'হে দশগ্রীব! আপনি বৈশ্রবণের সাক্ষাৎ অনুজ-সহোদর হইয়াও কি প্রকারে ধর্ম্ম পরিত্যাগ করত বৈদেহীকে বধ করিতে অভিলাষ করিতেছেন? হে বীর রাক্ষসেশ্বর! যথাবিধ ব্রত অবলম্বন করত বেদাদি বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া এবং তদনুরূপ অগ্নিহোত্রাদি স্বকর্ম্মে অনুরক্ত থাকিয়াও, আপনি কি নিমিত্ত স্ত্রী-বধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন? মহারাজ! আপনি এই বরবর্ণিনী মৈথিলীকে পরিত্যাগ করিয়া, আমাদিগের সহিত রণ-মধ্যে সেই রাঘবের উপর ক্রোধ প্রকাশ করুন। রাক্ষসরাজ! অদ্য কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী; অতএব, অদ্য যুদ্ধের আয়ো-

জন করিয়া আগামী কল্য অমাবাস্তায় বলপরিবৃত হইয়া বিজয়ার্থ যাত্রা করিবেন। রাজন্! আপনি শূর ধীমান্ এবং মহারথ, অতএব, আমি নিশ্চয় বলিতেছি, আপনি উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ করত খড়্গ-দ্বারা দাশরথি রামকে বিনাশ করিয়া জনক-নন্দিনীকে প্রাপ্ত হইবেন।’ বীর্য্যবান্ দুরাশয় রাবণ সুহৃৎ-কর্ত্তৃক নিবেদিত সেই ধর্ম্ম-সঙ্গত বাক্য গ্রহণ করত সুহৃদ্গণের সহিত গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পুনর্ব্বার সভা-মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ত্রিনবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৩ ॥

পুত্র-শোকাভিভূত মহাবল রাবণ ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করত দীন ও দুঃখিতভাবে সভা-মধ্যে প্রবেশ করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে সেই বলমুখ্য নিশাচরগণকে কহিলেন ;—‘ অদ্য তোমরা সকলে অবশিষ্ট রথ পদাতি, হস্তী ও অশ্ব সকলের সহিত সমরে নির্গত হও। অম্বুদগণের বারিবর্ষণের ন্যায় অদ্য তোমরা হৃষ্টান্তঃকরণে রণ-মধ্যে শরবর্ষণ করত একমাত্র রামকেই বধ করিতে চেষ্টা কর। অথবা, আমিই তোমাদিগের সহিত আগামী কল্য মহাসমরে তীক্ষ্ণ শর-সমূহ-দ্বারা সকলের সম্মুখে রামকে বিনাশ করিয়া ফেলিব।’

রাক্ষসগণ রাক্ষসেন্দ্র রাবণের এই কথা শুনিয়া রথারোহণ করত চতুরঙ্গিণী সেনায় পরিবৃত হইয়া নির্গত হইল এবং বানরগণকে লক্ষ্য করিয়া শরীরান্তকারী পরিঘ, পট্টিশ পরশু, শর ও খড়্গ সকল ক্ষেপণ করিতে লাগিল। বানর-

গণও রাক্ষসগণের প্রতি দ্রুম ও শৈল সকল ক্ষেপণ করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে সূর্য্যোদয় হইতে রাক্ষস ও বানরগণের ভয়ঙ্কর তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তৎকালে, বানর ও রাক্ষসগণ বিচিত্র গদা, প্রাস, পরশু ও খড়্‌গ সকল-দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতে থাকিলে, সেই রণভূমির অদ্ভুত সুমহৎ ধূলিপটল কপি-রাক্ষসগণের শরীর হইতে বিস্রুত রুধিরধারা-দ্বারা উপশান্ত হইল। অপিচ, তাহাদের শরীর হইতে নির্গত শোণিতপ্রবাহ রণভূমিতে নদীর ন্যায় প্রবাহিত হইতে লাগিল; মাতঙ্গ সকল সেই নদীর কূল, ধ্বজ সকল তত্রত্য দ্রুম এবং শর সকল মৎস্যের স্বরূপ হইল। বানরেন্দ্রগণ রুধিরদিগ্ধ-দেহ হইয়াও বার-ম্বার লম্ফ প্রদান করত রণ-মধ্যে নিশাচরগণের ধ্বজ চর্ম্ম রথ অশ্ব ও বহুবিধ প্রহরণ সকলকে ভগ্ন করত সুতীক্ষ্ণ নখ ও দশন-দ্বারা রাক্ষসগণের কেশ কর্ণ ললাট ও নাসিকা সকল ছেদন করিতে লাগিল। যেরূপ, শকুনকুল ফলিত বৃক্ষের অভিমুখে ধাবিত হয়, তদ্রূপ এক এক জন রাক্ষসের অভিমুখে শত শত বানর ধাবিত হইল। তদ্দর্শনে, পর্ব্বত-সদৃশ নিশাচরগণ প্রাস খড়্‌গ পরশু ও বৃহৎ গদাদাম-দ্বারা ঘোররূপ বানরগণকে নিহত করিতে লাগিল। তখন, সেই মহতী বানরবাহিনী রাক্ষসগণ-কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া শরণ্য দশরথ-নন্দন রামের শরণাগত হইল।

অনন্তর, মহাতেজস্বী বীর্য্যবান্ রাম ধনু গ্রহণ করত রাক্ষস-সৈন্য-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। যেরূপ দিবাকর ঘোরতর অম্বুরালে প্রবিষ্ট

হইলে, কেহই তাঁহাকে দেখিতে পায় না, তদ্রূপ ঘোররূপ নিশাচরগণ তৎকালে রণ-মধ্যে প্রবিষ্ট রঘুনন্দনকে দেখিতে পাইল না; কেবলমাত্র তৎকৃত ঘোরতর দুষ্কর কর্ম্ম সকলই দেখিতে লাগিল। যেরূপ স্পর্শ দ্বারা বন-বায়ুর অনুভব হয়, তদ্রূপ রঘুনন্দনও সৈন্যগণকে বিচলিত এবং মহারথগণকে বিদলিত করত তাহাদিগের দ্বারা অনুমিত হইতে লাগিলেন। নিশাচরগণ রণ-মধ্যে বল সকলকেই ছিন্ন, ভিন্ন, শরদগ্ধ, শস্ত্র-পীড়িত এবং ভগ্ন দেখিতে লাগিল, কিন্তু সেই শীঘ্রকারী রঘুনন্দনকে কুত্রাপি দেখিতে পাইল না। যেরূপ লোক সকল ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা ভূতাত্মাকে দেখিতে পায় না, তদ্রূপ রামচন্দ্র সকলের শরীরে শর-প্রহার করিতে থাকিলেও কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। সেই নিশাচরগণ 'এ গজ সৈন্য নষ্ট করিতেছে, এ মহারথগণকে বিনাশ করিতেছে, এ তীক্ষ্ণ শরনিকর-দ্বারা বাজি সকলের সহিত পদাতিক সৈন্যগণকে নিহত করিতেছে' এইরূপ রব-সহকারে রণ-মধ্যে রামরূপধারী নিশাচরগণকে সাদৃশ্য-বশত রাম ভ্রমে আঘাত করিতে লাগিল। পরন্তু, মহাত্মা রাম কর্ত্তৃক গন্ধর্ব্ব নামক পরমাস্ত্র-দ্বারা মোহিত হইয়া, তিনি সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে থাকিলেও কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। তাহারা কখন রণ-মধ্যে সহস্র সহস্র রামকে দেখিতে লাগিল এবং কখন বা দেখিল যে, সেই মহাসমরে একজনমাত্র রামই অবস্থান করিতেছেন। কোন কোন সময় দেখিল যে, সেই মহাত্মা রঘুনন্দনের ধনুর অলাতচক্র-প্রতিম কাঞ্চনময়ী কোটিই

পরিভ্রমণ করিতেছে কিন্তু রঘুনন্দন দৃষ্ট হইতেছেন না। যেরূপ প্রজাগণ কালচক্র দর্শন করে, তদ্রূপ তাহারা দেখিল যে সেই রণ-মধ্যে একটি রামরূপ চক্র পরিভ্রমণ করত রাক্ষসগণকে বিনাশ করিতেছে; রঘুনন্দনের দেহ সেই চক্রের নাভি, তদীয় বল তাহার জ্বালা, শর সকল অর, কার্ম্মুক নেমি, জ্যা-শব্দই তল-নির্ঘোষ, প্রতাপ এবং বুদ্ধি এই উভয় গুণই প্রভা এবং দিব্যাস্ত্রগুণই তাহার পর্যন্ত-স্বরূপ হইয়াছে। এইরূপে একমাত্র রাম প্রাতঃকালাবধি দিবসের অষ্টম ভাগের মধ্যে অগ্নিশিখা সদৃশ শর-সমূহ-দ্বারা কামরূপী নিশাচরগণের বায়ুর ন্যায় বেগবান্ দশসহস্র রথী, অষ্টাদশ সহস্র সারোহ কুঞ্জর, আরোহীর সহিত চতুর্দ্দশ সহস্র তুরঙ্গ এবং সম্পূর্ণ দুই সহস্র পদাতিক সৈন্যকে যম-সদনে প্রেরণ করিলেন। তখন, হতশেষ নিশাচরগণ অশ্ব রথ ও ধ্বজাদি-বিহীন হইয়া নিরুৎসাহে লঙ্কাপুরে প্রবেশ করিল।

তৎকালে, সেই রণভূমি নিহত তুরঙ্গ মাতঙ্গ ও পদাতি-গণে আকীর্ণ হওয়ায়, ক্রোধপূর্ণ মহাত্মা রুদ্রের ক্রীড়া-ভূমির ন্যায় হইয়া পড়িল। অন্তরীক্ষস্থিত দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ ও পরমর্ষিগণ রামচন্দ্রের সেই কর্ম্মকে সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর, ধর্ম্মাত্মা রাম নিকটবর্ত্তী সুগ্রীব, বিভীষণ, জাম্ববান্, বানরবর হনুমান্ এবং হরিশ্রেষ্ঠ মৈন্দ ও দ্বিবিদকে কহিলেন;—'এই দিব্য অস্ত্রবলকে আমার অথবা ত্রিলোচনের বলিলেও হয়।' এইরূপে অস্ত্র ও শস্ত্র-বিষয়ে দেবরাজের সমকক্ষ মহাত্মা

রঘুনন্দন সেই রাক্ষসরাজ-বাহিনীকে বিনাশ করত প্রহৃষ্ট দেবগণ-কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া গতশ্রম হইলেন।

চতুর্নবতিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৯৪॥

হতাবশিষ্ট নিশাচরগণ অসংখ্য সারোহ তুরঙ্গ ও মাতঙ্গ, সহস্র সহস্র ধ্বজশোভিত অগ্নিবর্ণ রথ এবং গদা-পরিঘ-যোধী কাঞ্চন-ধ্বজশোভিত অসংখ্য কামরূপী শূর নিশাচর-গণকে রাবণ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া রণস্থলে গমন করত অক্লিষ্টকর্ম্মা রাম কর্ত্তৃক তপ্তকাঞ্চন-ভূষিত প্রদীপ্ত শর-সমূহ-দ্বারা রণ মধ্যে নিহত হইতে দেখিয়া এবং বৃদ্ধা ও হতপুত্রা হতবান্ধবা দীনদশাপন্ন বিধবা রাক্ষস-রমণীগণ এই কথা শুনিয়া চিন্তা-ব্যাকুল হইল এবং সকলেই দুঃখি-তান্তঃকরণে সমবেত হইয়া রোদন ও বিলাপ করত কহিতে লাগিল;—'হায়! কি অশুভক্ষণেই নির্ণতোদরী করাল-বদনা বৃদ্ধা শূর্পনখা বন-মধ্যে কন্দর্পের ন্যায় রূপবান্ রাম-চন্দ্রকে দেখিয়াছিল!! হায়! যাহাকে দেখিলেই লোকে বধ করিতে অভিলাষ করে, সেই কুরূপা শূর্পনখাও সর্ব্ব-ভূত হিতকারী মহাবল সুকুমার রামচন্দ্রকে দেখিয়া তদীয় প্রণয়াভিলাষিণী হইয়াছিল। হায়! সেই রাক্ষসী সর্ব্বগুণ-বিহীনা দুর্ম্মুখী হইয়াও কি প্রকারে তাদৃশ মহাতেজস্বী গুণবান্ সুমুখ রামকে অভিলাষ করিয়াছিল! হায়! রাক্ষস-গণের দুর্ভাগ্য বশত এবং তাহাদিগের ও খর দূষণের বিনা-শের নিমিত্তই জরাজীর্ণা শ্বেত-মূর্দ্ধজা শূর্পণখা রঘুনন্দনের ধর্ষণরূপ এই সর্ব্বলোক বিগর্হিত হাস্য জনক দুষ্কর্ম্ম করিয়া-

ছিল। তদীয় বাক্যানুসারে রাক্ষসগণের বধের নিমিত্তই দশানন সীতাকে আনয়ন করত এই সুমহৎ বৈর সংস্থাপন করিয়াছেন। দশানন জনক-নন্দিনীকে কোনরূপেই লাভ করিতে পারিবেন না, তাঁহার কেবলমাত্র বলবানের সহিত বৈরতা করাই সার হইল। তিনি যে বৈদেহীকে প্রাপ্ত হইবেন না, একমাত্র রাম-কর্ত্তৃক নিহত পিতামহের নিকট লব্ধবর বৈদেহী-কামুক বিরাধই তাহার পর্য্যাপ্ত-প্রমাণ। রামচন্দ্র প্রথমে অগ্নিশিখা-সদৃশ শর-সমূহ-দ্বারা জনস্থানে যে ভীমকর্ম্ম চতুর্দ্দশ সহস্র নিশাচর এবং খর দূষণ ও ত্রিশিরাকে নিহত করিয়াছেন, ইহাই তাহার পর্য্যাপ্ত-প্রমাণ। যোজন-পরিমিত বাহুযুগল-সমন্বিত রুধিরাশন কবন্ধ যে ক্রোধভরে সিংহনাদ করিতে করিতে নিহত হইয়াছে, রামচন্দ্রের পুরুষোত্তমত্ব পক্ষে তাহাই পর্য্যাপ্ত-প্রমাণ। রামচন্দ্র-কর্ত্তৃক যে বলশালী মেঘ-সদৃশ দেবরাজ-নন্দন বালী নিহত হইয়াছে, তাহাই তাহার পর্য্যাপ্ত-প্রমাণ। তিনি যে, ঋষ্যমূক পর্ব্বতে থাকিয়া দীনভাবাপন্ন ভগ্ন-মনোরথ সুগ্রীবকে রাজ্য প্রদান করিয়াছেন, ইহাই তাহার পর্য্যাপ্ত-প্রমাণ। হায়! বিভীষণ রাক্ষসগণের হিত-সাধন-বাসনায় ধর্ম্মার্থ-সমন্বিত যুক্তিযুক্ত বাক্য বলিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা রাক্ষসরাজের অভিমত হয় নাই। যদি, ধনদ-কনিষ্ঠ দশানন বিভীষণের বাক্যানুসারে কার্য্য করিতেন, তাহা হইলে এই দুঃখ-সমাকুলা সমগ্রা লঙ্কানগরী কখনই শ্মশান-ভূমির ন্যায় হইত না। হায়! রাম-কর্ত্তৃক মহাবল কুম্ভকর্ণ এবং লক্ষ্মণ-কর্ত্তৃক অতিকায় ও প্রিয়পুত্র

ইন্দ্রজিৎকে নিহত শ্রবণ করিয়াও কি রাবণ রামচন্দ্রের পরাক্রম অবগত হইতে পারেন নাই? প্রথমত হনুমান্-কর্ত্তৃক লাঙ্গূলাগ্নি-দ্বারা লঙ্কানগরীকে দগ্ধ ও কুমার অক্ষকে নিহত দেখিয়াও কি তাঁহার জ্ঞানোদয় হইল না? হায়! 'আমার পুত্র, আমার ভ্রাতা, আমার ভর্ত্তা রণ-মধ্যে নিহত হইয়াছে' প্রতিগৃহেই রাক্ষস-রমণীগণের এইরূপ রোদন-ধ্বনি শ্রুত হইতেছে। সহস্র সহস্র রথী সাদী মাতঙ্গারূঢ় ও পদাতিকগণ শূর রাম-কর্ত্তৃক রণ-মধ্যে নিহত হইয়াছে। বোধ হয়, রুদ্র বিষ্ণু দেবরাজ ইন্দ্র অথবা স্বয়ং যমই রামরূপ ধারণ করত রণ-মধ্যে আমাদিগের বিনাশ সাধন করিতেছেন। হায়! রামচন্দ্র-কর্ত্তৃক বীরগণ নিহত হওয়ায়, আমরা জীবনাশায় নিরাশ হইয়া এবং ভয়ের অন্ত না দেখিয়াই এরূপ বিলাপ করিতেছি। শূরবর দশগ্রীব ব্রহ্মার নিকট সুমহৎ বর লাভ করিয়াছেন; সেই গর্ব্বেই রাম হইতে তাঁহার যে মহাঘোর ভয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা জানিতে পারিতেছেন না। যখন, রামচন্দ্র তদীয় বধে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, তখন দেবতা গন্ধর্ব্ব পিশাচ অথবা রাক্ষসগণের মধ্যে কেহই তাঁহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না। প্রতিসংগ্রামেই রাবণ-পক্ষে দুর্নিমিত্ত সকল দৃষ্ট হইতেছে এবং মাল্যবান্-প্রভৃতি বৃদ্ধগণও রঘুনন্দন কর্ত্তৃক দশাননের নিধন-বিবরণ প্রকটন করিতেছেন। পূর্ব্বে পিতামহ প্রীত হইয়া দশাননকে দেব দানব ও রাক্ষসগণ হইতে অভয়রূপ বর প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু তৎকালে রাবণ মনুষ্যের কোন কথা

উল্লেখ করেন নাই। অধুনা, রাক্ষসকুল এবং দশগ্রীবের জীবন নাশ করিবার নিমিত্তই যে, সেই এই মনুষ্য উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা শুনিয়াছি, বরদান-সমুদ্ধত বলশালী রাক্ষস দশাননকর্ত্তৃক পরিপীড়িত হইয়া সুরগণ প্রদীপ্ত তপস্যা দ্বারা পিতামহের উপাসনা করিলে, মহাত্মা প্রজাপতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাদের হিতের নিমিত্ত এই সুমহৎ বাক্য বলিয়াছিলেন ;— "অদ্য হইতে দানব ও রাক্ষসগণ ভয়বিহ্বল হইয়া ত্রিভুবন-মধ্যে বিচরণ করিতে থাকিবে।" অনন্তর, ইন্দ্রাদি দেবগণ সমবেত হইয়া ত্রিপুরহর মহাদেবের উপাসনা করিলে, তিনি কহিয়াছিলেন ;— "রাক্ষসগণের ক্ষয়কারিণী কোন কামিনী উৎপন্ন হইবে।" যেমন, পূর্ব্বে ক্ষুদ্বাখ্যা নাম্নী কামিনী দেবগণ-কর্ত্তৃক নিযোজিত হইয়া দানবগণকে ভক্ষণ করিয়াছিল, বোধ হয় এই রাক্ষস-নাশিনী সীতাও সেইরূপে দেবগণ-কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া আমাদিগকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্তই জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। হায়! দুর্ম্মতি দুর্ব্বিনীত রাবণের দুর্নীতি-বশতই এই ঘোরতর শোক সমন্বিত বিনাশ উপস্থিত হইয়াছে। হায়! যেরূপ যুগক্ষয়-সময়ে কাল-কর্ত্তৃক উপসৃষ্ট জীবগণকে কেহই রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ আমরা রাঘব কর্ত্তৃক উপসৃষ্ট হইয়া এরূপ কাহাকেও দেখিতেছি না যে, আমাদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। হায়! বন-মধ্যে দাবাগ্নিবেষ্টিত করেণুগণের ন্যায় আমরা এই মহৎ ভয়ে পর্য্যাকুলিত হইয়া কাহাকেই রক্ষক দেখিতেছি না। হায়! যাহা

হইতে আমাদিগের এই ভয় উপস্থিত হইয়াছে, মহাত্মা পৌলস্ত্য বিভীষণ যথাসময়েই তাহার শরণাগত হইয়াছেন।' ভয়ভার পীড়িত শোকার্ত্ত রাক্ষস-রমণীগণ এইরূপ বিলাপ করত পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে নিদারুণ রোদন করিতে লাগিল।

পঞ্চনবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৫ ॥

ভীমদর্শন দশানন প্রতিগৃহে রাক্ষস রমণীগণের এইরূপ তুমুল সকরুণ আর্ত্তরব শ্রবণ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস-সহকারে মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করত নিরতিশয় ক্রোধপরতন্ত্র হইলেন। সেই বীর রাক্ষসেশ্বর ক্রোধে লোহিত-লোচন হইয়া দশন-দ্বারা অধর দংশন করত মূর্ত্তিমান্ কালানলের ন্যায় রাক্ষসগণেরও দুর্দ্দর্শ হইয়া উঠিলেন। অনন্তর, যেন চক্ষুর্দ্বারা সর্ব্বভূতকে দগ্ধ করিবার অভিপ্রায়েই ক্রোধাস্ফুষ্টস্বরে সমীপস্থ মহোদর, মহাপার্শ্ব ও বিরূপাক্ষ প্রভৃতি নিশাচরগণকে কহিলেন;—'আমার আদেশ অনুসারে শীঘ্র সৈন্যগণকে নির্গত হইতে বল।'

তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভয়-পীড়িত নিশাচরগণ রাজ-শাসনানুসারে নির্ভয় নিশাচর-সৈন্যগণকে সত্বর হইতে কহিল। ভীমদর্শন রাক্ষসগণও 'তথাস্তু' বলিয়া, মাঙ্গলিক স্বস্ত্যয়নের পর সমরাভিমুখে নির্গত হইল। অন্য মহারথগণও কৃতাঞ্জলিপুটে দশাননকে যথাবিধি পূজা করত তদীয় বিজয়-কামনায় প্রস্থিত হইল। অনন্তর, ক্রোধ মূর্চ্ছিত রাবণ হাসিতে হাসিতে নিশাচর মহোদর

মহাপার্শ্ব ও বিরূপাক্ষকে কহিলেন;—'অদ্য আমি যুগান্ত-কালীন আদিত্যের ন্যায় ধনুর্ম্মুক্ত শর-সমূহ-দ্বারা রাম ও লক্ষ্মণকে যম-নিকেতনে প্রেরণ করিব। অদ্য শত্রুগণকে বধ করিয়া খর, কুম্ভকর্ণ, প্রহস্ত এবং ইন্দ্রজিতের বধের প্রতিশোধ লইব। অদ্য মদীয় বাণরূপ জলদজালে পরিবৃত হইয়া অন্তরীক্ষ, দিক্, আকাশ অথবা সাগর কিছুই প্রকাশিত হইবে না। অদ্য এই ধনু এবং সুপত্র শরনিকর-দ্বারা ভাগক্রমে বানর-যূথপতিগণকে বধ করিব। অদ্য পবনবেগ রথে আরূঢ় হইয়া ধনুরূপ সমুদ্র হইতে উদ্ভূত শররূপ ঊর্ম্মি-সমূহ দ্বারা বানর সৈন্যগণকে মথিত করিব। অদ্য আমি মাতঙ্গ-সদৃশ হইয়া কেশররূপ রোমরাজি-বিরাজিত এবং মুখরূপ বিকচবারিরুহ-সমন্বিত বানররূপ দীর্ঘিকা সকলকে প্রমথিত করিব। অদ্য রণস্থলে বানরগণের শর-সমন্বিত বদন সকল সনাল মৃণালিনীর ন্যায় বসুমতীকে শোভিত করিবে। অদ্য এক এক বাণে রণদুর্দম দ্রুমযোধী শত শত বানরকে বিনাশ করিব। যে রমণীগণের ভ্রাতা ভর্ত্তা অথবা তনয়গণ নিহত হইয়াছে, আমি অদ্য শত্রুগণকে বধ করিয়া তাহাদের অশ্রু-মার্জ্জন করিব। অদ্য রণস্থলে মদীয় বাণ-নির্ভিন্ন প্রকীর্ণ ও গতচেতন বানরগণ-দ্বারা বসুন্ধরাকে এরূপ সমাচ্ছাদিত করিব যে, বিশেষ যত্ন না করিলে তাহার মৃত্তিকাতল দেখিতে পাওয়া যাইবে না। কাক গৃধ্র এবং অপর যে সকল মাংসাশী আছে, অদ্য শরাহত শত্রুগণের মাংস-দ্বারা তাহাদের সকলকেই পরিতৃপ্ত করিব।

শীঘ্র আমার রথ সজ্জিত ও ধনু আনয়ন কর এবং অবশিষ্ট নিশাচরগণ আমার সহিত সমরে প্রস্থিত হউক।"

রাক্ষসরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া, মহাপার্শ্ব বল-সকলকে সত্বর করিবার নিমিত্ত সমীপস্থিত বলাধ্যক্ষগণকে আদেশ করিলে, লঘুপরাক্রম বলাধ্যক্ষগণ সমবেত হইয়া লঙ্কা-নগরীর প্রতিগৃহে পরিভ্রমণ করত নিশাচরগণকে সংবাদ প্রদান করিল। অনন্তর, নানাস্ত্রসজ্জিত বাহু-যুগল-সমন্বিত ভীমবদন ভীমদর্শন নিশাচরগণ অসি, পট্টিশ, শূল, গদা, মুষল, হল, তীক্ষ্ণধার শক্তি, সুমহৎ কূট মুদ্গর, বহুবিধ যষ্টি, নিশিত চক্র ও পরশু, ভিন্দিপাল, শতঘ্নী এবং অন্যান্য উত্তম আয়ুধদামের সহিত সিংহনাদ করিতে করিতে নির্গত হইল। তৎপরে, চারিজন বলাধ্যক্ষ রাবণের আদেশ অনুসারে অশ্ব চতুষ্টয়যুক্ত ও শিক্ষিত সারথি কর্ত্তৃক সঞ্চালিত রথ আনয়ন করিলে, স্বীয় তেজে দীপ্যমান ভীমদর্শন দশানন তাহাতে আরোহণ করত রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া সত্ত্ব ও গাম্ভীর্য্য দ্বারা মেদিনীকে বিদীর্ণ করিতে করিতে প্রস্থিত হইলেন। অনন্তর, রাক্ষসরাজের আদেশ অনুসারে বিজয়াভিলাষী মহাপার্শ্ব মহোদর ও দুর্দ্ধর্ষ বিরূপাক্ষ সিংহ-নাদ-দ্বারা যেন মেদিনীকে বিদীর্ণ করত ঘোররবে প্রস্থিত হইল। এইরূপে কালান্তক যম সদৃশ মহারথ রাক্ষসরাজ রাক্ষসবল-সমূহে পরিবৃত হইয়া ধনু উদ্যত করত প্রস্থিত এবং অশ্বগণকে বেগে সঞ্চালিত করিয়া যে স্থানে রাম-লক্ষ্মণ অবস্থান করিতেছিলেন, সেই দ্বার দিয়া নির্গত হই-লেন। সেই সময় প্রভাকর নিষ্প্রভ, দিক্ সকল ঘোরান্ধকারে

আচ্ছন্ন এবং মেদিনী কম্পিত হইল। ঘোররূপ বিহঙ্গম ও শিবাগণ অশিব রব করিতে, তুরঙ্গমগণ স্খলিত হইতে এবং পর্য্যন্যদেব রুধির বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তদীয় ধ্বজাগ্রে গৃধ্র নিপতিত হইল এবং কণ্ঠরব ভগ্ন, বদন বিবর্ণ, বামনয়ন স্ফুরিত ও বামবাহু কম্পিত হইতে লাগিল। রাক্ষসবর দশগ্রীব যুদ্ধার্থ নির্গত হইলে, তদীয় নিধন-সূচক এইরূপ দুর্নিমিত্ত সকল প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। উল্কাসকল নির্ঘাতের ন্যায় শব্দ করত অন্তরীক্ষ হইতে পতিত হইল এবং বায়সগণের সহিত মিলিত হইয়া গৃধ্রগণ অশিব শব্দ করিতে আরম্ভ করিল। পরন্তু, দশানন কাল-প্রেরিতের ন্যায় মোহ-বশত আত্মবধের নিমিত্তই প্রাদুর্ভূত এই সকল ঘোর উৎপাতের বিষয় কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়াই নির্গত হইলেন। তৎকালে, মহাবল নিশাচরগণের রথশব্দ শ্রবণেই বানর সৈন্যগণও যুদ্ধার্থ সমুদ্যত হইল।

অনন্তর, পরস্পর আহ্বানকারী বিজয়াভিলাষী ক্রুদ্ধ নিশাচর ও বানরগণের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তখন, দশানন ক্রুদ্ধ হইয়া কাঞ্চন ভূষিত শরনিকর-দ্বারা বানর-সৈন্যগণকে নিহত করিতে লাগিলেন। তাহাদের কাহার মস্তক ছেদিত, কাহার হৃদয় বিদারিত, কাহার কর্ণ ছিন্ন এবং কাহারও বা পার্শ্ব বিদীর্ণ হইল। কেহ ছিন্ন-মস্তক ও কেহ চক্ষুর্বিহীন হইল এবং কেহ বা শ্বাস-বিহীন হইয়া পড়িল। তৎকালে, দশানন ক্রোধভরে লোচন-যুগল পরি-বর্ত্তিত করত রথ সঞ্চালন করিয়া যে যে স্থানে গমন করিতে

লাগিলেন, সেই সেই স্থানের বানরগণই তাঁহার শরবেগ সহ্য করিতে সমর্থ হইল না।

ষণ্ণবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৬ ॥

এইরূপে দশগ্রীব-কর্তৃক শর-সমূহ-দ্বারা কৃত্তগাত্র বানরগণে রণভূমি সমাকীর্ণ হইয়া পড়িল। যেরূপ, পতঙ্গগণ প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা সহ্য করিতে পারে না, তদ্রূপ কোন দিকের বানরগণই দশাননের শর-সম্পাত সহ্য করিতে সমর্থ হইল না। অগ্নি শিখা সকলের মধ্যে প্রবিষ্ট দহ্যমান গজগণের ন্যায় শাণিত বাণনিবহ-দ্বারা অর্দ্দিত সেই বানরগণও চীৎকার করিতে করিতে বিদ্রুত হইল। যেরূপ, মারুত মহতী মেঘমালাকে অন্তর্হিত করিয়া থাকেন, তদ্রূপ রাক্ষসরাজও শরসমূহ-দ্বারা বানর-সৈন্যগণকে বিধমিত করত অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

রাক্ষসেন্দ্র বেগ সহকারে বানর-সৈন্যগণকে উৎপীড়িত করত সত্বরগমনে রণমধ্যস্থিত রাঘবকে দেখিতে পাইলেন। এদিকে, সুগ্রীবও বানরগণকে রণ-মধ্যে ভগ্ন ও বিদ্রাবিত দেখিয়া, সুষেণকে গুল্মে সংস্থাপিত করত রণ-মধ্যে গমন করিবার অভিলাষ করিলেন। অনন্তর, আপনার সদৃশ সেই বীর বানরকে স্বীয় গুল্মে রাখিয়া দ্রুমহস্তে শত্রুর অভিমুখে ধাবিত হইলেন। অপরাপর যূথপতিগণ সুমহৎ শৈলশৃঙ্গ ও বিবিধ বৃক্ষ গ্রহণ করত তাঁহার পার্শ্ব ও পৃষ্ঠভাগ আশ্রয় করিয়া গমন করিতে লাগিল। সেই রণ-মধ্যে মহাবল বানররাজ সুমহৎ সিংহনাদ করত রাক্ষসগণকে পোথিত

এবং তাহাদের সেনাপতিগণকে বিমথিত করিতে লাগিলেন। যেরূপ সমীরণ যুগান্ত-সময়ে প্রবৃদ্ধ পাদপদামকে বিদলিত করেন, তদ্রূপ হরীশ্বর মহাকায় রাক্ষসগণকে মর্দ্দিত করত, পর্জ্জন্য যেরূপ কানন-মধ্যে বিহঙ্গমগণের উপর শিলা বর্ষণ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ রাক্ষস-সৈন্যগণের উপর প্রস্তর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে, নিশাচরগণ বানররাজ-কর্ত্তৃক বিমুক্ত শিলা ও বৃক্ষ সকল-দ্বারা বিকীর্ণ-মস্তক হইয়া বিকীর্ণ পর্ব্বত সকলের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল।

এইরূপে সুগ্রীব-কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে ক্ষীয়মাণ রাক্ষসগণ ভগ্ন ও আর্ত্তরব-সহকারে পতিত হইতেছে দেখিয়া, বিপুল-ধনুর্ধারী ঘোররব রাক্ষস বিরূপাক্ষ স্বীয় নাম উচ্চারণ করত রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, গজস্কন্ধে আরোহণ করিল। মহাবল বিরূপাক্ষ মাতঙ্গের উপর আরোহণ করিয়াই বজ্র-পাত-শব্দের ন্যায় ভয়ঙ্কর সিংহনাদ করত বানরগণের অভিমুখে ধাবিত হইল এবং সেনামুখে অবস্থিত সুগ্রী-বের প্রতি ঘোরতর শর-ক্ষেপণ করত উদ্বিগ্ন নিশাচরগণকে প্রহর্ষিত ও সংস্থাপিত করিল। বানররাজও সেই রাক্ষস-কর্ত্তৃক শাণিত বাণ-নিচয়-দ্বারা অতিবিদ্ধ হইয়া ক্রোধভরে বারম্বার আক্রোশ প্রকাশ করত তাহাকে বধ করিতে অভি-লাষী হইলেন। অনন্তর, শূর সমর-বিশারদ বানরবর সুগ্রীব একটি বৃক্ষ উৎপাটন করত অভিদ্রুত হইয়া তদীয় মহামাতঙ্গের উত্তমাঙ্গে আঘাত করিলেন। তখন, সেই মহাগজ সুগ্রীবের প্রহারে নিতান্ত অভিহত হইয়া ধনুমাত্র

অপসৃত হইল এবং আর্ত্তনাদ-সহকারে বসিয়া পড়িলে, বীর্য্যবান্ নিশাচর বিরূপাক্ষ সত্বর লম্ফ প্রদান করত উন্ম-থিত মাতঙ্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া অরাতি বানররাজের অভিমুখে ধাবিত হইল। সেই লঘু বিক্রম বীর আর্ষভ চর্ম্ম এবং খড়্গ গ্রহণ করত সম্মুখে অবস্থিত সুগ্রীবকে ভৎ'সনা করিতে করিতে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইল। তদ্দর্শনে বানররাজও ক্রুদ্ধ হইয়া জলদ-সদৃশী বিপুলা শিলা গ্রহণ করত বিরূপাক্ষের প্রতি নিক্ষেপ করিলে, সেই বিপুল-বিক্রম রাক্ষস-পুঙ্গবও শিলাকে আপতিত হইতে দেখিয়াই কোনরূপে তাহা হইতে অপগত হইয়া সুগ্রীবকে খড়্গ-দ্বারা আঘাত করিল। বানররাজ বলশালী নিশাচরের তাদৃশ খড়্গপ্রহারে আহত হইয়া ক্ষণকালের নিমিত্ত সংজ্ঞা-বিহীন ও ভূতলে পতিত হইলেন। অনন্তর, সহসা উত্থিত হইয়াই মুষ্টি সম্বর্ত্তিত করত সেই মহাসমরে রাক্ষস বিরূপাক্ষের বক্ষঃস্থলে পাতিত করিলেন। নিশাচর বিরূ-পাক্ষ সেই মুষ্টি-প্রহারে অভিহত হওয়ায়, নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সেনাগণের সম্মুখেই খড়্গপ্রহারে বানরবর সুগ্রীবের কবচ পাতিত করিলে, তিনি পদ-দ্বয় আকুঞ্চিত করত ভূতলে পতিত হইলেন এবং ক্ষণকাল পরেই উত্থিত হইয়া অশনির ন্যায় ভীমরবে বিরূপাক্ষকে তলপ্রহার করিলেন। পরন্তু, সেই নিশাচর নিপুণতা-সহকারে সুগ্রীব-কর্ত্তৃক সমু-দ্যত তলপ্রহার হইতে আপনাকে মুক্ত করত বানররাজের বক্ষঃস্থলে মুষ্টিপ্রহার করিল। বানররাজ সুগ্রীব নিশাচর বিরূপাক্ষকে স্বীয় প্রহার হইতে বিমুক্ত দেখিয়া নিরতিশয়

ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তদীয় ছিদ্র অনুসন্ধান করত পুনর্ব্বার ললাটাস্থিতে সুমহৎ তলাঘাত করিলেন। মহেন্দ্রের অশনিপাত-সদৃশ সেই তলপ্রহারে নিতান্ত আঘাতিত হইয়া, বিরূপাক্ষ প্রস্রবণ-বিনির্গত স্রোতঃ সকলের ন্যায় শোণিত বমন করিতে করিতে রুধিরদিগ্ধদেহে ভূতলে পতিত হইল। তখন, বানরগণ ক্রোধভরে সফেন রুধিরে পরিপ্লুত ও সমধিক বিরূপাক্ষকৃত বিরূপাক্ষের নিকটস্থ হইয়া দেখিল;— তাঁহার ঘূর্ণায়মান নয়ন-যুগল স্পন্দিত হইতেছে এবং সেই বীর রুধিরদিগ্ধ হইয়া পার্শ্বপরিবর্ত্তন করত করুণ-স্বরে নিনাদ করিতেছে। তৎকালে, রাক্ষস ও বানরগণের সমরার্থ সম্মুখাবস্থিত তরস্বি ও ভীমরূপ অর্ণব-সদৃশ বল-যুগল ভগ্নসেতু সাগর-যুগলের ন্যায় তুমুল শব্দ করিতে লাগিল। অপিচ, বানররাজ-কর্ত্তৃক মহাবল বিরূপাক্ষকে নিহত দেখিয়া, কপি-রাক্ষসগণের সমগ্র সৈন্য উদ্বেল জাহ্নবী-সলিলের ন্যায় হইয়া পড়িল।

সপ্তনবতিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৯৭॥

তৎকালে, সেই মহাসমরে উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ পরস্পর হন্যমান হইয়া নিদাঘকালীন ক্ষীণতর সরোবরের ন্যায় হইয়া পড়িল। এদিকে স্বীয় সৈন্যগণের ক্ষয় এবং বিরূপাক্ষের বিনাশ দর্শনে রাক্ষসরাজ রাবণ দ্বিগুণতর ক্রুদ্ধ হইলেন। দশানন বানরগণ-কর্ত্তৃক স্বীয় সৈন্যগণের নিধনরূপ দৈব-বিপর্য্যয় দর্শনে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া সমীপস্থিত মহোদরকে কহিলেন;— 'হে মহাবাহো! অধুনা তুমিই

আমার জয়লাভের একমাত্র আশাস্পদ হইয়াছ; অতএব, শত্রু-নিধনে যত্নবান্ হও। হে বীর! ভর্ত্তৃপিণ্ড পরিশোধের এই সময় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব সমরে প্রবৃত্ত হইয়া, পরাক্রম প্রদর্শন করত শত্রু-সৈন্যগণকে বিনাশ কর।'

রাক্ষসরাজ এই কথা বলিলে, রাক্ষসেন্দ্র মহোদর 'তথাস্তু' বলিয়া, যেরূপ পতঙ্গ অগ্নি-মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ শত্রু-সৈন্য-মধ্যে প্রবেশ করিল। অনন্তর, সেই মহাবল ভর্ত্তৃ-বাক্য এবং স্বীয় বীর্য্য দ্বারা উদ্রিক্ত ও সমধিক তেজঃশালী হইয়া বানরগণকে মর্দ্দন করিতে আরম্ভ করিল। মহাবল বানরগণও বিপুল শিলা গ্রহণ করত ভয়ঙ্কর শত্রু-সৈন্য-মধ্যে প্রবেশ করিয়া রাক্ষসগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। সেই মহাসমরে মহোদর নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, কাঞ্চন-ভূষিত শর-সমূহ-দ্বারা বানরগণের পাণি পাদ ও ঊরু ছেদন করিতে থাকিলে, রণ-মধ্যে নিশাচর-নিচয়-কর্ত্তৃক অর্দ্দিত বানরবৃন্দ দশ দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল এবং কেহ বা সুগ্রীবের শরণাগত হইল। তখন, মহাতেজা বানররাজ সুগ্রীব মহতী বানরবাহিনীকে রণ-মধ্যে ভগ্ন দেখিয়া, মহোদরের অভিমুখে ধাবিত হইলেন এবং পর্ব্বত-সদৃশী মহতী বিপুলা শিলা গ্রহণ করত তদীয় বধাভিলাষে ক্ষেপণ করিলেন। পরন্তু, মহোদর সেই শিলাকে সহসা আপতিত হইতে দেখিয়াই অসম্ভ্রান্তচিত্তে বাণ-দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলে, নিশাচর-কর্ত্তৃক শর-সমূহ-দ্বারা সহস্রধা ছেদিত সেই শিলা আকুল গৃধ্রচক্রের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। শিলা ছেদিত হইল দেখিয়া, পরবল-নিসূদন শূর সুগ্রীব

নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং একটি শালবৃক্ষ উৎপাটন করত রণ-মধ্যস্থিত রাক্ষসের প্রতি নিক্ষেপ করত ক্রোধভরে নখ-দ্বারা তাহাকে বিদারণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, একটি ভূপতিত উগ্রবেগ প্রদীপ্ত পরিঘ দর্শন করত সত্বর গ্রহণ ও নিশাচরকে প্রদর্শন করিয়া তদ্দ্বারা তদীয় তুরঙ্গম-চতুষ্টয়কে নিপাতিত করিলে, রাক্ষস মহোদর লম্ফ প্রদানে সেই হয়-বিহীন মহারথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ক্রোধভরে একটী গদা গ্রহণ করিল। তৎকালে, বিদ্যু-দ্বিলাসিত জলদযুগল ও গোবৃষ-যুগ-সদৃশ সেই গদা-পরিঘ-হস্ত বীর-যুগল সিংহনাদ-সহকারে পরস্পর সমরাসক্ত হই-লেন। নিশাচর মহোদর ক্রোধভরে সুগ্রীবকে লক্ষ্য করিয়া প্রভাকর-সদৃশ প্রদীপ্ত গদা ক্ষেপণ করিলে, ক্রোধে লোহিত লোচন মহাবল বানররাজ সুগ্রীব গদা আপতিত হইতেছে দেখিয়াই, পরিঘ উদ্যত করত তদীয় গদার উপর আঘাত করিলেন; পরন্তু, সেই পরিঘ গদার আঘাতে ভগ্ন হইল এবং গদাও ভূতলে পতিত হইল। অনন্তর, তেজস্বী সুগ্রীব ভূতল হইতে চতুর্দ্দিকে সুবর্ণ-ভূষিত একটি ঘোররূপ আয়স মুষল গ্রহণ ও উদ্যত করত ক্ষেপণ করিলেন। তদ্দর্শনে মহোদরও অপর একটি গদা ক্ষেপণ করিলে, উভয়ে পরস্পর সমাসক্ত হইয়া ভগ্ন ও ধরণীতলে পতিত হইল। এইরূপে প্রদীপ্ত হুতাশন-সদৃশ তেজোবলসমন্বিত সেই ভগ্নপ্রহরণ বীর-যুগল মুষ্টিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পরকে আঘাত করত বারম্বার সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তৎকালে, সেই শত্রুতাপন বীর-যুগল উভয়ে উভয়কে তল-

প্রহার করত ভূতলে পতিত হইতে এবং সত্বর উৎপতিত হইয়া, পরস্পরকে প্রহার ও দূরে ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। পরন্তু, এইরূপ বহুক্ষণ বাহুযুদ্ধে কেহই পরাজিত না হওয়ায়, উভয়েই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন।

অনন্তর, মহাবেগ নিশাচর মহোদর চর্ম্মের সহিত একটি নিকটস্থিত খড়্গ গ্রহণ করিলে, বেগশালি-প্রবর বানরবর সুগ্রীবও চর্ম্মের সহিত ভূতলে পতিত একটি সুমহৎ খড়্গ গ্রহণ করিলেন। তৎপরে, রণমত্ত ও শস্ত্র-বিশারদ সেই দুই বীর ক্রোধভরে অসি সমুদ্যত করত সিংহনাদ-সহকারে পরস্পরের প্রতি ধাবিত হইয়া বিজয়াভিলাষে সত্বর দক্ষিণ-মণ্ডলে বিচরণ করত পরস্পরকে আক্রমণ করিলেন। সেই সময় বীর্য্যশ্লাঘী মহাবেগ দুর্ম্মতি মহোদর বানররাজের বিপুল চর্ম্মে খড়্গ প্রহার করিলে, সেই খড়্গ চর্ম্ম-মধ্যে সংলগ্ন হওয়ায়, সে যেমন তাহা আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল, সেই অবসরে হরীশ্বর কুণ্ডল-শোভিত ও শিরস্ত্রাণ সমন্বিত তদীয় মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন, তাহার ছিন্ন মস্তককে ধরণীতলে পতিত হইতে দেখিয়াই, রাক্ষসেন্দ্রের সৈন্যগণ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। মহোদর নিহত হইলে, বানরগণের সহিত বানররাজ আনন্দিত, দশানন রুষ্ট এবং রঘুনন্দন হৃষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। রাক্ষসগণ ভয়ে বিহ্বল হইল এবং বিষণ্ণ-বদনে ও দীনমনে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

এইরূপে মহাগিরির শীর্ণ একদেশের ন্যায় মহোদরকে ভূতলে পাতিত করত বিজয়ী সূর্য্যনন্দন বানরেন্দ্র সুগ্রীব

স্বীয় তেজো-দ্বারা দুরাধর্ষ দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন, নভোগত দেবতা, সিদ্ধ ও যক্ষগণ এবং ভূতলস্থিত সকল প্রাণীই হর্ষাকুলনেত্রে রণ-মধ্যস্থিত সেই বীরকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

অষ্টনবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৮ ॥

সুগ্রীব-কর্ত্তৃক মহোদরকে নিহত দেখিয়া, মহাবল নিশাচর মহাপার্শ্ব ক্রোধে লোহিত-লোচন হইয়া উঠিল এবং শর-সমূহ-দ্বারা অঙ্গদের ভীমরূপ সৈন্যগণকে উৎপীড়িত করিতে আরম্ভ করিল। যেরূপ সমীরণ বৃন্ত হইতে ফল সকলকে পাতিত করেন, তদ্রূপ মহাপার্শ্বও বানরযূথপতিগণের উত্তমাঙ্গ সকলকে পাতিত করিতে লাগিল। সেই নিশাচর শর-সমূহ-দ্বারা কাহার বাহু ছেদন এবং কাহারও পার্শ্ব বিদারণ করিল। এইরূপে বানরগণ মহাপার্শ্বের বাণ-বর্ষণে নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়া বিষণ্ণ হইল এবং কার্য্যাকার্য্য-বিবেক-বিহীন হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। তখন, মহাবেগ বানরশ্রেষ্ঠ অঙ্গদ বল-সকলকে রাক্ষস-কর্ত্তৃক অর্দ্দিত ও উদ্বিগ্ন দেখিয়া পর্ব্বকালীন সমুদ্রের ন্যায় বেগ অবলম্বন করত সূর্য্য-রশ্মির ন্যায় প্রভা-বিশিষ্ট একটি আয়স পরিঘ গ্রহণ করিয়া মহাপার্শ্বের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সেই প্রহারে মহাপার্শ্ব সংজ্ঞা-বিহীন হইয়া সারথির সহিত ভূতলে পতিত হইলে, নীলাঞ্জন-চয়-সদৃশ মহাবীর্য্য তেজস্বী ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ ক্রোধ-সহকারে স্বীয় মেঘ-সদৃশ যূথ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বিশাল শিলা গ্রহণ করত তদীয়

অশ্বগণকে নিপাতিত করিয়া দুইটি গিরিশৃঙ্গ-দ্বারা রথকে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। মহাবল মহাপার্শ্বও মুহূর্ত্তকাল-মধ্যে সংজ্ঞা লাভ করত অসংখ্য বাণ-দ্বারা গবাক্ষ এবং অঙ্গদকে পুনর্ব্বার প্রতিবিদ্ধ করত তিন বাণে ঋক্ষরাজ জাম্ববানের স্তনান্তরে আঘাত করিল। তখন, গবাক্ষ ও জাম্ববান্‌কে শর-পীড়িত দর্শনে বীর্য্যবান্ বালিনন্দন অঙ্গদ ক্রোধে অধীর হইয়া দুই বাহু-দ্বারা সূর্য্যরশ্মির ন্যায় প্রভা-বিশিষ্ট একটি আয়স পরিঘ গ্রহণ করত ভ্রামিত করিয়া দূরস্থিত মহাপার্শ্বের বধাভিলাষে নিক্ষেপ করিলে, বলবান্ বালিনন্দন-কর্ত্তৃক ক্ষিপ্ত সেই পরিঘ রাক্ষসের হস্তস্থিত ধনু শর ও শিরস্ত্রাণকে পাতিত করিল। তদ্দর্শনে প্রতাপবান্ অঙ্গদ বেগ-সহকারে তাহার নিকটস্থ হইয়া ক্রোধভরে তদীয় কুণ্ডল-শোভিত কর্ণমূলে তলপ্রহার করিলেন। তাহাতে মহাবেগ মহাদ্যুতি মহাপার্শ্ব নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া এক হস্ত-দ্বারা একটি গিরিসারময় তৈল-ধৌত বিমল ও দৃঢ় সুমহৎ পরশু গ্রহণ করত তদ্দ্বারা রোষভরে বালিনন্দনকে আঘাত করিল। পরন্তু, রোষপূর্ণ অঙ্গদ বল-সহকারে বামাংশ-ফলকে পাতিত সেই পরশুকে ব্যর্থ করিলেন। অনন্তর, পিতার তুল্য পরাক্রমশালী মর্ম্মজ্ঞ বীরবর অঙ্গদ ক্রোধভরে বজ্রকল্প ও মহেন্দ্রের অশনির ন্যায় কঠোর-স্পর্শ মুষ্টি পরিবর্ত্তিত করত নিশাচর মহাপার্শ্বের হৃদয়কে লক্ষ্য করিয়া স্তন-সমীপে আঘাত করিলেন। সেই মুষ্টি-প্রহারেই নিশাচরের হৃদয় বিদীর্ণ হইল এবং সে গত-জীবিত হইয়া রণ-মধ্যে ভূতলে পতিত হইল।

এইরূপে মহাপার্শ্ব নিহত ও ভূপতিত হওয়ায়, তদীয় সৈন্যগণ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলে, রাবণ নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। সেই সময় অমররাজের সহিত অমরগণের এবং অঙ্গদের সহিত প্রহৃষ্ট বানরগণের এরূপ তুমুল সিংহ-নাদ-সমুত্থিত হইল যে, অট্টালিকা ও গোপুরের সহিত সমগ্রা লঙ্কা নগরীই যেন সেই শব্দে স্ফুটিত হইয়া গেল; ইন্দ্র-শক্র রাক্ষসেন্দ্র রণ-মধ্যে সুর ও বানরগণের সেই সুমহৎ সিংহনাদ শ্রবণ করত নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার সমরাভিমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

নবনবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৯ ॥

দুরাসদ মহাপার্শ্ব ও মহোদর এবং মহাবল বীর বিরূপাক্ষ মহাসমরে নিহত হইল দেখিয়া, দশানন নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং সারথিকে সত্বর করত কহিলেন;— 'আমি অদ্য রাম লক্ষ্মণকে বিনাশ করিয়া অমাত্যগণের নিধন ও পুরীর অবরোধ-জনিত দুঃখ অপনয়ন করিব। অদ্য আমি সুগ্রীব জাম্ববান্ কুমুদ নল দ্বিবিদ মৈন্দ অঙ্গদ গন্ধমাদন হনুমান্ সুষেণ ও অপর বানর-যুথপতিগণ-রূপ প্রশাখা-সমন্বিত এবং বৈদেহীরূপ পুষ্পফল-শোভিত রাম-রূপ বৃক্ষকে ছেদন করিব।' অতিরথ মহদাশয় রাবণ এই কথা বলিয়াই রথ-শব্দ-দ্বারা দশদিক্ অনুনাদিত করত রঘুনন্দনের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তৎকালে, সেই শব্দে নদী গিরি ও কানন সকলের সহিত সমগ্রা বসুন্ধরা পরিপূরিত ও কম্পিত হইল এবং মৃগ ও বিহঙ্গমগণ বিত্রস্ত

হইয়া পড়িল। অনন্তর, রাক্ষসরাজ ঘোরতর সুদারুণ তামস অস্ত্র ক্ষেপণ করত বানরগণকে সর্ব্বতোভাবে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা স্বয়ং সেই অস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সুতরাং বানরগণ তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া, ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে থাকিলে, মহীতল হইতে ধূলিপটল সমুত্থিত হইল।

দশানন শরসমূহ-দ্বারা শত শত সৈন্যকে সন্তাড়িত করিতেছেন দেখিয়া, রামচন্দ্র অগ্রসর হইলে, রাক্ষস-শার্দ্দূল রাবণ বানরবাহিনীকে বিদ্রাবিত করত দেখিলেন, পদ্মপলাশ-সদৃশ বিশাল-লোচন দীর্ঘবাহু বিষ্ণুর সহিত একত্র অবস্থিত বাসবের ন্যায় অপরাজিত অরিন্দম রঘুনন্দন স্বীয় সুমহৎ ধনু-দ্বারা যেন আকাশকে উদ্ভাসিত করত ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত সম্মুখে অবস্থান করিতেছেন। মহাতেজস্বী রাম ও বলশালী সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ বানরগণকে রণ-মধ্যে ভগ্ন ও রাবণকে সমাগত দর্শনে হৃষ্টান্তঃকরণে মহাবেগ ও মহানাদ-সমন্বিত উত্তম ধনু গ্রহণ করত যেন মেদিনীকে বিদীর্ণ করিবার অভিপ্রায়েই কম্পিত করিতে লাগিলেন। তৎকালে, রাবণের বাণবর্ষণ ও রাঘবের ধনুর্ব্বিস্ফারণ এই উভয়ের তুমুল শব্দে শত শত রাক্ষস নিপতিত হইল। সেই সময় রাজকুমার-যুগলের বাণপথে পতিত রাক্ষস-রাজকে চন্দ্র সূর্য্যের সমীপস্থ রাহুগ্রহের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। লক্ষ্মণ শাণিত বাণ-নিচয়-দ্বারা অগ্রেই রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়া, ধনু বিনমিত করত অগ্নি-শিখা-সদৃশ শর সকল ক্ষেপণ করিলেন। পরন্তু,

মহাতেজস্বী রাবণ শর-সমূহ-দ্বারা ধানুষ্কবর লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক বিমুক্ত সেই শর সকলকে আকাশ-মধ্যেই নিবারণ করিলেন। সমর-বিজয়ী দশানন হস্ত-লাঘব প্রদর্শন করত সুমিত্রানন্দনের এক দুই বা তিন বাণকে যথাক্রমে এক দুই ও তিন বাণ-দ্বারা নিবারণ করিয়া লক্ষ্মণকে অতিক্রম করত রণমধ্যে দ্বিতীয় অচলের ন্যায় অবস্থিত রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন। ক্রোধে লোহিত-লোচন দশানন রণস্থলে রামকে প্রাপ্ত হইয়া তদুপরি শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। পরন্তু, রঘুনন্দন রাবণ-ধনুর্ম্মুক্ত সেই শরধারা সকলকে আপতিত হইতে দেখিয়াই তীক্ষ্ণ ভল্ল সকল গ্রহণ করত তদ্দ্বারা দশাননের সেই আশীবিষ-সদৃশ দীপ্যমান মহাঘোর শর সকলকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে, রাম ও রাবণ পরস্পর পরস্পরকে লক্ষ্য করিয়া সুতীক্ষ্ণ বহুবিধ শর-সকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা পরস্পরের বাণবেগে উৎক্ষিপ্ত হইয়া সব্য-দক্ষিণাদি বহুবিধ মণ্ডলে বিচরণ করিতে থাকিলেন, কিন্তু কেহই পরাজিত হইলেন না। যম ও অন্তক-সদৃশ সেই রুদ্রমূর্ত্তি বীর-যুগল এইরূপে বাণ-জাল ক্ষেপণ করত যুগপৎ যুদ্ধ করিতে থাকিলে, প্রাণিপুঞ্জ বিত্রস্ত এবং গ্রীষ্মাবসানে বিদ্যুন্মালা-বিলাসিত ঘনাবলির ন্যায় তাহাদের বিবিধ বাণাবলি-দ্বারা নভোমণ্ডল ব্যাপ্ত হইল। তাঁহাদের গৃধ্রপত্র-দ্বারা শোভনপক্ষ-বিশিষ্ট তীক্ষ্ণাগ্র মহাবেগ শরসমূহ-দ্বারা আকাশ ব্যাপ্ত হওয়ায়, বোধ হইতে লাগিল যেন, নভোমণ্ডল গবাক্ষজালে পরিশোভিত হইয়াছে। সমুত্থিত মহা-

মেঘযুগলের ন্যায় সেই দুই বীর দিবাভাগেও শরবর্ষণ-দ্বারা নভোমণ্ডলকে মহান্ধকারে আচ্ছন্ন করিলেন। পূর্ব্বে বৃত্র ও বাসবের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, তদ্রূপ পরস্পর বধাভিলাষী সেই দুই বীরের অচিন্ত্য ও অদৃষ্টপূর্ব্ব সুমহৎ যুদ্ধ হইতে লাগিল। তাঁহারা উভয়েই যুদ্ধ-বিশারদ ধানুষ্কপ্রবর ও অস্ত্রজ্ঞগণের অগ্রগণ্য, সুতরাং উভয়ে বিবিধগতিতে বিচরণ করত যে দিকে গমন করিতে লাগিলেন, সেই দিকেই সমীরণ-সঞ্চালিত মহাসাগর-যুগলের ঊর্ম্মিমালার ন্যায় শরোর্ম্মি সকল সমুত্থিত হইল। অনন্তর, বাণগ্রহণে ব্যস্ত লোকরাবণ রাবণ রামচন্দ্রের ললাটদেশকে লক্ষ্য করিয়া নারাচ সকল ক্ষেপণ করিলেন; পরন্তু রঘুনন্দন নীলোৎপলদলের ন্যায় প্রভা-বিশিষ্ট ও দশাননের রৌদ্র ধনু হইতে বিমুক্ত সেই নারাচ সকলকে মস্তক-দ্বারা ধারণ করিয়াও কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। প্রত্যুত, রৌদ্র অস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিবার নিমিত্ত ক্রোধভরে পুনর্ব্বার শর সকলকে গ্রহণ করত অভিমন্ত্রিত করিলেন। নিরন্তর শরবর্ষণকারী মহাতেজস্বী বীর্য্যবান্ রাম সেই শর সকলকে গ্রহণ করত রাক্ষসেন্দ্রের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। পরন্তু, সেই শর সকল রাক্ষসরাজের মহামেঘ-সদৃশ দুর্ভেদ্য কবচে পতিত হইয়াও কিছুমাত্র ব্যথা উৎপাদন করিতে পারিল না। তদ্দর্শনে সর্ব্বাস্ত্রকুশল রঘুনন্দন পরমাস্ত্র-দ্বারা পুনর্ব্বার রাক্ষসেন্দ্রের ললাটদেশ বিদ্ধ করিলেন। পরন্তু, সেই বাণ সকল রাবণ-কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া বাণরূপ পরিত্যাগ

করত পঞ্চশীর্ষ আশীবিষ হইয়া নিঃশ্বাস-সহকারে ধরণী-গর্ভে প্রবেশ করিল।

দশানন রঘুনন্দনের অস্ত্র নিবারণ করত ক্রোধভরে অপর আসুর অস্ত্র সকল প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাতেজস্বী রাবণ ক্রোধে সর্পের ন্যায় নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করত রামচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া ভয়াবহ লেলিহান ও ব্যাদিত পঞ্চমুখ-সমন্বিত সিংহমুখ ব্যাঘ্রমুখ কঙ্কমুখ কাক-মুখ গৃধ্রমুখ শ্যেনমুখ শৃগাল-বদন বৃকমুখ খরমুখ বরাহ-বদন কুক্কুরমুখ কুক্কুট-বদন মকরমুখ ও সর্পমুখ-প্রভৃতি বাণ এবং অন্যান্য বহুবিধ শাণিত শর ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। পাবক-সদৃশ মহাতেজস্বী রঘুনন্দনও সেই আসুর অস্ত্র সকল-দ্বারা আবিষ্ট হইয়া আগ্নেয় অস্ত্র প্রাদুর্ভূত করত প্রদীপ্ত অগ্নিমুখ সূর্য্যমুখ গ্রহমুখ নক্ষত্র-বদন উল্কামুখ এবং বিদ্যুজ্জিহ্বা-সদৃশ অপর বহুবিধ বাণ সকল ক্ষেপণ করিলে, রাবণের ঘোররূপ শর সকল রামাস্ত্র-দ্বারা সমাহত হইয়া কতক আকাশে বিলীন হইল এবং কতক বা কিয়ৎ সংখ্যককে বিনাশ করিল।

সুগ্রীব-প্রমুখ কামরূপী বীর বানরগণ অক্লিষ্টকর্ম্মা রঘু-নন্দন কর্ত্তৃক রাবণাস্ত্র সকলকে নিবারিত দেখিয়া, রামচন্দ্রকে বেষ্টন করত হৃষ্টান্তঃকরণে সিংহনাদ করিতে লাগিল। এইরূপে মহাত্মা রঘুনন্দন দাশরথি রাম রাবণ বাহু-বিনিঃসৃত সেই শর সকলকে নিবারণ করত আনন্দিত হইলেন এবং কপীশ্বরগণ উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিল।

শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০০ ॥

সেই অস্ত্র সকল বিফল হইল দেখিয়া, রাক্ষসরাজ রাবণ দ্বিগুণতর ক্রুদ্ধ হইয়া, রামচন্দ্রের প্রতি ক্ষেপণ করিবার নিমিত্ত ময়-বিনির্ম্মিত অন্য একটি প্রদীপ্ত অস্ত্র প্রয়োগ করিলে, তাঁহার ধনু হইতে যুগক্ষয়কালীন বায়ুগণের ন্যায় প্রদীপ্ত ও বজ্রের ন্যায় সারবান্ তীক্ষ্ণাগ্র শূল গদা মুষল মুদ্গার কূটপাশ ও প্রদীপ্ত অশনি-প্রভৃতি বহুবিধ সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র সকল নির্গত হইতে লাগিল। পরন্তু, অস্ত্রবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য মহাদ্যুতি শ্রীমান্ রাম উৎকৃষ্ট গান্ধর্ব্বাস্ত্র-দ্বারা তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাত্মা রঘুনন্দন-কর্ত্তৃক সেই অস্ত্র প্রতিহত হইলে, ধীমান্ দশানন ক্রোধে রক্ত-লোচন হইয়া শৌর অস্ত্র উদীরিত করিলে, তদীয় কার্ম্মুক হইতে এরূপ ভাস্বর চক্র সকল নির্গত হইতে লাগিল যে, প্রদীপ্ত চলনশীল চন্দ্র-সূর্য্য-প্রভৃতি গ্রহগণ দ্বারা নভো-মণ্ডল যেরূপ আলোকিত হয়, সেই উৎপতিত শরনিকর-দ্বারাও গগনতল সেইরূপ উদ্ভাসিত হইল। পরন্তু রঘুনন্দন সেনাগণের সম্মুখে সেই চক্র ও বিচিত্র আয়ুধ সকলকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

রাক্ষসরাজ রাবণ সেই অস্ত্রকে নিবারিত দেখিয়া, দশটি বাণ-দ্বারা রামচন্দ্রের মর্ম্মস্থান সকল বিদ্ধ করিলেন। পরন্তু মহাতেজস্বী সমর-বিজয়ী রঘুনন্দন রাম দশাননের সুমহৎ কার্ম্মুক হইতে বিনির্গত সেই দশ বাণে বিদ্ধ হইয়াও, প্রকম্পিত হইলেন না, প্রত্যুত নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া রাক্ষসেশ্বরকে সর্ব্বগাত্রে বিদ্ধ করিলেন। ইত্যবসরে পরবীর-বিজয়ী বলশালী মহাদ্যুতি রামানুজ লক্ষ্মণ সাতটি মহাবেগ

শর গ্রহণ করত তদ্দ্বারা রাবণের মনুষ্য-চিহ্নিত ধ্বজকে অনেকধা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর, সেই মহাবল শ্রীমান্ লক্ষ্মণ রাক্ষসরাজ রাবণের সারথির সমুজ্জ্বল কুণ্ডল-যুগল-শোভিত মস্তক ছেদন করত পাঁচটি শাণিত বাণ দ্বারা তদীয় করিকর-সদৃশ ধনু ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই সময় বিভীষণ লম্ফ প্রদান করত গদা-দ্বারা রাক্ষসরাজের নীলমেঘ ও পর্ব্বত-সদৃশ উত্তম অশ্ব-চতুষ্টয়কে বিনাশ করিলেন। তখন, মহাশক্তি প্রতাপবান্ রাক্ষসরাজ হতাশ্ব রথ হইতে লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়া ভ্রাতা বিভীষণের উপর নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং প্রদীপ্ত অশনির ন্যায় একটি শক্তি গ্রহণ করত তদভিমুখে নিক্ষেপ করিলেন। পরন্তু, সেই শক্তি পতিত হইতে না হইতেই লক্ষ্মণ তিনটি বাণ দ্বারা তাহাকে এরূপ ছেদন করিলেন যে, সেই কাঞ্চন-মালিনী প্রজ্বলিতা শক্তি ত্রিধা ছিন্ন হইয়া আকাশচ্যুত মহোল্কার ন্যায় স্ফুলিঙ্গ সকলের সহিত ভূতলে পতিত হইল। তদ্দর্শনে, দশানন স্বীয় তেজে দীপ্যমান্ এবং কালেরও দুরাসদ অন্য একটী অমোঘা বিপুলা শক্তি গ্রহণ করিলেন। তৎকালে, মহাতেজস্বী বলশালী দুরাত্মা রাবণ-কর্ত্তৃক বেগ-সহকারে ভ্রামিত সেই প্রদীপ্ত অশনির ন্যায় প্রভাশালিনী শক্তি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ইত্যবসরে বীর সুমিত্রানন্দন বিভীষণের প্রাণ-সংশয় উপস্থিত দেখিয়া, তাঁহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সত্বর সেই শক্তির সম্মুখে আগমন করিলেন এবং ধনু বিনামিত করত শক্তিহস্ত রাবণ-কে শর বর্ষণ-দ্বারা বিকীরিত করিলেন। তখন, দশানন

মহাত্মা লক্ষ্মণ-কর্ত্তৃক শরসমূহ-দ্বারা কীর্য্যমাণ ও প্রতিহত-পরাক্রম হইয়া শক্তি-প্রহারে অনভিলাষী হইলেন এবং ভ্রাতা বিভীষণকে সৌমিত্রি-কর্ত্তৃক মোক্ষিত দেখিয়া, তদভিমুখে অবস্থান করত কহিলেন;—'হে বীর্য্যশ্লাঘিন্! ত্বৎকর্ত্তৃক রাক্ষস বিভীষণ মোক্ষিত হইল, কিন্তু সম্প্রতি, উহাকে পরিত্যাগ করিয়া এই শক্তি তোমার উপরেই পাতিত হইতেছে। পরিঘ-সদৃশ মদীয় বাহু হইতে বিসৃষ্ট এই শত্রু-শোণিতপায়িনী শক্তি তোমার হৃদয় ভেদ করত প্রাণ লইয়া বহির্গত হইবে।' রাক্ষসরাজ এই বলিয়াই ক্রোধ-সহকারে লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিয়া স্বীয় তেজে প্রদীপ্ত ও অষ্টঘণ্টা-সমন্বিত সেই মহাশব্দ শত্রুঘাতিনী অমোঘা ময়মায়া-বিনির্ম্মিতা শক্তিকে ক্ষেপণ করত সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। ভীমবেগে নিক্ষিপ্ত এবং বজ্র ও অশনির ন্যায় শব্দ-বিশিষ্ট সেই শক্তিও রণ-মধ্যস্থিত লক্ষ্মণের অভিমুখে ধাবিত হইল। শক্তি আপতিত হইতেছে দেখিয়াই, রামচন্দ্র শক্তি-ক্ষেপণের সমকালে কহিলেন;—'লক্ষ্মণের মঙ্গল হউক এবং এই শক্তি বিফল ও হতোদ্যম হইয়া যাউক।' পরন্তু, ক্রুদ্ধ দশানন-কর্ত্তৃক রণ-মধ্যে নিক্ষিপ্ত আশীবিষ-সদৃশী ও বাসুকির জিহ্বার ন্যায় দীপ্যমানা সেই শক্তি মহাবেগে নির্ভীক মহাদ্যুতি লক্ষ্মণের বিশাল বক্ষঃস্থলে পতিত ও নিমগ্ন হইল। রাবণের বেগবলে গাঢ়রূপে মগ্ন সেই শক্তি-দ্বারা ভিন্নহৃদয় হইয়া লক্ষ্মণও ভূতলে পতিত হইলেন।'

মহাতেজস্বী সমীপস্থিত রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে তাদৃশ অবস্থায় পতিত দেখিয়া, ভ্রাতৃস্নেহ-বশত বিষণ্ণহৃদয় হইলেন এবং বাষ্পব্যাকুল-লোচনে মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করত যুগান্তকালীন হুতাশনের ন্যায় নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তিনি লক্ষ্মণকে দর্শন এবং 'এ বিষাদের সময় নহে' এইরূপ বিবেচনা করত রাবণকে বধ করিবার নিমিত্ত সর্ব্বপ্রযত্নে তুমুল যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইলেন। অনন্তর, রণ-মধ্যস্থিত অচল পন্নগের ন্যায় লক্ষ্মণের নিকট গমন করত দেখিলেন, তাঁহার সর্ব্বশরীর রুধিরে পরিপ্লুত হইয়াছে। কপিশ্রেষ্ঠগণ বলশালী দশানন-কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই শক্তিকে উত্তোলন করিতে চেষ্টা করায়, রাক্ষসরাজ শর-সমূহ-দ্বারা তাহাদিগকে এরূপ পীড়িত করিলেন যে, তাহারা কিছুতেই তদুদ্ধরণে সমর্থ হইল না। ইত্যবসরে সেই ভয়াবহা শক্তি লক্ষ্মণের দেহ ভেদ করত ধরণীগর্ভে প্রবেশ করিতে থাকিলে, বলবান্ রামচন্দ্র ক্রোধভরে কর-দ্বয়-দ্বারা তাহা ধারণ করত আকর্ষণ ও ভগ্ন করিলেন। তিনি যৎকালে সেই শক্তিকে আকর্ষণ করেন, সেই সময় বলশালী দশানন মর্ম্মভেদী শরসকল-দ্বারা তাঁহার মর্ম্মস্থান সকল বিদ্ধ করিলেন। পরন্তু, রঘুনন্দন সেই সকল বাণের বিষয় চিন্তা না করিয়াই লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করত মহাকপি সুগ্রীব ও হনুমান্‌কে কহিলেন;—'হে বানরশ্রেষ্ঠগণ! এই আমার চিরেপ্সিত বিক্রমের কাল উপস্থিত হইয়াছে, অতএব তোমরা লক্ষ্মণকে বেষ্টন করিয়া অবস্থান ও রক্ষা কর। হে বানরগণ! আমি তোমাদের নিকট এই সত্য-

প্রতিজ্ঞা করিতেছি;—তোমরা এই মুহূর্ত্তেই জগৎকে অরাম অথবা অরাবণ শ্রবণ করিবে। নিদাঘকালে তৃষিত চাতকের বারি লাভের ন্যায়, আমার চিরাকাঙ্ক্ষিত এই পাপাত্মা পাপনিশ্চয় রাবণ উপস্থিত হইয়াছে, অতএব ইহাকে সত্বর বধ করাই কর্ত্তব্য। রাজ্য নাশ, বনবাস, দণ্ডকারণ্যে পরিভ্রমণ, বৈদেহীর ধর্ষণ এবং রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধে যে সকল দুঃখ ও নরক-যন্ত্রণার ন্যায় ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াছি, অদ্য রণ-মধ্যে রাবণকে বিনাশ করিয়া সেই সমস্ত অপনয়ন করিব। আমি যাহার জন্য রণ-মধ্যে বালিকে বধ করিয়া, সুগ্রীবকে বানর-রাজ্যে অভিষিক্ত করত এই বানর-সৈন্যগণকে এ স্থানে আনয়ন করিয়াছি এবং যাহার জন্য সেতুবন্ধন করিয়া মহাসাগর পার হইয়াছি, সেই পাপ রাবণ অদ্য আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে। বিনতা-নন্দনের দৃষ্টিপথে পতিত ভুজঙ্গমের ন্যায় এই রাবণ যখন দৃষ্টিবিষ সর্প সদৃশ আমার নয়নপথে পতিত হইয়াছে, তখন অদ্য আর জীবন রক্ষায় সমর্থ হইবে না। হে দুর্দ্ধর্ষ বানর-পুঙ্গবগণ! তোমরা নিরুদ্বেগে পর্ব্বতাগ্রে উপবেশন করিয়া আমার এবং রাবণের যুদ্ধ দর্শন কর। অদ্য পর্ব্বতগণের সহিত সিদ্ধ পন্নগ ও চারণ-প্রভৃতি ত্রিলোকবাসী ভূতগণ এই রামের রামত্ব দর্শন করুক। অদ্য আমি এরূপ কর্ম্ম করিব যে, যত দিন বসুমতী প্রাণিগণকে ধারণ করিবে, তাবৎকাল দেবগণের সহিত চরাচর লোক সকল তদ্বিষয়ক কথোপকথন করিতে থাকিবে।”

রঘুনন্দন সমাহিতভাবে এই কথা বলিয়াই সাতটি কাঞ্চন-ভূষিত শাণিত বাণ-দ্বারা রণ-মধ্যস্থিত দশগ্রীবকে আঘাত করিলেন। বারিদ যেরূপ ধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ রাবণও প্রবৃদ্ধ নারাচ এবং মুষল-সকল-দ্বারা রামচন্দ্রকে অভি-বর্ষিত করিলেন। তৎকালে, পরস্পর হননকারী রাম-রাবণ-মুক্ত বাণ ও শর সকলের তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। তাঁহাদের দীপ্তাগ্র শর সকল বিকীর্ণ ও বিছিন্ন হইয়া অন্ত-রীক্ষ হইতে ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। তাঁহারা যে ত্রাস জনক সুমহৎ জ্যা-তলশব্দ করিতে লাগিলেন, সকল প্রাণীই আশ্চর্য্যভাবে তাহা দর্শন করিতে লাগিল। পরন্তু, দশানন ধানুষ্কবর মহাত্মা রঘুনন্দন-কর্ত্তৃক শরজাল-বর্ষণে বিকীর্য্যমাণ ও পরিপীড়িত হইয়া ভয়ে বাতাহত বলাহকের ন্যায় পলায়ন করিলেন।

একাধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০১ ॥

রামচন্দ্র শূরবর ভ্রাতা লক্ষ্মণকে বলশালী দশানন-কর্ত্তৃক শক্তি-সমাহত ও রুধির-পরিপ্লুত দেখিয়াও, শরসমূহ বর্ষণ করত দুরাত্মা রাবণের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়া সুষেণকে কহিলেন;—'এই বীর লক্ষ্মণ রাবণের বীর্য্য-প্রভাবে ভূতলে পতিত হইয়া, কর-চরণাদি-বিহীন সর্পের ন্যায় চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া, আমার নিরতিশয় শোক উপ-স্থিত হইতেছে। আমার আর যুদ্ধ করিবার শক্তি নাই; কারণ, প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর এই বীরকে রুধির-পরিপ্লুত দেখিয়া, আমার আত্মা ব্যাকুল হইয়াছে। এই সমরশ্লাঘী

শুভলক্ষণ ভ্রাতা যদি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েন, তাহা হইলে সুখ-ভোগ বা জীবন ধারণ করিয়া আমার ফল কি? দুরাত্মা দশানন-কর্ত্তৃক আঘাতিত এবং মর্ম্মস্থানে অভিহত ভ্রাতা লক্ষ্মণকে দুঃখার্ত্ত ও বিকৃত শব্দ করিতে দেখিয়া, স্বপ্নাবস্থ মনুষ্যের ন্যায় আমার অঙ্গ সকল অবসন্ন, বীর্য্য লজ্জিত, ধনু হস্ত হইতে পরিভ্রষ্ট, শর সকল বিশীর্ণ, নয়ন-যুগল বাষ্প-পরিপ্লুত এবং চিন্তা ও মরণেচ্ছা পরিবর্দ্ধিত হইতেছে।' রণ-ধূলিতে লুঠমান ভ্রাতা লক্ষ্মণকে পতিত দেখিয়া, রামচন্দ্র আকুলেন্দ্রিয় ও বিষণ্ণ হইয়া পুনর্ব্বার কহিলেন;—'হা! শূর লক্ষ্মণ না থাকিলে, বিজয় লাভকেও প্রিয় বলিয়া বোধ হইবে না, কারণ প্রজাপুঞ্জকে আহ্লাদিত করেন বলিয়া নিশাকরের নাম চন্দ্র হইলেও, তিনি অস্তমিত থাকিয়া, তাহাদিগকে আহ্লাদিত করিতে পারেন না। অথবা, যখন এই ভ্রাতা লক্ষ্মণ হতপ্রায় হইয়া রণ-মধ্যে শয়ন করিয়াছেন, তখন আর যুদ্ধ করিবার আবশ্যক নাই; কারণ, যুদ্ধ অথবা প্রাণ ধারণ করা এই উভয়ই নিষ্প্রয়োজন। আমি বনবাসী হইলে, যেরূপ এই মহাদ্যুতি আমার অনুগামী হইয়াছিলেন, সেইরূপ আমিও প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ইহাঁর অনুগমন করিব। হায়! বন্ধুজন যাঁহার নিয়ত ইষ্ট এবং যিনি নিয়তই আমার অনুগত ছিলেন, সেই বীরই কূটযোধী নিশাচরগণ-কর্ত্তৃক ঈদৃশী অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন। প্রতিদেশেই কলত্র এবং বান্ধব লাভ করিতে পারা যায়, কিন্তু সহোদর ভ্রাতা প্রাপ্ত হওয়া যায় এরূপ দেশ দেখিতে পাই না। হে দুর্দ্ধর্ষ! যখন, লক্ষ্মণই

নাই, তখন আমার আর রাজ্যে আবশ্যক কি? হায়! আমি কিরূপে পুত্রবৎসলা মাতা সুমিত্রার নিকট লক্ষ্মণের নিধনবার্ত্তা প্রকাশ করিব!! জননী কৌশল্যা এবং মাতা কৈকেয়ীকে কি বলিব এবং সুমিত্রা যে আমাকে তিরস্কার করিবেন, তাহাই বা কিরূপে সহ্য করিব? হায়! মহাবল ভরত অথবা শত্রুঘ্ন আমাকে "লক্ষ্মণ আপনার সহিত বনে গিয়াছিলেন, কিন্তু আপনি তাঁহাকে না লইয়া কিরূপে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন" এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তাহা-দিগকে কি প্রত্যুত্তর দিব? হায়! এতাদৃশ বন্ধুবিগর্হণ অপেক্ষা এই স্থানেই প্রাণ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। হায়! আমি জন্মান্তরে এরূপ কি পাপকর্ম্ম করিয়াছিলাম যে, তাহার ফলে আমার এই ধার্ম্মিক ভ্রাতা আমার অগ্রেই নিহত ও পতিত হইলেন। হা নিগ্রহানুগ্রহ-সমর্থ শূরবর পুরুষশ্রেষ্ঠ ভ্রাতঃ! তুমি কি জন্য আমাকে পরিত্যাগ করিয়া, একাকীই পরলোকে গমন করিতেছ? হা ভ্রাতঃ! আমি এরূপ বিলাপ করিতেছি, তথাপি তুমি কি নিমিত্ত উঠিয়া আমার সহিত সম্ভাষণ করিতেছ না? এক বার উত্থিত হইয়া নয়ন যুগল উন্মীলিত করত আমার অবস্থা অবলোকন কর। হা মহাবাহো! পর্ব্বত অথবা বনপ্রদেশে যখন আমি শোকার্ত্ত বিষণ্ণ বা প্রমত্ত হইতাম, তখন তুমিই আমাকে আশ্বাসিত করিতে।'

রামচন্দ্র শোকে ব্যাকুলেন্দ্রিয় হইয়া এইরূপ বিলাপ করিতে থাকিলে, সুষেণ তাঁহাকে আশ্বাসিত করত কহি-লেন;—'হে নরশার্দ্দূল! এই বৈক্লব্যকারিণী বুদ্ধিকে

পরিত্যাগ করুন, লক্ষ্মীবর্দ্ধন লক্ষ্মণ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েন নাই; কারণ, ইহাঁর মুখমণ্ডল বিকৃত বিবর্ণ বা প্রভা-বিহীন হয় নাই। হে বীর অরিন্দম বিশাম্পতে! আপনি বিষণ্ণ হই-বেন না, আমি নিশ্চয় বলিতেছি, লক্ষ্মণ জীবিত আছেন; কারণ, পরীক্ষা করিয়া দেখুন, ইহাঁর বদন-মণ্ডল ও লোচন-যুগল যেরূপ সুপ্রসন্ন এবং করতল-যুগল পুণ্ডরীক-পলাশের ন্যায় যাদৃশ রক্তবর্ণ রহিয়াছে, গতাসুগণের এরূপ রূপ দৃষ্ট হয় না। হে বীর! ঐ দেখুন, ভূতলে প্রসুপ্ত স্রস্তগাত্র পুরু-ষের ন্যায় ইহাঁর মুহুর্ম্মুহু কম্পমান্ হৃদয়-দ্বারা অন্তঃশ্বাস প্রকাশিত হইতেছে।' মহাপ্রাজ্ঞ সুষেণ রঘুনন্দনকে এই কথা বলিয়া সমীপস্থিত মহাকপি হনুমান্‌কে কহিলেন;—'হে সৌম্য বীর! সত্বর এস্থান হইতে প্রস্থিত হইয়া, পূর্ব্বে জাম্ববান্ তোমাকে যাহার কথা বলিয়াছিলেন, সেই মহো-দয় ঔষধি-পর্ব্বতে গমন কর। হে শূর! সেই পর্ব্বতের দক্ষিণ-শিখরে বিশল্যকরণী, সাবর্ণ্যকরণী, সঞ্জীবকরণী ও সন্ধানকরণী নাম্নী যে চারিটি মহৌষধি আছে, বীরবর লক্ষ্মণকে সঞ্জীবিত করিবার নিমিত্ত সত্বর সেই সমস্ত আন-য়ন কর।'

অমিততেজস্বী শ্রীমান্ বায়ুনন্দন হনুমান্ এইরূপ উক্ত হইয়াই ঔষধি-পর্ব্বতে গমন করিলেন; পরন্তু, ঔষধি সকল অভিজ্ঞাত না থাকায় নিরতিশয় চিন্তিত হইয়া, মনোমধ্যে এইরূপ স্থির করিলেন যে, এই পর্ব্বতের শিখরকেই লইয়া যাই। সুষেণ যেরূপ লক্ষণ বলিয়াছিলেন, তাহাতে এই শিখরেই সেই মহৌষধি আছে বলিয়া বোধ হইতেছে।

যদি আমি বিশল্যকরণী না লইয়া যাই, তাহা হইলে কালাত্যয়ে দোষ এবং সুমহৎ বৈক্লব্যও উপস্থিত হইবে। মহাবল হনুমান্ এইরূপ চিন্তা করত সত্বর গমন করিয়া সেই পর্ব্বত-শ্রেষ্ঠকে ধারণ ও তিন বার কম্পিত করিলেন। মহাবল হরিশার্দ্দূল মারুতি বাহু-দ্বয়-দ্বারা গ্রহণ করত সেই প্রফুল্ল তরুগণ-শোভিত পর্ব্বতকে উৎপাটন ও উত্তোলন করিলেন এবং বারিপূর্ণ নীলজীমূতের ন্যায় সেই গিরি-শিখর গ্রহণ করিয়াই উৎপতিত হইলেন। অনন্তর, বেগ-সহকারে লঙ্কা-মধ্যে উপস্থিত হইয়া গিরিশিখরকে স্থাপন ও ক্ষণকাল বিশ্রাম করত সুষেণকে কহিলেন;—'হে বানর পুঙ্গব! তুমি যে ঔষধি সকলের কথা বলিয়াছিলে, আমি সেই সমস্তকে চিনিতে না পারিয়া সমগ্র গিরিশিখর-কেই আনয়ন করিয়াছি।' পবননন্দন হনুমান্ এই কথা বলিলে, বানরশ্রেষ্ঠ সুষেণ তাঁহার প্রশংসা করত ঔষধি সকল উৎপাটন করিয়া লইলেন। যে কর্ম্ম সুরগণেরও দুঃসাধ্য, হনুমানের তাদৃশ কার্য্য দর্শন করিয়া যূথপতিগণ বিস্মিত হইল।

অনন্তর, মহাদ্যুতি বানর-সত্তম সুষেণ সেই ঔষধিকে ঘর্ষণ করত লক্ষ্মণের নাসিকায় প্রদান করিলে, পরবীর-নিসূদন শল্য-পীড়িত লক্ষ্মণ সেই ঔষধির গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া বিশল্য ও ব্যথা-বিহীন হইয়া ধরণীতল হইতে সত্বর উত্থিত হইলেন। বানরগণ লক্ষ্মণকে ভূতল হইতে উত্থিত দর্শনে আনন্দ-সহকারে 'সাধু সাধু' বলিয়া প্রতিপূজিত করিল। পরবীরঘাতী রামচন্দ্র 'এস এস' বলিয়া আহ্বান

করত অশ্রুপূর্ণ-লোচনে গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিলেন। রঘুনন্দন সুমিত্রানন্দনকে এইরূপে আলিঙ্গন করত কহিলেন;—'হে বীর! আমি ভাগ্যবলেই তোমাকে মৃত্যু হইতে পুনর্জীবিত দেখিলাম। বিজয় লাভ, সীতা অথবা জীবন ধারণ এই সমস্ত আমার আর কোন কার্যেই আসিত না; কারণ, তুমি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে, জীবিত থাকিয়া আমার কি ফল হইত?'

মহাত্মা রঘুনন্দন এই কথা বলিলে, লক্ষ্মণ দুঃখিতান্তঃকরণে করুণস্বরে কহিলেন;—'হে সত্য-পরাক্রম! পূর্ব্বে তাদৃশ প্রতিজ্ঞা করিয়া, অধুনা নিঃসার দুর্ব্বল ব্যক্তির ন্যায় এরূপ বলা কর্ত্তব্য নহে। হে বীর! সত্যবাদিগণ কখনই স্বীয় প্রতিজ্ঞার অন্যথাচরণ করেন না; কারণ, প্রতিজ্ঞাপালনই মহত্ত্বের লক্ষণ। আমার নিমিত্ত আপনার নিরাশ হওয়া কর্ত্তব্য নহে; আপনি অদ্য রাবণকে বধ করিয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞা পালন করুন। যেরূপ, নাদকারী তীক্ষ্ণদন্ত সিংহের নিকট মহামাতঙ্গ অব্যাহতি লাভ করিতে পারে না, তদ্রূপ শত্রু যখন আপনার দৃষ্টিপথে পতিত হইবে, তখন কোনরূপেই জীবিত অবস্থায় প্রতিগমন করিতে পারিবে না। যে পর্য্যন্ত দিবাকর কৃতকার্য্য হইয়া অস্তাচলে গমন না করেন, আমি তাহার পূর্ব্বেই সত্বর এই দুরাত্মাকে বধ করিতে ইচ্ছা করি। হে বীর! হে আর্য্য! যদি রণ-মধ্যে রাবণকে বধ করিতে ও আপনাকে স্থির-প্রতিজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করেন এবং যদি আপনার রাজ-নন্দিনী জানকীকে

লাভ করিবার অভিলাষ থাকে, তবে সত্বর আমার বাক্যানুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন।'

দ্ব্যধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০২ ॥

লক্ষ্মণ-কর্ত্তৃক উক্ত এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, পরবীরঘাতী বীর্য্যবান্ রঘুনন্দন ধনু ধারণ ও সন্ধান করিয়া সেনাগণের সম্মুখেই রাবণের প্রতি ঘোরতর শর সকল ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। এদিকে রাক্ষসরাজ রাবণও অন্য রথে আরোহণ করিয়া স্বর্ভানু যেরূপ ভাস্করের অভিমুখে ধাবিত হয়, তদ্রূপ রামচন্দ্রের প্রতি ধাবিত হইলেন। যেরূপ ধারাধর ধারা-সমূহ-দ্বারা মহাগিরিকে অভিবর্ষিত করে, তদ্রূপ রথস্থিত দশানন বজ্রকল্প শরসমূহ-দ্বারা রঘুনন্দনকে আঘাতিত করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্রও সমাহিতভাবে প্রদীপ্ত হুতাশন-সদৃশ কাঞ্চন-ভূষিত শরসমূহ-দ্বারা দশগ্রীবকে অভিবর্ষিত করিতে আরম্ভ করিলেন। পরন্তু, আকাশস্থিত দেবতা গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ পরস্পর এইরূপ বলিতে লাগিলেন যে;—' রঘুনন্দন ভূমিতলে এবং দশানন রথোপরি থাকিয়া যুদ্ধ করিতেছেন, অতএব, ইহাঁদের যুদ্ধ তুল্য হইতেছে না।'

তাঁহাদিগের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, দেববর শ্রীমান্ দেবরাজ মাতলিকে ডাকিয়া কহিলেন;— ' মাতলে! শীঘ্র মদীয় রথ লইয়া ভূপৃষ্ঠে গমন করত রণ-মধ্যস্থিত রঘুপ্রবর রামচন্দ্রকে তাহাতে আরোহণ করাইয়া দেবগণের সুমহৎ হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান কর।' দেব-সারথি

মাতলি দেবরাজ-কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া অবনত-মস্তকে তাঁহাকে প্রণাম করত কহিলেন;—'হে দেবেন্দ্র! আমি সত্বর যাইয়া তদীয় সারথ্য-কার্য্য সম্পাদন করিতেছি।' অনন্তর, উত্তম রথে হরিদ্বর্ণ অশ্ব সকলকে সংযোজিত করত সেই সুবর্ণচিত্রিত, কিঙ্কিনী-শত-ভূষিত, বৈদূর্য্যময় কূবর-সমন্বিত, হেমজাল-বিভূষিত, দিবাকর-সদৃশ কাঞ্চনা-পীড় সদশ্ব-সকল-দ্বারা সঞ্চালিত, শ্বেত-চামর-শোভিত, সুবর্ণ-বেণুধ্বজ-সমলঙ্কৃত এবং তরুণাদিত্য-সদৃশ শোভমান দেবরাজ-রথে আরোহণ করিলেন। এইরূপে ইন্দ্রসারথি মাতলি দেবরাজ-কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া, রথে আরোহণ করত স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইলেন ও প্রতোদহস্তে রথোপরি অবস্থিত থাকিয়াই রামচন্দ্রের সমীপে আগমন করত কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন;—'হে মহাসত্ত্ব শ্রীমন্ কাকুৎস্থ! আপনার বিজয়ের নিমিত্ত দেবরাজ এই রথ প্রেরণ করিয়াছেন। হে অরিন্দম! সুরপতি আপনাকে এই সুমহৎ ঐন্দ্র ধনু, অগ্নি-সন্নিভ কবচ, আদিত্য-সদৃশ শরনিকর এবং এই বিমল শাণিত শক্তি প্রদান করিয়াছেন। হে দেব বীর রঘুনন্দন! আমার সারথ্য-কৌশলে দেবরাজ যেরূপ দানবদলকে বিদলিত করেন, তদ্রূপ আপনিও এই রথে আরোহণ করিয়া রাক্ষস রাবণকে বিনাশ করুন।"

মাতলি কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া, রামচন্দ্র সেই রথকে প্রদক্ষিণ ও অভিবাদন করিয়া স্বীয় কান্তি-দ্বারা লোক সকলকে বিরাজিত করত তদুপরি আরোহণ করিলেন। তখন রাক্ষস দশানন এবং মহাবাহু রামচন্দ্রের অদ্ভুত ও রোম-

হর্ষণ দ্বৈরথ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পরমাস্ত্রবিৎ রাঘব গান্ধর্ব্বাস্ত্র-দ্বারা গান্ধর্ব্ব-বাণ-সকলকে এবং দৈব বাণ-দ্বারা দৈবাস্ত্র-সকলকে ছেদন করিলেন। তদ্দর্শনে রাক্ষসরাজ নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ঘোররূপ উৎকৃষ্ট রাক্ষস অস্ত্র ক্ষেপণ করিলে, রাবণ-ধনুর্ম্মুক্ত সেই কাঞ্চন-ভূষিত দীপ্তমুখ ভয়-জনক শর সকল সর্পরূপ হইয়া ব্যাদিত-বদন হইতে বহ্নি বমন করিতে করিতে রঘুনন্দনের অভিমুখে ধাবিত ও নিকটস্থ হইল। তৎকালে, দীপ্ত-ভোগ মহাবিষ বাসুকির ন্যায় সেই শরসকল-দ্বারা দিক্ ও বিদিক্ সকল আবৃত ও আচ্ছন্ন হইল। রঘুনন্দন সেই পন্নগরূপ শর সকলকে রণ-মধ্যে আগমন করিতে দেখিয়াই ঘোরতর ভয়াবহ গরুড় নামক অস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলে, সেই রাম-ধনুর্ম্মুক্ত অগ্নি-প্রভ ও সুবর্ণপুঙ্খ সর্পশত্রু শর সকল সৌবর্ণ সুপর্ণ হইয়া বিচরণ করিতে লাগিল। অনন্তর, রামচন্দ্রের সেই কামরূপ সুপর্ণাকার বিশিখ সকল দশাননের সর্পাকার শর-সকলকে নিহত করিল।

অস্ত্র প্রতিহত হইল দেখিয়া, রাক্ষসরাজ নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ঘোরতর শরবৃষ্টি-দ্বারা অক্লিষ্টকর্ম্মা রঘু-নন্দনকে অভিবর্ষিত ও শরসহস্র-দ্বারা পীড়িত করত শর-সমূহ-দ্বারা প্রতিবিদ্ধ করিলেন। অনন্তর, এক বাণ-দ্বারা সেই ইন্দ্ররথের সুবর্ণময় ধ্বজকে বিদ্ধ করত রথ-সমীপে পাতিত করিয়া, শরজাল-দ্বারা ইন্দ্রের অশ্বগণকে আঘাত করিলেন। তখন, রামচন্দ্রকে রাবণ-বাণে পীড়িত দেখিয়া, দেবতা গন্ধর্ব্ব চারণ দানব সিদ্ধ ও পরমর্ষিগণ বিষণ্ণ হই-

লেন এবং বিভীষণের সহিত বানরেন্দ্র ও ঋক্ষগণ নিতান্ত ব্যথিত হইল। তৎকালে, রামরূপ চন্দ্রমাকে রাবণরূপ রাহু-কর্ত্তৃক গ্রস্ত দেখিয়া, শশাঙ্কনন্দন বুধ প্রজাপতি-দৈবত শশিপ্রিয়া রোহিণীকে আক্রমণ করত প্রজাপুঞ্জের একান্ত অশুভাবহ হইয়া উঠিলেন। মহাসাগর যেন ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া দিবাকরকে স্পর্শ করিবার নিমিত্তই ধূম আবর্ত্ত ও ঊর্ম্মি সকলের সহিত উৎপতিত হইলেন। দিবাকর রুক্ষ ও কৃষ্ণবর্ণ পরিধিতে পরিবেষ্টিত হইলেন এবং তদীয় রশ্মি সকল মন্দ হইয়া গেল। অপিচ, কেতু-যুক্ত হওয়ায়, তৎকালে তাঁহাকে কবন্ধাঙ্ক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অঙ্গারক কোশলগণের চিরশুভকর ইন্দ্রাগ্নি-দৈবত বিশাখা নক্ষত্রকে আক্রমণ করত নভো-মণ্ডলে অবস্থিত হইলেন। তৎকালে, দশাস্য ও বিংশতি-ভুজ দশগ্রীব শরাসন ধারণ করত অবস্থিত হইলে, তাঁহাকে মৈনাক-পর্ব্বতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। রামচন্দ্র রাক্ষস রাবণ-কর্ত্তৃক রণ-মধ্যে নিরস্যমান হইয়া, শর সন্ধান করিতে পারিলেন না। ক্রোধে তাঁহার নয়ন-যুগল এরূপ কুটিল লোহিতবর্ণ হইল যে, নিশাচরগণ যেন তাহাতে দগ্ধ হইতে লাগিল। সেই সময় ধীমান্ রঘুনন্দনের সেই ক্রোধপূর্ণ বদন দর্শন করিয়া বসুমতী কম্পিত এবং সকল প্রাণীই বিত্রস্ত হইল। দোদুল্যমান্ বৃক্ষ ও সিংহ-শার্দ্দূল পরিবৃত মহীধর বারম্বার বিচলিত এবং সরিৎপতি সমুদ্র অতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন। কঠোর ও পরুষ রবকারী ঔৎ-পাতিক ঘনঘটা-সকল নিদারুণ শব্দ করত গগনমণ্ডলের

সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। বলিতে কি, তৎকালে ক্রুদ্ধ রামচন্দ্র এবং এই নিদারুণ উৎপাত সকলকে দর্শন করিয়া সকল প্রাণীই বিত্রস্ত হইল এবং দশাননও ভীত হইলেন। সেই দুই বীর বহুবিধ ভীমরূপ প্রহরণ-দ্বারা প্রলয়-সদৃশ যে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, দেবতা গন্ধর্ব্ব মহোরগ ঋষি দানব দৈত্য গরুড় ও অপর খেচরগণ বিমানে অবস্থিত হইয়া, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই মহাসমর-দর্শনকারী সুর ও অসুরগণের মধ্যে রাম-রাবণের জয়-পরাজয়-বিষয়ক বিগ্রহ উপস্থিত হওয়ায়, অসুরগণ হর্ষ সহকারে বারম্বার 'রাবণের জয় হউক' এবং সুরগণ পুনঃপুন 'রঘুনন্দন! আপনি বিজয় লাভ করুন' এইরূপ বলিতে লাগিলেন।

এই অবসরে দুষ্টাত্মা দশানন রঘুনন্দনকে প্রহার করিতে অভিলাষী হইয়া, বজ্রের ন্যায় সারবান্, সুমহৎ শব্দ-বিশিষ্ট, শত্রু বিনাশ-সমর্থ, শৈলশৃঙ্গ সদৃশ কূট সকল-দ্বারা ব্যাপ্ত ও চক্ষুর ভয়াবহ, সধূম দীপ্ত হুতাশনের অনুরূপ এবং কালেরও দুরাসদ অতিরৌদ্র তীক্ষ্ণাগ্র ও অব্যর্থ সুমহৎ প্রহরণ গ্রহণ করিলেন। রণ মধ্যে অসংখ্য শূরগণে পরিবৃত বীর্য্যবান্ মহাকায় রাক্ষসরাজ ক্রোধে প্রজ্বলিত ও রক্ত লোচন হইয়া সেই সর্ব্বভূত-বিত্রাসন শত্রু-বিদারণ নিদারুণ শূল গ্রহণ ও উদ্যত করত সুমহৎ সিংহনাদ করিয়া স্বীয় সৈন্যগণকে আনন্দিত করিলেন। অতিকায় দুরাত্মা রাক্ষসেন্দ্রের সেই নিদারুণ সিংহনাদে পৃথিবী অন্তরীক্ষ দিক্ ও বিদিক্ সকল কম্পিত, প্রাণিগণ বিত্রস্ত এবং সাগর

সংক্ষুব্ধ হইল। মহাবীর্য্য রাবণ সেই শূল গ্রহণ করত মহাশব্দে সিংহনাদ করিয়া পরুষ-বাক্যে রামচন্দ্রকে কহি-লেন ;— 'রাম! আমি ক্রোধভরে এই শূল তোমার প্রতি নিক্ষেপ করিতেছি, ইহা ভ্রাতার সহিত তোমার প্রাণ হরণ করিবে। হে সমরশ্লাঘিন্ রাঘব! রণ-মধ্যে যে সকল শূর নিশাচর নিহত হইয়াছে, অদ্য তোমাকে বিনাশ করিয়া তাহার পরিশোধ লইব ; অতএব, ক্ষণকাল অবস্থিত হও, এই আমি শূল নিক্ষেপ করিতেছি।' রাক্ষসরাজ এই কথা বলিয়াই শূল নিক্ষেপ করিলে, রাবণ-করবিমুক্ত বিদ্যুন্মালা-সমাকুল ও অষ্টঘণ্টা-সমন্বিত সেই শূল মহাশব্দে আকাশে উত্থিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল।

বীর্য্যবান্ রঘুনন্দন রাম সেই ঘোর-দর্শন প্রজ্বলিত শূলকে দেখিয়াই, ধনু বিনমিত করত অসংখ্য শর ক্ষেপণ করিলেন যেরূপ বাসব জলরাশি-দ্বারা সমুত্থিত প্রলয়ানলকে নির্ব্বা-পিত করেন, তদ্রূপ রাঘব শরসমূহ-দ্বারা সেই শূলকে নিবারণ করিতে অভিলাষী হইলেন। পরন্তু, হুতাশন যেরূপ পতঙ্গগণকে দগ্ধ করেন, তদ্রূপ দশানন-বিনির্ম্মুক্ত সেই শূলও রাম-কার্ম্মুক-নির্গত সেই শর-সকলকে দগ্ধ করিয়া ফেলিল। রামচন্দ্র স্বীয় সায়ক-সকলকে শূলস্পর্শ-মাত্র অন্তরীক্ষেই চূর্ণ ও ভস্মসাৎ হইতে দেখিয়া নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং মাতলি বাসব দত্তা যে শক্তি আনিয়াছি-লেন, তাহাই গ্রহণ করিলেন। যুগান্তকালীন উল্কার ন্যায় প্রভাশালিনী ও ঘণ্টানিনাদিতা সেই শক্তি বলবান্ রামচন্দ্র-কর্ত্তৃক উত্তোলিত হইয়া নভোমণ্ডলকে বিদীপিত করিল।

অনন্তর, রাঘব-বিক্ষিপ্ত সেই শক্তি রাক্ষসেন্দ্রের শূলোপরি পতিত হইলে, সেই মহাশূলও শক্তি-সমাহত ও তেজো-বিহীন হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তখন, রাম ক্রোধভরে সশব্দ বেগবান্ অথচ অজিহ্মগামী বাণ-সমূহ-দ্বারা রাক্ষস-রাজের মনোজব অশ্বগণকে আঘাত করিয়া, শাণিত শর-সমূহ-দ্বারা তদীয় উরঃস্থল ভেদ করত তিন বাণে তাঁহার ললাটদেশ বিদ্ধ করিলেন। রাক্ষসেন্দ্রগণের মধ্যস্থিত রাক্ষসরাজ শরসমূহ-দ্বারা বিদ্ধ হইলে, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে শোণিত প্রস্রুত হওয়ায়, তৎকালে তিনি প্রফুল্ল অশোক বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। এইরূপে রণ-মধ্যে রাক্ষসরাজের সর্ব্বগাত্র রাম-বাণে অতিবিদ্ধ ও রুধিরপরিপ্লুত হওয়ায়, তিনি নিরতিশয় খিন্ন হইলেন; পরন্তু, ক্ষণকাল-মধ্যে নিদারুণ ক্রোধ আসিয়া তাঁহার চিত্তকে আক্রমণ করিল।

ত্র্যধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৩ ॥

কাকুৎস্থ রামচন্দ্রের প্রহারে সমরশ্লাঘী দীপ্ত-নয়ন বীর্য্যবান্ দশানন নিরতিশয় পীড়িত হইয়া মহাক্রোধে ধনু সমুদ্যত করত মহাসমরে রাঘবের অভিমুখে ধাবিত হইলেন এবং বারিদ যেরূপ অন্তরীক্ষ হইতে পতিত বারিধারা-সমূহ-দ্বারা তটকে পরিপূরিত করে, তদ্রূপ সহস্র সহস্র বাণরূপ ধারা-দ্বারা রঘুনন্দনকে পরিপূরিত করিলেন। পরন্তু, মহাগিরির ন্যায় অকম্পনীয় বীর্য্যবান্ রাঘব রণ-মধ্যে রাবণ-ধনুর্ম্মুক্ত সেই শরজালে পূরিত হইয়াও কম্পিত

হইলেন না; অধিকন্তু, সমরে অবস্থিত হইয়া শরসমূহ-দ্বারা সেই শরজালের অধিকাংশ নিবারণ করত অবশিষ্ট-গুলিকে সূর্য্যরশ্মি বোধে প্রতিগ্রহ করিলেন। অনন্তর, ক্ষিপ্রহস্ত নিশাচর রাবণ ক্রোধভরে শরসহস্র-দ্বারা লক্ষ্মণা-গ্রজ মহাত্মা রামের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলে, তিনি বন-মধ্যে পুষ্পিত প্রফুল্ল সুমহৎ কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। মহাতেজস্বী কাকুৎস্থ রাম শর-প্রহারে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া প্রলয়কালীন দিবাকরের ন্যায় তেজোবিশিষ্ট শর সকল গ্রহণ করিলেন। এইরূপে সেই বীর-যুগল রাম ও রাবণ ক্রোধভরে পরস্পরের প্রতি এরূপ শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন যে, সেই শরজনিত অন্ধ-কারে পরস্পর কেহই কাহাকে দেখিতে পাইলেন না।

অনন্তর, বীর দাশরথি রাম রোষাবিষ্ট হইয়া হাস্য করত পরুষ বাক্যে রাবণকে কহিলেন;—'হে রাক্ষসাধম! তুমি জনস্থান হইতে আমার অজ্ঞাতে আমার বিবশা ভার্য্যাকে হরণ করিয়া আনিয়াছ; অতএব, তোমাকে বীর্য্যবান্ বলিতে পারি না। আমরা কেহই কুটীরে ছিলাম না, সুতরাং জানকী সেই মহাবন-মধ্যে একাকিনী দীনভাবে অবস্থান করিতেছিলেন, তুমি তাঁহাকে তাদৃশী অবস্থায় বল-পূর্ব্বক হরণ করিয়াও আপনাকে শূর বলিয়া বোধ করি-তেছ! ওহে শূর! নাথ-বিহীন স্ত্রীসকলের প্রতি পরদার-হরণরূপ কাপুরুষের কার্য্য করত আপনাকে শূর বলিয়া বোধ করিতেছ? রে ভিন্ন-মর্য্যাদ নির্লজ্জ দুশ্চরিত্র! তুমি দর্প-বশত স্বীয় মৃত্যুকে আহরণ করিয়াও আপনাকে শূর

বলিয়া বোধ করিতেছ? তুমি শূর প্রবলবলশালী এবং কুবেরের ভ্রাতা হইয়া যে শ্লাঘনীয় সুমহৎ কার্য্য করিয়াছ, ইহাতে তোমার যশ সমধিক বর্দ্ধিত হইবে। তুমি গর্ব্বের বশীভূত হইয়া যে নিন্দিত ও অহিত কার্য্য করিয়াছ, অধুনা তাহার সুমহৎ ফল ভোগ কর। রে দুর্ম্মতে! তুমি চোরের ন্যায় সীতাকে হরণ করত আপনাকে যে শূর বলিয়া বোধ করিতেছ, তাহাতে কি তোমার লজ্জা বোধ হইতেছে না? যখন আমি কুটীরে ছিলাম, সেই সময় তুমি বল-পূর্ব্বক সীতাকে ধর্ষণ করিলে, সেই দণ্ডেই মদীয় সায়কসমূহ-দ্বারা নিহত হইয়া ভ্রাতা খরকে দর্শন করিতে। রে মন্দাত্মন্! সে যাহা হউক, অদ্য যখন ভাগ্য-বশত আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছ, তখন নিশ্চয়ই তীক্ষ্ণ বাণসমূহ-দ্বারা যম-সদনে প্রেরণ করিব। অদ্য তোমার উজ্জ্বল কুণ্ডলযুগল-দ্বারা পরিশোভিত মস্তক মদীয় শরসমূহ-দ্বারা ছিন্ন হইয়া রণধূলিতে বিলুণ্ঠিত হইলে, ক্রব্যাদগণ তাহা আকর্ষণ করিতে থাকিবে। রাবণ! অদ্য আমি বাণশল্য-দ্বারা তোমার হৃদয়ে ছিদ্র করিলে, তুমি ধরণীতলে পতিত হইবে এবং পিপাসিত গৃধ্রগণ তোমার উরঃস্থলে পতিত হইয়া সেই ছিদ্র হইতে নির্গত শোণিত পান করিবে। যেরূপ গরুড় উরগগণকে আকর্ষণ করে, তদ্রূপ অদ্য তুমি আমার শরসমূহে সমাহত হইয়া গতাসু ও পতিত হইলে, বিহঙ্গমগণ তোমার অন্ত্রসকল আকর্ষণ করিতে থাকিবে।”

বীর শত্রু-নিসূদন রাম সমীপস্থিত রাক্ষসেন্দ্রকে এই কথা বলিয়া, শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি

রণ-মধ্যে শত্রু বধে অভিলাষী হইলে, তাঁহার বীর্য্য-বল হর্ষ ও অস্ত্র-বল দ্বিগুণতর হইল। সেই মহাতেজস্বী সর্ব্বজ্ঞ হইলেও অস্ত্রসকলের অধিদেবতাগণ তাঁহার নিকট প্রাদুর্ভূত হইলেন এবং তিনি আনন্দে অধিকতর শীঘ্রহস্ত হইয়া উঠিলেন। রাক্ষসান্তকারী রঘুনন্দন আপনার এই সকল শুভলক্ষণ দর্শন করত পুনর্ব্বার রাবণকে শরপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন, বানরগণ-কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত প্রস্তর-নিকর এবং রাঘবের বাণনিবহ-দ্বারা বধ্যমান হইয়া দশাননের হৃদয় যেন ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। পরন্তু, এইরূপ বিসংজ্ঞ অবস্থায় রাবণ যখন বাণ-ক্ষেপণ বা কার্ম্মুকাকর্ষণে অশক্ত হইলেন, সে সময় রামচন্দ্র তাঁহার বধের নিমিত্ত কোনরূপ বীর্য্য প্রকাশ না করিলেও তদীয় মূর্চ্ছার পূর্ব্বে যে বিবিধ শর-ক্ষেপণ করিয়াছিলেন, তাহারাই তাঁহার প্রাণ-বিনাশে উদ্যত হওয়ায়, রাক্ষসরাজের অন্তিম দশা উপস্থিত হইল। তখন, তদীয় রথচালক সারথি তাঁহার তাদৃশী অবস্থা দেখিয়া অসম্ভ্রান্ত-হৃদয়ে ধীরে ধীরে রণস্থল হইতে রথ অপনয়ন করিল। সারথি রাক্ষসপতিকে বীর্য্য-বিহীন ও পতিত দেখিয়া ভয়-বশত সেই জলদনাদী ভয়ঙ্কর রথ পরিবর্ত্তিত করত রণস্থল হইতে অপগত হইল।

চতুরধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৪ ॥

কৃতান্তবল-নোদিত রাবণ মুহূর্ত্তকাল-মধ্যে সংজ্ঞা লাভ করত' ক্রোধে রক্ত-লোচন হইয়া সারথিকে কহিলেন ;— ‘রে দুর্ব্বুদ্ধে! তুই ভয় বশত আমাকে বীর্য্য-বিহীন, অস্ত্র-

প্রয়োগে অসমর্থ, পৌরুষ-বিবর্জ্জিত, অল্পচিত্ত, সত্ত্ব তেজ ও মায়াবিহীন এবং অস্ত্র-শস্ত্রে অনভিজ্ঞ বোধে অবজ্ঞা করিয়া আপনার ইচ্ছা অনুসারে কার্য্য করিতেছিস্। আমার অভিপ্রায় না জানিয়াই আমাকে অবজ্ঞা করিয়া কি নিমিত্ত আমার রথ রণ-মধ্য হইতে অপবাহিত করিলি? রে অনার্য্য! লোকে যে আমাকে শূর বলিয়া বিশ্বাস করিত, অদ্য তুই আমার চিরকালোপার্জ্জিত সেই যশ বীর্য্য ও তেজ নষ্ট করিয়াছিস্। আমি চিরকাল যুদ্ধলুব্ধ হইলেও, তুই আমাকে প্রখ্যাতবীর্য্য বিক্রমানুরাগী শত্রুর সম্মুখে কাপুরুষ করিয়াছিস্। রে দুর্ম্মতে! আমার বোধ হইতেছে, তুই কোন শত্রুর বাক্যানুসারেই আমার রথকে রণ-মধ্য হইতে অপবাহিত করিয়া থাকিবি; কারণ, তুই শত্রুর ন্যায় যে কার্য্য করিয়াছিস্, হিতাভিলাষী সুহৃদ্গণ এরূপ কার্য্য করিতে পারেন না। সে যাহা হউক, তুমি বহুকাল আমার নিকট অবস্থান করিয়াছ, অতএব যদি আমার গুণ সকল তোমার স্মরণ থাকে, তবে যে পর্য্যন্ত আমার শত্রু উপস্থিত না হয়, তাহার পূর্ব্বেই সত্বর রথ পরিবর্ত্তিত কর।’

হিতবুদ্ধি সারথি দুর্ব্বুদ্ধি দশানন-কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া, সানুনয়ে এই কথা বলিল;—‘আমি ভীত মুগ্ধ প্রমত্ত নিস্নেহ অথবা শত্রুগণ-কর্ত্তৃক কথিত হইয়া এরূপ কার্য্য করি নাই এবং আপনি আমার যেরূপ সৎকার করিয়া থাকেন, আমি তাহাও বিস্মৃত হই নাই। রণ-মধ্য হইতে রথ অপবাহিত করা অকর্ত্তব্য হইলেও আমি আপনার যশ

রক্ষা করিবার নিমিত্ত হিতসাধন-বাসনায় স্নেহার্দ্র-হৃদয়ে হিতবোধেই এই অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছি। মহারাজ! আমি চিরকাল আপনার প্রিয় ও হিতকর কার্য্য সকল করিয়া থাকি, অতএব অধুনা ইহার জন্য ক্ষুদ্রাশয় অনার্য্য ব্যক্তির ন্যায় আপনার আমার উপর দোষারোপ করা কর্ত্তব্য নহে। যেরূপ চন্দ্রোদয়ে প্রবৃদ্ধ সাগর-জলরাশি নদীবেগকে পরিবর্ত্তিত করে, তদ্রূপ আমি আপনার রথকে যে, রণ-মধ্য হইতে পরিবর্ত্তিত করিয়াছি, তাহার কারণ শ্রবণ করুন ;— আপনাকে রণ-জনিত শ্রমে নিতান্ত কাতর ও আপনার শত্রুর বীর্য্যাধিক্য ও বলোৎকর্ষ এবং আপনার রথের এই বর্ষাহত গোর ন্যায় অশ্বগণকে রথোদ্বহনে খিন্ন পরিশ্রান্ত ও দীনভাবাপন্ন দেখিয়াই আমি এই কার্য্য করিয়াছি। যে সকল দুর্নিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইতেছিল, তাহা দেখিয়া বোধ হইল যেন সেই সকল আমাদের অমঙ্গলের নিমিত্তই হইতেছে। মহারাজ! সারথি হইয়া দেশ, কাল, রথীর লক্ষণ ইঙ্গিত দৈন্য হর্ষ খেদ বল ও দৌর্ব্বল্য, স্থান সকলের সম বিষম ও নিম্নাদি, যুদ্ধের অবসর এবং শত্রুর ছিদ্র দর্শন করা আবশ্যক। অপিচ, কোন্ সময় শত্রুর অভিমুখে রথ সঞ্চালন করিতে ও কখন পরিবর্ত্তিত করিয়া পলায়ন করিতে হয় এবং কখন বা শত্রুর সম্মুখে অবস্থান ও পার্শ্ব দিয়া রথ সঞ্চালন করিতে হয়, এই সমস্ত সবিশেষ অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। আমি আপনার বিশ্রাম এবং রথবাজিগণের নিদারুণ খেদ অপনয়ন করিবার নিমিত্তই এই হিতকর কার্য্য করিয়াছি। হে প্রভো বীর! আমি

স্ব ইচ্ছায় রথ অপবাহিত করি নাই, স্বামি-স্নেহের অনুরোধেই এইরূপ করিয়াছি। হে বীর অরিসূদন! সম্প্রতি যেরূপ আদেশ করিবেন, তদনুরূপ কার্য্য করিয়া আপনার ঋণ পরিশোধ করিব।'

যুদ্ধলুব্ধ দশানন সারথির সেই বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাহার বহুবিধ প্রশংসা করত কহিলেন; —'সারথে! সত্বর রাঘবের অভিমুখে রথ সঞ্চালিত কর; অদ্য রাবণ রণ-মধ্যে শত্রুগণকে বিনাশ না করিয়া নিবর্ত্তিত হইবে না।' রাক্ষসরাজ রাবণ হৃষ্টান্তঃকরণে এই কথা বলিয়া সারথিকে একটি শুভজনক উত্তম হস্তাভরণ প্রদান করিলেন এবং সারথিও তদীয় বাক্যানুসারে নিবর্ত্তিত হইল। অনন্তর, রাক্ষসেন্দ্র রাবণের সেই মহারথ সারথি রাবণ-বাক্যে সত্বর হইয়া, অশ্ব সকলকে সঞ্চালিত করত ক্ষণকাল-মধ্যে রণ-মধ্যস্থিত রামচন্দ্রের অভিমুখীন হইল।

পঞ্চাধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৫ ॥

তখন, রঘুনন্দনকে সমর-পরিশ্রান্ত ও চিন্তান্বিত এবং রাবণকে যুদ্ধার্থ সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া দেবগণের সহিত যুদ্ধ দর্শনার্থ সমাগত ঋষিপ্রবর ভগবান্ অগস্ত্য রামচন্দ্রের সমীপে আগমন করত কহিলেন;—'হে বৎস মহাবাহো রাম! যদ্দ্বারা তুমি এই শত্রুগণকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে. আমি তদ্বিষয়ক একটি সনাতন অতি গোপনীয় স্তব বলিতেছি, শ্রবণ কর। রাঘব! তুমি সর্ব্বশত্রু-বিনাশন অক্ষয় ও পরম মঙ্গল-জনক আদিত্য-হৃদয় নামক স্তব

পাঠ কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই জয়লাভ করিতে পারিবে। বৎস! যিনি মঙ্গল সকলের নিদান, পাপপুঞ্জের ক্ষয়কারী, চিন্তা ও শোকের বিনাশক এবং পরমায়ুর বর্দ্ধনকারী, তুমি সেই দেবাসুর-নমস্কৃত উদয়শীল মরীচিমালী ভাস্বর ও ভুবনেশ্বর ভাস্করের উপাসনা কর। এই সর্ব্বদেবময় তেজস্বী দিবাকর জ্ঞানরশ্মি-দ্বারা লোক সকলকে প্রকাশিত এবং কিরণসকল-দ্বারা দেবতা ও অসুরগণকে রক্ষা করিয়া থাকেন। এই দৃশ্যমান দেব দিবাকর অতুল ঐশ্বর্য্য ও বিদ্যাসকলকে সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত যোগ-দ্বারা দর্শনীয় ব্রহ্মরূপ, স্বসৃষ্ট পদার্থ সকলকে পালন করিবার নিমিত্ত বিষ্ণুরূপ এবং তাহাদের বিনাশার্থ শিবরূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ইন্দ্রিয় সকলকে স্কন্দিত অর্থাৎ শোষণ করেন এই জন্য স্কন্দ, স্বীয় শক্তি দ্বারা সকলের উপাদান-স্বরূপ এবং জন্য-বস্তুমাত্রের অধীশ্বর বলিয়া প্রজাপতি, সুবর্ণময় সুমেরুশিখরে পরিভ্রমণ ও বজ্রাদি অস্ত্র ধারণ করেন এই জন্য মহেন্দ্র, সকলের অন্তরে ধন অর্থাৎ চিৎশক্তি প্রদান করেন এই জন্য ধনদ, অপরোক্ষ বুদ্ধিবৃত্তিকে কার্য্যবিশেষে কলিত অর্থাৎ সঞ্চালিত করেন এই জন্য কাল, সকলের অন্তর্যামী বলিয়া যম, অমৃত বিতরণ করেন এই জন্য সোম, জলরাশির ক্ষয় ও বৃদ্ধি করেন বলিয়া বরুণ, সর্ব্ব প্রকার বীজ প্রদান করেন এই জন্য বীজপ্রদ পিতৃগণ, ধন সকলের আকর এই জন্য বসুগণ, প্রাধান্য-বশত যোগিগণ সর্ব্বদা সাধনা করিয়া থাকেন এই জন্য সাধ্যগণ,

রোগ সকলের শান্তিকারক এই জন্য অশ্বিনীকুমার, জীবনিবহের প্রাণ-স্বরূপ বলিয়া মরুদ্গণ, সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া মনু, নিরন্তর গমন করিতেছেন এই জন্য বায়ু, আপন মহিমায় আপনিই প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আপনার অর্চ্চিঃসারসকলকে বহন করেন এই জন্য বহ্নি, জীবাত্মা সকল ইহাঁ হইতে জন্মগ্রহণ করে বলিয়া প্রজা, প্রাণযাত্রার প্রবর্ত্তক এই জন্য প্রাণ, ঋতু অর্থাৎ হ্মান ও বসন্তাদি ঋতুসকলের উপাদান এই জন্য ঋতুকর্ত্তা এবং লোকসকলকে প্রকাশিত করেন এই জন্য প্রভাকর বলিয়া অভিহিত হয়েন; অতএব, তাঁহাকে নমস্কার করা কর্ত্তব্য। হে দেব! তুমি বিষয়-সকলকে আদান করত ভোগ করিয়া থাক এই নিমিত্ত আদিত্য, অন্তঃকরণোপাধি-দ্বারা চিদাত্মবর্গকে এবং স্বীয় রশ্মি-দ্বারা প্রবর্ত্তিত পর্জ্জন্যদ্বারা অন্নাদি সৃষ্টি করিয়া থাক এই নিমিত্ত সবিতা, লোকসলকে কর্ম্মে নিয়োগ কর এই জন্য সূর্য্য, মহাকাশ ও লোকসকলের হৃদয়াকাশে বিচরণ কর এই জন্য খগ, জীবনিবহকে পোষণ কর এই নিমিত্ত পূষা, সর্ব্বব্যাপিনী লক্ষ্মী বিষ্ণুর ন্যায় তোমাকে আশ্রয় করিয়া আছেন এই জন্য গভস্তিমান্, তোমার বর্ণ সুবর্ণের ন্যায় এই নিমিত্ত সুবর্ণ-সদৃশ, লোকসকলকে প্রকাশিত কর বলিয়া ভানু, হিরণ্য অর্থাৎ সুবর্ণ এবং তদুৎপাদক পারদই তোমার রেত অর্থাৎ অণ্ডোৎপাদক এই নিমিত্ত হিরণ্য-রেতা এবং সকল বস্তুকে প্রকাশ কর বলিয়া তোমার নাম দিবাকর হইয়াছে; তোমাকে নমস্কার। তুমি দিক্‌সকলকে ব্যাপিয়া আছ এবং তোমার অশ্বগণও হরিদ্বর্ণ এই নিমিত্ত

হরিদশ্ব, তোমার জ্ঞানের সীমা নাই এবং রশ্মিসকলও সহস্র-প্রকার এই নিমিত্ত সহস্রার্চ্চি, তুমিই চক্ষুর্দ্বয় শ্রোত্র-দ্বয় নাসিকা-দ্বয় এবং মন এই প্রাণাত্মক সপ্তেন্দ্রিয়কে বিষয়-বিশেষে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাক এবং তোমার অশ্বগণও সপ্তসংখ্যক এই নিমিত্ত সপ্তসপ্তি, করনিকরের আকর বলিয়া মরীচিমান্, অজ্ঞানরূপ অন্ধকারকে নাশ কর এই জন্য তিমিরোন্মথন, অপবর্গাদিরূপ পরমানন্দ তোমা হই-তেই হইয়া থাকে এই নিমিত্ত শম্ভু, ভক্তবৃন্দের উৎপত্তি ও বিনাশরূপ অনর্থজনিত দুঃখকে নাশ কর এই জন্য ত্বষ্টা, প্রলয়ের পর মৃত অণ্ড অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডকে পুনর্জীবিত কর এই জন্য মার্ত্তণ্ডক এবং বিশ্বকে ব্যাপিয়া অবস্থান করি-তেছ এই জন্য অংশুমান্ নামে অভিহিত হইয়া থাক; তোমাকে নমস্কার। তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র-স্বরূপ হইয়া অখিল জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও প্রলয় করিয়া থাক এই নিমিত্ত হিরণ্যগর্ভ, তাপত্রয়সন্তপ্তগণের বিশ্রামস্থান এই জন্য শিশির, স্বভাবতই সর্ব্বেশ্বর বলিয়া তপন, দিবসের প্রবর্ত্তক বলিয়া অহস্কর, ব্রহ্মাদিকেও বেদবিষয়ক উপদেশ প্রদান কর এই জন্য রবি, কালাগ্নি রুদ্র তোমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এই জন্য অগ্নিগর্ভ, অবিনাশিনী ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা তোমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং দেবমাতা অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে এই জন্য অদিতিপুত্র, পরমানন্দ ও গগন এই উভয়ের আত্মার স্বরূপ এই জন্য শঙ্খ এবং শিশির অর্থাৎ জাড্য ও হিমকে তিরোহিত কর এই জন্য শিশিরনাশন, নাম ধারণ করিয়াছ; তোমাকে নমস্কার।

তুমি আকাশকে সৃষ্টি করিয়াছ এই জন্য ব্যোমনাথ, অন্ধকার নাশ কর বলিয়া তমোভেদী, ঋক্ যজু ও সাম এই বেদত্রয় এবং তত্তদ্বেদের শিরোভাগ উপনিষৎ সকলের একমাত্র প্রতিপাদ্য এই নিমিত্ত ঋগ্‌যজুঃসামপারগ, বারিদের বারিবর্ষণের ন্যায় ভক্তবৃন্দকে অকাতরে কর্ম্মফল প্রদান কর এই জন্য ঘনবৃষ্টি, চৈতন্যদান-দ্বারা সাত্ত্বিকগণের উপকার কর এবং জলেরও উৎপাদক বলিয়া অপাম্মিত্র এবং দুর্গম ব্রহ্মনাড়ীমার্গে প্লবঙ্গমের ন্যায় সত্বর পরিভ্রমণ কর এই জন্য বিন্ধ্যবীথিপ্লবঙ্গম নামে অভিহিত হইয়া থাক; তোমায় নমস্কার। তুমি সর্ব্বপ্রকারে জগৎকে নির্ম্মাণ করিবার সংকল্প করিয়াছিলে এই জন্য আতাপী, মণ্ডল অর্থাৎ কৌস্তুভাদি মণি ধারণ করিয়া থাক এই নিমিত্ত মণ্ডলী, সর্ব্বপ্রকার মৃত্যুর সম্পাদক বলিয়া মৃত্যু, পিঙ্গলনাড়ী প্রবর্ত্তন-দ্বারা কর্ম্মমার্গপ্রবর্ত্তক এবং পীতবর্ণ এই জন্য পিঙ্গল, সকলকেই সংহার কর এই জন্য সর্ব্বতাপন, সর্ব্বজ্ঞ এবং কাব্যকর্ত্তা বলিয়া কবি, বিশ্বরূপ এই জন্য বিশ্ব, তোমার স্বরূপ মহৎ এই জন্য মহাতেজা, পালন-দ্বারা সকলকে অনুরক্ত কর এবং লোহিতবর্ণ বলিয়া রক্ত এবং কার্য্যবর্গের উৎপত্তিহেতু এই জন্য সর্ব্বভবোদ্ভব নাম ধারণ করিয়াছ; তোমাকে নমস্কার। তুমি অন্তর্যামিরূপে নক্ষত্র গ্রহ ও তারাগণের অধিপ অর্থাৎ প্রবর্ত্তক এই নিমিত্ত নক্ষত্রগ্রহতারাধিপ, এই বিশ্বকে সর্ব্বতোভাবে পালন কর এই জন্য বিশ্বভাবন, তুমি অগ্ন্যাদি তেজঃপদার্থ সকলের স্ফূর্ত্তিসাধক চিন্ময় তেজঃ স্বরূপ এই নিমিত্ত তেজ-

স্তেজস্বী এবং তোমার স্বরূপ দ্বাদশবিধ এই নিমিত্ত দ্বাদশাত্মা নামে অভিহিত হইয়া থাক; তোমাকে নমস্কার। তুমি পূর্ব্বগিরি, পশ্চিমাদ্রি, জ্যোতির্গণপতি এবং দিনাধিপতি, তোমাকে নমস্কার। তুমি ব্রহ্মলোকপর্য্যন্ত সকল লোকের জয়প্রদ এবং জয় নামক ব্রহ্মদ্বারপাল তোমারই মূর্ত্তি এই নিমিত্ত জয়, ব্রহ্মলোকাদি জয়লভ্য মঙ্গলাত্মক এবং জয়ভদ্রাখ্য দ্বিতীয় ব্রহ্মদ্বারপালও তোমার মূর্ত্তি এই জন্য জয়ভদ্র, তুমি পূর্ব্বকল্পে রামমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলে হরিবর হনুমান্ তোমার অশ্ব অর্থাৎ বাহন হইয়াছিল এই জন্য হর্য্যশ্ব, সহস্র সহস্র জীব তোমার অংশ এই নিমিত্ত সহস্রাংশু এবং প্রাধান্যত আদিত্য নাম ধারণ করিয়াছ; তোমাকে বারম্বার নমস্কার। তুমি বলবান্ ইন্দ্রিয়গ্রামকে নিগ্রহ করিয়া থাক এই নিমিত্ত উগ্র, প্রাণিপুঞ্জকে বিবিধ চেষ্টা করিতে প্রেরণ কর এই জন্য বীর, প্রাণ-দ্বারা প্রতিপাদ্য এই নিমিত্ত সারঙ্গ, কমলদল এবং হৃদয়-কমল এই উভয়কে প্রস্ফুটিত কর এই জন্য পদ্মপ্রবোধ এবং সর্ব্বকার্য্যসমর্থ ও অতিকোপনস্বভাব এই নিমিত্ত প্রচণ্ড নাম ধারণ করিয়াছ; তোমাকে পুনঃপুন নমস্কার। তুমি সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারকর্ত্তা ব্রহ্মা নারায়ণ ও রুদ্রকে স্ব স্ব কার্য্যে প্রবর্ত্তিত কর এই নিমিত্ত ব্রহ্মেশানাচ্যুতেশ, সূর্য, ব্রহ্মজ্ঞানের পথ এই নিমিত্ত আদিত্যবর্চ্চা, সচেতন ও অচেতন সকলকে প্রকাশিত কর এই জন্য ভাস্বান্, সকলকে নাশ কর এই নিমিত্ত সর্ব্বভক্ষ এবং অজ্ঞানসংহারসমর্থ জ্ঞানস্বরূপ এই জন্য রৌদ্রবপু নাম ধারণ করিয়াছ, তোমাকে নম-

স্কার। তুমি তমোঘ্ন, হিমঘ্ন, শত্রুঘ্ন, তোমার স্বরূপ কাল ও দেশের পরিচ্ছেদরহিত এই জন্য অমিতাত্মা, যাহারা ভগবৎকৃত উপকার বিস্মৃত হয় তুমি সেই অজ্ঞ সংসারি-গণকে সংসাররূপ অনর্থে পাতিত করত নাশ কর এই জন্য কৃতঘ্নঘ্ন, চিদানন্দের জ্যোতিঃস্বরূপ এই নিমিত্ত দেব এবং জ্যোতিঃপতি নাম ধারণ করিয়াছ, তোমাকে নমস্কার। তুমি তপ্তকাঞ্চন-সদৃশ বলিয়া তপ্তচামীকরাভ, অজ্ঞান-সকলকে হরণ কর এই জন্য হরি, অখিল বিশ্ব তোমার কর্ম্ম এই নিমিত্ত বিশ্বকর্ম্ম, সকল প্রকার তম নাশ কর বলিয়া তমোভিনিঘ্ন, বিলক্ষণ দীপ্তিমান্ এই জন্য রুচি এবং দৃশ্যপ্রপঞ্চ সকলকে সাক্ষাৎ দর্শন করত লোক সক-লের পাপপুণ্যের সাক্ষী হইয়া থাক বলিয়া লোকসাক্ষী নাম ধারণ করিয়াছ, তোমাকে নমস্কার। এই প্রভু দিবাকরই প্রাণিগণকে সৃজন পালন ও সংহার করেন, সূর্য্যই স্বীয় কিরণমালা-দ্বারা তাহাদিগকে সন্তাপিত ও অভিবর্ষিত করেন; সকলে সুপ্ত হইলে প্রাণিগণের অন্ত-র্যামিরূপ দিবাকরই জাগরিত হইয়া থাকেন এবং তিনিই অগ্নিহোতৃগণের অগ্নিহোত্র ও তজ্জনিত ফল। লোকে অশ্বমেধাদি যে সকল যজ্ঞ, যজ্ঞের অধিদেবতা, যজ্ঞফল এবং অপর যে সকল ক্রিয়া আছে পরমপ্রভু দিবাকর সেই সকলেই বর্ত্তমান আছেন। হে রাঘব! দুর্গমস্থান ভয় আপৎ ও দুঃখে দিবাকরের নাম কীর্ত্তন করিলে কোন পুরুষই অবসন্ন হয় না। রাম! তুমি একাগ্রমানসে এই জগৎপতি দেবদেব দিবাকরকে পূজা করত তিনবার এই

আদিত্যহৃদয় পাঠ কর তাহা হইলেই যুদ্ধে বিজয় লাভ করিতে পারিবে। হে মহাবাহো! আমি নিশ্চয় বলিতেছি, এইরূপ করিলে তুমি এই মুহূর্ত্তেই রাবণকে বধ করিবে।” অগস্ত্য এই কথা বলিয়াই যে স্থান হইতে আসিয়াছিলেন, পুনর্ব্বার সেই স্থানে গমন করিলেন।

ঋষিপ্রবর অগস্ত্যের এই সকল কথা শুনিয়া রঘুনন্দনের শোক অপগত হইল এবং প্রীতান্তঃকরণে আত্মাকে সংযত করত ক্ষণকাল চিন্তার পর তিনবার আচমন ও আদিত্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া এই উত্তম স্তব পাঠ করিলেন। অনন্তর, রাবণকে সম্মুখে আগত দর্শনে হর্ষসহকারে বিজয় লাভের নিমিত্ত তদীয় বধে সুমহৎ যত্নপরায়ণ হইলেন। তখন, রামচন্দ্র দর্শনে প্রহৃষ্যমাণ দিবাকর হৃষ্টান্তঃকরণে সত্বর সুরগণের মধ্যে গমন করত, রাবণ যে নিহত হইবে তাহাই কহিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠোত্তর শততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১০৬॥

এদিকে রাবণের সারথি হৃষ্টান্তঃকরণে যেন আকাশকে গ্রাস করিবার অভিপ্রায়েই বসুমতীকে অনুনাদিত করত শক্রসৈন্যগণের হর্ষ-বিনাশকারী উচ্ছ্রিত পতাকা-শোভিত বেগশালী ও সুবর্ণমালালঙ্কৃত বাজি সকল কর্ত্তৃক সঞ্চালিত, পতাকা এবং ধ্বজরূপ মালা সকল-দ্বারা অলঙ্কৃত, যুদ্ধোপকরণ-সকলে পরিপূর্ণ এবং স্বীয় সেনাগণের আনন্দ জনক রাবণ-রথ সত্বর সঞ্চালিত করিলে, নররাজ রাম রাক্ষসরাজ রাবণের সেই মহাধ্বজ, শব্দায়মান কৃষ্ণবাজি

সঞ্চালিত, রৌদ্রতেজঃসমাযুক্ত এবং আকাশে প্রভাকরের ন্যায় দীপ্যমান বিমান-সদৃশ রথ দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন, পতাকা-সদৃশ সৌদামিনী-দ্বারা গহন, রাবণ-ধনুরূপ ইন্দ্রায়ুধ-দ্বারা সুপ্রকাশ এবং শররূপ বারিধারা বর্ষণকারী সেই রথ বর্ষকর বারিদের ন্যায় শোভা পাইতেছে। রামচন্দ্র বজ্রাঘাতে বিদীর্য্যমাণ গিরির ন্যায় শব্দায়মান সেই মেঘ সদৃশ শত্রুরথকে সহসা আপতিত হইতে দেখিয়া বেগসহকারে বালচন্দ্রের ন্যায় আনত স্বীয় ধনু বিস্ফারিত করত দেবরাজ-সারথি মাতলিকে কহিলেন;—'মাতলে! ঐ দেখ, শত্রু ক্রোধভরে পুনর্ব্বার রথ সঞ্চালিত করত অভিমুখে আগমন করিতেছে। এ যখন পুনর্ব্বার অপসব্য গতিতে মহাবেগে রণমধ্যে আগমন করিতেছে, তখন বোধ হয় আত্মবিনাশেই কৃতসংকল্প হইয়া থাকিবে; অতএব, তুমি শত্রুর অভিমুখে গমন করত অপ্রমত্তভাবে অবস্থিত হও; কারণ, দিবাকর যেরূপ উত্থিত মেঘকে তিরোহিত করেন, তদ্রূপ আমিও ইহাকে বধ করিতে ইচ্ছা করি। তুমি ক্ষুব্ধ বা সম্ভ্রান্ত না হইয়া, অবিচলিত হৃদয়ে ও অব্যগ্রলোচনে রশ্মিসকলকে সংযত করত সত্বর রথ সঞ্চালিত কর। তুমি দেবরাজের সারথি সুতরাং তোমাকে কিছুমাত্র বক্তব্য নাই; তবে যুদ্ধাভিলাষী হইয়া যাহা বলিতেছি, ইহা কেবল তোমার স্মরণের নিমিত্ত, শিক্ষিত করিবার নিমিত্ত নহে।'

সুরসারথিসত্তম, মাতলি রামচন্দ্রের এতাদৃশ বাক্যে পরম পরিতুষ্ট হইয়া অশ্বসকলকে সঞ্চালিত করিলেন।

অনন্তর, রাবণের মহারথকে দক্ষিণে রাখিয়া চক্রসমুদ্ভূত ধূলিপটল-দ্বারা দশাননকে প্রকম্পিত করিয়া ফেলিলেন। তখন দশগ্রীব ক্রোধভরে লোহিতবর্ণ লোচন বিস্ফারিত করত রামাভিমুখে রথ পরিবর্ত্তিত করত শর সমূহ দ্বারা তাঁহাকে উৎপীড়িত করিতে লাগিলেন। পরন্তু, রামচন্দ্র রণমধ্যে তদীয় শরজালে ধর্ষিত হইয়াও ক্রোধভরে কোন রূপে ধৈর্য্য অবলম্বন করত মহাবেগ-সমন্বিত সুমহৎ ঐন্দ্র শরাসন গ্রহণ করিয়া সূর্য্যরশ্মির ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট মহাবেগ শরসকল ক্ষেপণ করিলেন। এইরূপে ক্রুদ্ধ মৃগপতি-যুগলের ন্যায় পরস্পর সম্মুখাবস্থিত ও বধাভিলাষী সেই বীরযুগলের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই সময় রাবণ-বিনাশাভিলাষী দেব গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ ও পরমর্ষিগণ তাঁহাদের দ্বৈরথ যুদ্ধ দর্শন করিবার নিমিত্ত সমবেত হইলেন। অনন্তর, রামচন্দ্রের অভ্যুদয় এবং দশাননের বিনাশের নিমিত্ত নিদারুণ রোমহর্ষণ উৎপাত সকল উত্থিত হইতে লাগিল;— পর্জ্জন্যদেব দশাননের রথোপরি রুধির বর্ষণ করিলেন এবং তীব্র বায়ুমণ্ডল তাঁহাকে দক্ষিণে রাখিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। তাঁহার রথ যে যে দিকে গমন করিতে লাগিল, নভোমণ্ডলে ভ্রমমাণ গৃধ্রগণও সেই সেই দিকে রথোপরি বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। সেই দিবাভাগেও লঙ্কা-নগরী জবাপুষ্প-সদৃশী সন্ধ্যারাগে রঞ্জিত হওয়ায়, সমগ্র লঙ্কাদ্বীপকে প্রদীপ্ত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। রাক্ষসরাজের অশুভ সূচক মহোল্কা সকল নির্ঘাত-সদৃশ মহাশব্দে রাক্ষসগণকে বিষাদিত করত

পতিত হইল। যে স্থানে রাবণ ছিলেন, তত্রত্য ভূভাগ বারম্বার কম্পিত হইল এবং রাক্ষস-যোধগণের বাহু সকল স্তব্ধ হইয়া গেল। রাক্ষসরাজের অগ্রে পার্ব্বতীয় ধাতু সকলের ন্যায় তাম্র পীত শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ সূর্য্য-রশ্মি সকল দৃষ্ট হইল। নিতান্ত অমঙ্গল-জনক শিবাগণ গৃধ্রগণ-কর্ত্তৃক অনুগত হইয়া মুখ-দ্বারা অগ্নি-শিখা বমন করিতে করিতে রাবণের মুখ নিরীক্ষণ করত ক্রোধ-সহকারে শব্দ করিতে লাগিল। সমীরণ ধূলিপটল উৎকীরণ করত রাক্ষসরাজের দৃষ্টি-বিলোপ করিয়া প্রতিকূলে প্রবাহিত হইতে লাগিলেন। বিনা মেঘে ঘোররূপ ইন্দ্রাশনি সকল অসহ্যস্বরে সর্ব্বতোভাবে তদীয় সৈন্যোপরি নিপতিত হইতে লাগিল। সুমহৎ পাংশুবর্ষণে দিক্‌ ও বিদিক্‌ সকল ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন এবং নভোমণ্ডল দুর্দ্দর্শ হইল। শত শত শারিকাগণ ঘোর ও নিদারুণ কলহ করিতে করিতে দারুণস্বরে তদীয় রথোপরি পতিত হইল। তদীয় অশ্বগণ জঘন হইতে স্ফুলিঙ্গ এবং নেত্র হইতে অশ্রুমোচন করায়, তাহাদের শরীর হইতে সমকালে অগ্নি ও জল নির্গত হইতে লাগিল, তৎকালে রাবণের বিনাশ-সূচক এইরূপ বহুবিধ ভয়াবহ নিদারুণ উৎপাত সকল প্রাদুর্ভূত হইল।

রঘুনন্দনের বিজয়-সূচক সৌম্য এবং মঙ্গল-সূচক সর্ব্বপ্রকার সুনিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইল। তৎকালে রাঘবপক্ষীয়গণ রামচন্দ্রের বিজয়-সূচক সেই সুনিমিত্ত সকল দর্শন করত পরম পরিতুষ্ট হইল এবং রাবণকে নিহত বলিয়াই মনে করিল। নিমিত্তজ্ঞ রামচন্দ্রও আত্মগত এই সকল

সুনিমিত্ত দর্শন করত সুস্থ ও আনন্দিত হইয়া যুদ্ধে সমধিক বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

সপ্তোত্তর শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৭ ॥

অনন্তর, পুনর্ব্বার রাম ও রাবণের সর্ব্বলোক-ভয়াবহ সুমহৎ দ্বৈরথ যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, রাক্ষস ও বানর সৈন্যগণ আয়ুধ ধারণ করিয়াও নিশ্চেষ্টভাবে দণ্ডায়মান রহিল। তৎকালে, সেই বলবান্ নর ও রাক্ষস পরস্পর সমরাসক্ত হইলে, সকলেই একান্ত বিস্মিত ও সন্দিগ্ধচিত্ত হইল। সেই বিশালবাহু সৈনিকগণ তাঁহাদিগকে দেখিয়া বহুবিধ প্রহরণ উদ্যত করত দণ্ডায়মান রহিল, কিন্তু পরস্পর কেহ কাহারও সহিত সমরাসক্ত হইল না। রাক্ষস-সৈন্যগণ রাবণের এবং বানর সেনাগণ রামচন্দ্রের প্রতি বিস্মিতভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া থাকিলে, তাহাদিগকে চিত্র-লিখিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। রাম এবং রাবণ নিমিত্ত দর্শনে নিশ্চিত বুদ্ধি হইলেন এবং ক্রোধে বিচলিত না হইয়া নির্ভয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে রামচন্দ্র 'জয় করিতে হইবে' এবং দশানন 'মরিতে হইবে' এইরূপ নিশ্চয় করত শক্তি অনুসারে স্বীয় সামর্থ্য প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন। বীর্য্যবান্ দশগ্রীব রঘুনন্দনের রথস্থিত ধ্বজ লক্ষ্য করিয়া শরসমূহ সন্ধান ও ক্ষেপণ করিলে, সেই বাণ সকল ইন্দ্রের রথ-ধ্বজকে প্রাপ্ত না হইয়া রথ শক্তিতে লগ্ন ও ধরণীতলে পতিত হইল। তদ্দর্শনে বীর্য্যবান্ রামও রাবণকৃত কার্য্যের প্রতীকার-

করণে অভিলাষী হইয়া, রাবণের রথধ্বজকে লক্ষ্য করিয়া স্বীয় তেজে প্রজ্বলিত অসহ্য মহাসর্প-সদৃশ শাণিত শর ক্ষেপণ করিলেন। তেজস্বী রাম-কর্ত্তৃক ধ্বজোদ্দেশে নিক্ষিপ্ত সেই শর রাবণের রথধ্বজ ছেদন করত ধরণীগর্ভে প্রবেশ করিল এবং সেই ছিন্ন ধ্বজও ভূতলে পতিত হইল।

স্বীয় রথধ্বজ উন্মূলিত হইল দেখিয়া, মহাবল দশানন যেন লোক সকলকে দগ্ধ করিবার নিমিত্তই ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন এবং রোষ-বশীভূত হইয়া শরবর্ষণ করত প্রদীপ্ত বাণনিচয়-দ্বারা দাশরথির তুরঙ্গমগণকে বিদ্ধ করিলেন। পরন্তু, সেই দিব্য অশ্বগণ স্খলিত বা সম্ভ্রান্ত হইল না; প্রত্যুত, পদ্মনাল-দ্বারা আহতের ন্যায় স্বস্থ-হৃদয় হইল। অশ্বগণ শর প্রহারে সম্ভ্রান্ত হইল না দেখিয়া, দশানন পুনর্ব্বার শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি অভ্রান্ত-হৃদয়ে ও উদ্যম-সহকারে মায়া-বিনির্ম্মিত অসংখ্য গদা পরিঘ চক্র মুষল শূল পরশু গিরিশৃঙ্গ বৃক্ষ ও অপর বহুবিধ শস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপে ভীরুগণের ত্রাসজনক ভীম-প্রতিশব্দ-সমন্বিত ভয়ঙ্কর ও বহুবিধ শস্ত্রবর্ষণরূপ তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। সেই সময় দশানন প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়াই রামের রথ পরিহার করত শরসমূহ-দ্বারা বানরবল ও নভোমণ্ডলকে সর্ব্বতোভাবে সমাচ্ছাদিত করিলেন। তখন, দশাননকে রণমধ্যে শর-সন্ধানে তৎপর দর্শনে, রঘুনন্দন হাঁসিতে হাঁসিতে শত-সহস্র শর সন্ধান ও ক্ষেপণ করিলেন। তদ্দর্শনে রাক্ষসরাজও শরসমূহ-দ্বারা নভোমণ্ডল সমাচ্ছাদিত করিলেন। তৎকালে,

তাঁহাদের উভয় কর্ত্তৃক বিমুক্ত প্রদীপ্ত শরবর্ষণ দ্বারা যেন, নভোমণ্ডলে অন্য একটি শরময় নভোমণ্ডল হইয়া উঠিল। রাম রাবণের প্রতি এবং রাবণ রামের প্রতি রণ-মধ্যে যে সকল শরক্ষেপণ করিলেন, তাহার কোনটিই অনিমিত্ত, অভেদক বা নিষ্ফল হইল না; সকল বাণই পরস্পরকে আহত করত ধরণীতলে পতিত হইতে লাগিল। তাঁহারা সমরাসক্ত হইয়া সব্য ও দক্ষিণ উভয়পার্শ্বেই ধনু সঞ্চালিত করত এরূপ ঘোর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন যে,অম্বরতল রন্ধ্রবিহীন হইল। উভয়েই প্রতীকার-পরায়ণ হইয়া, রামচন্দ্র রাবণের এবং রাবণ রামের অশ্বগণকে বিদ্ধ করিলেন, এইরূপে সেই দুই মহাবল বীর রাবণ ও লক্ষ্মণাগ্রজ রাম শাণিত শরসমূহ-দ্বারা যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; পরন্তু, রথধ্বজ নিপতিত হওয়ায়, রাক্ষসরাজ রঘুনন্দনের উপর নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন।

অষ্টোত্তর শততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১০৮॥

সেই রণস্থলে রাম ও রাবণ নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া এইরূপ যুদ্ধ করিতে থাকিলে, লোকসকল বিস্মিতান্তঃকরণে তাহা দর্শন করিতে লাগিল। তাঁহাদের সেই উত্তম স্যন্দনযুগল পরস্পর অভিদ্রুত হইয়া পরস্পরকে অর্দ্দিত করিতে লাগিল। সেই ঘোররূপ বীরযুগল পরস্পর বধাভিলাষী হইলে, উভয় রথের সারথি সারথ্যকার্য্যের বহুবিধ শিক্ষাকৌশল প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত মণ্ডলবীথি ও গত প্রত্যাগতাদি বিবিধ গতিতে বিচরণ করিতে লাগিল। মায়াদ্বারা

সম্পাদিত প্রবর্ত্তন ও নিবর্ত্তন-দ্বারা রাম রাবণকে এবং রাবণ রামকে পীড়িত করিলেন। তৎকালে, তাঁহারা বারিধারার ন্যায় শরবর্ষণ করিতে থাকিলে, রণভূমিতে বিচরণশীল তাঁহাদের সেই উত্তম রথযুগলকে ধারা-সমন্বিত ধারাধর যুগলের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। উভয়ের সারথিও রণমধ্যে বহুবিধ গতি প্রদর্শন করত পুনর্ব্বার পরস্পরের অভিমুখে রথ স্থাপন করিল। সেই রথযুগল পরস্পর সম্মুখীন হইলে তাহাদের ধুর ও পতাকা এবং অশ্বগণের মুখ সকলকে সমরেখায় অবস্থিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

অনন্তর, রামচন্দ্র ধনুর্ম্মুক্ত শাণিত শরসমূহ-দ্বারা রাবণের প্রদীপ্ত অশ্ব চতুষ্টয়কে এরূপ প্রহার করিলেন যে, তাহারা স্ব স্ব পশ্চার্দ্ধের দিকে মুখ পরিবর্ত্তিত করিল। তুরঙ্গমগণকে বিচলিত দর্শনে দশাননও ক্রোধবশীভূত হইয়া রাঘবাভি-মুখে শাণিত বাণ সকল ক্ষেপণ করিলেন। পরন্তু, রঘু-নন্দন বলবান্ দশানন-কর্ত্তৃক অতিবিদ্ধ হইয়াও ব্যথিত বা কোনরূপ বিকার প্রাপ্ত হইলেন না। তখন, দশানন বজ্র-পাণি পুরন্দরের সারথিকে লক্ষ্য করিয়া পুনর্ব্বার বজ্রসার সদৃশ শব্দায়মান বাণ সকল ক্ষেপণ করিলেন; পরন্তু, রণ-মধ্যে মাতলির গাত্রে মহাবেগে পতিত সেই শর সকল তাঁহাকে কোনরূপে ব্যথিত বা মুগ্ধ করিতে পারিল না। যাহার প্রহরিত হওয়া উচিত নহে, সেই মাতলিকে রাবণ-কর্ত্তৃক ধর্ষিত দর্শনে রাঘব নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া শরজাল-দ্বারা স্বীয় শত্রুকে বিমুখ করিলেন। বীর রঘুনন্দন এক-

বারে বিংশতি ত্রিংশৎ শত ও সহস্র সংখ্যা শর শক্রর রথাভিমুখে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রথিপ্রবর রাক্ষসেশ্বর রাবণও ক্রুদ্ধ হইয়া গদা ও মুষলবর্ষণ দ্বারা রণমধ্যস্থিত রামচন্দ্রকে আঘাত করিলেন। এইরূপে সেই তুমুল লোমহর্ষণ সুমহৎ যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইলে, গদা মুষল ও পরিঘ সকলের শব্দে এবং শর সকলের পুঙ্খবাতে সপ্তসাগরও সংক্ষুব্ধ হওয়ায়, পাতালতলবাসী দানব এবং সহস্র সহস্র পন্নগগণ ব্যথিত হইয়া পড়িল। শৈল ও কানন সকলের সহিত সমগ্রা বসুমতী কম্পিত, প্রভাকর নিষ্প্রভ এবং সমীরণ বহন-বিমুখ হইলেন। তখন, দেবতা গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ পরমর্ষি কিন্নর ও মহোরগগণ নিরতিশয় চিন্তিত হইলেন। দেবগণ ও ঋষিগণ 'গো ব্রাহ্মণ সকলের মঙ্গল হউক, লোক সকল নিরাপদ হউক এবং রঘুনন্দন রণমধ্যে রাক্ষসরাজ রাবণকে জয় করুন' এইরূপে রামচন্দ্রের বিজয়-কামনা করত রামরাবণের ঘোররূপ রোমহর্ষণ রণ দর্শন করিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ 'রাম-রাবণের যুদ্ধের উপমা নাই, এই যুদ্ধই ইহার উপমাস্থল; কারণ, ইহাতে সাগর অথবা অম্বরের কোন বিশেষ দৃষ্ট হইতেছে না' এইরূপ বলিতে বলিতে সেই অদ্ভুত যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিল।

অনন্তর, রঘুবংশীয়গণের কীর্ত্তিবর্দ্ধন মহাবাহু রাম স্বীয় ধনুতে আশীবিষ-সদৃশ শর সকল সন্ধান করত রাবণের শোভা-সমন্বিত ও কুণ্ডল-যুগল-দ্বারা সমুজ্জ্বল মস্তক ছেদন করিলে, ত্রিভুবনের সকল প্রাণীই সেই মস্তক ভূতলে পতিত হইতে দেখিল। পরন্তু, রামচন্দ্র যেরূপ মস্তক ছেদন

করিলেন, তাহার পরক্ষণেই তদনুরূপ একটি মস্তক উত্থিত হইয়া তাঁহার স্কন্ধে সংলগ্ন হইল। তদ্দর্শনে ক্ষিপ্রকারী রঘুনন্দন হস্ত-লাঘব প্রদর্শন করত সেই দ্বিতীয় মস্তককেও সায়ক-সমূহ-দ্বারা ভূতলে পাতিত করিলেন। সেই মস্তক ছিন্ন হইবামাত্রই তদনুরূপ অন্য একটি মস্তক দৃষ্ট হইল এবং রামচন্দ্রও অশনি-সদৃশ শরসমূহ-দ্বারা তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে তুল্যরূপ এক শত মস্তক ছিন্ন হইল, তথাপি দশাননের জীবনের অন্ত দৃষ্ট হইল না। তখন, সর্ব্বাস্ত্রজ্ঞ কৌশল্যানন্দবর্দ্ধন রঘুনন্দন বিমর্ষ হইয়া এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে ;— 'যে সকল শর-দ্বারা মারীচ, খর, দূষণ, ক্রৌঞ্চারণ্যবাসী বিরাধ ও দণ্ডকা-রণ্য নিবাসী কবন্ধ নিহত হইয়াছে এবং যে বাণ-নিবহ-দ্বারা সালতরু ও গিরি সকল ভগ্ন, বালী নিহত ও মহাসাগর সংক্ষুভিত হইয়াছিল, এই যুদ্ধেও আমার সেই অমোঘ শর সকলই বর্ত্তমান রহিয়াছে ; পরন্তু, ইহারা যে রাবণের নিকট তেজোবিহীন হইতেছে ইহার কারণ কি?' রামচন্দ্র এইরূপ চিন্তা-পরবশ হইয়াও প্রমত্ত না হইয়া রাবণের উরঃস্থল লক্ষ্য করিয়া শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। রথ-স্থিত রাক্ষসেশ্বর রাবণও গদা-মুষল-বর্ষণ দ্বারা রঘুনন্দনকে প্রতিপীড়িত করিতে লাগিলেন। এইরূপে পুনর্ব্বার অন্ত-রীক্ষ ভূমি এবং কখন বা গিরিশৃঙ্গের উপরিভাগে সেই দুই কামচারী রথি-প্রবরের তুমুল ও লোমহর্ষণ সুমহৎ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই যুদ্ধ দেখিতে দেখিতে দেবতা দানব যক্ষ পিশাচ উরগ ও রাক্ষসগণের সপ্তরাত্র অতিবাহিত হইল,

ইহার মধ্যে রাত্রি দিন মুহূর্ত্ত অথবা ক্ষণকালের নিমিত্তও সেই যুদ্ধের বিরাম হইল না। তৎকালে, রাক্ষসেন্দ্র রাবণ এবং দাশরথি রাম এই উভয়ের যুদ্ধে রামচন্দ্রকে বিজয় লাভ করিতে না দেখিয়া সুররাজ-সারথি মহাত্মা মাতলি সমর-নিরত রঘুনন্দনকে এই কথা বলিলেন।

নবোত্তর শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৯ ॥

মাতলি রঘুনন্দনের স্মরণার্থ কহিলেন;—'হে বীর! আপনি অনভিজ্ঞাতের ন্যায় এ কি করিতেছেন? হে প্রভো! সুরগণ ইহার যে বিনাশকালের কথা কহিয়াছিলেন, তাহা অদ্য উপস্থিত হইয়াছে; অতএব, আপনি ইহার বধের নিমিত্ত ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করুন।' মাতলির বাক্যে স্মরণ হওয়ায়, বীর্য্যবান্ রামচন্দ্র, পূর্ব্বে ঋষিবর ভগবান্ অগস্ত্য তাঁহাকে যে অমোঘ ব্রহ্মদত্ত অস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, নিশ্বাসশীল উরগের ন্যায় সেই প্রদীপ্ত শরটিই গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্বে অমিততেজস্বী পিতামহ ত্রিলোক-বিজয়াভিলাষী সুরপতি ইন্দ্রের নিমিত্ত সেই অস্ত্রটি নির্ম্মাণ করত তাঁহারে প্রদান করিয়াছিলেন। সেই অস্ত্রের বেগে পবন, ফলে হুতাশন ও তপন, সর্ব্বাঙ্গে ব্রহ্মা এবং গুরুত্বে মেরু ও মন্দরের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাদ্বয় অবস্থান করিতেছিলেন। মহাবল রামচন্দ্র স্বীয় শরীর-দ্বারা জাজ্বল্যমান, শোভন-পুঙ্খ-দ্বারা শোভিত, সুবর্ণ-ভূষিত, পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের তেজোদ্বারা নির্ম্মিত, সূর্য্যের ন্যায় তেজো-বিশিষ্ট, সধূম প্রদীপ্ত কালাগ্নি ও আশীবিষ-সদৃশ,

রথ অশ্ব মাতঙ্গ দ্বার পরিঘ ও গিরি সকলের সত্বর ভেদকারী, বহুবিধ রুধির-দ্বারা দিগ্ধাঙ্গ, মেদোলিপ্ত, বজ্রের ন্যায় সার-বান্ ও শব্দ বিশিষ্ট, সংগ্রামে সকলে অপরাঙ্মুখ, নিশ্বাস-শীল পন্নগের ন্যায় ভয়ঙ্কর ও সর্ব্ব-বিত্রাসন, রণমধ্যে কঙ্ক গৃধ্র বক গোমায়ু ও রাক্ষসগণের নিয়ত ভক্ষ্যপ্রদ, যম-সদৃশ, বানরেন্দ্রগণের আনন্দ-জনক, রাক্ষসগণের অবসাদক, গরু-ড়ের বহুবিধ পক্ষদ্বারা নির্ম্মিতপক্ষ, ইক্ষ্বাকুবংশীয়গণের ভয়-নাশক, শত্রুগণের কীর্ত্তিহারক এবং আপনার প্রহর্ষ-কারক, সেই সুদারুণ ভয়াবহ মহাস্ত্রকে বেদপ্রোক্ত বিধি-দ্বারা অভিমন্ত্রিত করত বল-সহকারে ধনুতে সন্ধান করি-লেন। তিনি সেই শরোত্তমকে সন্ধান করিলে, লোক-সকল বিত্রস্ত এবং বসুমতী বিচলিত হইল। অনন্তর, রঘুনন্দন ক্রোধভরে যত্ন-সহকারে ধনু বিনমিত করত সেই পরমর্ম্ম-বিদারণ শর ক্ষেপণ করিলে, তাহা অনিবার্য্য কৃতান্ত এবং বাসব-বিসর্জ্জিত দুর্দ্ধর্ষ বজ্রের ন্যায় রাবণের বক্ষঃস্থলে পতিত হইল। রঘুনন্দন-কর্ত্তৃক বিসৃষ্ট সেই শরীরান্তকারী মহাবেগ শর দুরাত্মা রাবণের হৃদয় ভেদ ও প্রাণ হরণ করত রুধিরদিগ্ধ হইয়া প্রথমত ধরণীতলে পতিত হইল; অন-ন্তর, রাবণবধে কৃতকার্য্য হইয়া বিনীতভাবে পুনর্ব্বার রাম-চন্দ্রের তূণ-মধ্যে প্রবেশ করিল। অস্ত্রাঘাত-বশত রাবণে-রও জীবন গতপ্রায় হওয়ায়, তদীয় প্রাণ সকলের সহিত সায়ক-সমন্বিত কার্ম্মুক হস্ত হইতে ভূতলে পতিত হইল এবং মহাদ্যুতি মহাবেগ রাক্ষসরাজও বিগত-জীবিত হইয়া বজ্রাহত বৃত্রের ন্যায় রথ হইতে পতিত হইলেন।

রাক্ষসরাজ পতিত হইলেন দেখিয়া, হতশেষ নিশাচর-গণ নাথ-বিহীন ও ভয়-বিহ্বল হইয়া, চতুর্দ্দিকে পলায়ন-পরায়ণ হইলে, দ্রুমযোধী বানরগণ সিংহনাদ-সহকারে তাহাদের অভিমুখে ধাবিত হইল। রাক্ষসগণ দশগ্রীবের বধ ও রাঘবের বিজয় দর্শনে এবং বানরগণের উৎপীড়নে নিতান্ত কাতর হইল এবং অন্য কাহাকেও আশ্রয় না দেখিয়া দীনবদনে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে লঙ্কা-মধ্যে প্রবেশ করিল। অনন্তর, বিজয়ী বানরবৃন্দ হৃষ্টান্তঃ-করণে রাবণের নিধন ও রাঘবের বিজয়বার্ত্তা প্রকাশ করিতে লাগিল। অন্তরীক্ষে শুভ-সূচক দেবদুন্দুভি বাদিত হইল এবং সুখাবহ দিব্যগন্ধবহ গন্ধবহ প্রবাহিত হইতে লাগিল। নভোমণ্ডল হইতে মনোহর ও অন্যের দুরা-পাপ পুষ্প বৃষ্টি পতিত হইয়া রঘুনন্দনের রথকে বিকীরিত করিল। অম্বরতলে মহাত্মা দেবগণের রাম-স্তব-সংযুক্ত 'সাধু সাধু' এই ভূয়সী বাণী শ্রুতি-গোচর হইতে লাগিল। সর্ব্বলোক-ভয়ঙ্কর রৌদ্র রাবণ নিহত হওয়ায়, চারণগণের সহিত দেবগণ আনন্দের পরাকাষ্ঠা লাভ করিলেন। এই-রূপে রামচন্দ্র রাক্ষসপুঙ্গব রাবণকে বধ করত প্রীত হই-লেন এবং সুগ্রীব অঙ্গদ ও বিভীষণের মনস্কাম পূর্ণ করি-লেন।

রাক্ষসরাজ নিহত হইলে, মরুদ্গণ প্রশান্ত, দিক্ সকল প্রসন্ন, নভোমণ্ডল বিমল, বসুমতী কম্পবিরহিতা, বায়ু প্রবাহিত এবং দিবাকর স্থিরপ্রভ হইলেন। অনন্তর, সুগ্রীব বিভীষণ ও অঙ্গদ প্রভৃতি সুহৃদ্বরগণ লক্ষ্মণের সহিত

হৃষ্টান্তঃকরণে ও জয়োল্লাসে সমর-দুর্জ্জয় রামচন্দ্রের নিকট আগমন করত যথাবিধি পূজা করিলেন। স্থিরপ্রতিজ্ঞ রঘুকুল-রাজকুমার মহাতেজস্বী রামচন্দ্রও শত্রুকে বিনাশ করত স্বজনগণে পরিবৃত হইয়া ত্রিদশগণ-পরিবেষ্টিত মহেন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

দশাধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১০ ॥

ভ্রাতাকে রণমধ্যে নির্জ্জিত ও নিহত হইয়া ভূতলে শয়ন করিতে দেখিয়া, বিভীষণ শোকপরীতচিত্তে বিলাপ করত কহিলেন;— 'হা বীর! হা বিক্রান্ত! হা বিখ্যাত! হা প্রবীণ নীতিকুশল! আপনি মহার্হ শয্যায় শয়ন করিয়াও কি নিমিত্ত অদ্য নিহত হইয়া ভূতলে শয়ন করিলেন? হা বীর! আপনার ভাস্কর-সদৃশ প্রভা-বিশিষ্ট মুকুট রামবাণে ছিন্ন এবং অঙ্গদ-ভূষিত সুদীর্ঘ বাহু-যুগল নিশ্চেষ্টভাবে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে? হা শূর! পূর্ব্বে আমি যাহা বলিয়াছিলাম এবং কাম ও লোভের বশীভূত হইয়াছিলেন বলিয়া যাহা আপনার অনুমত হয় নাই, অধুনা তাহাই উপস্থিত হইয়াছে। হায়! পূর্ব্বে দর্প-বশত প্রহস্ত, ইন্দ্রজিৎ, অতিরথ কুম্ভকর্ণ, অতিকায়, নরান্তক, আপনি স্বয়ং এবং অপর রাক্ষসগণও যাহা গ্রাহ্য করেন নাই, ইহা তাহারই ফল-স্বরূপ হইয়াছে। হায়! আপনি নিহত হইয়া ধার্ম্মিকগণের সেতু, ধর্ম্মের বিগ্রহ, সত্ত্বগুণের আশ্রয় এবং বীরগণের গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। হা বীর শস্ত্রধারি-প্রবর! আপনি নিপতিত হওয়ায়, আদিত্যকে ভূতলে পতিত,

চন্দ্রমাকে রাহুর উদর-মধ্যে নিমগ্ন ও হুতাশনকে ঘটশত-সেচন-বশত প্রশান্তার্চ্চি বলিয়া বোধ হইতেছে। হা রাক্ষস-শার্দ্দূল! আপনি রণধূলিতে শয়ন করায় সম্প্রতি এই অবশিষ্ট রাক্ষসগণ সত্ত্ববিহীন বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। হায়! অদ্য ধৃতিরূপ পত্র, সহিষ্ণুতারূপ পুষ্প, তপস্যারূপ ফল এবং শৌর্য্যরূপ দৃঢ়মূল-সমন্বিত রাক্ষসরাজরূপ বৃক্ষ রণমধ্যে রামরূপ সমীরণ দ্বারা সংমর্দ্দিত হইল। হায়! তেজোরূপ বিষাণ, পূর্ব্ব-পুরুষরূপ পৃষ্ঠাবয়ব, কোপরূপ দেহাবয়ব ও প্রসাদরূপ হস্ত-সমন্বিত রাবণরূপ গন্ধহস্তী রামরূপ সিংহ-দ্বারা নিহত হইয়া ধরাতলে শয়ন করিয়াছেন। হায়! পরাক্রম ও উৎসাহ-সূচক বিজৃম্ভিতরূপ অর্চ্চি, নিশ্বাসরূপ ধূম, স্বীয় বলরূপ দাহিকাশক্তি-সমন্বিত প্রতাপবান্ রাবণরূপ হুতাশন রামরূপ পয়োধর-দ্বারা নির্ব্বাপিত হইয়াছেন। হায়! রাক্ষসগণরূপ লাঙ্গুল ককুৎ ও বিষাণ-সমন্বিত এবং বায়ুর ন্যায় পরাক্রম ও উৎসাহশালী শত্রু-বিজয়ী রাক্ষসরাজরূপ বৃষ, রামরূপ ব্যাঘ্র-কর্ত্তৃক নিহত হইয়া অবসন্ন ও বিকলেন্দ্রিয় হইয়াছেন।'

বিভীষণ শোক-সমাকুল হইয়া এইরূপ হেতুযুক্ত ও অর্থ সঙ্গত বাক্য সকল বলিতে থাকিলে, রামচন্দ্র কহিলেন ;—'এই প্রচণ্ড-পরাক্রম মহোৎসাহ রাক্ষসরাজ শঙ্কিত বা নিশ্চেষ্ট হইয়া রণ-মধ্যে পতিত হয়েন নাই ; সুতরাং ক্ষত্র-ধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া জয়লাভ-বাসনায় রণ-মধ্যে নিপতিত এতাদৃশ বীরের বিনাশের নিমিত্ত শোক করা কর্ত্তব্য নহে। এই ধীমান্, ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত ত্রিভুবনকে পরাজিত

করত কাল-সহকারে কালধর্ম্মের বশীভূত হইয়াছেন, অতএব ইহাঁর জন্য শোক করা অবিধেয়। যুদ্ধে যে, চিরকাল বিজয় লাভই হইয়া থাকে, এরূপ কখনই দৃষ্ট হয় নাই; যেরূপ বীরই হউক না কেন, কখন বা রণ-মধ্যে শত্রুকে পরাজিত করে এবং কখন বা স্বয়ংও তৎকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া থাকে। সম্মুখ সমরে দেহ বিসর্জ্জন করাই প্রাচীনগণ-কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়-সম্মতা গতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, অতএব ক্ষত্রিয় রণ-মধ্যে নিহত হইলে তাহার জন্য শোক করা কর্ত্তব্য নহে। বিভীষণ! আমি যাহা বলিলাম ইহাই স্থির জানিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন করত সুস্থ হও এবং অতঃপর যাহা কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে বিবেচনা কর।'

রাজনন্দন বিক্রান্ত রামচন্দ্র এই কথা বলিলে, শোক-সন্তপ্ত বিভীষণ ভ্রাতার প্রশংসা-সূচক এই কথা বলিলেন;- 'যিনি পূর্ব্বে কখনও ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত সমরে ভগ্ন হয়েন নাই, তিনি অদ্য মহাসাগর যেরূপ বেলাভূমির নিকট ভগ্ন হয়েন, তদ্রূপ আপনার নিকট রণ-মধ্যে ভগ্ন হইলেন। ইনি জীবিতাবস্থায় অগ্নিতে যথাবিধি হোম, ভোগ সকলকে উপভোগ, ভৃত্যগণকে পরিতোষিত, মিত্রবর্গকে ধন দান এবং অমিত্রগণের প্রতি বৈর-নির্য্যাতন করিয়াছেন। ইনি আহিতাগ্নি ও মহাতেজস্বী ছিলেন এবং উপনিষৎ সকল অধ্যয়ন করত অগ্নিহোত্রাদি কার্য্য সকল সম্পাদন করিয়াছিলেন; অতএব, সম্প্রতি আপনার অনুমতি অনুসারে ইহাঁর প্রেতকার্য্য সকল করিতে ইচ্ছা করি।' সাধুবর বিভীষণ করুণবাক্যে এইরূপ নিবেদন

করিলে, রাজনন্দন মহাত্মা রামচন্দ্র রাক্ষসরাজের স্বর্গার্থ প্রেতকার্য্য সকল করিতে অনুমতি করিলেন। রাম কহিলেন;—'বিভীষণ! মরণ পর্য্যন্তই শত্রুতা; পরন্তু, অধুনা প্রয়োজন শেষ হওয়ায়, ইনি তোমার ন্যায় আমারও বন্ধু হইয়াছেন, অতএব ইহাঁর সংস্কার কর।'

একাদশাধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১১ ॥

মহাত্মা রামচন্দ্র-কর্ত্তৃক রাবণ নিহত হইয়াছেন, এই কথা শ্রবণে রাক্ষসীগণ শোক বিহ্বল হইয়া অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইল। তাহারা বারম্বার নিবারিত হইয়াও হতবৎসা গাভীর ন্যায় শোক-পীড়িত হইয়া বিমুক্তকেশে রণধূলিতে বিলুণ্ঠন করিতে লাগিল। রাক্ষস-রমণীগণ উত্তর দ্বার দিয়া নির্গত হইয়া রণস্থলে প্রবেশ করত হা নাথ! হা আর্য্যপুত্র!! এইরূপ রবে পতিকে অন্বেষণ করিতে করিতে কবন্ধ-সঙ্কুলা ও শোণিত-পঙ্কিলা রণমধ্যভূমিতে উপস্থিত হইল। তাহারা স্বামি-শোকে কাতর হইয়া বাষ্পব্যাকুল-লোচনে যূথপতি-বিরহিত করেণুগণের ন্যায় শব্দ-সহকারে ইতস্তত অন্বেষণ করত নীলাঞ্জনচয়-সদৃশ মহাকায় মহাবীর্য্য ও মহাদ্যুতি ভূপতিত পতিকে দেখিতে পাইল। রণধূলিতে শয়িত পতিকে সহসা দর্শন করত কৌণপকামিনীগণ ছিন্ন বনলতার ন্যায় রাক্ষসরাজের গাত্রোপরি পতিত হইল। রাবণ-রমণীগণের মধ্যে কেহ তাঁহাকে আলিঙ্গন এবং কেহ চরণ-যুগল বা কণ্ঠস্থল অবলম্বন করত রোদন করিতে লাগিল। কেহ ভুজ-যুগল

উৎক্ষিপ্ত করত ভূতলে বিলুণ্ঠিত এবং কেহ বা মৃত পতির বদনমণ্ডল অবলোকন করত মূর্চ্ছিত হইল। কোন রমণী তদীয় মস্তক ক্রোড়ে স্থাপন করত দেখিতে দেখিতে তুষার-সদৃশ অশ্রুবিন্দু সকল-দ্বারা আপনার কমল-সদৃশ মুখমণ্ডল প্লাবিত করিতে লাগিল। এইরূপ তাহারা নিহত পতিকে ভূতলে পতিত দর্শনে শোক-পীড়িত হইয়া বহুধা রোদন করত বিলাপ-সহকারে কহিতে লাগিল;—'হায়! যিনি ইন্দ্র ও যমকে বিত্রাসিত, বিশ্রবানন্দন কুবেরকে পুষ্পক-বিয়োজিত এবং দেব গন্ধর্ব্ব ও ঋষিপ্রভৃতি মহাত্মগণকে রণ-মধ্যে ভয়-ব্যাকুল করিয়াছিলেন, তিনিই অদ্য নিহত হইয়া রণভূমিতে শয়ন করিয়াছেন। অহো! রাক্ষসরাজ, সুর অসুর অথবা পন্নগগণ হইতে যে ভয়ের আশঙ্কা করেন নাই, অদ্য মনুষ্য হইতে তাঁহার সেই ভয় উপস্থিত হইয়াছে। হায়! ইনি দেব দানব ও রাক্ষসগণের অবধ্য হইয়াও এক জন পদাতি মনুষ্য-কর্ত্তৃক নিহত হইয়া রণ-ভূমিতে শয়ন করিয়াছেন। হায়! দেবতা অসুর অথবা যক্ষগণও যাঁহাকে বধ করিতে পারেন নাই, তিনি এক জন মর্ত্ত্য-কর্ত্তৃক কোন প্রাকৃত প্রাণীর ন্যায় নিহত হইলেন।' রাবণ-রমণীগণ দুঃখিতান্তঃকরণে এইরূপ বিলাপ করত ব্যথিত হৃদয়ে ক্ষণকাল রোদন করিয়া পুনর্ব্বার বিলাপ-সহকারে কহিতে লাগিল;—'হায়! তুমি নিয়ত হিতবাদী সুহৃদ্বৃন্দের কথা না শুনিয়া আপনার মরণ এবং রাক্ষস-গণের নিপাতনের নিমিত্তই সীতাকে হরণ করত সম-কালেই আপনাকে এবং আমাদিগকেও পাতিত করিলে।

হায়! শুভাভিলাষী ভ্রাতা বিভীষণ হিতবাক্য বলিলেও তুমি যে, মোহ-বশত আত্মবধের নিমিত্ত তাঁহাকে পরুষ-বাক্য বলিয়াছিলে, তাহার ফল সম্প্রতি দৃষ্ট হইতেছে। হায়! যদি তুমি তদীয় বাক্যানুসারে জনকনন্দিনী সীতাকে রাম হস্তে সমর্পণ করিতে, তাহা হইলে আমাদের এই মূল-নাশন সুমহৎ ব্যসন উপস্থিত হইত না। হায়! তাহা হইলে বিভীষণ, রাম ও তোমার মিত্রকুল পূর্ণকাম হইতেন এবং আমাদিগকে বৈধব্য-যন্ত্রণা সহ্য করিতে অথবা তোমার শত্রুগণকে আনন্দিত হইতে হইত না। পরন্তু, তুমি নৃশংসের ন্যায় আচরণ করত বলপূর্ব্বক সীতাকে অবরুদ্ধ করিয়া এককালে আপনাকে আমাদিগকে এবং রাক্ষস-গণকেও নিপাতিত করিলে। অথবা, হে রাক্ষসপুঙ্গব! তোমার স্বেচ্ছাচারিত্ব পর্য্যাপ্ত নহে, কারণ সকলই দৈব-চেষ্টিত; তুমি দৈব-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলে, অধুনা রাম-চন্দ্র নিমিত্তমাত্র হইয়া তোমাকে বধ করিলেন। হা মহা-বাহো! রণমধ্যে তোমার এবং বানর ও রাক্ষসগণের বধ দৈব-বশতই হইয়াছে; কারণ, অর্থ কাম বিক্রম অথবা আজ্ঞা ইহাদের কেহই ফলোন্মুখী দৈবগতিকে নিবর্ত্তিত করিতে সমর্থ হয় না।” এইরূপে সেই রাক্ষসরাজ-রমণী-গণ দুঃখার্ত্ত হইয়া দীনভাবে ও বাষ্পব্যাকুল-লোচনে কুররী-কুলের ন্যায় বিলাপ করিতে লাগিল।

দ্বাদশাধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১২ ॥

রাক্ষসরাজ-রমণীগণ এইরূপ বিলাপ করিতে থাকিলে, রাবণের প্রধানা পত্নী প্রেয়সী মন্দোদরী স্বামী দশাননের সমীপে আগমন করত, তাঁহাকে অচিন্ত্য-চরিত রঘুনন্দন-কর্ত্তৃক নিহত দেখিয়া দীনভাবে ও করুণস্বরে বিলাপ করত কহিলেন ;—'হা মহাবাহো ধনদানুজ রাক্ষসেশ্বর! পূর্ব্বে তুমি ক্রুদ্ধ হইলে দেবরাজ পুরন্দরও তোমার সম্মুখে অবস্থান করিতে ভীত হইতেন এবং মহর্ষি ও যশস্বী গন্ধর্ব্বগণ তোমার ভয়ে দিগন্তে পলায়ন করিতেন; পরন্তু, অধুনা সেই তুমিই মানুষমাত্র রাম-কর্ত্তৃক রণমধ্যে পরাজিত হইয়াও লজ্জিত হইতেছ না, ইহার কারণ কি? হায়! তুমি বীর্য্যবলে ত্রৈলোক্য জয় করিয়া মহতী সম্পত্তি আহরণ করিয়াছিলে, কিন্তু অধুনা এক জন বনবাসী মানুষ তোমাকে বধ করিল, ইহা নিতান্ত অসহনীয়। তুমি ইচ্ছানুসারে বহুবিধ রূপ ধারণ করত মানুষগণের অজ্ঞাত লঙ্কাদ্বীপে বিচরণ করিতে, সুতরাং রাম-কর্ত্তৃক তোমার বিনাশ কোনরূপেই উপপন্ন হইতে পারে না। তুমি সর্ব্বত্রই বিজয় লাভ করিতে, সুতরাং অধুনা রণ-মধ্যে তোমার এই বিনাশকে রামের কার্য্য বলিয়া বিশ্বাস হইতেছে না। বোধ হয় কৃতান্ত স্বয়ংই মায়াবলে রামরূপ ধারণ করিয়া তোমাকে বধ করিতে আসিয়াছিলেন, তাহা তুমি জানিতে পার নাই। অথবা হা মহাবল! তুমি কি বাসব-কর্ত্তৃক ধর্ষিত হইয়াছ? না, তাহারই বা এরূপ শক্তি কোথায়? সেত রণ-মধ্যে মহাবল মহাবীর্য্য মহাতেজস্বী দেবশত্রু দশাননের সম্মুখে অবস্থান করিতে অসমর্থ। অথবা আর সন্দেহের আবশ্যক

কি? আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, রাম জন্ম বৃদ্ধি ও নিধন-বিহীন সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বান্তর্যামী প্রকৃতি প্রবর্ত্তক সৃষ্টিকর্ত্তা পরম পুরুষ সনাতনই হইবেন। বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস-শোভিত সেই ক্ষয়রহিত পরিমাণ-শূন্য সত্য-পরাক্রম অজেয় সর্ব্ব-লোকেশ্বর শ্রীমান্ মহাদ্যুতি লক্ষ্মীপতি বিষ্ণুই লোক সক-লের হিত-কামনায় মানুষরূপ ধারণ করিয়া বানররূপাপন্ন দেবগণের সহিত ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়া রাক্ষস-পরিবার-গণের সহিত মহাবল মহাবীর্য্য ভয়াবহ দেবশত্রু রাক্ষস-রাজকে বধ করিয়াছেন। পূর্ব্বে তুমি প্রথমত ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিয়া পশ্চাৎ ত্রৈলোক্য জয় করিয়াছিলে, বোধ হয় ইন্দ্রিয়গণ সেই বৈর স্মরণ করিয়াই অধুনা তোমাকে পরা-জিত করিয়াছে। হায়! যখন জনস্থানে অসংখ্য রাক্ষসগণে পরিবৃত তোমার ভ্রাতা খর নিহত হইয়াছিলেন, আমি তখনই জানিয়াছিলাম, রামচন্দ্র মনুষ্য নহেন। সুরগণও যাহাতে প্রবেশ করিতে পারেন না, যখন হনুমান্ বীর্য্যবলে সেই লঙ্কা-নগরীতে প্রবেশ করিয়াছিল, তখনই আমাদের হৃদয় ব্যথিত হইয়াছিল। 'রামচন্দ্রের সহিত সন্ধি স্থাপন কর' আমি বারম্বার এইরূপ অনুরোধ করিলেও তুমি যে তাহা গ্রহণ কর নাই, তাহারই এই ফল ফলিয়াছে। হা রাক্ষসপুঙ্গব! বোধ হয়, স্বীয় দেহ ঐশ্বর্য্য এবং স্বজনগণের বিনাশের নিমিত্তই তুমি বৈদেহীর প্রতি কামুক হইয়াছিলে? হা দুর্ম্মতে! অরুন্ধতী অথবা রোহিণী অপেক্ষাও বিশিষ্ট ও ক্ষমাশীলগণের নিদর্শন-ভূতা বসুন্ধরা এবং সৌভাগ্য-শালিগণের নিদর্শন-ভূতা শ্রীরও নিদর্শন-স্বরূপা স্বামিবৎসলা

উপাস্য দেবতা সীতাকে ধর্ষণ করিয়া নিরতিশয় অসদৃশ কার্য্য করিয়াছিলে। হা স্বামিন্! তুমি জন-শূন্য অরণ্য হইতে ছদ্মবেশে অনিন্দিতাঙ্গী শুভলক্ষণা সীতাকে আনয়ন করত আপনার এবং কুলেরও কলঙ্কজনক সীতা-সঙ্গম-জনিত রামকে চরিতার্থ করিতে না পারিয়া, স্বয়ংই সেই পতিব্রতার তপস্তেজে দগ্ধ হইলে। তুমি যৎকালে সেই ক্ষীণমধ্যা জানকীকে ধর্ষণ করিয়াছিলে, বোধ হয় ইন্দ্র ও অগ্নিপ্রমুখ দেবগণও তোমাকে ভয় করিতেন বলিয়া সেই সময় দগ্ধ হও নাই। লোকে যে পাপকর্ম্ম করে, কালবশে পরিপাক সময় সমাগত হইলে, অবশ্যই তাহার ফল প্রাপ্ত হয়; কারণ তাহার কেহ কর্ত্তা নাই। যাহারা সৎকর্ম্ম করে, তাহারা শুভফল এবং যাহারা পাপকর্ম্ম করে তাহারা অশুভ ফল প্রাপ্ত হয়; সুতরাং বিভীষণ সুখী হইল এবং তুমি অনন্ত দুঃখে পতিত হইলে। তোমার ত সীতা অপেক্ষা অধিক রূপবতী আরও অনেক প্রমদা ছিল, কিন্তু তুমি কামপরতন্ত্র হইয়া মোহ-বশত তাহাদিগকে অবজ্ঞা করিয়াছিলে। রূপ কূল বা দাক্ষিণ্য-বিষয়ে মৈথিলী আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হওয়া দূরে থাকুক, আমার তুল্য হইবারও যোগ্য নহে, কিন্তু তুমি মোহ-বশত তাহা অনুভব করিতে না। বৈদেহীকে তোমার রণ-মধ্যের মৃত্যুর কারণ বলিয়া বোধ হয়, কারণ, হেতু ব্যতিরেকে কোন প্রাণীই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় না। তুমি স্বয়ংই সেই সীতা নিমিত্ত মৃত্যুকে দূর হইতে আহরণ করিয়াছিলে। অধুনা মৈথিলী শোক-বিরহিত হইয়া রামের সহিত বিহার করিবে, কিন্তু আমি অল্পপুণ্যা

বলিয়া শোক-সাগরে নিমগ্ন হইলাম। হা বীর! আমি বিচিত্র মাল্য ও বসন পরিধানে অতুল্য শোভায় শোভিত হইয়া অনুরূপ বিমানে আরোহণ করত বিবিধ দেশ দর্শন করিতে করিতে সুমেরু, কৈলাস, মন্দর, চৈত্ররথ বন এবং অন্যান্য দেবোদ্যানে গমন করিয়া তোমার সহিত বিহার করিতাম; কিন্তু, আমি সেই মন্দোদরী হইয়াও, অধুনা তোমার বিনাশ-বশত কোন সামান্যা কামিনীর ন্যায় কাম-ভোগ বিরহিতা হইলাম, অতএব রাজগণের চঞ্চলা লক্ষ্মীকে ধিক্। হা রাজন্! হা স্বামিন্! কান্তি শ্রী ও দ্যুতিতে যথাক্রমে চন্দ্র পদ্ম ও দিবাকরের সদৃশ, শোভন ভ্রূ-যুগল-শোভিত, কোমল ত্বক্, উন্নত নাসিকা-সমন্বিত, কিরীটাগ্র-দ্বারা জাজ্বল্যমান, রক্তবর্ণ ওষ্ঠ-দ্বারা বিভূষিত, প্রদীপ্ত কুণ্ডল দ্বারা অলঙ্কৃত, পানভূমিতে মদব্যাকুল ও চঞ্চল-লোচন-যুগল-সমন্বিত, বহুবিধ মাল্য-দ্বারা শোভিত এবং মনোহর স্মিত-সমন্বিত বাক্য বিন্যাসকারী তোমার সেই শোভন সুচারু বদন অদ্য ত আর শোভা পাইতেছে না। হায়! রাম-শরে ছিন্ন তোমার সেই মুখ রুধিরধারা-সকল-দ্বারা রক্তবর্ণ, মেদ ও মস্তিষ্ক দ্বারা বিশীর্ণ এবং রথরেণু-নিবহ-দ্বারা রুক্ষ হইয়া শোভা-বিহীন হইয়াছে। হায়! আমি পূর্ব্বে কখনও যাহার বিষয় চিন্তা করি নাই, অধুনা আমার সেই বৈধব্যদায়িনী পশ্চিমা দশাই উপস্থিত হইল। হায়! 'দানবরাজ ময় আমার পিতা, রাক্ষসগণের অধীশ্বর আমার ভর্ত্তা এবং সুরেন্দ্র-বিজয়ী মেঘনাদ আমার পুত্র - আমি এই বলিয়া গর্ব্বিতা হইলাম। হায়! পৌরুষ ও বলবীর্য্যে

বিখ্যাত ক্রূর-স্বভাব অকুতোভয় দৃপ্ত বীরগণ আমাকে পরিত্রাণ করিবে বলিয়া আমার মহতী আশা ছিল; কিন্তু, হে রাক্ষসপুঙ্গবগণ! তোমরা তাদৃশ প্রভাব-সম্পন্ন হইলেও মানুষগণ হইতে তোমাদের এরূপ অননুভূত ভয় কি প্রকারে উপস্থিত হইল? হা নাথ! স্নিগ্ধ ইন্দ্রনীলের ন্যায় নীলবর্ণ, মহাশৈলের ন্যায় উন্নত, কেয়ুর অঙ্গদ বৈদূর্য্য মুক্তাহার ও পুষ্পমালা-দ্বারা সমুজ্জ্বল, বিহার সময়ে সমধিক কমনীয় এবং রণভূমিতে প্রদীপ্ত তোমার এই শরীর বহুবিধ আভরণে অলঙ্কৃত হইয়া বিদ্যুদ্বিলসিত জলদের ন্যায় শোভা পাইত; পরন্তু, সেই এই শরীরের স্পর্শ পরে দুর্লভ হইলেও তীক্ষ্ণ শরসমূহ-দ্বারা সমাচ্ছাদিত হওয়ায় সম্প্রতি, আর আলিঙ্গন করিতে পারিতেছি না। শল্যকীর শল্যক সকলের ন্যায় লগ্ন এবং দৃঢ় বিদ্ধ শর সকল-দ্বারা তোমার শরীর নিরন্তর এবং স্নায়ুবন্ধন সকল ছিন্ন হইয়াছে। হা রাজন্! তোমার কৃষ্ণবর্ণ শরীর রুধির-পরিপ্লুত হওয়ায়, বজ্র-প্রহার পতিত বিকীর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। হায়! সকলই স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হইতেছে; কারণ, তুমি মৃত্যুরও মৃত্যু-স্বরূপ হইয়া কি প্রকারে রাম-কর্ত্তৃক নিহত ও মৃত্যুর বশীভূত হইলে? হায়! যিনি ত্রৈলোক্যের অর্থ সকলের ভোক্তা, ত্রিভুবনের উদ্বেগদাতা, লোকপালগণের বিজেতা, শঙ্করেরও সম্ভ্রমকর্ত্তা, অহঙ্কৃতগণের নিগৃহীতা, পরাক্রম সকলের প্রকাশক, সুমহৎ সিংহনাদ-দ্বারা প্রাণিপুঞ্জের বিদারক ও লোক সকলের ক্ষোভকারক, শত্রু-সম্মুখে তেজঃসহকারে সগর্ব্ব বাক্য সকলের বক্তা, স্বজনগণের রক্ষয়িতা ও

ভীমকর্ম্মগণের হন্তা, রণ-মধ্যে সহস্র সহস্র দানবেন্দ্র যক্ষ ও নিবাতকবচগণের হন্তা ও নিগৃহীতা, যজ্ঞ সকলের বিলোপ-কারী, আত্মীয়গণের পরিত্রাতা, ধর্ম্ম-ব্যবস্থার উল্লঙ্ঘনকারী, রাক্ষসে মায়া সকলের স্রষ্টা, নানাস্থান হইতে দেব অসুর ও মানব কন্যাগণের আহর্ত্তা, শত্রু-রমণীগণের শোকদাতা, স্বীয় সেনাগণের নেতা, লঙ্কাদ্বীপের গোপ্তা, ভয়ঙ্কর কর্ম্ম সকলের কর্ত্তা, আমাদের কাম ও উপভোগ সকলের দাতা এবং রথিগণের অগ্রগণ্য, আমি তাদৃশ প্রভাব-সম্পন্ন প্রিয়-তম স্বামিকে রাম-কর্ত্তৃক নিহত ও পাতিত দেখিয়া এখনও জীবন ধারণ ও দেহভার বহন করিতেছি। হা রাক্ষসেশ্বর! তুমি মহার্হ শয্যায় শয়ন করিতে, কিন্তু অধুনা এই রেণুগুণ্ঠিত ধরাতলে কি প্রকারে নিদ্রা যাইতেছ? হায়! যখন, কুমার ইন্দ্রজিৎ রণ-মধ্যে লক্ষ্মণ-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন, তখন আমি কেবল তীব্ররূপে আঘাতিতই হইয়াছিলাম, কিন্তু অদ্য তোমার নিধনে নিপাতিত হইলাম। হায়! আমি সেই মন্দোদরী হইয়াও অধুনা বন্ধুজন ও তোমার ন্যায় নাথের নিধন-বশত কামভোগ বিহীন হইয়া অনন্তকাল শোক করিতে থাকিব!! হা রাজন্! তুমি সুদুর্গম দূরপথে গমন করিতেছ অতএব এই দুঃখিনীকেও সমভিব্যাহারে লইয়া চল; কারণ, তোমার বিরহে আমি জীবন ধারণ করিতে পারিব না। আমি কাতর হইয়া দীনভাবে বিলাপ করিতেছি দেখিয়াও, সম্ভাষণ না করিয়াই কি নিমিত্ত আ-মাকে এস্থানে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিতে অভিলাষী হইয়াছ? আমি অবগুণ্ঠন উন্মোচন করত নগর দ্বার হইতে

নির্গত হইয়া পদব্রজেই এস্থানে আসিয়াছি দেখিয়াও কেন ক্রুদ্ধ হইতেছ না? হা দারপ্রিয়! এই দেখ, তোমার দারগণ লজ্জা ও অবগুণ্ঠন পরিত্যাগ করত বহির্দেশে আগমন করিয়াছে, ইহাতেও কি তোমার রোষোদয় হইতেছে না? এই দেখ, ক্রীড়াকালে যাহারা তোমার নিরন্তর সাহায্য করিত, তোমার সেই রমণীগণ অনাথ হইয়া বারম্বার বিলাপ করিতেছে; কিন্তু, তুমি ইহাদিগকে সম্মানিত করা দূরে থাকুক, আশ্বাসিতও করিতেছ না। হা রাজন্! তুমি যে গুরু-শুশ্রূষা-নিরত ধর্ম্মচারিণী পতিব্রতা অসংখ্য কুলকামিনীকে বিধবা করিয়াছিলে এবং তৎকর্ত্তৃক বিপ্রকৃত সেই কুলকামিনীগণ শোক-সন্তপ্ত হইয়া তোমাকে যে শাপ প্রদান করিয়াছিল, অধুনা তুমি শত্রু-বশীভূত হওয়ায়, তাহারই ফল ফলিত হইল। হা নাথ! কোন অনর্থের কারণ না হইলে অনর্থক পতিব্রতাগণের অশ্রুবিন্দু ভূতলে পতিত হয় না, এইরূপ যে প্রবাদ জনসমাজে প্রচলিত আছে, তাহা তোমাতে সম্পূর্ণভাবে প্রতিপন্ন হইল। হা রাজন্! চিরকাল শূর বলিয়া অভিমান করিতে এবং তেজোবলে ত্রিভুবনকেও আক্রমণ করিয়াছিলে, কিন্তু অধুনা এই নারীহরণরূপ ক্ষুদ্র কার্য্যে তোমার কি প্রকারে প্রবৃত্তি হইল। তুমি যে কপট মৃগ-দ্বারা রামকে আশ্রম হইতে অপনীত করিয়া রাম রমণী জানকীকে হরণ করিয়াছিলে, তাহাতেই তোমার কাতর্য্যের চিহ্ন প্রকাশ পাইয়াছিল। বোধ হয়, তোমার কালপূর্ণ হইয়াছিল বলিয়াই ভাগ্য-বিপর্য্যয়-বশত সেরূপ করিয়া থাকিবে; কারণ, তুমি যে পূর্ব্বে আর কোন যুদ্ধে এতাদৃশ

কাতর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলে, আমার এরূপ স্মরণ হয় না। হা সত্যবাদিন্! হা মহাবাহো! অতীত অনাগত ও বর্ত্তমান কার্য্য সকলে বিচক্ষণ আমার দেবর বিভীষণ জানকীকে আহৃত দর্শনে বহুক্ষণ চিন্তা ও দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত 'এই রাক্ষসগণের বিনাশকাল উপস্থিত হইয়াছে' এইরূপ যাহা কহিয়াছিলেন, অধুনা তাহাই উপস্থিত হইয়াছে। তুমি কাম-ক্রোধ-সমুত্থিত স্ত্রীসঙ্গরূপ ব্যসন-দ্বারা এই রাক্ষস-কুল সকলকে অনাথ করিলে। সে যাহা হউক, তুমি বল ও পৌরুষে ত্রিভুবন মধ্যে মহতী খ্যাতি লাভ করিয়াছিলে, অতএব তোমার জন্য শোক করা কর্ত্তব্য নহে; পরন্তু, স্ত্রী-স্বভাব-বশত আমার বুদ্ধি শোকে অভিভূত হইতেছে। তুমি স্বীয় সুকৃত দুষ্কৃত লইয়া স্বর্গগতি প্রাপ্ত হইলে; কিন্তু, আমাকে তোমার বিনাশ-বশত দুঃখিত হইয়া আত্মাকে অনুতাপিত করিতে হইল। হা দশানন! মারীচ-প্রভৃতি হিতাভিলাষী সুহৃৎ ও ভ্রাতৃগণ তোমার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের নিমিত্ত অনেক কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু তুমি তাহা শ্রবণ কর নাই। বিভীষণ হেতু অর্থ ও নীতি-সঙ্গত যে মঙ্গল-জনক সুললিত বাক্য বলিয়াছিলেন এবং মারীচ কুম্ভকর্ণ ও আমার পিতা যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তুমি বীর্য্য-মত্ত হইয়া তাহা গ্রাহ্য কর নাই বলিয়াই অধুনা তাহার এইরূপ ফল লাভ করিলে। হা নাথ! পীতাম্বর ও শুভ্রাঙ্গদ-শোভিত এই নীলাম্বুদ-সদৃশ অঙ্গকে রুধিরে আবৃত করত ধরণীতলে শয়ন করিয়াছ কেন? প্রাণবল্লভ! তুমি নিদ্রিত না হইয়াও প্রসুপ্তের ন্যায় কি নিমিত্ত আমার সহিত বাক্যা-

লাপ করিতেছ না? যিনি কখনও রণস্থল হইতে পলায়ন করেন নাই, সেই মহাবীর্য্য দক্ষ রাক্ষসবর সুমালীর দৌহিত্রী তোমাকে আহ্বান করিতেছে, তথাপি প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছ না কেন? নূতন পরিভব হইয়াছে বলিয়াই কি এরূপে শয়ান থাকিতে হয়? উঠ উঠ, ঐ দেখ, তোমার নব-পরিভব দর্শনে অদ্যই সূর্য্য-রশ্মি সকল নির্ভয়ে লঙ্কানগরীতে প্রবেশ করিয়াছে। বজ্রধরের বজ্র ও দিবাকরের মরীচির ন্যায় তেজোবিশিষ্ট যে সুবর্ণজাল-সমাচ্ছাদিত বহুপ্রহরণ-সমন্বিত পরিঘ দ্বারা রণ-মধ্যে শত্রুগণকে অবসন্ন করিতে, এই দেখ, ত্বৎকর্ত্তৃক সতত অর্চ্চিত সেই পরিঘ শত্রুশরে সহস্রধা ছিন্ন ও বিকীর্ণ হইয়াছে। হায়! তুমি রণভূমিকে প্রিয়ার ন্যায় আলিঙ্গন করত শয়ন করিয়া আছ; কিন্তু, আমি কি জন্য এরূপ অপ্রিয় হইলাম যে, আমার সহিত কথা কহিতেও ইচ্ছা করিতেছ না? আমার হৃদয়কে ধিক্; কারণ, তুমি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেও, সে শোক-পীড়িত হইয়া এখনও সহস্রধা বিদীর্ণ হইল না।' ময়নন্দিনী স্নেহ-ব্যাকুল-হৃদয়ে ও বাষ্পপর্য্যাকুল-লোচনে এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে মূর্চ্ছিত ও রাবণের বক্ষঃস্থলে পতিত হইয়া সন্ধ্যা-রাগ-রঞ্জিত বারিদের বক্ষঃস্থল-বিলাসিনী প্রদীপ্তা ও সমুজ্জ্বলা সৌদামিনীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

ময়নন্দিনীর তাদৃশ অবস্থা দর্শনে তদীয় সপত্নীগণ কাতর-ভাবে রোদন করিতে করিতে সেই রোরুদ্যমানা রাক্ষসরাজ-মহিষীকে উত্থাপিত করত সুস্থ করিবার নিমিত্ত কহিল;— 'দেবি! লোক সকলের স্থিতি যে অনিত্য তাহা কি আপনি

জানেন না? বিশেষত, পুণ্যপরিপাক-কালরূপ দশা-বিশেষে রাজলক্ষ্মী যে, সতত চঞ্চল হইয়া থাকেন, ইহা কি আপনার বিবেচনা সিদ্ধ হয় না।’ সপত্নীগণ সশব্দ-রোদন-সহকারে এইরূপ বলিতে বলিতে অভিমুখাগত অশ্রুবিন্দুসকল-দ্বারা নিজ নিজ পয়োধর-যুগলকে অভিষিক্ত করিতে লাগিল। ইত্যবসরে, রামচন্দ্র বিভীষণকে কহিলেন;- ‘রাবণের রমণীগণকে পরিসান্ত্বিত করত ভ্রাতার সংস্কার কর।’ এতচ্ছ্রবণে ধীমান্ বিভীষণ ক্ষণকাল বিবেচনা করত, রঘুনন্দনের মনোগত হইবে ভাবিয়া এই ধর্ম্মার্থ-সংযুক্ত ও আত্ম হিত-জনক বাক্য বলিলেন;—‘এই ক্রূর নিশাচর ধর্ম্মব্রত পরিত্যাগ করত চিরকাল পরদার-মর্ষণরূপ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে, অতএব এ মৎকর্ত্তৃক সৎকৃত হইবার উপযুক্ত নহে। দশানন নামমাত্র আমার ভ্রাতা ছিলেন, কিন্তু চিরকাল শত্রুর ন্যায় অহিত-কার্য্য সকলই করিয়াছেন, অতএব গুরু-গৌরব-বশত পূজ্য হইলেও মৎকর্ত্তৃক পূজিত হইবার উপযুক্ত নহেন। রাঘব! আমি রাবণের সংস্কার না করিলে, লোকে প্রথমত আমাকে নৃশংস বলিবে বটে, পরন্তু, তাহারা যখন তদীয় গুণগ্রাম শ্রবণ করিবে, তখন মৎকৃত কার্য্যকে সাধুবাদ প্রদান করিতে থাকিবে।’

ধার্ম্মিক-প্রবর বাক্য-বিশারদ রঘুনন্দন বিভীষণের বাক্য শ্রবণে পরম প্রীত হইয়া বাগ্মিবর বিভীষণকে কহিলেন;—‘হে রাক্ষসেশ্বর! তোমার প্রভাবেই আমি জয় লাভ করিয়াছি, সুতরাং তোমাকে সদুপদেশ দেওয়া এবং যাহাতে তোমার মঙ্গল হয়, তাহাই আমার কর্ত্তব্য। এই নিশাচর-

বর অধার্ম্মিক দুষ্কর্ম্মরত এবং স্বেচ্ছাচারী হইলেও, রণভূমিতে চিরকাল তেজ বল ও শৌর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। এই বলশালী লোকরাবণ রাবণ মহাত্মা ছিলেন, কারণ শতক্রতু-প্রমুখ দেবগণের নিকটেও ইহাঁকে পরাজিত হইতে শ্রবণ করি নাই। মৃত্যু পর্য্যন্তই শত্রুতা, কিন্তু সম্প্রতি আমার অভিলষিত সিদ্ধ হওয়ায়, ইনি তোমার ন্যায় আমারও বন্ধু হইয়াছেন, অতএব ইহাঁর সংস্কার কর। হে মহাবাহো! ধর্ম্মানুসারে ইহাকে বিধি-পূর্ব্বক সত্বর সৎকার করা কর্ত্তব্য; অধিকন্তু, তাহাতে তুমিও যশোলাভ করিবে।'

রামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করত, রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণ রণ-মধ্যে নিহত ভ্রাতা রাবণকে সত্বর সৎকার করিতে অভি-লাষী হইয়া, ত্বরা-সহকারে লঙ্কাপুরে প্রবেশ করত দশাননের অগ্নিহোত্র বহির্গত করিলেন। তিনি মুহূর্ত্তকাল-মধ্যে শকট, দারুপাত্র চন্দন অগুরু ও অন্যান্য বহুবিধ সুগন্ধি কাষ্ঠ, সুরভি গন্ধ-দ্রব্য, মণি, মুক্তা, প্রবাল এবং অগ্নি সকল গ্রহণ করত রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া যাজকগণের সহিত আগমন করিয়া মাল্যবানের সহিত সংস্কার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রহ্ম-রাক্ষসগণ অশ্রুপূর্ণমুখে স্তুতি ও বিবিধ তুর্য্যঘোষ-সহকারে অভিনন্দিত করত রাক্ষসরাজকে ক্ষৌমবাস-সমা-চ্ছাদিত দিব্য সৌবর্ণ শিবিকায় উত্তোলন করিলে, বিভীষণ-প্রভৃতি নিশাচরগণ বিচিত্র পতাকা ও পুষ্পসকল-দ্বারা সজ্জিত সেই শিবিকা ও কাষ্ঠাদি গ্রহণ করত দাক্ষিণাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। অধ্বর্য্যুগণসমীরিত আধারস্থিত প্রদীপ্ত অগ্নি সকল অগ্রে অগ্রে নীত হইতে লাগিল। অন্তঃপুর-

বাসিনী কামিনীগণ যেন, শোক-সাগরে ভাসিতে ভাসিতে সত্বর পশ্চাদ্গমনে প্রবৃত্ত হইল। রাক্ষসগণ দুঃখিতান্তঃ-করণে রাক্ষসরাজকে পবিত্র স্থানে স্থাপন করত রাঙ্কব আস্তরণের উপর বেদোক্ত বিধানানুসারে চন্দন-কাষ্ঠ পদ্মক উশীর ও চন্দন-দ্বারা অগ্নিকোনে চিতা নির্ম্মাণ করিল। অনন্তর, ঋত্বিক্‌গণ বেদী নির্ম্মাণ করত যথাস্থানে অগ্নি-সকলকে স্থাপন করিয়া রাক্ষসরাজের পিতৃমেধ-বিহিত কার্য্য করত তাঁহার স্কন্ধদেশে দধি ও আজ্যপূর্ণ স্রুব, পদ-দ্বয়ে শকট, উরুদ্বয়ের মধ্যস্থলে উদূখল এবং অরণি উত্তরারণি ও অন্যান্য দারুপাত্র সকলকে যথাস্থানে প্রদান করিলেন, তৎপরে শ্রুতি-সমীরিত ও সূত্রকারী মহর্ষিগণ-কর্তৃক বিহিত বিধানানুসারে মেধ্য পশু হনন করত তদীয় পারস্তরণিকা-দ্বারা রাক্ষসরাজের মুখ সমাচ্ছাদিত করিলে, বিভীষণ-প্রমুখ সুহৃদ্বর্গ দীনমনে ও অশ্রুপরিপ্লুত-মুখে গন্ধ মাল্য ও বিবিধ বস্ত্রাদি-দ্বারা রাবণ-শরীরকে অলঙ্কৃত করত তদুপরি লাজাঞ্জলি সকল বিকীরণ করিলেন। তদনন্তর, বিভীষণ যথা-বিধানে অগ্নি প্রদান করত, স্নানান্তে আর্দ্রবস্ত্রেই বিধি-পূর্ব্বক তিল ও দর্ভবিমিশ্রিত উদকাঞ্জলি প্রদান করিয়া, রাবণ-কামিনীগণকে বারম্বার 'তোমরা গমন কর' এইরূপ অনু-নয় ও সান্ত্বনা করিলে, তাহারা নগরমধ্যে প্রবেশ করিল।

পুর-কামিনীগণ নগরমধ্যে প্রবেশ করিলে, রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণ রাম-সমীপে আগমন করত বিনীতভাবে অবস্থিত হইলেন। এইরূপে শ্রীরামচন্দ্র শত্রু বিনাশ করত বৃত্র-বিজয়ী বাসবের ন্যায় সুগ্রীব লক্ষ্মণ এবং অপর সৈন্যগণের

সহিত পরমা প্রীতি লাভ করিয়া, মহেন্দ্র দত্ত সুমহৎ শর শরাসন, কবচ ও শত্রু-নিগ্রহার্থ রোষ পরিত্যাগ করত পুনর্ব্বার সৌম্যমূর্ত্তি অবলম্বন করিলেন।

ত্রয়োদশাধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১৩ ॥

এদিকে রাবণকে নিহত দেখিয়া দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণ নিজ নিজ বিমানে আরোহণ করত বহুবিধ সদ্বাক্যালাপ করিতে করিতে প্রস্থিত হইলেন। সেই মহাভাগগণ রাবণের নিদারুণ বধ রঘুনন্দনের পরাক্রম, বানরগণের সুযুদ্ধ, সুগ্রীবের মন্ত্রণা, লক্ষ্মণ ও মারুতির অনুরাগ, বীর্য্য ও পরাক্রম এবং জনক-নন্দিনীর পাতিব্রত্য বিষয়ে কথোপকথন করিতে করিতে নিজ নিজ ধামে গমন করিলেন। মহাবাহু রামচন্দ্রও মাতলিকে প্রতিপূজিত করত সেই বাসবদত্ত অগ্নিপ্রভ রথ লইয়া যাইতে অনুমতি করিলে, শক্র সারথি মাতলি তৎকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া রথে আরোহণ করত আকাশে উৎপতিত হইলেন।

সেই সুর-সারথি-সত্তম দেব পথে আরোহণ করিলে, রামচন্দ্র পরমা প্রীতি-সহকারে সুগ্রীবকে আলিঙ্গন করত লক্ষ্মণকর্ত্তৃক অভিবাদিত এবং বানরগণ-কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া সেনানিবেশে আগমন করিলেন। তিনি শিবির-মধ্যে প্রবেশ করত সমীপ-পরিবর্ত্তী সুমিত্রানন্দন শুভলক্ষণ লক্ষ্মণকে কহিলেন;—'লক্ষ্মণ! এই বিভীষণ আমার ভক্ত অনুরক্ত ও পূর্ব্বোপকারী; অতএব ইহাঁকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত

কর। হে সৌম্য! রাবণানুজ বিভীষণকে লঙ্কা-মধ্যে অভি-ষিক্ত হইতে দেখি, ইহাই আমার একান্ত অভিলাষ।’

মহাত্মা রাঘব-কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া, সুমিত্রানন্দন ‘তথাস্তু’ বলিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে একটি সুবর্ণ ঘট গ্রহণ করত মনোজব মহাবল বানরেন্দ্রগণের হস্তে প্রদান করিয়া চতুঃ-সমুদ্র হইতে জল আনিতে আদেশ করিলেন। মনের ন্যায় বেগশালী সেই বানরবরগণও সত্বর গমন করত মহাসাগর হইতে জল আনয়ন করিল। তখন, ধর্ম্মাত্মা সুমিত্রানন্দন রামচন্দ্রের আদেশ অনুসারে সুহৃদ্‌গণে পরিবৃত হইয়া, শুদ্ধাত্মা বিভীষণকে পরমাসনে উপবেশিত করত বেদবিধান অনুসারে রাক্ষসগণের সম্মুখে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করি-লেন। তদ্দর্শনে তাঁহার অমাত্য ও ভক্ত নিশাচরগণ হৃষ্ট হইল এবং দেবতা, ঋষি, বানর ও অপর নিশাচরগণ অতুল আনন্দ লাভ করত রামচন্দ্রের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্রও রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণকে লঙ্কা-মধ্যে অভিষিক্ত দেখিয়া লক্ষ্মণের সহিত পরমা প্রীতি লাভ করিলেন। এদিকে বিভীষণ সেই রাম-দত্ত সুমহৎ রাজ্য লাভ করত প্রকৃতিপুঞ্জকে সান্ত্বনা করিয়া, যখন রাম-সমীপে আগমন করেন, তখন পুরবাসিগণ হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহার সম্মুখে দধি, অক্ষত, মোদক, লাজ ও পুষ্পসকল আনয়ন করিলেন। বীর্য্য-বান্ দুর্দ্ধর্ষ বিভীষণও সেই সমস্ত মাল্য ও দ্রব্য গ্রহণ করত রঘুনন্দন লক্ষ্মণের নিকট প্রদান করিলে, তিনি তৎসমস্ত রাম-সমীপে নিবেদন করিলেন। রামচন্দ্র বিভীষণকে কৃতকার্য্য ও সমৃদ্ধার্থ সন্দর্শনে তাঁহার প্রীতির নিমিত্তই সেই সমস্ত

প্রতিগ্রহ করিলেন। অনন্তর, সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত শৈল-সদৃশ বানরবর বীর হনুমান্‌কে কহিলেন;—'হে বাগ্মিবর! তুমি বৈদেহীর নিকট গমন করত রাবণের নিধন এবং সুগ্রীব ও লক্ষ্মণের সহিত আমার কুশলবার্ত্তা প্রদান কর। হে কপিশ্রেষ্ঠ! তুমি বৈদেহীর নিকট এই প্রিয় সম্বাদ প্রদান করত তদীয় সন্দেশ লইয়া সত্বর প্রতি-নিবৃত্ত হইবে।'

চতুর্দ্দশাধিক শততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১১৪॥

পবন-তনয় হনুমান্ এইরূপে আদিষ্ট হইয়া, লঙ্কাপুর-মধ্যে প্রবেশ করিলে, তথায় নিশাচরগণ তাঁহার সমধিক সৎকার করিল। বানরবর মারুতি রামের অনুজ্ঞানুসারে বৃক্ষবাটিকায় প্রবেশ করত, বৃক্ষমূলে রাক্ষসীগণ-কর্ত্তৃক পরিবৃতা, স্নানাদি সংস্কার-বিহীনা ও গ্রহপীড়িতা রোহিণীর ন্যায় নিরানন্দা জনক-নন্দিনাকে দেখিয়া নিঃশব্দে তাঁহার নিকট গমন ও বিনম্রমস্তকে প্রণাম করত দণ্ডায়মান হইলেন। সীতাদেবীও মহাবল হনুমান্‌কে সমাগত দেখিয়া ক্ষণকাল মৌনভাবে দর্শন ও চিন্তা করত আনন্দিত হইলেন। তখন, প্লবগসত্তম তাঁহার সেই সৌম্য-মুখ সন্দর্শন করত রামাদিষ্ট বাক্যসকল কহিতে আরম্ভ করিয়া বলিলেন;—'দেবি! অমিত্র-বিজয়ী রামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের সহিত কুশলে আছেন; শত্রু নিহত হওয়ায়, তিনি পূর্ণ-প্রয়োজন হইয়া আপনাকে কুশল-সন্দেশ প্রেরণ করিলেন। হে দেবি! বানরগণের সহিত বিভীষণ ও লক্ষ্মণের সাহায্যে রামচন্দ্র

বীর্য্যবান্ রাবণকে বিনাশ করিয়াছেন। হে দেবি ধর্ম্মজ্ঞে! আপনি সৌভাগ্যবলে এপর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছেন বলিয়াই, আমি পুনর্ব্বার আপনাকে শুভ-সম্বাদ প্রদান করত আনন্দিত করিতে আসিয়াছি। হে ধার্ম্মিকে! রঘুনন্দন আপনার পাতিব্রত্য-প্রভাবে রণমধ্যে বিজয় লাভ করত পূর্ণ মনোরথ হইয়া পরম প্রীতি-সহকারে যাহা বলিয়াছেন, সেই জয়যুক্ত বাক্য সকল শ্রবণ করুন;—"জানকি! আর ব্যথিত হইও না, স্বস্থ হও; আমি বিজয় লাভ করিয়াছি এবং শত্রু নিহত ও লঙ্কা বশীকৃত হইয়াছে। আমি তোমার অবমাননা-বশত যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, নিদ্রা বিরহিত হইয়া মহাসাগরে সেতুবন্ধন করত তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি। আমি লঙ্কা জয় করিয়া বিভীষণকে সমগ্র ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়াছি, অতএব তুমি আর রাবণালয়ে রহিয়াছি বলিয়া ভয় করিও না। অধুনা 'স্বগৃহে রহিয়াছি' মনে করিয়াই আশ্বস্ত হও; রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণও তোমার দর্শনাভিলাষে সত্বর গমন করিতেছেন।"

হনুমানের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, সুধাংশুবদনা সীতা কিছুমাত্র বলিতে পারিলেন না; আনন্দে যেন তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। তখন, সীতা কিছুমাত্র বলিলেন না দেখিয়া, হরিবর হনুমান্ কহিলেন;—'দেবি! কি চিন্তা করিতেছেন? আমার সহিত বাক্যালাপও করিতেছেন না কেন?' হনুমান্-কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া ধর্ম্মপথবর্ত্তিনী জানকী পরম প্রীতি-সহকারে বাষ্প-গদ্গদ বাক্যে উত্তর করিলেন;—'ভর্ত্তার বিজয়সংশ্রিত এই প্রিয়বাক্য শ্রবণ

-ক্ষুন্ন হইয়া আনন্দে ক্ষণকালের নিমিত্ত আমার বাক্‌শক্তি বিলুপ্ত হইয়াছিল। হে প্লবঙ্গম! তুমি যেরূপ প্রিয়-সম্বাদ প্রদান করিলে, তাহাতে তোমাকে কি পুরস্কার প্রদান করিব, তাহাই চিন্তা করিতেছিলাম; পরন্তু, কিছুই দেখিতেছি না। হনুমন্! তোমার ন্যায় প্রিয়-সম্বাদ দাতাকে প্রদান করিতে পারা যায়, আমি পৃথিবীতে এরূপ কোন পদার্থই দেখিতেছি না। হে মারুতে! হিরণ্য, সুবর্ণ, বহুবিধ রত্ন অথবা ত্রৈলোক্য-রাজ্য প্রদান করিলেও, তোমাকে সমধিক পুরস্কৃত করা হয় না।'

জনক-নন্দিনী-কর্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া, বানরবর হনুমান্ কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করত কহিলেন;— 'হে পতি-প্রিয়হিতৈষিণী ভর্তৃ বিজয়াভিলাষিণী অনিন্দিতে সীতে! আপনার ন্যায় রমণীই এইরূপ স্নেহময় বাক্য বলিতে পারেন, অন্যের সাধ্য কি? দেবি! আপনার এই স্নেহগর্ভ সারবৎ বাক্য বিবিধ রত্নরাজি অথবা দেব-রাজ্য হইতেও অধিক। রামচন্দ্রকে অরাতি বিহীন এবং বিজয়ী ও সুস্থির দর্শনেই আমার দেবরাজ্য পাওয়া হইয়াছে।'

হনুমানের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, মিথিলারাজ-নন্দিনী জানকী এই শুভতর বাক্য বলিলেন;— 'মারুতে! তুমি শুশ্রূষা, শ্রবণ, গ্রহণ, ধারণ, ঊহ, অপোহ, অর্থবিজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান এই অষ্টবিধ গুণযুক্ত অষ্টাঙ্গ বুদ্ধি-দ্বারা পর্য্যালোচনা করিয়া যে আসত্ত্যাদি-সমন্বিত মধুর বাক্য বলিলে, ইহা তোমার উপযুক্তই বটে। তুমি পরম ধার্ম্মিক এবং সমীরণের শ্লাঘনীয় পুত্র; বল, শৌর্য্য, শারীরিক তেজ, বিক্রম,

ঔদার্য্য, পরাভিভব-সামর্থ্য, ক্ষমা, ধৃতি, স্থৈর্য্য ও বিনীতত্বাদি শোভন গুণগ্রাম তোমাতেই বর্ত্তমান আছে।' অনন্তর, হনুমান্ অসম্ভ্রান্তভাবে হর্ষে অবনত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে পুনর্ব্বার কহিলেন;—'আমার নিতান্ত অভিলাষ হইতেছে, যে রাক্ষসীগণ পূর্ব্বে আপনাকে পীড়ন করিয়াছিল, আপনার অনুমতি হইলে তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া ফেলি। আপনি পতিচিন্তায় কৃশ হইয়া যৎকালে অশোকবন-মধ্যে বাস করিতেছিলেন, আমি দেখিয়াছি, সেই সময় ঘোররূপ নৃশংসাচার, ক্রুর-স্বভাব, কুটিল-দর্শন ও বিকৃতানন নিশাচরীগণ রাবণের আদেশ অনুসারে আপনাকে বহুবিধ পরুষ বাক্য বলিত; অতএব, আমার অভিলাষ হইতেছে যে, সেই বিকৃতাকার ক্রূর-স্বভাব রুক্ষকেশ ক্রূরদর্শন দারুণ রাক্ষসীগণকে নানা প্রকার প্রহার করিয়া বিনাশ করি। হে যশস্বিনি! আপনি আমাকে এই বর প্রদান করুন যে, যে রাক্ষসীগণ আপনাকে নিদারুণ কথা বলিয়াছিল এবং আপনার অপ্রিয়-কার্য্য করিয়াছিল, আমি মুষ্টিপাণি ও বিশাল বাহুর আঘাতে, ঘোররূপ জানুর প্রহারে, দন্তদ্বারা উৎপীড়নে এবং কর্ণ নাসিকার ছেদন ও কেশ-কলাপের লুঞ্চনরূপ বহুবিধ প্রহার-দ্বারা তাহাদের প্রাণ বিনাশ করি।'

দীন-বৎসলা করুণাময়ী জানকী হনুমান্-কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া ক্ষণকাল বিবেচনা করত এই ধর্ম্ম-সঙ্গত বাক্য বলিলেন;—'বানরোত্তম! দাসীগণ পরবশ, প্রভু যাহা আদেশ করেন, তাহারা তাহাই সম্পাদন করিয়া থাকে;

এই রাক্ষসীগণ রাজার আদেশ অনুসারেই তাদৃশ কার্য্য করিয়াছে, অতএব ইহাদের উপর ক্রোধ করা কর্ত্তব্য নহে। হনুমন্! সকলকেই স্বকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয়; আমি আপনার পূর্ব্ব-জন্মের দুষ্কৃত এবং ভাগ্য-বৈষম্য দোষেই এতাদৃশ দুঃখ প্রাপ্ত হইলাম। হে মহাবাহো! দৈবের গতি বিচিত্র; আমি নিশ্চয় জানি দশানুসারে সকল ফলই ভোগ করিতে হয়; অতএব তুমি আর এরূপ প্রস্তাব করিও না। পবননন্দন! আমি রাবণের দাসীগণের অপরাধ ক্ষমা করিতেছি; কারণ, ইহারা রাবণের আদেশ অনুসারেই আমাকে পীড়ন করিয়াছিল, পরন্তু, সেই দুরাত্মা নিহত হওয়ায়, অধুনা ক্ষান্ত হইয়াছে। হে প্লবঙ্গম! কোন্ সময়ে এক ব্যাধ ব্যাঘ্র-কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া ভল্লূকাশ্রিত একটি বৃক্ষের উপর আরোহণ করিলে, ব্যাঘ্র তথায় উপস্থিত হইয়া সেই ব্যাধকে পাতিত করিবার নিমিত্ত ভল্লূককে বারম্বার অনুরোধ করায়, ভল্লূক ব্যাঘ্রসমীপে যে ধর্ম্ম-সঙ্গত শ্লোক বলিয়াছিল, তাহা শ্রবণ কর;—"প্রাজ্ঞ ব্যক্তির অপকারকের প্রত্যপকার করা কর্ত্তব্য নহে; অতএব, আমি যে নিয়ম করিয়াছি, তাহা কখনই উল্লঙ্ঘন করিব না, কারণ চরিত্রই সাধুগণের ভূষণ।" অতএব হে হনুমন্! ভাল মন্দ যাহাই করিয়া থাকুক, ইহারা বধার্হ হইলেও সাধু ব্যক্তির ইহাদিগকে বধ করা কর্ত্তব্য নহে; কারণ, সংসারে কাহা-কেও নিরপরাধ দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহারা সর্ব্বদা লোক-হিংসা-নিরত সেই ক্রূর-স্বভাব পাপকর্ম্ম নিশাচরগণ নিন্দা-ভাজন হইতে পারে না।"

বাক্য-বিশারদ হনুমান্ রাম-জায়া জানকী কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া, উত্তর করিলেন;—'দেবি! রামচন্দ্রের ধর্ম্ম-পত্নীর এইরূপ গুণবতী হওয়াই কর্ত্তব্য; সে যাহা হউক, সম্প্রতি আমাকে আদেশ করুন, রাম-সমীপে প্রতিগমন করি।' মিথিলারাজ-নন্দিনী জানকী হনুমান্-কর্ত্তৃক এই-রূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া কহিলেন;—'সত্বর ধর্ম্ম-বৎসল পতিকে দেখিতে ইচ্ছা করি।' মহামতি পবন-নন্দন হনুমান্ জনক-নন্দিনীর তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে আন-ন্দিত করত কহিলেন;—'দেবি! শচী যেরূপ ত্রিদশেশ্বরকে দর্শন করেন, তদ্রূপ আপনিও অদ্য লক্ষ্মণের সহিত হতশত্রু ও মিত্রগণ-বেষ্টিত পূর্ণচন্দ্র-বদন রামচন্দ্রকে দর্শন করিবেন।' মহাতেজা বানরবর হনুমান্ সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় শোভা-শালিনী জানকীকে এই কথা বলিয়া রাঘব সমীপে আগমন করত জানকী যেরূপ বলিয়াছিলেন, অমরেন্দ্র ইন্দ্রের ন্যায় মনুজেন্দ্র রাঘবের সমীপে যথাক্রমে সেই সমস্ত নিবেদন করিলেন।

পঞ্চদশাধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১৫ ॥

মহাপ্রাজ্ঞ বানরবর মারুতি ধনুর্দ্ধরগণের অগ্রগণ্য কমল-দল-লোচন রামকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন;—'যাঁহার নিমিত্ত এই সমস্ত উদ্যোগ করা হইয়াছে এবং যিনি সাগরে সেতুবন্ধন ও রাবণ-বধাদি কার্য্যের কথা-স্বরূপ, সত্বর সেই শোক-সন্তপ্তা সীতাদেবীকে দর্শন করুন। শোক-সন্তপ্তা জানকী আপনার বিজয়বার্ত্তা শ্রবণে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন

করিতে করিতে আপনাকে দেখিতে অভিলাষ করিলেন। তিনি পূর্ব্বপ্রত্যয়-বশত বিশ্বস্ত-হৃদয়ে ব্যাকুল-লোচনে আমাকে এইমাত্র বলিয়াছেন যে;—"সত্বর পতিকে দেখিতে ইচ্ছা করি।" ধার্ম্মিকপ্রবর রঘুনন্দন হনুমান্‌-কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া বাষ্পাকুল-লোচনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর, পৃথিবীতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করত দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সম্মুখে উপস্থিত মেঘ-সদৃশ বিভীষণকে কহিলেন;—'সীতাকে স্নান করাইয়া দিব্যাঙ্গ-রাগ ও দিব্যাভরণে ভূষিত করিয়া সত্বর এই স্থানে আনয়ন কর; বিলম্ব করিও না।'

শ্রীমান্‌ রাক্ষসেশ্বর বিভীষণ রাম-কর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট, হইয়া, সত্বর অন্তঃপুর-মধ্যে প্রবেশ করত স্বকীয় রমণী-গণ-দ্বারা সীতাকে সম্বাদ প্রদান করিলেন। অনন্তর, স্বয়ং তৎসমীপে গমন করত বিনীতভাবে মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন করিয়া কহিলেন;—'দেবি! আপনার মঙ্গল হউক, ভর্ত্তা আপনাকে দেখিতে অভিলাষ করিয়াছেন; অতএব, উত্তম-রূপে অঙ্গরাগ করত দিব্যাভরণে ভূষিত হইয়া সত্বর যানে আরোহণ করুন।' জনকনন্দিনী এইরূপে অভিহিত হইয়া বিভীষণকে কহিলেন;—'হে রাক্ষসেশ্বর! আমার আর বিলম্ব সহ্য হইতেছে না; অতএব, স্নান না করিয়াই ভর্ত্তাকে দেখিতে ইচ্ছা করি।' তাঁহার তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিভীষণ কহিলেন;—'ভর্ত্তা যাহা আদেশ করিয়াছেন, আপনার তাহাই করা কর্ত্তব্য।' বিভীষণের বাক্য শ্রবণে

পতিদেবতা সাধ্বী সীতা পতিভক্তি-বশত উত্তর করিলেন ;—
'ভাল তাহাই হউক।'

অনন্তর, জানকী স্নানান্তে প্রসাধন ও মহামূল্য আভরণে শোভিত হইয়া মহার্হ বসন পরিধান করত উত্তমাসন-সম্বৃত শিবিকায় আরোহণ করিলে, বিভীষণ তাঁহাকে রাক্ষস-প্রহরিগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত্ত করিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন। তিনি জ্ঞাতান্তঃকরণে সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও ধ্যান-পরায়ণ মহাত্মা রামচন্দ্রের সমীপে গমন ও প্রণাম করত সীতার আগমন বার্ত্তা নিবেদন করিলেন। পরন্তু, রাক্ষসগৃহে বহুকাল অবস্থিতা সীতাকে যানারোহণে সমাগতা শ্রবণে অরিন্দম রাম এককালে চিন্তা শোক ও দৈন্য-পরায়ণ হইলেন। অনন্তর, বিমর্শভাবে ক্ষণকাল বিচার করত দুঃখিতান্তঃকরণে বিভীষণকে কহিলেন ;—'হে মদ্বিজয়াভিলাষিন্ সৌম্য রাক্ষসপতে! বৈদেহীকে সত্বর আমার নিকটে লইয়া আইস।' ধার্ম্মিকবর বিভীষণ রাঘবের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, সত্বর সকলকে অপসারিত করিতে আদেশ করিলে, বেত্রঝর্ঝরপাণি উষ্ণীষধারী কঞ্চুকিগণ চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করত পুরুষগণকে অপসারিত করিতে লাগিল। তখন, ঋক্ষ বানর ও রাক্ষসগণ উৎসার্য্যমাণ হইয়া দূরে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা এইরূপে উৎসারিত হইতে থাকিলে, বায়ু-কর্ত্তৃক উদ্বর্ত্তিত মহাসাগরের ন্যায় সুমহৎ শব্দ সমুত্থিত হইল। পরন্তু, রামচন্দ্র সেই উৎসার্য্যমাণ সেনাগণকে সম্ভ্রান্ত দর্শনে কৃপা-পরবশ হইয়া, যেন চক্ষুর্দ্বারা সকলকে দগ্ধ করিবার অভিপ্রায়েই ক্রোধভরে বিভীষণকে

নিবারণ করত কহিলেন;—'কি জন্য ইহাদিগকে ক্লেশ দিয়া আমার অনাদর করিতেছ? ইহারা সকলেই আমার স্বজন, অতএব ইহাদের উদ্বেগ দূর কর। গৃহ বস্ত্র প্রাকার অথবা ঈদৃশ লোকাপসারণ স্ত্রীলোকের আবরণ নহে; স্বামি-কর্ত্তৃক সৎকৃত হওয়াই তাহাদিগের আবরণ, জানকীর ত তাহা হইয়াছে। বিশেষত, ব্যসন পীড়ন যুদ্ধ স্বয়ম্বর যজ্ঞ ও বিবাহ সময়ে কামিনীগণের জনসমাজের সম্মুখীন হওয়া দোষাবহ নহে। জানকীও বিপদ্ ও সুমহৎ কৃচ্ছ্রে পতিত হইয়াছেন; অতএব, এতাদৃশ সময়ে, বিশেষত আমার সম্মুখে তাঁহার দর্শন দোষাবহ হইবে না। অতএব, জানকী শিবিকা পরিত্যাগ করিয়া পদব্রজেই আমার নিকট আগমন করুন এবং এই বানরগণ সকলেই তাঁহাকে দর্শন করুক।'

রঘুনন্দনের এই কথা শ্রবণ করিয়া বিভীষণ বিমর্ষ ও বিনীতভাবে সীতাকে তাদৃশ অবস্থাতেই আনয়ন করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন। লক্ষ্মণ বানরবর সুগ্রীব ও হনুমান্ রামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্যথিত হইলেন এবং তদীয় ইঙ্গিতাদি-দ্বারা তাঁহাকে সীতার প্রতি অপ্রীত বোধে স্বদার-গ্রহণে নিরপেক্ষ বোধ করিতে লাগিলেন। এদিকে জনক-নন্দিনী লজ্জা-বশত যেন স্বীয় গাত্রে বিলীন হইতে হইতেই বিভীষণ-কর্ত্তৃক অনুগম্যমান হইয়া রাম-সমীপে উপস্থিত হইলেন। তিনি জন-সমূহের সম্মুখে স্বামীকে দেখিয়া লজ্জা-বশত বসনাঞ্চল-দ্বারা বদনমণ্ডল আবৃত করত 'হা আর্য্যপুত্র!' বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সেই পতি-

দেবতা শুভবদনা বিস্ময় হর্ষ ও স্নেহ-সহকারে বহুক্ষণ ভর্ত্তার সমুদিত পূর্ণচন্দ্র-সদৃশ সৌম্য মুখ দর্শন করত বিমল শশাঙ্কের ন্যায় বিকসিতবদন হইলেন।

ষোড়শাধিক শততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১১৬॥

তখন, জানকীকে পার্শ্বে উপস্থিত দেখিয়া, রামচন্দ্র মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে আরম্ভ করত কহিলেন;—'ভদ্রে! এই ত পৌরুষ-দ্বারা যাহা করা কর্ত্তব্য, আমি রণ-মধ্যে শত্রুকে বধ করিয়া তাহা সম্পাদন করত তোমাকে জয় করিলাম। তুমি যে, রাবণ-কর্ত্তৃক ধর্ষিত হইয়াছিলে, আমি সেই অবমাননা ও শত্রুকে যুগপৎ বিনাশ করিয়া তজ্জন্য ক্রোধের পরপার প্রাপ্ত হইয়াছি। অদ্য আমার শ্রম সফল হইল এবং লোক সকল আমার পৌরুষ দর্শন করিল। অধিকন্তু, আমি তীর্ণপ্রতিজ্ঞ হইয়া আপনাকে কৃতকৃত্য বোধ করিলাম। আমার অনবস্থান-সময়ে চলচিত্ত নিশাচর-কর্ত্তৃক অপহৃত হওয়ায়, তোমার যে দোষ হইয়াছিল, মানুষের যতদূর সাধ্য আমি তাহা সম্পাদন করিয়া সেই দৈবসম্পাদিত দোষকে অপনীত করিলাম; কারণ, যে অবমানিত হইয়া তাহা প্রমার্জ্জিত না করে, সেই লঘুচিত্ত ব্যক্তির পৌরুষের আবশ্যক কি? হনুমান্ সমুদ্র লঙ্ঘন ও লঙ্কা দাহনাদি যে শ্লাঘনীয় কার্য্য সকল করিয়াছিল, অদ্য তাহা সফল হইল। সসৈন্য সুগ্রীব যে হিতজনক মন্ত্রণা প্রদান ও যুদ্ধে পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন, অদ্য তাহার সেই শ্রম সার্থক হইল। যিনি আপনা হইতেই বীরবর

ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকট আসিয়াছিলেন; অদ্য সেই বিভীষণেরও পরিশ্রম সফল হইল।' রামচন্দ্র এইরূপ বলিতে থাকিলে, সীতা সেই সমস্ত শ্রবণ করত মৃগীর ন্যায় উৎফুল্ল লোচন হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন; পরন্তু, রামচন্দ্র প্রাণপ্রিয়া জানকীকে নিকটে উপস্থিত দেখিয়াও লোকাপবাদভয়ে দ্বিধাচিত্ত হইলেন। কিসে লোকাপবাদ নিবারণ হইবে, এই চিন্তাতে তাঁহার ক্রোধ আজ্যাবসিক্ত হুতাশনের ন্যায় সমধিক পরিবর্দ্ধিত হওয়ায়, তিনি বঙ্কিম-লোচনে মুখ-ভ্রূকুটি সহকারে বানর ও রাক্ষসগণের মধ্যস্থিতা বরারোহা সীতাকে কহিলেন;—, ধর্ষণাকে পরিমার্জ্জিত করিবার নিমিত্ত মনুষ্যের যাহা কর্ত্তব্য, অভিলাষ না থাকিলেও আমি রাবণকে বিনাশ করিয়া তাহা সম্পাদন করিয়াছি। তাপস-প্রবর মুনিবর অগস্ত্য যে-রূপ অন্যের দুরাধর্ষ দক্ষিণ দিক্ জয় করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমিও যুদ্ধ-দ্বারা রাবণ হইতে তোমাকে জয় করিয়াছি। হে ভদ্রে! তুমি নিশ্চয় জানিবে, আমি সুহৃদ্গণের বীর্য্যবলে যে এতাদৃশ রণ-পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছি, ইহা তোমার নিমিত্ত নহে; তোমার অপহরণ-জনিত অপবাদ অপনয়ন এবং প্রখ্যাত রঘুবংশীয়গণের বীর্য্যবত্তা প্রদর্শন করিবার নিমিত্তই আমি এতাদৃশ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। সীতে! তোমার চরিত্রে আমার সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং নেত্র-রোগীর সম্মুখস্থিত দীপের ন্যায়, তুমি আমার সম্মুখে থাকিয়া সমধিক প্রতিকূলাচরণই করিতেছ। 'অতএব, হে ভদ্রে জনকাত্মজে! এই দশ দিক্ দেখিতেছ, ইহার

যে দিকে অভিলাষ হয় গমন কর; তোমাতে আর আমার প্রয়োজন নাই। কোন্ সদ্বংশজাত তেজস্বী পুরুষ বহুকাল পরগৃহোষিতা পত্নীকে সুহৃদ্বোধে পুনর্ব্বার গ্রহণ করিতে পারে? রাবণ তোমাকে দুষ্ট-দৃষ্টিতে দর্শন ও অঙ্কে আকর্ষণ করিয়াছে, অতএব আমি তোমাকে পুনর্ব্বার গ্রহণ করিয়া কি প্রকারে স্বীয় সুমহৎ কুলকে কলঙ্কিত করিতে পারি? যে জন্য তোমাকে জয় করিয়াছি, আমার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে, অতএব তোমাতে আর আমার প্রয়োজন নাই, যথায় অভিলাষ হয় গমন কর। হে ভদ্রে সীতে! আমার বিবেচনায় ইহাই ভাল বলিয়া বোধ হইতেছে যে, তুমি ইচ্ছানুসারে লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, সুগ্রীব, রাক্ষসবর বিভীষণ, অথবা যাহাকে তোমার অভিরুচি হয়, তাহাকেই আত্ম-সমর্পণ কর। সীতে! তুমি অনেক দিন রাবণ-গৃহে বাস করিয়াছিলে, সুতরাং সে তোমার এতাদৃশ মনোরম দিব্যরূপ-দর্শনে তোমাকে যে ক্ষমা করিয়াছে, এরূপ বোধ হয় না।"

যিনি চিরকাল প্রিয়বাক্য শ্রবণ করিয়াছেন, সেই মানিনী জনক-নন্দিনী প্রিয়মুখে এতাদৃশ অপ্রিয়-বাক্য শ্রবণ করিয়া করিবরকরাকর্ষিত বল্লরীর ন্যায় মুহুর্ম্মুহু কম্পিত হইতে ও বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

সপ্তদশোত্তর শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১৭ ॥

রঘুনন্দন রোষ-সহকারে এই রোমহর্ষণ পরুষ বাক্য বলিলে, বৈদেহী অতিশয় ব্যথিত হইলেন। তিনি জন

সমূহের মধ্যে ভর্ত্তার এতাদৃশ অশ্রুতপূর্ব্ব নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করত লজ্জিত হইয়া যেন আপনার গাত্র-মধ্যেই লুক্কায়িত হইতে অভিলাষ করিলেন। স্বামীর শর-সদৃশ বাক্য সকল তাঁহার হৃদয়ে গাঢ়বিদ্ধ হওয়ায়, তিনি বাষ্প-পরিপ্লুত মুখ পরিমার্জ্জন করত ক্রমে ক্রমে গদ্গদস্বরে কহিলেন ;—' হে বীর ! প্রাকৃত ব্যক্তি প্রাকৃতা মহিলাকে যেরূপ কথা বলিয়া থাকে, তদ্রূপ আপনি আমাকে এরূপ নিদারুণ রুক্ষ বাক্য শ্রবণ করাইতেছেন কেন ? হে মহা-বাহো ! আপনি আমাকে যেরূপ অবমানিত করিতেছেন, আমি স্বীয় চরিত্র-দ্বারা শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি সে-রূপ নহি ; অতএব, আপনি আমার বাক্যে বিশ্বাস করুন। প্রাকৃতা রমণীর চরিত্র দর্শনে আপনি স্ত্রীজাতির উপর আশঙ্কা করিতেছেন ; পরন্তু, আপনি আমাকে অনেক বার পরীক্ষা করিয়াছেন, অতএব এ আশঙ্কা পরিত্যাগ করুন। হে প্রভো! আমি স্ববশ না থাকায়, রাবণের সহিত আমার যে গাত্র-সংস্পর্শ ঘটিয়াছিল, তাহা আমার ইচ্ছানুসারে হয় নাই ; দৈবই সে বিষয়ে অপরাধী। নাথ ! যাহা আমার অধীন সেই হৃদয়কে ত কেহ স্পর্শ করিতে পারে নাই, তাহা সমভাবে আপনারই অনুবর্ত্তী রহিয়াছে ; পরন্তু, গাত্রসকল আমার বশীভূত নহে. সুতরাং রক্ষক না থাকায় রাবণ সেই সকল স্পর্শ করিয়াছে, তাহাতে আমার অপরাধ কি ? হায়! বহুকাল সংসর্গ-বশত আপনার এবং আমার অনুরাগ যুগপৎ সংবর্দ্ধিত হইয়াছিল, কিন্তু আপনি যে, তাহাতেও আমার স্বভাব অবগত হইতে পারেন নাই,

আমি তাহাতেই অনন্ত দুঃখে পতিত হইলাম। হে বীর! আপনি যখন বীরবর হনুমানকে লঙ্কা-মধ্যে আমাকে দেখিতে পাঠাইয়াছিলেন, তখনই কেন পরিত্যাগ করেন নাই? হনুমান্ আমাকে পরিত্যাগবার্ত্তা শ্রবণ করাইলেই, আমি তদ্দণ্ডে ইহার সম্মুখে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতাম। রাঘব! তাহা হইলে আপনাকে এরূপ জীবনসংশয়কর বিফল পরিশ্রম করিতে এবং অকারণে সুহৃদ্বর্গকে এরূপ ক্লেশ পাইতে হইত না। হে রাজশার্দ্দূল! আপনি রোষ-পরবশ হইয়া প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় আমাকে সামান্যা নায়িকা বলিয়া অনুমান করিতেছেন। আমি জনকের ঔরসজাতা বলিয়া লোকে আমাকে 'জানকী, মৈথিলী' ইত্যাদি নামে আহ্বান করে না; তদীয় যজ্ঞভূমি হইতে উত্থিত হইয়াছিলাম, এই জন্যই অযোনি-সম্ভবা হইলেও তাহারা আমাকে ঐ ঐ নামে আহ্বান করিয়া থাকে; পরন্তু, হে বৃত্তজ্ঞ! আপনি আমার তাদৃশ সৎকারার্হ পবিত্র চরিত্রকেও অপরিহার্য্যতার হেতু বলিয়া বোধ করিলেন না। আমার ভক্তি ও সচ্চরিত্র-প্রভৃতি গুণগ্রাম ত আপনার নিকট পুরস্কৃত হইল না, বোধ হয়, আপনি যে আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহার পর তাহাও অস্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।'

জনক-নন্দিনী বাষ্পগদ্গদ-বাক্যে এইরূপ বলিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করত রোদন-সহকারে দীনভাবাপন্ন লক্ষ্মণকে কহিলেন;—'লক্ষ্মণ! এরূপ মিথ্যাপবাদগ্রস্ত হইয়া, আমি আর জীবন ধারণ করিতে অভিলাষ করি না; অতএব

এতাদৃশ রোগের একমাত্র ভেষজ-স্বরূপ চিতা প্রস্তুত কর। ভর্ত্তা মদীয়গুণে অপ্রীত হইয়া জন-সমূহের মধ্যে আমাকে পরিত্যাগ করিলেন, অতএব আমি অধুনা হুতাশনে প্রবেশ করিয়া স্বীয় অনুরূপ গতি লাভ করি।' বৈদেহী এই কথা বলিলে, পরবীরনিসূদন বীর্য্যবান্ লক্ষ্মণ ক্রোধভরে রঘু-নন্দনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করত তদীয় আকার দ্বারা মনোভাব অবগত হইয়া অভিপ্রায়ানুরূপ চিতা নির্ম্মাণ করিলেন। তৎকালে, কেহই সেই কালান্তক যম-সদৃশ রামচন্দ্রকে কোনরূপ অনুনয়ন করিতে, কোন কথা বলিতে অথবা তাঁহাকে দর্শন করিতেও সমর্থ হইল না।

অনন্তর, জানকী অধোমুখ রঘুনন্দনকে প্রদক্ষিণ করিয়া দীপ্যমান হুতাশনের সমীপে গমন করত দেবতা ও ব্রাহ্মণ-গণকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অগ্নিকে কহিলেন;—'যখন আমার মন কখনও রাঘব হইতে বিচলিত হয় নাই, তখন লোক-সাক্ষী হুতাশন অবশ্যই আমাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিবেন। আমার চরিত্র বিশুদ্ধ হইলেও, রাঘব যেরূপ আমাকে দুষ্টা বোধ করিতেছেন, সেইরূপ লোক সকলের পর্য্যবেক্ষক পাবক আমাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন। আমি, কর্ম্ম মন অথবা বাক্য-দ্বারাও কখন ধর্ম্মজ্ঞ রঘুনন্দনকে অতিক্রম করি নাই, অতএব বিভাবসু আমাকে রক্ষা করুন।' সীতা এই কথা বলিয়াই প্রদীপ্ত চিতাগ্নিকে প্রদক্ষিণ করত নিঃশঙ্ক-হৃদয়ে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলে, আ-বালবৃদ্ধ জনসমূহ তাহা দেখিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইল। এইরূপে, সেই তপ্তকাঞ্চনবর্ণা ও তপ্তহেমভূষণা বিশাল-

লোচনা জনক-নন্দিনী সর্ব্বজন-সমক্ষে প্রদীপ্ত হুতাশনমধ্যে প্রবেশ করিলে, সর্ব্বপ্রাণীই তাঁহাকে সুবর্ণময়ী বেদীর ন্যায় অবলোকন করিতে লাগিল। মহাভাগা সীতা অগ্নি-মধ্যে প্রবেশ করিলে, ত্রিভুবনের লোক সকল, যজ্ঞাগ্নিতে সম্পূর্ণ আজ্যাহুতি পতিত হইল বলিয়া বোধ করিল। ত্রিলোক-বাসিনী রমণীগণ সীতাকে যজ্ঞস্থলে মন্ত্র-সংস্কৃতা বসুধারার ন্যায় অগ্নি-মধ্যে দর্শন করিয়া রামচন্দ্রকে নিন্দা করিতে লাগিল। দেবতা গন্ধর্ব্ব ও দানবগণ শাপগ্রস্ত হইয়া ত্রিদিব হইতে নিরয়পতিতা স্বর্গাধিষ্ঠাত্রী দেবীর ন্যায় জনক-নন্দিনীকে অগ্নিমধ্যে পতিত হইতে দেখিলেন। এইরূপে জানকী অগ্নি-মধ্যে প্রবেশ করিলে, বানর ও রাক্ষসগণের অদ্ভুত হাহাকার বিপুল শব্দ সমুত্থিত হইল।

অষ্টাদশাধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১৮ ॥

ধর্ম্মাত্মা রাম তাহাদের এতাদৃশ হাহাকার রব শ্রবণে, দুর্ম্মনা হইয়া বাষ্পব্যাকুল-লোচনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেই সময় রাজা বৈশ্রবণ, পিতৃগণের সহিত যম, দেবরাজ সহস্র-লোচন ইন্দ্র, জলেশ্বর বরুণ, ত্রিনয়ন বৃষধ্বজ দেবদেব শ্রীমান্ মহাদেব এবং ব্রহ্মবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য সর্ব্বলোককর্ত্তা ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবগণ সূর্য্য-সদৃশ বিমানে আরোহণ করত লঙ্কানগরীতে উপস্থিত হইয়া রাঘব-সমীপে গমন করিলেন। তদ্দর্শনে রঘুনন্দন কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলে, 'সেই ত্রিদশশ্রেষ্ঠগণ নিজ নিজ হস্তাভরণ-সমন্বিত বিশাল বাহু উদ্যত করত কহিলেন;—' রাঘব! আপনি

লোকসকলের সৃষ্টিকর্ত্তা, তত্ত্বজ্ঞানিগণের ধ্যেয় এবং বিভু হইয়াও কি নিমিত্ত হুতাশন-পতনোন্মুখী সীতাকে উপেক্ষা করিতেছেন? হে পরন্তপ! আপনি দেবগণের শ্রেষ্ঠ হইয়াও কি নিমিত্ত আপনাকে বিস্মৃত হইতেছেন? আপনিই পূর্ব্ব-কল্পে বসুগণের মধ্যে ঋতধামা নামক বসু, ত্রিভুবনের লোক সকলের মধ্যে আদিকর্ত্তা প্রজাপতি, রুদ্রগণের মধ্যে অন্যের অনিয়ম্য মহাদেব নামক অষ্টম রুদ্র এবং সাধ্য-গণের মধ্যে বীর্য্যবাণ নামক পঞ্চম সাধ্যরূপ ধারণ করিয়া-ছিলেন। হে দেব! আপনি বিরাটরূপ পরিগ্রহ করিলে, অশ্বিনীকুমার-যুগল আপনার কর্ণ এবং চন্দ্রসূর্য্য আপনার চক্ষু হইয়াছিলেন। হে বীর! আপনি ভূতগণের আদি ও অবসানেও বিরাজ করেন, অতএব সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও অধুনা প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় বৈদেহীকে উপেক্ষা করিতেছেন কেন?'

ধার্ম্মিকপ্রবর নররাজ রঘুনন্দন সেই দেবশ্রেষ্ঠ লোকপাল-গণ-কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া কহিলেন;— 'আমি আপ-নাকে দশরথ-নন্দন রাম নামক মনুষ্য বলিয়া জানি; অতএব, আমি কে? তাহা আপনারা প্রকাশ করিয়া বলুন।' রামচন্দ্র এই কথা বলিলে, ব্রহ্মবিদ্গণের অগ্রগণ্য ব্রহ্মা কহিলেন —'হে সত্যপরাক্রম! আমি সত্য করিয়া বলিতেছি শ্রবণ করুন;— হে রাঘব! আপনিই সলিল-শায়ী বিরাটরূপী নারায়ণ, শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্মধারী শ্রীমান্ দেবদেব বিষ্ণু এবং জন্মমৃত্যুরূপ শত্রুবিনাশকারী একদন্ত বরাহস্বরূপ। হে রাঘব! যিনি লোকসকলের মধ্যে ও

অবসানে বিরাজ করেন, আপনিই সেই সত্য-স্বরূপ অক্ষর ব্রহ্ম ও লোকসকলের পরম ধর্ম্ম-স্বরূপ চতুর্ভুজ বিষ্বক্‌সেন। শৃঙ্গরূপ কালই আপনার ধনু এই জন্য আপনি শার্ঙ্গধন্বা, ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তা বলিয়া হৃষীকেশ, হৃদয়-পুণ্ডরীকে শয়ন করিয়া থাকেন এইজন্য পুরুশ, আপনার জন্ম নাই এবং অক্ষর হইতেও উত্তম এই জন্য পুরুষোত্তম, পাপ ও শত্রুগণ আপনাকে জয় করিতে পারে না এই জন্য অজিত, নন্দক নামক খড়্গধারী বলিয়া খড়্গধৃক্‌, সর্ব্বব্যাপক এই জন্য বিষ্ণু, কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া কৃষ্ণ এবং এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডকে লীলাকন্দুকের ন্যায় ধারণ করিয়া আছেন এই জন্য বৃহদ্বল নামে অভিহিত হয়েন। আপনিই সেনানী, গ্রামণী, সত্য, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, ভক্তগণের অপরাধ সহ্য করেন বলিয়া ক্ষমা, ইন্দ্রিয়গণের নিগ্রহকারী এই জন্য দম, সৃষ্টি-প্রবর্ত্তক বলিয়া প্রভব, বিনাশক বলিয়া অব্যয় এবং উপেন্দ্র ও মধু-সূদন নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। দিব্য মহর্ষিগণ আপনাকেই ইন্দ্রকর্ম্মা, মহেন্দ্র, পদ্মনাভ, রণান্তকৃৎ, শরণ ও শরণ্য নামে কহিয়া থাকেন। আপনিই সহস্রশাখা-সমন্বিত বেদ-স্বরূপ বলিয়া সহস্রশৃঙ্গ বেদাত্মা, বিধিময় অনেক শিরোবিশিষ্ট এই জন্য শতশীর্ষ, শ্রেষ্ঠতম এই জন্য মহর্ষভ এবং ত্রিলোকীর-সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া স্বয়ম্প্রভু আদি-কর্ত্তা নামে অভিহিত হয়েন। আপনি সকলের পূর্ব্বজ, সিদ্ধ ও সাধ্যগণের আশ্রয় এবং যজ্ঞ বষট্‌কার ওঙ্কার ও পরাৎপর-স্বরূপ। আপনি ব্রাহ্মণ ও গো-প্রভৃতি সর্ব্বভূত, গগন, নদী, পর্ব্বত, বন এবং দিক্‌ সকলে অন্তর্যামিরূপে

বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তথাপি আপনিকে এবং আপনার জন্ম ও নিধন কিরূপে হয়, তাহা কেহই জানে না। আপনি সহস্র-চরণ শতশীর্ষ ও সহস্রচক্ষু অনন্তরূপ হইয়া পর্ব্বত-সমন্বিতা পৃথিবী ও ভূতগণকে ধারণ করিয়া আছেন এবং পৃথিবীর অন্তে অর্থাৎ প্রলয়ের পর সলিলোপরি মহোরগ-শয়নে দৃষ্ট হইবেন। রাঘব! আপনিই বিরাটমূর্ত্তি হইয়া দেব গন্ধর্ব্ব ও দানব-সমন্বিত ত্রিভুবনকে ধারণ করিয়া থাকেন। হে প্রভো! আমি আপনার হৃদয়, দেবী সরস্বতী জিহ্বা, মন্নির্ম্মিত দেবগণ আপনার শরীরস্থিত রোম, রাত্রি নিমেষ ও দিবা উন্মেষ এবং বেদ সকলই আপনার সংস্কার। হে শ্রীবৎস লক্ষণ! জগতে আপনা ভিন্ন আর কিছুই নাই; সকল জগৎ আপনার শরীর, বসুধাতল আপনার স্থৈর্য্য, অগ্নি আপনার কোপ এবং চন্দ্র আপনার প্রসন্নতা। আপনি পূর্ব্বে স্বীয় বিক্রম-ত্রয়-দ্বারা ত্রিভুবনকে আক্রমণ করত দারুণ-স্বভাব বলিকে বন্ধন করিয়া মহেন্দ্রকে দেবরাজ করিয়াছিলেন। সীতাদেবী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী এবং আপনিই সেই প্রজাপালক স্বপ্রকাশ কৃষ্ণবর্ণ বিষ্ণু; আপনারা রাবণ বধের নিমিত্তই এই মনুষ্য-বিগ্রহ ধারণ করিয়াছেন। হে ধার্ম্মিক-প্রবর! আপনি যে জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, আমাদের সেই কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, অতএব আপনি অধুনা কিয়ৎ-কাল হৃষ্টান্তঃকরণে মনুষ্যলোকে বিচরণ করত পশ্চাৎ ব্রহ্মলোকে আরোহণ করিবেন। হে দেব! আপনার বীর্য্য পরাক্রম ও স্তব, এই সমস্তই অমোঘ এবং যাহারা আপনাকে ভক্তি-সহকারে ভাবনা করে, তাহারাও অমোঘ ফল

লাভ করিয়া থাকে। আপনি সাক্ষাৎ পুরাণ পুরুষ পুরু-ষোত্তম, অতএব যাহারা আপনাকে একান্তান্তঃকরণে ধ্যান করে, তাহারা ইহলোক ও পরলোক উভয়ত্রই অভিলষিত লাভ করিয়া থাকে। অধিক কি, যাহারা এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পুরাতন বেদোদিত স্তব কীর্ত্তন করে, তাহারাও কুত্রাপি পরাভূত হয় না।”

একোনবিংশাধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১৯ ॥

পিতামহ-সমীরিত এই শুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া, ভগবান্ রাম বাষ্পাব্যাকুল-লোচনে মুহূর্ত্তকাল রোদন করিলেন। ইত্যবসরে মূর্ত্তিমান্ হব্য-বাহন বিভাবসু সেই চিতাকে অপসারিত করত তরুণাদিত্য-সদৃশী তপ্তকাঞ্চন-ভূষণা রক্তাম্বর-ধারিণী নীলকুঞ্চিতকেশা অম্লানমালাশোভিতা অবিকৃত-রূপা অনিন্দিতা জনক-নন্দিনীকে ক্রোড়ে লইয়া সত্বর উত্থিত হইলেন। অনন্তর, লোক-সাক্ষী পাবক বৈদেহীকে রামসমীপে প্রদান করত কহিলেন;—‘রাম! এই তোমার বৈদেহীকে গ্রহণ কর. ইহাঁতে পাপের লেশমাত্রও নাই। হে চরিত্রপালক! এই শুভলক্ষণা সচ্চরিত্রা সীতা বাক্য মন বুদ্ধি অথবা চক্ষুর্দ্বারাও কখন তোমাকে অতিক্রম করেন নাই। যে সময় ইনি নির্জ্জন কাননে সহায়-বিহীন হইয়া একাকিনী অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় তোমার অনবস্থান-বশত বীর্য্যোন্মত্ত রাক্ষস রাবণ বল-পূর্ব্বক ইহাঁকে হরণ করত স্বীয় অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ করিয়াছিল। তথায় ঘোরবুদ্ধি ঘোররূপ নিশাচরীগণ ইহাঁর রক্ষাবিধান

করিত; পরন্তু, সেই রাক্ষসীগণ-কর্তৃক বহুশ তর্জ্জিত ও প্রলোভিত হইয়াও ত্বদ্গতচিত্তা জানকী ক্ষণমাত্র রাবণকে চিন্তা করেন নাই; নিরন্তর একমনে তোমাকেই ধ্যান করিতেন। রাঘব! আমি আদেশ করিতেছি, তুমি অপ্রতিবাদে এই পাপ-বিহীনা বিশুদ্ধভাবা জানকীকে গ্রহণ কর।' ধর্ম্মাত্মা বাগ্মিপ্রবর রাম এই কথা শ্রবণে প্রীত হইয়া হর্ষোৎফুল্ললোচনে মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিলেন।

উরুবিক্রম মহাতেজস্বী ধার্ম্মিকপ্রবর ধৃতিমান্ রাম এই-রূপে উক্ত হইয়া দেবশ্রেষ্ঠ হুতাশনকে কহিলেন;—'জানকী যে, লোকসকলের মধ্যে সমধিক পবিত্রা তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; পরন্তু, ইনি রাবণের অন্তঃপুরে বাস করিয়াছিলেন, সুতরাং আমি যদি বিশুদ্ধরূপে পরীক্ষা না করিয়াই ইহাঁকে গ্রহণ করিতাম, তাহা হইলে লোকে এই কথা বলিত যে, দশরথ নন্দন রাম নিতান্ত কামপরতন্ত্র এবং সাংসারিক ব্যবহারে একান্ত অনভিজ্ঞ। জনক-নন্দিনী মৈথিলী যে অনন্য হৃদয়া এবং আমাতেই একান্ত অনুরাগিণী তাহা আমি জানিতাম, কিন্তু ইনি সভা-সম্মুখে হুতাশনে প্রবেশ করিলেও, কেবল ত্রিভুবনের প্রত্যয়ের নিমিত্তই আমি তৎকালে তাহা উপেক্ষা করিয়াছিলাম। যেরূপ মহাসাগর বেলাভূমিকে অতিক্রম করিতে পারেন না, তদ্রূপ রাবণও স্বতেজোরক্ষিতা এই বিশালাক্ষী জানকীকে অতিক্রম করিতে পারে না। আমার বোধ হয়, সেই দুষ্টাত্মা প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় এই অনন্যলভ্যা সীতাকে ধর্ষণ করিবারও অভিলাষ করিতে পারে নাই। ভাস্করের

প্রভার ন্যায় সীতাও আমা হইতে অভিন্না, সুতরাং ইনি রাবণান্তঃপুরবাসে কাতর হইয়া যে, অন্য-হৃদয়া হইবেন, ইহা নিতান্ত অসম্ভব। যেরূপ আত্মবান্ ব্যক্তি কীর্ত্তি পরিত্যাগ করিতে পারে না, তদ্রূপ আমিও এই ত্রিলোক-বিশুদ্ধা জনক-নন্দিনী সীতাকে পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ। আপনারা এবং হিতবাদী লোকপালগণ স্নেহ-সহকারে যে হিত-বাক্য বলিলেন, তাহা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।' মহাবল মহাযশস্বী সুখার্হ রাম এই কথা বলিয়া স্বকৃতকর্ম্ম-দ্বারা লোকপালগণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত হইলেন এবং প্রিয়ার পুনঃসম্মিলন-বশতঃ পরমা প্রীতি লাভ করিলেন।

বিংশোপরি শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২০ ॥

রাঘব-সমীরিত এতাদৃশ শুভময় বাক্য শ্রবণ করিয়া মহেশ্বর এই শুভতর বাক্য বলিলেন;—'হে ধার্ম্মিকপ্রবর পুষ্করলোচন মহাবাহো বিশালবক্ষ অরিন্দম রঘুনন্দন! তুমি ভাগ্যবলেই এতাদৃশ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছ রাম! লোক সকলের সৌভাগ্য-বশতই ত্বৎকর্ত্তৃক রণস্থলে রাবণজনিত ভয়রূপ নিদারুণ অন্ধকার নিরাকৃত হইল। সে যাহা হউক, অধুনা দীনদশাপন্ন ভরতকে আশ্বাসিত করত যশস্বিনী কৌশল্যা, কৈকেয়ী এবং লক্ষ্মণ-মাতা সুমিত্রাকে দর্শন ও আশ্বাসিত কর। হে মহাবল! অনন্তর, অযোধ্যায় রাজা হইয়া সুহৃদ্বর্গকে আনন্দিত করত ইক্ষ্বাকুকুলে স্বীয় বংশ স্থাপন ও অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণগণকে ধনদান-দ্বারা অনুত্তম যশ লাভ করিয়া স্বর্গে আগ-

মন করিবে। হে কাকুৎস্থ! যিনি পিতৃত্বনিবন্ধন মনুষ্য-লোকে তোমার মহাগুরু ছিলেন, ঐ দেখ সেই শ্রীমান্ রাজা দশরথ বিমানের উপর রহিয়াছেন। ইনি ত্বাদৃশ পুত্র-কর্ত্তৃক তারিত হইয়া ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন; তুমি ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত ইঁহাকে অভিবাদন কর।'

মহাদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া রঘুনন্দন লক্ষ্মণের সহিত বিমানশিখরস্থিত পিতাকে প্রণাম করিলেন। সর্ব্বশক্তি-মান্ রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত স্বীয় কান্তিদ্বারা দীপ্য-মান বিমল-বসনধারী পিতাকে দর্শন করিলে, বিমানস্থিত রাজা দশরথ প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর পুত্রের দর্শনে আন-ন্দের পরাকাষ্ঠা লাভ করিলেন। অনন্তর, উত্তমাসনস্থিত সেই মহাবাহু মহীপতি তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া বাহু-যুগল-দ্বারা আলিঙ্গন করত কহিলেন;—'বৎস রাম! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমার বিরহে আমার স্বর্গ অথবা সুরশ্রেষ্ঠগণের সহিত তুল্যত্ব সমধিক সুখের বিষয় হয় নাই। হে বাগ্মি-প্রবর! তোমার বনবাসের নিমিত্ত কৈকেয়ী যে নিদারুণ বাক্যসকল বলিয়াছিল, তাহা এখনও আমার অন্তঃকরণে জাগরূক রহিয়াছে। সে যাহা হউক; অদ্য তোমাকে কুশলী দেখিয়া এবং লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করিয়া, আমি নীহারবিমুক্ত দিবাকরের ন্যায় দুঃখবিমুক্ত হইলাম। পুত্র! যেরূপ, অষ্টাবক্র-কর্ত্তৃক কহোড় নামক ধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মণ তারিত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ আমিও ত্বাদৃশ সুপুত্র-কর্ত্তৃক তারিত হইয়াছি। হে সৌম্য! তুমি সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম হইয়াও সুরেশ্বরগণের অভীষ্টসাধন বাসনায়

রাবণবধের নিমিত্ত আমার পুত্ররূপে গূঢ়ভাবে অবতীর্ণ হইয়াছিলে, অধুনা আমি সে সমস্ত বিদিত হইয়াছি। হে শত্রুসূদন রাম! কৌশল্যারই অভিলাষ পূর্ণ হইবে, কারণ তুমি বন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া গৃহে গমন করিলে, তিনি হৃষ্টান্তঃকরণে তোমার বদনারবিন্দ সন্দর্শন করিবেন। রাম! তুমি অযোধ্যা-পুরীতে গমন করিয়া রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে, যাহারা তোমাকে অভিষিক্ত হইতে দেখিবে, তাহাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। হে সৌম্য! তুমি আমার প্রীতির নিমিত্ত লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসে অতিবাহিত করত আমাকে পূর্ণপ্রতিজ্ঞ, রণমধ্যে রাবণকে বিনাশ করিয়া দেবগণকে পরিতুষ্ট এবং শ্লাঘনীয় অন্যান্য কর্ম্ম-দ্বারা সুমহৎ যশ লাভ করিয়াছ। অধুনা তোমার বনবাসের সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে, অতএব অতঃপর ভ্রাতৃগণের সহিত রাজ্যস্থ হইয়া দীর্ঘায়ু লাভ কর।'

রাজা দশরথ এই কথা বলিলে, রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন; —'হে ধর্ম্মজ্ঞ! কৈকেয়ী ও ভরতের উপর প্রসন্ন হউন। হে প্রভো! আপনি কৈকেয়ীকে "পুত্রের সহিত তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম" এইরূপ যাহা বলিয়াছিলেন, সপুত্রা কৈকেয়ীকে সেই ঘোররূপ শাপ যেন স্পর্শ করিতে না পারে।" মহারাজ দশরথ কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত রামকে 'তথাস্তু' বলিয়া, পুনর্ব্বার লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করত কহিলেন;—'হে ধর্ম্মজ্ঞ! রামচন্দ্র প্রসন্ন থাকিলে, তুমি সুমহৎ পুণ্য, বিপুল যশ, উত্তম মহিমা এবং স্বর্গ লাভ করিতে পারিবে। হে সুমিত্রানন্দবর্দ্ধন! রামচন্দ্র

নিরন্তর লোক সকলের হিত-সাধনে অনুরক্ত, অতএব তুমি ইহাঁরই শুশ্রূষা কর, তাহা হইলেই তোমার মঙ্গল হইবে। সিদ্ধ পরমর্ষি এবং ইন্দ্রাদি লোক সকল এই মহাত্মা পুরুষোত্তম রামকে অভিবাদনাদি-দ্বারা অর্চনা করিয়া থাকেন। হে সৌম্য! এই অরিন্দম রামই দেবগণের অন্তরাত্ম-স্বরূপ অনির্দেশ্য অব্যক্ত অক্ষর ব্রহ্ম। তুমি সীতার সহিত ইহাঁর শুশ্রূষা করিয়া পরম ধর্ম্ম ও বিপুল যশ লাভ করিয়াছ।' রাজা দশরথ লক্ষ্মণকে এই কথা বলিয়া, সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিতা স্নুষা সীতাকে সম্বোধন করিয়া শনৈঃ শনৈঃ মধুরবাক্যে কহিলেন;—'বৎসে বৈদেহি! রামচন্দ্রের উপর ক্রুদ্ধ হইও না; কারণ; ইনি তোমার হিতাভিলাষী হইয়াই বিশুদ্ধির নিমিত্ত এই কার্য্য করিয়াছেন। বৎসে! তুমি দুষ্কর অধ্যবসায় দ্বারা যে সচ্চরিত্রের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলে, ইহাতে অন্য রমণীগণের যশ মলিন হইয়া যাইবে। ভর্তৃশুশ্রূষাবিষয়ে তোমাকে কিছুমাত্র বলিবার আবশ্যক না থাকিলেও আমার বক্তব্য বলিয়াই বলিতেছি;—ইনি তোমার পরম দেবতা।' রাজা দশরথ পুত্রদ্বয় এবং স্নুষা সীতাকে এই-রূপ আদেশ করিয়া বিমানযোগে পুনর্ব্বার ইন্দ্রলোকাভি-মুখে গমন করিলেন।

এইরূপে সেই তেজঃপ্রদীপ্ত মহানুভাব রাজশ্রেষ্ঠ দশরথ সীতার সহিত পুত্রদ্বয়কে আমন্ত্রণ করত হৃষ্টান্তঃকরণে বিমানে আরোহণ করিয়া ইন্দ্রলোকে গমন করিলেন।

একবিংশাধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২১ ॥

কাকুৎস্থ দশরথ প্রতিনিবৃত্ত হইলে দেবরাজ ইন্দ্র পরম প্রীতিসহকারে কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত রামকে কহিলেন;— 'হে পরন্তপ রাম! তোমার সহিত আমাদিগের সন্দর্শন নিষ্ফল হওয়া কর্ত্তব্য নহে, অতএব আমি প্রীতিসহকারে বলিতেছি, তোমার যদি কিছু অভিলষিত থাকে বল।' মহাত্মা মহেন্দ্র প্রসন্নমনে এই কথা বলিলে, রামচন্দ্র পরম প্রীত হইয়া বিনীতভাবে কহিলেন;— 'হে বাগ্মিপ্রবর দেবরাজ! যদি আপনি আমার উপর প্রীত হইয়া থাকেন, তবে আমি যাহা বলিতেছি, আমার সেই বাক্যকে সফল করুন। দেবেন্দ্র! যে বানরগণ আমার নিমিত্ত পরাক্রম প্রকাশ করিয়া যমনিকেতনে গমন করিয়াছে, তাহারা সকলেই পুনর্জীবিত হইয়া উত্থিত হউক। হে মানদ! আমার এই অভিলাষ হইতেছে যে, যাহারা আমার নিমিত্ত পুত্র-দার বিহীন হইয়াছে, তাহারা পুনর্জীবিত হইয়া প্রীতমনে বিচরণ করুক। হে পুরন্দর! যে বিক্রান্ত সুরগণ আমার বিজয়ের নিমিত্ত আপন মৃত্যুকে লক্ষ্য না করিয়া অশেষ-বিধ যত্ন করত বিপন্ন হইয়াছে; আপনি তাহাদিগকে পুনর্জীবিত করুন। দেবরাজ! আমি এই বর প্রার্থনা করি যে, যাহারা আমার হিতসাধনের নিমিত্ত আপনাদের মৃত্যুকে চিন্তা করে নাই, আপনার প্রসাদে তাহারা পুন-র্ব্বার আমার সহিত সম্মিলিত হউক। হে মানদ! আমি এই ঋক্ষ, গোলাঙ্গুল ও বানরগণকে পূর্ব্বের ন্যায় নীরোগ নির্ব্রণ এবং বল ও পৌরুষ সমন্বিত দেখিতে ইচ্ছা করি। অপিচ, যে স্থানে বানরগণ অবস্থান করিবে, সেই স্থান

যেন অকালেও ফল মূলে ও পুষ্পে পরিপূর্ণ থাকে এবং তত্রত্য নদীসকল যেন নির্ম্মল জলপূর্ণ হয়।

মহাত্মা রঘুনন্দনের বাক্য শ্রবণ করিয়া, মহেন্দ্র প্রীতিপূর্ণ বাক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন;—'হে তাত রঘুত্তম! তুমি দুর্লভ বর প্রার্থনা করিলে; পরন্তু, আমার বাক্য কখনই অন্যথা হয় না, অতএব তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে তাহাই হইবে। রাঘব! যেরূপ নিদ্রাক্ষয়ে সুপ্তগণ উত্থিত হয়, তদ্রূপ যে ঋক্ষ গোলাঙ্গুল ও কপিগণ রাক্ষসকুল-কর্ত্তৃক ছিন্নমুণ্ড ও কৃত্তবাহু হইয়া নিহত হইয়াছে, তাহারা নীরোগ নির্ব্রণ এবং পূর্ব্বের ন্যায় বল ও পৌরুষ সমন্বিত হইয়া উত্থিত হইবে। ইহারা সুহৃৎ বান্ধব জ্ঞাতি ও স্বজনগণের সহিত পরমপ্রীতি সহকারে পুনর্ব্বার তোমার সহিত সম্মিলিত হইবে। হে মহেম্বাস! পাদপসকল অকালে ফলবান্ ও পুষ্প-শোভিত হইবে এবং নদীসকল নিরন্তর জলপূর্ণ থাকিবে।

অনন্তর, সেই ব্রণাঙ্কিতদেহ বানরসত্তমগণ ব্রণবিহীন ও স্বাভাবিক শরীরে সুপ্তবৎ উত্থিত হইয়া 'এ কি হইল' এই চিন্তায় বিস্মিত হইল। তখন, অপর সুরশ্রেষ্ঠগণ রাঘবকে পূর্ণমনোরথ দর্শনে পরমপ্রীত হইলেন এবং তাঁহার প্রশংসা করত কহিলেন;—'মহারাজ! অতঃপর অনুরক্তা যশস্বিনী মৈথিলীকে সান্ত্বনা করত বানরগণকে বিসর্জ্জন করিয়া অযোধ্যায় গমন কর এবং আপনাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া অমাত্য ও পৌরগণকে প্রহর্ষিত কর। হে অরিন্দম! তোমার ভ্রাতা মহাত্মা ভরত ও শত্রুঘ্ন

শোকসন্তপ্তহৃদয়ে ব্রতপরায়ণ হইয়া অবস্থান করিতেছেন, অতএব অতঃপর অন্যান্য ভ্রাতৃগণের সহিত তাঁহাদিগকে পরিসান্ত্বিত কর।'

দেবরাজ লক্ষ্মণ-সহায় রামচন্দ্রকে এই কথা বলিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে সুরগণের সহিত সূর্য্যবর্ণ বিমানে আরোহণ করত প্রস্থিত হইলেন। রামচন্দ্রও ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত সেই দেবশ্রেষ্ঠগণকে অভিবাদন করত সেনাগণকে সন্নিবেশিত করিবার আদেশ করিলেন। তৎকালে রামলক্ষ্মণ-পালিতা সেই তেজঃপ্রদীপ্তা যশস্বিনী মহতী বানরবাহিনী শশাঙ্কশালিনী যামিনীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

দ্বাবিংশাধিক শততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১২২॥

রামচন্দ্র সেই রাত্রি সুখশয়নে অতিবাহিত করত পরদিবস প্রাতে গাত্রোত্থান করিলে, বিভীষণ কৃতাঞ্জলিপুটে অনাময় প্রশ্ন করত কহিলেন;—'রাঘব! এই অলঙ্করণ-নিপুণা কমললোচনা রমণীগণ আপনার অঙ্গরাগ সম্পাদন করিবার নিমিত্ত স্নানসাধন সুগন্ধি তৈল, অঙ্গরাগ, বস্ত্র, আভরণ, চন্দন এবং বহুবিধ দিব্যমালা লইয়া উপস্থিত হইয়াছে; অনুমতি হইলে বিধিবৎ কার্য্য সমাধান করে।'

বিভীষণ-কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া রঘুনন্দন কহিলেন;—'বিভীষণ! সুগ্রীবপ্রমুখ বানরগণকে স্নানাদির নিমিত্ত নিমন্ত্রণ কর। বিশালবাহু ধর্ম্মাত্মা সুখার্হ সুকুমার ভ্রাতা ভরত আমার নিমিত্ত সত্যারূঢ় হইয়া খিন্নমনে অবস্থান করিতেছেন; সুতরাং আমি যে পর্য্যন্ত সেই ধর্ম্মাত্মা

কেকয়ীনন্দনকে না দেখিতেছি, তাবৎ স্নান বস্ত্র অথবা আভরণাদি বহুমত বলিয়া বোধ হইতেছে না। অতএব যাহাতে সত্বর অযোধ্যানগরীতে প্রতিগমন করিতে পারি, তাহারই উপায় দেখ; কারণ গমনের পথ অতিদুর্গম।'

রামচন্দ্র এই কথা বলিলে, বিভীষণ কহিলেন;—'রাজকুমার! আপনার মঙ্গল হউক, আমি আপনাকে অতিশীঘ্রই অযোধ্যানগরীতে উপনীত করিতে পারিব! আমার ভ্রাতা কুবেরের যে সূর্য্যসদৃশ পুষ্পক নামক বিমান ছিল, রাবণ বলপূর্ব্বক তাহা হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। হে অতুলবিক্রম! রাবণ রণস্থলে কুবেরকে জয় করিয়া যে কামগামী আকাশচারী উত্তম বিমান আহরণ করিয়াছিলেন, ঐ দেখুন, তাহা অধুনা আপনার নিমিত্তই রক্ষিত হইয়া অবস্থান করিতেছে। আপনি উদ্বিগ্ন হইবেন না, ঐ যে মেঘ-সদৃশ বিমান দেখিতেছেন, উহাতে আরোহণ করিয়াই অযোধ্যায় গমন করিবেন। হে প্রাজ্ঞবর রঘুনন্দন! যদি আমার গুণসকল আপনার স্মরণ থাকে, আমি আপনার অনুগ্রহপাত্র হই এবং আপনি আমকে সুহৃৎ বলিয়া বিবেচনা করেন, তবে ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও বিদেহ-নন্দিনী সীতার সহিত এস্থানে কিয়দ্দিবস অবস্থান করত ইচ্ছানুরূপে অর্চ্চিত হইয়া, অযোধ্যায় গমন করিবেন। রাঘব! আমি প্রীতিসহকারে আপনার সৎকারের নিমিত্ত যে সমস্ত আহরণ করিয়াছি, তাহা গ্রহণ করুন। রঘুনন্দন! আমি আপনাকে আদেশ করিতেছি না, প্রণয়

বহুমান ও সৌহার্দ্দবশত ভৃত্যভাবে আপনার প্রসন্নতা লাভের আকাঙ্ক্ষা করিতেছি।'

বিভীষণ-কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া, রামচন্দ্র বানর ও রাক্ষসগণের সম্মুখেই কহিলেন;—'হে বীর! সর্ব্বাঙ্গীন চেষ্টা ও যত্নসমন্বিত সাচিব্য এবং সৌহার্দ্দ-দ্বারাই আমি সর্ব্বতোভাবে পূজিত হইয়াছি। হে রাক্ষসেশ্বর! ভ্রাতা ভরতকে দেখিবার নিমিত্ত আমার অন্তঃকরণ একান্ত উৎসুক হইতেছে, অতএব তোমার বাক্যে অনুমোদন করিতেছি না। ভরত আমাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত চিত্রকূটপর্য্যন্ত আগমন করত আমার পদতলে পতিত হইয়া প্রার্থনা করিলেও আমি তাঁহার প্রার্থনানুরূপ কার্য্য করি নাই বলিয়া আমার মন নিতান্ত ব্যাকুল হইতেছে। অতএব, হে সখে সৌম্য বিভীষণ! তুমি দুঃখিত হইও না, তোমার সৌহৃদ্য দ্বারাই আমি পূজিত হইয়াছি, অধুনা মাতা কৌশল্যা, সুমিত্রা, যশস্বিনী কৈকেয়ী এবং পৌর ও জনপদবর্গের সহিত সুহৃৎ ও গুরুবর্গকে দর্শন করিবার নিমিত্ত সত্বর গমন করিব। বিশেষত আমার কার্য্য শেষ হইয়াছে, সুতরাং এস্থানে আর অধিক দিন বাস করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? তুমি সত্বর সেই বিমানকে এস্থানে উপস্থিত কর।'

রামচন্দ্রকর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণ সূর্য্যসদৃশ বিমানকে সত্বর উপস্থিত হইতে আদেশ করিলে, বিশ্বকর্ম্ম-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত সেই কাঞ্চনচিত্রিত, বৈদূর্য্যমণি-জড়িত বেদিসমন্বিত, চতুর্দ্দিকে রজতপ্রভ কূটাগারবিশিষ্ট,

পাণ্ডুরবর্ণ পতাকা ও ধ্বজসকল-দ্বারা অলঙ্কৃত, কাঞ্চনহর্ম্ম্য ও হেমপদ্ম-বিভূষণ বশত কাঞ্চনবর্ণ, কিঙ্কিণীজালে শোভিত, মণিমুক্তা খচিত গবাক্ষসমন্বিত, চতুর্দ্দিকে ঘণ্টাজালব্যাপ্ত, সুমধুর শব্দবিশিষ্ট, সুমেরু শিখরের ন্যায় উন্নত, মুক্তা ও রজতশোভিত বৃহৎ হর্ম্ম্যবিশিষ্ট, স্ফাটিকতলোপরি বৈদূর্য্য-শোভিত উত্তমাসন ও মহারত্নখচিত মহার্হ আস্তরণ-সমন্বিত এবং অন্যের অনাধৃষ্য মনোজব বিমান অবিলম্বে উপস্থিত হইল। তখন, রাক্ষসরাজ রামসমীপে গমন করত তৎ সম্বাদ প্রদান করিলে, উদারচিত্ত রামচন্দ্র ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত সেই ভূধরসদৃশ কামগামী পুষ্পক বিমান দর্শনে একান্ত বিস্মিত হইলেন।

ত্রয়োবিংশাধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২৩ ॥

রাক্ষসেশ্বর বিভীষণ সে পুষ্পভূষিত পুষ্পক বিমানকে উপস্থিত করত বিনীতভাবে সত্বর রঘুনন্দনের নিকটস্থ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন;—'হে বীর! অতঃপর কি করিব?' তচ্ছ্রবণে মহাতেজা রঘুনন্দন লক্ষ্মণের সহিত পরামর্শ করিয়া স্নেহসহকারে কহিলেন;—'বিভীষণ! এই বানর ও ঋক্ষগণ যত্নসহকারে কার্য্য করিয়াছে, অতএব বহু-বিধ রত্ন অর্থ ও বস্ত্রাদি-দ্বারা ইহাদিগকে পরিতুষ্ট কর। হে রাক্ষসেশ্বর! যে লঙ্কা কেহই কখন জয় করিতে পারে নাই, এই বানরগণ প্রাণভয় পরিত্যাগ করত রণপরাঙ্মুখ না হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে তাহা জয় করিয়াছে; অতএব, ধন-রত্নাদি প্রদান-দ্বারা এই কৃতকার্য্য বনচরগণের কার্য্য সফল

কর। তুমি কৃতজ্ঞতা সহকারে যদি ইহাদিগকে এইরূপে যথাবিধি সম্মানিত কর, তাহা হইলে এই বানরযূথপতিগণ আনন্দিত ও কৃতকৃত্য হইবে। তুমি যথাবিধানে দান ও করস গ্রহ করিলে এবং সদয় ও জিতেন্দ্রিয় হইলে সকলেই তোমার অনুগত হইবে, আমি এইজন্যই তোমাকে সম্বোধিত করিতেছি। রাক্ষসরাজ! কামিনীগণ যেরূপ রতি-শক্তিবিহীন কান্তকে পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ সেনাগণ দান-মানাদিরূপ সেনারমণ-গুণবিহীন বৃথাঘাতকারী নৃপতিকে উদ্বিগ্নচিত্তে পরিত্যাগ করিয়া থাকে।"

রামচন্দ্র-কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া বিভীষণ বিভাগানুসারে রত্ন ও অর্থাদি প্রদান করত সকল বানরকেই সম্মানিত করিলেন। তখন, রামচন্দ্রও সেই বানরযূথপতিগণকে রত্নাদি-দ্বারা সম্মানিত দর্শনে পরিতুষ্ট হইলেন এবং লজ্জা-নম্রমুখী যশস্বিনী জনকনন্দিনীকে ক্রোড়ে লইয়া ধানুষ্কবর বিক্রান্ত ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত সেই অনুত্তম বিমানে আরোহণ করিলেন। বীরবর কাকুৎস্থ বিমানে আরোহণ করিয়া মহাবীর্য্য বিভীষণ ও সুগ্রীবপ্রমুখ বানরগণকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন;—'হে বানরশ্রেষ্ঠগণ! মিত্রের যাহা কর্ত্তব্য, তোমরা সকলেই তাহা সম্পাদন করিয়াছ; সম্প্রতি মৎকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া ইচ্ছানুসারে স্ব স্ব স্থানে প্রতি-গমন কর। সুগ্রীব! হিতৈষী বয়স্যের যাহা কর্ত্তব্য, তুমি অধর্ম্মভীরু হইয়া স্নেহসহকারে সেই সমস্ত সম্পাদন করিয়াছ, সম্প্রতি স্ব-সৈন্যে পরিবৃত হইয়া কিষ্কিন্ধ্যায় প্রতি-গমন কর। বিভীষণ! আমি এই লঙ্কারাজ্য তোমাকে

প্রদান করিতেছি, তুমি আমার আদেশ অনুসারে এই স্থানে অবস্থান করত প্রকৃতিপুঞ্জকে নীতিমার্গে প্রবর্ত্তিত কর; আমার প্রভাবে ইন্দ্রাদি দেবগণও তোমাকে ধর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে না। আমিও সম্প্রতি তোমাদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া এবং তোমাদের সকল-কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া পিতৃরাজধানী অযোধ্যায় গমন করিতে অভিলাষ করি।'

রামচন্দ্র-কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া মহাবল বানরগণ এবং রাক্ষস বিভীষণও কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন;—'আমরা সকলেই অযোধ্যানগরে গমন করত হর্ষসহকারে তত্রত্য বন ও উপবনসকলে বিচরণ করিতে ইচ্ছা করি, অতএব আপনি আমাদের সকলকেই লইয়া চলুন। হে রাজসত্তম! আমরা আপনাকে রাজ্যাভিষিক্ত দেখিয়া এবং কৌশল্যাকে অভিবাদন করিয়া অচিরাৎ স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিব।'

বিভীষণ ও বানরগণ-কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া রামচন্দ্র রাক্ষসরাজ এবং সুগ্রীবপ্রমুখ বানরগণকে কহিলেন;—'আমি যদি তোমাদের ন্যায় সুহৃদবৃন্দে পরিবৃত হইয়া অযোধ্যানগরে গমন করত আনন্দ লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে দ্বিগুণতর প্রীতির বিষয় হইবে। অতএব হে সুগ্রীব! সত্বর বানরগণের সহিত বিমানে আরোহণ কর; সখে রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণ! তুমিও অমাত্য এবং সুহৃদ্বর্গের সহিত বিমানোপরি আরূঢ় হও।' রামচন্দ্র-কর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া বানরবর্গের সহিত সুগ্রীব এবং সামাত্য বিভীষণ সানন্দে সেই দিব্য পুষ্পক বিমানে আরোহণ

করিলেন। এইরূপে সকলে আরোহণ করিলে, ধনপতির সেই পরমাসন রঘুনন্দন-কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া আকাশে উৎপতিত হইল। তৎকালে, সেই তেজঃপ্রদীপ্ত হংসযুক্ত বিমানে আরূঢ় হইয়া নভোমণ্ডলে আরোহণ করত রামচন্দ্র এরূপ হৃষ্টরোম ও প্রহৃষ্টচিত্ত হইলেন যে তাঁহাকে কুবেরের ন্যায় শোভাশালী বোধ হইতে লাগিল। এইরূপে সেই মহাবল বানর ঋক্ষ ও রাক্ষসগণ সেই দিব্য বিমানে যথা-সুখে অক্লেশে উপবেশন করিল।

চতুর্ব্বিংশাধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২৪ ॥

এইরূপে সেই হংসযুক্ত অনুত্তম বিমান রামচন্দ্র কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া মহাশব্দে উত্থিত হইল। তখন রঘুনন্দন সর্ব্বদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করত চন্দ্রবদনা জনকনন্দিনীকে কহিলেন;—'বৈদেহি! কৈলাস-শিখর সদৃশ ত্রিকূট শিখরে সংস্থাপিত লঙ্কা নগরীর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ কর; বিশ্বকর্ম্মা এই পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সীতে! বানর ও রাক্ষস-গণের বধস্থানভূত ঐ রণভূমি পর্য্যবেক্ষণ কর; উহা মাংস ও শোণিতে কর্দ্দমপূর্ণ হইয়াছে। হে বিশাললোচনে! ঐ দেখ, প্রমথনশীল রাক্ষসেশ্বর রাবণ তোমার নিমিত্তই মৎ-কর্ত্তৃক নিহত হইয়া রণভূমিতে শয়ন করিয়াছে। এই দেখ এই স্থানে নিশাচরবর কুম্ভকর্ণ, এই স্থানে রাক্ষসসেনাপতি প্রহস্ত এবং এই স্থানে বানরবর হনুমান্-কর্ত্তৃক ধূম্রাক্ষ নিহত হইয়াছে। ঐ স্থানে মহাত্মা সুষেণ বিদ্যুন্মালীকে বিনাশ করিয়াছিলেন এবং ঐ স্থানে লক্ষ্মণ-কর্ত্তৃক রাবণ-

নন্দন ইন্দ্রজিৎ নিহত হইয়াছে। অঙ্গদ এই স্থানে বিকট নামক রাক্ষসকে বধ করিয়াছিল। জানকি! এই রণস্থলে দুষ্প্রেক্ষ্য বিরূপাক্ষ, মহাপার্শ্ব, মহোদর, অকম্পন, ত্রিশিরা, অতিকায়, দেবান্তক, নরান্তক, রাক্ষসপ্রবর যুদ্ধোন্মত্ত মত্ত কুম্ভকর্ণনন্দন বলশালী কুম্ভ ও নিকুম্ভ, বজ্রদংষ্ট্র এবং দুর্দ্ধর্ষ মকরাক্ষপ্রভৃতি অসংখ্য বলশালী নিশাচর মৎকর্ত্তৃক নিহত ও নিপাতিত হইয়াছে। এই স্থানে সুমহৎ সংগ্রামের পর বীর্য্যবান্ অকম্পন, শোণিতাক্ষ, যূপাক্ষ ও প্রজঙ্ঘ নিহত হইয়াছে। ভীমদর্শন রাক্ষস বিদ্যুজ্জিহ্ব এই স্থানে নিহত হইয়াছিল এবং এই সকল স্থানে মহাবল যজ্ঞশত্রু, সুপ্তঘ্ন, সূর্য্যশত্রু ও ব্রহ্মশত্রু নামক নিশাচরগণ নিহত হইয়াছে। রাবণ নিহত হইলে তাহার প্রিয়মহিষী মন্দোদরী সহস্র সহস্র সপত্নীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া এই স্থানে বিলাপ করিয়াছিল। হে বরাননে! আমরা সমুদ্র পার হইয়া যে স্থানে সেই রাত্রি যাপন করিয়াছিলাম, ঐ সেই সমুদ্রতীর্থ দৃষ্ট হইতেছে। অয়ি বিশালনয়নে! ঐ নল নির্ম্মিত সেতু দর্শন কর, মনুষ্যের অসাধ্য হইলেও আমি তোমার নিমিত্ত লবণ সমুদ্রের উপর ঐ মহাসেতু নির্ম্মাণ করিয়াছি। মৈথিলি! ঐ শঙ্খশুক্তি সমাকুল শব্দায়মান অপার অক্ষোভ্য বরুণালয় মহাসমুদ্রকে দর্শন কর। জানকি! ঐ কাঞ্চন-প্রচুর হিরণ্যনাভ শৈলেন্দ্র মৈনাককে দর্শন কর; হনুমান্ যখন তোমার অনুসন্ধানার্থে সমুদ্র পার হইয়া আইসে, তখন তাহার বিশ্রামের নিমিত্ত সমুদ্র ভেদ করিয়া ঐ নগবর উত্থিত হইয়াছিল। সমুদ্রের কুক্ষিদেশে ঐ যে স্থান

দেখিতেছ, আমরা সমুদ্রতীরে প্রথমত ঐ স্থানে সেনা-নিবেশ করিয়াছিলাম এবং ঐ স্থানেই সেতু বন্ধনের পূর্ব্বে বিভু মহাদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন। ঐ দেখ, সমুদ্রের ঐ স্থানে আমরা সেতু-বন্ধন করিতে আরম্ভ করিয়া নির্ব্বিঘ্ন পরিসমাপ্তির নিমিত্ত শিব স্থাপন করিয়াছিলাম, দেবি! ভবিষ্যতে ঐ স্থান সেতুবন্ধ নামক ত্রৈলোক্য-পূজিত তীর্থ বলিয়া বিখ্যাত হইবে; এই স্থান পরম পবিত্র এবং ইহার প্রভাবে লোকে মহাপাতক হইতেও মুক্ত হইতে পারিবে। রাক্ষসরাজ বিভীষণ এই স্থানেই আমার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। সীতে! ঐ বিচিত্র কানন-শোভিত কিষ্কিন্ধ্যা নগরী এবং সুগ্রীবের রমণীয়া পুরী দৃষ্ট হইতেছে, আমি ঐ স্থানেই বালীকে বধ করিয়াছিলাম।'

বালিপালিত কিষ্কিন্ধ্যা নগরী দেখিয়া, জনক-নন্দিনী প্রণয় ও অনুনয়-সহকারে রামচন্দ্রকে কহিলেন;—'হে রঘুপ্রবর আর্য্যপুত্র! আমি তারা-প্রভৃতি সুগ্রীবের প্রিয় মহিষী এবং অন্যান্য বানরেন্দ্র সকলের পত্নীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া তোমার সহিত অযোধ্যানগরে গমন করিতে ইচ্ছা করি।' বৈদেহীর এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র 'তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া কিষ্কিন্ধ্যা-সমীপে উপস্থিত হইয়া বিমান সংস্থাপিত করত সুগ্রীবের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন;—'হে বানর-শার্দ্দূল! জনক-নন্দিনী বানর রমণীগণে পরিবৃত হইয়া অযোধ্যা নগরে গমন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন; অতএব, হে মহা-

বল বানররাজ সুগ্রীব! তুমি বানর-পুঙ্গবগণকে আদেশ কর যে, তাহারা নিজ নিজ কামিনীগণের সহিত সত্বর আমার অনুবর্ত্তী হউক।'

অমিত তেজস্বী রামচন্দ্র-কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া শ্রীমান্ বানররাজ সুগ্রীব বানরগণে পরিবৃত হইয়া সত্বর অন্তঃপুর-মধ্যে প্রবেশ করত তারাকে দেখিয়া কহিলেন ;—'প্রিয়ে! সীতার প্রিয়সাধন-বাসনায় এবং রামচন্দ্রের অনুজ্ঞানুসারে মহাবল বানরবর্গের রমণীগণে পরিবৃত হইয়া সত্বর আমার সহিত আগমন কর; চল, আমরা সকলেই সেই অযোধ্যা নগরী এবং রাজা দশরথের মহিষীগণকে দর্শন করিব।' সুগ্রীবের বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গ-শোভনা তারা বানরীগণকে আহ্বান করিয়া কহিল ;—'সুগ্রীবের অনুজ্ঞানুসারে যদি তোমরা সকলে স্ব স্ব স্বামি গণের সহিত অযোধ্যা দর্শনে গমন কর, তাহা হইলে আমার বিশেষ প্রিয়ানুষ্ঠান করা হয়, কারণ, অযোধ্যাপুরী দর্শন করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে। চল আমরা পৌর ও জনপদবর্গের সহিত রামচন্দ্রের পুর প্রবেশ এবং রাজা দশরথের পত্নীগণের বিভূতি দর্শন করিব।'

তারা-কর্ত্তৃক এইরূপে অনুজ্ঞাত হইয়া বানর-রমণীগণ যথাবিধানে বহুবিধ অলঙ্কারাদি ধারণ-পূর্ব্বক সুসজ্জিত হইয়া সেই বিমানকে প্রদক্ষিণ করত সীতাকে দেখিবার বাসনায় সত্বর তদুপরি আরোহণ করিল। রামচন্দ্র তারার সহিত বানরীগণকে বিমানোপরি আরোহণ করিতে দেখিয়া সত্বর গতিতে ঋষ্যমূক-সমীপে উপনীত হইয়া পুনর্ব্বার

সীতাকে কহিলেন;—'সীতে! ঐ দেখ, বিদ্যুন্মালা-বিলসিত ঘনাবলির ন্যায় কাঞ্চনাদি ধাতুগণে সমাচ্ছাদিত সুমহান্ মহাগিরি ঋষ্যমূক দৃষ্ট হইতেছে। জানকি! এই স্থানেই আমি বানরেন্দ্র সুগ্রীবের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলাম এবং বালিকে বধ করিব বলিয়া, প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। ঐ বিচিত্র কানন-শোভিত পম্পাসরসী দৃষ্ট হইতেছে; প্রিয়ে! তোমার বিরহ দুঃখে কাতর হইয়া আমি এই স্থানে কতই বিলাপ করিয়াছিলাম। এই পম্পাতীরেই ধর্ম্মচারিণী শবরীকে দেখিয়াছিলাম এবং ঐ স্থানে যোজনায়তবাহু কবন্ধ মৎকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিল। সীতে! ঐ জনস্থানের সেই বহু শোভা-সমন্বিত বনস্পতি দৃষ্ট হইতেছে; হে বিলাসিনি! তোমার নিমিত্তই এই স্থানে সুমহৎ যুদ্ধ ঘটিয়াছিল এবং আমি অজিহ্মগামী শর সমূহদ্বারা মহাবীর্য্য খর দূষণ ও ত্রিশিরাকে বিনাশ করিয়াছিলাম। অয়ি কেলিলোলুপে! তোমার নিমিত্তই এই স্থানে বলশালী পক্ষিপ্রবর জটায়ু রাবণ-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে। হে বরবর্ণিনি! ঐ দেখ, আমাদের সেই আশ্রমস্থান দৃষ্ট হইতেছে। হে শুভদর্শনে! যে স্থান হইতে রাক্ষসেন্দ্র রাবণ তোমাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছিল, আমাদের সেই পর্ণশালাটি যেরূপ বিচিত্র ছিল, এখনও সেইরূপই রহিয়াছে। ঐ নির্ম্মলসলিলা শুভদর্শনা রমণীয়া গোদাবরী এবং তাহার সন্নিকটে কদলীবনপরিবেষ্টিত অগস্ত্যাশ্রম দৃষ্ট হইতেছে। বৈদেহি! ঐ মহাত্মা সুতীক্ষ্ণের প্রদীপ্ত আশ্রম এবং যে স্থানে সহস্রলোচন দেবরাজ পুর-

ন্দর সমাগত হইয়াছিলেন, শরভঙ্গ ঋষির ঐ সেই সুমহৎ আশ্রম দৃষ্ট হইতেছে। হে তনুমধ্যমে! যে স্থানে সূর্য্য ও বৈশ্বানর-সদৃশ তেজস্বী কুলপতি অত্রি বাস করেন, ঐ সেই তাপসনিবাস-সকল দৃষ্ট হইতেছে। সীতে! এই স্থানে তুমি সেই ধর্ম্মচারিণী তাপসীকে দেখিয়াছিলে এবং ঐ স্থানে আমি মহাকায় বিরাধকে বধ করিয়াছিলাম। অয়ি সুতনু! ঐ শৈলেন্দ্র চিত্রকূট দেখা যাইতেছে, ঐ স্থানেই কেকয়ীপুত্র ভরত আমাকে প্রসাদিত করিতে আসিয়াছিল। মৈথিলি! ঐ দেখ, বহুদূরে বিচিত্র কানন-শোভিত যমুনা এবং ভরদ্বাজের সুশোভিত আশ্রম দৃষ্ট হইতেছে। ঐ অসংখ্য দ্বিজগণে সমাকীর্ণ ও পুষ্পিতকানন-শোভিত পুণ্যা ত্রিপথগামিনী গঙ্গা এবং তাহার পরেই যে স্থানে আমার সখা গুহ আছে, সেই শৃঙ্গবের পুর দৃষ্ট হইতেছে। অয়ি জনকনন্দিনি! ঐ আমার পিতৃ-রাজধানী অযোধ্যানগরী দৃষ্ট হইতেছে; সীতে! অযোধ্যায় পুনরাগমন করিয়াছ, উহাকে প্রণাম কর।'

তখন, রাক্ষস বিভীষণ ও বানরগণ হৃষ্টান্তঃকরণে বারম্বার উৎপতিত হইয়া দূর হইতে সেই অযোধ্যানগরী দর্শন করিতে লাগিল। এইরূপে সেই প্লবঙ্গমগণ দেবরাজের অমরাবতীর ন্যায় সেই পাণ্ডুরবর্ণ হর্ম্ম্যমালাসকল-দ্বারা অলঙ্কৃত, তুরঙ্গ ও মাতঙ্গগণে পরিবৃত এবং সুবিস্তীর্ণ রাজপথসকল-দ্বারা শোভিত সেই অযোধ্যানগরীকে দেখিয়া পরমা প্রীতি লাভ করিল।

পঞ্চবিংশাধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২৫ ॥

এইরূপে পূর্ণ চতুর্দ্দশ বৎসরের পর পঞ্চমীতিথিতে রামচন্দ্র ভরদ্বাজের আশ্রমে উপনীত হইয়া মুনিসন্নিধানে গমন করত প্রণাম করিলেন। রঘুনন্দন তপোধন ভরদ্বাজকে অভিবাদন করত জিজ্ঞাসা করিলেন;—'ভগবন্! অযোধ্যানগরে সকলে ত ভাল আছে? দুর্ভিক্ষাদিনিবন্ধন তাহাদের ত কোন ক্লেশ উপস্থিত হয় নাই? ভরত ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতেছেন ত? আমার মাতৃগণ ভাল আছেন ত? মহাভাগ! যদি এই সকল বিষয় আপনার শ্রবণগোচর হইয়া থাকে, প্রকাশ করিয়া বলুন।'

রামচন্দ্রের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহামুনি ভরদ্বাজ হৃষ্টান্তঃকরণে ঈষৎ হাস্য করত রঘুনন্দনকে কহিলেন;—'তোমার গৃহে সকলেই কুশলে আছেন; ভরত জটাবল্কল ধারণ করত তোমার আজ্ঞানুসারে সেই পাদুকা-যুগলকে পুরোবর্ত্তী করিয়া ত্বদীয় আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। হে সমিতিঞ্জয়! তুমি যৎকালে ধর্ম্ম-কামনায় কৈকেয়ীর বচন অনুসারে পিতার আদেশ প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত সকল প্রকার ভোগ ও ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করত বন্য ফলমূলাশী হইয়া স্বর্গভ্রষ্ট অমরের ন্যায় লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত পদব্রজে মহাবনে প্রবেশ করিয়াছিলে, তখন তোমাকে দেখিয়া আমার নিরতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইয়াছিল। পরন্তু, সম্প্রতি তোমাকে শত্রু-বিজয়ী এবং মিত্র ও বান্ধবগণের সহিত পূর্ণ মনোরথ দেখিয়া পরম প্রীত হইলাম। রাঘব! আমি তোমার সুখ-দুঃখাদি সমস্তই জানি; তুমি জনস্থানে অবস্থান করত ব্রাহ্মণ ও তপস্বিগণকে রক্ষা

করিবার নিমিত্ত খর দূষণাদির বধরূপ যে বিপুল কার্য্য করিয়াছিলে, রাবণ যেরূপে তোমার এই অনিন্দিতা ভার্য্যাকে হরণ করিয়াছিল, তুমি যেরূপে মায়ামৃগরূপ মারীচকে দর্শন করিয়াছিলে এবং অশোকবনে অবস্থান-কালে রাক্ষসীগণ সীতাকে যেরূপ কষ্ট দিয়াছিল, আমি সেই সমস্তই জানি। রঘুনন্দন! কবন্ধ দর্শন, পম্পাভিমুখে গমন, সুগ্রীবের সহিত সখ্য সংস্থাপন, বালীর নিধন, সীতার অন্বেষণ এবং বায়ুনন্দনের অদ্ভুত কার্য্য সকল আমার অবিদিত নাই। জানকীর অনুসন্ধান হইলে যেরূপে নল-কর্ত্তৃক সমুদ্রোপরি সেতু নির্ম্মিত হয় এবং যেরূপে প্রকৃষ্ট বানরযূথপতিগণ-কর্ত্তৃক লঙ্কানগরী বিদীপিত হয়, তাহা আমি জানি। হে ধর্ম্মবৎসল! বলদর্পিত দশানন পুত্র বান্ধব অমাত্য ও বাহনগণের সহিত যেরূপে রণমধ্যে নিহত হইয়াছে এবং সেই দেবকণ্টক নিশাচর নিহত হইলে যে রূপে দেবগণের সহিত তোমার সমাগম হইয়াছিল ও তাঁহারা তোমাকে যেরূপ বর দিয়াছেন, আমি তপোবলে সেই সমস্তই বিদিত হইয়াছি। হে বীর! আমার শিষ্যগণ নিরন্তর অযোধ্যানগরীতে গমন করত তথাকার সংবাদ, অবগত হইয়া আইসে; আমি তাহাদের মুখে সেই সমস্তও শ্রবণ করিয়া থাকি। হে শস্ত্রধারিপ্রবর! দেবগণ তোমাকে যে যে বর প্রদান করিয়াছেন, আমিও তোমাকে সেই সকল বর প্রদান করিতেছি; তুমি অদ্য এই স্থানে অবস্থান করত মদীয় আতিথ্য গ্রহণ কর, আগামি কল্য অযোধ্যায় গমন করিবে।”

নৃপনন্দন শ্রীমান্ রামচন্দ্র তাঁহার সেই বাক্য মস্তকে ধারণ করত স্বীকার করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে এই বর প্রার্থনা করিলেন;—'হে ব্রহ্মন্! আমি যে পথে অযোধ্যায় গমন করিব, তত্রত্য বৃক্ষসকল যেন অকালে ফলশালী ও মধুস্রব, ফলসকল অমৃতগন্ধ এবং পথসকল ধনপূর্ণ হয়।' রামচন্দ্র এইরূপ বর প্রার্থনা করিলে, ঋষিপ্রবর 'তথাস্তু' বলিবা-মাত্রই তত্রত্য পাদপদাম স্বর্গীয় মহীরুহ-সকলের ন্যায় শোভিত হইল। অযোধ্যাগমনের পথে ত্রিযোজনপর্য্যন্ত নিষ্ফল বৃক্ষসকল ফলিত, পুষ্পবিহীনগণ পুষ্পিত এবং শুষ্ক বৃক্ষসকল আমূলাগ্র পত্রশোভিত ও মধুস্রব হইল। তখন, সহস্র সহস্র প্লবঙ্গপুঙ্গবগণ হৃষ্টান্তঃকরণে বহুবিধ দিব্য ফল ভক্ষণ করত যেন স্বর্গবিজয়িগণের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিল।

ষড়্‌বিংশোত্তর শততম সর্গ ॥ ১২৬ ॥

বিমানশিখর হইতে অযোধ্যানগরী দৃষ্ট হওয়ায়, ত্বরিত-বিক্রম তেজস্বী ধীমান্ রাম সুগ্রীবাদির অভ্যর্থনাবিষয়ে ক্ষণকাল চিন্তা করত বানরগণের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বানরবর হনুমান্‌কে কহিলেন;—'হে বানরসত্তম! সত্বর অযোধ্যানগরে গমন করিয়া রাজমন্দিরের সকলে কুশলে আছে কি না, জানিয়া আইস। হে বীর! শৃঙ্গবের পুরে উপস্থিত হইয়া কাননমধ্যবাসী নিষাদরাজ গুহকে আমার কুশল সম্বাদ বলিবে। গুহ আমার প্রাণসম সখা. আমি রোগাদিবিহীন হইয়া স্বচ্ছন্দে কুশলে অবস্থান করিতেছি

শুনিলে, সে পরমপ্রীত হইবে। সেই নিষাদরাজ গুহ হৃষ্টান্তঃকরণে তোমাকে অযোধ্যার পথ প্রদর্শন করিবে এবং ভরতের বৃত্তান্তসকল কহিবে। ভরতকে বলিবে, আমি কুশলে আছি এবং সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত পিতৃ-বচন প্রতিপালনরূপ সত্য হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি। হে সৌম্য! বলশালী রাবণ-কর্ত্তৃক বৈদেহীর হরণ, সুগ্রীবের সহিত সম্মিলন, রণমধ্যে বালির নিধন, জানকীর অন্বেষণ এবং তুমি যেরূপে ক্ষয়-রহিত সরিৎপতির জলরাশি লঙ্ঘন করিয়া তাঁহার অনুসন্ধান করিয়াছিলে, বানর-সেনাগণের সমাগম ও সমুদ্র দর্শন, যেরূপে মহাসাগরের উপর সেতু নির্ম্মিত ও রাবণ নিহত হয়, দেবরাজ ব্রহ্মা ও বরুণ আ-মাকে যেরূপ বর-প্রদান করেন, মহাদেবের প্রসাদে যে-রূপে পিতার সহিত সম্মিলন হয় এবং আমি রাক্ষসরাজ ও বানররাজের সহিত যেরূপে নগর সমীপে উপস্থিত হইয়াছি, এই সমস্ত ভরতকে বলিবে। তাহাকে বলিবে, রামচন্দ্র শত্রুগণকে জয় করিয়া অনুত্তম যশ লাভ করত পূর্ণ মনোরথ হইয়া মহাবল মিত্রগণের সহিত উপস্থিত হইয়াছেন। হে বীর! এই সকল শুনিয়া ভরতের যেরূপ আকার হয় এবং যেরূপ ভাব প্রকাশ করে, তৎসমস্ত অব-গত হইবে। মুখবর্ণ দৃষ্টি ও বাক্যাদি-দ্বারা তদীয় সমস্ত বৃত্তান্ত ও চেষ্টাদি অবগত হইবে। হস্তি অশ্ব ও রথ-সমূহে পরিপূর্ণ সর্ব্বকাম সমৃদ্ধ পিতৃ পৈতামহ রাজ্য কাহার মনোভাবকে পরিবর্ত্তিত করিতে না পারে? বহুকাল ভোগ বশত যদি ভরত রাজ্যাভিলাষী হয়, তাহা হইলে সেই এই

বসুমতী শাসন করিবে। হরিবর! আমরা যে পর্য্যন্ত বহুদূর অগ্রসর না হই, তুমি তাহার পূর্ব্বেই তদীয় বুদ্ধি ও ব্যবসায় অবগত হইয়া সত্বর প্রত্যাবৃত্ত হইবে।'

বীর্য্যবান্ পবন-নন্দন হনুমান্ এইরূপে আদিষ্ট হইয়া, মানুষরূপ ধারণ করত সত্বর অযোধ্যাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। গরুড় যেরূপ উরগোত্তমকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হয়, তদ্রূপ সেই পবন-তনয়ও বেগে উৎপতিত হইয়া ছায়াপথ ও বিহগেন্দ্রগণের বিচরণ স্থান লঙ্ঘন করত ভয়ঙ্কর গঙ্গা যমুনার সঙ্গম স্থান অতিক্রম করিয়া শৃঙ্গবের পুরে উপস্থিত হইলেন। তথায় গুহকে দর্শন করত হৃষ্টান্তঃকরণে মধুর-সম্ভাষণ-সহকারে বলিলেন;— 'তোমার সখা সত্য-পরাক্রম কাকুৎস্থ রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত তোমাকে কুশল-সম্বাদ প্রেরণ করিলেন। রঘুনন্দন, মুনিবর ভরদ্বাজের অনুজ্ঞানুসারে অদ্য পঞ্চমী রজনী তদীয় আশ্রমে অবস্থান করত আগমন করিবেন; তুমি অদ্য প্রত্যুষেই তাঁহাকে দেখিতে পাইবে।' আনন্দে লোমাঞ্চিত-দেহ মারুতি এই কথা বলিয়া, পথ-শ্রমাদির বিষয় কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়াই মহাবেগে উৎপতিত হইলেন। অনন্তর, পরশুরামতীর্থ, বালুকিনী, জারূথী ও গোমতী নদী এবং বহুজনাকীর্ণ সুবিস্তীর্ণ জনপদ সকল দর্শন করত দূরপথ অতিক্রম করিয়া, চৈত্ররথ ও সুররাজের উপবনস্থিত মহীরুহ সকলের ন্যায় অলঙ্কৃত পুত্র ও পৌত্রগণে পরিবেষ্টিত রমণীগণে সমাকীর্ণ নন্দিগ্রামের সমীপস্থিত বৃক্ষ সকলের সমীপে উপস্থিত হইলেন। সেই কপি-

কুঞ্জর অযোধ্যা হইতে ক্রোশমাত্র দূরে অবস্থিত চীর ও কৃষ্ণাজিনধারী আশ্রমবাসী দীনভাবাপন্ন কৃশ ভরতকে দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন, ভ্রাতৃ-ব্যসনে একান্ত সন্তপ্ত সেই ধার্ম্মিক-প্রবর ফল মূল ভক্ষণ ও জটা ধারণ করত তাপস বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন এবং তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ মলদিগ্ধ হইয়াছে; নিয়ত পরমাত্ম ধ্যান-পরায়ণ ও ব্রহ্মর্ষির ন্যায় তেজস্বী সেই বীর কেবলমাত্র বল্কল ও অজিন পরিধান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার জটাভার সমধিক উন্নত হইয়াছিল। দেখিলেন, তিনি সেই পাদুকা-যুগলকে পুরোবর্ত্তী করিয়া চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রকৃতিপুঞ্জের ভয়ত্রানার্থ বদ্ধ পরিকর হইয়া আছেন। কাষায়-বসনধারী সেনাপতি অমাত্য ও পূত পুরোহিতগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত রহিয়াছেন। সেই ধর্ম্ম-বৎসল পৌরগণও সর্ব্বপ্রকার ভোগ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; কারণ, কৃষ্ণাজিনধারী রাজনন্দনকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের কেহই ভোগাভিলাষী হয়েন নাই। বায়ুনন্দন হনুমান্ ধর্ম্মের অপর শরীরের ন্যায় ধর্ম্মজ্ঞ ভরতের নিকটস্থ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন;—'জটাবল্কল ধারণ করত দণ্ডকারণ্যে বাস করিতেছেন বলিয়া,' আপনি যাঁহার জন্য শোক করিতেছেন, সেই রঘুনন্দন আপনাকে কুশল-সম্বাদ প্রেরণ করিয়াছেন। হে দেব! আমি আপনাকে শুভসম্বাদ প্রেরণ করিতে আসিয়াছি, আপনি অবিলম্বেই ভ্রাতা রঘুনন্দনের সহিত সম্মিলিত হইবেন, অতএব এই নিদারুণ শোক পরিত্যাগ করুন। রামচন্দ্র রণ-মধ্যে রাবণকে নিধন ও জনক-নন্দিনীকে

পুনরাহরণ করত পূর্ণ মনোরথ হইয়া মহাবল মিত্রবর্গের সহিত উপস্থিত হইয়াছেন। মহাতেজস্বী লক্ষ্মণ এবং সুরনাথ সনাথা শচীর ন্যায় রামচন্দ্রের সহিত শোভমানা বিদেহনন্দিনী যশস্বিনী সীতাকে অনতিবিলম্বে দেখিতে পাইবেন।'

শ্রীমান্ কৈকেয়ীনন্দন ভরত হনুমান্-কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া, আনন্দে সহসা মোহাভিভূত ও ভূতলে পতিত হইলেন। অনন্তর, মুহূর্ত্তকাল-মধ্যে সংজ্ঞা লাভ করত উত্থিত হইয়া প্রীতি-সহকারে প্রিয়-সন্দেশদাতা হনুমান্‌কে আলিঙ্গন এবং আনন্দ-জনিত অশ্রুবিন্দু সকল-দ্বারা অভি-ষিক্ত করত কহিলেন ;—'হে সৌম্য! তুমি কি মনুষ্য না কৃপা-পরবশ হইয়া কোন দেবতাই সমাগত হইয়াছ? তুমি যেই হও, যেরূপ সুখ-সম্বাদ প্রদান করিলে, তোমাকে তদনুরূপ পুরস্কার প্রদান করিব, এরূপ কিছুই দেখিতেছি না। সে যাহা হউক, তোমার অনুরূপ না হইলেও এক লক্ষ গো, এক শত গ্রাম, ভার্য্যার্থে শুভাচার-সম্পন্ন কুণ্ডলা লঙ্কৃত ষোড়শ কন্যা এবং শোভন নাসিকা-সমন্বিত কুল-জাতি-সম্পন্ন সর্ব্বাভরণ-ভূষিত সুবর্ণ বর্ণ চন্দ্রবদনা বহু-সংখ্যক বামোরু রমণী প্রদান করিতেছি। এইরূপে নৃপনন্দন ভরত হরিপ্রবীর হনুমানের মুখে রামচন্দ্রের আকস্মিক আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, রামচন্দ্রের দর্শন-বাসনায় প্রীতির পরাকাষ্ঠা লাভ করিলেন এবং পুনর্ব্বার হর্ষ-সহকারে এই কথা বলিলেন।'

সপ্তবিংশাধিক শততম সর্গ সমাপ্ত॥ ১২৭॥

'বহুবর্ষ অতীত হইল, যিনি সুমহৎ বনে গমন করিয়াছেন, আমি অদ্য সেই প্রভু রামচন্দ্রের প্রীতি-জনক নাম কীর্ত্তন শ্রবণ করিলাম। হায়! " মনুষ্য জীবিত থাকিলে শত বৎসরের পরও আনন্দ লাভ করিতে পারে " এই যে লৌকিক বচন আছে, তাহা অদ্য কল্যাণ-জনক বলিয়া বোধ হইতেছে। সে যাহা হউক, রঘুনন্দন এবং বানর্গণের কোন্ স্থানে কি প্রকারে সম্মিলন হইল, সেই সমস্ত আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বল।'

রাজনন্দন ভরত-কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত ও বেদীর উপরে উপবেশিত হইয়া, মারুতি রামচন্দ্রের বনবাস বিষয়ক বৃত্তান্ত সকল যথাক্রমে বলিতে আরম্ভ করিয়া কহিলেন;—'হে মহাবাহো! আপনার জননীকে বর প্রদান করায়, যেরূপে রামচন্দ্র বন-মধ্যে প্রব্রাজিত হইয়াছিলেন, যেরূপে পুত্র-শোকে রাজা দশরথের মৃত্যু হয়, যেরূপে দূতগণ-কর্ত্তৃক কেকয়রাজ গৃহ হইতে আপনি সত্বর আনীত হয়েন, আপনি অযোধ্যায় প্রবেশ করত সাধুগণের আচরিত ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া রাজ্য লাভে অনিচ্ছা প্রকাশ করত চিত্রকূট পর্ব্বতে গমন করিয়া যেরূপে অরিন্দম ভ্রাতা রামচন্দ্রকে পুনর্ব্বার রাজ্য গ্রহণার্থ আহ্বান করিয়াছিলেন, যেরূপে রামচন্দ্র পিতৃ-সত্যে অবস্থান করত তথায় রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং যেরূপে আপনি আর্য্যের পাদুকা-যুগল গ্রহণ করত অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, এই সমস্তই আপনি জানেন; আপনি প্রত্যাগত হইলে, যাহা যাহা ঘটিয়াছে, সম্প্রতি তাহাই

শ্রবণ করুন। আপনি প্রত্যাগত হইলে, মৃগ ও বিহঙ্গম-গণের ত্রস্ততা-নিবন্ধন সেই বন নিতান্ত পীড়িতবৎ হইয়া উঠিল। অনন্তর, রামচন্দ্র সিংহ ব্যাঘ্র ও মৃগগণ-কর্ত্তৃক সমাকুল এবং আপনার মাতঙ্গগণ-কর্ত্তৃক বিলোড়িত সেই চিত্রকূট পরিত্যাগ করত জন-শূন্য সুমহৎ দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা সেই নিবিড় অরণ্য-মধ্যে গমন করিতে করিতে দেখিলেন, বিরাধ রাক্ষস সুমহৎ সিংহনাদ সহকারে তাঁহাদের অভিমুখে আসিতেছে; পরন্তু, তাঁহারা ঊর্দ্ধবাহু অধোমুখ ও শব্দায়মান মাতঙ্গের ন্যায় সেই মহা-নাদ নিশাচরকে বধ করত গর্ত্ত-মধ্যে প্রোথিত করিলেন। এইরূপে সেই ভ্রাতৃ-যুগল রাম ও লক্ষ্মণ তাদৃশ দুষ্করকর্ম্ম-সম্পাদন করত সায়ংকালে ঋষিবর শরভঙ্গের রমণীয় আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তথায় শরভঙ্গ স্বর্গারোহণ করিলে, সত্য-পরাক্রম রামচন্দ্র অপর মুনিগণকে অভি-বাদন করত জনস্থানে গমন করিলেন। অনন্তর, সেই স্থানে শূর্পণখা নাম্নী কোন নিশাচরী রামচন্দ্রের পার্শ্বে আগমন করিলে, তাঁহার আদেশ অনুসারে মহাবল লক্ষ্মণ সমীপে উত্থিত হইয়া খড়্গ-দ্বারা তাহার কর্ণ ও নাসিকা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে, মহাত্মা রামচন্দ্র সেই জন স্থানে অবস্থান করত তত্রত্য চতুর্দ্দশ সহস্র নিশাচরকে বিনাশ করেন। সেই সময়ে চতুর্দ্দশ সহস্র নিশাচর সমা-গত হইয়াছিল বটে, কিন্তু একমাত্র রামচন্দ্রই দিবসের শেষযামে তাহাদিগকে নিঃশেষরূপে বিনাশ করিয়াছিলেন, এইরূপে সেই দণ্ডকারণ্য নিবাসী তপোবিঘ্নকারী মহাবল

মহাবীর্য্য নিশাচরগণ রণ-মধ্যে রামচন্দ্র-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে। তখন, রাক্ষসগণ এবং ক্রমশ খর, দূষণ ও ত্রিশিরা নিহত হইলে, শূর্পণখা নিতান্ত শোক-পীড়িত হইয়া রাবণ-সন্নিধানে গমন করিল। অনন্তর, রাবণের অনুচর মারীচ নামক নিশাচর রত্নময় মৃগরূপ ধারণ করত জনক-নন্দিনীকে লোভ-পরবশ করিলে, তিনি হৃষ্টান্তঃকরণে রামচন্দ্রকে কহিলেন ;—'কান্ত! ঐ মৃগকে আনয়ন কর, তাহা হইলে আমাদের আশ্রম পরম রমণীয় হইবে।' তচ্ছ্রবণে রামচন্দ্র ধনুর্ধারণ করত সেই মৃগের অনুগামী হইয়া আনতপর্ব্ব শর দ্বারা তাহাকে বধ করিলেন। হে সৌম্য! এইরূপে রামচন্দ্র মৃগয়ায় নিষ্ক্রান্ত এবং লক্ষ্মণও আশ্রম হইতে বহির্গত হইলে, দশানন আশ্রম-মধ্যে প্রবেশ করত, যেরূপ তারাপতি রোহিণীকে গ্রহণ করেন, তদ্রূপ জনক-নন্দিনীকে গ্রহণ করিল। পথ মধ্যে জটায়ু সীতাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, পরন্তু রাক্ষসরাজ রাবণ তাঁহাকে বধ করত যখন গমন করে, তৎকালে পর্ব্বত-প্রমাণ বানরগণ বিস্মিতভাবে তাহাকে দেখিয়াছিল। এইরূপে দশানন সীতাকে লইয়া সত্বর গমন করিতে থাকিলে, বানরগণ পর্ব্বতোপরি থাকিয়া আশ্চর্য্য-ভাবে তাহা দর্শন করিতে লাগিল। অনন্তর, রাক্ষসেন্দ্র জনক-নন্দিনীকে লইয়া পর্ব্বত-শৃঙ্গে স্থাপিত নবহেমাভ লঙ্কানগরীতে প্রবেশ করত মৈথিলীকে সুবর্ণ প্রাকার পরি-বেষ্টিত সুমহৎ শুভ গৃহে স্থাপন করত বাক্য দ্বারা পরি-সান্ত্বিত করিতে লাগিল; পরন্তু, সীতা সেই রাক্ষস-রাজকে

এবং তদীয় বাক্য সকলকে তৃণবৎ বোধ করত অশোক-কাননে গমন করিলেন।'

'এদিকে রামচন্দ্র বন-মধ্যে মৃগ বধ করত আশ্রমাভি-মুখে নিবৃত্ত হওত, পথ-মধ্যে গৃধ্রাজ জটায়ুর নিকট রাবণ-কর্ত্তৃক বল-পূর্ব্বক একাকিনী জনক-নন্দিনীর হরণরূপ নিদারুণ সম্বাদ শ্রবণ করিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। অনন্তর, পিতার প্রিয়সখ গৃধ্রাজের অন্তিম সৎকার সম্পাদন করত লক্ষ্মণের সহিত পুষ্পিত বনোদ্দেশে গোদাবরী তীরে জানকীর অনুসন্ধান করিতে করিতে মহারণ্যে কবন্ধ নামক নিশাচরকে বধ করিলেন। তৎপরে, সেই মহাবীর্য্য ভ্রাতৃ-যুগল রাম ও লক্ষ্মণ তদীয় বাক্যানুসারে ঋষ্যমূক পর্ব্বতে গমন করিয়া সুগ্রীবের সহিত সম্মিলিত হইলেন। তাঁহাদের কিয়ৎকাল সহবাস-বশত পরমা প্রীতি ও সৌহার্দ্দ জন্মিল। সুগ্রীব স্বীয় ক্রুদ্ধ ভ্রাতা বালি-কর্ত্তৃক নিরস্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং পরস্পর পরস্পরের বিষয় অবগত হওয়ায়, উভয়ের প্রণয় ক্রমে প্রগাঢ় হইয়া উঠিলে, রামচন্দ্র স্বীয় বাহুবীর্য্য-দ্বারা মহাকায় মহাবল বালিকে রণ-মধ্যে বধ করিয়া সুগ্রী-বকে তদীয় রাজ্য প্রদান করিলেন। সুগ্রীবও বানরগণের সহিত রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রামচন্দ্রের নিকট রাজ-নন্দিনী জানকীর অনুসন্ধান বিষয়ে প্রতিশ্রুত হইলেন। অনন্তর, মহাবল বানররাজ সুগ্রীবের আদেশ অনুসারে দশ কোটি বানর চতুর্দ্দিকে প্রস্থিত হইল; পরন্তু, আমরা জনক-নন্দিনীর অনুসন্ধান করিতে করিতে একটা গর্ত্ত-মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার নির্গমন-পথ না জানায়

তথায় আমাদের বহুদিবস অতিবাহিত হয়। তৎপরে, গৃধ্ররাজ জটায়ুর ভ্রাতা বীর্য্যবান্ সম্পাতি সীতার রাবণ-গৃহে অবস্থান-বিষয়ক সম্বাদ প্রদান করিলে, আমি আপনার শোক-সন্তপ্ত ভ্রাতৃগণের দুঃখ অপনয়ন করিবার নিমিত্ত স্বীয় বীর্য্য অবলম্বন করিয়া এক শত যোজন উল্লঙ্ঘন করত লঙ্কামধ্যস্থ অশোক-কাননে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, মলদিগ্ধাঙ্গী কৌশেয়বসনা জনকনন্দিনী কঠোরব্রত অবলম্বন করত একাকিনী নিরানন্দমনে বসিয়া আছেন। তথায় সেই অনিন্দিতাকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত সম্বাদ জিজ্ঞাসা করিলাম এবং রাম-দত্ত অভিজ্ঞান-সূচক অঙ্গুরীয়ক প্রদান ও রামচন্দ্রকে দিবার নিমিত্ত অভিজ্ঞান-সূচক তদীয় চূড়ামণি গ্রহণ করত প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। এইরূপে আমি প্রত্যাগত হইয়া অক্লিষ্টকর্ম্মা রঘুনন্দনের হস্তে সেই অভিজ্ঞান-সূচক দীপ্তিমান্ মণি প্রদান করিলাম। যেরূপ পীড়িত ব্যক্তি অন্তিমকালে অমৃত পান করিয়া জীবন লাভ করে, তদ্রূপ রামচন্দ্র মৈথিলীর বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া যেন পুনর্জ্জীবিত হইলেন। অনন্তর, প্রলয়কালে সর্ব্বলোক-দহনাভিলাষী বিভাবসুর ন্যায় রাক্ষসবধে অভিলাষী হইয়া সৈন্য সংগ্রহ করিতে আদেশ করিলেন।’

‘অনন্তর, সমুদ্রতীরে গমন করত নল দ্বারা সেতু নির্ম্মাণ করিলেন এবং তদ্দ্বারা প্রধানতম বানরগণের সমস্ত সেনা পার হইয়া লঙ্কাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সেই যুদ্ধে নীল প্রহস্তকে, লক্ষ্মণ রাবণ-নন্দন ইন্দ্রজিৎকে এবং স্বয়ং রামচন্দ্র কুম্ভকর্ণ ও রাবণকে বধ করিলেন। তৎপরে, দেবরাজ ইন্দ্র

যম বরুণ মহেশ্বর ব্রহ্মা দশরথ এবং শ্রীমান্ দেবর্ষি ও মহর্ষিগণ সেই স্থানে সমাগত হওয়ায়, অরিন্দম কাকুৎস্থ তাঁহাদের সকলের নিকট পৃথক্ পৃথক্ বর লাভ করিলেন। এইরূপে তাঁহাদের নিকট বর লাভ করত পরম পরিতুষ্ট হইয়া রামচন্দ্র পুষ্পক বিমানে আরোহণ করত কিস্কিন্ধ্যায় সমাগত হয়েন। রাজকুমার! সম্প্রতি তিনি গঙ্গাতীরে মুনি-সন্নিধানে অবস্থান করিতেছেন, অতএব, আগামী কল্য পুষ্যানক্ষত্র-যোগে আপনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।'

হনুমানের এতাদৃশ সুমধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া, ভরত আনন্দের পরাকাষ্ঠা লাভ করিলেন এবং সকলের অন্তরাত্মাকে পরিতৃপ্ত করত কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন;—'হায়! বহুকাল আমার মনোমধ্যে যে অভিলাষ ছিল, অদ্য তাহা সম্পূর্ণ হইল।'

অষ্টাবিংশাধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২৮ ॥

পরবীর-নিসূদন সত্য-বিক্রম ভরত হনুমানের প্রীতিকর বাক্যে নিরতিশয় আনন্দিত হইয়া শত্রুঘ্নকে বলিলেন;—'পবিত্রচিত্ত মনুষ্যগণ শুচি হইয়া সুগন্ধ-মাল্য ও বিবিধ বাদিত্র-দ্বারা আমাদিগের কুলদেবতা ও নগরের অন্যান্য দেবায়তনস্থিত দেবগণের অর্চ্চনা করুন। স্তুতি-পুরাণ-নিপুণ সূত ও বৈতালিক, বাদ্যশাস্ত্র-নিপুণ বাদ্যকর ও গণিকাগণ এবং রাজ-মাতা, অমাত্য, সেনা ও সেনাঙ্গ, রাজন্যগণের সহিত ব্রাহ্মণগণ ও নগরের প্রধানতম বৈশ্যগণ রাম-

চন্দ্রের সুধাংশু-সদৃশ বদনমণ্ডল দর্শন করিবার নিমিত্ত নির্গত হউন।’

‘ভরতের বাক্য শ্রবণ করিয়া পরবীর-নিসূদন শত্রুঘ্ন অনেক সহস্র ভৃত্য সমবেত করত এইরূপ আদেশ করিলেন;—‘যে সকল স্থান উচ্চ ও নিম্ন আছে, ছেদন ও পূরণ-দ্বারা সেই সকলকে সমতল করত অযোধ্যা হইতে নন্দিগ্রাম পর্য্যন্ত সমস্ত পথ পরিষ্কৃত কর। তুষার-সদৃশ শীতল জল-দ্বারা অত্রত্য তাবৎ ভূভাগ অভিষেচিত এবং লাজ ও সুগন্ধ পুষ্পবর্ষণ-দ্বারা বিকীরিত হউক। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই যেন, এই উত্তম মহানগরীর রাজমার্গ ও প্রাসাদ সকল উচ্ছ্রিত পতাকা-দ্বারা শোভিত হয়। শত শত মনুষ্য রাজপথের সর্ব্বত্র স্রগ্‌দামমুক্ত পুষ্প এবং সুবর্ণ ও রজত সমুদয় বিকীরিত করুক।’

শত্রুঘ্নের এতাদৃশ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সিদ্ধার্থ, অর্থসাধক, অশোক, মন্ত্রপাল ও সুমন্ত্র-প্রভৃতি মন্ত্রিগণ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই রাজমার্গ সকল সুশোভিত করত ধ্বজশোভিত অলঙ্কৃত অসংখ্য মত্ত মাতঙ্গে পরিবৃত হইয়া নির্গত হইল। কেহ কেহ সুবর্ণকক্ষ্যা ও ঘণ্টা-শোভিত করেণু সকলে আরূঢ় হইয়া এবং অশ্বারোহগণ অশ্বোপরি ও মহারথগণ রথোপরি আরূঢ় হইয়া বহির্গত হইল। অপর রঘুবীরগণ ধ্বজ-পতাকা-শোভিত এবং শক্তি ঋষ্টি এবং পাশহস্ত অসংখ্য পদাতি ও উৎকৃষ্ট সহস্র তুরঙ্গে পরিবৃত হইয়া নির্গত হইল। তৎপরে, দশরথ-রমণীগণ যথোপযুক্ত যানে আরোহণ করত কৌশল্যাকে পুরো-

বর্ত্তিনী করিয়া নির্গত হইলেন। চীর ও কৃষ্ণাজিনধারী উপবাসকৃশ ধর্ম্মাত্মা ভরত ভ্রাতার পুনরাগমন শ্রবণে পরম প্রীতমনে হেমদণ্ডভূষিত রাজার্হ শুক্ল-চামর পাণ্ডুরবর্ণ ছত্র ও শুক্লবর্ণ মাল্য সকল-দ্বারা শোভিত আর্য্য রামচন্দ্রের পাদুকা-যুগল মস্তকোপরি গ্রহণ করত মাল্য-মোদক-হস্ত মন্ত্রী, সার্থবাহ ও শ্রেণীমুখ্যগণে পরিবৃত এবং শঙ্খ-ভেরীনিনাদ ও বন্দিগণে পরিবৃত হইয়া, রামচন্দ্রকে সাদরে আনয়ন করিবার নিমিত্ত সচিবগণের সহিত প্রত্যুদ্গত হইলেন। তৎকালে, অশ্বগণের ক্ষুরশব্দ, রথ সকলের নেমি-নিনাদ মাতঙ্গগণের বৃংহিত এবং শঙ্খ ও দুন্দুভি-নির্ঘোষে মেদিনী মুহুর্ম্মুহু কম্পিত হইতে লাগিল। এই-রূপে সমগ্রা অযোধ্যা নগরীই রামদর্শন-বাসনায় নন্দি-গ্রামাভিমুখে নির্গত হইলে, ভরত পবন-নন্দনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করত কহিলেন;—'বানরগণ স্বভাবতই চলচিত্ত, তুমিও সেই স্বজাতীয় ভাব অবলম্বন করত আ-মাকে এ কথা বল নাই ত? পাছে, আর্য্যকে না দেখিতে পাই, আমার এই ভয় হইতেছে।'

ভরতের এতাদৃশ সন্দেহ-সূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া, হনুমান্ স্বীয় বাক্যের যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত সত্য-বিক্রম ভরতকে বলিলেন;—'হে অরিন্দম! ভরদ্বা-জের অনুগ্রহে মত্তমধুব্রতগণ-কর্ত্তৃক অনুনাদিত নিয়ত ফল-পুষ্পশোভিত এই মধুস্রব বৃক্ষ সকল দর্শন করুন। দেব-রাজ তাঁহাকে এই বর প্রদান করিয়াছিলেন এবং অধুনা মহর্ষি ভরদ্বাজ তাঁহারই পোষকতা করত সসৈন্য রঘুনন্দনের

অতিথি সৎকার করিয়াছেন। ঐ প্রহৃষ্ট বানর-সৈন্যগণের সুমহৎ শব্দ শ্রবণ করুন; বোধ হয়, তাহারা সম্প্রতি গোমতী নদী পার হইতেছে। ঐ দেখুন, শালবনে সমুদ্ভূত ধূলিপটল দৃষ্ট হইতেছে; বোধ হয়, অধুনা প্লবঙ্গমগণ সেই রমণীয় শালবনকে বিলোড়িত করিতেছে। ঐ দেখুন, বহুদূরে সেই চন্দ্র-সন্নিভ সুমহৎ বিমান দৃষ্ট হইতেছে। মহাবল রামচন্দ্র বান্ধবগণের সহিত রাবণকে বধ করত ব্রহ্মার মনঃকল্পিত এই তরুণাদিত্য-সদৃশ এবং কুবেরের প্রসাদে যথেচ্ছগামী দিব্য পুষ্পক-বিমান প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং অধুনা উহা তাঁহাকেই বহন করিতেছে। উহার মধ্যেই বৈদেহীর সহিত ভ্রাতৃ-যুগল রাম ও লক্ষ্মণ এবং মহা-তেজস্বী সুগ্রীব ও রাক্ষসরাজ বিভীষণ অবস্থান করিতে-ছেন।’

হনুমান্ এইরূপ বলিতে বলিতেই তত্রত্য স্ত্রী, বালক, যুবা ও বৃদ্ধগণের গগনব্যাপী ‘ঐ রাম’ এইরূপ সুমহৎ শব্দ সমুত্থিত হইল। তখন, সকলেই রথ, মাতঙ্গ ও তুরঙ্গ হইতে মহীতলে অবরোহণ করত গগন-মধ্যগত সুধাকরের ন্যায় রামচন্দ্রকে দেখিতে লাগিল। ভরত হৃষ্টান্তঃকরণে কৃতাঞ্জলিপুটে রামাভিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া স্বাগত প্রশ্ন পাদ্য ও অর্ঘ্যাদি-দ্বারা রামচন্দ্রের অভ্যর্থনা করিলেন। তৎকালে, বিশাললোচন ভরতাগ্রজ রাম ব্রহ্মার মনঃকল্পিত সেই বিমানে অবস্থান করত বজ্রপাণি দেবরাজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর, লোকসকল যেরূপ মেরুশিখরস্থিত দিবাকরকে প্রণাম করে, তদ্রূপ ভরত

প্রণত হইয়া বিমানস্থিত ভ্রাতাকে বন্দন করিলে, সেই হংস-সঞ্চালিত মহাবেগসমন্বিত অনুত্তম বিমান রামচন্দ্র-কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া মহীতলে অবরোহণ করিল। তখন সত্য-বিক্রম ভরত রামচন্দ্রের অনুজ্ঞাক্রমে সেই বিমানের উপর আরোহণ করত প্রীতমনে পুনর্ব্বার অভিবাদন করিলেন। রামচন্দ্রও বহুকালের পর ভরতকে দেখিয়া পরম প্রীত হইলেন এবং চরণতল হইতে উঠাইয়া আলিঙ্গন-সহকারে ক্রোড়ে লইলেন। অনন্তর, ভরত আনন্দ-সহকারে বৈদেহীসমীপে গমন ও স্বীয় নাম গ্রহণ করত অভিবাদন করিলেন এবং লক্ষ্মণও তাঁহারে অভিবাদন করিলেন। তৎপরে, কৈকেয়ীনন্দন যথাক্রমে সুগ্রীব জাম্ববান্ অঙ্গদ মৈন্দ দ্বিবিদ নীল ঋষভ সুষেণ নল গবাক্ষ গন্ধমাদন শরভ ও পনসকে আলিঙ্গন করিলে, সেই কামরূপী বানরগণ মানুষরূপ ধারণ করত হৃষ্টান্তঃকরণে ভরতকে কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন।

অনন্তর, ধার্ম্মিক-প্রবর মহাতেজস্বী রাজনন্দন ভরত বানরপুঙ্গব সুগ্রীব ও বিভীষণকে সান্ত্বনা-বাক্যে বলিলেন;- 'সুগ্রীব! উপকারাদিরূপ সৌহৃদ্য-বশত মিত্র এবং অপকারাদি দ্বারা অমিত্র হইয়া থাকে; পরন্তু তুমি স্বকৃতকর্ম্ম-দ্বারা অধুনা আমাদের ভ্রাতৃ-চতুষ্টয়ের পঞ্চম সংখ্যায় উপনীত হইলে! রাক্ষসরাজ! সৌভাগ্য-বশতই আপনার সাহায্যে রঘুনন্দন এতাদৃশ দুষ্করকর্ম্ম করিয়াছেন।' অনন্তর বীরবর শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণের সহিত রামচন্দ্রকে অভিবাদন করত বিনয়-সহকারে সীতার চরণ-যুগল গ্রহণ করিলেন। তৎ-

পরে, রামচন্দ্র শোক-কর্ষিতা বিবর্ণা জননীর সমীপে উপনীত হইয়া, তাঁহার মনকে প্রহর্ষিত করত প্রণাম করিলেন এবং যশস্বিনী কৈকেয়ী ও সুমিত্রাকে অভিবাদন করিয়া মাতৃগণের সহিত পুরোহিত সদনে গমন করিলেন। তাঁহারা যৎকালে গমন করেন, তৎকালে নাগরিক জনগণ কৃতাঞ্জলি পুটে 'হে কৌশল্যানন্দবর্দ্ধন মহাবাহো ভরতাগ্রজ রামচন্দ্র! তোমার আগমন শুভ হউক' এইরূপ জয়ধ্বনি করিতে থাকিলে, নাগরিকগণের সেই অসংখ্য অঞ্জলি সকলকে বিকসিত কমলাবলির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। ধার্ম্মিক-প্রবর ভরত সেই পাদুকা-যুগল গ্রহণ করত স্বয়ং নরেন্দ্র রামচন্দ্রের চরণ-যুগলে সংলগ্ন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন;—'যে রাজ্য আপনি আমাকে ন্যাস-স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন, অদ্য আমি আপনাকে তাহা পুনর্ব্বার নিবেদন করিতেছি। আমি যে আপনাকে অযোধ্যায় পুনরাগত ও রাজপদে প্রতিষ্ঠিত দেখিলাম, তাহাতেই আমার মনোরথ পূর্ণ ও জন্ম সার্থক হইল। আপনি কোষ কোষ্ঠাগার গৃহ ও বল-সকল পর্য্যবেক্ষণ করুন, আপনার তেজোবলেই আমি এই সমস্তকে দশ গুণ করিয়াছি।' ভ্রাতৃবৎসল ভরত এই কথা বলিলে, তাঁহার তাৎকালিক আকারাদি দর্শনে রাক্ষস বিভীষণ ও বানরগণ বাষ্প বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। অনন্তর, রঘুনন্দন হর্ষ-সহকারে ভরতকে ক্রোড়ে লইয়া সেই বিমানযোগে ভরতভবনাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন।

রঘুনন্দন সসৈন্যে ভরতাশ্রমে উপনীত হইলেন এবং বিমান হইতে অবরোহণ করত মহীতলে অবস্থিত হইয়া সেই অনুত্তম বিমানকে কহিলেন ;—'আমি অনুমতি করিতেছি, তুমি এস্থান হইতে গমন করিয়া কুবেরকে বহন কর।' রামচন্দ্র এইরূপ আদেশ করিলে, সেই অনুত্তম বিমান ধনদভবনোদ্দেশে উত্তরাভিমুখে প্রস্থিত হইল। পূর্ব্বে রাক্ষস রাবণ বল-পূর্ব্বক যে পুষ্পক নামক দিব্য বিমান গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা রামচন্দ্র-কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার কুবেরসমীপে গমন করিল। অনন্তর, দেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ বৃহস্পতির চরণ গ্রহণ করেন, তদ্রূপ বীর্য্যবান্ রঘুনন্দন ব্রহ্মজ্ঞ পুরোহিত বশিষ্ঠের পাদ-দ্বয় নিপীড়িত করত, তাঁহার সমীপস্থিত অন্য একটি শুভ আসনে উপ-বেশন করিলেন।

একোনত্রিংশাধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২৯ ॥

অনন্তর, কৈকেয়ীর আনন্দবর্দ্ধন ভরত মস্তকোপরি অঞ্জলিবন্ধন করত সত্য-পরাক্রম জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্রকে বলি-লেন ; —'পূর্ব্বে আপনি আমার জননীর দোষক্ষালন করত যেরূপে আমাকে এই রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন, আমি পুনর্ব্বার আপনাকে সেই রূপেই সেই রাজ্য প্রদান করিতেছি। যেরূপ একটি কিশোর বলীবর্দ্দ বলশালী বলীবর্দ্দযুগল-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত গুরুভার বহন করিতে পারে না, তদ্রূপ আমি এই রাজ্য-ভার বহনে নিতান্ত অসমর্থ। রাজ্য ছিদ্র বহুল, সুতরাং যেরূপ বারিবেগ সেতু ভগ্ন করিয়া

উচ্ছলিত হয়, তদ্রূপ ইহার রন্ধ্র সকল বন্ধ করা দুঃসাধ্য। হে বীর অরিদমন! যেরূপ গর্দ্দভ অশ্বের এবং বায়স হংসের গতি অবলম্বন করিতে পারে না, তদ্রূপ আমিও আপনার পদবী অবলম্বনে নিতান্ত অসমর্থ। হে মহাবাহো মনুজেন্দ্র! আপনি মাদৃশ ভৃত্যজনকে শাসন করুন, অন্যথা বক্ষ্যমাণ উপমার অর্থ অনুধাবন করিয়া দেখুন, আমাদেরও সেই দশা ঘটিবে;— যদি অন্তর্গৃহের পুষ্পবাটিকায় আরোপিত কোন বৃক্ষ স্কন্ধ ও প্রশাখাদি-দ্বারা দুরারোহ ও মহোচ্চ হওত ফলোৎপাদন না করিয়াই কেবলমাত্র পুষ্পিত হইয়া বিশীর্ণ হয়, তাহা হইলে যে ফল লাভের প্রত্যাশায় তাহাকে রোপণ করা হইয়াছিল, সেই প্রয়াস যেরূপ বিফল হয়; আমাদের গতিও কি সেইরূপ হইবে না? রঘুনন্দন! অদ্য প্রকৃতিপুঞ্জ মধ্যাহ্নকালীন প্রতাপশালী প্রদীপ্ত দিবাকরের ন্যায় আপনাকে রাজপদে অভিষিক্ত দর্শন করুক। আপনি রাজার্হ শয্যায় শয়ন করুন এবং তূর্য্যসঙ্ঘাতজনিত নির্ঘোষ, কাঞ্চী ও নূপুর-জনিত সুমধুর শব্দ এবং সুললিত গীতশব্দ দ্বারা প্রতিবোধিত হইতে থাকুন। যাবৎ এই জ্যোতিশ্চক্র পরিবর্ত্তিত হইবে, তাবৎকাল আপনি সমগ্রা বসুন্ধরার অধীশ্বর হইয়া লোক সকলকে পালন করিতে থাকুন।” পরপুর-বিজয়ী রাম ভরতের বাক্য শ্রবণে ‘তথাস্তু’ বলিয়া স্বীকার করত শুভ আসনে উপবেশন করিলেন।

অনন্তর শত্রুঘ্নের বাক্যানুসারে সুহস্ত নিপুণ নাপিতগণ রামচন্দ্রের চতুর্দ্দিকে সমবেত হইলে, প্রথমতঃ ভরত এবং

তৎপরে ক্রমশ মহাবল লক্ষ্মণ, বানরেন্দ্র সুগ্রীব ও রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণ স্নানাদি সমাধান করিলেন। তৎপরে, রামচন্দ্র জটা মুণ্ডন করত স্নানান্তে চিত্র মাল্য অনুলেপন ও মহার্হ বসনে সুশোভিত হইয়া স্বীয় শরীর-শোভা দ্বারা চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত করিলেন। বীর্য্যবান্ লক্ষ্মীবান্ ইক্ষ্বাকু-কুলবর্দ্ধন শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণ এবং রামচন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গ অলঙ্কৃত করিলেন। মনস্বিনী দশরথ-রমণীগণ স্বহস্তে সীতার সর্ব্বাঙ্গে মনোহর অলঙ্কার পরাইয়া দিলেন। পুত্রবৎসলা কৌশল্যা হৃষ্টান্তঃকরণে যত্ন সহকারে শোভন আভরণদামে বানর রমণীগণকে অলঙ্কৃত করিলেন। অনন্তর, শত্রুঘ্নের বাক্যানুসারে সারথি সুমন্ত্র সর্ব্বাঙ্গ-শোভন রথ যোজিত করত সেই স্থানে আনয়ন করিলে, পরপুর বিজয়ী মহাবাহু রাম হুতাশন ও দিনমণির ন্যায় সেই রথের অগ্রে উপস্থিত হইয়া, সত্বর তদুপরি আরোহণ করিলেন। মহেন্দ্র সদৃশ শোভমান শুভকুণ্ডলধারী সুগ্রীব ও হনুমান্ স্নানান্তে দিব্য বসনে সুশোভিত হইয়া তাঁহার অনুগামী হইলেন। সর্ব্বাভরণশোভিতা শুভকুণ্ডলধারিণী জনক-নন্দিনী ও সুগ্রীব-রমণীগণ নগরদর্শন-বাসনায় সমুৎসুক হইয়া তাঁহাদের পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

এদিকে অযোধ্যানগরে অশোক, বিজয় ও সিদ্ধার্থ-প্রভৃতি রাজা দশরথের সচিবগণ পুরোহিতকে পুরোবর্ত্তী করিয়া রামচন্দ্রের বৃদ্ধি এবং নগরের শোভা সম্পাদনার্থ মন্ত্রণা করত আদেশ করিলেন;—'রামচন্দ্রের বিজয় এবং রাজ্যাভিষেকার্থ যে যে মঙ্গলাচরণ করা কর্ত্তব্য, সকলেই যাহাতে

যত্নবান্ হউক।” পুরোহিত এবং মন্ত্রিগণ এইরূপ আদেশ করিয়া, রামদর্শন বাসনায় সত্বর নগর হইতে নির্গত হইলেন। এদিকে, অনঘ রামচন্দ্রও মহেন্দ্রের ন্যায় সদশ্ব-সঞ্চালিত রথে আরোহণ করিয়া নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তৎকালে, ভরত অশ্বরশ্মি ও শত্রুঘ্ন ছত্র ধারণ করিলেন এবং লক্ষ্মণ তদীয় মস্তকোপরি চামর বীজন করিতে লাগিলেন। রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণ শশাঙ্ক-সদৃশ শুভ্র-বর্ণ বালব্যজন ধারণ করত পার্শ্বে অবস্থিত হইলেন। তৎকালে, অন্তরীক্ষস্থিত ঋষি এবং মরুদ্গণের সহিত দেবগণের রামস্তব সূচক সুমধুর ধ্বনি সমুত্থিত হইল। তদনন্তর, মহাতেজস্বী প্লবঙ্গপুঙ্গব সুগ্রীব শত্রুঞ্জয় নামক কুঞ্জরের উপর আরোহণ করিলেন এবং অপর বানরগণ মনুষ্য-বিগ্রহ ধারণ করত সর্ব্বাভরণে ভূষিত হইয়া নয় সহস্র মাতঙ্গের উপর আরোহণ করত গমন করিতে লাগিল। এইরূপে পুরুষ-শার্দ্দূল রাম শঙ্খ ও দুন্দুভিনির্ঘোষের সহিত সেই হর্ম্মমালিনী পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিলে, নগরবাসিগণ স্বীয় শরীর দ্বারা বিরাজমান সেই অতিরথকে পুরঃসরগণের সহিত রথোপরি দর্শন করিতে লাগিল। তাহারা ভ্রাতৃগণে পরিবৃত সেই মহাত্মাকে জয়শব্দ-দ্বারা পরিবর্দ্ধিত করত আপনারাও তৎকর্তৃক প্রতিনন্দিত হইয়া তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইল। তৎকালে, রামচন্দ্র প্রকৃতিপুঞ্জ, ব্রাহ্মণ ও অমাত্য-গণে পরিবৃত হইয়া নক্ষত্রগণপরিবেষ্টিত চন্দ্রমার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি পুরোগামী তূর্য্যবাদক, করতাল ও স্বস্তিক-হস্ত জনসমূহ এবং মঙ্গল-

পাঠকগণ-কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। গো, কন্যা, অক্ষত ও সুবর্ণহস্ত ব্রাহ্মণগণ এবং মোদকহস্ত মনুষ্য সকল রামচন্দ্রের অগ্রে গমন করিতে লাগিল। সেই সময় শ্রীরামচন্দ্র মন্ত্রিগণের নিকট সুগ্রীবের সখ্য. পবন-নন্দনের প্রভাব এবং অপর বানরগণের সেই অদ্ভুত কর্ম্ম সকলের বিষয় বলিতে থাকিলে, অযোধ্যাপুরবাসিগণ রাক্ষসদিগের বল এবং বানরগণের তাদৃশ কর্ম্ম শ্রবণে বিস্মিত হইল।

বানরগণ-পরিবেষ্টিত দ্যুতিমান্ রামচন্দ্র বানরগণের পরাক্রম-বিষয়ক এই সকল কথা বলিতে বলিতে হৃষ্টপুষ্ট মনুষ্যগণে পরিপূর্ণ অযোধ্যা নগরে প্রবেশ করিলে, পৌরগণ প্রতিগৃহে পতাকা সকল উচ্ছ্রিত করিল এবং রঘুনন্দনও ইক্ষ্বাকু কুলজাতগণ-কর্ত্তৃক চিরোষিত পিতা দশরথের গৃহে প্রবেশ করিলেন। নৃপনন্দন রাম মহাত্মা পিতার ভবনে প্রবিষ্ট হইয়া কৌশল্যা, সুমিত্রা ও কৈকেয়ীকে অভিবাদন করত ধার্ম্মিক-প্রবর ভরতকে এই অর্থ সঙ্গত বাক্য বলিলেন;—'মুক্তা ও বৈদূর্য্যদামে পরিপূর্ণ ও অশোকবনিকাশোভিত আমার যে সুমহৎ ভবন আছে, তাহাই সুগ্রীবকে প্রদান কর।' সত্য-বিক্রম ভরত রামচন্দ্রের তাদৃশ আদেশ শ্রবণ করিয়া, সুগ্রীবের হস্ত ধারণ করত সেই বাটিকায় প্রবেশ করিলেন। অনন্তর, ভৃত্যগণ শত্রুঘ্ন কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া, তৈল প্রদীপ পর্য্যঙ্ক ও আস্তরণ সকল লইয়া তদভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে, মহাতেজস্বী রাঘবানুজ ভরত সুগ্রীবকে বলিলেন;—'বানরেন্দ্র! সম্প্রতি, রামচন্দ্রের অভিষেকের নিমিত্ত স্বীয় দূতগণকে আদেশ করুন।' ভরতের

এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে সুগ্রীব চারিজন বানরেন্দ্রকে চারিটি সর্ব্বরত্নভূষিত সৌবর্ণ ঘট প্রদান করত কহিলেন ;—'ওহে বানরগণ! যাহাতে কল্য প্রত্যূষসময়ে সাগর চতুষ্টয়ের জল লইয়া প্রতীক্ষা করিতে পার, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হও।'

সুগ্রীব-কর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া বারণ-সদৃশ বল-শালী এবং সুপর্ণের ন্যায় বেগবান্ বানরগণ সত্বর উৎপতিত হইল। বানরবর হনুমান্ বেগদর্শী ঋষভ ও জাম্ববান্ কলস পূর্ণ করিয়া পাঁচ শত নদীর জল আনয়ন করিলেন। বলশালী সুষেণ পূর্ব্ব সমুদ্র হইতে সর্ব্বরত্ন ভূষিত জলপূর্ণ কলস আনয়ন করিলেন। ঋষভ দক্ষিণ সমুদ্র হইতে রক্ত চন্দন ও কর্পূরলেপিত কাঞ্চনঘটে জল লইয়া আসিল। বায়ুর ন্যায় বিক্রমশালী গবয় সুমহৎ রত্নকুম্ভদ্বারা পশ্চিম মহার্ণব হইতে জল আনয়ন করিল। পবন ও বিনতা-তনয়ের ন্যায় বিক্রান্ত সর্ব্বগুণান্বিত ধর্ম্মাত্মা পবন-নন্দন সত্বর উত্তর সমুদ্র হইতে জল আনয়ন করিলেন। শত্রুঘ্ন বানরশ্রেষ্ঠগণ কর্ত্তৃক আনীত সেই সাগরাদি বারি দর্শন করত সচিবগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া সুহৃৎ ও মহর্ষি বশিষ্ঠের সমীপে নিবেদন করিলে, বৃদ্ধ বশিষ্ঠ এবং অপর ব্রাহ্মণগণ রামচন্দ্রকে সীতার সহিত রত্নময় পীঠে উপ-বেশন করাইলেন। তৎপরে, বসুগণ যেরূপ বাসবকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সেই বশিষ্ঠ বিজয় জাবাল কাশ্যপ কাত্যায়ন গৌতম এবং বামদেব-প্রভৃতি মহর্ষি-গণ নির্ম্মল ও সুগন্ধ জল-দ্বারা পুরুষশার্দ্দূল রামচন্দ্রকে অভিষিক্ত করিলেন। তদনন্তর, বশিষ্ঠের অনুমতি অনুসারে

ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণ কন্যা মন্ত্রী সার্থবাহ ও পৌরগণ হৃষ্টান্তঃকরণে যথাক্রমে তাঁহাকে অভিষিক্ত করিলে, আকাশস্থিত অমরবৃন্দ লোকপাল-চতুষ্টয়ের সহিত সম্মিলিত হইয়া সর্ব্বৌষধি-যুক্ত জল-দ্বারা রঘুনন্দনকে অভিষিক্ত করিলেন। তৎপরে, পিতামহ যে স্বনির্ম্মিত রত্নময় কিরীটদ্বারা পূর্ব্বে মনুকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পরও তদ্বংশীয় রাজগণ ক্রমান্বয়ে যদ্দ্বারা অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, মহাত্মা মহর্ষি বশিষ্ঠ রঘুনন্দনকে মহাধনগণ-কর্ত্তৃক শোভিত এবং নানাবিধ সুশোভন রত্ন দ্বারা বিচিত্রিত সভায় নানারত্ন জড়িত পীঠে উপবেশন করাইয়া সেই কিরীট দ্বারা অভিষিক্ত করিলেন ও ঋত্বিক্গণ অন্যান্য অলঙ্কার সংযোজিত করিয়া দিলেন। শত্রুঘ্ন তাঁহার মস্তকোপরি মঙ্গল সূচক পাণ্ডুরবর্ণ ছত্র এবং বানররাজ সুগ্রীব শুভ্র চামর ধারণ করিলেন। রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণ অপর একটি শশাঙ্ক-সদৃশ শুভ্রবর্ণ চামর দ্বারা তাঁহাকে বীজন করিতে লাগিলেন। সমীরণ সুরপতি কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া নরেন্দ্র রামচন্দ্রকে শতপদ্ম শোভিত জাজ্বল্যমান কাঞ্চনমালা এবং সর্ব্বরত্ন-শোভিত মণিবিভূষিত মুক্তাহার প্রদান করিলেন। ধীমান্ রামচন্দ্রের সেই অভিষেক-সময়ে অন্তরীক্ষে গন্ধর্ব্বগণ সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন এবং অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল। সেই উৎসবের সমকালেই বসুমতী শস্যবতী, পাদপ সকল ফলবান্ ও কুসুমদান সৌরভশালি হইয়া উঠিল। তৎকালে, পুরুষপুঙ্গব রামচন্দ্র ব্রাহ্মণগণকে লক্ষসংখ্যক নবপ্রসূত গো ও অশ্ব, এক শত বৃষ, ত্রিংশৎ কোটি হিরণ্য এবং বহুবিধ মহামূল্য বস্ত্র

ও আভরণ সকল প্রদান করিলেন। সুগ্রীবকে সূর্য্যরশ্মি-সদৃশী দিব্যা মণিময়ী কাঞ্চনীমালা, বালিনন্দন অঙ্গদকে বৈদূর্য্যজড়িত চন্দ্ররশ্মিবিভূষিত অঙ্গদ-যুগল এবং জনক-নন্দিনীকে চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট মণিপ্রবর-জড়িত অনুত্তম মুক্তাহার প্রদান করিলেন। জনক-নন্দিনী পবন-তনয় কৃত উপকার সকল স্মরণ করত তাঁহাকে রজোবিহীন বসন যুগল ও মনোহর আভরণ সকল প্রদান করিলেন এবং আপনার কণ্ঠা হইতে রামদত্ত হার উন্মোচন করিয়া মুহুর্ম্মুহু ভর্ত্তা ও বানরগণের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে ইঙ্গিতজ্ঞ রাম জনক-নন্দিনীকে বলিলেন ;— 'হে ভামিনি! তুমি যাহার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছ, তাহাকেই এই হার প্রদান কর।' অসিতলোচনা সীতা স্বামীর এতাদৃশ আদেশ প্রাপ্ত হইয়াই যাহাতে তেজ ধৃতি যশ নিপুণতা সামর্থ্য বিনয় নয় পৌরুষ বিক্রম ও বুদ্ধি-প্রভৃতি গুণ সকল নিয়ত বর্ত্তমান রহিয়াছে, সেই বায়ুনন্দনকেই সেই হার প্রদান করিলেন। তৎকালে চন্দ্রাংশু সদৃশ বানরপুঙ্গব হনুমান্ সেই গৌরবর্ণ হার ধারণ করিয়া শ্বেতাভ্র সমাচ্ছাদিত অচলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অন্যান্য বৃদ্ধ বানর ও যূথপতিগণ বসনভূষণাদি দ্বারা যথাযোগ্যরূপে প্রতিপূজিত হইল। এইরূপে বিভীষণ সুগ্রীব হনুমান্ জাম্ববান্ এবং অপর বানরযূথপতিগণ অক্লিষ্টকর্ম্মা রঘুনন্দন-কর্ত্তৃক মহার্হ রত্ন ও মাল্যচন্দনাদি-দ্বারা সম্মানিত হইয়া নিজ নিজ ভবনোদ্দেশে প্রস্থিত হইলেন। অনন্তর, অরাতি-

দমন বসুধাপতি রাম, মৈন্দ দ্বিবিদ ও নীলকে ইচ্ছানুরূপ ভোজন প্রদান করিলেন।

এইরূপে সেই বানরপুঙ্গবগণ মহাত্মা মনুজেন্দ্র রামের অভিষেক দর্শন করত তৎকর্ত্তৃক বিসৃষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার কিষ্কিন্ধ্যাভিমুখে প্রস্থিত হইল। বানরেন্দ্র সুগ্রীব রামাভিষেক দর্শন করত তৎকর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া কিষ্কিন্ধ্যায় প্রবেশ করিলেন। মহাযশা ধর্ম্মাত্মা রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণ রাজ্য ও ধনরত্ন লাভ করত রাক্ষসপুঙ্গবগণের সহিত লঙ্কানগরে গমন করিলেন।

এদিকে ধর্ম্মবৎসল উদারপ্রকৃতি মহাযশস্বী রাম অরাতি-বিজয়ের পর সুমহৎ রাজ্য লাভ করত পরমানন্দে প্রজাপালনে প্রবৃত্ত হইয়া ধর্ম্মজ্ঞ লক্ষ্মণকে কহিলেন ;—'হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ বল-পূর্ব্বক যে রাজ্য স্বায়ত্ত করিয়াছিলেন, তুমি আমার সহিত সেই রাজ্য ভোগ কর ; হে বীর! পিতৃলোক সকল পূর্ব্বে যে ধুর বহন করিয়াছিলেন, তুমিও যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া তদনুরূপ ধুর বহন করিতে থাক।' পরন্তু, এইরূপে সর্ব্বপ্রকারে অনুনীত হইয়াও যখন সুমিত্রানন্দন যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইতে বাসনা করিলেন না, তখন ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র ভরতকে অভিষিক্ত করিয়া, পৌণ্ডরীক অশ্বমেধ এবং অপর বহুবিধ যজ্ঞদ্বারা দেবগণের তৃপ্তি সাধন করিলেন। তিনি দশ সহস্র বৎসর রাজ্য পালন করত ক্রমশ সদশ্ব ও ভূরিদক্ষিণা-সম্পন্ন দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেন। এইরূপে সেই আজানুলম্বিতবাহু মহাবক্ষ প্রতাপবান্ রাম লক্ষ্মণের সহিত রাজ্য

পালন করিতে লাগিলেন। তিনি রাজ্যলাভে পূর্ণমনোরথ হইয়া ভ্রাতা সুহৃৎ ও বান্ধবগণের সহিত বহুবিধ যজ্ঞ করিলেন। তাঁহার রাজ্য-শাসনকালে কোন রমণীকেই বৈধব্য-জনিত শোক করিতে হয় নাই এবং ব্যাধি ও সর্পাদিজনিত ভয় অন্তর্হিত হইয়াছিল। লোক সকল দস্যু-বিহীন হওয়ায় কাহাকেও অনর্থের বশীভূত হইতে এবং বৃদ্ধগণকে বালক-দিগের প্রেতকার্য্য করিতে হয় নাই। সকলেই রামচন্দ্রকে দর্শন করত ধর্ম্মচিন্তা-নিরত হইয়া পরমানন্দে কালাতি-পাত করিত এবং কেহই কাহারও হিংসা করিত না। সেই রামরাজ্যে সকলেই রোগ-শোক-বিহীন হইয়া সহস্র বর্ষ আয়ু লাভ করিয়াছিল। তৎকালে, মহীরুহ সকল প্রতি-নিয়ত পুষ্প ও ফল-মূল প্রসব করিত, পর্য্যণ্যদেব ইচ্ছানুরূপ বারিবর্ষণ করিতেন এবং সমীরণ সুখস্পর্শ হইয়াছিলেন। রামশাসনে তদীয় লক্ষণ-সম্পন্ন ও ধর্ম্ম পরায়ণ প্রকৃতিপুঞ্জ সন্তুষ্টমনে নিজ নিজ কর্ম্মে নিরত থাকিয়া ধর্ম্মাচরণ করিত; কেহই অন্যায়াচরণে প্রবৃত্ত হইত না। রামচন্দ্র এইরূপে দশ সহস্র বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন।

ইহলোকে যে মনুষ্য মহর্ষি বাল্মীকি-কর্ত্তৃক প্রণীত রাজ-গণের বিজয়াবহ এই বেদসম্মিত আদি কাব্য শ্রবণ করিবে, সে সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ধর্ম্ম ও যশ লাভ করিবে। রামাভিষেক-সম্বলিত এই আদি কাব্য শ্রবণ করিলে, পুত্র-কাম ব্যক্তি পুত্র এবং ধনাভিলাষী ধন লাভ করিবে। মহীপতি এই কাব্য শ্রবণ করিলে, অরাতিগণের সহিত সমগ্রা বসুন্ধরাকে জয় করিতে সমর্থ হইবেন। যেরূপ

রামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও ভরতকে পুত্র লাভ করিয়া, কৌশল্যা সুমিত্রা ও কৈকেয়ী জীবিতপুত্রা হইয়াছিলেন, স্ত্রীলোক সকল এই আদি কাব্য শ্রবণ করিলে, সেইরূপ জীবৎপুত্রা হইবে। অক্লিষ্টকর্ম্মা রামচন্দ্রের বিজয়-সম্মিলিত এই রামায়ণ শ্রবণ করিলে, আয়ুষ্কাল সুদীর্ঘ হয়। যাহারা শ্রদ্ধা-সহকারে এই বাল্মীকি-প্রণীত কাব্য শ্রবণ করিবে, তাহারা দুর্গ হইতে উত্তীর্ণ হইতে এবং প্রবাসিগণ প্রবাসাবসানে বান্ধবগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া সুখ লাভ করিতে পারিবে। রাম-জন্মের বহুকাল পূর্ব্বে বাল্মীকি যাহা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, যাহারা সেই এই রামায়ণ কাব্য শ্রবণ করিবে তাহারা রঘুনন্দন হইতে অভীষ্ট বর লাভ করিবে। যাহাদের গৃহে এই রামায়ণ থাকে এবং যাহারা ইহা শ্রবণ করে, দেবগণ তাহাদের উপর প্রসন্ন হয়েন এবং বিনায়কগণও শান্তমূর্ত্তি অবলম্বন করেন। ইহা শ্রবণ করিলে, রাজা পৃথিবী-বিজয়ী হয়েন এবং প্রবাসিগণ কল্যাণ লাভ ও রজস্বলাগণ সুকুমার প্রসব করিয়া থাকে। এই পুরাতন ইতিহাসগ্রন্থকে পূজা ও পাঠ করিলে, মনুষ্য সর্ব্বপাপ-বিমুক্ত হইয়া দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হয়। ক্ষত্রিয়গণ অবনতমস্তকে প্রণাম করিয়া ব্রাহ্মণ-মুখে এই ইতিহাস শ্রবণ করিলে, ঐশ্বর্য্য ও পুত্র লাভ করিবে। প্রতিনিয়ত সমগ্র রামায়ণ শ্রবণ ও পাঠ করিলে, সেই ক্ষীরোদশায়ী সর্ব্বশক্তিমান্ সনাতন আদিদেব মহাবাহু রামরূপী বিষ্ণু প্রীত হয়েন। যাহা পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল, সেই এই পুরাতন আখ্যান-দ্বারা সকলে মঙ্গল লাভ করত বিষ্ণুর বলবীর্য্য সকল গান করিতে থাকুক। এই রামায়ণ শ্রবণ ও

অধ্যয়ন করিলে, দেবতা ও পিতৃগণ পরিতুষ্ট হয়েন। যে সকল মনুষ্য এই ঋষি-প্রণীত শ্রীরাম-সংহিতা লিখিবে, তাহারা স্বর্গে বসতি লাভ করিবে। পুরুষ এবং রমণীগণ এই মঙ্গলময় সুখ-জনক মহার্থ কাব্য শ্রবণ করিলে, সর্ব্ববিধ সিদ্ধি লাভ করিবে এবং তাহাদের কুটুম্ব ও ধনধান্যাদি পরিবর্দ্ধিত হইবে। এই শুভ আখ্যান শ্রবণ করিলে, আয়ুষ্কাল পরিবর্দ্ধিত, শরীর নীরোগ, যশ বিস্তৃত, সৌভ্রাত্র চির-স্থায়ী, বুদ্ধিবৃত্তি ও তেজ পরিবর্দ্ধিত হয়, অতএব সকল শুভাভিলাষী ব্যক্তিরই যথানিয়মে ইহা পাঠ করা কর্ত্তব্য।

শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক তদ্রাখ্যান নামক

ত্রিংশদধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৩০ ॥

লঙ্কাকাণ্ড সম্পূর্ণ